BELAL

মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

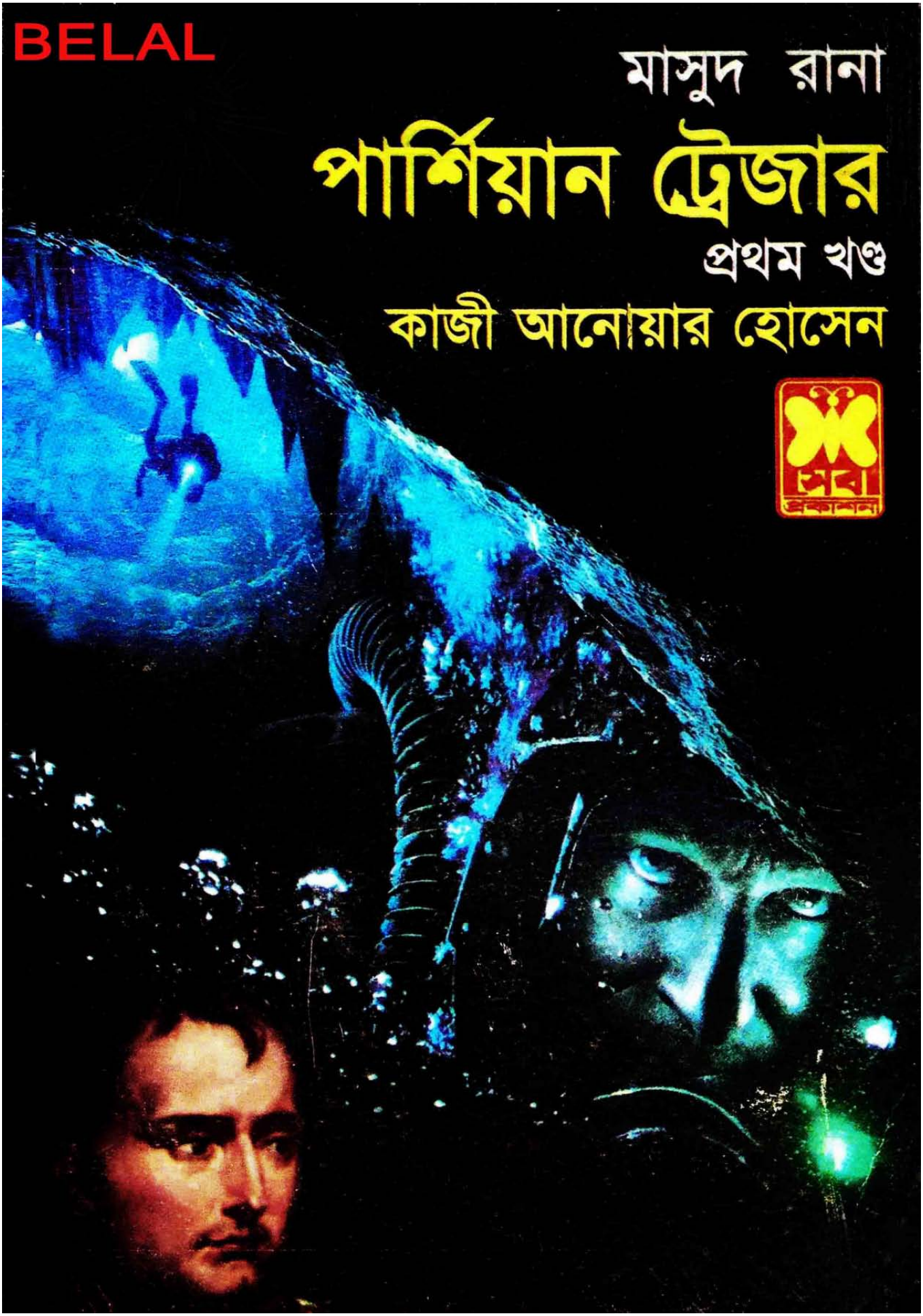

সবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

ভাঙা একটা কাঁচের বোতল।
তাতে এক উড়ন্ত মৌমাছির রহস্যময় ছবি।
অদ্ভুত ওই প্রতীকটা বিপাকে ফেলে দিল রানা-সোহানাকে।
একের পর এক মৃত্যুফাঁদ পাতা হচ্ছে ওদের জন্যে।
কারণ, ভয়ঙ্কর এক মাফিয়াসর্দারের বিরাগভাজন হয়েছে।
কৌশলে বিপদ এড়িয়ে যাচ্ছিল ওরা দুজনে।
ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি: যাকে সুহৃদ ভেবেছে,
তারই বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়তে চলেছে ওরা
শত্রুপক্ষের হাতে। এমন এক জায়গায়—
যেখানে গোর দেওয়া হয়েছে রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি।
শত্রু প্রবল, ওরা মাত্র দুজন।
কী হয়, কী হয়!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

EXCLUSIVE

BANGLAPDF.NET

SCANNING & EDITTING

BELAL AHMED

মাসুদ রানা ৪৩১

পার্শিয়ান ট্রেজার

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

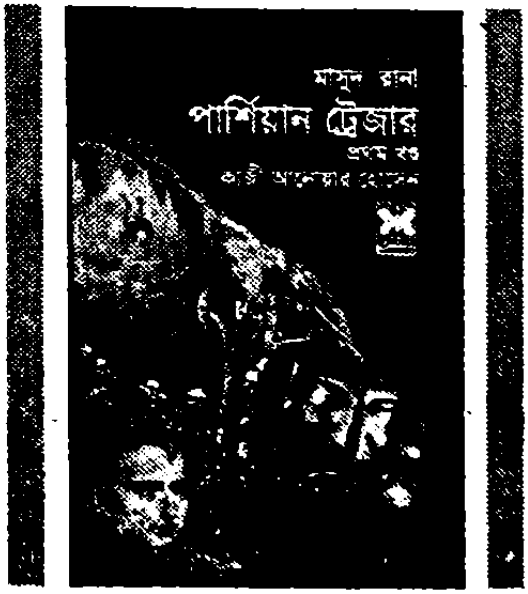

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7431-9

আটানব্বই টাকা

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নূর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শাস্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্ধার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের থাবা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বৃশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার।

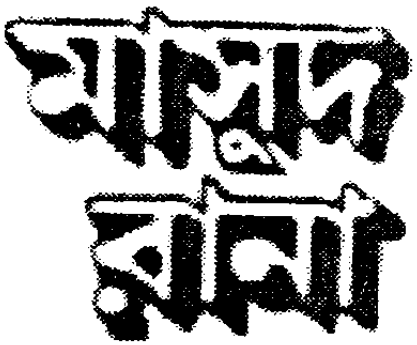

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

পূর্বকথা

আঠারো শ' সাল। মে মাস। গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্ণার্ড গিরিপথ। পেনাইন আল্পস।

রণসাজে সজ্জিত ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। একঝলক ঠাণ্ডা দমকা বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ। উড়িয়ে এনে একদলা তুষার ফেলল স্টাইরির পায়ে। ঘাবড়ে গেল ঘোড়াটা। অস্থিরভঙ্গিতে ফোঁস ফোঁস করছে। বার কয়েক এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ট্র্যাক থেকে।

লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামালেন নেপোলিয়ন। ঘাড়ে-গলায় হাত বুলিয়ে শান্ত করলেন। ঠাণ্ডা লাগছে, তাই তুলে দিলেন গ্রেটকোটের কলার। অনেকক্ষণ ধরে তুষারপাত হচ্ছে, তুষারের সাদা চাদর ভেদ করে তাকালেন পুব দিগন্তের দিকে। মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের ষোলো হাজার ফুট উঁচু অবয়বটা ছাড়া তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না।

স্যাডলের উপর কিছুটা ঝুঁকে বসে আবারও ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে দিলেন নেপোলিয়ন। বিড়বিড় করে বললেন, 'এরচেয়েও খারাপ অবস্থা দেখেছিস তুই, ঠিক না?'

স্টাইরি আরবি। দু'বছর আগে মিশরে এক অভিযান চালানোর সময় ওটা করায়ত্ত করেন নেপোলিয়ন। সেই থেকে ঘোড়াটা তাঁর সঙ্গেই আছে। ওটা প্রশিক্ষিত রণঘোটক। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে স্টাইরি এককথায় তুলনাহীন। কিন্তু সমস্যা একটাই, ঠাণ্ডা বা তুষার সহ্য করতে পারে না। পারার কথাও না। জন্মেছে মরুভূমিতে, বড়ও হয়েছে সেখানে। তাই চলার সময় পায়ের নীচে বরফের বদলে বালি পেলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে বেশি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন নেপোলিয়ন। খাস পরিচারক

কন্সট্যান্টকে ইঙ্গিত করলেন। ফুট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে ধরে রেখেছে কতগুলো খচ্চরের লাগাম। আরও পিছনে আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসছে নেপোলিয়নের রিযার্ভ আর্মি—চল্লিশ হাজার সৈন্য এবং তাদের ঘোড়া, খচ্চর ও রসদ।

ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র বিশেষ একটা খচ্চর আলাদা করে নিয়ে দ্রুত-পায়ে আগে বাড়ল কন্সট্যান্ট। নেপোলিয়নের কাছে এসে থামল। স্টাইরির লাগাম ওর হাতে দিয়ে স্যাডল থেকে নামলেন তিনি। তাঁর দু'পা হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল তুষারের গালিচায়। ওই অবস্থাতেই পা দুটো টান টান করে দিলেন তিনি। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার কারণে তেমন একটা সাড়া পাচ্ছেন না। বললেন, 'স্টাইরির বিশ্রাম দরকার। আমার মনে হয় ওর নালে কোনও সমস্যা হয়েছে।'

'দেখছি আমি, জেনারেল।'

যখন কোনও অভিযানে বের হন তখন সঙ্গীদের মুখ থেকে "জেনারেল" সম্বোধনটাই শুনতে পছন্দ করেন নেপোলিয়ন।

বুক ভরে দম নিলেন তিনি। টেনেটুনে ঠিক করলেন নীল "বাইকর্ণ" হ্যাট। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন দূরের পর্বতচূড়ার দিকে। 'দিনটা সুন্দর, ঠিক না, কন্সট্যান্ট?'

'আপনি বললে অবশ্যই,' কন্সট্যান্টের গলায় শ্লেষের আভাস।

রাগ করলেন না নেপোলিয়ন, বরং মুচকি হাসলেন।

অনেক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো আছে কন্সট্যান্ট। সে এখন আর নেহাৎ হুকুমবরদার না। অনেক বিষয়ে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলে। মাঝেমধ্যে একটু-আধটু খোঁচাও দেয়। নেপোলিয়ন তেমন কিছু মনে করেন না এ-ব্যাপারে। বয়স হয়েছে লোকটার, যা বলে তাতে তোষামুদির চেয়ে সম্রাটের ভালোমন্দের চিন্তাটা থাকে বেশি।

'লোরন কিছু জানিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

'না, জেনারেল।'

পুরো নাম আরনঁদ লোরন। নেপোলিয়নের রিযার্ভ আর্মির মেজর জেনারেল। তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত কমাণ্ডার এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। গতকাল একদল সৈন্য নিয়ে স্কাউটিং মিশনে এই গিরিপথের আরও ভিতরের দিকে গেছেন তিনি। এখানে শত্রুপক্ষের হামলার সম্ভাবনা বলতে গেলে শূন্য, তারপরও নেপোলিয়ন জানেন সাবধানের মার নেই। ইতিহাস বলে, সামান্য কারণে অনেক বড় বড় বীর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মুহূর্তের মধ্যে। এখানে নেপোলিয়নের বিবেচনায় সবচেয়ে বড় শত্রু হিমশীতল আবহাওয়া আর অপরিচিত ভূখণ্ড।

গ্র্যাণ্ড সেইণ্ট বার্ণার্ড গিরিপথ সমুদ্র-সমতল থেকে আট হাজার ফুট উপরে। পর্যটকদের কাছে এই এলাকা ক্রসরোড হিসেবে পরিচিত। কারণ জায়গাটা সুইটযারল্যাণ্ড, ইটালি আর ফ্রান্সের সীমানায়। নেপোলিয়নই প্রথম নন, এপথ দিয়ে আগেও অনেক সেনাবাহিনী গেছে। রোমকে দুমড়েমুচড়ে একাকার করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০ সালে গেছে গলবাহিনী। হ্যানিবলের বিখ্যাত হাতিবাহিনী গেছে খ্রিস্টপূর্ব ২১৭ সালে। নেপোলিয়নের পূর্বসূরি ফ্রান্সের এককালের রাজা পেপিন দ্য শর্ট গেছেন পোপ দ্বিতীয় স্টিফানের সঙ্গে দেখা করতে, ৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে। রোমে অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ করে প্রথম পবিত্র রোমান সম্রাট হিসেবে ৮০০ সালে গেছেন শার্লেম্যাগনে।

কিন্তু অন্য রাজারা যা পারেনি, নিজেকে মনে করিয়ে দিলেন অন্যমনস্ক নেপোলিয়ন, আমি তা করে দেখাবো। আমার আগে যারা এই এলাকা দিয়ে গেছে তাদের রাজত্বের চেয়েও বড় হবে আমার রাজত্ব। শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী, বৈরি আবহাওয়া, পর্বত...কোনওকিছুই দমাতে পারবে না, ভুঁইফোড় অস্ট্রিয়ানগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো আমি।

বছর দু'-এক আগের কথা। নেপোলিয়ন আর তাঁর সেনাবাহিনী তখন মিশরে। অভিযান চালাচ্ছেন সেখানে, দখল করছেন দেশটা। হঠাৎ খবর পান, হামলা করে ইটালির যে-অংশটুকু ফ্রান্সের অধীনে ছিল তা দখল করে নিয়েছে অস্ট্রিয়ানরা।

এই বিজয় টিকবে না, ভাবলেন নেপোলিয়ন। বছরের এই সময়ে সেইন্ট বার্ণার্ড গিরিপথের মতো দুর্গম এলাকা পার হয়ে হামলা করবে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী—কল্পনাও করতে পারবে না অস্ট্রিয়ানরা। এখানে শীতকালে মানুষের পক্ষে চলাচল করা এককথায় অসম্ভব। কারণ চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ি দেয়াল, মাঝখান দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে দুর্গম ট্রেইল, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু হয়ে জমেছে তুষার। কোনও পর্যটকের পক্ষে একা এই গিরিপথ পাড়ি দেয়ার চিন্তা স্রেফ দুঃস্বপ্ন।

এখানে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবিরাম তুষারপাত চলে। তাপমাত্রা কোনওদিনও শূন্যের উপরে ওঠে না। সামনে যা কিছু পায় তা-ই দাফন দেয়ার নিয়ত নিয়ে কখনও কখনও দশজন মানুষ-সমান উঁচু হয়ে আছড়ে পড়ে জমাট-বাঁধা তুষারকণা। সঙ্গে দমকা বাতাস তো আছেই। সূর্যের দেখা বলতে গেলে পাওয়াই যায় না। যেদিন সূর্য ওঠে সেদিনও মাঝদুপুর পর্যন্ত বাতাসে ঝুলে থাকে কুয়াশার ভারী চাদর। তুষারসাগরে যখন-তখন বিনা নোটিশে জাগে প্রলয়ঝড়। শান্ত একটা দিন যেন নিমেষে পরিণত হয় বিভীষিকাময় ভয়াল রাতে। একটানা গর্জন করতে থাকে বাতাস। সমান তেজে তীরবেগে ছুটে বেড়ায় বরফখণ্ড। একহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না তখন। সবচেয়ে বড় আতঙ্কের নাম তুষারধস। নিজের ভারে হাজার হাজার টন শিলাসহ খসে পড়ে জমাট-বরফের বিশাল স্তূপ। কখনও কখনও আধ মাইল পর্যন্ত চওড়া হয় এই স্তূপ। নীচে পড়ার সময় গর্জাতে থাকে হিংস্র, বুনো জন্তুর মতো।

ভাগ্য ভালো, এই অভিযানে এখন পর্যন্ত তেমন বড় কোনও

দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি নেপোলিয়নের বাহিনীকে। ঠাণ্ডার কারণে এখন পর্যন্ত মাত্র দু'শ' সৈন্য মারা পড়েছে।

কন্সট্যান্টের দিকে তাকালেন নেপোলিয়ন। 'কোয়ার্টারমাস্টার কী রিপোর্ট দিল?'

কোটের পকেট থেকে কয়েক তা কাগজ বের করে নেপোলিয়নের দিকে বাড়িয়ে ধরল কন্সট্যান্ট। 'এই যে।'

কাগজগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন নেপোলিয়ন। তাঁর সৈন্যরা এখন পর্যন্ত উনিশ হাজার আট শ' সতেরো বোতল মদ, এক টন পনির আর সতেরো শ' পাউণ্ড মাংস সাবাড় করেছে। এভাবে চলতে থাকলে...

হিসাবটা শেষ করতে পারলেন না তিনি। কন্সট্যান্ট বলে উঠল, 'ওই যে, মেজর জেনারেল লোরন এসে গেছেন।'

মুখ তুলে তাকালেন ফরাসি সম্রাট।

দূরে, তুষারের চাদর ভেদ করে এগিয়ে আসছে বারোজন ঘোড়সওয়ার। ওরা প্রত্যেকেই দক্ষ সৈনিক। স্যাডলে ঝুঁকে বসে নেই একজনও। সবার পিঠ সোজা। আর ওদের কমাণ্ডার নেপোলিয়নের দৃষ্টিতে তুলনাহীন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্রাটের সামনে এসে ঘোড়া থামালেন লোরন। স্যালুট করে নামলেন স্যাডল থেকে। তাঁকে আলিঙ্গন করলেন নেপোলিয়ন। তারপর কিছুটা সরে গিয়ে ইশারা করলেন কন্সট্যান্টকে। দ্রুত এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এনে দিল কন্সট্যান্ট লোরনকে। ঢকঢক করে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি গলাধঃকরণ করে বোতলটা ফেরত দিলেন লোরন।

নেপোলিয়ন বললেন, 'কী খবর?'

'আট মাইলের মতো দেখে এসেছি আমরা, জেনারেল। শত্রুপক্ষের কোনও চিহ্ন নেই। সামনে আবহাওয়া ভালো। কিন্তু তুষারের গভীরতা বেশি। তারপরও আমার মনে হয় যত আগে

বাড়বো আমাদের চলার কষ্ট তত কমবে।'

'ভালো,' সম্রাটের গলায় সন্তুষ্টি। 'খুব ভালো।'

'একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

আলতো করে নেপোলিয়নের কনুইয়ে হাত রাখলেন লোরন, তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কিছুটা দূরে। নিচু গলায় বললেন, 'আমরা...ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখে এসেছি।'

কৌতূহল বোধ করলেন নেপোলিয়ন। 'কী?'

'আমার মনে হয় আমার মুখ থেকে না শুনে আপনি নিজে গিয়ে দেখলেই ভালো হয়।'

একদৃষ্টিতে লোরনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন নেপোলিয়ন কিছুক্ষণ। ষোলো বছর বয়স থেকে এই লোকটাকে চেনেন তিনি। ওই সময়ে ফরাসি সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ডিভিশনে একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন তিনি। বাড়িয়ে বলা অথবা বানিয়ে বলার অভ্যাস নেই তাঁর। তিনি যখন বলছেন কিছু একটা দেখেছেন এবং সেটা দেখাতে নিয়ে যেতে চাইছেন, তারমানে বিষয়টা আসলেই গুরুত্বপূর্ণ।

'কত দূরে?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

'চার ঘণ্টা লাগবে।'

আকাশের দিকে তাকালেন নেপোলিয়ন। দুপুর গড়িয়ে গেছে। মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের চূড়া ছাড়িয়ে কিছুটা উপরে জমাট বাঁধছে কালো মেঘ। ঝড় আসছে।

'ঠিক আছে,' লোরনের কাঁধ চাপড়ে দিলেন তিনি। 'কাল সকালে রওনা হবো আমরা।'

রাতে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা ঘুমান নেপোলিয়ন। ওঠেন সকাল ছ'টায়।

আজ উঠেছেন আরেকটু তাড়াতাড়ি। নাস্তা সেরে নিয়েছেন

ইতোমধ্যে। এক পট তিতা কালো কফি নিয়ে বসেছেন এখন। বিগ্রেড কমাণ্ডারদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে নানা রিপোর্ট শুনছেন আর চুমুক দিচ্ছেন কফির কাপে।

ঠিক সাতটার সময় হাজির হলেন লোরন। প্রস্তুত হয়েই ছিলেন নেপোলিয়ন, মেজর জেনারেল আসামাত্র উঠে পড়লেন। বিশ্বস্ত কয়েকজন সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন দু'জনে। আগেরদিন যে-ট্রেইল ধরে গিয়েছিলেন লোরন, সেই পথেই এগোচ্ছেন।

গতরাতে ঝড়ের সময় তুষারের চেয়ে বাতাস দাপাদাপি করেছে বেশি। ট্রেইলের এখানে-সেখানে আলগা তুষার জমাট বেঁধে বরফের দেয়াল বানিয়ে দিয়েছে। গিরিপথের চেহারাটা পাল্টে গেছে রাতারাতি। নিঃশ্বাস ছাড়ছে ঘোড়াগুলো, যেন সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে ওগুলোর নাক থেকে। থেকে থেকে বয়ে যাচ্ছে শীতল বাতাস। অটুট নীরবতায় হঠাৎ শোঁ শোঁ আওয়াজ বুকের ভিতরে কাঁপন তুলে দেয়।

'আতঙ্কজনক, ঠিক না, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করল লোরন।

'না। এ-রকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে আমার।'

'আমার দৃষ্টিতে এই জায়গা সুন্দর। সুন্দর এবং বিপজ্জনক।'

যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, ভাবলেন নেপোলিয়ন। কামানের গর্জন না শুনলে, মাস্কেটের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ না দেখলে, বাতাসে পোড়া বারুদের গন্ধ না পেলে তাঁর মনেই হয় না বেঁচে আছেন! যুদ্ধক্ষেত্রই তাঁর বাড়ি, তাঁর ঘর। যুদ্ধক্ষেত্রই তাঁর প্রেম।

আর কয়েকটা দিন পর, আবারও ভাবলেন তিনি, এই হতচ্ছাড়া পাহাড়ি এলাকা পার হলে... মনে মনে হাসলেন।

সবার সামনে-থাকা লিড রাইডার হাত তুলল এমন সময়। থামতে ইঙ্গিত করছে। স্টাইরির লাগাম টানলেন নেপোলিয়ন।

ইতোমধ্যে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে লোকটা। উরু পর্যন্ত জমা তুষার ঠেলে এগোচ্ছে সামনে। সামনের পাহাড়ি দেয়ালগুলো

দেখছে। মাথা কিছুটা ঝুঁকে আছে পিছনের দিকে। একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর।

'কী খুঁজছে?' লোরনকে জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

'এসব এলাকায় যখন তুষারধস হয়,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন লোরনও, 'সাধারণত সকালের দিকেই হয়। সারারাতের ঠাণ্ডায় পাহাড়ি দেয়ালে জমাট বাঁধে তুষার। সকালের অল্প রোদেই গলে গিয়ে আছড়ে পড়ে। বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আওয়াজ শোনামাত্র পালানো। তুষারধসের আওয়াজ শুনলে আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, যেন স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নিজেই গর্জন করছেন!'

কয়েক মিনিট পরে ট্রেইলের মাথায় উদয় হলো লিড রাইডার লোকটা। আবারও ইঙ্গিত করল, জানিয়ে দিল সব ঠিক আছে। তারপর স্যাডলে উঠে বসে এগোতে লাগল।

টানা দু'ঘণ্টা চললেন নেপোলিয়ন আর তাঁর সঙ্গীরা। আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে নামলেন পর্বতের পাদদেশের দিকে। বরফের সঙ্গে জড়াজড়ি করে-থাকা ধূসর গ্র্যানিটের সরু একটা উপত্যকায় হাজির হলেন অনেকটা হঠাৎ করেই। থামতে ইশারা করে ঘোড়া থেকে নামল লিড রাইডার। নামলেন লোরনও। ওর দেখাদেখি স্যাডল ছাড়লেন নেপোলিয়ন।

এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। 'এখানে?'

দুষ্টুমির হাসি হাসলেন তাঁর মেজর জেনারেল। 'হ্যাঁ, এখানেই।' স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা আছে দুটো লণ্ঠন, দড়ির বাঁধন খুলে লণ্ঠন দুটো হাতে নিলেন। সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন তা হলে?'

হাঁটতে শুরু করলেন তাঁরা। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছ'টা ঘোড়া। নেপোলিয়ন যাবেন, তাই অ্যাটেনশন হয়ে স্যাডলে বসে আছে সওয়ারেরা। ওদেরকে ছাড়িয়ে আসার সময় প্রত্যেকের

উদ্দেশ্যে ছোট করে নড করলেন নেপোলিয়ন।

কিছুটা হেঁটে চলে এলেন আরেকটু সামনে। থামলেন লোরন, থামলেন নেপোলিয়নও। বাঁ দিকে, কিছুটা দূরে বড় একটা বোল্ডার; কয়েক মিনিট পর ওটার পিছন থেকে বের হয়ে এল সেই লিড-রাইডার। তুষার ঠেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে স্যালুট করল সম্রাটকে।

ওকে চোখের ইশারায় দেখিয়ে লোরন বললেন, 'সার্জেন্ট পেলিটিয়ারের কথা খেয়াল আছে, জেনারেল?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন নেপোলিয়ন। কৌতুকের সুরে যোগ করলেন, 'এখন আমার উপর পেলেটিয়ারের একচ্ছত্র অধিকার।' একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন লোকটার দিকে। 'চলো।'

মাথা ঝাঁকাল পেলিটিয়ার। স্যাডলব্যাগ থেকে দড়ির একটা কুণ্ডলী বের করল। একটু আগে যে-বোল্ডারের আড়াল থেকে বের হয়ে এসেছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল আবার। ওকে অনুসরণ করলেন নেপোলিয়ন আর লোরন।

গ্র্যানিটের একটা প্রাকৃতিক দেয়ালের কাছে এসে বাঁক নিল পেলিটিয়ার, দেয়ালটার সঙ্গে সমান্তরালে এগিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চাশ গজের মতো এগোল সে। পাহাড়ি দেয়ালে গজিয়ে ওঠা প্রাকৃতিক একটা কুলুঙ্গির সামনে থেমে দাঁড়াল হঠাৎ করেই।

এদিক-ওদিক তাকালেন নেপোলিয়ন। 'জায়গাটা সুন্দর, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে দেখার মতো কিছু আছে বলে মনে হয় না।'

পেলিটিয়ারের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালেন লোরন। মাথার উপর মাস্কেট তুলল পেলিটিয়ার, কুঁদো দিয়ে জোরে বাড়ি দিল কুলুঙ্গির গায়ে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন পাহাড়ি দেয়ালের সঙ্গে কাঠের বাড়ি খাওয়ার শব্দ শোনা যাবে, কিন্তু কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, বাড়ি খেয়ে টুকরো হয়ে খসে পড়ছে জমাট বরফ।

আরও চারবার বাড়ি মারল পেলিটিয়ার। ভেঙে পড়ল বরফ, ছ'ফুট উঁচু আর দু'ফুট চওড়া একটা প্যাসেজের মুখ বেরিয়ে পড়ল।

উঁকি দিলেন নেপোলিয়ন। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'যতদূর মনে হয়,' বলে উঠলেন লোরন, 'গ্রীষ্মকালে এই প্যাসেজের মুখ ঢেকে থাকে ঝোপঝাড় আর লতাপাতা দিয়ে। শীতকালে বরফ জমে জমে বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক কী কারণে জানি না, প্যাসেজের ভিতরে আর্দ্র একটা পরিবেশ বজায় থাকে। আর, সে-কারণেই শীত এলে বরফের পাতলা স্তর পড়ে এটার মুখে। মজার কথা কী, জানেন? রোদের সামান্য তেজ পেলেই কিন্তু গলে যায় এই "বরফের-দরজা"। রাতের ঠাণ্ডায় প্যাসেজের মুখ বন্ধ হয়ে যায় আবার।'

'ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করলেন নেপোলিয়ন। 'এই প্যাসেজ আবিষ্কার করল কে?'

'আমি,' জবাব দিল পেলিটিয়ার।

'হঠাৎ আবিষ্কারের নেশা পেয়ে বসল কেন তোমাকে?'

'আসলে,' কেশে গলা পরিষ্কার করল পেলিটিয়ার, 'আবিষ্কারের নেশা না। গতকাল দুপুরে যখন যাচ্ছিলাম এখান দিয়ে তখন হঠাৎ করেই খুব জোরে...মানে...আর পারছিলাম না আর কী। বাধ্য হয়ে...'

'বুঝতে পেরেছি, সার্জেন্ট। তারপর?'

'কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই দেখতে পাই এই প্যাসেজের মুখ। রোদের তেজে তখন বরফ গলে গলে পড়ছে। কৌতূহল হয় আমার। ঢুকে পড়ি। কিছুদূর যেতে-না-যেতেই...। থাক, আমি বরং আর না বলি। ভিতরে গিয়ে আপনি নিজেই দেখে নিন, জেনারেল।'

লোরনের দিকে তাকালেন নেপোলিয়ন। 'তুমিও ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, জেনারেল। এখান থেকে বের হয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে আমার কাছে গিয়ে হাজির হয় পেলিটিয়ার। জরুরি ভিত্তিতে নিয়ে আসে আমাকে। তখন ভিতরে ঢুকি আমরা। তবে আমি আর পেলিটিয়ার ছাড়া আর কেউ আসেনি।'

'ভালো। যাও, ঢোকো তোমরা। পিছনে আছি আমি।'

প্যাসেজটা আসলে একটা গুহার প্রবেশপথ। যত ভিতরে ঢুকেছে, তত কমেছে উচ্চতা। মাথা নুইয়ে, কিছুটা কুঁজো হয়ে চলতে হচ্ছে নেপোলিয়ন ও তাঁর দুই সঙ্গীকে। ফুট বিশেক এগোনোর পর হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল প্যাসেজটা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলোয় দেখলেন নেপোলিয়ন, তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত আরেকটা গুহায় হাজির হয়েছেন।

থেমে দু'পাশে সরে গিয়ে নেপোলিয়নকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন লোরন আর পেলিটিয়ার। দু'জনে উঁচু করে ধরে রেখেছেন দুটো লণ্ঠন। জ্বলন্ত লণ্ঠনের হলুদাভ আলো প্রতিফলিত হচ্ছে গুহার চারদিকের দেয়ালে। কেমন অদ্ভুত একটা পরিবেশ।

গুহাটা দৈর্ঘ্যে ষাট ফুট, প্রস্থে পঞ্চাশ, অনুমান করলেন নেপোলিয়ন। চারদিকের দেয়ালে বরফের আস্তর, কোনও কোনও জায়গায় কয়েক ফুট পুরু। আবার কোনও জায়গায় এত পাতলা যে, নীচের ধূসর পাহাড়ি দেয়াল দেখা যাচ্ছে।

গুহার ছাদ থেকে বিন্দু বিন্দু চুনপানি নিঃসৃত হয়ে জমাট বেঁধে তৈরি করেছে স্ট্যালাকটাইটের দণ্ড। কোনও কোনও জায়গায় এ-রকম দণ্ড গজিয়ে উঠেছে মাটি থেকে। সেগুলোকে বলে স্ট্যালাগমাইট। কোথাও আবার, সম্পূর্ণ প্রকৃতির খেয়ালে, স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইট একসঙ্গে হয়ে গড়ে তুলেছে বালিঘড়ির মতো বরফের ভাস্কর্য। গুহার দেয়ালে বা মাটিতে যে-

রকম, ছাদের বরফ সে-রকম না; বরং যথেষ্ট অমসৃণ, লণ্ঠনের আলোয় তারাখচিত আকাশের মতো চকচক করছে। গুহার আরও ভিতরের কোনও জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার টুপটুপ আওয়াজ। কান পাতলে শোনা যায় মৃদু শিস দিয়ে ভিতরে ঢুকছে বাতাস। তারমানে শুধু এই প্যাসেজই না, অন্য কোথাও আরও ছোট এক বা একাধিক প্যাসেজ আছে সম্ভবত।

'চমৎকার,' মন্তব্য করলেন নেপোলিয়ন।

'দেখুন, জেনারেল,' বলে একদিকের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলেন লোরন। 'এদিকে আসুন। প্যাসেজ থেকে ভিতরে ঢুকে এই জিনিসটা দেখতে পেয়েছে পেলিটিয়ার।'

এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন। এবার লণ্ঠনটা নিচু করে ধরেছে লোরন। ধাতব কিছু একটা পড়ে আছে বরফাচ্ছাদিত মেঝেতে। আলোর প্রতিফলনে চকচক করছে।

একটা ঢাল। কোনও যোদ্ধার।

ঢালটা লম্বায় পাঁচ ফুট, চওড়ায় দু'ফুট। আকৃতিতে ইংরেজি এইট-এর মতো। বুনুনি-করা বেত দিয়ে বানানো হয়েছে। চামড়া দিয়ে মোড়া। লাল আর কালো কালিতে কতগুলো বর্গক্ষেত্র আঁকা। বর্গক্ষেত্রগুলো পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে। অনেক বয়স হয়েছে ঢালটার, ধূসর হয়ে গেছে কালির দাগ।

'প্রাচীন,' বিড়বিড় করে বললেন নেপোলিয়ন।

'আমার অনুমান কমপক্ষে দু'হাজার বছর তো হবেই,' বলল লোরন। 'যতদূর মনে পড়ছে, এ-রকম ঢালকে বলে অ্যাগেরন। পারস্যের পদাতিক সৈন্যরা এককালে ব্যবহার করত এই জিনিস।'

'মাই গড...'

'আরও আছে, জেনারেল,' নেপোলিয়নকে কথা শেষ করার সুযোগ দিলেন না লোরন, দুষ্টুমির হাসিটা হাসলেন আবার।

'এদিকে আসুন।'

স্ট্যালাকটাইটের কয়েকটা কলাম পার হয়ে গুহার আরও ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন লোরন। বাঁ দিকে একটা টানেলের মতো দেখা যাচ্ছে। টেনেটুনে চার ফুটের মতো উঁচু হবে সেটার ছাদ।

সঙ্গে আনা দড়ির কুণ্ডলী খুলছে পেলিটিয়ার। হাতের লণ্ঠন মেঝেতে নামিয়ে রেখে টানেলের কাছাকাছি একটা কলামের সঙ্গে বাঁধল একটা প্রান্ত।

'নীচে নামতে হবে?' জিজ্ঞেস করলেন নেপোলিয়ন।

মাথা ঝাঁকালেন লোরন। দড়ি ধরে এগিয়ে গিয়ে টানেলের মুখে ধরলেন লণ্ঠনটা। এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়নও।

ভিতরে বরফ জমে আছে। উপরিভাগে ফাটল দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে বরফের দু'ফুট চওড়া একটা ব্রিজ যেন এই টানেলের ভিতর থেকে শুরু হয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে গেছে আরেকটা টানেলে।

'নীচে নেমেছিলে তোমরা?' জানতে চাইলেন নেপোলিয়ন।

আবারও মাথা ঝাঁকালেন লোরন। 'বরফের গায়ে ফাটল দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, জেনারেল। নীচে পাথর আছে। তারপরও যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেজন্য দড়ি আটকে নিয়েছি। এটা ধরে ধরে খুব সাবধানে নামতে হবে। আমি আগে থাকছি। পিছন পিছন আসুন আপনি।'

টানেলের ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি। কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন নেপোলিয়ন, তারপর অনুসরণ করতে শুরু করলেন তাঁকে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে নামছেন দু'জনে। অর্ধেকটা পথ নামার পর কিছুক্ষণের জন্য থামলেন নেপোলিয়ন, এদিক-ওদিক তাকালেন। লোরনের কাছে লণ্ঠন আছে, কিন্তু সেটার আলোয় এই ঘুটঘুটে অন্ধকার কাটছে না, বরং আরও বাড়ছে যেন। কেন যেন বার বার

মনে হচ্ছে ফরাসি সম্রাটের, অন্ধকার একটা গহ্বর গিলে খাচ্ছে তাঁকে। দু'দিকের পাহাড়ি দেয়াল ঢেকে আছে নীলচে বরফে, এগুলো নামতে নামতে ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বোঝা যাচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত পরের টানেলের কাছে এসে হাজির হলেন দু'জনে, ঢুকলেন ভিতরে। আঁকাবাঁকা টানেলটা বিশ ফুটের মতো এগিয়ে শেষ হয়েছে বরফে-ছাওয়া আরেকটা গুহায়। আগের গুহার চেয়ে এই গুহাটা ছোট। কিন্তু ছাদটা আবার যথেষ্ট উঁচু, অনেকটা খিলানাকৃতির। মেঝে প্রায় সমতল।

এখানে দড়ি ধরে থাকার প্রয়োজন নেই আর, তাই ছেড়ে দিয়েছেন লোরন। লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন গুহার মাঝ বরাবর। বরফে-ঢাকা কমবেশি বারো ফুট দীর্ঘ দুটো স্ট্যালাগমাইটের কলামের কাছে গিয়ে থামলেন। ঘুরে তাকালেন সম্রাটের দিকে। কিছু না বলে দৃষ্টি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন এসে গেছেন জায়গামতো।

ভ্রূ কুঁচকে একটা কলামের দিকে এগিয়ে গেলেন নেপোলিয়ন, যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করছেন। কাছে পৌঁছে থেমে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন ভালোমতো।

ভুল ভেবেছিলেন তিনি। এগুলো স্ট্যালাগমাইটের কলাম না। বরং...কিছু একটা...সম্ভবত ধাতব কোনও জিনিস পড়ে আছে মেঝেতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেটার উপর জমেছে বরফের আস্তরণ।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন নেপোলিয়ন। হাত রাখলেন "কলামটার" গায়ে। লণ্ঠন নিচু করলেন লোরন। কলামের আরেকটু কাছে ঝুঁকলেন নেপোলিয়ন।

সোনালি একটা নারীর মুখ, চোখ দুটো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

এক

মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্প, মেরিল্যাণ্ড অঙ্গরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র।

জলাভূমির ধারে বসে আছে রানা। অলসদৃষ্টিতে দেখছে সোহানাকে, মুখে মুচকি হাসি। কোমর-পর্যন্ত প্যাচপেচে কাদাপানিতে দাঁড়িয়ে আছে বেচারি। রানার দৃষ্টি টের পেয়ে ঘুরল হঠাৎ। গালের উপর নেমে-আসা একগুচ্ছ চুল সরাল ফুঁ দিয়ে। কৃত্রিম মুখ ঝামটা মেরে বলল, 'কী দেখছ? আর ওভাবে হাসছই বা কেন?'

'তোমাকে দেখছি,' পিঠ সোজা করে বসল রানা। 'আর হাসছি, কারণ একটা কথা মনে হচ্ছে।'

'কী কথা?'

'হলদে চেস্ট-ওয়েইডারে তোমাকে যা লাগছে না...'

'ছাই লাগছে,' কপট রাগ দেখাল সোহানা। 'এখানে আসতে বাধ্য করেছ তুমি আমাকে...'

'অবজেকশন, ইয়োর অনার। বাধ্য করেছি কথাটা মানতে পারলাম না।'

'অবশ্যই বাধ্য করেছ। কেন, নিজেকে কী মনে করো? কোকিল? কুহু কুহু ডাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাবে মেয়েরা?'

'না, কোকিল না,' ভুবনভোলানো হাসি হাসল রানা, 'শ্রীকৃষ্ণ। আমার একটা বাঁশি আছে। তাতে ফুঁ দিলে আর কেউ না হোক,

তুমি যে আসবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'ইস্‌স্‌...আমার বয়েই গেছে। কী মনে করো, মিথ্যা বলে ছুটি নিয়ে তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি মেরিল্যাণ্ডে—জানে না বুড়ো?'

'জানলে জানুক। ছুটি নিলে একলা বেড়াতে হবে—এ-রকম বাধ্যবাধকতা আছে নাকি আমাদের অর্গানাইজেশনে?'

'কী আছে আর কী নেই তা ঢাকায় ফিরলেই টের পাবে।'

'খুব ভালো কথা। আগে ফিরে নিই, তারপর দেখা যাবে। আপাতত চরমতম সত্য হলো, তোমাকে আসলেই সুন্দর লাগছে।'

সন্তুষ্টির হাসি হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সোহানা। রাগ রাগ ভাব দেখিয়ে বলল, 'ছাই লাগছে।' দুই হাত তুলে দেখাল রানাকে। 'কাদায় ভরা হাত, কাদামাখা চেহারা। চুলেও যে কাদা লেগেছে, না দেখেই বলতে পারি।'

'নাহ্‌, সোহানা, তোমাকে নিয়ে আমি হতাশ। এত বই পড়ো, মাঝেমধ্যে দু'-একটা কবিতার বই উল্টেপাল্টে দেখো না কেন?'

চোখ পিটপিট করছে সোহানা। 'কীসের কবিতা?'

'তুমি যখন মাখামাখি কাদাপানিতে,' সুর করে বলছে রানা, 'হায় যদি তখন কিঞ্চিৎ জানিতে, ঈর্ষান্বিতা পরীরা কাতরায় স্বর্গে। তোমায় একটিবার দেখিবে বলিয়া, ধরাধাম ছাড়িয়া যে গিয়াছে চলিয়া, সেই মড়া অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে মর্গে।'

'তবে রে...' দু'হাতে কাদা তুলে নিয়ে সমানে রানার দিকে ছুঁড়ে মারতে শুরু করল সোহানা।

হাসতে হাসতে উল্টো ঘুরে বসল রানা। পানির বোতল খুলে কয়েক ঢোক পানি খেল। টের পেল কাদা ছোঁড়া বন্ধ করেছে সোহানা। উঠে দাঁড়াল, খানিকটা হেঁটে গিয়ে নেমে পড়ল কাদাপানিতে।

প্ল্যানটা রানার। কিছুদিন আগে জটিল ও বিপজ্জনক একটা

অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করেছে ও। তারপর বুড়ো মিয়া, মানে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাছে ছুটির আবেদন করেছে। দরখাস্ত মঞ্জুর হতেই চলে এসেছে আমেরিকায়। মেরিল্যাণ্ডে পৌঁছে ই-মেইল করেছে সোহানাকে। বলেছে, বুড়োকে পটিয়ে ছুটি ম্যানেজ করে চলে আসতে। এবার নিখাদ অ্যান্টিক শিকার। সেই সঙ্গে চুটিয়ে...

সাড়া দিতে দেরি করেনি সোহানা।

আজ সকাল থেকে এই জলাভূমিতে নিরলসভাবে খাটছে দু'জনে।

আরও আধঘণ্টা কাদা ঘাঁটার পর সোহানা বলল, 'রানা, তোমার ধারণা সম্ভবত ভুল। আমার মনে হয়, অনর্থক পরিশ্রম করছি।'

'পরিশ্রম করছি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটা পণ্ডশ্রম না হলেই হয়।'

'মানে?'

'মানে এসব কাজে অনেক ধৈর্য লাগে। পরিসংখ্যান বলে, এই প্রণালীর আশপাশে হাজার চারেক জাহাজডুবি হয়েছে। আমাদের আগেও খুঁজেছে অনেকে। কেউ পেয়েছে, কেউ আবার কিছুই পায়নি। যারা ভালো জিনিস পেয়েছে তারা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমরা আসলে কী খুঁজছি? কোনও ডুবে-যাওয়া জাহাজের মালপত্র? নাকি অন্যকিছু?'

'আমার এক বন্ধু আছে,' সোহানার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না রানা, 'নাম রে হোগান। যদিও বলছি বন্ধু, বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। ট্রেজার হান্টিং করে পেট চালায়। কিছুদিন আগে অবশ্য অবসর নিয়েছে। সিলভার স্প্রিং শহরে অ্যান্টিকের দোকান আছে ওর।'

'তো?'

'একবার আমাকে একটা ব্রোচ পাঠিয়েছিল হোগান। জিনিসটা আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়। তখনই সিদ্ধান্ত নিই সময়-সুযোগমতো আসবো মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পে।'

'কেন? কী বিশেষত্ব ছিল সেই ব্রোচের?'

'ওটা দেখতে ছিল নাশপাতির মতো। সোনা আর ইয়াশম পাথর দিয়ে বানানো। মালিক এলমা হেস্টার নামের এক মহিলা।'

'কিন্তু জনৈকা এলমা হেস্টারের সঙ্গে আমাদের এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্কটা বুঝতে হলে ছোট একটা গল্প শুনতে হবে তোমাকে। এখানকার আঞ্চলিক ইতিহাস বলে, এলমা হেস্টারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল ব্রোচটা। ছিনিয়ে নেয়া মানে ডাকাতি। ডাকাতের নাম শুনেছ কি না জানি না—কুখ্যাত ইভলিন রোয। মহিলার নাম রাখা হয় গোলাপের সঙ্গে মিলিয়ে, সে দেখতেও নাকি গোলাপের মতোই সুন্দরী ছিল। কিন্তু স্বভাব-চরিত্র ছিল জঘন্য। যাকে বলে দস্যুরানি, রোয ছিল ঠিক তা-ই। দল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। মেরিল্যাণ্ড আর আশপাশের এলাকায় আঠারো শ' বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। কী গরিব কী বড়লোক—হাতের কাছে যাকেই পেত তারই সর্বনাশ করত।

'আইনের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য রোয কর্ণার নামে একটা হোটেল চালু করে সে। ডাকাতি করার সময় মুখোশ পরে থাকত, তাই কেউ কল্পনাও করেনি হোটেলের মালিক আসলে ভয়ঙ্কর ডাকাত।

'যা-হোক, পকেটের ওজন বুঝে খদ্দের তুলত সে নিজের হোটেলে। কেউ মোটা টাকায় প্রস্তাব দিলে তার সঙ্গে বিছানায় যেতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু রাত বারোটা বাজলেই ঘুমন্ত

খদ্দেরের গলায় ছুরি চালাত রোয। স্রেফ জবাই করে ফেলত লোকটাকে। চ্যালাচামুণ্ডাদের সহায়তায় লাশটা নিয়ে যেত বেইযমেণ্টে। বাজারে নিয়ে বেচলে দুটো পয়সা পাওয়া যাবে, লাশের গায়ে এ-রকম যা যা পাওয়া যেত, সব হাতিয়ে নিত। পরে লাশটা ওয়্যাগনে করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিত দূরের কোনও জঙ্গলে।

'ওই সময়ে আমেরিকায়, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথা চালু ছিল। মুক্তির আশায় প্রায়ই পালাত হতভাগা দাসরা। এই মেরিল্যাণ্ড পার হয়েই উত্তরে যেতে হতো ওদেরকে। রাতের আঁধারে চলাচল করত বেচারারা, ওদিকে রাতেই দল নিয়ে বের হতো রোয। নাগালের মধ্যে কোনও দাসকে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করত তাকে। ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রাখত হোটেলের গোপন কোনও ঘর কিংবা ডানজনে। পরে ওদের হাত-পা শিকল দিয়ে বেঁধে নিজের ফেরিতে চড়িয়ে পাড়ি দিত অণ্ট্যারিয়ো নদী। জর্জিয়ার দাসবাজারে চড়া দামে বেচে দিয়ে আসত ওদের।

'আঠারো শ' একত্রিশ সালের দিকে ঘটল এক ঘটনা। রোয কর্ণারের কাছের এক ক্ষেতে লাঙল চালাতে গিয়ে কয়েকটা অর্ধগলিত লাশ খুঁজে পেল এক চাষি। এতদিন বুঝি বুঝি করেও আসল ঘটনা বুঝে উঠতে পারছিল না আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। এবার কোমর বেঁধে লাগল তারা। দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার বানাতে বেশি সময় লাগল না তাদের। খুন, ডাকাতি আর অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হলো রোযকে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো সে। কিন্তু মাত্র চার বছর পর রহস্য-জনকভাবে নিজের কারাপ্রকোষ্ঠে মারা গেল সে। কোনও তদন্ত হলো না সেই মৃত্যুর। কারাকর্তৃপক্ষ তাদের রেকর্ডে লিখল: বিষক্রিয়ায় মরেছে এককালের ভয়ঙ্কর দস্যুরানি ইভলিন রোয।'

'বুঝলাম। কিন্তু এই রোযের...'

হাত তুলে সোহানাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কাহিনির বাকিটুকু শুনলেই বুঝতে পারবে কেন তোমাকে নিয়ে এসেছি এখানে। কেন কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করছি সকাল থেকে।

'রোযের মৃত্যুর পর ওকে নিয়ে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠল বিশেষ একশ্রেণীর সাংবাদিকরা। মেরিল্যাণ্ড আর আশপাশের এলাকা রীতিমতো চষে ফেলল তারা। ফলে সত্যি ঘটনার পাশাপাশি চালু হয়ে গেল অনেক গল্পও। কেউ বলল, আসলে মরেনি, জেল থেকে পালিয়ে গেছে রোয। এখনও ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে যেখানে খুশি। কেউ দাবি করল, বন্ধ-হয়ে-যাওয়া রোয কর্ণারে নিজচোখে রোযের ভূত দেখেছে। রাস্তার ধারে নাকি ওঁৎ পেতে থাকে সে। অসতর্ক পথচারী পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'যা-হোক, সত্যি অনেক খবরও আবিষ্কার করতে পারল ওই সাংবাদিকরা। কিন্তু প্রায় দশ-বছর-ধরে লুট-করা মালামাল অথবা টাকাপয়সা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে রোয তা বের করতে পারল না। ওর সেই...কী বলবো...গুপ্তধন, রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হলো স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। কেউ বলে এই সম্পদের পরিমাণ এখনকার বাজারে দশ লক্ষ, আবার কেউ বলে চল্লিশ লক্ষ ডলারের কম না।'

চোখ পিটপিট করছে সোহানা।

মুচকি হাসল রানা। 'এখানে আসার আগে পড়াশোনা করেছি আমি। মেরিল্যাণ্ডের এই অঞ্চলের ইতিহাস ঘেঁটেছি। জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি ব্রোচটা কোত্থেকে কীভাবে পেয়েছে হোগান। তারপর একটা সিদ্ধান্তে এসেছি।'

'কী?'

'আমার ধারণা, অন্যসব ডাকাতদের মতো রোযও লুটের মাল একজায়গায় রেখেছিল। হয়তো এক বা একাধিক বাক্সে ভরে, ওর

সবচেয়ে গোপন আস্তানায়। কথিত আছে, এই জলাভূমি এবং এর আশপাশের দুই বর্গমাইল এলাকাতে সুরক্ষিত একটা হাইড-আউট গড়ে তুলেছিল সে। তখন কিন্তু এই জায়গা ছিল একটা গোলকধাঁধার মতো। প্যাচপেচে কাদার জলাভূমি ছিল না মোটেও। এখানকার মাটি অনেক আগে থেকেই নরম, ভেজা ভেজা; তখন এখানে ছিল বিক্ষিপ্ত ঝোপঝাড় আর শ্যাওলায় ছাওয়া সাইপ্রেস গাছের জঙ্গল। কেউ কেউ বলে, এখানে একটা চালাঘরও নাকি বানিয়েছিল রোয।'

'তারমানে এবারের ছুটিতে ওই ডাকাতনীর পিছনে লেগেছ তুমি?'

'ভুল বললে। ডাকাতনী তো সঙ্গেই আছে। রোযের কিংবদন্তি তুল্য গুপ্তধনের পিছনে।'

'ধরো খুঁজে বের করতে পারলাম আমরা। তখন কী করবে? যতদূর জানি এসবের ওপর তোমার কোনও লোভ নেই।'

'দান করে দেবো।'

'তা-ই? তোমার লাভটা কী হবে তা হলে?'

'ছুটিতে সারাদিন শুয়েবসে না থেকে ইন্টারেস্টিং কিছু একটা নিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারবো,' আবার কাজে লেগে পড়ল রানা।

চারদিকে সাইপ্রেস গাছের বড় বড় শিকড়। কাদাপানি ভেদ করে মাথা তুলে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনও ডাইনোসরের বিচ্ছিন্ন নখর। গেল সপ্তাহে এই পেনিনস্যুলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে এক শক্তিশালী ঝড়। জলাভূমির কোথাও পড়ে আছে গাছ, কোথাও দেখা যাচ্ছে আলগা ডালপালা। দেখলে মনে হয় তাড়াহুড়ো করে বাঁধ বানাতে গিয়ে সব লেজেগোবরে করে ফেলেছে কোনও বীভার। অনতিদূরের জঙ্গলটা পাখির কলকাকলিতে মুখর। কখনও কখনও শোনা যাচ্ছে পাখা

ঝাপ্টানোর আওয়াজ।

হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল রানা। কাদাপানির আরেকটু গভীরে ঢুকে গেল হাত। কিছু একটা লেগেছে ওর হাতে। ধাতব কিছু। ইংরেজি ইউ আকৃতির একটা দণ্ড আছে। হাতড়াচ্ছে রানা। দণ্ডটার সঙ্গে যুক্ত চারকোনা আরেকটা কী যেন লাগছে হাতে। আংটার মতো গোলাকার অন্যকিছুও আছে।

'মনে হয় কোনও তালা,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

কথাটা শুনতে পেয়েছে সোহানা। ঘুরল ও। 'ধোঁয়া মানে আগুন,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'আর তালা মানেই বাক্স।'

'কিংবা সিন্দুক?' জোরে টান দেয়ার চেষ্টা করল রানা। লাভ হলো না। কীসের সঙ্গে যেন আটকে আছে তালাটা। 'তুলতে পারছি না। দেখতেও পাচ্ছি না।'

হেসে ফেলল সোহানা। খানিকটা সরে দাঁড়াল। 'তুলতে না পারার কারণ এতক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ওটার ওপর। পাথর মনে করে পাত্তা দিইনি। ...এবার তোলো।'

তালাটা তুলে আনল রানা। কাদাপানি পড়ছে ওটার গা থেকে। জিনিসটা রূপার। অনেক দিন পানিতে থাকার কারণে মরচে ধরে গেছে। কী যেন লেখা আছে নীচের দিকে। হাত দিয়ে কাদা মুছল রানা।

'মা-স্টা-র ল-ক,' পড়ল সোহানা, রানার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'স্বীকার করছি জিনিসটা আহামরি কিছু না। সামান্য একটা তালা। আনুমানিক উনিশ শ' সত্তর সালের দিকে বানানো হয়েছে।' আবারও ঝুঁকে পড়ল রানা। সোহানা সরে গেছে, কাজেই তালাটা যে-কড়ার সঙ্গে লাগানো ছিল সেটা তুলে আনতে পারল একটানে। একটুকরো ভাঙা কাঠও উঠে এল। 'বহু পুরনো কোনও গেটপোস্ট,' বলল ও। 'দরজার পাল্লাটা যে-কোনও

কারণেই হোক এই জলাভূমির বুকে আশ্রয় নিয়েছে। পানিতে পচে আলগা হয়ে গেছে কাঠ।' তালা আর কাঠ দুটোই ছেড়ে দিল হাত থেকে। কাদাপানিতে কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পর টুপ করে ডুবে গেল ওগুলো।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। মুচকি মুচকি হাসছে সোহানা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'ছ'টা বেজে গেছে। আজ আর না। চলো ফিরি।'

হাঁপ ছাড়ল সোহানা। 'সেই কখন থেকে কথাটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল ক্লান্তি বলে কিছু নেই, গুপ্তধন নিয়েই ফিরবে।' জলাভূমির তীরের দিকে হাঁটা ধরল ও।

পিছু নিল রানা।

প্রায় আধ মাইল পিছিয়ে এসে তীর থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র তুলে নিল দু'জনে। ছোট্ট একটা মোটরবোটে করে এখানে এসেছে ওরা। কাছের এক উল্টে-পড়া সাইপ্রেস কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা আছে ওটা। নৌকাটাতে উঠে বসল দু'জনে। দড়ির বাঁধন খুলে কাণ্ডের গায়ে জোরে ধাক্কা দিল রানা। তীর থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ইঞ্জিনের স্টার্টার কর্ড ধরে টান মারল সোহানা। জোরে ঝাঁকুনি খেয়ে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। গর্জাল কিছুক্ষণ, তারপর চলতে শুরু করল। হাতল ধরে রেখেছে সোহানা।

সবচেয়ে কাছের শহরটা এখান থেকে তিন মাইল দূরে। নাম ভিক্সবার্গ হিল। ওখানেই একটা হোটেলে উঠেছে দু'জনে।

নৌকা এগোচ্ছে। রানা-সোহানা দু'জনই চুপ করে আছে। মোটরবোট পুরনো হলেও ইঞ্জিনটা নতুন। স্টার্ট নেয়ার সময় যত জোরে গর্জে উঠেছিল এখন আর সে-রকম করছে না। মৃদু একটা শব্দ হচ্ছে একটানা। সারাদিনের খাটুনির পর ওরা ক্লান্ত, তাই কেমন ঝিমুনি চলে এসেছে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। উপরে তাকাল

সোহানা। শেষবিকেলের লালিমা মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে। চারদিকে ছোপ ছোপ অন্ধকার।

হঠাৎ বলে উঠল রানা, 'সোহানা, স্পিড কমাও।'

অন্যমনস্ক থাকায় কিছুটা চমকে উঠল সোহানা, কিন্তু নৌকার গতি কমাল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

ব্যাগের ভিতর থেকে বিনকিউলার বের করে চোখে তুলল রানা।

গজ পঞ্চাশেক দূরে তীর। সেটা ছাড়িয়ে আরেকটু পিছনে হঠাৎ হারিয়ে গেছে মাটি, অদৃশ্য হয়েছে থকথকে কাদায়। প্রাকৃতিকভাবে লুকানো আরেকটা খাঁড়ি, ভাবল রানা। এ-রকম খাঁড়ি আজ সকাল থেকে কম করে হলেও দশটা দেখেছে ওরা। তবে এই খাঁড়িটা একটু অন্যরকম। এটার মুখের কাছে জট বেঁধে আছে ডালপালা আর ঝোপঝাড়। সম্ভবত গত সপ্তাহের ঝড়ের কারণে উপড়ে পড়েছে গাছ, আটকে গেছে খাঁড়িমুখে।

'কী দেখছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'জানি না,' নিচু গলায় বলল রানা। 'মনে হলো কী যেন দেখলাম ওই খাঁড়িতে। বাঁকা একটা...কী যেন। দেখে ঠিক প্রাকৃতিক মনে হয়নি আমার কাছে। ...মোটরবোটটা ওই খাঁড়ির কাছে নিয়ে যেতে পারবে?'

হাল ঘুরাল সোহানা। গতি বাড়াল না। যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে আলগা ডালপালার পরিমাণ বেশি। 'তোমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে না তো?' জিজ্ঞেস করল কৌতুকের ঢঙে। 'আজ সকাল থেকে রোদে পুড়েছ...পানি খেয়েছ ঠিকমতো?'

'আমি সবসময় পরিমাণ মতোই পানি খাই,' একদৃষ্টে খাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

খাঁড়িমুখে পৌঁছাতে কিছুটা বাকি আছে, এমন সময় ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সোহানা। নিজগতিতে এগিয়ে গিয়ে আলগা

ডালপালার সঙ্গে মৃদু ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল মোটরবোট।

দূর থেকে যতটা মনে হয়েছিল খাঁড়িটা তারচেয়ে প্রশস্ত, কমবেশি পঞ্চাশ ফুটের মতো। বড় আর মোটা একটা ডালের সঙ্গে মোটরবোটের গলুইয়ের দড়িটা বেঁধে দিল রানা। তারপর গানওয়েল টপকে নেমে পড়ল কাদাপানিতে।

'কী করছ?' আশ্চর্য হয়ে গেছে সোহানা।

'আসছি। থাকো এখানে।'

'কী দেখেছ না দেখেছ, এখন গিয়ে ভালোমতো দেখবে, আর আমি এখানে ছটফট করতে থাকি, নাকি?'

সোহানা আর কিছু বলার আগেই লম্বা করে দম নিল রানা। তারপর ডুব দিল পানিতে। বিশ সেকেণ্ড পর খাঁড়িমুখের অন্য দিকের পানিতে মাথা তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। রানার হাঁ করে দম নেয়ার শব্দও শুনতে পেল সোহানা। জিজ্ঞেস করল, 'রানা, ঠিক আছো?'

'অবশ্যই। একটু অপেক্ষা করো। আসছি এক মিনিটের মধ্যে।'

এক মিনিট কাটল। তারপর দুই। কেটে গেল তিন মিনিট। রানার কোনও পাত্তা নেই। নৌকায় উঠে দাঁড়াল সোহানা। দুশ্চিন্তায় ভুগছে।

এমন সময় ডালপালার আড়াল থেকে বলে উঠল রানা, 'সোহানা, এদিকে একটু এসো তো!'

'কিন্তু...আমার কাপড় মাত্র শুকাতে শুরু করেছে। আবার যদি...'

'হ্যাঁ, আবার যদি পানিতে নামো তা হলে কাপড় ভিজবে, কিন্তু এই জিনিস যদি নিজচোখে না দেখো তা হলে পরে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পানিতে নেমে পড়ল সোহানা।

ডুবসাঁতার দিয়ে কিছুক্ষণ পর হাজির হলো রানার পাশে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

খাঁড়ির দু'পাশে সারি সারি গাছ। বিস্তৃত ডালপালা মাথার উপরে শামিয়ানার মতো তৈরি করেছে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার এখানে আরও বেশি বলে মনে হচ্ছে।

'কী?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

গাছের গুড়ির মতো দেখতে কিছু একটা একহাতে জড়িয়ে ধরে আছে রানা। সোহানার প্রশ্ন শুনে অন্যহাতের আঙুল ভাঁজ করে সেটার গায়ে টোকা দিল। ভোঁতা শব্দের বদলে ধাতব আওয়াজ শোনা গেল।

'বুঝতে পারছি না। কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আমিও শিওর না। এটা মনে হয়...পুরো জিনিসটার ভাঙা এক টুকরো। আরও ভালোমতো দেখতে হবে।'

'কীসের পুরো জিনিস? কী দেখতে হবে?'

'এদিকে এসো,' সোহানার হাত ধরে টান দিল রানা। কাত হয়ে সাঁতরাতে শুরু করেছে। ঢুকে যাচ্ছে খাঁড়ির আরও গভীরে। সরে যাচ্ছে এককোণে। এখানে খাঁড়ির প্রশস্ততা কমে গেছে হঠাৎ করেই। পঞ্চাশ ফুট থেকে যেন একলাফে নেমে এসেছে বিশ ফুটে।

তীরের কাছাকাছি এসে থামল রানা। অনতিদূরে জন্মে আছে বিশাল এক সাইপ্রেস গাছ। কাণ্ডে জড়াজড়ি করে আছে দ্রাক্ষালতা। আঙুলের ইশারায় সেদিকে দেখাল রানা। 'দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সোহানা। 'না, দেখতে পাচ্ছি না। কেন হেঁয়ালি করছ, রানা? কী দেখতে পেয়েছ সরাসরি বলছ না কেন?'

'ওই যে...সাইপ্রেস গাছটার কাছে...পানির উপরেই তো

ভাসছে। এখনও দেখতে পাওনি?'

'পেয়েছি তো। কিন্তু এটা এমন আহামরি কী বুঝতে পারছি না। এ-রকম হাজারটা...মোটা মোটা ডাল ভাসছে সারা সোয়াম্পে। ...দাঁড়াও...দাঁড়াও। এটা কি ডাল না শিকড়? মাথার কাছটা কেমন...ইংরেজি টি-এর মতো না? আরেকটা কথা। জিনিসটা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না তোমার কাছে?'

'সোহানা,' ধীর গলায় বলল রানা, 'ভালোমতো তাকাও। অল্প আলোতে সমস্যা হচ্ছে নাকি তোমার?'

রানার বলার ভঙ্গিতে কিছু একটা ছিল, ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো সোহানা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল পরমুহূর্তেই। এখন সরু চোখে তাকিয়ে আছে দূরের ওই সাইপ্রেস গাছটার দিকে। বিশেষ সেই "জিনিসটা" কী বুঝতে আরও কয়েকটা সেকেণ্ড লাগল। আস্তে আস্তে মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছে ওর। 'মাই গড, রানা! এটা...এটা তো...অসম্ভব। এ হতে পারে না। যা দেখছি নিশ্চয়ই ভুল দেখছি।'

'আমরা যা দেখছি ঠিকই দেখছি,' মৃদু হাসল রানা। 'এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি আমাদের সারাদিনের পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ওই টি আকৃতির জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ।'

দুই

খারসোনেসাস কলোনি, ক্রাইমিয়ান পেনিনস্যুলা, ইউক্রেইন।

শহরটা কৃষ্ণসাগরের এক দ্বীপে। এটা দেশের অন্যতম প্রধান নেভাল বেইস আর সমুদ্রবন্দর। এখানে মূলত জাহাজ প্রস্তুত করা হয়, খাবার প্রক্রিয়াজাত করা হয় বিদেশে রপ্তানি করার জন্য এবং কাঠ দিয়ে রকমারি জিনিস বানানো হয়।

নিজের স্টাডিরুমের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ইভান সিদোরভ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণসাগরের দিকে। ঘরটা অন্ধকার। ডিমলাইট জ্বলছে, কিন্তু তা জ্বলা না জ্বলা সমান।

বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে, রোমানিয়ান আর বালগেরিয়ান উপকূলের উপরে এখনও লেপ্টে আছে অস্তমিত সূর্যের লালিমা। আকাশে মেঘের আনাগোনা; গুড়ি মেরে আরও উপরে, ক্রমশ উত্তর অভিমুখে বিস্তৃত হচ্ছে। মুহুর্মুহু চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। কয়েক মাইল বিস্তৃত শত আলোকরশ্মি ক্ষণে ক্ষণে চিরে দিচ্ছে আকাশটাকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুরু হবে প্রচণ্ড ঝড়।

যে-সব বোকা জেলে এখনও ফিরতে পারেনি সাগর থেকে, ভাবছে সিদোরভ, তাদের খবর আছে।

ঈশ্বর হয়তো রক্ষা করবেন ওদেরকে। অথবা করবেন না। সিদোরভের ধারণা: ঝড়তুফান, রোগ-মহামারি এবং যুদ্ধ হচ্ছে ঈশ্বরের ছুরি। এই ছুরি দিয়ে তিনি কখনও হাজার, আবার কখনও লক্ষ মানুষ শেষ করে দেন একনিমিষে। সিদোরভ বিশ্বাস করে, জীবনের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে জানে না, লড়াই করতে পারে না, তাদের ব্যাপারে কোনও ধৈর্য নেই ঈশ্বরের। ছেলেবেলায় এই শিক্ষা পেয়েছে সে। এবং সারাজীবনেও তা ভুলবে না।

সিদোরভের জন্ম এমন একটা সময়ে, যখন পরমাণু অস্ত্র-বিস্তার রোধচুক্তির রূপরেখা নিয়ে হইচই চলছে পশ্চিমা বিশ্বে। তবে ওই আলোড়নের অনেক বাইরে ছিল ওর জন্মস্থান আমু ডারয়া, তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশখাবাদের দূরবর্তী এক গ্রাম।

ছেলেবেলার স্মৃতি ঘাঁটলে সিদোরভের আজও মনে পড়ে গ্রামের প্রান্ত ঘেঁষে শুরু-হওয়া গারাগ্রুম মরুভূমি। রোদের তেজে কাঁপতে-থাকা দিগন্তের পটভূমিতে কোপেটড্যাগ পর্বতমালা। স্থানীয়রা বেশিরভাগই তুলা আর কারাকুল উল দিয়ে হাতে-বানানো কার্পেটের নগণ্য পারিশ্রমিকের মজুর ছিল। মনে পড়ে পাম্প, ইঞ্জিন আর গ্লাসের গুটিকয়েক শিল্পকারখানার কথা। মরুভূমি আর পর্বতের ঢালে মারদাঙ্গা সিনেমা বানানোর উদ্দেশ্যে হাজির-হওয়া শুটিংপার্টি। আরও মনে পড়ে গ্রামের পনেরো-বিশ মাইল দক্ষিণ থেকে শুরু-হওয়া ইরান সীমান্তের কথা।

ওর বাবা ছিলেন একজন কৃষক। সম্ভবত ওদের চোদ্দগুষ্ঠিই ছিল চাষা। মেষপালকও ছিল কেউ কেউ। ইরান এবং তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই অমীমাংসিত ভৌগলিক এলাকায় বসতি ছিল তাঁদের। কোপেটড্যাগের অন্য বাসিন্দাদের মতো তাঁরাও ছিলেন শক্তপোক্ত, পোড়খাওয়া, স্বাবলম্বী এবং স্বাধীনচেতা। ইরানেরও না, সোভিয়েত ইউনিয়নেরও না—নিজেদেরকে তাঁরা অন্য কোনও মুক্তভূমির বাসিন্দা ভাবতেন হয়তো। কিন্তু শীতলযুদ্ধের কারণে এলোমেলো হয়ে গেল সব।

সত্তর দশকের শেষদিকে ইরানে ঘটল বিপ্লব। সিংহাসন হারালেন শাহ। পিঁপড়ার মতো পিল পিল করে হাজার হাজার সোভিয়েত সৈন্য জড়ো হতে লাগল ইরান সীমান্তে। যুবতীর কাপড় যেভাবে টেনেহিঁচড়ে খুলে নেয় ধর্ষণকারী, ঠিক সেভাবে নিজগ্রামের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হতে দেখল ষোলো-সতেরো বছর বয়সী সিদোরভ। যত্রতত্র ক্যাম্প করল রেড আর্মির সদস্যরা। আনা হলো অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফট মিযাইল। কর্পূরের মতো উবে গেল আমু ডার্‌য়ার শান্ত পরিবেশ।

আর সোভিয়েত সেনাদের ব্যবহার? বর্ণনা করতে হলে একটাই উপমা আছে—মনিব-গোলাম। রুশ সেনাদেরকে

ছেলেবেলায়-পড়া রূপকথার দানো বলে মনে হতো সিদোরভের। যখন-তখন গ্রামে ঢুকে পড়ত ওরা। এর-ওর বাড়িতে হানা দিয়ে খাবার কিংবা যুবতী মেয়েদের নিয়ে যেত। নিশানা পরখ করার নিয়তে গুলি চালিয়ে উড়িয়ে দিত ভেড়ার খুলি। মাঝেমধ্যে "ইরানি গুপ্তচর" সন্দেহে পাকড়াও করত গ্রামের সম্ভাবনাময় তরুণদের। সেখানে তখন মাত্র কয়েকটি মুসলিম পরিবারের বসবাস।

রুশ সেনাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ ছিল না সিদোরভরাও।

বছরখানেক পর আমু ডারয়ায় ঢুকল একজোড়া ট্যাঙ্ক। সঙ্গে দুই কম্পানি রেড আর্মি সেনা। কারণ কিছুদিন আগে কে বা কারা রাতের আঁধারে অ্যামবুশ করেছে ওদের আটজন সৈন্যকে।

নতুন-আসা সেনাদের কমাণ্ডার হাতির মতো হেলেদুলে হাজির হলো। গ্রামবাসীদের প্রায় সবাইকে জড়ো করে বাঘের মতো গর্জাল কিছুক্ষণ। তারপর হায়েনার হাসি হেসে বলল, 'আমি জানি না কারা করেছে ওই কাজ। কিন্তু আমি জানি যারাই করে থাকুক তারা এ-গ্রামেই আছে। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে ওই লোকগুলোকে আমার সামনে হাজির করবে তোমরা। আমার দলের আটজন জোয়ানকে জবাই করা হয়েছে। ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে ওদের অস্ত্র। এমনকী কাপড় আর ব্যক্তিগত জিনিসও বাদ দেয়নি। কাজেই ধরে নাও দোষী লোকগুলোর হাশর হবে এখন। এবং অবশ্যই ওরা নরকে যাবে,' কথা শেষ করে হাতের বেতটা নিজের পাছায় ঘষল কিছুক্ষণ।

সিদোরভ জানত ইরানি কমাণ্ডোদের সহায়তায় গড়ে উঠেছে স্থানীয় প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একটা দল। কিন্তু ওই দলে ওদের গ্রামের কারও যোগ দেয়ার কথা শোনা যায়নি। কাজেই ফল যা হওয়ার তা-ই হলো। তথাকথিত "দোষী" লোকগুলোকে হাজির

করা গেল না। গ্রামের সর্দার হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করল কমাণ্ডারের কাছে। জবাবে লোকটার বুক ছিদ্র করে দিয়ে বের হয়ে গেল কমাণ্ডারের রিভলভারের বুলেট। তা-ও একটা-দুটো না, গুনে গুনে পুরো ছ'টা।

এরপর বিনা নোটিশে গোলাবর্ষণ শুরু করল ট্যাঙ্ক দুটো। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম পরিণত হলো নরকে। এখানে-সেখানে ধসে পড়া বাড়িঘর, আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ লাল। রাস্তায় রাস্তায় যুবকদের লাশ। গলিতে গলিতে বিবস্ত্র ধর্ষিত তরুণী। গুমোট বাতাসে অসহায় বুড়ো-বুড়িদের বুকফাটা আর্তনাদ।

সিদোরভ তখন পালাচ্ছে। জানে না ওর বাবা কোথায়, মা কই গেছে। ভাইবোন নিখোঁজ। জানে না, সে নিজে কোথায় যাচ্ছে। শুধু জানে ছুটতে হবে। সঙ্গের উঠতি বয়সী ছেলেছোকরারা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যেতে হবে।

রুশ সেনাদের কবল থেকে পালিয়ে কোপেটড্যাগের জঙ্গলে আশ্রয় নিল ওরা।

কিন্তু ওই জঙ্গল থেকে ওদের গ্রামটা দেখা যায়। দেখা গেল, একটা বাড়িও আস্ত নেই আর। দেয়াশলাই বাক্সের সমান ট্যাঙ্ক দুটো তখনও ছুটে বেড়াচ্ছে গ্রামময়। সেগুলোর নলে কখনও কখনও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কখনও ঠা ঠা ঠা করে আওয়াজ ওঠে মেশিনগানের। কালো ধোঁয়ার মেঘ ছাড়িয়ে আরেকটু ওপরে তখন ধীর গতিতে চক্কর দিচ্ছে একপাল শকুন। রাজকীয় ভোজের খবর পৌঁছে গেছে ওগুলোর কাছে।

পরদিন ভোরে সিদোরভরা দেখে, আমু ডার্‌য়া যেন নিস্তব্ধ মৃত্যুপুরী। ট্যাঙ্ক দুটো উধাও। মেশিনগানের আওয়াজ নেই। লাল উর্দি-পরা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সাহস করে জঙ্গল ছেড়ে বের হয় ওরা। ভীরু পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে এসে ঢোকে গ্রামে।

বাতাসে কেমন গা-গুলানো গন্ধ। তখনও বেঁচে আছে কেউ কেউ। তবে জীবিতদের সংখ্যা, স্বাভাবিকভাবেই, মৃতদের চেয়ে কম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাবা-মা'র লাশ পেল সিদোরভ। পালিয়ে একটা গির্জার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন দু'জনে। ট্যাঙ্কের গোলায় ধসে পড়েছে ছাদ। ভিতরে যে-ক'জন ছিল সবাই ভর্তা হয়ে গেছে।

পাওয়া গেল বোনটাকেও। একটা গোলাঘরের কিনারায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথা কাত হয়ে আছে একদিকে। গায়ে একটুকরো সুতোও নেই। সারাশরীরে বেয়োনেটের ক্ষত। মুখ হাঁ। নিষ্প্রাণ দুই চোখ পাশবিক অত্যাচারের সাক্ষী।

লাশটা নিয়ে খাবলাখাবলি করছিল দুটো শকুন। সিদোরভকে এগোতে দেখে কুৎসিত ডাক ছেড়ে সরে গেল খানিকটা। "কাবাব" খাচ্ছিল, তাই "হাড্ডি" দেখে বিরক্ত হয়েছে।

বাবা-মা আর বোনকে দাফন করল সিদোরভ। ওদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে টের পেল, কে যেন ওর ভিতরটা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। কান্না আসছে কিন্তু কাঁদতে পারছে না সে। জ্বলছে বুকের ভিতরটা। এই জ্বালা বেদনার না, প্রতিশোধের আগুনের।

গায়ে জোর আর বুকে সাহস আছে—এ-রকম তরুণদেরকে জড়ো করল সিদোরভ, নারী-পুরুষ বাছবিচার করল না। শুরু হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন।

বয়স তখন আঠারো ছুঁই ছুঁই করছে, ওই বিদ্রোহীবাহিনীর নেতা হয়ে গেল সে নিজগুণে। তুর্কমেনিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল ওর নাম। জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হলো সে। সবসময় রাতের বেলায় হামলা করত বলে দলের নাম, কে বা কারা কবিতার ভাষায় রাখল "আঁধারের আততায়ী"। আবার কেউ কেউ বলল, কোপেটড্যাগ ফাইটার্স।

নাম যা-ই হোক, ওদের অ্যামবুশে মরতে লাগল সোভিয়েত

সেনারা, ধ্বংস হতে লাগল তাদের কনভয়। কোপেটড্যাগ থেকে ভূতের মতো নিঃশব্দে হাজির হয় আঁধারের আততায়ীরা। ঘাপটি মেরে থাকে চিতাবাঘের মতো। যখন হামলা করে তখন প্রতিরোধের উপায় থাকে না শত্রুপক্ষের, পালানো পরের কথা। কাজেই সফলতার হার শতকরা প্রায় এক শ' ভাগ।

ফলাফল: আমু ডার্‌য়া ধুলিসাৎ হওয়ার বছর দেড়েকের মধ্যে সিদোরভের মাথার দাম ঘোষণা করল সোভিয়েত সরকার। বড় বড় নেতাদের ঘুম হারাম করে দিল সে। তাঁদের ঘুম অবশ্য এমনিতেও হারাম হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে থেকে। একদিকে ইরান সমস্যা। আরেকদিকে আফগানিস্তান যুদ্ধ। সবশেষে তুর্কমেনিস্তানের গেরিলাবাহিনী।

সিদোরভের একুশতম জন্মদিনের দু'চার দিন আগে-পরে খবর এল ওর সঙ্গে দেখা করতে চায় ইরানি ইন্টেলিজেন্স।

দুঃসাহসী সিদোরভ ছদ্মবেশে গিয়ে হাজির হলো আশখাবাদে। ছোট একটা ক্যাফের এককোনায় বসে পড়ল।

ইরানি লোকটাকে দেখলে কেউ বলবে না এ-লোক গুপ্তচর। বলবে, গোবেচারা কোনও স্কুলশিক্ষক। শুধু সদাচঞ্চল দু'চোখে আশ্চর্য দ্যুতি। চুলে, জুলফিতে, এমনকী অসমান পুরু গোঁফেও সাদা সাদা ছোপ।

অকপটে নিজের পরিচয় দিল লোকটা, 'আমাকে সবাই কর্ণেল বলে ডাকে। বলা বাহুল্য, আমি আই.আর.ও.আই.আই.এম.-এর একজন এজেন্ট।'

'আমাকে তলব করার কারণ?' শীতল গলায় জানতে চায় সিদোরভ।

'আমরা আপনাকে অস্ত্র দেবো। গোলাবারুদ দেবো। দরকার হলে আপনার লোকদেরকে ট্রেনিং দেবো। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যা যা চাইবেন সব দিতে রাজি আছি।'

'বিনিময়ে আমাকে কী দিতে হবে?' কর্ণেলের নিস্পৃহ বাচনভঙ্গিতে সূক্ষ্ম ফাঁদ টের পায় সিদোরভ।

'কিচ্ছু না। আপনি শুধু লড়াই চালিয়ে যাবেন। ইরান আর তুর্কমেনিস্তানের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রায় এক। অস্ত্রের জোরে ধরাকে সরা মনে করছে রুশরা। দেখুন কী অবস্থা করেছে ওরা আফগানিস্তানের। আপনাদের ওপরও অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাচ্ছে। এমনকী নাক গলাচ্ছে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও। কাঁহাতক সহ্য করা যায় এসব, বলুন?'

সিদোরভ নিশ্চুপ।

'এসবের দাঁতভাঙা জবাব দিতে চাই আমরা,' বলে চলল কর্ণেল। 'এবং এ-কাজে আমাদের অর্গানাইজেশনের পছন্দের তালিকায় আপনি প্রথমে আছেন।'

প্রস্তাবটা গ্রহণ করল সিদোরভ।

পরের পাঁচ বছরে তুর্কমেনিস্তানের ইতিহাসে রচিত হয় ওর বীরত্বগাথা। আর রুশরা বলাবলি করে, মানসিক বিকারগ্রস্ত এক জল্লাদের আবির্ভাব হয়েছে আশখাবাদের প্রত্যন্ত জনপদে। কথাটা ঠিক বা বেঠিক যা-ই হোক, কর্ণেলের ছত্রছায়ায় আঁধারের আততায়ীদের কাছে নাস্তানাবুদ হতে থাকে লাল উর্দিবাহিনী।

কর্ণেলের সঙ্গে দিনে দিনে সম্পর্ক আরও গাঢ় হয় সিদোরভের। পারস্য ইতিহাস সম্পর্কে ওই লোকের পাণ্ডিত্য মুগ্ধ করে তাকে। অবসরে সিদোরভকে অনেক গল্প শোনায় সে। ওগুলোর মূল কথা: তিন হাজার বছর আগে ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে কৃষ্ণসাগরের বেসিন হয়ে গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা আর মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ জায়গায় বিস্তৃত হয়েছিল পারস্য সাম্রাজ্য। শক্তিশালী গ্রীকদের পরাজিত করেন সম্রাট যার্‌ক্‌সিয। থার্মোপিলির যুদ্ধে স্পার্টানদের বলতে গেলে থেঁতলে দেন তিনি। কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে, কোপেটড্যাগের পাদদেশেই নাকি জন্ম

হয়েছিল ওই পারস্য সম্রাটের। তাঁর বংশধররা আজও রয়ে গেছে সেখানে। হতে পারে সিদোরভ নিজেও যারক্সিযের বংশধর।

শেষের কথাটা কোনওদিনও ভুলতে পারেনি সিদোরভ। পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে সে, নির্দেশনা দিয়েছে নিজের গেরিলাদের, কখনও নিজে অংশ নিয়েছে যুদ্ধে, কিন্তু সবসময় ওর মাথায় ছিল—আমি যারক্সিযের বংশধর।

গেরিলাদের হাতে নাকানিচুবানি খেতে খেতে শেষপর্যন্ত উনিশ শ' নব্বইয়ের দিকে সীমান্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সোভিয়েত সরকার। এ-ঘটনার বছরখানেকের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। জন্ম নেয় অনেকগুলো স্বাধীন দেশ।

কিন্তু সিদোরভের লড়াইয়ের নেশা তখনও একবিন্দু কমেনি। সে ভেবে দেখল, আমু ডারয়ায় ফিরলে মেষপালক ছাড়া আর কিছুই হতে পারবে না। কর্ণেলের সঙ্গে পরামর্শ করল তখন। চলে এল ইউক্রেইনে। ক্রাইমিয়ান পেনিনস্যুলায় খারসোনেসাস কলোনিতে থাকতে শুরু করল। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় এ-শহর তখন কৃষ্ণসাগরের বুনো-পশ্চিম।

যে মানুষটা এককালে ছিল বিপ্লবীদের নেতা, তুর্কমেনিস্তানের জীবন্ত কিংবদন্তি, শোষিত-বঞ্চিত লোকদের দেবতা, পেটের তাগিদে সে হয়ে গেল ইউক্রেনের অন্যতম কুখ্যাত কালোবাজারি। কর্ণেল হয়তো ভালো পথ দেখাতে পারত, কিন্তু কেউ কি আম খেয়ে আঁটি তুলে রাখে? সে তার ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে রাজি নয়। কাজেই নিজের নেতৃত্বগুণ, নৃশংসতা আর সহজাত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বদৌলতে কালোবাজারির পাশাপাশি ভয়ঙ্কর মাফিয়াসর্দারে পরিণত হতে বেশি সময় লাগল না সিদোরভের। ওর দলের নাম হয়ে গেল লাল মাফিয়া।

বয়স তখন মাত্র সাতাশ। অথচ সিদোরভের নামে

তুর্কমেনিস্তান থেকে ইউক্রেইন পর্যন্ত কাঁপে। ওর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গড়াগড়ি খায় লক্ষ লক্ষ ডলার। সুদেআসলে তা দিন দিন বাড়তে থাকে।

অবসরে নিজের খাসকামরায় বিশাল স্যুইভ্‌ল চেয়ারে হেলান দেয় সিদোরভ। যে-কথাটা ওর মাথায় গেঁথে দিয়েছে কর্ণেল, সেই কথাটা নিয়ে ভাবে।

মহান যার্‌ক্সিয কি আসলেই ওর পূর্বপুরুষ? তিনি কি সত্যিই কোপেটড্যাগের কোলে জন্মেছিলেন? আমু ডার্‌য়ার যে-সব রাস্তায় ছেলেবেলায় দৌড়ে বেড়িয়েছে সিদোরভ সে-সব রাস্তা দিয়ে যার্‌ক্সিযও কি হেঁটে গেছেন? মনোরম পাহাড়ি দৃশ্য দেখে কতবার মুগ্ধ হয়েছে সিদোরভ, যার্‌ক্সিযও তাই হয়েছিলেন? নিশ্চয়ই তাই।

'ইশ্‌শ্‌...' বিড়বিড় করে বললেও লোম দাঁড়িয়ে যায় সিদোরভের, 'আমার গায়ে তা হলে রাজবংশের রক্ত?'

টাকার অভাব নেই। প্রশ্নটার জবাব পেতে দু'হাতে খরচ করতেও দ্বিধা করেনি সিদোরভ। কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ইতিহাস বিশারদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ আর জিনিয়ালজিস্টরা।

গড়াতে গড়াতে সিদোরভের বয়স এসে ঠেকল চল্লিশে। শেষপর্যন্ত মনের মতো উত্তর জানতে পারল সে একদিন।

হ্যাঁ, ওর পূর্বপুরুষদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক ছিল মহান যারক্সিযের নাতিপুতির কারও।

এরপর একরকম "পারস্য-জ্বর" আচ্ছন্ন করে ফেলে সিদোরভকে। মদের পাত্র কিনতে হবে? আনো কোনও পারস্য অ্যান্টিক। ঘর সাজাতে হবে? দেখো বাজারে প্রাচীন পারশিয়ান কিছু পাওয়া যায় কি না। খবর পেয়ে অচিন্তনীয় দামে যোগাড় করেছে সে একটা পাথরের বেদি। এই বেদি নাকি ব্যবহার করেছেন জনৈক পারস্য রাজা। যোগাড় করেছে রত্নখচিত একটা

ঢাল। কথিত আছে ঢালটা স্বয়ং যারক্সিযের। নিজের বিলাসবহুল ম্যানসনের এক ঘরে ব্যক্তিগত জাদুঘর গড়ে তুলেছে সিদোরভ। এ-ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত শুধু পারশিয়ান জিনিস।

এখানে কাউকে ঢুকতে দেয় না সে। কেন দেবে? ওর কাছে যা বংশগৌরবের প্রতীক অন্য সবার কাছে তার কী মূল্য? কাজেই যেচে পড়ে অপমানিত হওয়ার দরকারটা কী?

স্টাডিরুমের জানালার কাঁচে বিদ্যুচ্চমকের প্রতিফলন। কালো মেঘটা আরও কাছিয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস আসছে একটু পর পর। ঝড় এল বলে। দূরে কোথাও কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল।

'আরেকটা জিনিস বাকি রয়ে গেছে এখনও,' অশান্ত পেনিনস্যুলার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে নিজেকে মনে করিয়ে দিল সিদোরভ, 'এবং সেটা হাসিল করতেই হবে আমাকে।'

'পারডন মি, স্যর,' পিছন থেকে শোনা গেল পরিচারক পাভেলের কণ্ঠ।

চমকে উঠল সিদোরভ। ঘুরে তাকাল। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে না এক শ'বার বলেছি দরজায় টোকা না দিয়ে ভিতরে ঢুকবে না?'

'দিয়েছিলাম, স্যর,' কাঁচুমাচু হয়ে গেছে পাভেল। 'আপনি শুনতে পাননি। সে-জন্যই...'

'কী সমস্যা?'

'মিস্টার নিয়াযভ ফোন করেছেন।'

'আমার ডেস্কের সেটে ট্রান্সফার করো।'

ছুটে বের হয়ে গেল পাভেল। কিছুক্ষণ পর বেজে উঠল সিদোরভের ডেস্কের সুদৃশ্য টেলিফোনটা।

রিসিভার কানে ঠেকাল সে। 'খারাপ খবর থাকলে বলবে না,

নিয়াযভ।'

'না, খারাপ না, স্যর। এবার পাকা খবর দিয়েছে আমার সোর্স। ওই শহরে একটা অ্যান্টিকের-দোকান চালায় লোকটা। যে ওয়েবসাইটে ওই ছবিটা পোস্ট করেছে...'

'সেটা অ্যান্টিক ডিলার আর ট্রেজার হাণ্টারদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত একটা ফোরাম,' নিয়াযভের কথাটা শেষ করে দিল সিদোরভ। 'পুরনো কথা বাদ দিয়ে নতুন কিছু থাকলে বলো। ভাঙা বোতলটার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে কেউ?'

'দেখিয়েছে। কিন্তু সেটা তেমন কিছু না। এখন পর্যন্ত সবাই একমত, ওটা ভাঙা একটা বোতলের বেশি কিছু না।'

'ভালো। তুমি কোথায়?'

'নিউইয়র্কে। প্লেনে উঠবো।'

সিদোরভ হাসল। 'সবসময় একধাপ এগিয়ে?'

'একধাপ এগিয়ে থাকার জন্যই আমাকে বেতন দেন আপনি, স্যর।'

'এবং আমি যা চাচ্ছি তা যদি যোগাড় করে দিতে পারো তা হলে বোনাসও আছে।'

'থ্যাঙ্ক য়ু, স্যর।'

'তোমার প্ল্যানটা বলো তো শুনি। কীভাবে পাকড়াও করবে ওই অ্যান্টিক ডিলারকে?'

নীরবতা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে সিদোরভ, সুপরিচিত একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠেছে নিয়াযভের ঠোঁটের কোনায়।

'স্যর, আমি সবসময় আন্-তক্তা-মার্-পেরেক তত্ত্বে বিশ্বাসী। পদ্ধতিটা ভালো না?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল সিদোরভ। গত বারো বছর ধরে ওর হয়ে কাজ করছে নিয়াযভ। যত নোংরা আর নিষ্ঠুর কাজই হোক, করতে কোনওদিন দ্বিধা করেনি রাশার

গোয়েন্দাসংস্থা স্পেটস্‌নায-এর সাবেক এই সদস্য। এবং কোনও কাজেই ব্যর্থ হয়নি কখনও।

'তক্তা এনে পেরেক মারো আর যেভাবে খুশি সেভাবে করো,' নিয়াযভের চেহারাটা আরেকবার কল্পনা করে নিয়ে বলল সিদোরভ, 'আমার কাজ হওয়া দিয়ে কথা। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। সাবধানের মার নেই।'

'মনে আছে, স্যর। সে-জন্যই আমি টিকে আছি, আপনি টিকে আছেন। আর আপনার শত্রুরা কবরের আজাব ভোগ করছে।'

'হুঁ। রাখো এখন। কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

'জানাবো, স্যর।'

রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল সিদোরভ, এমন সময় একটা কথা মনে হলো হঠাৎ করে। 'হ্যালো, নিয়াযভ? লাইনে আছো?'

'আছি স্যর।'

'এই লোকের দোকান কোথায় যেন? আমরা যেখানে অনুমান করেছি তার ধারেকাছে নাকি?'

'অবশ্যই, ধারেকাছে।'

'নাম কী শহরের?'

'সিলভার স্প্রিং।'

তিন

ভিক্সবার্গ হিল।

হোটেলের রিসেপশনে, সিঁড়ির কাছের দেয়ালে হেলান দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে রানা। একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার করার জন্য রিযার্ভেশন আছে ওদের। ঘড়ি দেখল ও। দেরি করিয়ে দিয়েছে সোহানা। রুম থেকে বেরিয়ে হাত ধরাধরি করে নামছিল, হঠাৎ তার মনে হলো, পোশাকটা তেমন মানানসই হয়নি। একছুটে আবার ফিরে গেছে রুমে। কাপড় পাল্টাচ্ছে এখন।

হোটেলের লবিটা দেখতে কেমন অদ্ভুত। মনে হয় অপরিকল্পিত। কিন্তু এটাই নাকি মূল নকশা। এখনকার আর্কিটেক্টদের চিন্তা বোঝা মুশকিল। লোকের দৃষ্টিতে যা বিতিকিচ্ছি, ওদের ভাষায় সেটাই ক্ল্যাসিক। লবির দেয়ালে ঝুলছে স্থানীয় চিত্রশিল্পীদের আঁকা জলরঙের বিভিন্ন ল্যাণ্ডস্কেপ। অনতিদূরের জ্বলন্ত ফায়ারপ্লেসে ফটাস্ করে ফাটল একটুকরো কাঠ। মাথার উপরের লুকানো লাউডস্পিকারে মৃদু ভলিউমে বাজছে কেল্টিক লোকসঙ্গীত।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। মুখ তুলে তাকাল রানা। দ্রুত পায়ে নামছে সোহানা। পরনে মাখনরঙা ট্রাউজার। সঙ্গে গোলাকার আঁটসাঁট উঁচু গলাওয়ালা কাশ্মীরি সোয়েটার। কাঁধে জড়িয়েছে লালচে-বাদামি একটা শাল। টাট্টুঘোড়ার লেজের মতো করে ঝুঁটি করেছে কালো চুল। হালকা মেকাপ নিয়েছে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল সোহানা। 'সরি, রানা। বেশি দেরি করে ফেলেছি?'

'ক্ষমা করা গেল,' রানার গলায় কপট গাম্ভীর্য। 'কারণ তোমাকে দেখাচ্ছে, যাকে বলে...'

'আবার?' হেসে রানার হাত জড়িয়ে ধরল সোহানা। 'চলো।'

ওর দিকে কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। 'তুমি আসলেই সুন্দরী।'

'চুপ!' রানার হাত ধরে টান দিল সোহানা। 'কীভাবে যাচ্ছি

আমরা? হেঁটে না গাড়িতে?'

'হেঁটে। আকাশে আধখানা চাঁদ। বাতাসে লাইলাকের হালকা সুবাস। চারদিক চুপচাপ। আমার পাশে তুমি। এত সুন্দর রাত জীবনে আবার কবে আসবে কে জানে!'

'তোমার মাথা!' সোহানার চকচকে চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করছে ওর মুখের সঙ্গে। 'বলো, আরেকবার যাতে টিকিট খেতে না হয় সে-ভয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ।'

জলাভূমি থেকে ফেরার পথে ঝামেলা হয়েছে। মালিকের কাছে মোটরবোট জমা দিয়ে ভাড়া-করা বি.এম.ডাব্লু. হাঁকিয়ে ফিরছিল ওরা। ডিনারের কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল রানার মাথায়। স্পিডলিমিট ছাড়িয়ে গেছে ও। পড়বি তো পড় মালির ঘাড়ে—লোকাল শেরিফ তখন রাস্তার ধারে একটা বিলবোর্ডের আড়ালে বসে বোলোনিয়া স্যাণ্ডউইচ গিলছিল... আর যায় কোথায়!

'হুঁ, উড়িয়ে দেয়া যায় না কথাটা,' স্বীকার করল রানা।

হোটেলের বাইরে চলে এল দু'জনে।

শীত বিদায় নিয়েছে। তারপরও বসন্তের বাতাসে লেপ্টে আছে ঠাণ্ডা। তবে হাড়কাঁপানো না। ফুটপাথের ধারে ঝোপ। আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁর ডাক। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে আলোপ্রেমী পতঙ্গের ভিড়।

রেস্টুরেন্টটা বেশি দূরে না। মাত্র দুই ব্লক পরে। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট লাগে। মালিক ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত। রেস্টুরেন্টের ভিতরের চেয়ে বাইরেটা বেশি সুন্দর। কারণ ভিতরে সিগারেটের গাঢ় ধোঁয়া আর পানোন্মত্তদের খিস্তিখেউড়। কিন্তু বাইরে সবুজ-সাদা শামিয়ানার নীচে মৃদুমন্দ খোলা বাতাস। সঙ্গে আলো-আঁধারিতে ভরা রোমান্টিক পরিবেশ।

নির্দিষ্ট টেবিলে মুখোমুখি দুটো চেয়ার। বসল ওরা। খাবারের

অর্ডার দেয়ার দায়িত্ব সোহানার উপর ছেড়ে দিল রানা। পকেট থেকে প্যাকেট আর লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরাল।

'তারপর?' চেয়ালে হেলান দিল সোহানা। 'কী দেখলাম বিকেলে?'

'একটা সাবমেরিন।'

এদিক-ওদিক তাকাল সোহানা। 'আস্তে বলো। কেউ শুনে ফেললে?'

'আস্তেই বলছি। তা ছাড়া কেউ নেই আশপাশে। থাকলেও বাংলা বুঝত কি না সন্দেহ।'

'প্রশ্ন হচ্ছে, সাবমেরিনটা ওখানে কেন?'

'এই প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে আমাদেরকে,' নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'হবে না?'

হাসল সোহানাও। 'ইভলিন রোযের কী হবে তা হলে?'

'আপাতত কিছু না। বেচারীকে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে আর কী।'

'সাবমেরিনের ঠিকানা লাগাবে কীভাবে?'

'অপিকে বলবো। রহস্য আর ইতিহাসের উপর ভালো দখল আছে মেয়েটার। এসব ব্যাপারে আগ্রহও আছে।'

ইয়োরোপ-আমেরিকার বড় বড় শহরে রানা এজেন্সির শাখা আছে। কয়েক জায়গায় আছে সেইফহাউস। গড়ে তোলা হয়েছে পৃথিবীখ্যাত ইন্টেলিজেন্সগুলোর আদলে। ইটালির বারিতে আছে এ-রকম একটা। সেখানে স্বামী রবিনকে নিয়ে থাকে বাংলাদেশী মেয়ে অপি।

নেহাৎ ঘটনাচক্রে রবিনের সঙ্গে পরিচয় রানার। বছর পাঁচেক আগে একটা মিশনে গিয়েছিল বারিতে। সেখানেই তুমুল ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিল রবিন কতগুলো বখাটের সঙ্গে। ওই রাস্তা দিয়ে যখন রানা যাচ্ছিল, তখন সিরিয়াস মারপিটে রূপ নিয়েছে কলহ।

হঠাৎ রবিনের মুখে অকথ্য একটা বাংলা গালি শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ও। তারপর যা হবার হয়েছে।

জখমগুলোয় স্যাভলন লাগিয়ে নিয়ে একটা কফি হাউসে গিয়ে ঢুকেছিল ওরা। জানা গেল, সংসারের প্রয়োজনে দিনমজুরের চাকরি করতে ইটালি এসেছে বি.কম. পাস হাসিখুশি বাংলাদেশী যুবক। বেশ অনেকদিন ধরেই আছে। পরে বিয়ে করে বউকেও নিয়ে এসেছে। ইচ্ছা আছে এখানে স্থায়ী হবে।

কাজ শেষে রবিন-অপির সংসারে একদিন না গিয়ে পারেনি রানা। রবিনের কামাইয়ের প্রায় সব টাকাই চলে যাচ্ছে দেশে। পড়ি পড়ি করছে এ-রকম একটা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে একতলায় বারো বাই দশ ফুটের একটা ঘরে থাকছে ওরা। একমাত্র দরজাটাও যেখানে আটকানো যায় না ঠিকমতো, "অন্দরমহলের" বর্ণনা দেয়া সেখানে বাহুল্য। রবিন বের হয় কাকডাকা ভোরে। রাত দশটা-এগারোটার আগে ফেরে না। অপি সারাদিন একঘরে বন্দি। নিরাপত্তা বলে কিছু নেই।

ওদের অবস্থা দেখে মায়া হয় রানার। অপির বুদ্ধিমত্তায় আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে চমক লাগে। মেয়েটা ইতিহাসে পড়ত। মেধাবী ছাত্রী। কিন্তু অনার্সও শেষ করতে পারেনি। প্রবাসী ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে বাপ-মা।

নিজের পরিচয় তখন কিছুটা বলে রানা রবিন-অপিকে। বারিতে একটা সেইফহাউস খোলার চিন্তা করছিল ও অনেকদিন থেকে, নতুন কাউকে নেবে ভাবছিল। অপিকে বেছে নেয়। ভালো জায়গায় থাকতেও পারবে মেয়েটা, ভালো বেতনও পাবে। বিনিময়ে মূলত গবেষণাধর্মী কাজ করতে হবে।

প্রস্তাবটা লুফে নেয় অপি। ওর উপযুক্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে রানা। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে, রত্ন চিনতে ভুল করেনি।

'হোটেলরুমে তুমি যখন গোসল করছিলে,' আরও একবার ধোঁয়া ছাড়ল রানা, 'আমি তখন কিছুটা পড়াশোনা করেছি।'

'ওই সাবমেরিনের ব্যাপারে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হুঁ। যা জানতে পেরেছি তাতে আমার কী মনে হয় জানো? এবারের ছুটিটা জমবে।'

খাবারের ঝুড়ি নিয়ে হাজির হলো ওয়েটার। ঝুড়িতে গরম চিবাটা, মানে, একজাতের ইটালিয়ান রুটি। সঙ্গে বড় একটা পিরিচে জলপাইয়ের তেল। ওয়েটারের আরেকহাতে বড় ট্রে। তাতে লাল সস মেশানো ক্যালামারি। আছে পরসিনি মাশরুম। শেষে ক্রিম সস মাখানো ভাপ-ওঠা গলদা চিংড়ি। সুদৃশ্য ছোট্ট বালতিতে কেজিখানেক বরফের ভিতরে শ্যাম্পেনের গাঢ় সবুজ বোতল।

শেষবারের মতো টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে জ্বলন্ত সিগারেটটা পিষে মারল রানা।

ছিপি খুলে দিয়ে ওয়াইনগ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিল ওয়েটার। বোতলটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ছোট করে নড করল। তারপর বিদায় নিল। হাত বাড়িয়ে রুটির ঝুড়িটা তুলে নিল রানা।

'ছুটি জমবে মানে?' একচুমুক শ্যাম্পেন খেল সোহানা।

'মানেটা বুঝতে পারবে পরে। আপাতত জেনে রাখো, ওটা ফুল সাইজের সাবমেরিন না। হতে পারে না। কারণ ওই কাদাপানির খাঁড়িতে বড় কোনও সাবমেরিন ঢুকতে পারবে না। তা ছাড়া পেরিস্কোপটাও অনেক ছোট।'

'তারমানে ওটা কী? কোনও মিনি-সাব?'

'সে-সম্ভাবনাই বেশি। শুরু করো। খেতে খেতে কথা বলি।'

রুটির টুকরোয় জলপাইয়ের তেল মাখাতে মাখাতে বলল সোহানা, 'পেরিস্কোপটা খেয়াল করেছ? অনেক পুরনো মনে হলো না?'

'অনেক মানে? বলো কয়েক যুগ। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'যতদূর জানি সাবমেরিন ব্যবহৃত হয় মূলত দুটো কাজে। হয় যুদ্ধে নয়তো জরিপে। যেগুলো জরিপ করে সেগুলোকে বলে কমার্শিয়াল সাব। কিন্তু ওগুলোর পেরিস্কোপ থাকে না।'

'কেন?'

'দরকার নেই তাই।'

'তারমানে ওটা মিলিটারি সাব,' তেল-লাগানো রুটির টুকরোটা রানার প্লেটে রাখল সোহানা। আরেকটা টুকরো তুলে নিল নিজের জন্য।

'হতে পারে,' রানা অন্যমনস্ক।

'একটা মিলিটারি মিনি সাবমেরিন,' নিচু গলায় বলছে সোহানা। 'মেরিল্যাণ্ড প্রণালী থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল ভিতরে কাদাপানির খাঁড়িতে দেখা গেছে। আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত। অনেক পুরনো। ওটা কাদের? কেন এসেছিল ওরা ওই জায়গায়? কী করছিল লোকগুলো? ...নাহ্, রানা, মনে হয় ঠিকই বলেছ। এই রহস্যের পিছনে লাগলে এবারের ছুটিটা জমতে বাধ্য।'

হেসে রুটির টুকরোয় কামড় দিল রানা। 'ডিনারের পর চলো সিলভার স্প্রিং-এ যাই।'

'তোমার বন্ধু হোগানের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হুঁ। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি কিছু জানা যায় কি না। এসব বিষয় এখানকার অন্য যে-কারও চেয়ে ওর ভালো জানার কথা।'

'ওখানে যেতে সময় লাগবে কিন্তু। রাত ক'টা বাজবে ভেবেছ? এত রাতে তোমার বন্ধু না আবার বিরক্ত হয়।'

'ও এমনিতে একটু আত্মকেন্দ্রিক টাইপের। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা তেমন পছন্দ করে না। কিন্তু যাদেরকে বন্ধু মনে করে

তাদেরকে যথেষ্ট খাতির করে। ইন্টারপার্সোনাল স্কিলে ঘাটতি আছে ওর।'

'মানুষের সঙ্গে খাতির না থাকলে অ্যান্টিকের দোকান চালায় কী করে?'

'ওই যে বললাম, স্থানীয় ইতিহাসে ও রীতিমতো পণ্ডিত। ওর কাছে অনেক কিছু জানার জন্য যায় লোকে। নিজের ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা কাজে লাগিয়ে নেয় ও তখন।'

'এত রাতে আমাদেরকে দেখে সারপ্রাইয্ড্ হয়ে যাবে তোমার বন্ধু।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কিছুটা সারপ্রাইযে ওর ক্ষতি হবে না!'

চার

ডিনার সেরে হোটেলে ফিরে এল রানা-সোহানা। বি.এম.ডাব্লুর চাবিটা রুম থেকে নিল রানা। তারপর ফোন করল হোগানকে। কিন্তু কোনও সাড়া পেল না।

'কী ব্যাপার?' ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'তোমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি তো ঘুমানোর লোক ও না! কী হয়েছে কে জানে! চলো যাই আমরা। ঘুমিয়ে পড়লেও অসুবিধা নেই। আমাকে দেখলে বিরক্ত হবে না।'

সিলভার স্প্রিং-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল দু'জনে। শহর ছাড়িয়ে আসতে বেশি সময় লাগল না। হাইওয়ে ধরে ছুটছে

ওদের গাড়ি।

এখানকার আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা মুশকিল। আকাশ একটু আগেও পরিষ্কার ছিল। এখন মেঘের আনাগোনা। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে। ওয়াইপারটা চালু করে দিল রানা। ঠাণ্ডা টের পাওয়া যাচ্ছে এবার। শালটা ভালোমতো জড়িয়ে নিল সোহানা। ভ্রূকুটি করল ও। 'রানা, আমার মনে হয় আবারও স্পিডলিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'না, ঠিকই আছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'চিন্তা কোরো না।'

'রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে আছে...'

'অ্যাক্সিডেন্টের ভয় করছ? কখনও ও-রকম কিছু শুনেছ আমার ব্যাপারে?'

'কেন? গত অ্যাসাইনমেন্টেই তো...'

'দোষ আমার না। ডাম্পট্রাক নিয়ে যে-খ্যাপাটে লোকটা তাড়া করছিল, তার। তা ছাড়া একটা টায়ার ওভাবে বার্স্ট না হলে...'

'থাক, আর সাফাই গাইতে হবে না,' হাত বাড়িয়ে রেডিয়োর সুইচ অন করল সোহানা। লোকসঙ্গীত হচ্ছে এই চ্যানেলে। 'এদের এখানে লোকসঙ্গীত খুব চলে, না?'

জবাব দিল না রানা। আনমনে ভাবছে কী যেন।

আর কথা হয় না। নীরবে এগিয়ে চলেছে ওরা। হাইওয়ের দু'ধারে অন্ধকার। বেশ কিছুক্ষণ পর আধ মাইল দূরে দেখা গেল সিলভার স্প্রিং-এর আলো।

ওটাকে শহর বলতে রাজি না অনেকে। বলে, ওটা একটা গ্রাম। জনসংখ্যা দু'হাজারের মতো। শহুরে সুযোগসুবিধাও তেমন একটা নেই।

হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে সিলভার স্প্রিং-এ ঢুকে পড়ল রানা। কিছুদূর এগিয়ে বাঁক নিল আবার। মাউন্ট নোভেরনের রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। এক মাইলের মতো এগোল। তারপর বাঁক নিতে

হলো উত্তরে। এবার উঠেছে ওয়েস্টল্যাণ্ড রোডে। এই রাস্তাটা শহরের প্রান্তবর্তী। গতি কমাল রানা। হোগানের দোকানটা কাছিয়ে আসছে।

নিজের বাড়ির একতলাতেই দোকান সাজিয়েছে হোগান। দোতলায় থাকে সে। ওয়েস্টল্যাণ্ড রোড থেকে ড্রাইভওয়ে ধরে সিকিমাইল ভিতরে ঢুকতে হয়। ড্রাইভওয়ের দু'ধারে মেইপল গাছের সারি, যেন সীমানা নির্দেশ করছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় একটা কালো বুইক লুসার্ন সিডান সাঁ করে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। বি.এম.ডাব্লুর হেডলাইটের আলো একমুহূর্তের জন্য গিয়ে পড়ল সিডানের উইণ্ডশিল্ডে। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে যে-লোকটা তাকে দেখা গেল স্পষ্ট।

সিডানটা বাঁক নিয়ে চোখের আড়াল হতেই ব্রেক করল রানা।

ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কী হলো?'

'রে হোগান। সিডানের প্যাসেঞ্জার সিটে বসা ছিল। স্পষ্ট দেখেছি।'

'এত রাতে কোথায় গেল তোমার বন্ধু?'

'জানি না। কিন্তু ওর চেহারাটা...'

'কী হয়েছে?'

'দেখে ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না। মনে হলো যেন ভয় পেয়েছে।'

'একটা অসামাজিক লোকের চেহারায় ভয় আর বিরক্তি ছাড়া আর কোন্ আবেগের প্রকাশ আশা করো?'

জবাব দিল না রানা। স্টিয়ারিং ঘুরাচ্ছে।

'পিছু নেবে?'

'হুঁ। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।'

ওয়েস্টল্যাণ্ড রোডে বেশিক্ষণ থাকল না সিডানটা। কয়েক মাইল এগোনোর পর দক্ষিণে মোড় নিয়ে উঠে পড়ল বাল্টিমোর রোডে।

পিছন পিছন ছুটছে বি.এম.ডাব্লু। স্ট্রিটলাইটের সারি শেষ হয়ে গেছে আগেই। দু'পাশের ঘুটঘুটে অন্ধকার হেডলাইটের আলোয় আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে। একটানা বৃষ্টি হচ্ছে এখন। অবিরাম চলছে ওয়াইপার। বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে মিল রেখে ছন্দবদ্ধ আওয়াজ তুলেছে। সিডানের টেললাইটের আলো বেশ দূরে।

হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা। গাড়ির গতি বাড়াল।

'দেখতে পাবে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাস্তায় খানাখন্দ নেই। অনুমানে ভর করে এগোবো। ঝুঁকি নিচ্ছি। হোগান ছাড়া আর যে বা যারাই থাকুক সিডানে, আমি চাই না ওরা জানুক ফলো করা হচ্ছে।'

'কী ঘটে থাকতে পারে? কিডন্যাপ করা হয়েছে হোগানকে?'

ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে থুতনির কাছটা চুলকাল রানা। 'সম্ভবত। তবে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলে খুশি হবো।' গাড়ির ভিতরের বাতিটা জ্বেলে দিল ও। 'ম্যাপটা বের করো তো।'

গ্লাভ কম্পার্টমেণ্ট থেকে ম্যাপ বের করে খুলল সোহানা।

'বাল্টিমোর রোডটা খুঁজে বের করো,' বলল রানা। 'কোন্‌দিকে যাচ্ছি বলতে পারবে?'

টানা ত্রিশ সেকেণ্ড ম্যাপটা দেখল সোহানা। 'এখানে তো...ঘরবাড়ি কিছুই নেই, রানা। এই রাস্তাটা অনেকদূর এগিয়েছে। তারপর গিয়ে উঠেছে হাইওয়েতে। মাঝখানে অবশ্য...কী যেন লেখা আছে ম্যাপে। অনেক ছোট লেখা। পড়তে পারছি না।'

সিডানের ব্রেকলাইটটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুদূর যাওয়ার

পর আবার। এরপর আচমকা ডানে মোড় নিল গাড়িটা। উধাও হয়ে গেল বেশকিছু গাছের আড়ালে। বিপজ্জনকভাবে গতি বাড়িয়ে জায়গামতো হাজির হলো রানা। একেবারে শেষ সময়ে দেখল আবার জ্বলে উঠেছে সিডানের টেইললাইট। এবার বাঁয়ে মোড় নিচ্ছে। মূল রাস্তা ছেড়ে এক শ' গজমতো এগিয়ে ঢুকে যাচ্ছে একটা ড্রাইভওয়েতে।

ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা। দরজার কাঁচ নামাল। গাছপালার আড়ালে সিডানের হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। নিভিয়ে দেয়া হলো আলোটা। দরজা খুলে নামল কেউ। সজোরে লাগানো হলো দরজাটা। দশ সেকেণ্ড পর খুলল আরেকটা দরজা।

ভারী গলায় বলে উঠল কেউ, 'না, না, প্লিয...'

রে হোগান। ভয় পেয়েছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'আমার অনুমান ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কী করতে চাও?'

'গাড়ি থেকে নামছি আমি। তুমি বসো ড্রাইভিংসিটে। কাছেপিঠের কোনও বাড়িতে অথবা দোকানে চলে যাও। পুলিশকে ফোন করতে হবে। আমি...'

'খালিহাতে? যে বা যারা কিডন্যাপ করেছে হোগানকে তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, পারে। কিন্তু আমি বোকা না।'

আবারও মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আমিও নাছোড়বান্দা। তোমাকে একা যেতে দিচ্ছি না।'

রানা ভেবে দেখল, তর্ক করলে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। এখন সোহানাকে মানানোর সময় না।

কাজেই ইগনিশন কী ধরে মোচড় দিল ও আবার।

পাঁচ

হেডলাইট এখনও নেভানো। ধীরগতিতে এগোচ্ছে রানা। খানাখন্দ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। চাচ্ছে না এমন কোনও শব্দ হোক যাতে সতর্ক হয়ে ওঠে শত্রুপক্ষ। বি.এম.ডাব্লুটাকে ড্রাইভওয়ের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এনে ব্রেক চাপল। ইঞ্জিন বন্ধ করল আবার।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নিশ্চয়ই গাড়ির ভিতরে অপেক্ষা করতে সমস্যা নেই?'

ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল সোহানা। 'কী ব্যাপার, রানা? আমাকে কচি খুকি ভাবছ নাকি?'

কিছু বলল না রানা। দরজা খুলে নামল। সোহানাও বেরিয়ে এল।

ড্রাইভওয়ে ছেড়ে সরে গেল ওরা। কাছেই একটা নর্দমা। পানি নিষ্কাষণের জন্য কিছুটা গভীর করে বানানো হয়েছে। দু'পাশে ঘাসে-ছাওয়া শক্ত মাটির স্তূপ। এখান দিয়ে সাবধানে হেঁটে যাচ্ছে দু'জনে। নর্দমাটা এগিয়ে গেছে ড্রাইভওয়ে বরাবর। যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে ফানেলের মতো আকৃতি ধারণ করেছে। দূর থেকে কালভার্টের মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা।

সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে ওরা। কান খাড়া। নর্দমার পাড় ধরে ড্রাইভওয়েতে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। আলগা মাটির

ঢাল পার হয়ে ঢুকে পড়ল গাছপালার আড়ালে। ফুট বিশেক এগোনোর পর কমতে শুরু করল গাছের সংখ্যা। সামনে এখন খোলা জায়গা।

জায়গাটা বিশাল, সম্ভবত দুই-তিন একর হবে। আকৃতিতে বেঢপ চোঙাকার। চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার পর রানা দেখল আসলে একটা বয়লার-জাঙ্কইয়ার্ডে হাজির হয়েছে ওরা। মেরিল্যাণ্ডের এই জায়গায় কবে এবং কীভাবে গড়ে উঠল জাঙ্কইয়ার্ডটা, জানে না রানা। কিন্তু চোখের সামনে ছোট-বড়, চিকন-মোটা, খাটো-লম্বা শত শত বয়লার। কোনোটা এসেছে বাতিল গাড়ি থেকে, কোনোটা ডুবে-যাওয়া জাহাজ থেকে, কোনোটা আবার বেচে-দেয়া কারখানা থেকে।

বৃষ্টি পড়ছে। গাছের পাতায়, অনতিদূরের বয়লারগুলোর ধাতব গায়ে অদ্ভুত ঐক্যতান। কান পাতলে মৃদু প্রতিধ্বনি শোনা যায় কি যায় না।

'হঠাৎ করে এ-রকম কোনও জাঙ্কইয়ার্ডে হাজির হতে হবে ভাবতেই পারিনি,' রানার কানে ফিসফিস করল সোহানা।

'আমিও না,' স্বীকার করল রানা।

একটা বিষয় পরিষ্কার। যে বা যারাই ধরে এনে থাকুক হোগানকে, এই জাঙ্কইয়ার্ড ভালোমতো চেনে তারা। অথবা কাজের সুবিধার জন্য চিনে নিয়েছে। কিন্তু রানা এখানে পা দিয়েছে প্রথমবার।

খোলা জায়গাটার মাঝখানে থামানো হয়েছে সিডানটাকে। কিন্তু গাড়িটার চালক কিংবা হোগানের কোনও পাত্তা নেই। বোঝা যাচ্ছে বয়লারের গোলকধাঁধায় উধাও হয়ে গেছে তারা।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এখানে নিয়ে আসা হলো হোগানকে? সম্ভাব্য উত্তর, ওকে গুম করে ফেলতে চায় কিডন্যাপাররা। খুন করে লাশ গুম করার জন্য এই জাঙ্কইয়ার্ডের চেয়ে ভালো জায়গা মেরিল্যাণ্ডে

খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু নিরীহ নির্বিবাদী রে হোগান হঠাৎ করে কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?

জানে না রানা। জানতে হবে। টের পেল, ওর হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে।

'একসঙ্গে না থেকে আমরা যদি আলাদা আলাদাভাবে এগোই,' রানার কানে আবারও ফিসফিস করল সোহানা, 'তা হলে কম সময়ে বেশি জায়গা কাভার করতে পারবো।'

'দরকার নেই,' সোজা মানা করে দিল রানা। 'শত্রু কে জানি না আমরা। ওর ক্ষমতা কতখানি তা-ও জানা নেই। এখন যা-ই করি না কেন নিজেদের পিঠ বাঁচিয়ে করতে হবে।' একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল, বের হতে যাবে এমন সময় একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়।

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা সিডানটা বুইক লুসার্ন। জি.এম.সি. মডেলের। তারমানে...

এক পা এগিয়ে গিয়েছিল সোহানা, হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে আনল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কী?'

'তুমি থাকো এখানে। আমি যাচ্ছি।'

'কিন্তু...'

'বেশিদূর যাবো না।'

সোহানাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না রানা, পা বাড়াল। অন্ধকারে কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ে কি না দেখার জন্য তাকাল এদিক-ওদিক। না, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সিডানটার দিকে এগোচ্ছে রানা। কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ড্রাইভারের পাশের দরজার কাছে চলে এল ও। বসে পড়ল গোড়ালিতে ভর দিয়ে। "বিসমিল্লা" বলে হাত বাড়িয়ে টান

দিল দরজার হাতলে। ক্লিক করে খুলে গেল দরজাটা।

ভিতরের আলোটা জ্বলে উঠল। ইগনিশন কী-হোলের দিকে তাকাল রানা। না, চাবিটা নেই।

ঠেলে দরজা লাগিয়ে দিল রানা। সিডানের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে। ভিতরে কেউ থাকলে কৌতূহল জাগবে লোকটার। কে দরজা খুলল, ভিতরে ঢুকতে গিয়েও কেন ঢুকল না—জানার আগ্রহ হবে। হয়তো বেরিয়ে আসবে গাড়ি থেকে। অথবা অন্তত উঁকিঝুঁকি দেবে।

পুরো একটা মিনিট পার হলো। গাড়ির ভিতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। আবারও হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলল ও, তারপর চট করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। টেনে লাগিয়ে দিল দরজা।

বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করেছে। মুহুর্মুহু আলোকরশ্মির কারণে কিছুটা ফিকে হয়েছে অন্ধকার। গাড়ির ভিতরে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা। একইসঙ্গে হাতড়াচ্ছে ড্যাশবোর্ড। যা খুঁজছে তা পেয়ে গেল শেষপর্যন্ত।

ড্যাশবোর্ডের উপর "অনস্টার" লেখা একটা বাটন। ওটার গায়ে চাপ দিল রানা। বিশ সেকেণ্ড কোনও আওয়াজ নেই। তারপর একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল রেডিয়োর স্পিকারে, 'অনস্টার থেকে জো মিলার্ড বলছি। কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'সাহায্য?' নিচু গলায় কাতরানি প্রকাশ করার চেষ্টা করছে রানা, 'ঠিকই বলেছেন, সাহায্য দরকার আমার।'

'কী হয়েছে, স্যর?'

'অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে...গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কীভাবে যে...। আমি আহত। আমার সাহায্য দরকার।'

'স্যর, আপনি ঠিক কোথায় আছেন এখন?'

'কোথায়?' খানিক বিরতি দিল রানা, চাচ্ছে মিলার্ড ভাবুক কোথায় আছে বোঝার জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে আহত লোকটা। 'ঠিক...বুঝতে পারছি না। অন্ধকার। বৃষ্টি হচ্ছে।'

'একটু লাইনে থাকুন, স্যর।' দ্রুতগতিতে কী-বোর্ডে আঙুল চালাচ্ছে মিলার্ড, সে-আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে রেডিয়োতে। জি.পি.এস. কিংবা স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেমের সাহায্যে কিছু একটা করছে সে কম্পিউটারে। পনেরো-বিশ সেকেণ্ড পর বলে উঠল, 'আপনার পজিশন জানতে পেরেছি, স্যর। মেরিল্যাণ্ডের সিলভার স্প্রিং-এ আছেন আপনি। 'এবং...হ্যাঁ পেয়েছি...বাল্টিমোর রোডের কাছাকাছি কোথাও।'

'হ্যাঁ, ঠিক ঠিক,' যেন খুব খুশি হয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল রানা। 'মনে পড়েছে এবার। বাল্টিমোর রোডে উঠেছিলাম...'

'নাইন ওয়ান ওয়ানে ফোন করে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি, স্যর। আপনাকে সাহায্য করার জন্য রওনা হচ্ছে ওরা।'

'কতক্ষণ লাগবে?' গুঙিয়ে উঠল রানা, অভিনয়টা নিখুঁত হলে ভালো হয়।

'ছ'-সাত মিনিট, স্যর। ঘাবড়াবেন না, ততক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাবো আমি...'

কিন্তু রানার আর দরকার নেই। দরজা খুলে পিছলে নেমে পড়ল সে। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে লাগিয়ে দিল দরজাটা। পকেটনাইফটা বের করে খুলল। ফলাটা জোরে বসিয়ে দিল সিডানের চাকায়। টেনে লম্বা করছে ছিদ্রটা। কেটে গেছে টায়ার, শব্দ করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাস।

সময় নষ্ট করল না রানা। মাথা নিচু করে ছুটে গেল আরেকপাশের টায়ারের কাছে। বসিয়ে দিল এই টায়ারটাকেও। তারপর যত-জোরে-সম্ভব ছুটে এসে হাজির হলো সোহানার পাশে।

'অনস্টার?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা।

হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'পুলিশ আসতে কতক্ষণ?'

'ছ'-সাত মিনিট। ওরা আসার আগেই কেটে পড়তে চাই। সওয়াল-জওয়াবের ইচ্ছা নেই আমার।'

'আমারও নেই। শীত লাগছে। তোমার বন্ধুর কথা ভেবে চিন্তাও হচ্ছে।'

'রেডি? ...এখন আমাদেরকে চোর-পুলিশ খেলতে হবে।'

'আছি।'

রানা বা সোহানার কেউই দেখেনি কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে হোগানকে। এখন কাদার উপর পায়ের ছাপই ভরসা।

জাঙ্কইয়ার্ডে বয়লারগুলো রাখা হয়েছে অপরিকল্পিতভাবে। ফলে বিশালাকার কোনও কোনও বয়লারের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়েছে টানেল। আবার অপেক্ষাকৃত ছোটগুলোর মুখোমুখি সারির মাঝখানে ঘাসে-ছাওয়া পথ আছে। এ-রকম টানেল আর পথ দিয়ে এগোল ওরা দু'জন।

কোনও বিল্ডিং বানানোর কাজে এককালে ব্যবহৃত হয়েছিল এ-রকম দুটো রডের-টুকরো খুঁজে পেয়েছে রানা। এগুলোকে বলে রিবার— পুরো নাম রিইনফোর্সিং বার। বড়টা রেখেছে নিজের হাতে। ছোটটা দিয়েছে সোহানাকে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

পঞ্চাশ কদমের মতো এগোনোর পর বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল কণ্ঠ। উত্তেজিত ভঙ্গিতে কী যেন বলছে একজন।

আরও কিছুদূর এগোল রানা-সোহানা।

'বুঝতে পারছি না কীসের কথা বলছেন আপনি,' ভেঙে পড়েছে হোগান। 'কীসের টুকরো?'

জবাবে কী যেন বলল ভারী একটা পুরুষকণ্ঠ। একটা শব্দও বুঝতে পারল না ওরা কেউই।

'ও, ওটা?' আবারও বলল হোগান। 'ওটা সামান্য একটা বোতল। বলতে গেলে কোনও গুরুত্বই নেই।'

এদিক-ওদিক ঘাড় ঘোরাল রানা। বুঝতে চেষ্টা করছে ঠিক কোন্‌দিক থেকে আসছে হোগানের গলার আওয়াজ। বয়লারের টানেলের প্রতিধ্বনি বিভ্রম ঘটাচ্ছে।

দিক অনুমান করার পর হাতের ইশারায় সোহানাকে দেখাল রানা। তাকাল সোহানা।

সামনে বাঁ দিকে, বড়জোর বিশ-বাইশ গজ দূরে বিশাল একটা ভাঙা বয়লার। হয়তো মাটিতে গড়াগড়ি খেত অনেক আগেই, সঙ্গের আরেক বয়লারের গায়ে হেলান দিয়ে থাকার কারণে টিকে আছে এখনও। মুখটা কেমন আর্চওয়ের মতো আকার পেয়েছে।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। সতর্ক কিন্তু দ্রুত পায়ে দু'জনে গিয়ে হাজির হলো "আর্চওয়ের" নীচে। কিডন্যাপারের কণ্ঠ স্পষ্ট এখন।

'বোতলটা কোথায় পেয়েছ সেটাই জানতে চাই,' বলছে লোকটা। 'একটা কথা এতবার জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে কেন?'

কী ভারী কণ্ঠ! কথায় অন্যরকম টান। অনেকটা পূর্ব ইয়োরোপিয়ান কিংবা রাশানদের মতো।

'বললাম তো, জানি না,' অসহায় গলায় জবাব দিল হোগান। 'ওই বোতল কোত্থেকে পেয়েছি ভুলে গেছি। আমি...'

ঠাস্ করে চড় মারার শব্দ হলো। কাদাপানিতে পড়ে গেল কেউ, সম্ভবত হোগান। এবার আরেকটু ভারী শব্দ। রানার অনুমান হোগানকে লাথি মারছে কিডন্যাপার। দাঁতে দাঁত পিষল ও।

'ওঠ্ শালা!' ধমকে উঠল কিডন্যাপার লোকটা।

'পারছি না,' হোগানের গলায় অনুনয়।

'ওঠ্ বলছি,' হুমকি দিচ্ছে কিডন্যাপার।

ইশারায় সোহানাকে অপেক্ষা করতে বলে সাবধানে আগে বাড়ল রানা। বিশাল বয়লারটার একদিকের দেয়ালের সঙ্গে বলতে গেলে সেঁটে গেছে। শেষপ্রান্তে এসে উঁকি দিয়ে তাকাল।

সামনে খোলা একটা জায়গা। পিকআপ ট্রাকের সমান দুটো বয়লার পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। ও-দুটোর মাঝখানে পড়ে আছে হোগান। পড়ে আছে না বলে বলা ভালো পড়ে ছিল, হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে এখন। ঠিকমতো পারছে না। কাদায় বার বার পিছলে যাচ্ছে হাঁটু। বেচারার দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ওর মুখোমুখি, রানার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিডন্যাপার লোকটা। ওর বাঁ হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট। ডান হাতে রিভলভার। অস্ত্রটা তাক করে রেখেছে হোগানের বুক বরাবর।

'মিস্টার রে হোগান,' টেনে টেনে বলছে লোকটা। 'আপনি ভালো মানুষ। আপনার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। শুধু একটা প্রশ্নের জবাব জানতে চাই আপনার কাছে। বলে দিন, কথা দিচ্ছি যেখান থেকে নিয়ে এসেছি আপনাকে সেখানেই দিয়ে আসবো। চড়-থাপ্পড় পরের কথা, আর একটা ফুলের-টোকাও দেবো না আপনার গায়ে। শুধু বলুন ওই বোতলটা কোত্থেকে পেয়েছেন আপনি।'

বোলো না, হোগান, মনে মনে বলল রানা, একটা শব্দও উচ্চারণ কোরো না। যদি শুধু ওই উত্তরটা জানার দরকার থাকত শয়তানটার তা হলে তোমাকে এতদূরে নিয়ে আসত না। তুমি কিছু বলামাত্র ট্রিগার টানবে সে।

রানার মাথায় চিন্তার ঝড়। প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে ওই লোকটা একাই কিডন্যাপ করেছে হোগানকে নাকি সঙ্গে আরও কেউ আছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারী একটা লোককে সামলানো খুব কঠিন

কোনও কাজ না, কিন্তু একের বেশি হলে...

মাথাটা আরেকটু বের করল রানা। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকাল। সোহানাকে বাদ দিয়ে বললে চতুর্থ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিডন্যাপার আপাতত একা। ওর সঙ্গে যদি কেউ এসেও থাকে, ধরে নেয়া যায় যথেষ্ট দূরে আছে লোকটা।

কিছুক্ষণ ভাবল রানা। একটা প্ল্যান এসেছে ওর মাথায়। তবে প্ল্যানটা কতখানি কাজে লাগবে, কিংবা আদৌ লাগবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না। কিন্তু এখন এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। হাতে সময়ও খুব কম।

আবার টানেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা। দৌড়ে ফিরে এল সোহানার কাছে। নিচু গলায় সংক্ষেপে বলল কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে হোগান। কী করতে চায় তা-ও বলল।

'এটা স্রেফ পাগলামি,' রানার প্ল্যান মানতে নারাজ সোহানা। 'এত বড় ঝুঁকি নিতে চাচ্ছ কেন?'

'বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য। ওকে মুখ খুলতে বাধ্য করবে কিডন্যাপারটা। তারপর খুন করবে। আমরা এটা হতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু...যদি নিশানা ফস্কে যায় আমার? তা ছাড়া...তোমাকে চিনে ফেলে যদি বোকার মতো কিছু করে বসে হোগান?'

'নিশানা ফস্কাবে না। তোমার ওপর পূর্ণ আমার আস্থা আছে। আর হোগানের কথা বলছ? আশা করছি ও-রকম কিছু করবে না ও। এই ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে আমাদেরকে। ...দাঁড়াও, আসছি।'

দৌড়ে গাছপালার আড়ালে চলে গেল রানা। ফিরে এল ত্রিশ সেকেণ্ড পর। হাতে গ্রেপফ্রুটের সমান একটুকরো পাথর। 'এটা নিয়ে চড়তে পারবে ওই বয়লারের ওপর?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছে মরচে-ধরা মইটা। সম্ভবত কোনও

মেরামতি কাজের জন্য বিশাল বয়লারটার গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে ওটা।

'যদি না পারি,' হাত বাড়িয়ে রানার হাত থেকে পাথরটা নিল সোহানা, 'তা হলে বারো-চোদ্দ ফুট ওপর থেকে কাদাপানিতে আমার আছড়ে পড়ার আওয়াজ পেয়ে যাবে।' খালি হাতটা বাড়িয়ে রানার শার্টের কলার খামচে ধরল আচমকা, টানল নিজের দিকে। রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চুমু দিল ওর ঠোঁটে। তারপর ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শোন, রানা। যা-ই করো সাবধানে করবে। যদি কিছু হয়ে যায় তোমার, তা হলে কিন্তু কোনদিনও ক্ষমা করবো না তোমাকে।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। উল্টোদিকে ঘুরে ছুট লাগাল। কোন্‌দিকে আছে হোগান আর কিডন্যাপার জানা হয়ে গেছে, কিছুটা ঘুরে হাজির হতে চায় ওদের সামনে। শয়তান লোকটার পিছন থেকে গিয়ে চমকে দিতে চায় না। বরং চায়, লোকটা বিশ্বাস করুক যেন কপালগুণে বা কপালদোষে ওদেরকে দেখে ফেলেছে রানা।

ছুটতে ছুটতেই হাতঘড়ি দেখল ও। অনস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর ছ'মিনিট পার হয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাবে।

জায়গামতো পৌঁছে থামল রানা। দম নিচ্ছে। একটা নিরীহ, কৌতূহলী ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে চেহারায়। প্যান্টের বেল্টে, পিঠের কাছে আটকে নিল রিবারটা। তারপর পা বাড়াল সামনে। বয়লারের ও-প্রান্তে ফ্লাশলাইটের আলো।

'হ্যালো, কী খবর ভাইয়েরা?' চিৎকার করে উঠল রানা। 'সব ঠিকঠাক?'

হোগান আর কিডন্যাপার দু'জনই চমকে উঠল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইট সরে গেছে হোগানের

উপর থেকে। রানার উপর আলো ধরেছে কিডন্যাপার।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'বন্ধু বলতে পারো,' চোখের কাছে হাত তুলে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঠেকানোর চেষ্টা করছে রানা। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলে বিপদ। জরুরি মুহূর্তে কিছু করতে পারবে না।

'এখানে কেন?' আবার জিজ্ঞেস করল কিডন্যাপার।

'ওই ড্রাইভওয়ে ধরে যাচ্ছিলাম,' হাত তুলে ইঙ্গিত করল রানা, আসলে কিডন্যাপারকে দেখিয়ে দিল নিরস্ত্র ও, মনে মনে প্রার্থনা করছে ওকে চিনে ফেলে উল্টোপাল্টা কিছু যাতে না করে হোগান। 'হঠাৎ দেখি কে বা কারা যেন ভুল জায়গায় পার্ক করেছে একটা সিডান। কারও কোনও সমস্যা হয়েছে ভেবে তখন নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছি এখানে। ...আলোটা আমার চোখের উপর থেকে সরাও না, ভাই। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

সাইরেনের আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়।

রিভলভার নামিয়ে ফেলেছিল, আবার তুলল কিডন্যাপার লোকটা। হোগানের দিকে তাক করেও সরিয়ে নিল নিশানা। রানার বুক বরাবর ধরে আছে এখন।

চমকে ওঠার ভান করল রানা, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে দিয়েছে দু'হাত। 'ও ভাই, পিস্তল-বন্দুক কেন আবার?' এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল কিডন্যাপার। 'এক পা-ও নড়বে না। যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

'কিন্তু...কিন্তু...আমি তো সাহায্য করার জন্য এসেছি। বিশ্বাস করো খারাপ কোনও নিয়ত নেই আমার,' আরও এক পা আগে বাড়ল রানা। কিডন্যাপারের সঙ্গে ওর দূরত্ব এখন বড়জোর পনেরো কদম। 'ভেবেছিলাম কারও হয়তো বিপদ হয়েছে,' বাজে

বকে সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছে, চাচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে. থাকুক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা। 'ভেবেছিলাম...'

'চুপ!' ধমকে উঠল কিডন্যাপার।

'রাগ করছ কেন, ভাই? যদি বলো তা হলে ভালোমানুষের মতো চলে যাবো এখান থেকে। কাউকে কিচ্ছু বলবো না, জীবনেও।'

'নিকুচি করি শালা...' আরও কিছু বলতে চেয়েছিল লোকটা কিন্তু বলতে পারল না।

বয়লারের ছাদে চড়েছে সোহানা, স্থির দাঁড়িয়ে থেকে নিশানা করেছে সময় নিয়ে, তারপর সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মেরেছে পাথরটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। লোকটার মাথার পিছনে, বাঁ দিকে সজোরে আঘাত করেছে ভারী পাথর।

মাত্র একটা মুহূর্ত। রানাকে দেখলে কেউ বলত ইলেকট্রিক শক খেয়েছে যেন। কিডন্যাপারের ডান হাতে ধরা ছিল রিভলভার, সেদিকে আচমকা লাফ দিয়েছে ও। শূন্যে থাকা অবস্থায় বের করে ফেলেছে বেল্টে আটকানো রড। একটা প্রান্ত চেপে ধরেছে ছুরির মতো করে। পনেরো কদমের তিন ভাগের দু'ভাগ পার হলো একলাফে। মাটিতে পড়েই গড়ান খেল, সরে গেল শত্রুর আরেকটু ডান দিকে। জানে এখনও ধাতস্থ হতে পারেনি লোকটা। শেষ হয়নি চোখে সর্ষে ফুল দেখা।

উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, এমন সময় ট্রিগারে টান দিল কিডন্যাপার। চোখের কোনা দিয়ে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখল রানা। বুলেটের আওয়াজে কানে তালা লাগার যোগাড়।

না দেখেই এবং সম্ভবত আতঙ্কিত হয়ে গুলি করেছে লোকটা। নিশানা করেছিল রানাকেই। কিন্তু রানা ততক্ষণে সরে গেছে। পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরের একটা বয়লারে গিয়ে লাগল বুলেট। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ হলো।

দেরি করার মানে হয় না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই রড দিয়ে লোকটার রিভলভার-ধরা হাতে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল রানা। কব্জির জয়েন্টে লেগেছে আঘাত। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। একদিকে কাত হয়ে গেছে আপনা থেকে। রিভলভার ধরা আঙুলগুলো অবশ হয়ে গেছে।

রডটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা। একইসঙ্গে প্রচণ্ড থাবায় কেড়ে নিল রিভলভার। ওটা পকেটে রেখেই বাঁ হাতের আঙুলগুলো সোজা করে খোঁচা দিল শত্রুর চোখে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা। সুযোগটা নিল রানা। ধাঁই করে ঘুসি মারল নাক বরাবর। এবার পিছন দিকে হেলে পড়ল লোকটা।

ওর আহত কব্জিটা চেপে ধরল রানা। এক ঝাঁকিতে হাতটা তুলে ঠেলে নিয়ে গেল পিছনে। একইসঙ্গে ডান পা সামনে বাড়িয়ে নিয়ে রেখেছে লোকটার ডান পায়ের পিছনে। ভারসাম্য হারিয়ে বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেল লোকটা। ওর আহত কব্জি মুচড়ে ধরে নীচের দিকে টান মারল রানা। সেইসঙ্গে পায়ে পা বাঁধিয়ে ল্যাং মেরেছে। কাদাপানিতে আছড়ে পড়ল লোকটা... মুখে যীশুর নাম।

বাকি কাজ সহজ। একটু সরে গেল রানা। লোকটার ডান কানটাকে ফুটবল মনে করে পেনাল্টি কিক্ মারল জুতোর ডগা দিয়ে। নিথর হয়ে গেল লোকটা। এতক্ষণে আরও কাছিয়ে এসেছে সাইরেনের আওয়াজ।

কাছে চলে এসেছে সোহানাও। এসেছিল রানাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, দরকার নেই বুঝতে পেরে এগিয়ে গেছে হোগানের দিকে। পকেটনাইফটা বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। লুফে নিল সোহানা। ফলা বের করে হোগানের বাঁধন কেটে দিল। ধরাধরি করে দাঁড় করাল ওকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা পড়ে আছে মাটিতে। জ্বলছে এখনও। দু'পা

এগিয়ে গিয়ে ওটা তুলে নিল রানা। আলো ফেলল কিডন্যাপারের চেহারায়।

মানুষটা রোগাটে। রঙ রোদে পুড়ে গাঢ়। চেহারা বৈশিষ্ট্যহীন। প্রথম দেখায় ঠিক ঠাহর করা যায় না কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী। চোখের নীচে কালো দাগ। নাকটা ভাঙা। একাধিকবার ভেঙেছে। তারমানে এককালে বক্সার ছিল সম্ভবত। হালকা একটা কাটাদাগও দেখা যাচ্ছে। ডান নাকের বাঁশির কাছ থেকে শুরু হয়েছে। শেষ হয়েছে ডান ভ্রূর কাছে গিয়ে।

ছুরির পোঁচ, ভাবল রানা। এ-রকম লোকদের ভালোমতো চেনে ও। এরা শক্তপাল্লা। এবং খুব নিষ্ঠুর। বেশিরভাগ সময়ই ভাড়া খাটে। কখনও কখনও কারও বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। এরা প্রফেশনাল। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারে।

এত মার খেয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, জ্ঞান হারায়নি লোকটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চোখ পিটপিট করছে। তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন পাকড়াও করেছিলে রে হোগানকে?'

জবাবে নিচু গলায় কিছু একটা বলল লোকটা। বুঝতে পারল না রানা। সম্ভবত রাশান, অনুমান করল ও। এ-ও অনুমান করল, গাল দিয়েছে লোকটা।

'কে তুমি?' জানে লাভ হবে না, জানে সময় নষ্ট হচ্ছে, তারপরও আবার জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন কিডন্যাপ করেছিলে আমার বন্ধুকে?'

জবাবে কিছু বলল লোকটা। এবার কোনও শব্দ না, পুরো একটা বাক্য। আগেরবারের মতোই মানে বুঝতে পারল না রানা। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, ওকে গাল দিচ্ছে লোকটা বাপ-মা

তুলে।

এতক্ষণ ঝুঁকে ছিল, এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। বুক ভরে দম নিল। তারপর হঠাৎ আবার কিক্ মারল লোকটার ডান কানে। এবার আগের চেয়ে অনেক জোরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, কিডন্যাপার লোকটার দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেছে।

'আমি আবার হাত-পা থাকতে মুখে বিশ্বাসী না, দোস্ত,' কিডন্যাপারকে বলল রানা। তারপর এগিয়ে গিয়ে ধরল হোগানকে। দৌড়ানোর ইঙ্গিত করল সোহানাকে। হোগানকে একহাতে জড়িয়ে ধরল, ওর একটা হাত তুলে নিল কাঁধে, তারপর চলতে শুরু করল যত দ্রুত সম্ভব।

বি.এম.ডব্লুর কাছে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সোহানা। প্যাসেঞ্জার সীটে রানা আর হোগান পাশাপাশি।

সাইরেন যেদিক থেকে আসছে তার উল্টোদিকে গাড়ি ছোটাল সোহানা।

রে হোগান এলিয়ে পড়েছে সীটের উপর। কথা বলার মতো অবস্থা নেই। আর রানার মনে চলছে চিন্তার ঝড়।

ছয়

সিলভার স্প্রিং-এ না, ভিক্সবার্গ হিলে ফিরে এসেছে ওরা। হোটেলে, নিজেদের রুমে হোগানকে নিয়ে এসেছে রানা-সোহানা। স্প্রিং হিল থেকে অন্তত কিছুদিন দূরে দূরে থাকা উচিত

হোগানের। ওর ওপর আবারও অ্যাটেম্পট নিতে পারে শত্রুপক্ষ।

বন্ধুর দিকে একগ্লাস ব্র্যাণ্ডি বাড়িয়ে ধরল রানা। 'নাও, এটা খেয়ে নাও।'

'কী?' অন্যমনস্ক থাকায় বুঝতে পারেনি হোগান।

'ব্র্যাণ্ডি,' বলল রানা। 'খাও। ভালো লাগবে।'

গ্লাসটা নিল হোগান। একচুমুক খেল। ঘরের ভিতরে ঠাণ্ডা তেমন নেই, তারপরও ইচ্ছাকৃতভাবে দাঁতে দাঁত বাড়ি দিচ্ছে হোগান। কেন, ও-ই ভালো বলতে পারবে। একটু পর আবার চুমুক দিল ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে।

ছোটবেলায় পড়া একটা কবিতা মনে পড়ে গেল রানার—সফদর ডাক্তার, মাথা ভরা টাক তার, খিদে পেলে পানি খায় চিবিয়ে...

ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেল ও। আগুনে কিছু লাকড়ি ফেলে দিয়ে ফিরে এল। সোফায় বসে পড়ল সোহানার পাশে। ওদের মুখোমুখি একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে হোগান। এখনও বোধহয় টেনশনে ভুগছে বেচারা। অকারণে দোল খাচ্ছে। মনের অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে কাজে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেমন লাগা উচিত?' খেঁকিয়ে উঠল হোগান, দোল খাওয়া থামিয়ে পিঠ সোজা করেছে। 'কিডন্যাপ করা হয়েছিল আমাকে। আমার উপর হাতের ঝাল মিটিয়েছে লোকটা। এখন তুমিই বলো কেমন লাগা উচিত আমার।'

জবাব দেয়ার আগে বন্ধুর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। সফদর ডাক্তারের মতোই মাথাভরা টাক। চেহারায় সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব আছে। নাকের উপর নেমে-আসা চশমা কেন যেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাসা ভাসা নীল দু'চোখে প্রাণের ছোঁয়া বলতে

গেলে নেই। ক্লিনশেভড্ চেহারার এখানে-সেখানে মারের দাগ। থুতনির কাছে একজায়গায় থেঁতলে গেছে। রিভলভারের বাঁট দিয়ে ওখানে বাড়ি মেরেছিল কিডন্যাপার লোকটা।

'সন্দেহ নেই, কিডন্যাপ করা হয়েছিল তোমাকে,' বলল রানা। 'সন্দেহ নেই, তোমার উপর হাতের ঝাল মিটিয়েছে লোকটা। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই, এখনও বেঁচে আছো তুমি।'

'কী বলতে চাও?' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল হোগান। 'আমাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল হারামজাদাটা?'

'কেন, তোমার কী মনে হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'কিছু একটা জানতে চাচ্ছিল সে তোমার কাছ থেকে। ওটা বলে দিলে তোমাকে পায়ে ধরে সালাম করত? দু'গালে দুটো চুমু খেয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসত বাড়িতে?'

নরম হলো হোগান। ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিল আরেকবার। বিড়বিড় করে বলল কী যেন।

'কী বললে?' জানতে চাইল রানা।

'আমার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ দিলাম তোমাদের দু'জনকে।'

'কিন্তু আপনার জীবন এখনও বাঁচাতে পেরেছি কি না জানি না,' মুখ খুলল সোহানা। 'যে-লোকটা হামলা করেছিল আপনার উপর সে প্রফেশনাল। ওর চ্যালাচামুণ্ডা থাকতে পারে। যা জানার জন্য আপনাকে পাকড়াও করেছিল লোকটা তা জানতে পারেনি। কাজেই আবারও হামলা হতে পারে আপনার ওপর। এবং দ্বিতীয়বার অনেক সতর্ক থাকবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল হোগান। 'হুঁ। তারপরও তোমাদের দু'জনকে ধন্যবাদ। তোমরা যদি সময়মতো না যেতে, আজই তা হলে...' কথা শেষ না করে একচুমুকে গ্লাসের ব্র্যাণ্ডিটুকু শেষ করল সে।

'হয়েছিল কী, বলবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি রাত জাগার অভ্যাসটা বদলানোর চেষ্টা করছি ইদানীং। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। কাকডাকা ভোরে বিছানা ছাড়ি। খেয়াল করে দেখেছি পড়াশোনাটা রাতের চেয়ে ভোরে করলে মনে থাকে ভালো...'

হাত তুলে হোগানকে থামিয়ে দিল রানা। 'গাল-গল্প বাদ দিয়ে আসল কথায় আসো।'

'ঠিক আছে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঠিক বলতে পারবো না ক'টার দিকে, শুনতে পাই কে যেন সমানে কিল মারছে দরজায়। ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। টলতে টলতে কোনওরকমে নীচে নেমে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?" জবাবে ভারী গলায় উত্তর এল, "আমি পিট হ্যামিল্টন। আপনার প্রতিবেশী। এই রাস্তার আরেক প্রান্তেই থাকি। নামে হয়তো চিনতে পারছেন না, কিন্তু চেহারা দেখলেই চিনবেন।" বললাম, "এত রাতে কী চান?" লোকটা বলল, "হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমার স্ত্রী। বিপদ যখন আসে সবদিক দিয়েই আসে—টেলিফোনটাও বিকল হয়ে গেছে। হাসপাতালে খবর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স আনাতে পারছি না। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন! শুধু একটা ফোন করতে চাই।"'

'পিট হ্যামিল্টন নামে আসলেই কেউ আছে আপনাদের ওখানে?' জানতে চাইল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল হোগান। 'আছে। আমার বাড়ি থেকে কয়েক ব্লক উত্তরে একটা ফার্মহাউসের মালিক।'

তারমানে, ভাবছে রানা, কিডন্যাপার লোকটা স্থানীয় কেউ না। হোগানের ব্যাপারে যথেষ্ট খোঁজখবর করেছে। হামলা করার আগে প্ল্যান করেছে। লোকটার চেহারায়, কাজে প্রফেশনালিযম। প্রশ্ন হচ্ছে, হোগানের মতো একটা মানুষের বিরুদ্ধে এ-রকম

একটা লোককে লেলিয়ে দিল কে? এবং কেন?

সোহানা বলল, 'ওর কথা শুনে কী করলেন আপনি? দরজা খুলে দিলেন?'

'দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ভিতরে ঢুকে গেল লোকটা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হাত-পা চালাল আমার গায়ে। যখন বুঝতে পারলাম কী হচ্ছে তখন আর কিছুই করার ছিল না আমার। অসহায়ের মতো শুয়ে আছি মেঝেতে, রিভলভার বের করে আমার কপালে ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটা। এরপর শুরু হলো জেরার পালা।'

'কী নিয়ে?'

'কী নিয়ে সেটা ভাবতে গিয়েই তো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমার। ভেবেছিলাম টাকা চাইবে, ঘরের কোথাও মূল্যবান কিছু আছে কি না জানতে চাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এ-সব ব্যাপারে কিছুই বলল না সে! কিছুদিন আগে একটা মদের বোতল, বলা ভালো বোতলটার ভাঙা একটা টুকরো পেয়েছি আমি। ওটা নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল বার বার।'

'কী প্রশ্ন?'

'কোথায় আছে বোতলটা। বলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাত বেঁধে ফেলল শয়তানটা। তারপর গিয়ে ঢুকল দোকানে। শুনতে পেলাম ধুমধাম আওয়াজ হচ্ছে। পানির-দামে-কেনা বোতলটা খুঁজতে নরক গুলজার করছিল হারামিটা। ঈশ্বর জানেন কী কী ভেঙে তছনছ করেছে সে!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হোগান।

'তারপর?'

'তারপর ওই ভাঙা টুকরোটা নিয়ে ফিরে এল আমার কাছে। আবারও জিজ্ঞেস করতে লাগল কোত্থেকে পেয়েছি ওটা।'

'কোত্থেকে পেয়েছ?'

'বিশ্বাস করো, রানা, আমার মনে নেই। তুচ্ছ একটা জিনিস। না আছে গায়ের দাম, না আছে অ্যান্টিক ভ্যালু। এ-রকম হাজারটা জিনিস এখান থেকে সেখান থেকে পেয়েছি আমি। এখনও পাই। এসব কি মনে রাখার মতো, বলো? তবে...' কথা শেষ না করে থেমে গেল হোগান। ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে কী যেন।

'তবে?'

'যতদূর মনে হয়...একবার মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের কাছাকাছি কোথাও মাছ ধরতে এসে...' মাথা নাড়ল হোগান। 'জায়গাটা সম্ভবত এই ভিক্সবার্গ হিলের দক্ষিণে হবে। আমি শিওর না।'

'আপনি মাছ ধরেন?'

সোহানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল হোগান। 'অবসরে। সারাদিন তো আর অ্যান্টিক নিয়ে পড়ে থাকা যায় না।' যা-ই হোক, অগভীর পানিতে ছিপ ফেলেছি, হুক পড়তে-না-পড়তেই টান লাগল। আমি তো তাজ্জব! এত জলদি মাছ ধরা পড়ল! না জানি মাছটা কতদিন না খেয়ে ছিল! দেরি না করে হুইল ঘুরাতে শুরু করলাম। পানি থেকে কী উঠে এল জানো?' ওর দু'চোখে কৌতুক।

'কী?'

'একপাটি বুট। পুরনো। চামড়া দিয়ে বানানো। যতদূর মনে পড়ে ভাঙা বোতলটা ওটার ভেতরেই ছিল।'

'বুটটা কি এখনও আছে তোমার কাছে?'

বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল হোগান। 'কী মনে করো আমাকে? গারবেজম্যান? কী করবো একপাটি নষ্ট বুট দিয়ে? ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

বন্ধুকে শান্ত করার জন্য হাত তুলল রানা। 'রাগ করো কেন? এমনি জিজ্ঞেস করেছি আর কী। তোমার গল্প শেষ করো। তোমার কাছে ফিরে এসেছে কিডন্যাপার। জিজ্ঞেস করছে

কোথেকে পেয়েছ বোতলটা। তারপর?'

'তারপর হঠাৎ করেই ফোন বেজে উঠল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি করেছিলাম।'

'কিডন্যাপার জানতে চাইল কারও আসার কথা আছে কি না। ভাবলাম, যা পাওয়ার তা তো পেয়েই গেছে, এখন যদি বলি কেউ আসবে তা হলে আমাকে ছেড়ে দেবে হয়তো। তাই বললাম, "হ্যাঁ, আমার কয়েকজন বন্ধু আসছে।" কিন্তু কথাটা শুনে আমাকে ছাড়ল না। টেনেহিঁচড়ে দাঁড় করাল। পিঠে রিভলভার ঠেকিয়ে বাধ্য করল সিডানে উঠতে। বাকিটা জানা আছে তোমাদের।'

'ভাঙা বোতলটা হয়তো কিডন্যাপারের কাছেই ছিল,' বলল সোহানা। 'ভুল করেছি আমরা। তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে গিয়ে খোঁজ করিনি।'

'না, ভুল করিনি,' বলল রানা। 'কারণ আমরা তখনও জানি না কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে হোগানকে। তা ছাড়া পুলিশও অনেক কাছে চলে এসেছে। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছি—আমি বলবো আমাদের কপাল ভালো।'

রকিং চেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিলের উপর ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা নামিয়ে রেখেছিল হোগান। ওটা তুলে নিল সে। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরেকটু হবে?'

উঠল রানা। হোগানের হাত থেকে গ্লাসটা নিল। ব্র্যাণ্ডিতে পূর্ণ করে নিয়ে এসে দিল ওকে। তারপর আবার বসে পড়ল সোহানার পাশে। হোগান তখন অল্প অল্প চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে।

'বোতলটার ব্যাপারে কিছু বলো, হোগান,' কিছুক্ষণের নীরবতার পর বলল রানা।

'মামুলি জিনিস। বলা ভালো ফালতু জিনিস। কোনও লেবেল নেই। কিচ্ছু লেখা নেই। তবে...অদ্ভুত একটা...কী বলবো...প্রতীক বলা কি ঠিক হবে? বরং ছবিই বলি। হ্যাঁ, অদ্ভুত

একটা ছবি আছে ওটার গায়ে।'

'ছবি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল রানা। 'কীসের ছবি?'

'মনে নেই। তবে ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে আমার ওয়েবসাইটে পোস্ট করে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কেউ হয়তো চিনতে পারবে প্রতীকটা। তখন যোগাযোগ করবে আমার সঙ্গে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

ও কী বলতে চায় বুঝে ফেলেছে সোহানা। কফি টেবিলে চার্জে দিয়ে রেখেছিল নিজের ল্যাপটপটা, উঠে গিয়ে ওটা নিয়ে এল। রানার পাশে বসে হাঁটুর উপর রাখল। লগ ইন করল হোগানের ওয়েবসাইটে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি।' ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে স্ক্রীনটা দেখাল হোগানকে। 'এটাই তো?'

অনেকখানি সামনে ঝুঁকে এল হোগান। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হ্যাঁ, এটাই। দেখো ভালোমতো, রানা। কিছু বোঝার উপায় আছে?'

ল্যাপটপটা সোহানার কাছ থেকে নিল রানা। হাঁটুর উপর রেখে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল স্ক্রীন। দেখার সুবিধার জন্য ছবিটা কপি-পেস্ট করে আলাদা একটা সফটওয়্যারে ওপেন করেছে সোহানা। যুম করেছে।

সবুজ রঙের একটা ভাঙা অবতল মদের বোতল। ঠিক মাঝখানে একটা ছবি। অথবা কোনও প্রতীক:

একটা মৌমাছি। দু'দিকে ডানা মেলে দিয়েছে পতঙ্গটা। উড়ছে সম্ভবত। দর্শকের দিকে ওটার পেট মাথার অ্যান্টেনা দুটো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দুটো পা দ্বিধাবিভক্ত দুই ডানায় বিচিত্র নকশা।

সময় নিয়ে ছবিটা দেখল রানা। তারপর বলল, 'আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে না।' তাকাল সোহানার দিকে। 'তোমার কী

মনে হয়?'

'আমিও...ঠিক বুঝতে পারছি না। মৌমাছির ছবিটা অনেক পুরনো। তা ছাড়া লম্বা একটা সময় ধরে পানির নীচে ছিল। ঝাপসা হয়ে গেছে সে-কারণে।' হোগানের দিকে তাকাল সোহানা। 'আপনার কী মনে হয়?'

'আগেও বলেছি। কিছুই মনে হয় না। এ-রকম ছবি আগে কখনও দেখিনি। কারও কাছ থেকে এ-রকম কোনকিছুর ব্যাপারে শুনিওনি কখনও।'

'তোমার ওয়েবসাইটে ছবিটা দেয়ার পর কেউ ফোন করেনি? ই-মেইল পাঠায়নি? কেউ কোনও কৌতূহল দেখায়নি?'

'না, না, না,' মাথা নাড়ল হোগান। 'রানা, আমি খুব ক্লান্ত। বাসায় যেতে চাই।'

'ভুল করছ, হোগান। কিছুক্ষণ আগে সোহানা কী বলেছে মনে নেই? ওরা তোমার আস্তানার খবর পেয়ে গেছে। জানে তুমি একা। হামলা করলে ঠেকাতে পারবে না। মনে রেখো, শুধু বোতলটা নেয়ার জন্য আসেনি ওরা। আরও কিছু চায় ওরা। এবং যতক্ষণ তা না পাচ্ছে ততক্ষণ তোমাকে খুঁজতেই থাকবে। নাগালে পেলেই পাকড়াও করবে। তারপর ওই বয়লার জাঙ্কইয়ার্ডের মতো গোপন কোনও জায়গায় নিয়ে যাবে। শুরু করবে অত্যাচার। সহ্য করতে পারবে না তুমি। বলে ফেলবে ওদের প্রয়োজনীয় কথাটা। ব্যস, মাত্র একটা বুলেট খরচ করে শেষ করে দেবে সব।'

'তারমানে আমার জীবনের ঝুঁকি আছে?' শুনে মনে হলো ফোঁপাচ্ছে হোগান।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কারও কাছে, আমার অনুমান, গোপন কোনও সংগঠনের কাছে সবুজ মদের-বোতলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে হঠাৎ করে। ওটার ছবি ওয়েবসাইটে পোস্ট করে

মারাত্মক ভুল করেছ, হোগান। এই ভুলের মাশুল জীবন দিয়ে না দিতে হয় তোমাকে!'

'তা হলে কী করবো এখন?' জানতে চাইল হোগান। 'পুলিশের কাছে যাবো? একটু আগের ঘটনাটা বলবো?'

'তাতে লাভ হবে কোনও? প্রমাণ করতে পারবে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তোমাকে? কিডন্যাপিং-এর মোটিভ জানতে চাওয়া হলে কী বলবে? সামান্য এক ভাঙা বোতল? তোমার কথার গুরুত্ব দেবে না পুলিশ। সবদিক চিন্তা করে একটা পরামর্শ দিই তোমাকে। যদি নিজের ভালো চাও আমার কথা শোন।'

'কী?'

'এখান থেকে প্রায় তিন শ' মাইল পুবে চিযাপীক উপসাগরে গিবসন নামে ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে। জানো?'

'চিযাপীক উপসাগরের নাম শুনেছি। কিন্তু গিবসন আইল্যাণ্ডের ব্যাপারে...'

'শোননি কখনও, তা-ই তো? আমেরিকায় চমৎকার কিছু জায়গা আছে যেগুলোর নাম অনেকেই জানে না। গিবসন আইল্যাণ্ড সে-রকম একটা জায়গা। তুমি রাজি থাকলে আমার এক পরিচিত লোককে ফোন করতে পারি। কাল সকালেই এখানে হাজির হয়ে যাবে সে। তোমাকে নিয়ে যাবে ওই দ্বীপে। যতদিন পরিস্থিতি শান্ত না হয়, ততদিন ওখানে থাকতে পারবে তুমি, বিনা খরচায়। রাজি?'

'কিন্তু...'

'আমার এই প্রস্তাবে রাজি থাকলে একটা শর্ত পালন করতে হবে তোমাকে,' হোগানকে কথা শেষ করতে দিল না রানা।

'কী?'

'আমার ওই পরিচিত লোককে, কিংবা গিবসন আইল্যাণ্ডে যা দেখবে সে-ব্যাপারে কাউকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবে না। যা

বলার বললাম, এবার সিদ্ধান্ত নাও।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ ভাবল হোগান। তারপর বলল, 'আমি রাজি, রানা। কিন্তু আজ রাতটা কাটাবো কোথায়?'

মুচকি হাসল রানা। 'এই হোটেলে এখনও কিছু রুম খালি আছে। ম্যানেজারকে বলে এক রাতের জন্যে ভাড়া নিয়ে দিচ্ছি একটা।'

হোগানকে ওর রুমে দিয়ে এসে নিজেদের কামরায় ঢুকল রানা-সোহানা।

চুলের ব্যাণ্ড খুলতে খুলতে সোহানা বলল, 'আমরা এখন কোন্ কাজটা করবো, রানা? ইভলিন রোযের গুপ্তধন, মিনি সাব, নাকি রে হোগানের রহস্যময় মদের-বোতল?'

ভুবনভোলানো হাসি হেসে দু'পা আগে বাড়ল রানা। জড়িয়ে ধরল সোহানাকে। সুর করে বলল, 'এই গভীর রাতে তুমি-আমি যখন "ইক কাম্‌রে মে বান্দ্ হুঁ, অওর চাবি খো যায়ে!" তখন বলো দেখি, সাবমেরিন, রোয বা ভাঙা বোতল কী? এখন শুধু তুমি, আর শুধু আমি।'

হাসল সোহানাও।

ভিক্সবার্গ স্প্রিং থেকে চল্লিশ মাইল দূরে বয়লার জাঙ্কইয়ার্ড।

প্যাঁ-পোঁ শব্দ হচ্ছে। এসে গেছে পুলিশের গাড়ি। দাঁড়িয়ে আছে সিডানের পাশে। লাল-নীল-সাদা আলোর ঝলকানি বয়লারগুলোর ফাঁকফোকরে। কানের পাশে রানার প্রচণ্ড লাথি খেয়ে বেহুঁশ নিয়াযভ। ওই অবস্থায়, সম্ভবত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গুণে, সে টের পেল বিপদ ঘনাচ্ছে। উর্দি-পরা যে মানুষগুলো ছুঁলে ছত্রিশ ঘা হয় তারা এখন কাছেপিঠে।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল নিয়াযভ। বাঁ চোখের কাছে কী যেন চটচট করছে। সম্ভবত রক্ত। কিছু একটা সজোরে আঘাত

করেছিল কপালের বাঁ দিকে। পাথর-টাথর হবে। নিয়াযভ টের পেয়েছিল জায়গাটা কেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ওই লম্বা সুঠামদেহী লোকটার মার খেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়ার পর ভিজে গিয়েছিল বাঁ চোখের কোনা।

মারতে জানে লোকটা। নড়াচড়া দেখলেই বোঝা যায় প্রফেশনাল। প্রজাপতির মতো মুভ করে। সাপের মতো ছোবল দেয়। এবং জানে প্রতিপক্ষের শরীরের কোথায় কত জোরে আঘাত করলে কাজ হবে।

ওর ডান কব্জি অকেজো করে দিয়েছে লোকটা। ডান কানে এত জোরে লাথি মেরেছে যে, ভোঁতা হয়ে গেছে শ্রুতিশক্তি। আপাতত নষ্ট হয়ে গেছে স্বাভাবিক রিফ্লেক্স-অ্যাকশন।

নিয়াযভের মস্তিষ্ক বলছে পালাও। শরীর বলছে পারছি না। সে জানে পুলিশের হাতে পড়ার মানে কী। সে জানে, রাশান ইন্টেলিজেন্সে থাকতে শিখেছে, পুলিশের হাত থেকে কীভাবে বাঁচতে হয়।

হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল রিভলভারটা। কাছেপিঠেই কোথাও পড়েছে আর কী। শুয়ে থেকেই ভালো হাতটা দিয়ে আশপাশের মাটি হাতড়াল নিয়াযভ। কিন্তু পেল না। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি পেয়ে বসল ওকে। যে লোক ঘুমানোর সময়ও রিভলভার আঁকড়ে থাকে তার অস্ত্রটা হারিয়ে গেলে অস্বস্তি লাগা স্বাভাবিক। উঠে বসে ভালোমতো খুঁজবে কি না ভাবল নিয়াযভ। না, ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না। অনেক কাছে এসে গেছে পুলিশের সাইরেন।

গড়াতে শুরু করল সে। কাদাপানির তোয়াক্কা করছে না। কোথায় যাচ্ছে জানে না। শুধু জানে পুলিশের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে হবে, যত বেশি সম্ভব। আপাতত লুকাতে হবে কোনও ঝোপের আড়ালে।

বৃষ্টির বেগ বেড়েছে। দূরে কোথাও বাজ পড়ল। ভালো

হয়েছে। এই খারাপ আবহাওয়ায় ওকে খোঁজার উৎসাহ পাবে না পুলিশের লোকেরা। নিয়াযভের পরনে কালো জ্যাকেট, কালো জিন্স। বড় কোনও ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে পারলে এ-যাত্রা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গড়াতে গড়াতে কতগুলো ঝোপের কাছে এসে পড়ল নিয়াযভ। টের পাচ্ছে পোশাক আর চেহারা মাখামাখি হয়ে গেছে কাদায়। হোক, অসুবিধা নেই। যার-পর-নাই কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল সে। ঝোপ পার হয়ে এসে শুয়ে পড়ল আবার। হাঁপাচ্ছে।

এখন যেখানে আছে সে সেখানে মাথার উপর নিচু হয়ে ঝুলে আছে একটা গাছের ডাল। শুধু সামনেই না, চারপাশেই বড় বড় কিছু ঝোপ। বাতাসে ভেজামাটির গন্ধ। আবারও বাজ পড়ল দূরে।

ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখছে নিয়াযভ কী করে পুলিশের লোকেরা।

কাউন্টি-শেরিফ অফিসের ডেপুটি হাজির হয়েছে। এখানে-সেখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে লোকটা। একটা টো-ট্রাক এসেছে। ওটার ড্রাইভারের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছে। কেবলের সঙ্গে হুক দিয়ে আটকানো হয়েছে সিডানটাকে। পরিত্যক্ত গাড়ি হিসেবে ওটা টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হবে শেরিফের অফিসে। খুঁজে পেলে নিয়ে যাওয়া হবে নিয়াযভকেও।

বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর নিশ্চিত হলো নিয়াযভ, মাত্র দু'জন লোক এসেছে।

শরীর ঠিক থাকলে এমনকী খালিহাতেও দু'জনকে সামালানো কোনও ব্যাপার ছিল না। ড্রাইভার তো দুধভাত। ডেপুটিটাকেই প্রতিপক্ষ ধরা যায়। তবে এটাকেও কাবু করা যেত। বাধা দিলে বাধ্য হয়ে খুনও হয়তো করতে হতো। সেক্ষেত্রে আরও বড় ঝামেলা হতো। একজন অফিসার খুন হওয়া মানে তোলপাড়

কাণ্ড। রীতিমতো ম্যানহান্ট শুরু করে দিত পুলিশ। রোডব্লক, জায়গায় জায়গায় গাড়ি থামিয়ে সার্চ করা। এবং সম্ভবত এফ.বি.আই.। সামান্য এক অ্যান্টিক-ডিলারের কাছ থেকে একটা তথ্য জানতে এসে এত কিছু ঘটানো মানে মশা মারতে কামান দাগা।

ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না নিয়াযভ। কিন্তু ওর নিয়োগকর্তা সিদোরভের কথা মনে পড়লে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ওই লোক খুব হিসেবী। সবসময় চায় সাপ মরুক কিন্তু লাঠি যাতে না ভাঙে।

যেখানে আছে আপাতত সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিল নিয়াযভ। কিছুক্ষণ এদিক-সেদিকে খুঁজবে ডেপুটি আর ড্রাইভার। কাউকেই পাবে না। আগামীকাল সকালে আবার আসা যাবে ভেবে চলে যাবে ওরা। তখন বের হবে নিয়াযভ। নিজের আস্তানার পথ ধরবে।

সিডানটা চলে যাচ্ছে পুলিশের কব্জায়। যাক, সমস্যা নেই। প্রথম কথা ওটা ভাড়া করা। দ্বিতীয় কথা, গ্লাভ-কম্পার্টমেন্টে রাখা ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ভুয়া। একটা চুরি-করা ক্রেডিট কার্ডও আছে। সূত্র ধরে ওটার আসল মালিকের কাছে গেলেও নিয়াযভের সন্ধান পাবে না কাউন্টি-পুলিশ। শুধু চিন্তা হচ্ছে রিভলভারটা নিয়ে। ওটা গেল কই?

অসময়ের বৃষ্টিতে কাদার রাজ্যে পরিণত হয়েছে হতচ্ছাড়া জাঙ্কইয়ার্ডটা। ধ্বস্তাধ্বস্তির কোনও চিহ্ন ডেপুটির চোখে না পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। হয়তো চোখে পড়বে না আগ্নেয়াস্ত্রটাও। তারমানে পরিত্যক্ত একটা গাড়ি ছাড়া আর কিছু পাচ্ছে না পুলিশ। নিয়াযভের অনুমান লম্বা লোকটা সিডানের অনস্টার সুবিধা নিয়েছে। সে-জন্যেই এত তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে পুলিশ। আসুক, অসুবিধা কী? খোঁজখবর করলে কী জানতে পারবে ওরা? কিছুই না। শেষপর্যন্ত ধরে নেবে কৌতূহলী কোনও টিনএজার

জাঙ্কইয়ার্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিডানটা দেখে এগিয়ে এসেছিল।

কে ওই লোক? ভাবছে নিয়াযভ। ওর সঙ্গে কমপক্ষে আরও একজন ছিল। লোকটা যখন মারছিল ওকে তখন একটা ছায়ামূর্তিকে দেখেছে সে ওদের দিকে ছুটে আসতে। সম্ভবত কোনও মেয়ে।

একজন প্রফেশনাল আরেকজন প্রফেশনালকে দেখলেই চিনতে পারে। নিয়াযভের দৃঢ় বিশ্বাস ওই লোক আর ওর বান্ধবী একসঙ্গে কাজ করে। জানতে হবে কোথায় আছে ওরা, কী করছে।

লম্বা লোকটা জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন পাকড়াও করেছিলে রে হোগানকে?' জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন কিডন্যাপ করেছিলে আমার বন্ধুকে?'

তারমানে ওরা দু'জন রে হোগানের বন্ধু?

কিন্তু ওই হাঁদারামটাকে কিডন্যাপ করে জাঙ্কইয়ার্ডে নিয়ে আসা হয়েছে জানল কীভাবে?

যেভাবেই জানুক, প্রশ্ন দুটো জিজ্ঞেস করে ভুল করেছে সুঠামদেহী। ফাঁস করে দিয়েছে রে হোগানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওর। এবং সম্ভবত ওই মেয়েটারও। ভালো হয়েছে। এই সূত্রটা নিয়াযভের কাজে লাগতে পারে।

রে হোগান কী করতে পারে এখন? লোকটা জানে ওর নাড়িনক্ষত্র জেনে গেছে শত্রুপক্ষ। জানে ওকে চোখে চোখে রাখা হতে পারে। কাজেই আপাতত গা ঢাকা দেবে সে। ওর জায়গায় নিয়াযভ থাকলে তা-ই করত।

আর সুঠামদেহী এবং ওই মেয়েটা কী করবে? কেন কিডন্যাপ করা হয়েছিল হোগানকে জানতে চাইবে। হয়তো উত্তরটা ইতোমধ্যে জেনেও গেছে ওরা। জেনে গেছে, একটা মদের-

বোতলই সবকিছুর জন্য দায়ী।

হয়তো এটাও জেনে গেছে, ওই বোতল কোত্থেকে পেয়েছিল হোগান।

জ্ঞান হারানোর আগে সুঠামদেহীর মুখ থেকে শেষ যে-কথাটা শুনেছিল নিয়াযভ তা স্মরণ করল। মুচকি হাসল সে।

তারমানে হোগানের পিছনে আর না লাগলেও চলবে। সুঠামদেহী আর ওই মেয়েটাকে পাকড়াও করতে পারলে একঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। কথাও আদায় করা যাবে, আবার হাতের ঝালও মিটিয়ে নেয়া যাবে।

'ঠিকই বলেছ তুমি, কমরেড,' কল্পনায় সুঠামদেহীকে বলল নিয়াযভ, 'আমিও হাত-পা থাকতে মুখে বিশ্বাসী না।'

সাত

'তোমার কী মনে হয়, রানা?' আউটবোর্ড মোটরের স্টার্টার কর্ড ধরে টান দিল সোহানা। 'হোগানকে যে পাঠিয়ে দিলে গিবসন আইল্যাণ্ডে, থাকবে সে সেখানে?'

বোটে উঠে পড়ল রানা। হাতের লগি দিয়ে ঠেলা দিল তীরের মাটিতে। বলল, 'আমার মনে হয় পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছি ওকে। তবে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না ওর ব্যাপারে। অ্যান্টিকের দোকানটা ওর ধ্যানজ্ঞান। ওই দোকানের জন্য যদি জীবনের মায়া তুচ্ছ করে ও, আশ্চর্য হবো না।'

আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে বেশিক্ষণ হয়নি। সূর্য ওঠেনি

এখনও। মেরিল্যাণ্ড নদীর বাতাস ঠাণ্ডা।

ইঞ্জিনটাকে কিছুক্ষণ গর্জন করার সুযোগ দিল সোহানা। তারপর এগোতে শুরু করল। স্রোতের অনুকূলে নদীমুখের দিকে যাচ্ছে।

'দিনের আলোয় সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগে, না?' বলল ও।

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

সারারাত ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছে। থেমেছে ভোরের কিছু আগে। আলো যত বাড়ছে আকাশ তত পরিষ্কার হচ্ছে। ছেঁড়া তুলার মতো খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো সরে গিয়ে নীল একটা আভা ফুটে উঠছে। পানির উপরে যেন নুয়ে পড়ে ভাসছে পাতলা কুয়াশা। তীরের সারি সারি গাছে এবং দূরের সোয়াম্পের ভেসে-থাকা কাণ্ডে পাখির ঝাঁক। দিনের শুরুটা প্রাণবন্ত করে তুলেছে ওগুলো। মাঝেমধ্যে টুপ করে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পানিতে। মোটরবোটের উপস্থিতি টের পেয়ে সরে পড়ছে বড় কোনও মাছ, কখনও আবার অসতর্ক কোনও জলপোকাকে গিলে নিচ্ছে কৌশলে।

'কিডন্যাপার লোকটার ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার মনে হয় লোকটা মামুলি কোনও কিডন্যাপার না। হোগানকে কিডন্যাপ করার উদ্দেশ্যও ছিল না ওর। সে এসেছিল একটা ইনফর্মেশন জানতে। অবস্থা সুবিধার না বুঝে হোগানকে তুলে নিয়ে যায়।'

'আচ্ছা রানা, সামান্য একটা মদের-বোতলে এমন কী আছে যার কারণে কিডন্যাপ্‌ড হতে হলো হোগানকে? উড়ন্ত মৌমাছির ছবিটা ওয়েবসাইটে আপলোড করামাত্র গন্ধ শুঁকে হাজির হয়ে গেল একজন প্রফেশনাল!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না। জানতে হবে। খোঁজখবর করতে হবে।'

আর কথা হলো না। মোটরবোটটা এগিয়ে চলল।

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে চুপ করে আছে সিদোরভ। একটু আগে যে-খবরটা ওকে দিয়েছে নিয়াযভ তা হজম করতে সময় লাগছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'বারো বছর, তা-ই না?'

হাজার মাইল দূরে থাকা নিয়াযভ তখন ঘামছে, যদিও আবহাওয়া গরম না। সিদোরভের প্রশ্নটা বুঝতে পারল না সে। বলল, 'কীসের বারো বছর, স্যর?'

'বারো বছর ধরে আমার হয়ে কাজ করছ তুমি, ঠিক না?'

'জী, স্যর।'

'এই প্রথম ভুল করলে।'

নিয়াযভের গলা শুকিয়ে কাঠ। ঢোক গেলার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। টের পেল হাতের তালু ঘামছে। সিদোরভের মন্তব্যের জবাবে কিছু বলল না। বলতে পারল না।

'ভুল করলে তার মাশুল দিতে হয়, জানো তো?'

'আমি...আমি...' তোতলাচ্ছে নিয়াযভ, 'খবর দিয়ে নিয়ে এসেছি আমার সেরা তিনজন লোককে। আমরা...আমরা...ওই লম্বা লোক আর ওর বান্ধবীকে পাকড়াও করতে বেশি সময় লাগবে না আমাদের।'

'নাম কী ওদের?'

'একজন বরিসভ। আরেকজন...'

'গাধা! তোমার লোকদের নাম জানতে চাইনি। যে-দু'জনের হাতে মার খেয়েছ তাদের নাম কী?'

'দু'জনের হাতে মার খাইনি, স্যর। একজনের হাতে খেয়েছি। তবে...তবে...' পাথরের কথাটা বলতে গিয়েও বলল না নিয়াযভ।

'লোকটার নাম মাসুদ রানা। আর মেয়েটা সোহানা মাসুদ। স্বামী-স্ত্রী।'

'তবে কী? কী বলতে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে নিলে?'

'কিছু না, স্যর, কিচ্ছু না। মাসুদ রানার নাম মনে করতে পারছিলাম না তো, তাই...'

গত রাতে ডেপুটি আর টো-ট্রাকের ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর ঝোপের আড়াল থেকে বের হয় নিয়াযভ। ওর মাথা তখনও ভারী হয়ে আছে। অবশ্য কীভাবে কী করবে তা ভেবে নিয়েছে।

রিভলভারটা খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করছিল সে ভিতর থেকে। কিন্তু কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দেয় সে। শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। তা ছাড়া এই অন্ধকারের ভিতরে কোথায় খুঁজবে? এমনও হতে পারে, লাথি মেরে ওটাকে কোনও ঝোপের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে লম্বা লোকটা।

থাক তা হলে, সিদ্ধান্ত নেয় নিয়াযভ, আরেকটা যোগাড় করে নেয়া যাবে।

রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটতে শুরু করে সে সিলভার স্প্রিং-এর দিকে। একটু ভালো বোধ করলে কখনও দু'-দশ পা দৌড়ায়। এভাবে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়ে যায় এক ফার্মহাউসে। চোরের মতো নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে। দেখে বার্নের পিছনে পার্ক করা আছে পুরনো একটা শেভি ট্রাক। ইগনিশন কী আছে জায়গামতো।

ডান কব্জি প্রায় অবশ। লম্বা লোকটা আরেকটু জোরে মারলে ভেঙেই যেত। নিয়াযভের জায়গায় অন্য কেউ হলে ডাক্তার বা হাসপাতাল ছাড়া আর কিছুর কথা ভাবত না। কিন্তু ওসবের কাছ দিয়েও যেতে চায় না নিয়াযভ। চুরি-করা ট্রাকটা ঠিকমতোই চালিয়ে হাজির হয় সে হোগানের বাড়িতে।

গ্যারেজের পিছনে নিয়ে গিয়ে ট্রাকটা থামায় নিয়াযভ। বাড়ির

সদর-দরজাটা তখনও খুলে আছে হাঁ হয়ে। ভিতরে ঢুকে পড়ে সে। খুঁজতে শুরু করে। না, কোনও অ্যান্টিক না। কোনও মদের-বোতলও না। বরং টেলিফোন ডিরেক্টরি। কিংবা নোটবুক, ডায়রি।

যা খুঁজছিল তা পেয়ে যায় নিয়াযভ দশ মিনিটের মধ্যে, ডেস্কটপ কার্ড ইনডেক্সে।

অল্প কয়েকটা নাম। কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখেই নিয়াযভ বুঝে ফেলে ওগুলোর বেশিরভাগই হোগানের নিয়মিত খদ্দের। কার কী রকম অ্যান্টিক পছন্দ তা-ও লিখে রেখেছে হোগান ছোট করে। ব্যতিক্রম শুধু ওর বন্ধুরা। নামগুলো দেখতে দেখতে কেমন যেন খটকা লাগে নিয়াযভের। একটা নামে দৃষ্টি আটকে যায়।

হোগানের ব্যক্তিগত কিছু ডায়রি নিয়ে বসে নিয়াযভ তখন। এগুলোতে হাবিজাবি অনেক কিছু লিখে রেখেছে পাগলাটে লোকটা। একটা ডায়রির হলদেটে পাতায় অপটু হাতে স্কেচ করা হয়েছে জনৈক পুরুষের অস্পষ্ট চেহারা। নীচে লেখা: মাসুদ রানা।

সঙ্গের পাতাটা খালি। পরের পাতায় লিখেছে হোগান:

রানাকে ঠিক বুঝতে পারিনি কখনোই। অদ্ভুত একটা মানুষ। রহস্যময় গতিবিধি। কখনও একা থাকে। কখনও আবার ওর সঙ্গে জুটে যায় মেয়েরা, আলোপ্রেমী পতঙ্গের মতো।

অ্যান্টিকের উপর সহজাত আকর্ষণ আছে রানার। আমার মতোই অ্যান্টিক ভালোবাসে ও। খুঁজে বের করতে পছন্দ করে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, জমায় না। অথবা বেচে দিয়ে টাকা কামায় না। যাদেরকে কাছের মানুষ মনে করে তাদেরকে দিয়ে দেয়। এভাবে আমাকে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়েছে ও। ভেবে পাই না কোত্থেকে যোগাড় করল এসব!

আমাদের মধ্যে বয়সের এত ফারাক, তারপরও আমরা বন্ধু। আমি জানি, জানি মানে টের পাই, অ্যান্টিক শিকারীদের দলে ফেলা যায় না ওকে। ও অন্যকিছু করে। সেটা কী আমি জানি না।

বেশ কয়েকবার ভেবেছি জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু সময়-সুযোগ হয়নি। ধূমকেতুর মতো দেখা দিয়েই উধাও হয়ে যায় মানুষটা।

ওর যে-বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে অবাক করে তা হলো, আমি যখনই বড় কোনও বিপদে পড়ি তখনই কোত্থেকে যেন ত্রাণকর্তার মতো হাজির হয়ে যায় ও...

এটুকু পড়ার পর ডায়রিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিয়াযভ। পরাজয়ের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বের হয় হোগানের বাড়ি ছেড়ে। ট্রাক নিয়ে হাজির হয়ে যায় নিজের ভাড়া-করা দুই কামরার বাড়িতে। সাফসুতরো হয়। ক্ষতের পরিচর্যা করে। ফুলে উঠেছে ডান কব্জির কাছটা, কলের ঠাণ্ডা পানির নীচে ধরে রাখে অনেকক্ষণ। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবে কী করে উচিত সাজা দেবে রানাকে। ঘরে ফিরে এসে বাসি রুটি আর বোতলের জুস দিয়ে ক্ষুধা মেটায়।

সঙ্গে অল্প কিছু জিনিস, গুছিয়ে নিতে সময় লাগে না তাই। কাউকে কিছু না জানিয়ে কেটে পড়তেও সমস্যা হয় না।

এরপর ট্রাক চালিয়ে হাজির হয় সে ভিক্সবার্গ হিলে।

ওর মাথায় তখন খেলা করছে একটা অনুমান। হোগানকে পাকড়াও করার পর যখন জেরা করছিল তখন বেজে উঠেছিল টেলিফোন। সম্ভবত রানা। সিডান নিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছে হোগানের ড্রাইভওয়ে থেকে তখন একটা গাড়িকে দেখেছে আসতে। সম্ভবত ওই মাসুদ রানা।

যদি রানা সিলভার স্প্রিং-এ থাকত তা হলে এত রাতে টেলিফোন করে গাড়ি নিয়ে হোগানের সঙ্গে দেখা করতে যেত না। সেক্ষেত্রে একসঙ্গে ডিনার করত ওরা। হয়তো হোগানের বাড়িতে, কিংবা সিলভার স্প্রিং-এর কোনও রেস্টুরেন্টে।

ডায়রি পড়ে বুঝেছে নিয়াযভ, রানা যে-কাজই করুক না কেন, ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। পরিযায়ী পাখির ঠিকানা যেমন

জলাভূমি, কাজের প্রয়োজনে ছুটে-চলা লোকদের ঠিকানাও তেমনি হোটেল-মোটেল।

ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স আর ক্রেডিট কার্ডের বদৌলতে ভিক্সবার্গ হিলের একটা নিম্নমানের মোটেলে রুম ভাড়া নেয় নিয়াযভ। খবর দেয় নিজের লোকদেরকে। ওরা এসে পৌঁছানোর আগেই, সিদ্ধান্ত নেয়, জরুরি একটা কাজ সারতে হবে।

ঢুঁ মারে সে শহরের কয়েকটা হোটেলে। রিসিপশনে গিয়ে একটাই কথা, 'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই দু'-চারদিন হলো এখানে উঠেছে সে। নাম মাসুদ রানা। সঙ্গে ওর বান্ধবীও আছে।'

'মিস্টার রানা?' তৃতীয় হোটেলের সুন্দরী রিসিপশনিস্ট জিজ্ঞেস করে মিষ্টি গলায়, নিয়াযভ তখন "খালিহাতে" ফিরেছে আগের হোটেল দুটো থেকে, 'ইস্‌স্! আরেকটু আগে এলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন, স্যর। আর বান্ধবী বলছেন কেন?' ডেস্কে-রাখা ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে চোখ রাখে মেয়েটা, কী-বোর্ডে আঙুল চালায় কিছুক্ষণ। 'ভদ্রমহিলা তো ওনার স্ত্রী—সোহানা মাসুদ।'

'ও, আচ্ছা আচ্ছা,' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসার ভান করে নিয়াযভ, মনে মনে যাচ্ছেতাই গালি দেয় সামনে-বসা সুন্দরীকে, 'ওরা বিয়ে করেছে নাকি? দেখলেন তো, আমার বন্ধুটা কেমন কঞ্জুস? এতদিন যার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করল তাঁকে বিয়ে করে ফেলল হুট করে অথচ কোনও খবর দিল না আমাদেরকে। এ-শহরে বেড়াতে এসেছে অথচ একটাবারও জানাল না পাছে পকেট থেকে কিছু মালপানি খসে যায়। ফিরুক সে, দেখাবো মজা। ...কখন বের হয়েছে ওরা? গেছে কোথায়?'

'এই তো...' ঘাড় ঘুরিয়ে দেয়ালে-ঝোলানো ঘড়িটা দেখে নেয় রিসিপশনিস্ট। 'আধ ঘণ্টা। বেশি হলে চল্লিশ মিনিট।

কোথায় গেছে ঠিক বলতে পারবো না, স্যর। তবে আমার অনুমান জলাভূমির ওদিকে কোথাও। গত দু'দিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ছেন ওঁরা। গায়ে আর কাপড়ে কাদার দাগ নিয়ে ফিরছেন রাত করে।'

'আজ ফিরবে কখন?'

'বলে যাননি।'

'উঠেছে কত নম্বর রুমে?'

'নয়। আপনার নামটা বলবেন, স্যর? ওঁরা ফিরলে জানিয়ে দেবো।'

'না, দরকার নেই। ফিরুক কপোত-কপোতী। হাতেনাতে ধরতে চাই। একটা অনুরোধ করি, আমার ব্যাপারে কিছু বলবেন না ওদেরকে, প্লিয।'

মাথা ঝাঁকায় রিসিপশনিস্ট। 'স্যর, কোনও বন্ধুকেই জানাননি মিস্টার মাসুদ রানা—কথাটা বোধহয় ঠিক না। কাল রাতে ওঁর এক বন্ধু কিন্তু পাশের রুমে, মানে দশ নম্বর রুমে ছিলেন।'

চোখ পিটপিট করে নিয়াযভ। 'বন্ধু? কে?'

আবারও ল্যাপটপের স্ক্রীনের দিকে তাকায় রিসিপশনিস্ট। 'মিস্টার রে হোগান।'

ধাক্কা লাগে নিয়াযভের বুকের ভিতরে। ঠোঁটের কোনে মেকি হাসি আনে সে। 'রে হোগান? চশমা-পরা টাকওয়ালা বুড়ো লোকটা? নীল চোখ? ক্লিন শেভ্ড?'

উজ্জ্বল হয় রিসিপশনিস্টের চেহারা। 'আপনি চেনেন?'

'চিনবো না কেন? হোগান তো আমারও বন্ধু। এখন কোথায় আছে সে? রুমে?'

'না। ভোরে একজন লোক এসেছিল। মিস্টার হোগানকে নিয়ে চলে গেছে।'

'কোথায়?'

'বলতে পারবো না, স্যর।'

তাড়া আছে এমন ভঙ্গিতে হাতঘড়ি দেখে নিয়াযভ। 'আচ্ছা, আসি তা হলে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আবারও বলছি, আমার ব্যাপারে প্লিয কিছু জানাবেন না রানা-সোহানাকে। ওদেরকে সারপ্রাইয দিতে চাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসে রিসিপশনিস্ট।

মোটেলের পথ ধরে নিয়াযভ। কাছাকাছি পৌঁছে রাস্তার পাশের এক ফোনবুথ থেকে যোগাযোগ করে সিদোরভের সঙ্গে। গতরাতের ব্যাপারে জানায়। বলা বাহুল্য, যে-কথাগুলো বললে নিজের ব্যর্থতা বেশি করে প্রকাশ পাবে তা চেপে যায় এবং যে-কথাগুলো বললে কেন সে ব্যর্থ হয়েছে তা রঙ মাখিয়ে বলে।

'ওদের নাম জানলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সিদোরভ।

আবারও রঙ মাখিয়ে প্রশ্নটার জবাব দিল নিয়াযভ।

'মাসুদ রানা...সোহানা মাসুদ...এ-রকম নাম কেন? কোন্ দেশের মানুষ এরা?'

'ঠিক জানি না, স্যর। দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশ হতে পারে।'

'এদেরকে নিছক ট্রেজার হান্টার বলে মনে হচ্ছে না আমার। আরেকটা কথা। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির হতে পেরেছে ওরা—এটা কাকতালীয় হতে পারে না। আমার মনে হয় রে হোগান আগেই সব জানিয়েছে রানা-সোহানাকে। সে-ই খবর দিয়ে নিয়ে গেছে ওদেরকে।'

'হতে পারে, স্যর। আবার না-ও হতে পারে। রাশান ইন্টেলিজেন্সে অনেকদিন কাজ করেছি আমি। আপনার কাছে আছি বারো বছর। বিভিন্ন সময়ে অনেক লোককে জেরা করতে হয়েছে। কে সত্যি বলছে আর কে মিথ্যা বলছে, ধরতে পারি আমি। ওই বোতলের ব্যাপারে রানা-সোহানাকে যদি কিছু বলেও

থাকে হোগান, বেশি কিছু বলতে পেরেছে বলে মনে হয় না। কারণ আমার ধারণা আসলেই বেশি কিছু জানে না সে ওই ব্যাপারে।'

'হুঁ। তোমার জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম জানো?'

'কী, স্যর?'

'ধরে নিতাম মিথ্যা বলেছে হোগান। ধরে নিতাম এ-রকম, কিছু করে রানা-সোহানা, যে-কাজে আনআর্মড কমব্যাটের প্রয়োজন হয়। এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতাম।'

'আমিও করবো, স্যর।'

'যেমন?'

'হোটেলের রিসিপশনিস্টের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি প্রতিদিনই নাকি জলাভূমির দিকে যাচ্ছে রানা-সোহানা। কাজের সুবিধার জন্য একটা মোটরবোটও নাকি ভাড়া নিয়েছে। আমার লোকেরা এসে পড়লেই রওনা হবো ওদেরকে নিয়ে। কপোত-কপোতীকে পাকড়াও করতে বেশি সময় লাগবে না আশা করি। তারপর...'

বাকিটুকু না শুনেই লাইন কেটে দিল সিদোরভ। নিয়াযভের উপর বিরক্ত হয়েছে সে। আস্তে আস্তে বাড়ছে বিরক্তিটা। ওর কাছে ব্যর্থতা মানে মৃত্যু। আর মৃত্যু মানেই লাশ।

লাশ শব্দটা শুনলে এত বছর পরও বিধ্বস্ত আমু ডার্‌য়ার ছবিটা ভেসে ওঠে সিদোরভের স্মৃতিতে। অসহ্য প্রতিশোধস্পৃহায় কাঁপতে থাকে ওর পুরো অস্তিত্ব। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে।

মেহগনি কাঠে-বানানো নির্দোষ পারস্য টেবিলটার উপর দুম্ করে কিল বসিয়ে দিল সিদোরভ।

বিশেষ খাঁড়িটার অবস্থান ম্যাপে দাগিয়ে রেখেছিল রানা। তাই

সেটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। গতরাতের বৃষ্টিতে আরও ডালপালা ভেসে এসে জমেছে খাঁড়িমুখে। জলাভূমির পাখি-শিকারীরা শিকারের সময় যে-রকম আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকে, খাঁড়িমুখটা হয়েছে ঠিক সে-রকম—পিছনে মরা ধূসর কাণ্ড, সামনে ঘন সবুজ পাতা।

মোটরবোটটা জায়গামতো নিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল সোহানা। মজবুত একটা কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধল পেইন্টার লাইন। ওটা ঠিকমতো এঁটে না বসা পর্যন্ত নৌকাটাকে দুলতে দিল ওরা। বাঁধনটা দেখল রানা। নিশ্চিত হলো আলগা হবে না ওটা, স্রোতে ভেসে যাবে না মোটরবোট। সোহানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

পানিতে নেমে পড়ল সোহানা। আগেরবারের মতোই ডুবসাঁতার দিয়ে চলে গেল খাঁড়িমুখের ভিতরে। ওদের সরঞ্জামবাহী ডাফ্‌ল ব্যাগ দুটো নিয়ে রানাও নেমে পড়ল পানিতে। খাঁড়িমুখ পার হয়ে দেখল ইতোমধ্যে তীরে উঠে পড়েছে সোহানা। রানাকে মাথা তুলতে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল ও। সাঁতরে এগিয়ে গিয়ে ওর হাতে ব্যাগ দুটো তুলে দিল রানা। তারপর উঠে পড়ল তীরে। দু'জনে দুটো ব্যাগ তুলে নিল কাঁধে। এগিয়ে চলল লম্বা ঘাস-গুল্মের জঙ্গল মাড়িয়ে, তীর বরাবর। খাঁড়ির আরেকপ্রান্তে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না।

বাঁয়ে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে আছে গুটিকয়েক ঝোপঝাড়। স্রোতে ভেসে এসে যেন এগুলোর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে কিছু ডালপালা। দূরে তাকালে চোখে পড়ে নদীর মেইন চ্যানেল। মনে হয়, এই খাঁড়ি যেন একটা টানেল। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। ধূসর সবুজে মোড়া। রহস্যে ঢাকা। আর পানির কয়েক ফুট উপরে মাথা তুলে-থাকা, শ্যাওলায় ঢাকা পেরিস্কোপটার দিকে তাকালে মনে হয়, ওটা যেন প্রাচীনকালের কোনও সামুদ্রিক

সাপের ঘাড়।

বুকের উপর দু'হাত আড়াআড়িভাবে রেখে আঙুলগুলো দিয়ে দু'বাহু ডলল কিছুক্ষণ সোহানা। শীত শীত লাগছে। নিচু গলায় বলল, 'কেমন ছমছমে পরিবেশ, না?'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা। ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। পেরিস্কোপটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'কীভাবে কী করবে, ভেবেছ?' জানতে চাইল সোহানা।

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্রথমে দেখবো সাবমেরিনটার কী অবস্থা। ওটার গায়ে বিশেষ কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কি না খুঁজবো। সম্ভব হলে ভিতরে ঢুকতে চাই।'

'ভিতরে ঢোকাটা কি একটু বেশি হয়ে যাবে না?' সোহানার গলায় শঙ্কা।

'আমার ডাইভিং স্কিলের উপর সন্দেহ আছে নাকি তোমার?' মুচকি হাসল রানা। 'ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত যেতে চাই। তা ছাড়া আমি একা না। সঙ্গে তুমি আছো।' ব্যাগ খুলল ও। ভিতরের জিনিসগুলো একে একে বের করছে।

প্রথমে একটা ডাইভিং মাস্ক। তারপর একজোড়া ট্রাঙ্কেটেড সুইমিং ফিন। এরপর ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট, সঙ্গে এক্সট্রা ব্যাটারি। চার কয়েল নাইলনের দড়ি। তিনটা র‍্যাচেট ব্লক। এই ব্লকগুলো আসলে হুকযুক্ত দাঁতালো চাকা। হুক থাকার কারণে এগুলো শুধু একদিকে ঘুরতে পারে। ইচ্ছা করেই ব্লকগুলো নিয়ে এসেছে রানা—যদি সাবমেরিনের ভিতরে ঢুকতে হয়, নড়াচড়ায় যাতে স্থানচ্যুত না হয় ওটা। সবশেষে তিনটে স্পেয়ার এয়ার ইমার্জেন্সি পনি ট্যাঙ্ক। এগুলোর একেকটা কাজে লাগিয়ে কম পক্ষে ষাটবার দম নেয়া যাবে। তারমানে দরকার হলে টানা পাঁচ মিনিট থাকা যাবে পানির নীচে।

'এতকিছু যোগাড় করলে কখন?' আশ্চর্য হয়ে গেছে সোহানা।

'কোথেকে?'

'আজ ভোরে। তুমি তখনও ঘুম থেকে ওঠোনি। গতরাতে ভেবে রেখেছিলাম কী কী লাগবে। তখনই এস.এম.এস. পাঠিয়ে দিই মোটরবোটের মালিককে। পাল্টা মেসেজে সে জানায় সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পারবে। আজ ভোরে ডেলিভারি দিতে পারবে তা-ও জানায়।'

'তারমানে সাবমেরিনের ভিতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ?'

'সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি বলবো না। যদি সুযোগ পাই চেষ্টা করে দেখবো।' উঠে দাঁড়াল রানা। অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাত রাখল সোহানার কাঁধে। 'ঘাবড়িয়ো না। বোকার মতো কিছু করবো না।'

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্টির হাসি হাসল সোহানা।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পাড় থেকে পিছলে নদীতে নেমে পড়ল রানা। সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে পেরিস্কোপটার দিকে। কাছে গিয়ে শক্ত করে ধরল ওটাকে। জোরে টান দিল কয়েকবার। ঝাঁকাল। নাহ্, এখনও শক্তপোক্ত আছে জিনিসটা।

নাইলন রোপের একটা কয়েল তুলে নিল সোহানা। একটা প্রান্ত বাঁ হাতে ধরে রেখে বাকি কয়েলটা ছুঁড়ে দিল রানার দিকে। ওটা লুফে নিল রানা। পেরিস্কোপের সঙ্গে বাঁধল শক্ত করে। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

হাতে-থাকা দড়ির প্রান্তটা র‍্যাচেট ব্লকের সঙ্গে বাঁধল সোহানা। তারপর ব্লকটা আটকে দিল কাছের এক গাছের কাণ্ডের সঙ্গে।

'এবার আরেকটা কয়েল, সোহানা,' উঁচু গলায় বলল রানা।

দ্বিতীয় কয়েলটার একপ্রান্ত পেরিস্কোপের সঙ্গে, আরেকপ্রান্ত র‍্যাচেট ব্লক হয়ে গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল।

সাঁতরে পাড়ে ফিরে এল রানা। টেনেটুনে দেখল দড়ির বাঁধন। সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'ঠিক আছে। প্রচণ্ড ঝড় না হলে ধরে নেয়া যায় কোথাও যাচ্ছে না ওই সাবমেরিন। যাচ্ছি আমি।' নিচু হয়ে তুলে নিল একটা পনি ট্যাঙ্ক। 'প্রথমে চেষ্টা করবো দম চেপে কাজ করতে। যদি বেশি নীচে নামতে হয় সেক্ষেত্রে কাজে লাগবে এটা।'

'কিন্তু আমি...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সোহানা। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে ফেলেছে রানা। ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলে কথা বলতে নিষেধ করছে।

পাঁচ সেকেণ্ড কাটল। এবার শোনা যাচ্ছে শব্দটা। অস্পষ্ট, কিন্তু খেয়াল করলে কানে আসে।

একটা মোটরবোটের ইঞ্জিন।

'এদিকেই আসছে,' নিচু গলায় বলল রানা।

'জেলে?' শুনেই বোঝা গেল যে বা যারা মোটরবোটে আছে তারা জেলে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে সোহানার।

'জানি না। মদের বোতলটা এখানেই কোথাও পেয়েছিল হোগান। যে-লোকটা কাল রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওকে, হতে পারে ওকে কিছু কথা বলেছে হোগান। হতে পারে সত্য-মিথ্যা যাচাই করার জন্য মোটরবোট ভাড়া করে এখানে হাজির হয়ে গেছে লোকটা।' পনি ট্যাঙ্কটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা। ঘাসের পুরু কার্পেটে নিঃশব্দে পড়ল ওটা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ব্যাগের ভিতর থেকে বিনকিউলার বের করল রানা। উঠে দাঁড়িয়েই ছুট লাগাল। পিছন পিছন আসছে সোহানা।

খাঁড়িমুখের কাছে যেখানে ওদের মোটরবোট বাঁধা আছে সেখানে পৌঁছে থামল রানা। উঁচু ঘাসের জঙ্গলে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে জলাভূমির দিকে তাকাল

রানা।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরই দেখা গেল নৌকাটাকে। মোটরবোট না। পাওয়ারবোট। জলাভূমির একটা বাঁক ঘুরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। চারজন লোককে দেখা যাচ্ছে। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন। গলুইয়ের কাছে আরেকজন। বাকি দু'জন বসে আছে আফটারডেকে।

হুইল ধরে যে-লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, তার চেহারায় ঝুম করল রানা।

রোগাটে বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা। রঙ রোদে পুড়ে গেছে। চোখের নীচে কালো দাগ। ভাঙা নাক। নাকের কাছে লম্বা কাটাদাগ।

গতরাতের সেই কিডন্যাপার।

'এসে গেছে কাটামুখ,' নিচু গলায় বলল রানা। 'সঙ্গে তিন চ্যালা।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল সোহানার। 'দুষ্টুমি করছ না তো?'

একলাফে উঠে দাঁড়াল রানা। দু'পা দৌড়ে পাড় থেকে পিছলে নেমে পড়ল পানিতে। জরুরি কণ্ঠে বলল, 'আমাদের মোটরবোট! জলদি এসো।'

আট

সিকি মাইল দূরে আরেকটা খাঁড়ির কাছে পাওয়ারবোট ভিড়িয়েছে কাটামুখ। গলুইয়ের কাছের লোকটা চোখে ঠেকিয়েছে

বিনকিউলার। উঁচু গলায় কী যেন জিজ্ঞেস করছে কাটামুখ। প্রতিধ্বনিত হয়ে ওর কণ্ঠ রানার কানে বাজছে। প্রশ্নটার জবাব রাশান ভাষায় দিল কেউ।

'এবার তা হলে রাশানরা?' বিড়বিড় করে নিজেকেই জিজ্ঞেস করল রানা। লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল। কয়েক মুহূর্ত পর ভেসে উঠল ওদের মোটরবোটের পাশে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দূরের ওই খাঁড়িমুখের ভিতরে কিছুটা বাঁক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে পাওয়ারবোট। তারমানে একটা চক্কর দিয়ে বের হয়ে আসবে। অর্থাৎ হাতে আছে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড।

দ্রুত হাতে পেইন্টার লাইনের বাঁধন খুলে ফেলল রানা। খাঁড়িমুখের যে-জায়গায় ডালপালা আটকে আছে তার পাশেই নলখাগড়ায় ছাওয়া নরম মাটির পাড়, ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা, সাঁতরে গিয়ে হাজির হলো রানা ওর পাশে। আঁকড়ে ধরল মোটরবোটের গলুইয়ের খিল। পেইন্টারটা জড়িয়ে ধরল আরেক হাতে।

কিছুটা এগিয়ে এসে সোহানাও ধরল গলুইয়ের একটা প্রান্ত। দু'জনে মিলে সর্বশক্তিতে টানতে শুরু করল। তীরের নরম মাটিতে ধাক্কা খেল নৌকার তলা। আলগা কিছু মাটি খসে পড়ল পানিতে। দাঁতে দাঁত চাপল রানা, জোর বাড়াল। এবার ইঞ্চি ইঞ্চি করে উপরে উঠছে নৌকাটা। টানতে টানতেই দূরে তাকাল রানা।

পাওয়ারবোটটা প্রায় তিন শ' গজ দূরে আছে। ওদিকের খাঁড়িমুখ থেকে একটু একটু করে বের হচ্ছে ওটার নাক। গলুইয়ের লোকটা বিনকিউলার চোখে তাকিয়ে আছে সোজা সামনের দিকে। ঘাড়টা বাঁয়ে কাত করলেই রানাদেরকে দেখতে পাবে। কাটল কয়েকটা সেকেণ্ড। এবার দেখা গেল কাটামুখকে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দু'জনের সঙ্গে কথা বলছে সে।

দু'পা ছড়িয়ে দিয়েছে রানা। ওর পা দেবে গেছে নরম

মাটিতে। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে ও। প্রচণ্ড টান লেগে ফুলে উঠেছে গলার রগ। টের পাচ্ছে দু'কাঁধের পেশী যেন খামচে ধরেছে কেউ। দাঁতে দাঁত চেপেই বলল, 'টানো, সোহানা।'

মোটরবোটের নাকটা উঠে এল তীরে। ভাগ্য ভালো, পাড়ের মাটি নরম। তা ছাড়া গতরাতের বৃষ্টি আর সকালের কুয়াশায় ভিজে নলখাগড়াগুলোও পিচ্ছিল হয়ে আছে।

শেষপর্যন্ত নৌকাটা উঠে এল তীরে। ওটাকে টানতে টানতে ঘাসের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকাল রানা-সোহানা।

'মাথা নামাও, সোহানা,' বলে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। সোহানাও শুয়ে পড়ল ওর পাশে।

ঘাসের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছে রানা। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাসপ্রশ্বাস।

'কী মনে হয়?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'কাজ হয়েছে?'

রানাও ফিসফিস করে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবো।'

'যদি না হয়?'

'সেক্ষেত্রে দৌড়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে যাবে তুমি।'

'আর তুমি?'

জবাব না দিয়ে ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল রানা।

কাছিয়ে এসেছে পাওয়ারবোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ। শুনে বোঝা যাচ্ছে এদিকেই আসছে।

কাটামুখের গলা শোনা গেল কিছুক্ষণ পর, 'কিছু চোখে পড়ল?'

'না,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে কণ্ঠে জবাব দিল কেউ।

'কিন্তু...' কাটামুখের কণ্ঠে দ্বিধা, 'বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা মোটরবোটে করে এদিকেই কোথাও এসেছে ওরা। সে-রকমই

বলা হয়েছে আমাকে।'

'মোটরবোট যে ধার নিয়েছে ওরা সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই,' বলল তৃতীয় একটা কণ্ঠ, 'কিন্তু আমার মনে হয় এখানে আসেনি। এলে আমাদের কারও-না-কারও চোখে পড়তই এতক্ষণে। বিনকিউলারও ব্যবহার করছি আমরা। কই, এই চ্যানেলে তো কাউকেই দেখতে পেলাম না?'

'আমার মনে হয় পাশের কোনও চ্যানেলে গিয়ে ঢুকেছে ওরা।'

আরও জোরে আওয়াজ করছে পাওয়ারবোটের ইঞ্জিন। তারমানে সম্ভবত নাক ঘুরিয়ে নেয়া হচ্ছে ওটার। ইঞ্জিনের আওয়াজ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে দূরে। একসময় ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না।

'পাশের কোনও চ্যানেলে গিয়ে ঢুকেছে ওরা,' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, বিনকিউলারটা ঠেকিয়েছে চোখে। 'হ্যাঁ, ঠিকই। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। চলে গেছে সবাই।'

চিৎ হলো সোহানা। 'বাঁচা গেল!'

ওর পাশে শুয়ে পড়ল রানা। হাত বাড়িয়ে ধরল সোহানার হাত। জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে এখন? থাকবে, না চলে যাবে?'

উত্তর দিতে দ্বিধা করল না সোহানা, 'থাকবো। আমি পরাজয় মেনে নিতে রাজি না। এতদূর পর্যন্ত যখন আসতে পেরেছি তখন গুণ্ডাদের ভয়ে রহস্যের সমাধান না করে চলে যাবো? বিপদের মোকাবেলা আগেও করেছি। তা ছাড়া,' মিষ্টি করে হাসল, 'এখন আমার পাশে তুমি আছো।'

'কে বলে নারী অবলা?' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, সোহানার ঠোঁটে চুমু দিল আলতো করে, 'চলো। কাজে নেমে পড়ি।'

থু করে মাস্কের কাচে থুতু দিল রানা। তারপর ওটা পানিতে ধুয়ে ভালোমতো আটকে নিল চেহারায়। সোহানা দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। কোমরে হাত রেখে দেখছে রানার কাজ। চেহারায় কিছুটা দুশ্চিন্তা।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ক্রুসেডে যাচ্ছে তোমার প্রিয়তম!' ঠাট্টা করল রানা, 'জীবিত ফেরার সম্ভাবনা খুবই কম।'

সোহানা কিছু বলল না।

'যাবো, ধরো আধ ঘণ্টা কাটিয়ে চলে আসবো। খাঁটি বাংলায় যাকে বলে উঁকি মেরে দেখা। পরীক্ষানিরীক্ষা করবো না। বোতলের অক্সিজেনের চেয়ে নিজের চেপে-রাখা দমের উপর নির্ভর করবো বেশি। বোতলগুলো যত বেশি সম্ভব অব্যবহৃত রাখতে চাই। পরে সাবমেরিনের ভিতরে ঢুকলে কাজে লাগবে। আমি নীচে থাকার সময় যদি দেখো র‍্যাচেট ব্লকে টান লেগেছে, চেষ্টা কোরো ওগুলোকে জায়গামতো রাখার। আর যদি দেখো চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হয়েছে কিন্তু আমার উপরে আসার কোনও লক্ষণ নেই, তখন ইচ্ছে হলে দু'-এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলো...'

'তোমার কি ভয় বলতে কিছু নেই, রানা? সবকিছুই কি তুমি এমন সহজভাবে নিতে পারো?'

জবাব না দিয়ে মুচকি হাসল রানা। বলল, 'দুর্গ সামলাও। আসছি আমি।'

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল ও। লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল পানির নীচে। বাঁ হাত চালিয়ে নেমে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে।

পানিতে শ্যাওলা ভরা। সবুজ আভা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় আরও দেখা যাচ্ছে নানান রকমের ভাসন্ত জলজ গাছ। ভাসছে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকণা। পরিবেশটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে রানার কাছে। মনে হচ্ছে যেন কোনও স্লো-

গ্লোবের ভিতরে আটকা পড়ে গেছে।

বেশ কিছুদূর নেমে ডুবসাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেল ও সাবমেরিনটার দিকে। কাছে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে দিল। শক্ত মতো কী যেন লাগল হাতে। ফ্ল্যাশলাইটটা কাছে আনল ও।

সাবমেরিনের তলার একটা অংশ। আরেকটু নামল রানা। এখানকার পানিতে জলজ আগাছার পরিমাণ বেশি। ওগুলোর সঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকা কাদাও বেশি তাই। ফ্ল্যাশলাইটটা বার বার এদিক-ওদিক করে আলো ফেলল রানা। কীসের সঙ্গে আটকে আছে সাবমেরিনটা বুঝতে চায়।

ঝড়ে হোক অথবা অন্য যে-কোনও কারণে হোক, বিশাল কিছু গুঁড়ি ডুবে আছে পানিতে। সাবমেরিনের তলার প্রায় মাঝখানের অংশটা বেশ ভালোভাবেই ফেঁসে গেছে গুঁড়িগুলোর সঙ্গে। ব্যালেন্স কতখানি ঠিক আছে বা থাকবে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ খসে গিয়ে রানাকে ভর্তা বানিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা কম।

স্বস্তি বোধ করল রানা। টের পেল বাতাসের জন্য আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস। দু'পা বুকের কাছে জড়ো করে এনে লাথি মারল নীচের পানিতে। একইসঙ্গে দু'হাত চালিয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে।

ভুস্‌স্‌ করে মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল সোহানার কণ্ঠ, 'সব ঠিকঠাক?'

হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কয়েকটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ভালোমতো আটকে গেছে ওটা। হঠাৎ করে খসে পড়বে বলে মনে হয় না।' ফুসফুস দুটো ভর্তি করে নিল বাতাসে। 'আবার যাচ্ছি আমি।'

ডুব দিল ও। সাহস বেড়েছে, তাই সরাসরি চলে এল সাবমেরিনের নীচে। ডুবসাঁতার দিয়ে হাজির হলো ওটার আরেক দিকে, লেজের কাছাকাছি। এখানে সাবমেরিনটার গায়ে, দৈর্ঘ্য

বরাবর ব্র্যাকেটের মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটা আরও একবার কাছে আনতে হলো। ব্র্যাকেটের মতো ওই জিনিস এত পরিচিত হওয়ার পরও ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরে।

টর্পেডো হোল্ডিং রেইল।

সাঁতার কাটা থামাল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা বার বার ঘুরাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে অনতিদূরের ওই জিনিসগুলোর সবগুলোই কি কাণ্ড? নাকি কোনওটা আবার...

সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সাবমেরিনটার দৈর্ঘ্য বরাবর, সামনের দিকে। সিগারের মতো দেখতে মুখটার কাছাকাছি পৌঁছাতে সময় লাগল না। যা খুঁজছে তা-ও পেয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। সাবমেরিনটার পিঠের কাছে আঠারো ইঞ্চির মতো উঁচু একটা গর্ত। ব্যাস ইঞ্চি বিশেক হবে। সঙ্গে হুইলওয়ালা ঢাকনা।

এন্ট্রি হ্যাচ।

আবারও বাতাসের জন্য কাতরাচ্ছে ফুসফুস। উপরে উঠে এল রানা। সাঁতার কেটে হাজির হলো তীরে। ওকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সোহানা। বাড়ানো হাতটা ধরে পানি ছেড়ে উঠল রানা। কিছুটা হেঁটে বসে পড়ল ঘাসের জঙ্গলে। প্রথমে ফিন, তারপর মাস্ক খসাল। সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মল্শ্।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল সোহানার। 'মানে?'

'শব্দটা জার্মান। মানে হচ্ছে স্যালাম্যাণ্ডার।'

'কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। দেখতে গেলে সাবমেরিন। এসে বলছ মল্শ্...স্যালাম্যাণ্ডার...'

হাসল রানা। 'ওই সাবমেরিনটার নাম মল্শ্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে নাৎযিরা বানিয়েছিল। খুব সম্ভব উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালে। আর টিকটিকির মতো দেখতে উভচর প্রাণীদের যত প্রজাতি আছে তাদের সবাইকে একশব্দে বলে স্যালাম্যান্ডার।

সাধারণ সাবমেরিনের চেয়ে অনেক ছোট তো, এজন্য নাৎযিরা আদর করে নাম দিয়েছিল স্যালাম্যাণ্ডার বা মল্‌শ্‌।'

'কিন্তু...'

'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল,' সোহানাকে কথা শেষ করতে দিল না রানা, 'গত রাতে ইণ্টারনেটে সার্চ করেছি। আজ সামনাসামনি দেখে নিশ্চিত হলাম। ব্রেমেনের একটা কোম্পানি জার্মান নৌবাহিনীর জন্য বানায় ওটা। বুদ্ধি যুগিয়েছিলেন ডক্টর হেনরিখ ড্র্যাগার নামের এক বিজ্ঞানী। সাবমেরিনটা লম্বায় পঁয়ত্রিশ ফুট। ডেক থেকে তলা পর্যন্ত তিন ফুট, এক বিম থেকে আরেক বিম পর্যন্ত ছ'ফুট। ডিজাইন করা হয়েছে এমনভাবে, যাতে ভিতরে মাত্র একজন কি বেশি হলে দু'জন নৌ-সেনা থাকতে পারে। তলার দু'পাশে দুটো টর্পেডো হোল্ডিং র‍্যাক, সেখানে দুটো "জি সেভেন ই" টর্পেডো। এই মল্‌শ্‌ একশ' বিশ ফুট গভীরতায় তিন নট গতিতে পঞ্চাশ নটিকাল মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। একজনের জন্য চালানো কষ্টকর, তার উপর অন্য কোনও জলযানের সাহায্য ছাড়া বেশিদূর যেতেও পারে না—মূলত এ দুটো কারণে জার্মানদের মল্‌শ্‌ প্রজেক্ট ব্যর্থ হয়।'

'বুঝলাম,' কোমরে হাত দিল সোহানা। 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই মার্কিন মুল্লুকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বছর পরে কী করছে একটা মল্‌শ্‌? তুমি বলছ অন্য কোনও জলযানের সাহায্য ছাড়া বেশিদূর যেতে পারত না সাবমেরিনটা। তা হলে এত দূর এল কী করে? মার্কিন নৌবাহিনী কি ঘুমাচ্ছিল তখন?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'নেটে পড়লাম হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে আর ভূমধ্যসাগরের কয়েকটা দ্বীপে অ্যাকশন চালিয়েছিল মল্‌শ্‌। কিন্তু এত দূরে এসেছিল বলে রেকর্ড নেই। অন্তত আমি পাইনি।'

'এ-রকম ক'টা সাবমেরিন বানিয়েছিল নাৎযিরা?'

'চারশ'র মতো। বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে। হয় ডুবে গেছে নয়তো স্রেফ উধাও। আমি বলবো যে-সব নৌ-সেনা সওয়ার হয়েছে মল্‌শ্‌-এ তাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে। কারণ একেকটা মল্‌শ্‌ আসলে একেকটা মৃত্যুফাঁদ।'

'একজন মাত্র নৌ-সেনা চালাত সাবমেরিনটা। তারমানে...'

'ভিতরে না ঢুকলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।'

অপলক চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, সাবমেরিনটার ভেতরে ঢুকবো।'

প্রতিবাদ করল না সোহানা। জানে কিছু বললে লাভ হবে না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। ওকে ঠেকানো যাবে না।

'টর্পেডোর ব্যাপারটা কী?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল সোহানা।

'আমার মনে হয় না খুঁজলে কোনও টর্পেডো পাওয়া যাবে আশপাশে। ও-রকম কিছু থাকলে ওজনে অনেক ভারী হতো সাবমেরিনটা। সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঝড়ে স্রোতের ধাক্কায় উপকূল থেকে এত ভিতরে আসতে পারত না। ভাসমান গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে আটকে যেত না।'

'রানা, এক কাজ করলে কেমন হয়? চলো গিয়ে সব বলি কোস্ট-গার্ডদেরকে। যা করার ওরাই করুক। না পারলে খবর দেবে নেভিকে।'

'তবে তার আগে,' হাত বাড়িয়ে মাস্ক আর ফিন নিল রানা, 'আমাকে নিশ্চিত হতে হবে অন্তত সাবমেরিনটার আশপাশে কোনও লাইভ টর্পেডো নেই। ধরো কোস্ট গার্ডরা এল। উদ্ধার কাজ করতে গিয়ে টর্পেডো ফুটে মরল। সেটা কি ভালো হবে?'

নয়

স্পেয়ার এয়ার পনি ক্যানিস্টার নিয়ে পানিতে নেমে পড়েছে রানা। সাবমেরিনটার তলা ভালোমতো দেখছে ও। প্রথমবার মাথা থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত। পরেরবার লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

কোমরে ঝোলানো ডাইভিং নাইফটা খুলল রানা। এগিয়ে গেল গুঁড়িগুলোর দিকে। কাছে পৌঁছে বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল ওগুলোর গায়ে। পচা কাঠে ছুরির বাঁটের ভোঁতা আওয়াজ শোনা গেল।

ছুরিটা কোমরে গুঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা। হাতে-ধরা ফ্ল্যাশলাইটটা বার বার ঘোরাচ্ছে। আলোটা শেষপর্যন্ত স্থির হলো গুঁড়িগুলোর উপর। কোনও কোনওটার গায়ে এখনও ছাল আছে, পচে খসে যায়নি। তারমানে বেশিদিন হয়নি এখানে জড়ো হয়েছে কাণ্ডগুলো। সুতরাং ধরে নেয়া যায় সাবমেরিনটাও এখানে হাজির হয়েছে ইদানীং।

প্রচণ্ড ঝড়ে বিক্ষুব্ধ স্রোত উপকূল থেকে ঠেলে এই খাঁড়িতে নিয়ে এসেছে ওটাকে, ভাবল রানা। যদি ধরে নেয়া হয় ওটার সঙ্গে টর্পেডো ছিল তা হলে শক্তিশালী স্রোতের মাতামাতিতে আপনাথেকেই খসে গেছে, হয়তো শুয়ে আছে মূল উপকূলের অগভীর সী-বেডে। তারমানে এখান থেকে কম করে হলেও বিশ মাইল দক্ষিণে।

সাবমেরিনের তলাটা আরেকবার দেখল রানা। অন্তত

টর্পেডোজাতীয় কিছু নেই নিশ্চিত হওয়ার পর শুরু করল পরের কাজ। ফ্ল্যাশলাইটটা খুব কাছ থেকে ধরে সাবমেরিনটার পিঠ দেখল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত। তারপর দেখল দু'পাশ। না, কোনও ফাটল বা ফুটো নেই। তারমানে যেহেতু এন্ট্রি হ্যাচ বন্ধ সেহেতু ধরে নেয়া যায় ভিতরে পানি ঢোকেনি।

উপরে উঠে এল রানা।

'কী খবর?' ওকে দেখামাত্র জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাস্ক সরাল রানা। মুখ থেকে বের করল এয়ার ক্যানিস্টারের পাইপ। বলল, 'ভালো আর খারাপ দুটোই আছে। কোন্‌টা শুনতে চাও আগে?'

'ভালোটা।'

'আমি শতকরা নব্বই ভাগ নিশ্চিত নীচে কোনও টর্পেডো নেই।'

'আর?'

'শতকরা নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত সাবমেরিনের ভিতরে পানি ঢোকেনি।'

'খারাপ খবরটা?'

'ধারেকাছে টর্পেডো আছে কি নেই সে-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত না। যদি থেকে থাকে এবং হঠাৎ ফুটে যায়...'

'তা হলে তুমি-আমি একসঙ্গে মরবো,' হাসল সোহানা। 'জানি তোমাকে সারাজীবনের জন্য আপন করে পাবো না, তাই তোমার সঙ্গে মরতে পারলে সেটাকেই বড় একটা সৌভাগ্য মনে করবো।'

পরের এক ঘণ্টা একটানা কাজ করল রানা।

র‍্যাচেট ব্লকের লাইনগুলো সাবমেরিনের সঙ্গে ভালোমতো আটকিয়েছে ও। প্লেসমেন্ট ঠিকমতো হয়েছে কি না তা কয়েকবার

চেক করেছে। খাঁড়ির তীরে, তিনটা বিশাল গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধেছে তিনটা ব্লক। পানির উপরে লাইনসহ তিনদিকে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে ওগুলো যে, দেখলে সিলিংফ্যানের কথা মনে পড়ে যায়। তিনটা লাইন এখন জড়িয়ে আছে সাবমেরিনটার তিনটা জায়গা—বো-ক্লিট, এণ্ট্রি হ্যাচ আর প্রোপেলার শাফ্‌ট।

এই এক ঘণ্টার মধ্যে দু'বার শোনা গেছে ইঞ্জিনবোটের গর্জন। দু'বারই কাজ ফেলে ঘাসের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে রানা-সোহানা। ঝুঁকি নিয়ে দেখেছে কে বা কারা এসেছে ধারেকাছে।

প্রথমবার দেখা গেছে একটা মোটরবোট। অনেকটা রানাদের মতো। ফুট বিশেক লম্বা। চার ফুটের মতো চওড়া। দশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন বাদ দিলে ওজন সত্তর-পঁচাত্তর কেজি। এ-অঞ্চলের লোকেরা এ-ধরনের নৌকাকে বলে ফিশিং মোটর-ক্যানো। নৌকায় এক মাঝবয়সী লোক আর এক কিশোর। সম্ভবত বাপ-ব্যাটা। ছেলেটা দক্ষ হাতে ধরে আছে হালের হাতল। বাপ জাল গুটাচ্ছে। জালের ভিতরে দাপাদাপি করছে কিছু মাছ।

নিরীহ জেলে।

দ্বিতীয়বার দেখা-যাওয়া ইঞ্জিন বোটটা কাটামুখের পাওয়ার বোট। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে পুরো জলাভূমি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে লোকটা। কিন্তু যা দেখতে চাইছে তা দেখতে পাচ্ছে না। রানা খেয়াল করল, ধীর গতিতে ভিক্সবার্গ হিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা।

ঘাসের জঙ্গলের ভিতরে টানা দশ মিনিট পড়ে ছিল রানা-সোহানা। একসময় মিলিয়ে যায় পাওয়ার বোটের আওয়াজ। তারপর কাজে ফিরে আসে দু'জনে।

'আমরা আসলে কী করছি বুঝিয়ে বলবে?' সিলিংফ্যানের মতো ছড়িয়ে-থাকা লাইনগুলোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সোহানা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এন্ট্রি হ্যাচটা বন্ধ। ধরে নিচ্ছি সাবমেরিনের ভিতরটা ভর্তি হয়ে আছে বাতাসে। ওটাকে পানির উপরে তুলে আনতে চাই আমি।'

'কিন্তু...' সোহানার গলায় সন্দেহ, 'মাত্র তিনটা র‍্যাচেট ব্লক দিয়ে কি করা যাবে কাজটা?'

'যাবে। যদি আমরা সঠিকভাবে সঠিক পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে পারি। এই দেখো,' হাতের নোটপ্যাডটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, 'অঙ্ক কষে হিসাবটা বের করেছি। ফোর্স ভেক্টর আর বয়্যান্সির ভ্যারিয়েবল কত হওয়া উচিত সে-ব্যাপারে নিশ্চিত আমি এখন।'

'বুঝতে পেরেছি।'

'গুঁড়িগুলোর আশ্রয় ছেড়ে সাবমেরিনটা উঠতে শুরু করামাত্র টের পেয়ে যাবো। যদি আমার হিসাব ভুল হয়, যদি উপরের দিকে না উঠে ডুবে যায় ওটা, তা হলে খেল খতম। কিন্তু যদি ভেসে থাকে তা হলে ধরে নাও ভিতরে ঢুকতে পারবো। আমি গিয়ে দাঁড়াচ্ছি সেন্টার র‍্যাচেট ব্লকে। তুমি স্টার্ণ ব্লকটার কাছে যাও।'

যার যার "ব্লকের" কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'রেডি?'

'রেডি,' জবাব দিল সোহানা।

'সাবমেরিনটা সরতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

ধীর গতিতে র‍্যাচেটের ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করল রানা। লাইনে টান লেগে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে। থেকে থেকে যেন আর্তনাদ করে উঠছে স্টিলের হুক। ত্রিশ সেকেণ্ড পর, রানা তখন ওর ক্র্যাঙ্ক চল্লিশবার ঘুরিয়েছে, পানির নীচ থেকে ভেসে এল

কোনও কিছু খসে পড়ার আওয়াজ। সাবমেরিনের পেরিস্কোপটা স্লো-মোশন ছবির মতো এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, এদিক-ওদিক দুলছে।

চাপা মচ্‌মচ্‌ শব্দ শোনা গেল আবারও। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে রানা সাবমেরিনের তলার নীচের গুঁড়িগুলো খসে পড়ছে কিংবা ফেটে যাচ্ছে। পায়ের নীচে মৃদু কম্পন টের পাচ্ছে ও। তারপর হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, আর ঘোরানো যাচ্ছে না ক্র্যাঙ্ক। দু'বার চেষ্টা করল ও। কিন্তু লাভ হলো না। তারমানে আর ঘুরবে না ওটা।

ঝট্‌ করে সোহানার দিকে তাকাল রানা। জরুরি কণ্ঠে বলল, 'জলদি, সোহানা! যত জোরে পারো ঘোরাও!'

এবার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুরু করল সোহানার "ব্লকটা"।

কিছুটা হালকা হয়েছে রানার ব্লকের লাইন। আবার ক্র্যাঙ্ক ঘোরাতে শুরু করল ও। কিন্তু দশ সেকেণ্ড যেতে-না-যেতেই আবারও আটকে গেল ওর ক্র্যাঙ্ক। ওটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে একদৌড়ে বো র‍্যাচেট ব্লকের কাছে গিয়ে হাজির হলো রানা। ঘোরাতে শুরু করল ক্র্যাঙ্ক। লাইনে টান পড়ল একসময়। টানের চোটে রীতিমতো কাঁপছে ওটা। সোহানার দিকে তাকাল রানা। দেখল ওর "লাইনও" কাঁপছে।

'হয়েছে, থামো!' জোরে বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে ক্র্যাঙ্ক ঘোরানো বন্ধ করল সোহানা।

'শোনো সোহানা, এবার যা বলবো লক্ষ্মী মেয়ের মতো তা-ই করবে। ক্র্যাঙ্কটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাও। গিয়ে ঢোকো ঘাসের জঙ্গলে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবে না এখানে।'

'কেন?'

'আমার বয়্যান্সির ভ্যারিয়েবলে গণ্ডগোল হলে সাবমেরিনের

ভার সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে যাবে সবগুলো ব্লকের লাইন। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে আঘাত করতে পারে গায়ে। স্টিলের লাইন এত জোরে বাড়ি মারলে...। এবার যাও। আমি না ডাকা পর্যন্ত আসবে না।'

পিছিয়ে গেল সোহানা।

পায়ে পায়ে এগোতে শুরু করল রানা। বো র‍্যাচেট ব্লকের লাইনে আলতো করে হাত বুলাচ্ছে। খাঁড়ির কিনারায় এসে দাঁড়াল একসময়। নীচের দিকে তাকাল।

'লোকে যে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জয়গান গায়, শুধু শুধু গায় না,' বিড়বিড় করে বলল ও।

বলতে গেলে ওর পায়ের কাছেই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সাবমেরিনটা। ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বেঁকে আছে। ডালপালা ভেদ করে মাথা তুলে আছে পেরিস্কোপটা। পানির ইঞ্চি তিনেক উপরে দেখা যাচ্ছে এন্ট্রি হ্যাচ।

'ওয়াও!' পিছন থেকে বলে উঠল সোহানা।

কিছুটা চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। 'তোমাকে না বলেছিলাম...'

'কী মনে করো আমাকে?' মুখ ঝামটা মারল সোহানা। 'কচি খুকি?'

জবাব দিল না রানা। পিছিয়ে গিয়ে ব্যাগের ভিতর থেকে বের করল আরেকটা র‍্যাচেট ব্লক। এন্ট্রি হ্যাচের সঙ্গে ভালোমতো বাঁধল ওটার লাইন। তারপর ফিরে এসে আরেকটা গাছের সঙ্গে আটকে দিল ব্লকটা। বো আর স্টার্ন ব্লক দুটো খুলল একে একে, খুব সাবধানে। আরও কাছের দুটোর গাছের সঙ্গে আগের মতো মজবুত করে আটকে দিল ওগুলো। এরপর চড়ে বসল সাবমেরিনের ডেকে, ব্যালেন্স রক্ষা করার জন্য একহাতে ধরে রেখেছে একটা লাইন। মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হচ্ছে আবার।

সাবমেরিনটা পানির নীচে ঢুকে গেল ইঞ্চিখানেক। দম বন্ধ হয়ে গেছে রানার। বার বার এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। কোনও ব্লক খসে গিয়ে লাইন ওর দিকে ছুটে আসতে দেখলেই লাফিয়ে পড়বে পানিতে।

কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না।

'আমার ব্যাগের ভিতরে একটা হাতুড়ি আছে,' সোহানাকে বলল রানা। 'ওটা নিয়ে এসে দাও আমাকে।'

হাতুড়িটা নিয়ে এসে তীরে দাঁড়িয়ে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সোহানা।

ওটা একহাতে লুফে নিল রানা। এগিয়ে গেল কয়েক পা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এন্ট্রি হ্যাচের পাশে।

চারটা লিভার দেখা যাচ্ছে। চারটের গায়েই জোরে বাড়ি মারল রানা। হাতুড়ি সাবধানে নামিয়ে রাখল পাশে। হাতল ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু একচুল নড়ল না ওটা।

হাতুড়িটা তুলে নিল রানা। ঠিক করেছে পিটিয়ে ভেঙে ফেলবে লিভারগুলো। জোরে জোরে তিনবার বাড়ি মারতে হলো প্রতিটা লিভারে। হ্যাচ থেকে আলগা হয়ে লিভারগুলো খসে পড়ল সাবমেরিনের পিঠে।

এবার হাতল ঘোরাতে পারল রানা। হ্যাচটা খুলল সশব্দে। সোহানার দিকে তাকাল। দাঁত বের করে হাসল নিঃশব্দে। তারপর উবু হয়ে খোলা হ্যাচ দিয়ে মাথা ভিতরে ঢুকিয়ে দিল কিছুটা।

বোঁটকা একটা গন্ধ এসে বাড়ি মারল নাকে। নাক সরিয়ে নিয়ে বাইরের মুক্ত বাতাস নিল বুক ভরে, তারপর আবার ঢোকাল মাথা। ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরে।

পলকহীন চোখে ঠিক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে লোকটা।

লোকটার, বলা ভালো, লাশটার মাথায় একটা ক্যাপ। গুমোট পরিবেশে অনেকদিন থাকার কারণে কালচে-ধূসর হয়ে গেছে ওটা। তবে একেবারে উপরের দিকে ডানা-মেলে-থাকা সোনালি ঈগলটা চেনা যায়। চেনা যায় নাৎযি প্রতীকযুক্ত ঈগল-লেজের নীচের বলয়টাও। একেবারে নীচের দিকে "ক্রিগ্‌স্‌মেরিন" লেখাটাও চোখে পড়ল।

গাঢ় নীল একটা জাম্পস্যুট লোকটার গায়ে। সাবমেরিনের ভিতরের বাতাসহীন পরিবেশে পঁয়ষট্টি-ছিষট্টি বছর ধরে থাকার কারণে আপনাথেকেই যেন মমি হয়ে গেছে লাশটা।

'আমি নিশ্চিত, দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে বেচারা,' রানার পাশে-দাঁড়িয়ে সোহানা বলে উঠল ফিসফিস করে, যেন জোরে কথা বললে কোনও সমস্যা হবে। 'এই এতক্ষণে বেরিয়ে গেল দমটা। মরার পর স্বাভাবিকভাবেই পচন ধরার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কারণ অক্সিজেনের অভাব। ব্যাকটেরিয়াগুলো ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি।'

কিছু বলছে না রানা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হতভাগ্য লোকটার দিকে। বুঝতে পারছে মরার সময় কতখানি কষ্ট পেতে হয়েছে বেচারাকে। খোলা হ্যাচের কাছেই স্ক্রু দিয়ে আটকানো আছে মই, ওটার শেষ ধাপের কাছে আধশোওয়া হয়ে আছে লাশটা। চেহারায় দুর্বিষহ যন্ত্রণার ছাপ। হাঁ হয়ে আছে মুখটা। দুই চোখ বিস্ফারিত, যেন অলৌকিক কোনও কিছুর প্রত্যাশা করছিল শেষনিঃশ্বাসের আগ পর্যন্ত। বাঁ হাতটা আঁকড়ে ধরে আছে মইয়ের একটা ধাপ। নিষ্প্রাণ ঝুলছে ডান হাত।

'তুমি থাকো এখানে,' সোহানাকে বলল রানা, 'আমি নীচে গিয়ে দেখে আসি।'

রানার চোখে চোখ রাখল সোহানা, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। 'তোমাকে আগেও বলেছি, আমি খুকি নই।'

কিছু বলল না রানা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা রাখল মইয়ের প্রথম ধাপে। নামছে। ওর পিছন পিছন আসছে সোহানা।

সাবমেরিনের মেঝেতে পা রেখে প্রথমেই ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল রানা। ওটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে মই থেকে আলগা করল লাশটাকে। আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল চিৎ করে। আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ভাগ্যাহত মানুষটার দিকে। টের পেল কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। অমূলক কিছু ভাবনা আপনাথেকেই ডালপালা ছড়াতে চাইছে মনের ভিতর।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ফালতু চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলতে চায়। সোহানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'লাইট।'

ফ্ল্যাশলাইটটা রানার হাতে দিল সোহানা।

এদিকে-সেদিকে আলো ফেলছে রানা। সাবমেরিনের ভিতরে আগেও ঢুকেছে ও। কিন্তু এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের, হয়তো সে-কারণে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করছে। মইয়ের কাছে খেলা করছে দিনের আলো। লাশের পেট থেকে হাঁটু পর্যন্ত সে-আলোয় আলোকিত। ভিতরের বাকি জায়গায় গাঢ় অন্ধকার। ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো বার বার চিরে দিচ্ছে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বারো গজের দূরত্বটা। দু'পাশের দেয়াল অপ্রশস্ত, রানার মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই বুঝি ছুঁতে পারবে। মনে হচ্ছে সাবমেরিন না, সরু কোনও ডানজনের ভিতরে এসে ঢুকেছে সোহানাকে নিয়ে।

বাল্কহেডের উপর আলো ফেলল রানা। সাদা রঙ করা হয়েছিল এককালে, এখন ধূসর হয়ে গেছে। ওখানে জড়াজড়ি করে আছে একগাদা তার আর পাইপ।

'কী বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'এখন পর্যন্ত কিছু না,' বলে লাশটার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল রানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। লাশের জাম্পস্যুটের পকেট

হাতড়াচ্ছে। ব্রেস্টপকেট ছাড়া বাকিগুলো খালি। ওই পকেট থেকে একটা ওয়ালেট পাওয়া গেল। জিনিসটা সোহানার হাতে দিল রানা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এখানে মেইন ব্যাটারিটা রাখা আছে। ওটার পিছনে একজোড়া ট্রিম ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক। সঙ্গে অপারেটরের সীট আর কন্ট্রোল প্যানেল। আলো ফেলে ফেলে ওগুলো দেখছে রানা। স্টিয়ারিং, নেভিগেশন, স্পিড, পাওয়ার, ট্রিমিং—বলতে গেলে কিছুই বাদ রাখেনি জার্মানরা। কোনও শত্রুযানের উপস্থিতি টের পাওয়ার জন্য হাইড্রোফোনও আছে।

অপারেটরের সীটের নীচে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট টুলবক্স। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিল রানা। কী যেন রাখা ছিল ওটার উপর, খসে পড়ল মেঝেতে। জিনিসটার উপর আলো ফেলল রানা। একটা চামড়ার-হোলস্টার। ভিতরে একটা ল্যুগার পিস্তল। সঙ্গে স্পেয়ার ম্যাগাজিনও আছে। হোলস্টারটা ফেলে দিয়ে পিস্তল আর ম্যাগাজিনটা পকেটে ভরল রানা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা আবারও বাল্কহেডের দিকে ঘুরাল ও। প্রতিটা ট্রিম ট্যাঙ্কের নীচে দেখা যাচ্ছে একটা করে ফুট-লকার। এগুলো একধরনের কেবিনেট; সাবমেরিনের চালক সাধারণত তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখত এর ভিতরে। একটা লকার খুলল রানা। পাওয়া গেল ছ'টা জগ। সবগুলোই খালি। এক ডজন ফুডটিনও আছে। সেগুলোও খাঁ খাঁ করছে।

দ্বিতীয় ফুট-লকারটা খুলল রানা। ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটা চামড়ার-ব্যাগ। কালো চামড়া দিয়ে বাঁধাই-করা একজোড়া জার্নালও আছে। ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে একহাতে ব্যাগ আরেকহাতে জার্নাল দুটো নিল ও। তারপর জার্নালটা ভরল ব্যাগে। লাইটটা আবার হাতে নিয়ে এদিকে-সেদিকে আলো ফেলে দেখতে লাগল।

কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। দ্বিতীয় ফুটলকারের পিছন থেকে বের হয়ে আছে একটুকরো কাপড়। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, আলোটা আরও কাছে নিয়ে ধরেছে।

না, ভুল মনে হয়েছিল প্রথমে। কাপড় না, আসলে ক্যানভাসের একটা বস্তা। বুনট অনেকটা ছালার-বস্তার মতো। এটার ভিতর থেকে বের হলো কব্জাওয়ালা একটা কাঠের-বাক্স। বাক্সটা খালিহাতে নিতে গেলে কষ্ট হবে, তাই বস্তাটাকেই বগলদাবা করল রানা। তারপর ফিরে এল মইয়ের কাছে।

সোহানা তখন ভ্যাপসা গরমে ঘামছে। রানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে নিল ও। আলো ফেলে আপাদমস্তক দেখল রানাকে। 'কী এগুলো? গুপ্তধন?'

'হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। চলো বাইরে যাই। তীরে গিয়ে একে একে দেখি কী পেয়েছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মই বেয়ে উঠতে শুরু করল সোহানা।

হ্যাচ দিয়ে বাইরে বের হয়ে এসে নীচের লাশটার দিকে আরেকবার তাকাল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'ক্যাপ্টেন, কথা দিচ্ছি বাড়ি পৌঁছে দেবো তোমার খবর।'

সোহানা ততক্ষণে একটা লাইন ধরে সাবধানে হাঁটছে সাবমেরিনের পিঠের উপর, এগিয়ে যাচ্ছে তীরের দিকে। ও জায়গামতো পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর "গুপ্তধনগুলো" একে একে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। সবগুলো ঠিকমতোই লুফে নিল সোহানা।

কিছুক্ষণ পর ওর পাশে এসে দাঁড়াল রানা।

'প্রথমে কোন্‌টা খুলবে?' তর সইছে না সোহানার। ক্যানভাসের বস্তাটা তুলে ধরল একহাতে। 'এসো, এটাই খুলি। তুমি যখন ছুঁড়ে মেরেছিলে, লুফে নেয়ার সময় শুনলাম ভিতরে ঝনঝন করে উঠল কী যেন। কাঁচের কোনও কিছু হবে সম্ভবত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা।

বস্তাটা খুলল সোহানা। ভিতর থেকে বের করল কাঠের বাক্সটা। এটাতে ডালা আছে, কব্জা দিয়ে আটকানো আছে ওটা। কোনও কিছু লেখা নেই বাক্সের গায়ে। কোনও চিহ্নও নেই।

পিতলের হুক দেখা যাচ্ছে। ওটা খুলে ডালা তুলল সোহানা। ভিতরে কয়েক তা মোটা অয়েলস্কিন কাগজ। ওগুলো সরাল ও। সঙ্গে সঙ্গে ধক্ করে উঠল ওর বুকের ভিতরে।

টানা দশ সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সোহানা খোলা বাক্সটার দিকে। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তাকাল রানার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'এটা...এটা...কীভাবে সম্ভব?'

জবাব দিল না রানা। বাক্সের ভিতরে দেখা যাচ্ছে সবুজ রঙের একটা অবতল মদের-বোতল, ঝুঁকে তুলে নিল ওটা।

বোতলের ঠিক মাঝখানে পরিচিত একটা ছবি। অথবা কোনও প্রতীক।

বিচিত্র নকশাওয়ালা ডানা মেলে উড়ছে একটা মৌমাছি।

দশ

ভিক্সবার্গ হিল।

যেখান থেকে পাওয়ার বোট ভাড়া নিয়েছে সেখানে তিন "কমরেড"কে নিয়ে বসে আছে নিয়াযভ। মালিক তার প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছে "জেসন'স বেইট অ্যাণ্ড বোট"। স্থানীয়রা বলে এখান থেকেই মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের শুরু। কিন্তু যারা জলাভূমির

আরেকদিকে থাকে তাদের দাবি, জেসনের বাড়িটা সোয়াম্পের একেবারে শেষমাথায়।

নিস্তরঙ্গ জলাভূমিতে যেন সীমানা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেসনের "বেইট অ্যাণ্ড বোট"। পানির কিছু উপরে ঘাসে-ছাওয়া খয়েরি মাটি। গেল শীতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে কেমন ধূসর হয়ে গেছে ঘাসগুলো। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকটা ন্যাড়া গাছ মনে করিয়ে দিচ্ছে এখনও পুরোদমে শুরু হয়নি বসন্ত। পানিতে ভাসছে নিঃসঙ্গ জেটি, সঙ্গে পুরু কাঠের পাটাতন। তক্তাটার শেষ প্রান্ত নুয়ে পড়েছে রেলিং-দেয়া কাঠের-সিঁড়ির শেষ ধাপে।

এরপর পিচ-ঢালা রাস্তা। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে ভেঙেচুরে গেছে রাস্তাটা। এ-পাড়ে জেসনের একতলা বাড়ি। ছাদ টালি-করা, চিমনি পাথরের। বাড়ির বাইরে বাগানের মতো কিছু করার চেষ্টা করেছিল জেসন এককালে। এখন অযত্নে-অবহেলায় প্রায় জঙ্গল। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছ'-সাতটা চেয়ার পাতা। ওগুলোকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে দুটো ছাতা, কালের ছোবলে জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েও রোদ ঠেকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

একটা ছাতার নীচে চারটে চেয়ার দখল করে বসে আছে নিয়াযভ আর ওর তিন সঙ্গী। জলাভূমিতে "টহল" শেষ করে কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছে ওরা।

নিয়াযভ বলল, 'কপোত-কপোতী কোথায় উধাও হলো বুঝতে পারলাম না।'

ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলার বরিসভ বলল, 'আমার মনে হয় কোথাও উধাও হয়নি। ওই সোয়াম্পেই আছে। ওদের কাছ দিয়েই গেছি আমরা, কিন্তু ঠিক কোথায় আছে বুঝতে পারিনি।'

'আমরা এখন কী করবো, বস্?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন।

পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স আর লাইটার বের করল নিয়াযভ। সিগারেট ধরিয়ে হেলান দিল গার্ডেন চেয়ারে। মাথার উপরের নোংরা ছাতাটার দিকে তাকিয়ে একটানা ধোঁয়া গিলল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ পিঠ সোজা করে তাকাল সঙ্গীদের দিকে। বলল, 'কপোত-কপোতী আর যা-ই হোক সহজ প্রতিপক্ষ না।'

মাথা ঝাঁকাল বরিসভ। 'মানলাম। সহজ হলে আপনার কাছ থেকে রে হোগানকে ছিনিয়ে নিতে পারত না।'

'কাজেই এখন ওদের জন্য ফাঁদ পাততে হবে আমাদেরকে,' আধ-খাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিয়াযভ, কেন যেন স্বাদ পাচ্ছে না। 'এমন ফাঁদ, যেখানে ওদের ধরা পড়তেই হবে।'

'যেমন?' সরু চোখে তাকিয়ে আছে বরিসভ।

'আমরা চারজন। দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। পেত্রোভকে সঙ্গে রাখছি আমি। বরিসভ, তোমার সঙ্গে থাকবে গ্রিগোরিয়েভ।'

'কোথায় যাবো আমরা? আপনারাই বা যাচ্ছেন কোন্ জায়গায়?' জানতে চাইল বরিসভ।

'মোটরবোট নিয়ে আবার সোয়াম্পে যাবে তুমি আর গ্রিগোরিয়েভ। তন্নতন্ন করে খুঁজবে। কোনও ইঞ্জিনবোটের আওয়াজ পাওয়ামাত্র পিছু নেবে। সবচেয়ে ভালো হতো রানা-সোহানা যেখানে আছে তার কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে পারলে। তা হলে ওরা বের হওয়ামাত্র টুঁটি চেপে ধরা যেত।'

'কিন্তু ওরা কোথায় আছে জানবো কীভাবে?'

'সোয়াম্পে যারা মাছ ধরছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। মনে হয় না কেউ কিছু বলতে পারবে, তারপরও রুটিন চেক আর কী। কপাল ভালো হলে গুরুত্বপূর্ণ কোনও ইনফর্মেশন পেয়েও যেতে পারো।'

'আর আপনি, বস্? আপনি কী করবেন?'

'পেত্রোভকে নিয়ে আমি যাবো ওরা যে-হোটেলে আছে সেখানে। সুবিধাজনক কোনও জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকবো। যদি তোমাদের কবল থেকে কোনওভাবে বেঁচে যায়ও ওরা, আমাদের খপ্পরে পড়বেই। কারণ কল্পনাও করতে পারবে না, আমরা দু'জন ওঁৎ পেতে থাকতে পারি ওদের জন্য।'

'যদি আসলেই সোয়াম্পে পেয়ে যাই কপোত-কপোতীকে তা হলে কী করবো?' জিজ্ঞেস করল বরিসভ।

'পাকড়াও করার চেষ্টা করবে। ছোট্ট একটা ইনফর্মেশন জানা দরকার, তাই ওই দু'জনকে ধরতে হবে। এর বেশি কিছু না। আমাদের হাতে সময় কম, কাজেই সবাইকে মনে রাখতে হবে, ওদের কেউ গুরুতর আহত হলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবো। আবারও বলছি, শুধু ধরবে, দরকার হলে দু'-চারটে চড়-থাপড় দেবে। কিন্তু তার বেশি কিছু না।'

'আর কিছু, বস্?' উঠে দাঁড়িয়েছে বরিসভ।

'হ্যাঁ। কাল রাতে আমাকে একা পেয়েছিল দু'জনে। শুইয়ে দিয়েছে। ওরা, আসলে পুরুষ লোকটা মারতে জানে। এবং মারতে পারে। কাজেই হালকাভাবে নিয়ো না ওদেরকে।'

'কিন্তু বস্ একটা কথা,' চলে যেতে গিয়েও গেল না বরিসভ। 'ওরা যদি পিস্তল-রিভলভার কিছু বের করে তা হলে কী করবো?'

দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করল নিয়াযভ। 'আগ্নেয়াস্ত্র নেই ওদের কাছে।'

'আপনি শিওর?'

'এক শ' ভাগ।'

'এবার?' বাকরহিত রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

বোতলটা বাক্সে ভরল রানা। অয়েলস্কিন কাগজ দিয়ে যেভাবে

ঢেকে রাখা ছিল সেভাবে রাখল। বন্ধ করল ডালা। বাক্সটা ঢুকাল বস্তার ভিতরে। বলল, 'সাবমেরিনটা যেখানে যেভাবে আছে সেখানেই থাক। চলো ফিরে যাই আমরা।'

'কোথায়?'

'হোটেলে।'

'এই ব্যাগ আর বস্তা নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়ই। এত কষ্ট করে "গুপ্তধন" উদ্ধার করলাম, এগুলো কি ফেলে রেখে যেতে পারি?'

'কিন্তু রানা, আমার কিছু প্রশ্ন আছে। দুটো বোতলের গায়ে একই ছবি, তারমানে কোনও-না-কোনও যোগাযোগ আছে ওগুলোর মধ্যে। কী সেটা? এই উড়ন্ত মৌমাছির মানেই বা কী? আপাতদৃষ্টিতে' মনে হচ্ছে বোতল দুটো সাবমেরিনের ভিতরেই ছিল, তা হলে আলাদা হলো কী করে? আর সবচেয়ে বড় কথা, মৌমাছির ছবিওয়ালা মামুলি বোতলের জন্য হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কারা এবং কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এই প্রসঙ্গে আলোচনা করলে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। বোতলগুলোর ব্যাপারে এখনও কিছু জানি না আমরা। বুঝতে পারছি অনেক তথ্য যোগাড় করতে হবে।' মুচকি হাসল। 'এবার মনের মতো একটা কাজ পাবে অপি।'

হাসল সোহানাও। এগিয়ে গেল ওদের ডাফল ব্যাগগুলোর দিকে। রানাও এসেছে। দু'জনে মিলে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে।

কাজ করতে করতে বলল রানা, 'আমার একটা অনুমানের কথা বলতে পারি তোমাকে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানা, চেহারার উপর নেমে-আসা চুল সরাল ফুঁ দিয়ে।

'আমার মনে হয় কাটামুখ আসলে এই বোতলের পেছনে লাগেনি। বোতলটা কোত্থেকে এসেছে জানতে চাচ্ছিল হোগানের

কাছ থেকে, তারমানে হয়তো ওর টার্গেট ছিল সাবমেরিনটা খুঁজে বের করা।'

'কিন্তু সাবমেরিনের ভিতরে তেমন দামি কোনও কিছুই তো দেখলাম না।'

'হয়তো দেখেছি, কিন্তু আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। আসলে এ-বিষয়ে পড়াশোনা না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাবে না, সোহানা।'

সোহানার কাজ শেষ। নিজের ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'এবার কি ফিরছি আমরা? খিদে পেয়েছে আমার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো মোটর বোটটা নামাই পানিতে। আগেরবারের মতো কষ্ট করতে হবে না। কারণ এবার টেনে তুলবো না, ঠেলে নামাবো।'

হতাশ দৃষ্টিতে সামনের বিস্তীর্ণ জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আছে গ্রিগোরিয়েভ। দ্রুত বর্ধণক্ষম শ্যাওলা আর একজাতের লক্ষ লক্ষ ছোট পাতার কারণে কেমন সবুজ হয়ে আছে সোয়াম্পের পানি। কোথাও কোথাও ভাসছে গাছের ভাঙা ডাল অথবা মরা কাণ্ড। ভাসতে ভাসতে কোথাও হয়তো পাওয়া গেছে একটুখানি মাটি, আর সেখানেই গজিয়েছে আগাছার ঝোপ। যেখানে একফালি জমিন আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে বড় গাছের জঙ্গল। কোথাও কোথাও শত ডালপালাযুক্ত বিশালাকারের গাছ জলপথের দু'ধারে জন্মে আছে, একটার ডাল জড়াজড়ি করে আছে আরেকটার ডালের সঙ্গে, ফলে মাথার উপর তৈরি হয়েছে পাতার প্রাকৃতিক চাদর। কোনও কোনও আগাছার আড়ালে-আবডালে পাখিদের হুটোপুটি। কোনও কোনও ভাঙা ডালের সঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে কালচে সবুজ সাপ। ওগুলোর কোন্‌টা কতখানি বিষধর তা

ভাবতেও চাচ্ছে না গ্রিগোরিয়েভ।

ওকে ডেকে আনার জন্য মনে মনে দুষছে এখন সে নিয়াযভকে। লোকটাকে পছন্দ করে না গ্রিগোরিয়েভ। কারণ তিনটা। এক, সবার মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে চায় লোকটা। দুই, মাত্রা ছাড়া আত্মবিশ্বাস আছে তার। তিন, কখনও নিজের ভুল স্বীকার করে না, অথচ অন্য কেউ ভুল করলে এমন হম্বিতম্বি শুরু করে যে, দেখলে মনে হয় লেজে আগুন ধরে গেছে।

মাসুদ রানা নামের লোকটাকে ধরার জন্য একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠেছে সে। কারণ অনেক বছর পর গত রাতেই প্রথম বেদম পিটুনি খেয়েছে সে লোকটার হাতে। মার খেয়ে মগজের কিছু কোষ সম্ভবত অকার্যকর হয়ে গেছে, তাই ঠিক না বেঠিক যাচাই না করেই বরিসভ আর গ্রিগোরিয়েভকে পাঠিয়ে দিয়েছে জলাভূমিতে।

পাগল ছাড়া আর কেউ করবে এই কাজ, ভাবতে ভাবতে হাতেধরা লাঠি দিয়ে কাছের এক ঝোপে অকারণে বাড়ি মারল গ্রিগোরিয়েভ, ভয়ে চিৎকার করতে করতে হঠাৎ উড়াল দিল তিন-চারটে খয়েরী পাখি। কর্কশ আওয়াজ কানে লাগায় বিরক্তির দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল গ্রিগোরিয়েভ।

হোটেলের ধারেকাছে বসে থাকলেই কিন্তু হতো। রানা লোকটা তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ফিরতই কোনও-না-কোনও সময়, তখন ধরা যেত ওদেরকে। কিন্তু এই সহজ বুদ্ধিটা কেন এল না নিয়াযভের মাথায়, জানে না গ্রিগোরিয়েভ। ওর ইচ্ছা করছিল একবার বলে কথাটা, কিন্তু ইচ্ছা করে চেপে গেছে। যাদেরকে নিজের অধস্তন ভাবে নিয়াযভ, তাদের কেউ ওকে কোনও পরামর্শ দিলে সাংঘাতিক খেপে যায় লোকটা। যেমন গিয়েছিল গতবার।

ওই কাজটাও সহজ ছিল না। এক জনদরদী উঠতি নেতা নিয়াযভ অথবা সে যার নুন খায় তার মাথাব্যথার কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছিল, কাজেই ওই নেতার হাতে পরপারের টিকিট ধরিয়ে দেয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। গ্রিগোরিয়েভ দক্ষ হিটম্যান, দূরপাল্লার রাইফেলে ওর কাজে খুঁত ধরতে পারে না কেউ। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় অন্য জায়গায়। নিজের কাজ নিজে করতে পছন্দ করে গ্রিগোরিয়েভ, কোথায় কখন কীভাবে কাজ সারবে সে-ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে চায়। কিন্তু বাগড়া দেয় নিয়াযভ। বরাবরের মতো "সম্মানীর" ফিফটি পার্সেন্ট হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় দেদারসে উপদেশ ঢোকাতে শুরু করে গ্রিগোরিয়েভের মগজে। কিন্তু অত কথা শোনার মতো ধৈর্য ছিল না ওর। কাজেই এক কথায়-দু'কথায় ঝগড়া লেগে যায় নিয়াযভের সঙ্গে। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ওর গালে সজোরে চড় মেরে বসে নিয়াযভ। তাও আবার বরিসভের সামনে।

ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে বরিসভের দিকে তাকাল গ্রিগোরিয়েভ। দক্ষ হাতে পাওয়ার বোটের হুইল ধরে আছে লোকটা, যথেষ্ট দ্রুত গতিতে ছুটতে সক্ষম হলেও ধীর গতিতে চালাচ্ছে বোটটাকে, সতর্ক দৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে বার বার। তবে কোন্‌দিকে দেখছে তা ঠাহর করা যাচ্ছে না সানগ্লাসের কারণে। কখনও কখনও ব্যবহার করছে বিনকিউলার।

'মেজাজ খারাপ মনে হচ্ছে?' গ্রিগোরিয়েভকে তাকাতে দেখে জিজ্ঞেস করল বরিসভ।

'খারাপ হবে না?' মুখ বাঁকাল গ্রিগোরিয়েভ। 'আমাকে দিয়ে ধরে আনার কাজ হয়, বলো? তা-ও আবার এই বনেজঙ্গলে? একটা রাইফেল দাও, উঁচু কোনও বিল্ডিং-এর ছাদে গিয়ে চড়ি, যাকে খতম করতে হবে তাকে পরপারে পাঠাতে দশ সেকেণ্ডের বেশি যদি লাগে তা হলে আমার নামে কুত্তা পুষতে পারো। কিন্তু এসব কী? সাপখোপের আস্তানায় সেই সকাল থেকে ছুটে মরছি অচেনা এক লোক আর তার সঙ্গিনীকে পাকড়াও করার জন্য।

আবার দেখো কী ইচ্ছা আমাদের কর্তা সাহেবের—সঙ্গে পিস্তল-বন্দুক রাখা যাবে না। ওরা যদি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তা হলে আমরা কি দু'হাত উপরে তুলে ধেই ধেই করে নাচবো?'

'মিস্টার নিয়াযভ তো গ্যারাণ্টি দিয়েছেন আগ্নেয়াস্ত্র নেই রানা-সোহানার কাছে।'

ভেংচি কাটল গ্রিগোরিয়েভ। 'ওদের নাড়িনক্ষত্রের খবর এতই যদি রাখো তা হলে কাল রাতে ওভাবে মার খেলে কেন, বাছা?'

নিঃশব্দে হাসল বরিসভ। পাতলা কোট সরিয়ে বগলের কাছটা দেখাল। শোল্ডার হোলস্টারে শোভা পাচ্ছে একটা পয়েণ্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনাম।

চেহারা কালো হয়ে গেল গ্রিগোরিয়েভের। 'এর মানে কী? তোমাকে অনুমতি দিল অথচ আমাকে...'

'কে বলেছে অনুমতি দিয়েছে আমাকে? মিস্টার নিয়াযভকে কিছু না বলেই নিয়ে এসেছি। তাঁকে এত কথা জানানোর দরকার কী? যে-কাজ করি আমরা, তাতে নিজেদের পিঠ নিজেরা না বাঁচালে আরেকজন এসে বাঁচিয়ে দেবে না নিশ্চয়ই? চিন্তা কোরো না। আমার আরেক শোল্ডার হোলস্টারে আরেকটা ম্যাগনাম আছে। দরকার লাগলে তোমাকে দেবো ওটা।'

খুশি হলো গ্রিগোরিয়েভ কিন্তু তা প্রকাশ পেতে দিল না চেহারায়। বিনকিউলারটা নামিয়ে রেখেছিল বরিসভ, কী মনে হতে ওটা টেনে নিল। দূরে একটা খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে, জলজ উদ্ভিদ আর আগাছার কারণে প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে প্রবেশমুখ, বিনকিউলার চোখে তুলে তাকাল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরটা ঝাঁকি খেল, যেন হালকা একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে।

রোদেপোড়া চামড়ার লম্বা বলিষ্ঠ এক লোককে দেখা যাচ্ছে সেই খাঁড়িমুখের কাছে। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ঠেলে একটা

মোটর বোট পানিতে নামাচ্ছে সে। ওকে সাহায্য করছে অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। কাজ করতে করতে কথা বলছে দু'জনে, এত দূর থেকে শোনা না গেলেও বোঝা যায় খুনসুটি চলছে। বিশেষ করে মেয়েটা একটু পর পর হেসে কুটিপাটি হচ্ছে। মোটর বোটটা বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা এবং মালিক যে-রকম বর্ণনা দিয়েছিল নিয়াযভের কাছে হুবহু সে-রকম।

মুখ গোল করে মৃদু শিস বাজাল গ্রিগোরিয়েভ। চোখ থেকে বিনকিউলারটা সরিয়ে "ইউরেকা" জাতীয় দৃষ্টিতে তাকাল বরিসভের দিকে।

ওর সেই দৃষ্টির মানে বুঝতে সময় লাগল না বরিসভের। বোটের গতি আরও কমাল সে। হাত বাড়িয়ে নিল বিনকিউলারটা। যেদিকটা দেখেছে গ্রিগোরিয়েভ, তাকাল সেদিকে। টানা কয়েকটা মুহূর্ত দেখল। তারপর বিনকিউলারটা বলতে গেলে আছড়ে ফেলল বোটের মেঝেতে।

বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে সে। গতিপথ বদলে যাচ্ছে পাওয়ার বোটের। একইসঙ্গে থ্রটলে চাপ বাড়াচ্ছে, বাড়ছে বোটের গতি।

হুইল ঘোরানো শেষ হওয়ামাত্র আরেকটা কাজ করল বরিসভ। বাঁ দিকের শোল্ডার হোলস্টার থেকে অভ্যস্ত হাতে একটা লোডেড ম্যাগনাম বের করে বাড়িয়ে ধরল গ্রিগোরিয়েভের দিকে।

কৃতজ্ঞচিত্তে অস্ত্রটা নিল গ্রিগোরিয়েভ, খুশিতে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে গেছে।

মোটরবোটের পুরোটা তখনও নামেনি পানিতে। আধ মাইলের কিছু বেশি দূরে-থাকা পাওয়ার বোটটা রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দুপুরের রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠেছে কিছু একটা। না, পাওয়ার বোটের উইণ্ডস্ক্রীন না। বিনকিউলার, অনুমান করল রানা। খেয়াল

করল, তেড়েফুঁড়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে বোটটা। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা খালিহাতের নির্দেশনায় সমানে কী যেন বলছে একমাত্র সঙ্গীকে। দ্বিতীয় লোকটা যেন খেপে উঠেছে হঠাৎ। আগাছা, ভাসন্ত মরা কাণ্ড, নলখাগড়া—এগিয়ে আসার পথে সামনে যা পড়ছে হাতের লাঠি দিয়ে ধাক্কা মেরে সরাচ্ছে। বোঝা গেল প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকগুলোর কারণে ফুল স্পিড তুলতে পারছে না বোটটা।

তাড়াহুড়ো করার তাগিদ জাগল রানার ভিতরে। সোহানা ইতোমধ্যেই উঠে গেছে বোটে, এবার লাফিয়ে উঠে বসল ও। ইঞ্জিনের স্টার্টার কর্ডের দিকে হাত বাড়িয়েছিল সোহানা, ওকে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি সরে বসো। আমি চালাবো।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

চোখের ইশারায় দূরের পাওয়ার বোটটা দেখিয়ে দিল রানা। 'চিনতে পারছ?'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল সোহানা। তারপর মাথা নাড়ল।

'সকালে তাহলে শুধু কাটামুখকেই দেখেছিলে?' দু'-তিনবার টানার পর চালু হলো পুরনো ইঞ্জিন, ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়ে থ্রটলে চাপ বাড়াচ্ছে রানা আস্তে আস্তে, একইসঙ্গে হাল ঘুরিয়ে নিচ্ছে। 'ওর বোটটা দেখোনি?'

ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে আবারও পাওয়ার বোটটা দেখল সোহানা। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ ধরা পড়ে গেছি আমরা?'

'ধরা পড়ে গেছি, তা বলছি না। বলছি, ওরা দেখে ফেলেছে আমাদেরকে। এবং এখন ধরার জন্য পিছু ধাওয়া করছে।'

আবারও পিছনে তাকাল সোহানা। 'তোমার ভুল হচ্ছে না তো, রানা? এতদূর থেকে ঠিক চিনতে পেরেছ বোটটা? তা ছাড়া সকালে ওরা ছিল চারজন, এখন মাত্র দু'জনকে দেখা যাচ্ছে।'

'না, চিনতে ভুল হয়নি আমার।' থ্রটলে চাপ বাড়াচ্ছে রানা। জানে ধীরেসুস্থে করতে হবে কাজটা, কারণ পুরনো ইঞ্জিনের কাছ থেকে পূর্ণ গতি আদায় করতে হলে সময় দিতে হবে ওটাকে। 'আর চারজনের জায়গায় দু'জন কোনও ব্যাপার না। অন্য দু'জন হয়তো আমাদের হোটেল কামরায় বসে পেপসি খাচ্ছে।'

'ওরা তো...মনে হয় ধরে ফেলবে আমাদেরকে, রানা।'

'সে-সম্ভাবনাই বেশি। আমাদেরটা মোটর বোট। ইঞ্জিন কম শক্তিশালী, তা-ও আবার পুরনো। আর ওদেরটা পাওয়ার বোট। তৈরিই করা হয়েছে দ্রুত ছোটার জন্য। ইঞ্জিনও শক্তিশালী, বডিও অনেক মজবুত। তবে আপাতত একটা প্লাস পয়েন্ট আছে আমাদের।'

'কী?'

'পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখো এখন যে-জায়গায় আছে ওরা সেখান থেকে এ পর্যন্ত সিকি মাইল আগাছা আর নলখাগড়ার ছড়াছড়ি। ওগুলো সরিয়ে এগিয়ে আসতে সময় লাগবে ওদের। ততক্ষণে আশা করছি ফুল স্পিড তুলতে পারবো, দূরত্ব বাড়াতে পারবো।'

'ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে, রানা।'

জবাবে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু বলল না। মনোযোগ দিল সামনের দিকে। সবকিছুর আগে বোটের ফুল স্পিড তুলতে চাচ্ছে। একইসঙ্গে চিন্তার ঝড় বইছে ওর মাথায়।

ওদেরকে খুঁজে পেল কী করে রাশান লোকগুলো? সকালে এসেছিল, তারপর চলেও গেছে, নিজচোখে দেখেছে রানা। তারমানে চারজনের দলটা নিঃসন্দেহে ভাগ হয়ে গেছে দু'ভাগে। পাওয়ার বোটটা নিয়ে দু'জন ফিরে এসেছে জলাভূমিতে, বাকি দু'জন আছে অন্য কোথাও। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায়?

পাওয়ার বোটের আরোহীদেরকে দ্বিতীয়বার দেখার জন্য

তেমন কোনও তাগিদ অনুভব করছে না রানা এখনও, জানে যথেষ্ট দূরে আছে ওরা। ওদের ভারী ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ পেলেই বুঝতে পারবে কতটা কাছে এসে পড়েছে। কাটামুখ কি আছে ওই দু'জনের মধ্যে?

'সোহানা,' থ্রটলে চাপ আরও একটু বাড়িয়ে ডাকল রানা, 'বিনকিউলার দিয়ে দেখো তো ওই দু'জনের একজন কাটামুখ কি না।'

দেখল সোহানা। তারপর বলল, 'না।'

'ভালো।'

দু'-তিনবার যাতায়াত করেই জলাভূমিটা মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে রানার। এখন যে-দিকে এগোচ্ছে, সে-পথের কোথায় আগাছা, নলখাগড়া আর মরা কাণ্ড জড়াজড়ি করে আছে জানা আছে ওর। সেদিকে যেতে চায় না। আসলে ও চাচ্ছে মোটামুটি বাধাহীনভাবে এগোতে এবং কোনও খাঁড়িমুখের কাছ দিয়ে যেতে। জানে পুরনো ইঞ্জিনের এই মোটর বোট নিয়ে শত্রুর পাওয়ার বোটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালাতে পারবে না। কাজেই ধরা পড়তে না চাইলে ঝুঁকি নিতে হবে ওকে এবং ধোঁকা দিতে হবে।

কী ইন্সট্রাকশন আছে পিছনের লোকগুলোর উপর? ওরা কি রানা-সোহানাকে খুন করতে এসেছে? না, ধরতে? কাটামুখ আসলে লেগেছিল রে হোগানের পিছনে, একটা ইনফর্মেশনের জন্য। এখন রানা-সোহানাকে পাকড়াও করতে চাচ্ছে সে, হয়তো ভেবেছে কাজটা করতে পারলে হোগানের সন্ধান পাবে অথবা হোগান যদি কিছু বলে থাকে রানা-সোহানাকে তা হলে সে-তথ্য আদায় করতে পারবে।

পঁচিশ-ত্রিশ ফুট দূরে পানি ফুঁড়ে হঠাৎ মাথা তুলেছে ছোট্ট একটা চর, তাতে নলখাগড়ার জঙ্গল। হালটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ

ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাল রানা, কোনও মায়া দেখাল না ইঞ্জিনের ওপর। বিনা নোটিশে কাজটা করায় একদিকে কাত হয়ে গেল সোহানা, বিনকিউলারটা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে খামচে ধরল বোটের এক প্রান্ত। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে "চরটাকে" পাশ কাটাচ্ছে রানা।

হঠাৎ আওয়াজ বেড়ে গেছে ইঞ্জিনের, তীব্র গোঁ গোঁ শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড়। সে-আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল সোহানার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'রানা, ফুল স্পিড পেয়ে গেছে ওদের বোট। আগাছা আর নলখাগড়া পার হয়ে এসেছে।'

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

পাওয়ার বোটের যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত, রানাদের মোটর বোটটাকে উদ্দেশ্য করে সম্ভবত বলত: দেখ্ আমি কী জিনিস! মাত্র পনেরো-বিশ সেকেণ্ডেই টপ স্পিড পেয়ে গেছে। প্রচণ্ড গতির কারণে পানি দু'ভাগে ভাগ হয়ে সাদা রেখা তুলে বেরিয়ে যাচ্ছে বোটটার দু'দিক দিয়ে। উইণ্ডস্ক্রীনে পূর্ণ গতিতে চলছে ওয়াইপার, পানির ছিটা পরিষ্কার করে কাঁচ স্বচ্ছ রাখছে চালকের সুবিধার জন্য। ছিটাগুলো এত উপর পর্যন্ত উঠছে যে, চালকের সঙ্গী বলতে গেলে অদৃশ্যই হয়ে গেছে।

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। ডানে-বাঁয়ে বেশ কিছু খাঁড়িমুখ দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছা করলে ওগুলোর যে-কোনওটাতে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। এখানকার কোন্ খাঁড়ি কতটা প্রশস্ত, জলপথ কিছুদূর এগিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে কি না জানা নেই ওর। এগোতে গিয়ে ওরা আটকা পড়লে খুশিতে হাততালি দেবে পেছনের লোকগুলো।

'রানা,' চিৎকার করে উঠল সোহানা হঠাৎ, 'অনেক কাছে এসে গেছে ওরা। পিছনের লোকটা কী যেন করছে।'

সোহানার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, কড়াৎ করে একটা শব্দ

হলো পেছন থেকে।

গুলি করেছে পাওয়ার বোটের চালকের সঙ্গী। তবে ফাঁকা, আসলে ভয় দেখাতে চাচ্ছে রানা-সোহানাকে।

পনেরো-বিশ ফুট দূরে আবারও একটা চর। স্পিড একটুও না কমিয়ে আগেরবারের মতো আবারও হাল ঘুরিয়ে দিল রানা হঠাৎ, গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে নাক ঘুরে গেল মোটর বোটের। তবে এবার খোলাপানিতে থাকার চেয়ে চরের মাটি ঘেঁষে যাওয়ার প্রতি রানার আগ্রহ বেশি মনে হচ্ছে। এই চর আগেরটার চেয়ে অনেক চওড়া হলেও এখানকার নলখাগড়ার জঙ্গল তেমন একটা ঘন না।

চরটাকে প্রায় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বোটের নাক। কিন্তু খোলাপানির দিকে না গিয়ে বরং স্পিড কমাল রানা। আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাল সোহানা। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারল না বেশিক্ষণ। হাল ধরে আবারও মোচড় দিয়েছে রানা। তাল সামলাতে আরও একবার নৌকার একটা প্রান্ত আঁকড়ে ধরতে হলো সোহানাকে।

'কী করতে চাচ্ছ, রানা?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'জলদি এসো,' জবাব না দিয়ে জরুরি কণ্ঠে ডাকল রানা। 'হাল ধরো। এখন যে-গতিতে এগোচ্ছে বোট, আমি না বলা পর্যন্ত সেভাবেই থাকবে। চরটাকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় আবার মোচড় দেবে হালে। পুরো চরটাকে একটা চক্কর দিতে চাই আমি।'

উঠে দাঁড়াল সোহানা, কিন্তু বসে পড়তে বাধ্য হলো সঙ্গে সঙ্গে। আবার গুলি করা হয়েছে পেছন থেকে, পর পর দু'বার। এবার ফাঁকা না। মোটর বোটের ইঞ্জিন বরাবর করা হয়েছে গুলিটা। কিন্তু লাগেনি জায়গামতো। ওই জায়গার কাঠ গভীরভাবে চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট দুটো।

হাঁচড়েপাঁচড়ে আগে বাড়ল সোহানা। বুঝতে পারছে কোনও

একটা প্ল্যান আছে রানার মাথায়।

সোহানা বোটের হাল ধরামাত্র সরে গেল রানা। চরের নলখাগড়াগুলো বলতে গেলে ওর গা ছুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড দুলছে বোটটা। সামলানোর জন্য একদিকের প্রান্ত আঁকড়ে ধরতে হলো রানাকে। বোটের মাঝামাঝি চলে এল ও। হাঁটু দুটোকে কোনও খাঁজের সঙ্গে আটকিয়ে পজিশন নিতে যাবে, এমন সময় আবার গুলি করা হলো পাওয়ার বোট থেকে।

অনেক কাছে এসে পড়েছে ওটা। দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে আসছে চরের দিকে, চালক হয়তো শেষমুহূর্তে পাশ কাটাতে চায়। চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে ইঞ্জিনটা দেখে নিল রানা। একটু আগের বুলেটটা চুমু দিয়ে গেছে ওটার গায়ে। অনাকাঙ্ক্ষিত ওই আদরের ফলে আরও বেড়ে গেছে ইঞ্জিনের গোঙানি। প্রচণ্ড শব্দের কারণে রানার মনে হচ্ছে কালা হয়ে যাবে।

হাতের নাগালেই পড়ে আছে ওর ডাফল ব্যাগ। হাতড়ে ওটার ভিতর থেকে রিভলভারটা বের করল রানা।

গতরাতে কাটামুখকে পিটিয়ে অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছিল ও। হিসেবে ভুল না হলে ভিতরে অন্তত পাঁচটা বুলেট থাকার কথা। দেখা যাক।

অস্ত্রটা তুলল রানা, নিশানা করতে সময় নিল না। পর পর চারবার গুলি করল।

এত কাছ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে পাওয়ার বোটের উইণ্ডস্ক্রীন। চালক কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটেছে ঘটনাটা, পানির প্রচণ্ড ছিটা চোখেমুখে লাগায় আপনাথেকে মাথা নামিয়ে নিল সে।

রানার তৃতীয় বুলেটটা একটা ফুটো তৈরি করেছে পাওয়ার বোটের তলায়। চতুর্থ গুলিটা করেছিল ও ইঞ্জিন যেখানে থাকে সেদিকে নিশানা করে, কিন্তু বোটের দুর্দান্ত গতি দেখে বুঝল লক্ষ্য

ভ্রষ্ট হয়েছে।

এরপর যা ঘটল তা হয়তো শুধু সিনেমার পর্দাতেই দেখা যায়।

গতি সামলানোর কেউ নেই, তীরবেগে ছুটে এসে পাওয়ার বোটটা বাড়ি খেল চরের ভেজা আর ক্রমশ উঁচু পাড়ের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ওটার নাক উঠে গেল আকাশের দিকে। দেখলে যে-কেউ বলবে আকশে ওড়ার সাধ জেগেছে জলযানটার। রানা-সোহানা তখন একটা নলখাগড়ার ঝোপকে পাশ কাটাচ্ছে, শরীরের কিছুটা মাটিতে কিছুটা শূন্যে রেখে নলখাগড়া দুমড়েমুচড়ে পাওয়ার বোটটা বেরিয়ে গেল মোটর বোটের ফুট দুয়েক দূর দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরল রানা, রিভলভারের পঞ্চম ও শেষ গুলিটা করল পাওয়ার বোটের চালকের সঙ্গীকে নিশানা করে। চরের পাড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে জোরালো ঝাঁকুনিতে লোকটার ম্যাগনাম গায়েব হয়ে গেছে কোথায় যেন, কিন্তু সে আগে বোটের যে-জায়গায় ছিল সেখানেই আছে।

ওকে খুন করতে চায়নি রানা, তাই বুলেটটা লোকটার কাঁধের মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। ভয়াবহ আর্তচিৎকার ছাড়ল সে, চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে গেছে। ঠিক সে-সময় উড়ন্ত পাওয়ার বোট আছড়ে পড়ল পানিতে, জোরে ঝাঁকুনি লাগল। কোনও কিছু আঁকড়ে ধরার সুযোগও পেল না লোকটা, বোটের একদিকের প্রান্ত দিয়ে ছিটকে পড়ে গেল।

'সোহানা!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'ঠিক আছো?'

'আছি!' চেঁচিয়ে বলল সোহানাও।

'বাঁয়ে মোচড় কাটো! একটুও দয়া করবে না ইঞ্জিনের ওপর। চরটাকে ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আবারও মোচড় কাটবে

এবং একইসঙ্গে গতি কমাবে হঠাৎ করে। মনে রেখো পাওয়ার বোটের চালক অক্ষত আছে এখনও।'

রানার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, শোল্ডার হোলস্টারের আরেকটা ম্যাগনাম বের করে পর পর তিনবার গুলি করল বরিসভ। খুনের নেশা পেয়ে বসেছে ওকে। নিয়াযভের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর। 'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে নিয়াযভকে উদ্দেশ্য করে, 'এই তোর এক শ' ভাগ নিশ্চিত হওয়া? আগ্নেয়াস্ত্র নেই রানার কাছে, না?'

বরিসভের তিনটে গুলির প্রতিটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ওর গুলি চালানোর স্টাইল লক্ষ করে রানা বুঝে গেছে ওকে আর সোহানাকে খুন করতে চাচ্ছে লোকটা। আরও একবার চেঁচিয়ে উঠল ও, 'সোহানা, গতি কমাও! বাঁক নাও! জলদি!'

চরের একদিকের প্রান্ত ঘেঁষে মোটামুটি মধ্যম গতিতে বের হয়ে যাচ্ছে মোটর বোটটা এমন সময় আরেক দফা আশ্চর্য হতে হলো সোহানাকে। হঠাৎ ডাইভ দিয়েছে রানা। চোখের কোণ দিয়ে রানার উড়ন্ত শরীরটা দেখতে পেল ও। আর কিছু দেখতে পেল না, বলা ভালো, দেখার সুযোগ হলো না। কারণ পাওয়ার বোটের চালক আবার গুলি করতে শুরু করায় ঝট্ করে মাথা নামিয়ে নিতে হলো।

পর পর দু'বার গুলি করল বরিসভ, দু'বারই মিস্ করল। বন্দুকবাজিতে গ্রিগোরিয়েভের মতো দক্ষ না সে, বরং আনআর্মর্ড কমব্যাটে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু হতচ্ছাড়া এই জলাভূমিতে সে-সুযোগ মিলল কই?

পাওয়ার বোটটা কিছুদূর গিয়ে নিজেই থেমে গেছে নাকি থামিয়ে দেয়া হয়েছে বুঝতে পারছে না রানা। কিন্তু চালক যে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে একের পর এক গুলি চালাচ্ছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। লোকটার হাত পাকা না, অন্তত এত দূরত্বে না।

ভারী ম্যাগনাম থাকার পরও পাঁচবার গুলি করে রানা-সোহানার কাউকেই ঘায়েল করতে পারেনি।

চরের একদিকের পাড়ে, ভেজা মাটিতে, নলখাগড়ার একটা ঝোপের উপর এসে পড়েছে রানা। উড়ন্ত অবস্থাতেই পকেট থেকে বের করেছে ল্যুগারটা, ইউ.এম. থার্টি ফোর মল্‌শ্‌ থেকে যেটা পেয়েছে। রিভলভারের বুলেট শেষ, কাজেই এবার ল্যুগারটাই ওর ভরসা। প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এতগুলো বছর পর ঠিকমতো কাজ করবে কি না অস্ত্রটা। ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে, ভাবল রানা।

ইচ্ছা করেই মোটর বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও। পাওয়ার বোটের চালক হয় দেখেছে ওর ডাইভ, অথবা দেখেনি। যদি দেখে থাকে তা হলে রানা যেখানে আছে সেদিকে নিশানা করে গুলি করবে। ফলে সোহানার অক্ষত বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর না দেখে থাকলে মোটর বোটটাই হবে লোকটার নিশানা। সেক্ষেত্রে ম্যাগনামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে গুলি করার মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যাবে রানা, তা-ও আবার সুবিধাজনক পজিশনে থেকে।

সময় নিচ্ছে পাওয়ার বোটের লোকটা। ম্যাগনাম লোড করছে বোধহয়। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। মাটিতে বুক ঘষে সরে এল আরেকটু বাঁয়ে। যেখানে পড়েছিল সেখানে নলখাগড়ার আড়াল তেমন একটা ঘন না। বরং এখন যে-জায়গায় হাজির হয়েছে, পাড়ের ভেজা মাটির কাছে, সেখানে নলখাগড়া বেশ ঘন। আবার ইচ্ছা করলেই মাথা তুলে দেখে নেয়া যাচ্ছে স্থির হয়ে-থাকা পাওয়ার বোটটাকে।

লোড করা শেষ হলো লোকটার। মাথা তুলল সে। নলখাগড়ার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে যাচ্ছে মোটর বোট, ওটাকে নিশানা করল। তার মানে রানাকে ডাইভ দিতে দেখেনি।

কোনও কারণে যদি গুলি লাগে সোহানার গায়ে...আরও একবার তাড়াহুড়ো করার তাগিদ অনুভব করল রানা। ল্যুগারটা তুলে নিশানা করেই টানতে শুরু করল ট্রিগার।

এত বছর আগের আগ্নেয়াস্ত্র, অথচ মেকানিযম একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। রানার প্রথম গুলিতে বরিসভের ম্যাগনাম উধাও হলো, দ্বিতীয় গুলিতে চিৎকার করে উঠে কব্জি চেপে ধরল সে, তৃতীয় গুলিতে চরকির মতো পাক খেয়ে পড়ে গেল সে বোটের ভিতরে।

আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল রানা, লোকটাকে মারতে চায়নি। তৃতীয় বুলেটটা লোকটার বুকের বাঁ দিকে লেগেছে। সম্ভবত মরণ ছিলই বদমাশটার কপালে।

ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল রানা। ল্যুগারটা ভরল পকেটে। মুখের কাছে দু'হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে ডাকল সোহানাকে, বোটের গতি কমিয়ে ফিরে আসতে বলল।

এগারো

জেসন'স বেইট অ্যাণ্ড বোট।

পিচ-ঢালা রাস্তাটাকে উদাস দৃষ্টিতে দেখছে সোহানা। আর চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়েছে রানা; দু'হাত মাথার পিছনে দিয়ে তাকিয়ে আছে মাথার উপরের ছাতাটার দিকে। মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে জেসনের কারখানাটার দিকে।

শুধু বোট ভাড়াই দেয় না জেসন, পুরনো বা ক্ষতিগ্রস্ত বোট

মেরামতও করে। এমনকী কেউ অর্ডার করলে চাহিদামাফিক বানিয়েও দেয়। এই এলাকায় অন্য কেউ এই ব্যবসা করে না, তাই কারখানার ব্যস্ততা দেখলে বোঝা যায় দিন ভালোই যাচ্ছে ওর।

কারখানা থেকে একটু দূরে ছোট্ট একটা কফিশপও চালু করেছে সে বুদ্ধি করে। মূলত তার শ্রমিকদের নাস্তাপানির কথা ভেবে করেছে সে কাজটা, চালানোর দায়িত্ব দিয়েছে ওর স্ত্রীর উপর। বোট ভাড়া নিয়ে সোয়াম্পে কেউ গেলে জিরানোর জন্য রাস্তার পাশে ছাতার নীচে বসেই, তখন কিছু-না-কিছু কেনে ওই কফিশপ থেকে। যেমন রানা-সোহানা নিয়েছে আগুনগরম দু'কাপ কালো কফি।

কারখানার উপর থেকে মনোযোগ সরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা?'

'জানি না,' মৃদু গলায় বলল সোহানা। 'আমি আসলে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছি না। প্রথমে ভাঙা একটা বোতল, তাতে মৌমাছির ছবি। তারপর রে হোগান। কিডন্যাপার—কুৎসিত একটা কাটামুখ। সাবমেরিন, তার ভিতরে প্রায় মমি হয়ে-যাওয়া একটা লাশ। আবারও বোতল। সবশেষে আমাদেরকে ধরার জন্য পাগলপারা দুই রাশান। যাদের সম্ভবত একজন এতক্ষণে মারা গেছে তোমার গুলি খেয়ে।'

'জান বাঁচানোর জন্য করতে হয়েছে কাজটা, সোহানা। তা না হলে আমাদের দু'জনকেই মরতে হতো।'

'আচ্ছা রানা, কী মনে হয় তোমার? ওরা কি আমাদেরকে খুন করার জন্যই গিয়েছিল?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'মনে হয় না।'

'কেন?'

'আমাদেরকে মারার জন্য গেলে সে-রকম প্রস্তুতি নিয়েই যেত। যেমন দূরপাল্লার রাইফেল রাখত সঙ্গে। স্বীকার করছি প্রথমে ফায়ার করতে শুরু করেছিল ওরাই, কিন্তু নিশানা করে গুলি করেনি। ফাঁকা গুলি করছিল। আমাদেরকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আমার মনে হয় আমি যখন গুলি করে পাওয়ার বোটের উইণ্ডস্ক্রীণ চুরমার করে দিই তখন ঘাবড়ে যায় ওরা। ইচ্ছা করলে ফিরে যেতে পারত কিন্তু তা না করে দু'জনই চড়াও হয় আমাদের ওপর। কেন, বলতে পারবো না। হয় ঘাবড়ে গেছে, অথবা তাদেরকে এমন কোনও ইনফর্মেশন দেয়া হয়েছে যা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় প্রচণ্ড খেপে গেছে।'

'বাকি দু'জনের কী খবর? বিশেষ করে কাটামুখ, ওই ব্যাটা গেল কই?'

নিজের কফি কাপের দিকে তাকাল রানা। ধোঁয়া উড়ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। 'আমার মনে হয় ওরা দু'জন আমাদের হোটেলের আশপাশে কোথাও লুকিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'বলো কী!'

'আমি হলে তা-ই করতাম। সকালে বোটে চড়ে চারজনই গিয়েছিল জলাভূমিতে। বেশ কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে বুঝে যায় এত বড় সোয়াম্পে শত শত খাঁড়ির মধ্যে আমাদেরকে খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব। তখন ফিরতি পথ ধরে। ওদেরকে চলে আসতে দেখেছি আমি। যা-হোক, পরে হয়তো আলোচনা করে স্ট্রাটেজি বদল করে ওরা। দু'জন করে দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল বোট নিয়ে আবার যায় সোয়াম্পে। আরেকদল, আমার অনুমান, আমাদের হোটেলের কাছেপিঠে আছে। বোট নিয়ে যারা গিয়েছিল তারা যদি কোনও কারণে ব্যর্থ হয়, কাটামুখ ধরেই নিয়েছে তার আরেক চামচাকে নিয়ে আমাদেরকে কাবু করতে

পারবে।'

'কিন্তু...আমরা কোন্ হোটেলে উঠেছি জানল কীভাবে?'

'কীভাবে জানল বলতে পারবো না। কিন্তু আমার ইনটুইশন বলছে জানতে পেরেছে। আর ধরো আমার অনুমান ভুল। তারপরও সাবধান থাকতে তো অসুবিধা নেই, নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তা হলে আমাদের স্ট্রাটেজি কী এখন?'

'একসঙ্গে হোটেলে না ফেরা।'

পিঠ সোজা হয়ে গেল সোহানার। 'রানা, তুমি কিন্তু...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'একসঙ্গে না ফেরা বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি একসঙ্গে না থাকা।'

'এতে লাভ কী হবে?'

'আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পাবে বলে আশা করে থাকবে ওরা, সেই আশার গুড়ে বালি পড়বে। আশাহত অবস্থায় আমার মোকাবেলা করতে হবে ওদেরকে, তুমি কোথায় গেছ কী করছ ইত্যাদি চিন্তা খেলা করতে থাকবে ওদের মাথায়, ফলে সতর্কতায় ঢিল পড়বে। সুযোগটা কাজে লাগাতে চাই আমি।'

'আর যদি না লাগাতে পারো? তুমি ধরেই নিয়েছ হোটেলে মাত্র দু'জন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে, যদি তার চেয়ে বেশি হয়?'

প্যান্টের পকেটে দু'বার চাপড় দিল রানা। 'তোমার সব যদির উত্তর এখানে আছে।'

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সোহানা, তারপর বলল, 'তার মানে আমরা আলাদা আলাদাভাবে হোটেলে যাবো?'

'তা-ই করা উচিত। শোনো, এখান থেকে একটা রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে হোটেলের দিকে। এ-পথে গেলে সময় লাগে কম। এটা ধরে আমি যাবো। ধরলে প্রথমে আমাকে ধরুক ওরা।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সোহানা, আবার হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'ভুলে যাচ্ছ আমার পকেটে একটা ল্যুগার আছে, এক্সট্রা ম্যাগাজিন আছে। কাজেই দৃশ্যপটে তোমার আগে আমার আবির্ভাব জরুরি।'

কথাটা ঠিক, তাই দ্বিমত করল না সোহানা।

'আমার সঙ্গে কিছুদূর যাবে তুমি। তারপর বাঁয়ে একটা রাস্তা গেছে, ওটা ধরে ঘুরপথে হাজির হবে হোটেলে। বেশি না, জোরে হাঁটলে আমার চেয়ে আট-দশ মিনিট পর হোটেলে হাজির হতে পারবে।'

'ঠিক আছে,' কফির কাপটা সামনে টেনে নিল সোহানা। 'যদি দু'জনই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার ওপর? যদি আমি পৌঁছানোর আগেই ওরা কাবু করে ফেলে তোমাকে?'

'তা হলে স্বীকার করে নেবো আনআর্মর্ড কমব্যাটের অনেক কিছু শেখা এখনও বাকি আছে আমার।'

দূর থেকে হোটেলটা দেখা যাচ্ছে। হাঁটার গতি ধীর করল রানা।

কাটামুখ তার চ্যালাকে নিয়ে কোথায় অপেক্ষা করছে? কোথায় অপেক্ষা করতে পারে?

হোটেলে রুমের ভিতরে? উঁহুঁ, সে সম্ভাবনা কম। রানা-সোহানা কখন ফিরতে পারে জানে না ওরা। সেক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা রুমের ভিতের কাটিয়ে দেয়া কষ্টকর হয়ে যাবে ওদের জন্য। তা ছাড়া ঘরটা গোছগাছ করে রাখার কথা রুম-সার্ভিসের, ওদের কেউ ভিতরে ঢুকলে কাটামুখ বা তার সঙ্গীর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

হোটেল লবিতে? নাহ্, লোকজন আসা-যাওয়া করে ওই জায়গা দিয়ে, যারা রুম ভাড়া নিয়েছে তাদের অতিথিরা অপেক্ষা করে, এ-রকম একটা জায়গায় ধরপাকড়ের মতো কাজ করবে না

কাটামুখ।

তা হলে কোথায়?

হোটেল থেকে সামান্য দূরে ছোট্ট একটা নয়নাভিরাম লেক। তার একধারে, হোটেলের রাস্তার সঙ্গে কয়েকটা বেঞ্চ পাতা। দু'-একটা বাদে বাকি বেঞ্চগুলোয় লোক বসে আছে। একটা বেঞ্চে বসে আছে শুধু একজন, মুখের সামনে পত্রিকা মেলে ধরে আছে।

থমকে দাঁড়াল রানা, সন্দেহ জেগেছে মনে। এই সময়ে পত্রিকা?

খেয়াল করল রানা, যত না পড়ছে, তার চেয়ে বেশি পড়ার ভান করছে লোকটা। একটু পর পর পত্রিকা সরিয়ে তাকাচ্ছে হোটেলের দিকে। দূর থেকে রানাকে দেখতে পেয়ে বন্ধ হলো লোকটার পত্রিকা পড়া, ওটা ভাঁজ করে বেঞ্চের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। এবার সোজা হেঁটে আসছে রানার দিকে।

কাটামুখ না, তার চ্যালা।

প্রশ্ন হলো, নাটের গুরু গেল কই?

ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা। লোকটাকে দেখতে পেল সঙ্গে সঙ্গে। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে রানার দিকে। ডান হাতে মুঠো করে ধরে আছে কী যেন। সম্ভবত ছুরি, ফলাটা ভাঁজ-করা।

মনে মনে হাসল রানা। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ও সে-জায়গা প্রায় নির্জন। ওকে তা হলে এখানেই "পাকড়াও" করতে চাইছে কাটামুখ ও তার চ্যালা?

কাটামুখকে তো চেনা আছে আগেই, ওর সঙ্গীকে দেখল রানা একনজর। ছ'ফুট চার ইঞ্চির কম হবে না। হাঁটছে আর তালে তালে এদিক-ওদিক ঝাঁকাচ্ছে মাথা। একইসঙ্গে নাড়াচ্ছে দু'কাঁধ—অ্যাকশনে যাওয়ার আগে প্রস্তুত করে নিচ্ছে পেশিগুলোকে। বার বার মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে। চেহারা আর

চালচলন দেখলেই বোঝা যায় পেশাদার বক্সার ছিল কোনও একসময়।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। সোহানার আসতে আরও কয়েক মিনিট দেরি আছে। যা করার একাই করবে ও, ছুঁচো মেরে যদি হাত গন্ধ করতে হয় তা হলে নিজেই করবে, সোহানাকে জড়াবে না এসবের মধ্যে। আর দরকার হলে প্রথমে হামলা করবে ও-ই। প্রতিপক্ষকে সুযোগ না দেয়াই তো ভাল ।

ফুট পাঁচেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে কাটামুখ। রানাকে দেখিয়ে দেখিয়ে টেনে বের করল ছুরির ফলা, সময় নিল। আসলে চাইছে বক্সার যাতে এসে যোগ দিতে পারে ওর সঙ্গে।

বক্সার এল। কাটামুখের সঙ্গে রানাকে যদি এক রেখার কল্পনা করা হয়, তা হলে সে দাঁড়িয়ে গেল একটা সমকোণ তৈরি করে, পাঁচ ফুটের মতো দূরত্ব রেখে। ঘাড়টা শেষবারের মতো ঝাঁকিয়ে বাঁ পা আগে বাড়িয়ে পজিশন নিল। দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে, উঠে গেছে কোমরের কাছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। কেউ দেখলে বলবে ঘটনার আকস্মিকতায় নড়তে ভুলে গেছে যেন। আসলে চাচ্ছে আর দু'-এক কদম আগে বাড়ুক বক্সার।

কিন্তু বক্সার না, ছুরিটা কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরে এক কদম আগে বাড়ল কাটামুখ। 'একজন ইয়াং লেডি ছিল আপনার সঙ্গে, মিস্টার রানা,' লোকটার ঠোঁটের কোণে নিঃশব্দ বীভৎস হাসি, উচ্চারণে কড়া রাশান টান, 'তাকে দেখছি না যে?'

'লেডির খোঁজ করছ কেন?' চোখের কোনা দিয়ে দেখছে রানা কতটা কাছে এসেছে বক্সার, 'যেভাবে ছুরি বাগিয়ে এগোচ্ছ, দেখলে যে-কেউ বলবে তুমি একটা জেন্টসকিলার, লেডিকিলার না। কাজেই...' কথা শেষ না করে ছোট্ট একটা লাফ দিল ও, এত দ্রুত যে, একইসঙ্গে চমকে উঠল কাটামুখ আর বক্সার।

লাফিয়ে এসে পড়েছে রানা বক্সার অর্থাৎ পেত্রোভের নাগালের মধ্যে, আসলে এটা একটা ফাঁদ। পেয়েছি, ভেবে বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে বিরাশি সিক্কার নিখুঁত একটা পাঞ্চ হাঁকাল পেত্রোভ, বাঁ-হাতি বক্সার ভাবতেই পারেনি এত সহজে নক-আউট করতে পারবে রানাকে। কিন্তু লোকটা কী করতে পারে অনুমান করে নিয়েছিল রানা, তাই পেত্রোভের বাম হাতটা নড়ে উঠতে দেখেই বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে নিচু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথার ছ'ইঞ্চি উপর দিয়ে চলে গেল একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড়।

মুহূর্তের মধ্যে নড়ে উঠল রানা। বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়েই ছিল, ডান পা দিয়ে সজোরে সাইড কিক মারল পেত্রোভের সামনে বাড়ানো ডান হাঁটুতে। ব্যালেন্স আনতে দেরি হলো মাত্র এক সেকেণ্ড, তারপরই প্রজাপতির মতো উড়াল দিয়ে চলে গেল রানা কাটামুখের ছুরির আওতায়, এটাও একটা ফাঁদ।

রানাকে এত দ্রুত মুভ করতে দেখে থমকে গিয়েছিল নিয়াযভ, লাফিয়ে এসে ওর মুখোমুখি হাজির হতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা তুলল উপরে, একপোচে গলাটা দুফাঁক করে দিয়ে রানার ভবলীলা সাঙ্গ করার ইচ্ছা আছে মনে হয়।

দু'হাতে গুণচিহ্নের মতো তৈরি করে ঠেকাল রানা আঘাতটা নিয়াযভের কব্জির কাছে, সঙ্গে সঙ্গে ডান হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড গুঁতো মারল নিয়াযভের তলপেটে। ফুসফুসের সব বাতাস মুখ দিয়ে বের করে দিয়ে ছিটকে পড়ল নিয়াযভ ছ'-সাত হাত দূরে, ছুরিটা আপনাআপনি খসে গেছে হাত থেকে।

এদিকে সার্কাসের ভাঁড়ের মতো ল্যাংচাচ্ছে পেত্রোভ, ডান হাত দিয়ে হাঁটু ডলতে ডলতে এগিয়ে আসছে "ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে" সাহায্য করার জন্য। রাশান ভাষায় অবোধ্য কিছু শব্দ উচ্চারণ করছে যার মানে বুঝতে হলে রাশান জানতে হয়

না। লোকটাকে দু'কদম এগিয়ে আসার সুযোগ দিল রানা, তারপরই অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এক পাক ঘুরে হাঁকাল লাথি। ওর ডান বুটের গোড়ালি সজোরে আছড়ে পড়ল পেত্রোভের নাকের উপর, আরেকটা সাইডকিক। তরুণাস্থি ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল, একইসঙ্গে থেমে গেল লোকটার বিশুদ্ধ উচ্চারণে অশ্লীল রাশান গালি। পঁচানব্বই কেজি ওজনের শরীরটা সশব্দে আছড়ে পড়ল রাস্তায়।

এসব দেখার সময় নেই রানার, হিসেব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাইছে ও। পেত্রোভকে লাথি মেরেই এগিয়ে গেছে নিয়াযভের কাছে। উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা ততক্ষণে, মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে, টলছে অল্প অল্প। ডান হাত মুঠো করল রানা, জায়গামতো হাজির হয়ে বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে প্রচণ্ড একটা নক আউট ঝাড়ল নিয়ায়ভের নাক-মুখের ওপর। ঠোঁট দুটো থেঁতলে গেল, নাকের দুই ফুটো দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে শুরু করল। ধরাশায়ী হয়েছে লোকটা, ওকে উঠে দাঁড়ানো অথবা সরে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে ওর কপালের পাশে প্রচণ্ড লাথি মারল রানা বুটের ডগা দিয়ে। দুর্বল জায়গায় মোক্ষম আঘাত, রানা জানে অন্তত এক ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে থাকবে কাটামুখ।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও বক্সারের দিকে। যেভাবে পড়ে ছিল সেভাবেই পড়ে আছে লোকটা, এরও ভাঙা নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে। যেন রক্ত ঝরানো প্রতিযোগিতায় নেমেছে দু'জন, দেখতে চায় কে ফার্স্ট হয়। জ্ঞান হারায়নি, কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর মতো অবস্থাও নেই ওর।

মারামারি করার সময় খেয়াল করেনি, এবার দেখল রানা কৌতূহলী কয়েকজন লোক নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে। একজন দরদ দেখানোর জন্য বলল, 'ঠিক আছো তো, ভায়া?'

হাত ঝেড়ে ময়লা পরিষ্কার করার অভিনয় করল রানা। প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভুল লোককে জিজ্ঞেস করা হয়ে গেল না?'

'হয়েছিল কী?'

'কী আর? ছিনতাই করতে চাইছিল।'

'পুলিশ ডাকবো?'

জবাব দেয়ার আগে দূরের রাস্তাটার দিকে তাকাল রানা। ছুটতে ছুটতে আসছে সোহানা, বুঝতে পেরেছে কিছু একটা হয়েছে হোটেলের সামনে।

হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা। হাঁটতেই হাঁটতেই বলল, 'পুলিশ? ডাকতে পারো। কিন্তু আগেই বলে রাখি আমি সে-সব ঝামেলায় নেই। চলে যাচ্ছি। পুলিশ যদি ডাকো তা হলে তাদেরকে সামলানোর দায়িত্বও তোমাদেরকেই নিতে হবে।'

ঘণ্টা পাঁচেক পর নরফোক বিমানবন্দরে হাজির হলো ওরা। সেখান থেকে সোজা ক্যালিফোর্নিয়ার সোলানা বীচে। এখানে রানার ব্যক্তিগত অ্যাপার্টমেন্ট আছে। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, সোহেল এবং এ-রকম অতি ঘনিষ্ঠ দু'-চারজন ছাড়া এটার কথা জানে না কেউ।

চল্লিশ তলা ভবনের ত্রিশ তলায় অ্যাপার্টমেন্টটা কিনেছে রানা। তারপর মনের মতো করে বানিয়ে নিয়েছে। বিলাসের কোনও উপকরণই বাদ দেয়নি। এটা আয়তনে তিন হাজার বর্গফুট। পর্যাপ্ত দরজা-জানালা আছে, তাই আলো-বাতাসের অভাব নেই। প্রতিটা বেডরুমের সঙ্গে বড়সড় ব্যালকনি।

মাস্টার বেডের সঙ্গের ব্যালকনিটা সাগরমুখী। এখানে দুটো বেঁটে পামগাছ ছায়া দিচ্ছে হাতলওয়ালা কয়েকটা চেয়ারের পায়ের কাছে। সুগন্ধী ফুলওয়ালা ছোট ছোট ফার্ণ আছে। বুক ভরে দম

নিলে ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকালে দেখা যায় ডেল মার পয়েন্ট আর সাগরের সুনীল জলরাশি। দেখা যায় বিলাসবহুল হোটেল-মোটেলের সারি। ভেজা বালির টুকরো টুকরো সৈকতও চোখে পড়ে। সেখানে সীলের মতো আয়েশী ভঙ্গিতে রোদ পোহাচ্ছে আধা উলঙ্গ নর-নারী। গায়ে সান লোশন লাগাচ্ছে করছে কেউ কেউ। কেউ আবার দাপাদাপি করছে সাগরের তিনফুটী ঢেউয়ে।

ঘরে ঢুকে সঙ্গের জিনিসগুলো জায়গামতো গুছিয়ে রাখল রানা। তারপর কাপড় ছেড়ে সেগুলো ঢুকিয়ে দিল ওয়াশিংমেশিনে। বাথরুমে চলে এল এরপর। শাওয়ার ছেড়ে ঠাণ্ডা পানির নীচে দাঁড়িয়ে থাকল টানা দশ মিনিট। গোসল সেরে গা না মুছেই বাইরে এল। ঘরের আর বারান্দার দরজা বন্ধ কি না দেখে নিয়ে বাইশে দিয়ে চালু করে দিল এসি। মেহগনি কাঠের কুচকুচে কালো আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখল কিছুক্ষণ। ড্রেসিং টেবিল থেকে চিরুনি নিয়ে ব্যাকব্রাশ করে নিল চুলগুলো। আলমারি থেকে ইলাস্টিক লাগানো একটা পাজামা বের করে পরল। সোহানার কোনও সাড়াশব্দ নেই। পাশের ঘরের বাথরুমে আছে, ভাবল রানা, গোসল করছে। বেরোতে সময় লাগবে।

রানার গায়ে লেগে-থাকা পানির ফোঁটাগুলো এসির ঠাণ্ডায় বরফের টুকরোয় পরিণত হয়েছে যেন। আবেশে বুঁজে আসতে চাচ্ছে চোখ। খাটে শুয়ে পড়ল রানা। চিৎ হয়ে পড়ে থেকে বন্ধ করল দু'চোখ। আস্তে আস্তে ঢিল করে দিল হাত-পা, তারপর সারা গায়ের মাংসপেশী। শবাসন।

মিনিট দশেক পর যখন চোখ খুলল তখন সোহানা দাঁড়িয়ে আছে খাটের পাশে। পরনে গোলাপি বাথরোব। ভেজা চুলগুলো লেপ্টে আছে ঘাড়ে, কাঁধে। একদৃষ্টিতে দেখছে রানাকে।

রানা বলল, 'চলো ডিনার সেরে নিই। তারপর স্টাডিরুমে

বসবো। হাতে প্রচুর কাজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সোহানা। হাসল মিষ্টি করে। 'তোমার ঘর, তোমার বাড়ি। আমি মেহমান। কাজেই কী খাওয়াবে তুমিই ঠিক করো। রান্নাবান্না করতে হলেও কিন্তু তোমাকেই করতে হবে। আমি যাই, একটু সাজুগুজু করি।'

রানা জানে ফ্রিজে কী আছে। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করে নিলেই হবে। তেমন কঠিন কোনও কাজ না।

মিনিট বিশেক পর ডাইনিং টেবিলে বসে ডিনার সেরে নিল দু'জনে নিঃশব্দে। এঁটো থালাবাসনগুলো ধোওয়ার কাজে রানাকে সাহায্য করল সোহানা। তারপর স্টাডিরুমে এসে ঢুকল দুজনে।

পর্দা সরিয়ে জানালা খুলে দিল রানা। বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে। মায়াবি আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরো সোলানা বীচ। সমুদ্রের বুক থেকে ছুটে এসে ঘরের ভিতরে মাতামাতি করছে বসন্তের বাতাস। পিছু হটে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল রানা। ডেস্কের ওধারে আরেকটা চেয়ারে বসে আছে সোহানা।

সাবমেরিন থেকে পাওয়া কালো চামড়ার ব্যাগটা টেনে নিল রানা। ভিতর থেকে বের করল জার্নাল দুটো। একটা জার্নাল ঠেলে দিল সোহানার দিকে। আরেকটার পাতা ওল্টাতে লাগল নিজে। কিছুক্ষণ পর বলে উঠল, 'হতভাগ্য ওই লোকটার নাম এগন বল্ডেউইন।'

সোহানা বলল, 'আমার হাতের এটা মনে হয় কোনও ডায়রি। সম্ভবত এগন নিজেই লিখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের কিছু বর্ণনা আছে। আমি জার্মান ভালো বুঝি না। ঠিকমতো পড়তে পারছি না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা, নিজের ল্যাপটপটা নিয়ে এসে ডেস্কের উপর রেখে চালু করল। বিশেষ সফটওয়্যার আছে ওর কাছে, তা ছাড়া গুগলে "ট্রান্সলেশন" সুবিধাও আছে। ওগুলো

এবং নিজের জার্মান বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মোটামুটি অনেক কিছুই জানা গেল লোকটার সম্পর্কে।

আধ ঘণ্টা পর মুখ তুলে তাকাল সোহানার দিকে। 'তোমার ওই ডায়রিটা আসলে যতটা না ডায়রি তারচেয়ে বেশি উইল। এগন তার শেষ ইচ্ছাগুলো লিখেছে এখানে। আর আমার এই জার্নাল, সাবমেরিনটার শেষ দিনগুলোর দলিল। ও, ভালো কথা। সাবমেরিনটার একটা নাম উল্লেখ করেছে এগন।'

'কী?'

'ইউ.এম. থার্টি ফোর।'

'অদ্ভুত নাম তো!'

'কিন্তু নামটার মানে আছে। ইউ.এম. মানে হলো আণ্ডারওয়াটার মল্‌শ্।'

'আর থার্টি ফোর?'

'যতদূর বুঝতে পারছি এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি চৌত্রিশতম মল্‌শ্। শোনো, আমি লগবুকটা নিচ্ছি আবার। তুমি ডায়রিটা নাও, আমার ল্যাপটপও। দেখো আরও কিছু জানতে পারো কি না। মৌমাছির ছবিওয়ালা মদের বোতলগুলো দেখতে সামান্য হলেও আসলে সামান্য না। এগুলোর পেছনে বড় কিছু আছে। এবং যে-কোনওভাবেই হোক ইউ.এম. থার্টি ফোরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওই বোতলগুলোর। সেটা কী বুঝতে হলে আগে জানতে হবে কেন মেরিল্যাণ্ড নদীর খাঁড়িতে আটকা পড়েছিল সাবমেরিনটা। জানতে হবে কে এই এগন বল্ডেউইন। ইউনিফর্ম আর র‍্যাঙ্কের পিছনের মানুষটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। আরেকটা কাজ করবো। সাবমেরিনের ভিতরে যে-বোতলটা পেয়েছি, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ওটার বেশ কিছু ছবি তুলবো। ছবিগুলো ক্যামেরা থেকে ল্যাপটপে নিয়ে মেইল করে দেবো অপির কাছে। দেখা যাক কী জানাতে পারে আমার

সেইফহাউসের গবেষক।'

ইন্টারনেটের ভিডিও কনফারেন্সিং-এ যখন উদয় হলো অপি তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় বাজছে রাত এগারোটা।

কাজে ডুবে ছিল রানা, খুক করে কেশে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোহানা। বলল, 'অপি এসেছে।'

চোখ পিটপিট করল রানা।

ল্যাপটপটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সোহানা। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসল রানার পাশে।

ল্যাপটপের বিল্টইন ক্যামেরা দিয়ে সোহানাকে দেখতে পেয়ে হাসল অপি। কিন্তু কোনও মন্তব্য না করে সরাসরি চলে গেল কাজের কথায়, 'মাসুদ ভাই, ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে আপনার।'

ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'যেমন?'

'আপনি বলেছেন বোতলের গায়ে কোনও লেখা নেই। আসলে আছে। প্রথম কথা মৌমাছির ছবিটা আছে একটা লেবেলে, আর লেবেলটা সাঁটানো আছে বোতলের গায়ে। ওই লেবেলের নীচের দিকে লম্বা একটা কালো দাগ। খালিচোখে দেখলে দাগ বলেই মনে হয় ওটাকে। কিন্তু দাগটা আসলে একটা লেখা। একটা ফরাসি বাক্য। যুম করে দেখে নিশ্চিত হয়েছি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, নিজের উপর কিছুটা বিরক্ত হয়েছে। 'এখন বলো, আমার বন্ধুর ওয়েবসাইটে যে-ছবি আছে আর তোমাকে যে-ছবিগুলো পাঠিয়েছি ওগুলো কি এক?'

'সে-রকমই মনে হচ্ছে আমার,' জবাব দিল অপি।

'মৌমাছির এই প্রতীকের মানে কী?'

'এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'গুড। কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। আজ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবো আমি।'

ভিডিওচ্যাটিং থেকে বিদায় নিল অপি।

'আচ্ছা, রানা,' মুখ খুলল সোহানা, 'দুটো বোতলই কি সাবমেরিনের ভিতরে ছিল? কোনও কারণে আলাদা হয়ে গেছে?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না এখনই। তবে সাবমেরিনের ভিতরে থাকলে আরেকটা ধাঁধা এসে হাজির হয় সামনে। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে এন্ট্রি হ্যাচের ঢাকনা খুলতে হয়েছে আমাকে। সে-ক্ষেত্রে বোতলটা বাইরে এল কীভাবে? অন্যটার সঙ্গে ভিতরে থাকারই কি কথা ছিল না?'

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আরেকটা কথা। এমন কী জড়িত আছে বোতলগুলোর সঙ্গে যে আমাদের; বলা ভালো রে হোগানের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেল?'

'বলতে পারবো না, সোহানা,' মাথা নাড়ল রানা। 'এগুলো ছাড়াও আরও কতগুলো প্রশ্ন আর কিন্তু আছে আমাদের সামনে।'

'যেমন?'

'যেমন ইউ.এম. থার্টি ফোরের ব্যাপারে কী করা যায়? এগনকে নিয়েই বা কী করবো?'

'ফোন করে জানাবে কোস্ট গার্ডদের অফিসে?' সোহানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

'জানাবো। তবে ফোনটা আমি করবো না, আমার হয়ে অন্য কেউ করবে।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'রানা, কোনও হাঙ্গামা হবে না তো আবার?'

'কীসের হাঙ্গামা?'

'সবাই প্রথমেই জানতে চাইবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বছর পর আমেরিকায় কী করছে একটা জার্মান সাবমেরিন।'

'এবং উত্তরটা পেতেও দেরি হবে না ওদের। ওটা যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই আমেরিকায় গিয়ে আটকা পড়েছিল, আশা করি

সে-কথা তাড়াতাড়িই জানতে পারবে ওরা।'

'যদি এফ.বি.আই. অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটি হাজির হয়? এমনকী সি.আই.এ.-ও নাক গলাতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে বলে মনে হয় না। ওই সাবমেরিনের সঙ্গে আমাদেরকে জড়াতে পারবে কেউ? কোনও প্রমাণ আছে? বেশি হলে জেসন'স বেইট অ্যাণ্ড বোটে খোঁজ করতে পারে ওরা। কিন্তু ওরা আমাদের কাছে একটা মোটর বোট ভাড়া দিয়েছে, আমরা কোথায় গেছি না গেছি, কী করেছি না করেছি, নিশ্চয়ই সে-খবর রাখেনি। ঠিক না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানার কথায় সায় জানাল সোহানা।

'তবে একটা কথা,' বলে চলল রানা। 'সাবমেরিনটা যেখানে আছে সে-জায়গা এখন একটা আর্কিওলজিকাল সাইট। কারও অনুমতি না নিয়ে সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি আমরা। প্রাচীন মিশরের কাহিনি জানো নিশ্চয়ই? মৃত রাজাদের কবর খুঁড়ে দামি জিনিস হাতিয়ে নিত চোরের দল। আমাদের কাজটাও হয়ে গেছে সে-রকম। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি।'

'তা হলে কী করবে এখন?'

'এগনের জিনিসগুলোর ব্যাপারে কিছু করা যায়।'

'যেমন?'

'ওর যোগ্য উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করে তার হাতে তুলে দিতে পারি লগবুক আর ডায়রিটা।'

ডায়রিটা টেনে নিয়ে সেটার গায়ে কিছুক্ষণ হাত বুলাল সোহানা। তারপর বলল, 'তোমার ল্যাপটপটা দাও আবার। আরও কিছুক্ষণ পড়াশোনা করি ডায়রিটা নিয়ে।'

ল্যাপটপটা সোহানাকে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা। অনেকক্ষণ একটানা বসে থাকার কারণে ব্যথা করছে ঘাড় আর

কোমর। হালকা কিছু এক্সারসাইয সেরে নিল ও। সোহানাকে একা রেখে চলে এল মাস্টার বেডরুমে।

এসি বন্ধ করার কথা খেয়াল ছিল না। ঘরটা যেন উত্তরমেরুতে পরিণত হয়েছে। রিমোট চেপে ওটা বন্ধ করল রানা। এগিয়ে গিয়ে ঠেলে সরাল বারান্দার দরজা। বাতাসের দাপট এড়ানোর জন্য দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ধরাল একটা সিগারেট। তারপর চলে এল বারান্দায়। একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ডান হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, বাঁ হাতটা ভাঁজ করে রেখেছে মাথার নীচে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রাতের মেঘহীন আকাশের দিকে। সেখানে লক্ষ তারার ঝিকিমিকি।

সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রানা। কিছুক্ষণ পর উঠল। চলে এল ডাইনিংরুমে। ফ্রিজ থেকে জুসের বোতল বের করল, দুটো গ্লাস নিল। তারপর গিয়ে বসল স্টাডিরুমে।

'এগনের বউ-বাচ্চা ছিল,' ডায়রির পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল সোহানা।

'নাম কী?' জানতে চাইল রানা।

'ড্যানিয়েলা আর স্তেফান।'

'কোথায় থাকত জানা গেছে?'

'ডুসেলডর্ফের বাইরে, আন্সবার্গে।'

'তারমানে ওখানে গেলে ওই পরিবারের কাউকে-না-কাউকে পাওয়া যেতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তুমি কি লগবুকটা নিয়ে বসছ আবার?'

'হ্যাঁ, বসতে হবে। লগবুক ধরে একটা ম্যাপ বানাতে চাই আমি।'

'কীসের ম্যাপ?'

'সাবমেরিনটা কোত্থেকে রওনা হয়ে কোথায় কোথায়

গিয়েছিল। ও, একটা কথা বলা হয়নি তোমাকে। ওটা কিন্তু একটা অক্সিলারি মাদার শিপের সঙ্গে যুক্ত ছিল।'

'মাদার শিপ?'

'হ্যাঁ। জাহাজটার নাম লুকাস।'

'লুকাস?'

'আমার মনে হয় এটা আসল নাম না। সাংকেতিক নাম।'

ছোট করে শিস দিল সোহানা, মাথা নাড়ছে। 'সাংকেতিক নাম। হারানো সাবমেরিন। রহস্যময় মদের-বোতল। আমাদের এবারের ছুটিটা একটা সাসপেন্স নভেল হয়ে যাচ্ছে, রানা।'

'খারাপ লাগছে তোমার?'

হাসল সোহানা। 'একটুও না। আচ্ছা, কাজের কথায় যাই। ডায়রির একটা জায়গায় দাগ দিয়ে রেখেছি। পড়ার সময় ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে আমার কাছে। শোনাচ্ছি তোমাকে।' বিশেষ ওই পাতাটা বের করে পড়তে লাগল, '...আজ মিকি আমাকে চমৎকার দু'বোতল মদ দিয়েছে। কিনেছিল তিন বোতল। দুটো নিয়ে এসেছে আমার জন্য। দেয়ার সময় বলল, মিশন শেষ হলে এগুলো দিয়ে সেলিব্রেট করবো আমরা।'

'মিকি?' রানার ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'নামটা কি আমাদের পরিচিত?'

'না...মনে হয় না। আমি কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছি না। ডায়রির আগে কোথাও নামটা আছে হয়তো, আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। এবার আরেকটা লাইন শোনো।' চিহ্ন দিয়ে-রাখা আরেকটা পাতা বের করল সোহানা। 'মিকি বলেছে আমার নাকি দু'বোতল মদ পাওয়া উচিত। কারণ আমার কাজটা বেশি কঠিন।' চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'কী এই কাজ?'

'জানি না। ওই জলাভূমিতে একটা বোতল পেল কীভাবে হোগান তা-ও বুঝতে পারছি না।'

ল্যাপটপের টাস্কবারে মিনিমাইয করে-রাখা একটা উইণ্ডো জ্বলছে-নিভছে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এ এসেছে অপি।

উইণ্ডোটা ম্যাক্সিমাইয করল সোহানা। 'কী খবর?'

'প্রথম কথা,' নাকের উপর নেমে-আসা চশমা ঠেলে উপরের দিকে তুলে দিল অপি, 'ওই মৌমাছিটার মানে কী, এখন পর্যন্ত বের করতে পারিনি আমি। সরি।'

'ঠিক আছে। চেষ্টা চালিয়ে যাও। একসময় জানতে পারবেই। আর কিছু?'

'বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বোতলটার অনেকগুলো ছবি তুলে আমার কাছে পাঠিয়েছেন মাসুদ ভাই। সময় নিয়ে সবগুলো ছবি দেখেছি আমি। আমার মনে হচ্ছে বোতলের কাঁচ খুব পুরু, সহজে ভাঙবে না। লেবেলটাও অন্যরকম। পাতলা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী চামড়ার। আঠা দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে বোতলের গায়ে। লেবেলের মার্কিংগুলো "এচিং" করে, মানে সুই আর অ্যাসিডের সাহায্যে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ-কাজে ব্যবহার করা হয়েছে একজাতের বিরল কালি।'

'মৌমাছির নীচের লেখাটার ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পেরেছি। ওটা একটা ফরাসি বাক্যাংশ। ইংরেজি করলে যার মানে হয় "কাস্টোমারি মেযারমেন্ট"।'

'কাস্টোমারি মেযারমেন্ট?' চেয়ারটা আরেকটু টেনে বসল সোহানা।

'হ্যাঁ,' বলছে অপি, 'এটা পরিমাপের একটা পদ্ধতি। কম করে হলেও একশ' পঞ্চাশ বছর আগে এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়েছে। আরেকটা কথা। ওই বাক্যাংশের পাশে আরেকটা শব্দ পেয়েছি।'

'কী?'

'ডেমিস। মানে এক পাইন্ট বা ষোলো আউন্স।'

'কিন্তু...' সোহানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, 'ওই সাইজের একটা বোতলে কি অতখানি মদ ধরবে?'

'শিওর না,' বলল অপি। 'বেশিরভাগ জায়গায় ঝাপসা হয়ে গেছে কালি। ছবিটার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে সময় লাগবে। আচ্ছা, লেবেলের উপরে ডানদিকে দুটো অক্ষর আছে, দেখেছেন?'

'দেখেছি,' বলল রানা। 'নীচে ডানদিকে একটা সংখ্যাও আছে। খুবই ছোট করে লেখা। সহজে চোখে পড়ে না।'

হাসল অপি। 'ঠিকই বলেছেন। সহজে চোখে পড়ে না।'

'কী?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'এক আর নয়।'

'মানে উনিশ? অর্থাৎ উনিশ শ' উনিশ সাল?'

'না,' মাথা নাড়ছে অপি, 'আঠারো শ' উনিশ। আর অক্ষর দুটো হচ্ছে এইচ এবং এ।'

'কারও ইনিশিয়াল?' বলল রানা।

সুইভেল চেয়ারে হেলান দিল অপি। চশমাটা খুলে নামিয়ে রাখল। 'জানি না...মানে আমি নিশ্চিত না। আরও সময় লাগবে আমার। আরও বই-টই ঘাঁটতে হবে। ইন্টারনেটে সার্চ করতে হবে। তবে...'

'তবে?'

সোজা হয়ে বসল অপি। 'ওই ইনিশিয়ালের ব্যাপারে একটা অনুমান আছে আমার।'

'যেমন?'

'আবারও বলছি, এটা নিছক অনুমান। কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই আমার কাছে। যতদূর মনে হয়, এইচ মানে হেনরি এবং এ মানে আরখামবল্ট।'

'হেনরি আরখামবল্ট?' ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কে লোকটা?'

স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপি। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রধান ইনোলজিস্ট।'

'ইনোলজিস্ট? মানে...'

'মদ প্রস্তুতকারক,' সোহানার কথা কেড়ে নিয়েছে রানা। 'তারমানে...'

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই,' এবার রানার কথা কেড়ে নিল অপি, 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টের হারিয়ে-যাওয়া মদভাণ্ডারের একটা বোতল পেয়ে গেছেন আপনারা।'

বারো

খারসোনেসাস কলোনি।

পাখিটা হঠাৎ উড়াল দিল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। দ্রুত গতিতে উড়ছে ওটা। পাগলের মতো ডানা ঝাপ্টাচ্ছে সকালের বাতাসে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ইভান সিদোরভ। চাচ্ছে আরও দূরে চলে যাক পাখিটা। একসময় ঝট্ করে শটগান তুলল সে কাঁধে। নিশানা করে টান দিল ট্রিগারে। শূন্যেই দু'বার গোত্তা খেল পাখিটা। ডানা ঝাপ্টাতে পারছে না আর। এক্ষুনি আছড়ে পড়বে মাটিতে।

'চমৎকার নিশানা,' নিয়াযভের কণ্ঠে অকৃত্রিম প্রশংসা। সিদোরভের থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

'যা!' চোস্ত ফার্সিতে চিৎকার করে উঠল সিদোরভ।

ওর পায়ের কাছে বসে ছিল দুটো শিকারি কুকুর, কথাটা শোনামাত্র লাফিয়ে উঠে ছুট লাগাল আছড়ে-পড়া পাখিটার উদ্দেশে। সিদোরভের সামনে পড়ে আছে কম করে হলেও বারোটা পাখির লাশ। সবগুলোকে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে কুকুর দুটো।

লাথি মেরে একটা মরা পাখি কয়েক ফুট দূরে ফেলল সিদোরভ। 'এসব আর ভালো লাগে না আমার। কিন্তু না করেও উপায় নেই। এতে দুটো উপকার। এক, আমার নিশানা ঠিক থাকে। দুই, কুকুরগুলোর ব্যায়াম হয়। মেলিখান, এই শিকারের ব্যাপারটা কেমন লাগে তোমার?'

নিয়াযভের কয়েক ফুট পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মেলিখান। মাথা কাত করে রেখেছে, সিদোরভের প্রশ্নটার কী জবাব দেবে ভাবছে সম্ভবত। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ব্যাপারটা নির্ভর করে কী শিকার করছি তার ওপর।'

'ভালো,' শুনে মনে হলো মেলিখানের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে সিদোরভ।

একসময় রাশান ইন্টিলিজেন্সে একসঙ্গে চাকরি করেছে নিয়াযভ আর মেলিখান। নিয়াযভ ছিল কমাণ্ডার আর মেলিখান এক্সিকিউটিভ অফিসার। এখন ওদের দু'জনকেই এককথায় বলা যায় মার্সেনারি—যে বেশি পয়সা দেয় তার হয়ে কাজ করে। সিদোরভের হয়ে বারো বছর ধরে কাজ করছে নিয়াযভ, চার বছর ধরে করছে মেলিখান। অন্যেরা পারিশ্রমিক যা দিত, তার দ্বিগুণ দিয়েছে সিদোরভ সবসময়। তাই নিয়াযভ আর মেলিখান, মরা পাখিটাকে নিয়ে খাবলাখাবলি করতে করতে ছুটে-আসা কুকুর দুটোর মতোই সিদোরভের পোষা হয়ে গেছে। দু'জনের, বিশেষ করে নিয়াযভের ব্যাংক ব্যালেন্স ঈর্ষণীয়।

এই প্রথমবারের মতো কোনও অ্যাসাইনমেণ্টে ব্যর্থ হয়েছে সে। নাগালে পেয়েও ধরতে পারেনি রানা-সোহানাকে। উল্টো নাজেহাল হতে হয়েছে। চারজনে মিলে কাবু করতে পারেনি "সামান্য" দুই "অ্যাণ্টিক হাণ্টারকে"।

খবরটা শোনার পর পরই ক্রাইমিয়ান পেনিনস্যুলায় নিজের ভ্যাকেশন হাউসে নিয়াযভ আর মেলিখানকে ডেকে পাঠিয়েছে সিদোরভ। গতকাল বিকেলে এসে পৌঁছেছে দু'জনই, কিন্তু এখন পর্যন্ত রানা-সোহানার ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি সিদোরভ। এবং ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে বিশেষ করে নিয়াযভকে।

ব্যক্তিগতভাবে কাউকেই ভয় পায় না সে। শুধু সিদোরভেরই না, আরও অনেকের হয়ে ভাড়া খেটেছে সে এবং প্রতিটিবার নিজের বিচারবুদ্ধি আর দক্ষতায় পরাজিত করেছে প্রতিপক্ষকে। দিন যত গেছে, অভিজ্ঞতার পাল্লা ভারী হওয়ার পাশাপাশি নিজের উপর নিয়াযভের আস্থা বেড়েছে ততই। নিজেকে নিয়ে গর্বও করে সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সিদোরভের সামনে এলে কেন যেন ওর বিপুল অভিজ্ঞতা, গভীর আস্থাবোধ ও আত্মগর্বের সবই ম্লান হয়ে যায়। এই লোকটাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না সে। কখনোই উল্টোপাল্টা কিছু করেনি সিদোরভ, তারপরও মনে হয় এই বুঝি কী অঘটন ঘটিয়ে বসল।

লোকটা আসলে হাঙরের মতো, আজ সকালে আবারও ভেবেছে নিয়াযভ। মসৃণ গতিতে সাঁতার কাটে। মনে হয় কিছুই দেখে না অথচ সবকিছুই খেয়াল করে। এবং মুহূর্তের মধ্যে হামলা করে।

নিয়াযভের সামরিক-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুই চোখ তাই বার বার দেখছে সিদোরভের শটগানটা। দেখছে এবং নিশ্চিন্ত হচ্ছে আগুন উগলানোর আগে ওর দিকে তাক করা হয়নি অস্ত্রটা। এ যেন

সাগরে নেমে অনেকদূর চলে-আসা কোনও সাঁতারুর অবস্থা। যে-লোক আশপাশে একটা হাঙরের উপস্থিতি টের পাচ্ছে শুধু পৃষ্ঠপাখনা দেখে। তাই সাঁতার কাটা থামিয়ে ভাসছে। পাখনাটা যেদিকে দেখা যায় সেদিকেই ঘাড় ঘুরাচ্ছে বার বার। সৈকতে ফেরারও উপায় নেই বেচারার।

তুর্কমেনিস্তানের সেই যুবক সিদোরভের ব্যাপারে কমবেশি জানে নিয়াযভ। পাখিগুলোকে যেভাবে মারছে লোকটা, শত শত রাশান সৈন্যকে সেইভাবে খুন করেছে জানার পরও ওর নুন খেয়েছে এবং খাচ্ছে নিয়াযভ লোভের বশে—মানুষটা মুক্তহস্তে টাকা দেয়। তা ছাড়া যুদ্ধ যুদ্ধই। এটা একটা খেলা—মরণখেলা। এর নিয়ম হচ্ছে বাঁচতে চাইলে মারো। কাজেই যে সৈনিকের বাঁচার ইচ্ছা বেশি, যে সৈনিক কৌশল জানে বেশি, সাদা কথা, জিতবে সে-ই। সিদোরভের বেলায় নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

'হাতে ভালো একটা বন্দুক থাকলে...' নিয়াযভকে চমকে দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল সিদোরভ, 'ভালো নিশানা করা মোটেই কঠিন কিছু না।' ব্রীচ খুলে খালি শেল বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। শটগানটাকে আদর করল কিছুক্ষণ। 'এর স্রষ্টা অস্ট্রিয়ার এক বিখ্যাত বন্দুকনির্মাতা। নাম হ্যাম ব্রুশ। নিয়াযভ, বলো তো এটার বয়স কত হতে পারে?'

'ধারণা নেই,' মাথা নাড়ল নিয়াযভ।

'একশ' আশি বছর। শুনেছি অটো ফন বিসমার্ক এককালে ব্যবহার করেছেন এই শটগান।'

'কথাটা...আগে বলেননি কখনও।'

'বলিনি?' হাসল সিদোরভ, শটগানের নলটা কাঁধে ফেলে ট্রিগার আর বাঁট আঁকড়ে ধরেছে। 'এসো আমার সঙ্গে। দু'জনই।' উঁচু ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে হাঁটতে শুরু করল সে। ওদের সাড়া পেয়ে একটা-দুটো পাখি উড়াল দিলেই শটগান তাক করছে, গুলি

করছে। মাঝেমধ্যে থেমে দাঁড়াচ্ছে, কী যেন শুনছে কান পেতে, আপনমনে হাসছে। একসময় হঠাৎ করে বলল, 'ওদেরকে ধরতে পারোনি বলে তোমাকে দোষ দিই না আমি, নিয়াযভ।'

কথাটা আচমকা বলা হয়েছে, তাই বুঝতে সময় লাগল নিয়াযভের। 'কাদের কথা বলছেন? ওহ্—রানা-সোহানা?'

মাথা ঝাঁকাল সিদোরভ। 'ওদের ব্যাপারে অল্পবিস্তর খোঁজখবর নিয়েছি আমি।'

সচকিত হয়ে ওঠার মতো কথা। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে সিদোরভের দিকে তাকাল নিয়াযভ। 'কী জানতে পারলেন?'

'জানতে পারলাম রানা শখের ট্রেজার হাণ্টার না। সে একজন পেশাদার গোয়েন্দা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রানা এজেন্সি নামে শাখা আছে ওর প্রতিষ্ঠানের। যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে ব্যবসা চালাচ্ছে লোকটা। আর সোহানা নামের মেয়েটা ওর বউ না, বান্ধবী।'

চোখাচোখি হলো নিয়াযভ আর মেলিখানের মধ্যে।

'সে-জন্যই বলেছি,' বলে চলল সিদোরভ, 'ওদেরকে ধরতে না পারার জন্য তোমাকে দোষ দিই না আমি। কিন্তু তার মানে এই না, তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি অবশ্যই দোষী। তোমার অপরাধ, প্রতিপক্ষকে খুব হালকাভাবে নিয়ে ফেলেছ। সব অ্যাসাইনমেণ্টে জিততে জিততে অতি-আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে তোমার ভিতরে, নিয়াযভ। যারা সারাক্ষণ বিপদ নিয়ে খেলা করে তাদেরকে মোকাবিলা করার আগে আরেকটু ভাবা উচিত ছিল তোমার।'

'প্রথম কথা,' নিজের সাফাই গাইতে শুরু করল নিয়াযভ, 'রানা-সোহানা যে গোয়েন্দা সেটা জানতাম না আমি। দ্বিতীয় কথা, আরেকটা সুযোগ দিন আমাকে, ওই দু'জনকে যদি হাত-পা বেঁধে আপনার সামনে হাজির না করেছি তো আমার নাম নিয়াযভ না।'

"বাদ দাও" ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিদোরভ। প্রসঙ্গ বদল করে বলল, 'ওই বোতলগুলো আমার দরকার, জানো?'

'না।'

'আসলে ওই বোতলগুলোও আমার দরকার না, ওগুলো কোত্থেকে এসেছে তা-ও জানতে চাই না। তারপরও ওগুলো আমার চাই। কারণ ওগুলোতে একটা সূত্র আছে। সে-সূত্রের সমাধান করতে পারলে...' নিয়াযভের দিকে তাকিয়ে হাসল সিদোরভ। 'বুঝতেই পারছ কিছু একটা পাওয়া যাবে, যা অন্তত আমার জন্য খুবই দামি। আচ্ছা নিয়াযভ, নেপোলিয়নের সম্বন্ধে কী জানো?'

'বেশি কিছু না।'

'আমি অনেক কিছু জানি। লোকটাকে নিয়ে লেখা বেশ কিছু বই পড়েছি। আমার কী মনে হয় জানো? মনে হয়, নেপোলিয়ন আসলে ধূর্ত প্রকৃতির একটা মানুষ। যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু তাঁর মাথায় ছিল না। তাঁর মনে দয়া-মায়ারও অভাব ছিল। তবে বেশিরভাগ বইয়ের লেখক একটা বিষয়ে একমত—যুদ্ধ কীভাবে করতে হয় তা ভালোই জানতেন নেপোলিয়ন। কিন্তু আমার বিবেচনায় নেপোলিয়নের সবচেয়ে বড় গুণ কোন্‌টা জানো?'

চুপ করে আছে নিয়াযভ।

'দূরদৃষ্টি,' বলে চলল সিদোরভ। 'আজ থেকে পাঁচ বছর পরে কী হবে তা অনুমান করতে পারতেন নেপোলিয়ন। হেনরি আরখামবল্ট নামের একটা লোককে পদোন্নতি দিয়ে নিজের প্রধান মদনির্মাতা বানান তিনি। আদেশ দেন বিশেষ একজাতের মদ বানাতে এবং ওই মদ বিশেষ একজাতের বোতলে ভরতে। আমার মনে হয় তখন কিছু একটা খেলা করছিল তাঁর মাথায়। যুদ্ধ আর রাজনীতির বাইরে অন্য কিছু দেখতে পেয়েছিলেন তিনি যা হয়তো বাকিদের নজর এড়িয়ে গেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুর্ভাগ্যের কাছে

পরাজিত হতে হয় তাঁকে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে, মৃদু হাসল। 'একটা কথা আছে: কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ।'

আবারও সিদোরভের দিকে তাকাল নিয়াযভ। 'বুঝতে পারলাম না।'

'তুমি যে বুঝতে পারবে না তা আগেই জানা আছে আমার, হেঁটে কিছুটা দূরে চলে গেল সিদোরভ, নাম ধরে নিজের কুকুরগুলোকে ডাকছে। হঠাৎ করেই ঘুরল সে। মুখোমুখি হলো নিয়াযভের। 'কত বছর যেন হলো আমার হয়ে কাজ করছ তুমি?'

'বারো।'

'ভালো কাজ করেছ এতদিন, স্বীকার করতেই হবে আমাকে।'

সামান্য মাথা ঝাঁকাল নিয়াযভ। বিনয় করে বলল, 'আমার কাজে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে আমি খুশি।'

'ভালো,' হাসল সিদোরভ, সেই হাসিতে প্রাণ নেই। 'রানা-সোহানার জন্য ফাঁদ পেতেছিলে, উল্টো তোমাকেই ফাঁদে ফেলে পালিয়েছে ওরা। এই ব্যর্থতার জন্য তোমাকে দোষ দিই না আমি, বলেছি আগেও। কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে, নিয়াযভ, আরেকবার যদি সুযোগ দিই তোমাকে তা হলে ব্যর্থ হবে না।'

'কথা দিলাম।'

'শুধু মুখে বললে চলবে না,' সিদোরভের দু'চোখে খেলা করছে কৌতুক। 'আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হবে কাজটা।'

'আনুষ্ঠানিকভাবে মানে?'

'এটাও বোঝো না? সংসদসদস্যদেরকে কখনও দেখোনি কীভাবে হাত তুলে শপথ করে?'

ডান হাতটা কাঁধ পর্যন্ত তুলল নিয়াযভ। 'আমি শপথ করছি...'

মুহূর্তের মধ্যে নড়ে উঠল সিদোরভ। শটগানের নল নেমে গেছে ওর কাঁধ থেকে, ওই জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে বাঁট। কী ঘটছে,

নিয়াযভ বুঝে ওঠার আগেই নল থেকে বের হলো কমলা স্ফুলিঙ্গ। একদিক দিয়ে গুলির আওয়াজ হলো আরেকদিক দিয়ে উধাও হলো নিয়াযভের ডান কব্জি।

বাঁ হাত দিয়ে রক্তাক্ত হাতটা চেপে ধরেছে নিয়াযভ, পিছিয়ে গেছে এককদম। চোখ তুলে তাকাল সিদোরভের দিকে। দৃষ্টিতে বেদনা নয়, নিখাদ বিস্ময়। গুঙিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

ঘটনা দেখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল মেলিখান। ভীষণ ভয় পেয়েছে।

'কেন?' ব্যথায় আবারও গুঙিয়ে উঠল নিয়াযভ। 'কেন...'

এবার দু'পা এগিয়ে এল সিদোরভ, শটগানের নল এখনও তাক করা রয়েছে নিয়াযভের দিকে। 'কারণ প্রতিপক্ষকে খুব হালকাভাবে নিয়েছ তুমি। তাদের ব্যাপারে কোনও খোঁজখবর না করেই মাঠে নেমেছ। এমনকী আমাকেও জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করোনি। তোমার ভুলের জন্য পালাতে পেরেছে রানা-সোহানা। এখন ওদেরকে কোথায় খুঁজে পাবো জানি না। রে হোগান কোথায় আছে তা-ও জানি না। যে-কোনও মূল্যে বোতলগুলো চেয়েছিলাম আমি, আমার ডানহাত হয়েও সেই চাওয়া ভণ্ডুল করে দিয়েছ তুমি।' নিশানা করে আবারও শটগানের ট্রিগার টানল সিদোরভ। এবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নিয়াযভের বাঁ পায়ের গোড়ালি।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল নিয়াযভ, চোখে পানি এসে গেছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিদোরভের পায়ের কাছে। গড়ান দিয়ে চিৎ হলো। বাঁ হাঁটু ভাঁজ করে ফেলেছে, বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে হাঁটুর নীচের জায়গাটা। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না। কাঁপছে দু'ঠোঁট। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে চেহারাটা নীল হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

শটগানের ব্রীচ খুলল সিদোরভ। খালি শেল দুটো বের করে ফেলল মাটিতে। পকেট থেকে বের করল দুটো নতুন শেল। সময় নিয়ে ভরল শটগানে। তারপর, যেন হাতে অনন্ত সময় আছে এমনভাবে, গুলি চালিয়ে উধাও করল নিয়াযভের বাঁ হাতের কব্জি ও ডান গোড়ালি।

জবাই-করা মুরগির মতো তড়পাচ্ছে নিয়াযভ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সিদোরভ আর মেলিখান। সিদোরভের কোনও ভাবান্তর নেই। কিন্তু মেলিখানের গলা শুকিয়ে কাঠ। বার বার ঢোক গেলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। আবহাওয়া মোটেও গরম না, তারপরও ওর কপাল ঘেমে গেছে। জুলফি বেয়ে ঘাম নামছে। ভিজে গেছে হাতের তালু।

টানা দশটা মিনিট ছটফট করার পর স্থির হয়ে গেল নিয়াযভ।

মেলিখানের দিকে তাকাল সিদোরভ। 'নিয়াযভের চাকরিটা দিই তোমাকে?'

'জী?' বেশ কয়েকবারের চেষ্টার পর কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো মেলিখানের গলা দিয়ে।

'তুমিও তো দেখছি আরেকটা ছাগল। এক কথা দশবার বলে বোঝাতে হয়। বললাম, একটা প্রমোশনের সুযোগ এসেছে তোমার সামনে। বেতন বেশি, সুযোগসুবিধা বেশি। করবে কাজটা?'

'করবো,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মেলিখান, কারণ কর্তার মুখের উপর না বলতে হয় না। 'কিন্তু...কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি...আপনার ম্যানেজমেন্ট স্টাইলটা...'

'আমার ম্যানেজমেন্ট স্টাইল আমার মতো,' হাসল সিদোরভ, খালি শটগানে বুলেট ভরল আবার। 'কেউ যদি বলে রানা-সোহানাকে ধরতে না পারার জন্য মরতে হয়েছে নিয়াযভকে তা হলে সে বোকা। নিয়াযভ মরেছে কারণ মাসুদ রানা নামের ভয়ঙ্কর

লোকটাকে জড়িয়ে ফেলেছে সে আমাদের সঙ্গে। একটু আগেই বললাম রানার ব্যাপারে খবর নিয়েছি আমি। কোথাও হোঁচট খেলে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না। নিয়াযভকে নাকানিচুবানি খাইয়েছে সে, আমি নিশ্চিত, দু'দিন পর হাত বাড়াবে আমার দিকেও। নিয়াযভের অপরাধ, রানার নাম জানার পরও লোকটা কোথায় আছে না আছে, কী করছে না করছে সেসবের কিছুই জানায়নি আমাকে। নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করেছে। আমার ম্যানেজমেন্ট স্টাইল কারও ভুল ক্ষমা করে না, এ-রকম কিন্তু না। যে-ভুলগুলো শোধরানো যায় না সেগুলোর জন্য চরমতম শাস্তি দিই আমি। মনে থাকবে?'

'থাকবে,' মাথা ঝাঁকাল মেলিখান।

'আমার কী মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, নিয়াযভ যদি প্রথমেই ওর সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে সোয়াম্পে না যেত তা হলে সহজেই ধরতে পারত রানাকে। ওর উচিত ছিল তিন গাধাকে নিয়ে হোটেলের কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে থাকা। রানা-সোহানা যেখানেই যাক, ওদেরকে ফিরতে হতোই। তখন লাফিয়ে পড়তে পারত ওদের ঘাড়ে। সোহানাকে কাবু করতে পারলে রানা সুড়সুড় করে ঢুকে পড়ত জালে। কিন্তু এই সহজ বুদ্ধিটা ওর মাথায় আসেনি। রাশান ইন্টেলিজেন্সে ছিল এতদিন, আমার চাকরি করল বারো বছর, তারপরও এত বড় একটা ভুল করল। সেটা কি ক্ষমা করা যায়, বলো?'

'না, স্যর, যায় না।'

'চমৎকার! এই তো বুঝতে পেরেছ সব। এবার চলো আমার সঙ্গে। খিদে লেগেছে, নাস্তা খাবো।'

হাঁটতে শুরু করল সিদোরভ। ওর পিছন পিছন হাঁটছে কুকুর দুটো। নিয়াযভের লাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করল মেলিখানও। মাথা নিচু হয়ে আছে ওর।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সিদোরভ, পাঁই করে ঘুরল। মেলিখান তো বটেই, চমকে উঠল কুকুর দুটোও।

'টিভিতে সকালের খবর দেখেছ নাকি, মেলিখান?'

থতমত খেয়ে গেছে মেলিখান। 'কো...কোন্ খবর?'

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল সিদোরভ। 'যে-কাজ করো মেলিখান, সে-কাজে সাফল্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে খোঁজ-খবর রাখা। যা-হোক, আমেরিকার একটা চ্যানেলে দেখলাম খবরটা। ইন্টারনেটে আমেরিকার একটা নিউযসাইটও আলোচনা করছে ওটা নিয়ে। কয়েকজন পুলিশ অফিসার আর কোস্ট গার্ড মিলে নাকি মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পে পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে একটা জার্মান সাবমেরিন।'

মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের সঙ্গে জার্মান সাবমেরিনের সম্পর্ক, অথবা এই খবরের গুরুত্ব, কোনোটাই বুঝতে পারল না মেলিখান। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে সিদোরভের দিকে।

'মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাবমেরিনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের।'

'তা-ই নাকি?' এতক্ষণে মেকি কৌতূহল ফুটে উঠেছে মেলিখানের চেহারায়। আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে সিদোরভের শটগানের দিকে।

পীনোন্নত বুকের জন্য যে-মেয়ে গর্ব বোধ করে, কামুক ছেলেরা লোভী দৃষ্টিতে তার দিকে বার বার তাকালে সে যেভাবে হাসে, শটগানের দিকে মেলিখানকে ঘন ঘন তাকাতে দেখে সেভাবে হাসল সিদোরভ। 'ইন্টারেস্টিং না?'

'জী, স্যর,' শব্দ দুটো বলতে গিয়ে দু'বার ঢোক গিলতে হলো মেলিখানকে, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

তেরো

'নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডার?' গলা খাঁকারি দিল রানা।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই। এতদিন গুজব মনে করা হতো ব্যাপারটা। কিন্তু আপনারা যা আবিষ্কার করেছেন তাতে মনে হচ্ছে গুজব নয়, ওটা সত্যি হতেও পারে।'

'আচ্ছা অপি, নেপোলিয়নের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু সেগুলো আপনাদের কোনও কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। বরং তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে দু'-চারটে কথা বলি। নেপোলিয়নের প্রথম সাফল্য বন্দরনগরী টুলন দখল। এ-সময় তিনি পদোন্নতি পেয়ে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল হন। তারপর সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। পরের কয়েকটা বছরে একের পর এক যুদ্ধ করেন অস্ট্রিয়ায়। সবগুলোতেই জয়লাভ করে জাতীয় বীর হিসেবে ফেরেন প্যারিসে। এরপর অভিযান চালান মিশরে। কিন্তু খুব একটা সুবিধা হয় না। দেশে ফিরে ক্যু করে ক্ষমতা দখল করেন, হয়ে যান নতুন ফরাসি সরকারের প্রথম কনসল। বছর খানেক পর রওনা দেন দ্বিতীয় ইটালিয়ান অভিযানে, পেনাইন আল্পসের দিকে। দেশে ফিরে পাকাপোক্ত করেন নিজের ক্ষমতা, অঘোষিত একনায়কতন্ত্র শুরু হয় তখন। কিন্তু রাশা আক্রমণ করতে গিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেন। পরিকল্পনামতো কিছুই

করতে পারেননি তিনি। উল্টো মারা পড়ে তাঁর গ্র্যাণ্ড আর্মির অনেক সদস্য। কিন্তু তাতেও শিক্ষা হয়নি যুদ্ধবাজ লোকটার। প্রাশা, স্পেন এবং এমনকী দেশের মাটিতেও লড়াই করতে হয় তাঁকে। পতন ঘটে প্যারিসের। সিনেট ঘোষণা করে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য শেষ। অষ্টাদশ লুইয়ের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দেন তিনি। মাসখানেক পর তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয় এলবা দ্বীপে। তাঁর স্ত্রী আর পুত্র তখন পালিয়ে যায় ভিয়েনায়।'

একটানা বলে হাঁপিয়ে গেছে অপি। ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে সে। পাতা উল্টানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবত কোনও নোটবুক বা বই ঘাঁটছে। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে লাগল, 'পুত্রসন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রথম স্ত্রী জোসেফিনকে তালাক দেন নেপোলিয়ন। পরে বিয়ে করেন অস্ট্রিয়ার সম্রাটের মেয়ে মেরি লুইসকে। এই মহিলার গর্ভে একটা ছেলে হয়। এদের কথাই বলেছি একটু আগে।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তারপর?'

'বছরখানেক নির্বাসনে থাকার পর পালাতে সক্ষম হন নেপোলিয়ন। ফ্রান্সে ফিরে এসে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। খবর পেয়ে সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যান অষ্টাদশ লুই। তখন আবার ক্ষমতায় বসেন নেপোলিয়ন। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, আবার যুদ্ধ—তিন মাসের মাথায় ওয়াটার লু'র যুদ্ধে ব্রিটিশ আর প্রাশানদের মুখোমুখি হতে হয় নেপোলিয়নকে। ফলাফল: আবারও ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন তিনি, আবারও তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এবার সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে। জীবনের শেষ ছ'টা বছর ওখানেই কাটিয়ে আঠারো শ' একুশ সালে মারা যান তিনি।'

'পাকস্থলীর ক্যান্সারে,' বলল রানা।

'অনেকে তা-ই মনে করে। কিন্তু কোনও কোনও ইতিহাসবিদ বলেন, আসলে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল নেপোলিয়নকে। স্লো

পয়যন। আর্সেনিক।'

'বুঝলাম,' বলল সোহানা। 'কিন্তু এসবের সঙ্গে হারানো মদভাণ্ডারকে জোড়া দিলে কীভাবে, অপি?'

'আরেকটা কাহিনি বলি তা হলে,' বলে চলল অপি, '১৮৫২ সাল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে লিওনেল অ্যারিয়েন নামের এক ফরাসি চোরাকারবারি। মরার আগে নিজের জীবনের একটা গল্প শোনাচ্ছে সঙ্গীসাথীদের। বলছে, ১৮২০ সালের জুন মাসে, মানে নেপোলিয়নের মৃত্যুর এগারো মাস আগে সম্রাটের এক এজেন্টের সঙ্গে নাকি দেখা হয় ওর। এই এজেন্টকে মেজর বলে ডাকত সবাই। যা-হোক, অ্যারিয়েন আর ওর জাহাজটা ভাড়া করে মেজর। শর্ত ছিল, সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে যেতে হবে অ্যারিয়েনকে। ওখান থেকে কিছু মালসামান নিতে হবে। সব ঠিকমতো নিতে পারলে কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে তা জানানো হবে।

'অ্যারিয়েনের বক্তব্য অনুযায়ী, ছ'সপ্তাহ পর সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় ওরা। ঢুকে পড়ে একটা খাঁড়িতে। দেখতে পায় একটা নৌকা, তাতে মাত্র একজন লোক। সঙ্গে দু'ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া একটা কাঠের-বাক্স। নৌকায় গিয়ে ওঠে মেজর, অ্যারিয়েনের দিকে উল্টো ঘুরে ডালা খুলে ভিতরের জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কি না দেখে। তারপর ভালোমতো আটকে দেয় ডালাটা। এরপর হঠাৎ করেই কোমরের খাপ থেকে বের করে তলোয়ার, নৌকার লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে শেষ করে দেয়। লোকটার পায়ের সঙ্গে নোঙর বেঁধে লাশটা ফেলে দেয় পানিতে। তলায় ফুটো করে ডুবিয়ে দেয় নৌকাটা।

'এ-পর্যন্ত বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অ্যারিয়েন। কাজেই ওই বাক্সে কী ছিল, কিংবা সে আর মেজর মিলে বাক্সটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তা আর জানা যায়নি ওর মুখ থেকে। এবং

ল্যাকানাউ না থাকলে কোনওদিন জানা যেতও না।'

'ল্যাকানাউ?' ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'মানে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত আঙুরক্ষেত?'

'ঠিক,' বলল অপি। 'কিন্তু ওই অ্যারিয়েন আর মেজর যখন হেলেনায় যাচ্ছে তখন কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দেয় ল্যাকানাউয়ে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব। এমনকী লবণ আর ক্ষার ছিটিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয় ক্ষেতের মাটি।'

'সব বীজও নষ্ট হয়ে যায়?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হ্যাঁ। আশ্চর্যের ব্যাপার কী, জানেন? নেপোলিয়নের আদেশে ক্রস-পলিনেশন করে ল্যাকানাউ বীজ উদ্ভাবন করেছিল আরখামবল্ট। অ্যামিয়েন্স, প্যারিস আর অরলিয়েন্সের কয়েকটা গোপন জায়গায় সেগুলো লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থাও করেছিলেন নেপোলিয়ন। কিন্তু একদিকে তাঁর ক্ষেতে আগুন লাগল আরেকদিকে বীজগুলোও উধাও হয়ে গেল রহস্যজনকভাবে। ধারণা করা হয় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সব বীজ।'

'তা হলে পুরো ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'এ-রকম,' বলল রানা, 'সেইন্ট হেলেনায় নির্বাসনে থাকার সময় কোনও বার্তাবাহক বা কোনও কবুতর বা অন্য কোনও উপায়ে হেনরি আরখামবল্টের কাছে খবর পাঠান নেপোলিয়ন। ল্যাকানাউ মদের শেষ-চালান বানিয়ে সেইন্ট হেলেনায় পাঠাতে বলেন এবং আঙুরক্ষেত, ক্ষেতের মাটি এমনকী সব বীজও বরবাদ করে দিতে বলেন। এর কিছুদিন পর, সম্ভবত নেপোলিয়নের ইচ্ছাতেই, রহস্যময় সেই মেজর মদের বোতলগুলো নিয়ে উধাও হয়ে যায় অজানা কোথাও।'

নীরবতা। মদের বোতলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল অপিকে, 'এটার দাম কত

হতে পারে?'

'যদি বারোটা বোতল অক্ষত অবস্থায় বাক্সের ভিতরে থাকত তা হলে কমপক্ষে নয় বা দশ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু তা তো নেই। কাজেই...আমার অনুমান...প্রতিটা বোতল ছয় কি সাত লক্ষ ডলার।'

চোখাচোখি হলো রানা আর সোহানার মধ্যে। সোহানার না করা প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, নিচু গলায় বলল, 'আমিও তা-ই ভেবেছি। কারও হয়ে কাজ করছে।'

'কী বললেন, মাসুদ ভাই?' বলল অপি। 'বুঝতে পারলাম না।'

'বললাম লেগে থাকো ব্যাপারটা নিয়ে। যতটা পারো খোঁজখবর করতে থাকো এই বোতল, হেনরি আরখামবল্ট অথবা ওই মেজরের ব্যাপারে। খুঁটিনাটি সব জানতে চাই আমি, কিছুই যেন বাদ না যায়।'

'চেষ্টা করবো,' হাসল অপি। 'আরেকটা কথা, মাসুদ ভাই। 'বোতলের লেবেলে মৌমাছির যে-ছবিটা আছে তা আঁকা হয়েছে কালি দিয়ে, আগেও বলেছি বোধহয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তো?'

'এই কালি এসেছে লিগুইরিয়ান সাগরের টাসকেন দ্বীপপুঞ্জ থেকে।'

'টাসকেন দ্বীপপুঞ্জ?' চোখ পিটপিট করল রানা। 'মানে যেখানে এলবা দ্বীপ অবস্থিত?'

'হ্যাঁ। এবং এই এলবা দ্বীপেই প্রথমবার নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল নেপোলিয়নকে।'

'তারমানে এলবায় থাকার সময় এ-রকম কোনওকিছুর প্ল্যান করছিলেন নেপোলিয়ন?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'নাকি সেইন্ট হেলেনায় যাওয়ার সময় সঙ্গে করে বিশেষ ওই কালি নিয়ে

গিয়েছিলেন তিনি?'

মাথা নাড়ল অপি। 'জানি না। সম্ভবত জানতে পারবো না কখনও। তারপরও চেষ্টা করে যাবো।'

'ঠিক আছে,' ল্যাপটপের স্ক্রিন নামিয়ে দিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

'তুমি শিওর অন্য কারও হয়ে কাজ করছে কাটামুখ?'

'শিওর। ওর কাজকর্ম দেখে প্রথম থেকেই কথাটা মনে হয়েছে আমার।'

'পর্দার আড়ালে থাকা লোকটা কী চায় তা হলে? সামান্য মদের বোতল দিয়ে কী করবে সে?'

'তোমার প্রশ্নের জবাব, পর্দার আড়ালের লোকটার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে জানতে পারবো কি না জানি না,' মুচকি হাসল রানা। 'তবে চেষ্টা করে যাবো। এখনও কয়েকটা সূত্র আছে আমাদের হাতে। যেমন এগন বল্ডেউইন। আমাদের জানতে হবে কবে কোথেকে যাত্রা শুরু করেছিল সে। তা হলে ওর সাবমেরিনে নেপোলিয়নের মদের বোতল কী করে গেল জানতে পারবো আশা করি।'

এগনের ডায়েরি আর ইউ.এম. থার্টি ফোরের লগবুক নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ঘাটাঘাটনি করল দু'জনে।

ডায়েরি পড়ছে আর নোট করছে সোহানা। ওর ধারণা এর ফলে এগন সম্পর্কে আরও ভালোমতো জানতে পারবে। আর রানার দুই চোখ যেন আঠার মতো সেঁটে গেছে লগবুকের পাতায় পাতায়।

'এই যে, শোনো,' পিঠ সোজা করে হাই তুলল সোহানা, হাতের কলম দিয়ে দু'বার বাড়ি মারল ডায়েরিতে, 'সম্ভবত এটাই খুঁজছিলাম আমরা। মাইকেল সেবাস্টিয়ান। এই লোকের ব্যাপারে

কী লিখেছে এগন, পড়ে শোনাচ্ছি: "৩ অগাস্ট, ১৯৪৪। ভাইয়ের মতো হাত ধরাধরি করে সাবমেরিনে উঠেছি আমি আর মিকি। আমাদের অভিযান শুরু হচ্ছে আগামীকাল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। যেন প্রমাণ করতে পারি, আমরাও আদেশ পালনে সক্ষম।"'

'ভাইয়ের মতো হাত ধরাধরি করে,' বলল রানা, 'অর মানে মাইকেল সেবাস্টিয়ানও ক্রিগ্‌সমেরিনে ছিল। যদি ধরে নিই এগন ছিল ইউ.এম. থার্টি ফোরের ক্যাপ্টেন তা হলে মাইকেল বা মিকি কীসের ক্যাপ্টেন ছিল? লুকাস, মানে মাদারশীপের?'

'হতে পারে। এক কাজ করি। অপিকে একটা মেইল পাঠিয়ে দিই। মাইকেল সেবাস্টিয়ানের পরিচয় জানিয়ে বলি ওর ব্যাপারে যা যা জানতে পারে সব আমাদেরকে জানাতে। ১৯৪৪ এর গ্রীষ্মে অথবা শরৎকালে জার্মানির কোনও এক যুদ্ধজাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল লোকটা। কি, বলবো?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

অপিকে ই-মেইল পাঠিয়ে আবার কাজে মন দিল সোহানা। ডেস্ক ছেড়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে বসল রানা। সিগারেট টানতে লাগল একটানা। বেশ কিছুক্ষণ পর উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বের করল পাউরুটি, ডিম, মাংস আর মাখন। সময় নিয়ে স্যাণ্ডউইচ বানাল নিজের আর সোহানার জন্য। ওগুলো নিয়ে স্টাডিরুমে ঢুকছে, এমন সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় না ঘুরিয়েই বলে উঠল সোহানা, 'ঠিক সময়েই এসেছ। নেটে এসেছে অপি। কথা বলতে চায়।'

ল্যাপটপের সামনে গিয়ে বসল রানা।

অপি বলল, 'অনেক কিছু জানতে পেরেছি সেবাস্টিয়ানের, মানে, ওর জাহাজের ব্যাপারে। বিস্তারিত বলবো, না সংক্ষেপে?'

'আপাতত সংক্ষেপেই বলো,' বলল রানা। 'পরে দরকার হলে

বিস্তারিত জেনে নেবো।'

'ঠিক আছে। সেবাস্টিয়ানের জন্ম ১৯১০ সালে, মিউনিখে। ১৯৩৪ সালে যোগ দেয় ক্রিগ্‌স্‌মেরিনে। সময়মতো প্রমোশন পেয়েছে প্রতিবার। ওর বিরুদ্ধে কোনও ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের রেকর্ড নেই। ১৯৪৪ সালে অক্সিলারি শিপ ম্যাক্সিমিলানের ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব দেয়া হয় ওকে। মূলত আটলান্টিক মহাসাগরে চক্কর দিয়ে বেড়াত জাহাজটা। জার্মানির নেভাল আর্কাইভের ডেটাবেইস ঘেঁটে জেনেছি, এই ম্যাক্সিমিলান আসলে ছিল একটা ফ্রেঞ্চ ফেরি। ১৯৪০ সালে এটা কব্জা করে মাইন লেয়ারের কাজে লাগায় জার্মানরা। ১৯৪৪ এর জুলাইয়ে এটাকে "স্পেশাল ডিউটিতে" পাঠানো হয়। কিন্তু স্পেশাল ডিউটিটা কী, সে-ব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই জানতে পারিনি।'

'মাইন লেয়ার?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে সোহানার। 'ও-রকম একটা ফেরিকে...'

'কেন অক্সিলারি শিপ বানানো হলো, তা-ই তো?' সোহানার মুখের কথা কেড়ে নিল অপি। 'তখন সমানে যুদ্ধ চলছে। জার্মানির অবস্থা ভালো না। কী জলে কী স্থলে একের পর এক লড়াইয়ে হারতে হারতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা। ইউ.এম. থার্টি ফোর বহনের কাজে যেসব অক্সিলারি শিপ ব্যবহার করা হতো সেগুলোর বেশিরভাগ হয় ডুবে গেছে নয়তো সৈন্য পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল। সেজন্যই বাধ্য হয়ে কাজটা করতে হয়েছে ওদেরকে।'

নীরবতা। স্যাণ্ডউইচের প্লেটটা সোহানার দিকে ঠেলে দিল রানা।

'"সার্ভাইভার্স অভ দ্য ম্যাক্সিমিলান" নামে একটা ওয়েবসাইটের খোঁজ পেয়েছি আমি,' বলে চলল অপি। 'পড়ে মনে হচ্ছে, ১৯৪৪ এর সেপ্টেম্বরে ভার্জিনিয়া বীচের অদূরে কোথাও

ইউ.এস. নেভির একটা ডেস্ট্রয়ার হামলা চালায় ওটার উপর। পুরোপুরি ধ্বংস না হলেও অকেজো হয়ে যায় জাহাজটা।'

'ভার্জিনিয়া বীচ,' বিড়বিড় করছে সোহানা, 'মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্প থেকে সত্তর মাইল দক্ষিণে...'

'ওই হামলায় মারা পড়ে ম্যাক্সিমিলানের অর্ধেকের বেশি ক্রু,' বলছে অপি। 'পরে জাহাজটাকে নিয়ে আসা হয় নরফোকে। যুদ্ধ শেষে বিক্রি করে দেয়া হয় গ্রীসের কাছে।'

'কিন্তু সেবাস্টিয়ানের কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

'এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে একটা তথ্য আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে।'

'কী?'

'ম্যাক্সিমিলানের সার্ভাইভারদের মধ্যে একটা লোকের নাম ছিল ফিলিক্স। ওর এক নাতনি বেশ কিছু ব্লগ লিখেছে জাহাজটার ব্যাপারে, ওই ওয়েবসাইটেই। মার্কিন ডেস্ট্রয়ার হামলা করার আগে কোথায় কী করছিল জাহাজটা, সে-ব্যাপারেও বর্ণনা আছে। মেয়েটার দাবি, দাদার ডায়েরি ঘেঁটে এসব তথ্য যোগাড় করেছে সে।'

'বুঝলাম,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'কিন্তু এখানে ইন্টারেস্টিং-এর কী আছে?'

'হামলার মাসখানেক আগে, অর্থাৎ ১৯৪৪ এর জুলাই-অগাস্টের দিকে রিফিটিং-এর জন্য গোপন কোনও জার্মান নৌঘাঁটিতে ছিল জাহাজটা। কাজ নেই, তাই স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াচ্ছিল ক্রুরা।'

'কোন্ জায়গায়?'

'বাহামা দ্বীপপুঞ্জে। নাম: রাম কে (Rum Cay)।'

'আচ্ছা অপি, ম্যাক্সিমিলানে কি রিফিটিং-এর সব ব্যবস্থা ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।'

'একটা ফেরি...' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা, 'কতই বা বড় হবে? একটা সাবমেরিন বহন করার মতো কি...'

'হয়তো বেশি কিছু করতে হতো না ম্যাক্সিমিলানকে,' রানার হয়ে জবাব দিল অপি। 'ডেকের নীচে কোনও কায়দায় বেঁধে রাখা হতো ইউ.এম. থার্টি ফোরকে। বেশি দরকার হলে তারপুলিন দিয়ে ঢেকে রাখত।'

'কিন্তু রিফিটিং-এর দরকার থাকলে রওনা দেয়ার আগে করল না কেন?'

'হয়তো বেশি তাড়াহুড়ো ছিল।'

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছিল রানা। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাল একবার, তারপর যেন জরুরি কিছু মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে টেনে নিল ইউ.এম. থার্টি ফোরের লগবুকটা। একটার পর একটা পাতা উল্টাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর থামল নির্দিষ্ট জায়গায়, বলে উঠল, 'এই যে, পেয়ে গেছি! রাম কে নামটা শোনার পরই কী যেন টিকটিক করছিল মাথার ভিতরে। লগবুকের শুরুর দিকে ওটা লিখেছে এগন। তবে শুধু আদ্যাক্ষর ব্যবহার করেছে—আর. সি.।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি।

'হুঁ,' লগবুকের পাতায় দু'বার টোকা দিল রানা, 'ঠিকই অনুমান করছ। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রাম কে। যত জলদি পারি নাসাউ-এর ফ্লাইট ধরছি আমরা।'

চোদ্দ

নাসাউ, বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

রিসোর্টের নাম ব্লু ওশান। স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে একটা বিলাসবহুল রুমের চাবি বুঝে নিচ্ছে রানা, এমন সময় ওর সেলফোনটা ভাইব্রেট করে উঠল। মেসেজ দিয়েছে কেউ।

এখন যে-নম্বরটা ব্যবহার করছে রানা তা জানে হাতেগোনা কয়েকজন। যেমন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান। সোহেল। এবং রানা ইন্টেলিজেন্সের দু'-চারজন।

সুতরাং মেসেজটা জরুরি।

চাবি আর স্যুটকেস সোহানার হাতে বুঝিয়ে দিল রানা। লিফটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তুমি যাও। আমি আসছি।' সোহানাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লবির দিকে হাঁটা ধরল।

লবির একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি করে কতগুলো আরামদায়ক সোফা বসানো আছে। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে একটাতে বসে পড়ল রানা। বাটন টিপতেই আলো জ্বলে উঠল, স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে: "মেসেজ ফ্রম সোহেল"।

মেসেজটা পড়ল রানা:

"কী রে শালা কোনও খবর নেই কেন? সোহানাকে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে চুটিয়ে ইয়ে করছিস, না? শালা তোর স্বভাব গেল না? ওসব ইয়ে-টিয়ে বন্ধ করে যত জলদি পারিস যোগাযোগ কর্।'

সেলফোনের স্পিড ডায়াল চেপে সোহেলকে ফোন করল

রানা। রিংটোন হিসেবে পুরনো দিনের একটা গান ব্যবহার করছে সোহেল। অনেকদিন পর গানটা শুনতে ভালোই লাগছে রানার। কিন্তু দুটো লাইন শেষ হতে-না-হতেই রিসিভ করল সোহেল, 'কী রে শালা, কী খবর তোর?'

'ভালো। যত জলদি পারি যোগাযোগ করতে বলেছিস কেন?' কাজের কথায় চলে গেল রানা।

'কারণ দু'দিন আগে তোর এস.এম.এস. পেয়ে কাটামুখের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করি। খবর যা পেয়েছি তা তোর জন্য সুবিধার না।'

'যেমন?'

'ওই লোকের অনেকগুলো নাম। কোন্‌টা আসল জানতে পারিনি এখনও। প্রতিটা নামের বিপরীতেই একাধিক ক্রেডিট কার্ড আছে। এ-রকম একটা কার্ড দিয়েই ভিক্সবার্গ হিলে পাওয়ারবোট ভাড়া করে সে। আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, নিয়াযভ নামটাই বেশি ব্যবহার করে লোকটা। একসময় কাজ করত রাশান স্পেশাল ফোর্সে। কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছে আফগানিস্তান আর চেচনিয়ায়। মেলিখান নামের এক লোকের সঙ্গে একসঙ্গে অ্যাকশনে দেখা গেছে অনেকবার। লোকে বলে, মেলিখান নাকি নিয়াযভের ডান হাত। আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে দু'জনেই চাকরি ছেড়ে দেয়, অনেকটা ফ্রিল্যান্সারদের মতো কাজ করতে শুরু করে। সোজাকথায় মোটা টাকার বিনিময়ে ভাড়া খাটতে শুরু করে। কাটামুখ, মানে নিয়াযভের সঙ্গে তো পরিচয় আছেই তোর. মেলিখানের একটা ছবি ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভালোমতো চিনে নিস। আমি নিশ্চিত আজ না হলে কাল দেখা পাবি ওই লোকের।'

'এখন কার হয়ে কাজ করছে এরা?'

'যার হয়ে কাজ করছে তার নামটা জানতে পেরেছি বলেই তো বলছি অবস্থা সুবিধার না।'

কিছু বলল না রানা। সোহেলের বাকি কথার জন্য অপেক্ষা করছে।

'ইভান সিদোরভ। কি, পরিচিত মনে হয়?'

না, সিদোরভ নামটা শুনে রানার গলা শুকিয়ে গেল না, বুকের ভিতরে কাঁপন ধরল না, তলপেটে সুড়সুড়িও জাগল না। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছে ও। চাপা গলায় বলল, 'সিদোরভ? হ্যাঁ, শুনেছি ওই লোকের নাম।'

'ভালো। তুই যদি বলতিস শুনিসনি, তা হলে আশ্চর্যই হতাম। লোকটা ইউক্রেনের মাফিয়া জগতের মুকুটহীন সম্রাট। খারসোনেসাস কলোনির হোমড়াচোমড়া লোকেরা ওর স্বাস্থ্য কামনা করে শ্যাম্পেন খায়। ওর চালচলন জমিদারের মতো। ঘন ঘন পার্টি দেয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহান্তে নিজের এলাকায় শিকার করে। বাঘা বাঘা রাজনীতিবিদ, ফিল্মপাড়ার নামীদামি সেলিব্রেটি, ইউরোপের বিখ্যাত ধনকুবেরদের সঙ্গে ওর ওঠাবসা...অথবা উল্টোটাও হতে পারে...ওর সঙ্গে রাজনীতিবিদ, সেলিব্রেটি আর ধনকুবেরদের দহরম মহরম। ওই লোকের বিরুদ্ধে অপরাধের কোনও প্রমাণ নেই কারও কাছে। কিন্তু ডজন ডজন খুনের আসামি হিসেবে ওকে সন্দেহ করে অনেকেই। করলে কী হবে, দুনিয়ার নিয়মই হচ্ছে গডফাদাররা সবসময় আড়ালে থাকে, যা শাস্তি হওয়ার চুনোপুঁটিদের হয়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'শুনলে আশ্চর্য হবি, সিদোরভের অতীত কিন্তু বর্তমানের ঠিক উল্টো।'

'যেমন?'

'এখন সে মানুষ মেরে খায়, অথচ এককালে ছিল সংগ্রামী মানুষদের নেতা।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, তা-ই। অনেক আগের কথা। রাশা আর ইরানের বর্ডারে তখন যুদ্ধ চলছে। রাশানদের সন্দেহের তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে তুর্কমেনিস্তানের কিছু গ্রামবাসী। দোষ করুক বা না করুক, ওদের ওপর যার-পর-নাই অত্যাচার চালায় রাশানরা। পরিস্থিতির শিকার হয় সিদোরভ আর ওর পরিবার। সে তখন কিশোর, জান বাঁচাতে পালিয়ে যায়। আর ওর পরিবারের বাকিরা মারা পড়ে। সেদিনের সেই কিশোরই পরে হয়ে যায় "কোপেটড্যাগ ফাইটার্স" বা "আঁধারের আততায়ী" নামে পরিচিত দুর্ধর্ষ এক গেরিলাবাহিনীর নেতা। এদের অ্যামবুশে পাখির মতো মরতে থাকে রাশানরা। শেষে সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আচ্ছা রানা, ছুটি নিয়ে তুই গেলি আমেরিকায়, সঙ্গে সোহানাকে কেন নিলি তা বুঝতে আমাদের কারও বাকি নেই। কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। এই সিদোরভের ভাড়াটে খুনি নিয়াযভ বা মেলিখানের সঙ্গে তোর কাটাকাটিটা হচ্ছে কেন?'

উত্তরটা সংক্ষেপে দিল রানা। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আমি যে-জিনিসের পিছনে লেগেছি, সিদোরভও সে-জিনিসের পিছনেই লেগেছে। এবং যে-কোনও মূল্যে হাসিল করতে চায়।'

'নেপোলিয়নের হারানো মদ্যভাণ্ডার?' সোহেলের কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের একটা সাবমেরিন? কেমন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে,' স্বীকার করে নিল রানা। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস এগুলোর মধ্যে কোনও-না-কোনও যোগসূত্র আছেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা খুঁজে বের করবো।'

'কর্। তোকে বাধা দেয়া আমার কাজ না। কিন্তু সাবধানে থাকবি। সিদোরভ ভয়ঙ্কর লোক। এ-পর্যন্ত ভাগ্য প্রতিটি কাজে সাহায্য করেছে তোকে, পরে না-ও করতে পারে।'

'জানি। এবং তুইও নিশ্চয়ই জানিস, সবসময় ভাগ্যের সাহায্য নিতে পছন্দ করি না আমি, বন্ধুদেরও সাহায্য নিই।'

'ঠিক আছে। যদি আমি সাহায্য করতে চাই, তা হলে নিবি?'

'কী সাহায্য?'

'তুই যেখানে আছিস তার কাছেপিঠে আমার পরিচিত এক লোক আছে। আমার নাম করে ওর কাছে যে-কোনও কিছু চাইলে পাবি।'

'কী নাম ওই লোকের? এখানে কোথায় থাকে সে?'

'তোর হাতের কাছে কাগজ-কলম আছে? থাকলে লিখে নে ঝটপট।'

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। কাছেই ছোট একটা সাইড-টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে একটা কলম আর কিছু রাইটিং পেপার। উঠে গিয়ে টেবিলটার পাশে বসল রানা, একটা প্যাড টেনে নিয়ে কলমটা তুলে নিল হাতে। 'বলুন, স্যর, আপনার ডিকটেশন নেয়ার জন্য আমি খাতা-কলম নিয়ে তৈরি।'

'শালা,' বলে একটা গাল দিল সোহেল। তারপর একটা নাম আর ঠিকানা বলল। 'এই লোককে বিশ্বাস করি আমি। প্রয়োজন হলে গিয়ে দেখা করতে পারিস এর সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, স্যর, প্রয়োজন হলে যাবো।'

'সবকিছু এত হালকাভাবে নিতে পারিস কীভাবে তুই, রানা?'

'কারণ আমি সবসময় আমার প্রতিপক্ষের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকার চেষ্টা করি। এবারও সে-চেষ্টা করবো ঠিক করেছি।'

সোহেল যে-লোকের ঠিকানা দিয়েছে তার নাম লুইজি। নাসাউয়ের ডাউনটাউনে একটা জুতা-মেরামতের দোকান আছে লোকটার। জায়গামতো গিয়ে দেখা গেল সে অপেক্ষা করছে

রানা-সোহানার জন্য। তারমানে সোহেল নিশ্চয়ই যোগাযোগ করেছে ওর সঙ্গে।

হ্যাণ্ডশেক করার সময় রানাকে বলল লুইজি, 'সোহেল আমার পুরনো বন্ধু। আপনার কথা বলেছে আমাকে। তবে আপনি যে এখানে আসবেন সে-ব্যাপারে সন্দেহ ছিল ওর। আপনি নাকি বেশিরভাগ সময় অন্যের সাহায্য নিতে চান না।'

মুচকি হাসল রানা। 'কথাটা ঠিক না। নিজের কাজ নিজেই করতে পছন্দ করি আমি। যদি দেখি অন্যের সাহায্য নিলে কাজটা সহজ হবে অথবা সময় বাঁচবে, সেক্ষেত্রে...। আমি কেন এসেছি, জানেন নিশ্চয়ই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে লুইজি বলল, 'আসুন।'

সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। দরজার গ্লাসে ঝুলছে "আউট ফর লাঞ্চ" সাইন, ওটা উল্টে দিল। ফিরে এসে হাঁটা ধরল দোকানের ভিতরের দিকে, পিছু নিল রানা-সোহানা।

ভিতরে ছোট একটা কামরা। আসবাবপত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে এখানে কেউ থাকে। এককোনায় মেঝেতে বিছানো আছে তোষক-জাজিম। কভার ছাড়া তেল চিটচিটে একটা বালিশ আছে। পায়ের কাছে খাটো একটা টেবিল, তাতে পুরনো আমলের বড় একটা টেলিভিশন। ওটার ঠিক উপরেই দেয়ালে ঝুলছে একটা স্টাফ-করা হরিণের-মাথা। বেচারা প্রাণীটার একটা চোখ উধাও।

তোষক-জাজিমের ঠিক উল্টোদিকে, ঘরের আরেককোনায় একটা গ্যাসস্টোভ আর কিছু রান্নার সরঞ্জাম। হাতলভাঙা একটা প্যান বসানো আছে স্টোভে। কিছু শাকসব্জী কেটে রাখা হয়েছে একটা পাত্রে। আরেকটাতে কয়েক টুকরো মুরগির-মাংস। যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে ওরা তার পাশেই জং-ধরা একটা ফ্রিজ চলছে অনেক আওয়াজ করে।

তোষক-জাজিমের দিকে এগিয়ে গেল লুইজি। পায়ের কাছটা গুটিয়ে তুলে দিল বালিশের কাছে। এবার বর্গাকৃতির একটা পাটাতন দেখা যাচ্ছে। ওটা সরাল লুইজি। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। নীচে বেইযমেণ্টে জ্বলছে আলো, আলোকিত হয়ে আছে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ। ঘাড় কাত করে সেদিকে ইশারা করল লুইজি।

ওর পিছু নিয়ে বেইসমেণ্টে নেমে এল রানা-সোহানা।

জ্বলন্ত বাল্বটার ঠিক নীচেই একটা বেঞ্চ। সেটার উপরে এবং চারপাশে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে অনেকগুলো বাতিল জুতো। বেঞ্চের উপরে, কতগুলো সোলের সঙ্গে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে একটা .৩৮ রিভলভার।

'সোহেল বলেছে আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্রের দরকার হতে পারে।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। কাটামুখের কাছ থেকে যে-রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিল ওরা এবং যে-ল্যুগারটা পেয়েছিল ইউ.এম. থার্টি ফোর সাবমেরিনে, দুটোই রেখে এসেছে নিউইয়র্কে, রানার অ্যাপার্টমেণ্টে।

'চালাতে পারেন নিশ্চয়ই?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল লুইজি।

'পারি,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

'ভালো,' মুচকি হাসল লুইজি। 'রিভলভারটার গায়ে কোনও সিরিয়াল নম্বর নেই। কাজেই ট্রেস করার উপায়ও নেই। আপনাদের কাজ শেষ হলে এটা ফেলে দিলে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।' একটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে রিভলভারটা বাড়িয়ে ধরল সে রানার দিকে।

অস্ত্রটা নিল রানা।

সোলগুলো সরিয়ে এবার এক বাক্স বুলেট বের করল লুইজি।

ওটাও দিল রানাকে। বলল, 'পঞ্চাশটা থাকার কথা। যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি?'

'বলুন,' বাক্স খুলে ভিতরের বুলেটগুলো দেখছে রানা।

'এই রিভলভার দিয়ে যত খুশি গুলি করতে চান, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কাউকে খুন করবেন না। প্লিয।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে লুইজির দিকে তাকাল রানা। 'কেন?'

'পুরনো বন্ধুর খাতিরে আপনাদেরকে একটা রিভলভার দিচ্ছি। পরে যদি জানতে পারি আমার দেয়া অস্ত্র কারও জান নিয়েছে, অনুতাপের সীমা থাকবে না। একসময় এসব কাজ আমিও করতাম। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি অনেক বছর হলো। তাই বলছিলাম...'

লুইজির কাঁধে হাত রাখল রানা। 'আমি খুনি নই। তবে মানুষ মেরেছি। অবশ্য সেটা করেছি হয় আত্মরক্ষার তাগিয়ে, নয়তো অন্য কাউকে বাঁচাতে। চিন্তা করবেন না, লুইজি, এই রিভলভার হয়তো কাজে না-ও লাগতে পারে আমাদের।'

নিষ্পাপ হাসি হাসল লুইজি।

আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করল রানা, লোকটার চোখ চিকচিক করছে। কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কত দাম দিতে হবে এটার জন্য?'

'এক পয়সাও না,' এবার রানার কাঁধে হাত রাখল লুইজি। 'সোহেলের বন্ধু আমার পর হলো নাকি?'

ঘণ্টা তিনেক পর।

কোস্টরোড থেকে সরিয়ে এনে ছোট্ট পার্কিংলটে ভাড়া করা গাড়িটা থামাল রানা। পাশে একটা কোয়ানসেট, মানে অনেক বড় কুঁড়েঘর। ছাদ টিনের। বেশ পুরনো হয়ে গেছে টিন, মরচে ধরে গেছে জায়গায় জায়গায়। বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে বোঝার

জন্য ছাদের উপর বসানো আছে একটা উইণ্ডসক। একপাশে ঝুলছে ছোট একটা কাঠের সাইনবোর্ড। তাতে লেখা: এয়ার বেঞ্জামিন। হরেক রঙ দিয়ে লেখা হয়েছে কথাগুলো। কালের ছোবলে হালকা হয়ে গেছে এখন।

ডান দিকে, পঞ্চাশ গজ দূরে আরেকটা কোয়ানসেট। এটা আগেরটার চেয়েও বড়। এটাতে স্লাইডিং ডাবল ডোর আছে। খোলা দরজাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা এয়ারপ্লেনের নাক। হ্যাঙারের আরেকদিকে সামুদ্রিক প্রাণীর খোলস দিয়ে বানানো ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ।

'ঠিক জায়গায় এসেছি তো, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা, সরু হয়ে গেছে চোখ।

হাতে-ধরা ম্যাপের উপর নজর বুলিয়ে নিল রানা। 'হুঁ, ঠিকই আছে। অপির কথা যদি ভুল না হয়, চার্টার প্লেনের জন্য এই জায়গা এই দ্বীপের সেরা।'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। পিছনদিকে ঘুরে হাত বাড়িয়ে ব্যাকপ্যাকটা তুলে নিল। তারপর দরজা খুলে নামল। নিজের ব্যাকপ্যাক নিয়ে রানাও নামল।

বড় কোয়ানসেটে গিয়ে ঢুকল দু'জনে।

পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সী এক আফ্রিকান-আমেরিকান বসে আছেন কাউন্টারের পিছনে, লন চেয়ারে। ঠোঁটে ঝুলছে সাগরকলার মত মোটা এক সিগার।

'হ্যালো,' রানা-সোহানাকে দেখে বলে উঠল লোকটা। 'আমার নাম বেঞ্জামিন। এই কোয়ানসেটের মালিক। ভাড়া আদায়, লাভের টাকা গোনা থেকে শুরু করে সাফসুতরো করার কাজও আমার।'

খাঁটি অক্সফোর্ড উচ্চারণে ইংরেজি বলছেন বেঞ্জামিন।

নিজেদের পরিচয় দিয়ে রানা বলল, 'আপনার জন্য বোধহয়

এই এলাকায় না?'

'না,' হাসলেন বেঞ্জামিন। 'জন্মেছি লণ্ডনে। দশ বছর আগে এসেছি এই জায়গায়। লণ্ডনের যান্ত্রিক জীবনে দম আটকে আসছিল। সিদ্ধান্ত নিই আর যে-ক'দিন বাঁচি একটু শান্তিতে থাকবো। সিভিল এভিয়েশনের উপর ডিগ্রি আছে আমার। ওসব নিয়ে কাজও করেছি অনেক। তাই যা টাকা জমিয়েছিলাম সব খরচ করে গড়ে তুলেছি এয়ার বেঞ্জামিন। একা থাকি। বউ মরে গেছে। চার ছেলেমেয়ে মানুষ হয়ে গেছে, কেউই আমার খোঁজ নেয় না আর ভুলেও।' রানা-সোহানাকে দেখল আপাদমস্তক। 'রাম কে যাচ্ছেন আপনারা?'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা।

মুচকি হাসলেন বেঞ্জামিন। 'কোনও কাজ আছে? না প্রমোদভ্রমণ?'

'দুটোই,' হাসল সোহানাও। 'পাখি দেখবো। আমরা সৌখিন বার্ডওয়াচার। অনেক ছবি তুলবো। জানেন বোধহয়, ভালো ছবির জন্য ভালো পয়সা দেয় ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কিংবা নেচার ম্যাগাজিনের মতো পত্রিকা।'

মাথা ঝাঁকালেন বেঞ্জামিন, গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন নাক দিয়ে। দু'পাতার একটা ফর্ম আর একটা কলম বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে। 'লাইসেন্স, প্লিয।'

পকেট থেকে বের করে পাইলট লাইসেন্সটা বেঞ্জামিনকে দিল রানা। ফর্মটা পূরণ করল।

ওটাতে নজর বুলাল বেঞ্জামিন। 'একদিনের জন্য?'

'আপাতত। বেশি সময় লাগলে সেই অনুযায়ী খরচ দেবো।'

'কোনও হোটেল বুকিং দিয়েছেন সেখানে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দিইনি। দেয়ার ইচ্ছাও নেই। বনেজঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে থাকবো ঠিক করেছি। গতকাল আপনার কাছে

আমার নামে একটা চালান এসে পৌছানোর কথা। তাঁবু, পানি, ক্যাম্পিংগিয়ার...পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। এখানে আসার আগে আপনিই বোধহয় ওগুলো পাঠিয়েছেন, না?'

'হ্যাঁ। কী কী লাগতে পারে আগেই হিসাব করে রেখেছি।'

'কোন্ প্লেনটা নেবেন ঠিক করুন। ওটাতে আপনাদের মালসামান লোড করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

স্যাম্পসনের মাথার উপরে ঝুলছে একটা বোর্ড। তাতে কোন্ প্লেন খালি আছে, কোন্টা ভাড়া হয়েছে, যেগুলো ভাড়া হয়েছে সেগুলো কোনদিকে গেছে ইত্যাদি লেখা আছে। বোর্ডটাতে নজর বুলিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'ওই যে ওটা। বোনানযা জি থার্টি সিক্স। ফুয়েল ট্যাঙ্ক পুরো করে দেবেন। রওনা হবার আগে সব ঠিক আছে কি না চেক করে নেব।'

'ভালো। হ্যাঙারের দিকে যান। জোন্স, মানে আমার এখানে যে ছেলেটা কাজ করে, ওকে বলে দিচ্ছি। প্লেনটা দেখাবে আপনাদেরকে।'

ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রানা-সোহানা, পিছন থেকে ওদেরকে ডাকলেন বেঞ্জামিন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

ঘুরল রানা-সোহানা।

'কিছু মনে করবেন না,' কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে বেঞ্জামিনের চেহারা, 'কী ধরনের পাখির ছবি তুলতে যাচ্ছেন আপনারা রাম কে-তে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কোনও ধরন নেই। যা দেখবো সেটারই ছবি তুলবো। অ্যামেচার ফটোগ্রাফারদের সাধারণত সাবজেক্ট থাকে না।'

পনেরো

রাম কে, বাহামা।

দ্বীপটা টেনেটুনে ত্রিশ বর্গমাইল হবে। গাছগাছালিতে ভরা। আকাশ থেকে এ-রকম একটা জায়গায় এয়ারবেস খুঁজে বের করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এখানে আগেও এসেছে রানা। কোথায় নামতে হবে জানা আছে। কাজেই কোস্টলাইনটা খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। তবে নামার সময় খুব সাবধান থাকতে হলো। আলগা পাথরের ছড়াছড়ি এ জায়গায়।

আদিবাসী লুসায়ান ইণ্ডিয়ানরা এই দ্বীপকে ডাকে মামানা নামে। এটা আবিষ্কার করার পর ক্রিস্টোফার কলম্বাস এর নাম পাল্টে রাখেন সান্টা মারিয়া ডে লা কন্সেপসিয়ন। পরে আরও অনেক স্প্যানিশ অভিযাত্রী আসে এখানে। দ্বীপের সাদা বালির অনেকগুলো সৈকতের একটাতে একবার খুঁজে পাওয়া যায় রামের খালি একটা পিপা, কে বা কারা ধুয়েমুছে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রেখেছে। সেই থেকে নাম হয়ে গেছে রাম কে।

এই দ্বীপে একটাই গ্রাম—পোর্ট নেলসন। উত্তর-পশ্চিম উপকূল বরাবর। শত শত নারকেল গাছ দেয়ালের মতো ঘিরে আছে গ্রামটাকে। উনিশ শ' নব্বই সালের আদমশুমারি বলছে, পোর্ট নেলসনের জনসংখ্যা সর্বসাকুল্যে সত্তরজন। এই ক'বছরে হয়তো দ্বিগুণ হয়েছে, ভাবল রানা। আসার সময় প্লেন অটোপাইলটে দিয়ে ল্যাপটপের বদৌলতে ওয়ার্ল্ড গাইড ডট কম

থেকে যে-তথ্যগুলো জানতে পেরেছে সেগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল।

রাম কে'র বেশিরভাগ লোক থাকে পোর্ট নেলসনে। এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ট্যুরিযমের সঙ্গে জড়িত। কেউ আবার আনারস বা লবণের ব্যবসা করে। সাইসাল গাছের ছাল থেকে দড়ি বানিয়ে বেচে কেউ কেউ।

ভয়ানক কিছু শৈলশ্রেণী আর প্রবালপ্রাচীর ঘিরে রেখেছে এই দ্বীপকে। আগে থেকে জানা না থাকলে জাহাজ পরের কথা, লংবোট নিয়েও দ্বীপের কাছে ঘেঁষা সম্ভব না—খোঁচা লেগে তলা ফুটো হয়ে যাবে। তবে একটাই সুবিধা, বছরের বেশিরভাগ সময় সৈকতসংলগ্ন পানি স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ থাকে। পাঁচ-ছ'শ' বছর আগের জলদস্যুরা জানত, হাজার মাইল বিস্তৃত আটলান্টিক মহাসাগরের কোন্ জায়গায় লুকিয়ে থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। আর তাই এই রাম কে একসময় হয়ে উঠেছিল ওদের নিরাপদ ঘাঁটি।

'এখানে একবার বিখ্যাত এক জাহাজডুবি হয়েছে,' গতি কমিয়ে জয়স্টিক ঘুরিয়ে বোনানযাটাকে উপকূল বরাবর ডান দিকে পাক খাওয়াচ্ছে রানা, এমন সময় বলে উঠল সোহানা।

'ব্ল্যাকবার্ড?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ক্যাপ্টেন কিড?'

'কোনওটাই না।'

'তা হলে?'

'এইচ.এম.এস. কংকারার। ব্রিটেনের প্রথম প্রপেলার-চালিত ওয়ারশিপ। আঠারো শ' একষট্টি সালে সামার পয়েন্ট রীফের কাছে মাত্র ত্রিশ ফুট গভীর পানিতে ডুবে যায়।'

কথাটা শুনে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু বলল না।

'ওই যে এয়ারস্ট্রিপটা,' আবারও বলল সোহানা, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। আঙুলের ইশারায় রানাকে

দেখানোর চেষ্টা করছে জায়গাটা।

রানা দেখতে পেয়েছে আগেই। রানওয়েটা চার হাজার পাঁচ শ' ফুট লম্বা। পোর্ট নেলসন থেকে তিন-চার মাইল দূরে। এত উঁচু থেকে শত শত গাছগাছালির মধ্যে সাদা জায়গাটাকে দেখাচ্ছে ইংরেজি "টি"-র মতো। টারম্যাকের এককিনারায় কাজ করছে কয়েকজন শ্রমিক। ওদেরকে দেখাচ্ছে পিঁপড়ের মতো। আগাছা সাফ করছে হয়তো, ভাবল রানা।

রানওয়ে ছাড়িয়ে পুবদিকে তাকালে চোখে পড়ে সল্ট লেক। এটার কয়েক মাইল উত্তরে লেক জর্জ।

ইচ্ছা করেই গাড়ির বদলে প্লেন নিয়েছে রানা। গাড়িতে করে পুরো দ্বীপ চক্কর দিতে গেলে এক সপ্তাহের বেশি লেগে যেত। অত সময় নেই ওর হাতে।

আরও দু'হাজার ফুট নামল ও। যোগাযোগ করল পোর্ট নেলসনের কন্ট্রোলের সঙ্গে। রানাদের ফ্লাইটপ্ল্যান যাচাই করে দেখার পর অনুমতি দিল ওরা। বোনানযার নাক ঘুরিয়ে নিল রানা। উত্তরপুব দিকে এগোচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে দ্বীপের তটরেখা বরাবর মোড় নিল দক্ষিণদিকে। এদিকে জনবসতি সবচেয়ে কম, নেই বললেই চলে।

উঁকি দিয়ে নীচের দিকে তাকাল সোহানা। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'এখান দিয়ে যাচ্ছি যে?'

'আমার মনে হয় এখান থেকেই খোঁজ শুরু করাটা সবচেয়ে ভালো।'

'কেন?'

'কারণ দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে মানুষজন বেশি। ওখানে হয়তো এর আগেও খোঁজাখুঁজি হয়েছে। কিন্তু কেউ ওখানে লুকানো কোনও এয়ারস্ট্রিপ পেয়েছে বলে শুনিনি। কাজেই যে-অংশে খোঁজ চলেনি সেখানে যেতে চাই আগে। তা ছাড়া আমরা কী

খুঁজছি তা যদি কোনওভাবে ফাঁস হয় তা হলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে লোকে। আমি চাই না লোক জানাজানি হোক।'

আবারও নীচের দিকে তাকাল সোহানা। তিন-চতুর্থাংশ চাঁদের মতো বিছিয়ে আছে সৈকত। ঝকঝক করছে চিনির মতো সাদা বালি। তীর থেকে ছ'মাইল ভিতরে দেখা যাচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত একটা বাড়ি। সবকিছু কেমন সুনসান। টানা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে হু হু করে ওঠে বুকের ভিতর।

গতি কমাতে শুরু করেছে রানা। একইসঙ্গে নামাচ্ছে বোনানযার নাক। তীর থেকে চারশ' ফুট বাকি থাকতে ঢেউয়ের মাথা স্পর্শ করল প্লেনের পন্টুন দুটো। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা, নিশ্চিত হতে চায় ওপর থেকে কোনও ডুবোপাথর নজর এড়ায়নি ওর। অখণ্ড মনোযোগে কাজটা বেশ কিছুক্ষণ করার পর আশ্বস্ত হলো। থ্রটল ব্যাক করে আইড্‌ল্ মোডে দিয়ে দিল প্লেনটা। রানার হিসেব ভুল না হলে এবার নিজ গতিতেই সৈকতের দিকে এগিয়ে যাবে বোনানযা, কাছাকাছি গিয়ে থেমে যাবে আপনাথেকেই।

সৈকতের বালি স্পর্শ করল পন্টুন দুটো, মৃদু একটা হিসহিস আওয়াজ হলো, তীর থেকে ছ'ফুট ভিতরে গিয়ে থেমে গেল বোনানযা।

চেপে রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল সোহানা। 'চমৎকার ল্যাণ্ডিং,' নিখাদ প্রশংসা ঝরল গলায়।

'আমার ল্যাণ্ডিং সবসময় চমৎকারই হয়,' সোহানার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা, চোখ টিপল, 'সবাই... বিশেষ করে মেয়েরা, প্রশংসা না করে পারে না।'

ঘুসি তুলল সোহানা। পরমুহূর্তে হেসে ফেলে হাত নামিয়ে নিল। বোনানযার দরজা খুলে বেরিয়ে এল সৈকতে।

আরেকদিকের দরজা খুলে নামল রানা। ব্যাকপ্যাক আর

ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগগুলো নামাল একে একে। ডাফ্‌ল্‌ ব্যাগে ওদের ক্যাম্পিং গিয়ার আছে। ওগুলো ঠিক করে সাজিয়ে রাখছে রানা, এমন সময় বেজে উঠল স্যাটেলাইট ফোনটা। খানিকটা আশ্চর্য হয়ে সোহানার দিকে তাকাল ও, তারপর পকেট থেকে বের করে হাতে নিল ওটা। তাকাল স্ক্রিনের দিকে।

অপি।

'গুড টাইমিং, অপি,' রিসিভ বাটন চেপে বলল রানা। 'আমরা এই মাত্র নামলাম রাম কে-তে। একটু লাইনে থাকো তো,' স্যাটেলাইট ফোনের স্পিকার বাটন চাপল, ইশারায় কাছে ডাকল সোহানাকে। 'এবার বলো তোমার কী খবর।'

'খবর মোটামুটি ভালো। প্রথম কথা, মদের বোতলের ওই মৌমাছির ছবিটা আসলে কী, তা জানতে পেরেছি। ওটা নেপোলিয়নের বংশমর্যাদাসূচক একটা চিহ্ন। অবশ্য এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ আছে। বেশিরভাগের ধারণা ওটা আসলে কোনও মৌমাছিই না, একজাতের সোনালি ঘুগরে পোকা। কারও ধারণা প্রথমদিকে ঘুগরে পোকাই ছিল, পরের আঁকিয়েরা বুঝতে না পেরে মৌমাছি বানিয়ে ফেলেছে।'

'কী বলতে চাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'বংশমর্যাদাসূচক চিহ্ন হিসেবে একটা মাছির ছবি ব্যবহার করতেন নেপোলিয়ন?'

'না, ঠিক মাছি বলা যাবে না,' বলল অপি। 'ফ্যামিলি ট্রি'র হিসেব অনুযায়ী, ফড়িং-এর চেয়ে লিফ-হপার বা স্পিট্‌লবাগের সঙ্গে বেশি মিল আছে ঘুগরে পোকার।'

'আচ্ছা যা-ই হোক,' প্রাণিবিজ্ঞানের কূট-বিতর্কে যেতে রাজি না সোহানা, 'বোতলটা তো নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের, নাকি?'

'হ্যাঁ। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'ভালো,' মন্তব্য করল রানা। 'আর কী জানতে পারলে?'

'স্ক্যান করে এগন বল্ডেউইন-এর ডায়েরি আর লগবুক পাঠিয়েছেন আমার কাছে, ডায়েরিটা পড়া শেষ করেছি। বলা যায় প্রায় পুরোটাই বুঝতে পেরেছি। "গোট'স হেড" বা ছাগলের মাথা জাতীয় একটা শব্দ লিখেছে সে এক জায়গায়...'

'হুঁ, মনে পড়ছে,' বলল সোহানা। 'পড়েছি আমি ওটা। রানাকেও দেখিয়েছি। আমাদের ধারণা ওটা রাম কে'র কোনও সরাইখানার নাম। এগন আর ওর শিপমেট যখন এসেছিল হয়তো উঠেছিল ওখানে।'

'কিন্তু আমার মনে হয় ওটা কোনও সরাইখানা না,' সময় নিয়ে কথাটা বলল অপি।

'বলো কী?' আশ্চর্য হয়ে গেছে সোহানা। 'তা হলে কী?'

'আমার মনে হয় ওটা কোনও ল্যাণ্ডমার্ক। হয়তো নেভিগেশনের কাজে লাগবে ভেবে জায়গাটার ও-রকম নাম দিয়েছিল লোকটা।'

'কিন্তু...' রানার কণ্ঠে দ্বিধা, 'ওই নামে এখানে সে-রকম কিছু আছে বলে তো শুনিনি কখনও?'

'মুশকিলটা এখানেই। এ-পর্যন্ত কম ঘাঁটাঘাঁটি করিনি আমি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাইনি। কাছাকাছি কোনও দ্বীপে ওই নামের কোনও ল্যাণ্ডমার্ক আছে কি না তা-ও নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।'

'ঠিক আছে, চোখ-কান খোলা রাখবো আমরা,' বলল রানা। 'এগন যদি কোনও ল্যাণ্ডমার্কের সঙ্গে ছাগলের মাথার সাদৃশ্য খুঁজে পায় তা হলে আশা করি আমাদেরও চোখ এড়াবে না। তোমার কথা যদি ঠিক হয়, মানে ছাগলের মাথা যদি আসলেই কোনও ল্যাণ্ডমার্ক হয় তা হলে আমার ধারণা বিশেষ কোনও পাহাড় বা বড় কোনও পাথরের কথা বুঝিয়েছে লোকটা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অপি বলল, 'এবার একটা

ভুলের জন্য আমার ক্ষমা চাওয়ার পালা।'

'কী ভুল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জার্মান নেভাল আর্কাইভ থেকে ট্রান্সলেট করার সময় ভুল হয়েছে আমার। ম্যাক্সিমিলানের ক্যাপ্টেন ছিল না মাইকেল সেবাস্টিয়ান।'

'তা-ই নাকি?' আবার আশ্চর্য হয়েছে সোহানা, যতদূর জানে এ-রকম ভুল করে না অপি। 'তা হলে কী ছিল সে?'

'এগনের মতোই একজন, আরেকটা সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন। মিজিট সাব ইউ.এম. সেভেনটি সেভেন চালানোর দায়িত্ব ছিল ওর উপর।'

'তার মানে এগন, সেবাস্টিয়ান আর তাদের সাবমেরিন দুটো ম্যাক্সিমিলানে ছিল, তা-ই তো?' জানতে চাইল সোহানা। 'আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই রাম কে'র দিকে আসছিল জাহাজটা রিফুয়েলিং আর রিফিটিং-এর জন্য?'

'লগবুক পড়ে তা-ই মনে হয়,' জবাব দিল অপি।

'এবং রাম কে-তে পৌঁছানোর সপ্তাহখানেক পর যে-কোনও কারণেই হোক ডুবে যায় ম্যাক্সিমিলান। তখন এগনের ইউ.এম. থার্টি ফোর গিয়ে ঠাঁই নেয় মেরিল্যাণ্ড সোয়াম্পের কাছাকাছি কোথাও,' আপনমনে বলল রানা। তারপর স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে, সেবাস্টিয়ানের ইউ.এম. সেভেনটি সেভেনের কী হলো?'

'জার্মান আর্কাইভ বলে ওটা হারিয়ে গেছে,' বলল অপি। 'ইউ.এস. নেভির আর্কাইভ বলছে, ম্যাক্সিমিলান কব্জা করার পর শুধু জাহাজটা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তারমানে ইউ.এম. সেভেনটি সেভেনের ভাগ্যে যা ঘটেছে, ম্যাক্সিমিলানের ক্ষেত্রেও সে-রকম রহস্যময় কিছু একটা হয়েছে। এবং কী হয়েছে তা কোনওদিনই

নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না হয়তো।'

কী যেন ভাবছিল রানা। চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে বলল, 'আচ্ছা অপি, ম্যাক্সিমিলান কত বড় হবে? মানে লম্বায় কতখানি? একশ' পঞ্চাশ ফুট?'

'হবে হয়তো। ...কেন?'

'একশ' পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা জাহাজ,' আপনমনে বলছে রানা। 'দুটো সাবমেরিনকে রিফুয়েলিং করার জন্য একগাদা যন্ত্রপাতি। আমার ধারণা রাম কে'র কোনও একটা গুহা বেছে নিয়েছিল জার্মানরা কাজটা করার জন্য। এবং শুধু রিফুয়েলিংই নয়, খুবই গোপন আরও কিছু করছিল ওরা।'

'তারমানে...'

'হ্যাঁ,' সোহানার কথা কেড়ে নিল রানা, 'তারমানে সহজে চোখে পড়ে না এ-রকম কিছু গুহাও খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

বোনানযাটা আনলোডিং করার কাজ শেষ। পন্টুন দুটো শক্ত আর মোটা দড়ি দিয়ে কায়দা করে বেঁধেছে রানা সৈকতের বিশাল এক পাথরের সঙ্গে। এবার ক্যাম্প করার জন্য উপযুক্ত জায়গা দরকার। কয়েক ঘণ্টা পরই রাত নামবে। ওরা ঠিক করেছে আজ আর কোনও কাজ করবে না। শুধু বিশ্রাম আর গল্প। আগামীকাল সকাল থেকে নতুনভাবে শুরু করা যাবে।

'দেখা যাচ্ছে জায়গাটা পুরোপুরি নির্জন না,' গোছগাছের কাজ সারতে সারতে অনেকটা হঠাৎ করেই মন্তব্য করল সোহানা।

কফির সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিল রানা একটু দূরে। কথাটা শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানার দিকে।

ইঙ্গিতে দূরে দেখাল সোহানা। ও যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল রানা।

জায়গাটা সিকি মাইল দূরে। খাঁড়ির উত্তরপ্রান্তে, একসারিতে জন্মানো কিছু ঘন গাছপালার সঙ্গে। ওখানে একটা কুঁড়েঘরের মতো দেখা যাচ্ছে। মোচাকার ছাদটা খড়ে-ছাওয়া, দেয়াল বানানো হয়েছে তক্তা দিয়ে। ঘরের বাইরে, দুটো পোস্টের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে একটা দোলনা-বিছানা। বিছানাটা দুলছে। কেউ একজন শুয়ে আছে ওখানে আরাম করে, খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটা রানা-সোহানার দিকে।

রানা-সোহানাও ওকে দেখছে বুঝতে পেরে শোয়া অবস্থাতেই হাত উঁচু করল লোকটা, নাবিকদের মতো চিৎকার করে বলল, 'হেই ভায়া, খবর কী?'

সোহানার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল রানা। জবাবে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। হালকা পদক্ষেপে হেঁটে দূরত্বটুকু অতিক্রম করল দু'জনে, হাজির হলো লোকটার সামনে।

'স্বাগতম,' ভারী কণ্ঠে বলল লোকটা।

রোদে পুড়ে গাঢ় হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। চুল সব সাদা। থুঁতনিতে ছুঁচালো দাড়ি। নীল চোখের তারায় অদ্ভুত দ্যুতি। গাছের গুঁড়ি দিয়ে দুটো চেয়ার বানিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে দোলনা-বিছানা থেকে কিছুটা দূরে, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল লোকটা।

রানা খেয়াল করল, জোয়ারের পানিতে ভিজে আছে চেয়ার দুটো, শুকায়নি এখনও। লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনুন, আমরা যদি অনধিকার প্রবেশ করে থাকি তা হলে দুঃখিত। আসলে...'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা। 'খামোকা বিনয় কোরো না। এখানে প্রায়ই লোক আসে। তোমরা নতুন না। বেশিরভাগই কপোতকপোতী, তোমাদের মতো। ওরা আসে, দু'-চারদিন থাকে, প্রেম করে, তারপর চলে যায়। আমি এখানে শুয়ে

শুয়ে দেখি।'

চেয়ারে বসে পড়ল রানা-সোহানা। নিজেদের পরিচয় দিল রানা। ছোটখাটো একটা "গবেষণার" কাজে এসেছে, জানাল।

দোলনা-বিছানায় উঠে বসল লোকটা। বালির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'ভালো হয়েছে তোমরা এসেছ।'

আশ্চর্য হয়ে লোকটার দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে?'

'মানে সবসময় কপোতকপোতীরা আসে তো, এবার একটু অন্যরকম কিছু হবে। যা-হোক, তোমাদের কাজে বাধা দেয়ার জন্য আমি থাকছি না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যেতে হতো আমাকে। যাওয়ার আগে দেখা হয়ে গেল তোমাদের সঙ্গে।'

'কোথায় যাবেন?' আবারও জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'পোর্ট হেনরিতে কিছু কাজ আছে আমার। দু'দিনের আগে ফিরতে পারবো না। মনে হয় এই দু'দিনে তোমরাও তোমাদের কাজ সেরে ফেলতে পারবে,' বলে আর দাঁড়াল না লোকটা, হাঁটা ধরল গাছের সারির দিকে। কিছুক্ষণ পর উদয় হলো আবার। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে একটা ভেসপা স্কুটার। কাছে এসে বলল, 'আমার ঘরের ভিতরে ফিশিংপোল, পট, প্যান এবং আর যা যা লাগে তার প্রায় সবকিছুই আছে। দরকার লাগলে নিজেদের মনে করে ব্যবহার কোরো। ট্র্যাপডোর ওয়াইন সেলারও আছে। চেখে দেখতে পারো দু'-এক বোতল।'

হঠাৎ করেই কেন যেন মনে হলো রানার এই অচেনা লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

চোখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকাল লোকটা।

'কাছাকাছি কোথাও গোপন কোনও নৌঘাঁটির কথা শুনেছেন কখনও?'

'ঠিক নৌঘাঁটি না...নাৎসিদের সাবমেরিন ঘাঁটি ছিল বলে

শুনেছি।'

'তা হলে মনে হয় ওটাই,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

স্কুটারটাকে কিকস্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করাল লোকটা। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকল ঘরে। চা পরিবেশন করার ট্রে'র সমান আকৃতির বর্গাকার একটা টিনের-টুকরো নিয়ে ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। টুকরোটা তুলে দিল রানার হাতে।

চোখ পিটপিট করল রানা। 'কী করবো এটা দিয়ে? সাগর থেকে মাছ ধরে ফ্রাই করে পরিবেশন করবো?'

মুচকি হাসল লোকটা। 'এটা একটা হাইড্রোপ্লেন, বাছা।'

'হাইড্রোপ্লেন?' সোহানার দৃষ্টিতে সন্দেহ।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'সাধারণ সাবমেরিনের চেয়ে অনেক ছোট একটা সাবমেরিনের অংশ।'

'অনেক ছোট সাবমেরিন?' বলে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

আবারও মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'যারা দেখেছে তারা অন্তত তা-ই বলেছে।'

'কোথায় পেলেন এই জিনিস?' হাইড্রোপ্লেনটা উল্টেপাল্টে দেখছে রানা।

'ফ্রিডম রকে। পোর্ট বয়েডের উত্তরে।'

'তারমানে সেখান থেকেই খোঁজ...মানে গবেষণা শুরু করতে হবে আমাদেরকে,' বিড়বিড় করে বলল সোহানা।

'ওই জায়গায় একটা লেগুন আছে। ওখানেই পেয়েছি আমি জিনিসটা। একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী আছে ওই লেগুনের ধারেকাছে। আমার ধারণা ওই নদীতে ভেসেই কাছেপিঠের কোনও জায়গা থেকে হাজির হয়েছে এই হাইড্রোপ্লেন। দ্বীপের এই জায়গায়, মানে পুবদিকে ওই নদীটা দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে যে-বিষয়ে খটকা লেগেছে তা

হলো, স্রোত এত জোরালো না যে, এই হাইড্রোপ্লেনের চেয়ে ভারী কিছু ভাসিয়ে দ্বীপের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু...' চোখ সরু করে অচেনা লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা, 'আপনি যদি জানতেনই এটা একটা জার্মান সাবমেরিন থেকে পাওয়া গেছে, খুঁজে বের করলেন না কেন সেটা?'

'প্রথম কথা: আমি কিন্তু একবারও বলিনি কোনও জার্মান সাবমেরিন থেকে পাওয়া গেছে ওটা। দ্বিতীয়তঃ আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল করেছি। জানতাম একদিন-না-একদিন কেউ-না-কেউ আসবেই। এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করবে আমাকে। দেখো, আমার অনুমান ঠিক হয়েছে। তোমরা হাজির হয়ে গেছ,' পিছু ঘুরে স্কুটারের দিকে দু'কদম এগোল লোকটা। তারপর হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরল। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি যদি একজন জার্মান নাবিক হতাম তা হলে এখানে আসার চেয়ে সাগরতীরের কোনও গুহায় লুকিয়ে থেকে জীবন কাটিয়ে দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম বেশি।'

'আমিও,' চোখ টিপে বলল রানা।

হাসল লোকটা। 'কপাল দেখো, রাম কে'র চারদিকে গুহার অভাব নেই। দ্বীপের এই প্রান্তেই আছে কম করে হলেও বারোটা। যতদূর শুনেছি, ওগুলোর বেশিরভাগেই মানুষের পা পড়েনি কখনও। ওই আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর মাধ্যমে সবগুলো গুহাই নাকি একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত।'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল রানা, 'আর মাত্র একটা কথা। গোট'স হেড বা ছাগলের মাথার ব্যাপারে কখনও শুনেছেন কিছু?'

চোখ সরু করে কিছুক্ষণ থুঁতনি চুলকাল লোকটা। তারপর বলল, 'উঁহুঁ, সে-রকম কিছু শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। যাই

হোক, চলি এখন। গুড লাক।'

স্কুটার চালিয়ে উধাও হয়ে গেল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা-সোহানা। তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল সোহানা, 'কাণ্ড দেখো!'

ভ্রূ-কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী?'

'এতক্ষণ কথা বললাম অথচ ভদ্রলোকের নামটাই জিজ্ঞেস করলাম না।'

'নাম জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল বলে তো মনে হয় না।'

'কেন?'

কিছু না বলে ইঙ্গিতে কুঁড়েঘরটার দিকে দেখাল রানা।

দরজার পাশে পেরেকে গাঁথা একটা ছোট তক্তা। তাতে লাল কালিতে লেখা আছে:

ক্যাসা দে পিলাতোস।

ষোলো

জ্বলন্ত আগুনের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তা এসব না থাকলে জীবনটা কত সুন্দর হতে পারত, না?'

সোহানা শুধু বলল, 'হুঁ।'

ক্যাসা দে পিলাতোসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে ওরা। আজ রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকটার "আশ্রয়ে"। সূর্য যখন ডুবি ডুবি করছিল তখন এদিকে-সেদিকে ঘুরে কিছু কাঠ যোগাড় করে এনেছে রানা। তখন সোহানা গিয়ে ঢুকেছিল পিলাতোসের

কুঁড়েঘরে, খুঁজে বের করেছে বেশ বড় একটা ছিপ। ঘণ্টা দেড়েক সময় খরচ করে কিছু মাছ ধরেছে সাগর থেকে। ওগুলো আঁশ ছাড়িয়ে আগুনে ঝলসে নিয়ে ডিনার সেরেছে দু'জনে।

কুঁড়েঘরের বাইরের একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে ওরা এখন। হীরার টুকরোর মতো তারা ঝিকমিক করছে পরিষ্কার আকাশে। কাছেই আগুন জ্বলছে বলে দূরে তাকালে আরও অন্ধকার মনে হয় রাতটা। সাগরের ঢেউয়ের অবিরাম কুলকুল আর গাছের পাতার ফিসফিসানি বাদ দিয়ে বললে চারপাশ নীরব।

ওয়াইন সেলারের ব্যাপারে বাড়িয়ে বলেনি পিলাতোস। তবে ভাণ্ডারটা বেশি বড় না, সাধারণ একটা ক্লযিটের সমান হবে। ভিতরে দু'ডজনের মতো বোতল। সেখান থেকে বেছে বেছে ওয়াইনের একটা বোতল নিয়ে এসেছে সোহানা। ওটা এখন মাটিতে। রানা-সোহানার হাতে একটা করে গ্লাস। আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে ওরা যে-যার গ্লাসে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোহানা বলল, 'কী মনে হয় তোমার, রানা? ওরা খুঁজে বের করতে পারবে আমাদেরকে?'

'ওরা মানে নিয়াযভ আর মেলিখান? মনে হয় না। ওরা প্রফেশনাল, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের পরিচয় বের করার জন্য আমরা যেভাবে চেষ্টা করেছি, আমাদের পরিচয় বের করার জন্য ওরা সেভাবে চেষ্টা করেনি সম্ভবত। করলে আমাদের প্রতি ওদের আচরণ আরেকটু অন্যরকম হতো।'

'অন্যরকম মানে?'

'মানে...আমাদের প্রতি আরেকটু সমীহ করে কাজ করত। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমাদেরকে পাত্তাই দিচ্ছে না সিদোরভের সাঙ্গপাঙ্গরা।'

'এটা ওদের একটা চালও হতে পারে?'

'পারে, অস্বীকার করবো না। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

'আমরা আসলে কী খুঁজছি, রানা?'

'আমারও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে জিনিসটা দামি কিছু। অন্তত ওটার অ্যান্টিক ভ্যালু অনেক। তা না হলে সিদোরভের মতো লোক উঠে-পড়ে লাগত না।'

'প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত কে এগিয়ে আছে? আমরা, না সিদোরভ?'

হাসল রানা। ছোট করে আবার চুমুক দিল গ্লাসে। 'জানি না। মনে হয় আমরাই।'

'ভালো,' হাসল সোহানাও। 'রানা, কেন যেন তোমার বন্ধু রে হোগানের কথা মনে হচ্ছে আমার। ওকে সেদিন মেরেই ফেলত নিয়াযভ, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, সন্দেহ নেই।'

বেঞ্চের উপর পা তুলে বসল সোহানা। 'এই বিষয়টাই আমাকে ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। নেপোলিয়ন—এত বছর আগের এক সম্রাট, তাঁর হারানো মদভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্য খুনখারাপিতেও আপত্তি নেই সিদোরভের। অথচ সে সাধারণ অ্যান্টিকশিকারীদের মতো না।'

'ওই যে বললাম, এখন পর্যন্ত স্পষ্ট ধারণা নেই আমার। তবে একটা কথা বলি। সিদোরভ আসলে হারানো মদের ভাণ্ডার খুঁজছে না। সে খুঁজছে অন্য কিছু।'

'কী?'

'তা জানি না। আর খুনখারাপির কথা যদি বলো, সিদোরভের সম্বন্ধে যে-সব রিপোর্ট পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে খুন করতে করতে ব্যাপারটা ওর কাছে ডালভাত হয়ে গেছে। তাই যখন-তখন যাকে-তাকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয় সে।'

'হুঁ,' মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সোহানা। আনমনে দোলাচ্ছে হাতের গ্লাসটা। সোনালি মদ নড়ে উঠছে

থেকে থেকে, আগুনের আলোয় দেখছে সেটা। 'এখানে...মানে এই দ্বীপের কোথেকে কাজ শুরু করবো আমরা?'

'প্রথমে কিছু অনুমান করতে হবে আমাদেরকে।'

'যেমন?'

'যেমন অপি বলছে ছাগলের মাথা নাকি একটা ল্যাণ্ডমার্ক, কথাটা সত্যি বলে মেনে নিতে হবে। দুই, আমি জার্মান হলে গোপন ঘাঁটি বানানোর জন্য এই দ্বীপে এমন একটা জায়গা বেছে নিতাম যেখানে মানুষের আনাগোনা সবচেয়ে কম। যতটুকু জানি, যতখানি খোঁজখবর করেছি, রাম কে'র এ-জায়গাটাই সে-রকম। কাল ভোরে আমাদের মালসামান নিয়ে উঠে পড়বো নৌকায়...'

'বোনানযায় না?'

'না, বোনানযায় না।'

'কেন?'

'কারণ আমার ধারণা ছাগলের মাথা বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা আকাশের চেয়ে সাগর সমতল থেকে ভালো চেনা যাবে।'

'কীভাবে?'

'এগন ছিল নৌসেনা। যুদ্ধ বলো, গোপন ঘাঁটি খুঁজে বের করা বলো কিংবা রিফিটিং বলো, সব সে করেছে পানিতে ভেসে, আকাশে উড়ে বেড়িয়ে না। কাজেই আমার ধারণা ছাগলের মাথাও সে খুঁজে পেয়েছে সাগরের পানিতে ভাসতে ভাসতে। তা ছাড়া আকাশ থেকে ছাগলের মাথা দেখতে হাঁসের পা অথবা গাধার কানের মতো মনে হতে পারে। আবার কিছু মনে না-ও হতে পারে।'

'ভালো বলেছ। ওভাবে ভেবে দেখিনি আমি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতগুলো বছর পার হয়েছে, এতদিনে হয়তো অনেক পাল্টে গেছে ল্যাণ্ডমার্কটা?'

'পাল্টে গিয়ে থাকলে করার কিছু নেই। চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদেরকে।'

ভোরে ঘুম থেকে উঠল ওরা। বুনো আঙুর, ডুমুর, আলুবোখারা আর ঝলসানো মাছ দিয়ে নাস্তা সেরে নিল। কুঁড়েঘরের একশ' গজের মধ্যেই জন্মে আছে বিভিন্ন জাতের বুনো ফলের গাছ, সেগুলো থেকে যা যা ভালো লেগেছিল নিয়ে এসেছিল সোহানা। রানা সাগর থেকে মাছ ধরেছে।

খাওয়া শেষ করে মোটরবোটে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলল দু'জনে মিলে। তারপর রওয়ানা হয়ে গেল। মোটরটা বেশ পুরনো, হঠাৎ করে ছুট লাগানোর দরকার পড়লে তেমন স্পিড তুলতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে তেল খায় কম। আর হালকা। বিক্ষিপ্ত প্রবালপ্রাচীরের মাঝখান দিয়ে নৌকাটাকে এগিয়ে নিতে পারবে। বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কাও সামলাতে পারবে।

রোদের তেজ তেমন জোরালো হয়ে ওঠার আগেই অনেকদূর চলে আসতে পারল ওরা। প্রবালপ্রাচীরের সঙ্গে সমান্তরালে নৌকা চালাচ্ছে রানা, এগোচ্ছে উত্তরদিকে। এখানকার পানি খুবই স্বচ্ছ, কিছুটা ফিরোজা রঙের। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পানির বিশ ফুট নীচের বালি। বাহারি রঙের কিছু মাছ ছোটাছুটি করছে ইচ্ছামতো, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সেগুলোও।

প্রবালপ্রাচীরের কারণে বার বার নৌকার নাক এদিক-সেদিক করতে হচ্ছে রানাকে, কিন্তু খেয়াল রাখছে যাতে তীর থেকে বেশি দূরে সরে না যায়। দূরত্বটা পঞ্চাশ থেকে একশ' গজের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে।

নৌকার অন্যপ্রান্তে বসে আছে সোহানা। চোখে বিনকিউলার। সাগরতীরের পাহাড়গুলো দেখছে। কখনও কখনও বিনকিউলার নামিয়ে রেখে তুলে নিচ্ছে ডিজিটাল এস.এল.আর. ক্যামেরা,

টেলিফটো লেন্স দিয়ে ছবি তুলছে। কখনও আবার নৌকার গতি কমাতে বলছে রানাকে। কোনও পাহাড়ের কোনও গুহাকে বিশেষ কোনওকিছুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হলে সময় নিয়ে দেখছে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তোলার চেষ্টা করছে।

দুপুরের কিছু আগে ওরা হাজির হলো দ্বীপের হেডল্যাণ্ডের সামনে। এখানে তীরের কাছেই বেশ বড় একটা পাহাড়। স্থানীয়রা ডাকে নাসাউকানু নামে। ওটা ছাড়িয়ে উত্তরের উপকূলরেখা বরাবর পোর্ট বয়েড। রাম কে'র এ-জায়গাটাও ঘনবসতিপূর্ণ। তাই নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিল রানা। দক্ষিণদিকে এগোচ্ছে এবার।

'আমরা ইতোমধ্যে কম করে হলেও ডজনখানেক গুহা পার হয়ে এসেছি,' বলল সোহানা।

রানা জানে কথাটা ঠিক। ওই গুহাগুলোর উপর নজর বুলিয়েছে সে-ও। বেশিরভাগ গুহামুখ ঢেকে আছে ঝুলন্ত আঙুরলতায়। কোনওটাতে আবার আগাছা আর কাঁটাঝোপের ছড়াছড়ি। দেখে বোঝা যায় ওগুলো গুহামুখ। কিন্তু কোনওটাকেই ছাগলের মাথার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়নি। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ভিতরে ঢুকে সবগুলো গুহা তন্ন তন্ন করে দেখতে হলে বছরখানেক সময় লেগে যাবে।

'আমাদের জন্য আরেকটা খারাপ খবর হচ্ছে,' সম্ভবত রানার মনের কথাটা পড়তে পেরে বলল সোহানা, 'এতক্ষণ ভাটা চলছিল। তাই তীরের এত কাছে থাকতে পেরেছি আমরা। জোয়ার শুরু হলে দূরে সরে যেতে হবে আমাদেরকে। এত কাছে থেকেও যখন কিছু চোখে পড়েনি, দূরে গেলে পড়বে কীভাবে?'

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে নৌকার গতি আরও কমাল রানা। বলল, 'আমার কী মনে হয় জানো?'

বিনকিউলারটা হাত থেকে রেখে দিয়ে সানগ্লাস পরল

সোহানা। সূর্যের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে রানা, তাই ওর দিকে সরাসরি তাকালে চোখে রোদ লাগে।

'আমার মনে হয় কোথাও কোনও ভুল হয়েছে আমাদের,' সিগারেট ধরাল রানা। 'আমরা ধরে নিয়েছি মিশনে যাওয়ার আগে নিজের সাবমেরিনটাকে টেস্ট-ড্রাইভিং করার জন্য এখানে এসেছিল এগন এবং দেখতে ছাগলের মাথার সঙ্গে মিল আছে এ-রকম কোনও গুহাকে গোপন চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করেছে।'

'তো?'

'মেরামতের কাজ সন্তোষজনক হয়েছে কি না জানার আগে বেশি গভীরে ডুব দিতে চাইবে না এগন, ঠিক না?'

'চাওয়ার তো কথা না। আমি থাকলে চাইতাম না। যদি নিশ্চিতভাবে জানতে না পারি সাবমেরিন নিয়ে ডুব দিলে আবার ভেসে উঠতে পারবো, নাকি সলিলসমাধি হবে।'

'তারমানে ধরে নেয়া যায় এগনও ওই কাজ করেনি। তীরের কাছাকাছিই কোথাও ছিল সে। এবং বেশিরভাগ সময় পানির উপরেই রেখেছিল সাবমেরিনটাকে।'

চুপ করে কথাটা কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর বলল, 'সম্ভবত।'

'মনে করো মেরামতের কাজ শেষ। এবার টেস্ট-ড্রাইভের পালা। গভীর সাগরে চার-পাঁচ মাইল এদিকে-সেদিকে ঘোরাঘুরি করে আবার ফিরতে হয়েছে এগনকে। খোলা সাগরে ভেসে ওঠার পর বিশেষ সেই চিহ্ন দেখে বুঝতে পেরেছে সে কোন্‌দিকে এগোতে হবে।'

'তারমানে,' বুঝে ফেলেছে সোহানা, 'মাত্র একশ' গজ দূর থেকে না, কয়েক মাইল দূর থেকে চিনে রেখেছিল সে জায়গাটা। এবং সেটা খুঁজে বের করতে হলে আমাদেরকেও যেতে হবে খোলা সাগরে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নৌকার মুখ আবারও ঘুরিয়ে নিল রানা।

বিকেলের কিছু আগে রাম কে'র উত্তর হেডল্যাণ্ড থেকে মাইল দুয়েক দূরে থামল ওদের নৌকা। ওরা তখন ক্লান্ত, পিপাসার্ত। মাথায় হ্যাট আর গায়ে সানক্রিম থাকার পরও রোদে প্রায়-ঝলসে গেছে দু'জনই।

হাত তুলে থামার ইঙ্গিত দিয়েছে সোহানা। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছে ও দূরের একটা পাহাড়ের দিকে। অনেকক্ষণ দেখার পর বিনকিউলারটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। রানা ততক্ষণে গতি কমিয়ে আইড্‌ল্ পজিশনে নিয়ে এসেছে মোটরবোটটাকে।

'ওই পাহাড়টা দেখো,' বলল সোহানা। 'তোমার বাঁ দিকে, দু'শ' আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে।'

বিনকিউলারটা নিল রানা। বাঁ দিকে ঘুরে বসল। যেদিকে ইঙ্গিত করছে সোহানা তাকাল সেদিকে।

'পাশাপাশি দুটো বটগাছ জন্মে আছে, দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হুঁ, পাচ্ছি।'

'কল্পনা করো আজ থেকে অনেক বছর আগের কথা। বটগাছ দুটো তখন এত বড় হয়নি। ধরো...এখনকার তুলনায় বেশি হলে তিনভাগের একভাগ হবে। ডালপালাও অনেক কম। পাহাড়টাকে তা হলে আরেকটু লম্বা মনে হবে তোমার।'

টানা দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'না, সোহানা, আমার মনে হয়...'

'সরাসরি তাকিয়ো না,' রানাকে কথা শেষ করতে দিল না সোহানা। 'প্রথমবার ওভাবে তাকিয়ে আমিও বুঝতে পারিনি। ঘাড় খানিকটা ঘুরাও, চোখ টেরা করো।'

তাকাল রানা। হঠাৎ করেই দেখতে পেল ও। যেন সুইচ টিপে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে কেউ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতগুলো বছর—যথেষ্ট ক্ষয়ে গেছে পাহাড়ের মাথার দিকটা। তারপরও ওই জায়গা দেখতে অনেকটা ছাগলের মাথার মতোই। বটগাছ দুটোকে আরও খাটো কল্পনা করলে মনে হয় ছাগলের শিং।

বিনকিউলারটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

সানগ্লাসটা খুলল সোহানা। রানার চোখে চোখ রাখল। 'এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওটাই কি সেই ছাগলের মাথা যা এতক্ষণ ধরে দেখতে চাচ্ছিলাম আমরা? নাকি একটা ভুলকে জোর করে ঠিক বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি?'

'কাছে না গেলে শিওর হওয়া যাবে না,' ইঞ্জিনের থ্রটলে হাত দিল রানা।

সামনের প্রবালপ্রাচীরের ফাটল আট ফুটের বেশি হবে না। জোয়ার চলছে, সাগরে এখন বড় বড় ঢেউ। এখানকার বেশিরভাগ প্রবালপ্রাচীরের মাথাগুলো ধারালো, অন্তত মোটরবোটের তলা চিরে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। খুব ধীরে আর অত্যন্ত সাবধানে মোটরবোট চালাতে হচ্ছে রানাকে। প্রান্ত বদল করে বোটের নাকের কাছে গিয়ে বসেছে সোহানা, থেকে থেকে উঁচু গলায় নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করছে রানাকে।

'বাঁয়ে...বাঁয়ে...বাঁয়ে,' হঠাৎ বলল সোহানা, 'হ্যাঁ, হয়েছে। এবার নাক সোজা করো নৌকার। গতি আরেকটু কমাও। সোজা এগোতে থাকো।'

নীচের স্ফটিকস্বচ্ছ পানির দিকে বার বার তাকাচ্ছে রানা। পাগলপারা স্রোত এসে অবিরাম বাড়ি খাচ্ছে প্রবালপ্রাচীরে। ফেনা ছড়িয়ে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে পানি। খানিক

বাদেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আবার। চোখা মাথার প্রবালদেয়াল দেখা যাচ্ছে তখন। রানার এক হাত থ্রটলে, আরেক হাত দিয়ে হাল ধরে আছে। সোহানার নির্দেশনা মানছে অক্ষরে অক্ষরে। কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই একটু একটু করে এগোচ্ছে মোটরবোট।

'গুড!' নিখাদ প্রশংসা সোহানার কণ্ঠে, 'এগিয়ে চলো, রানা।'

হালটা আরেকটু ঘুরাল রানা। নৌকা এখন এগিয়ে যাচ্ছে আট ফুটের সেই ফাটলের দিকে। এমন সময় বিশাল এক ঢেউ এসে বাড়ি মারল নৌকার গায়ে। নাক ঘুরে গেল ওটার। থ্রটল ছেড়ে দিয়ে দু'হাত দিয়ে হাল চেপে ধরল রানা। একটুও ডানে-বাঁয়ে যাওয়া চলবে না। কোনও প্রবালপ্রাচীরে নৌকার তলা ঘষা খেলেই সর্বনাশ।

'সাবধান, সোহানা,' চেঁচিয়ে সতর্ক করল রানা, 'আরেকটা ঢেউ আসছে।'

আগেই দেখেছে সোহানা। মোটরবোটের দু'দিকের দু'প্রান্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'স্রোতটা আসার আগেই গতি বাড়িয়ে ফাটলের ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে না?'

'হয়তো পারবো, কিন্তু ঝুঁকি নিতে চাই না। স্রোতটা নৌকার নাক ঘুরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু জোরে ছুটতে গেলে নৌকার তলা ফুটো হতে পারে।'

স্রোতটা এল যথাসময়ে। বড় রকমের ঝাঁকুনি খেল রানা-সোহানা। ওটা চলে যাওয়ার পর আরেকদফা খাটুনি করে নৌকার মুখ সোজা করতে হলো রানাকে।

'বেশি ডানে এসে পড়েছ,' চেঁচিয়ে বলল সোহানা। 'একটু বাঁয়ে নাও। আরেকটু। হয়েছে...হয়েছে। এবার সোজা যাও।'

'আর কত দূর?'

'দশ ফুটের মতো।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, হঠাৎ করেই হিস্‌হিস্‌ জাতীয় একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তরঙ্গবিক্ষোভ জেগেছে ফুট বিশেক পিছনের পানিতে। সাপের মতো ফণা তুলতে শুরু করেছে বিশাল এক ঢেউ। ঘটনাটা দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না রানার, কারণ এ-রকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে সোহানাও। হতবুদ্ধি হয়ে গেছে সে-ও। স্পষ্ট বুঝতে পারছে অবশিষ্ট দশ ফুট পার হওয়ার আগেই ছোবল হানবে দানবীয় স্রোত। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে দু'জনের কে কোথায় পড়বে কে জানে।

হঠাৎ এমন এক কাজ করল রানা যে, সোহানার মনে হলো ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে রানার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে ও। কয়েক কদম এগিয়ে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে সোহানাকে। ওকে জাপ্টে ধরে শুয়ে পড়ল নৌকার ভিতরে।

'কী...কী করছ?' চোখ বড় বড় করে রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'প্রেম,' বলেই সোহানার ঠোঁটে চুমু খেল রানা।

'কিন্তু...'

কথা শেষ করতে পারল না সোহানা। ওর মনে হলো কয়েক টন পানি যেন আছড়ে পড়েছে নৌকার পিছনে। প্রচণ্ড ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায় সমুদ্র-সমতল থেকে কয়েক ফুট উপরে উঠে গেছে মোটরবোট। সোহানার মনে হচ্ছে ওর তলপেটের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে হঠাৎ করেই।

ওরা দু'জনে দেখতে না পেলেও টের পেল, দশ ফুটের দূরত্ব আর আট ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ফাটলটা পার হলো ওরা শূন্যে ভেসে। দু'-তিন সেকেণ্ড পরই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল আবার। সোহানাকে

ছেড়ে দিয়ে মাথা তুলল রানা। সোহানাও উঠল।

প্রবালপ্রাচীরের দেয়াল পার হয়ে শান্ত একটা লেগুনে হাজির হয়েছে ওরা।

উঠে দাঁড়াল সোহানা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ হেসে ফেলল। 'এ-রকম পাগলামি করলে কেন?'

'পাগলামি না। দেখলাম আমি কষ্ট করে যা করতে যাচ্ছি তা আমার হয়ে ওই দানবীয় স্রোতই করে দেবে। কাজেই শুধু শুধু কষ্ট করার দরকার কী? খানিকটা সময় হাতে পেলাম, সে-সুযোগে একটু আদর করে নিলাম তোমাকে।' চারদিকে তাকাল রানা। 'সোহানা, মাই ডার্লিং, ওয়েলকাম টু গোট'স হেড লেগুন।'

সতেরো

'সকালে নৌকায় চড়ে গত আট ঘণ্টা টানা রোদে পোড়ার সঙ্গে তুলনা করলে এই জায়গা এককথায় বেহেশত,' বলল রানা।

লেগুনটার ব্যাস টেনেটুনে এক শ' ফুট হবে। উত্তর-দক্ষিণে সীমানা নির্দেশ করছে মানুষের হাতের বুড়ো আঙুলের মতো দেখতে দু'খণ্ড জমি। দু'জায়গাতেই জড়াজড়ি করে আছে পাইন আর তালগাছ। গোট'স হেড পাহাড়টার উচ্চতা আনুমানিক ষাট ফুট। ঢাল ভরে গেছে বিভিন্ন জাতের গাছপালায়। এগুলোর মধ্যে আঙুর আর বটগাছ চোখে পড়ে বেশি। অন্যদিকের ঢালটারও একই অবস্থা সম্ভবত। পাহাড় ছাড়িয়ে একটুখানি বাঁ দিকে তাকালে চোখে পড়ে সাদা বালির অর্ধচন্দ্রাকৃতির জমি, দেখতে

অনেকটা হাউস ডেকের মতো। রোদের তেজ কমে এসেছে, পশ্চিমাকাশে কিছুটা হেলে পড়েছে সূর্য, পুরো লেগুন ডুবে আছে গাঢ় ছায়ায়। পানি সম্পূর্ণ শান্ত এখানে। চিৎকার করতে করতে আকাশে চক্কর দিচ্ছে নাম-না-জানা একঝাঁক পাখি।

মুচকি হাসল সোহানা। 'ঠিকই বলেছ। খোলা সাগরের ঝলসানো রোদের সঙ্গে তুলনা করলে এই জায়গা বেহেশত। এবং রাত কাটানোর জন্য মন্দ না। আমার দৃষ্টিতে এই জায়গা ব্লু ওশান হোটেলের চেয়েও আকর্ষণীয়। কিন্তু আগেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবারও জানতে চাচ্ছি, আমরা কি ঠিক জায়গায় এসেছি?'

'জানি না,' থ্রটলে হাত রেখে এতক্ষণ চারপাশ দেখছিল রানা, এবার তাকাল সোহানার দিকে। 'তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

'কী?'

'একটা গুহার সন্ধান পেয়েছি আমরা,' হাত তুলে নির্দিষ্ট একটা জায়গা দেখাল রানা। তারপর ইঞ্জিন চালু করে হাল ঘুরিয়ে রওয়ানা হলো। কাছাকাছি পৌঁছে গতি কমিয়ে দিল অনেকখানি।

এই জায়গার পানি ঘড়ির কাঁটার দিকে পাক খেয়ে ঘুরছে। তবে ব্যাপারটা সহজে চোখে পড়ে না, অনেকক্ষণ খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায়। অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি এটা দেখামাত্র বলে দিতে পারবে, সাগরের লোনা পানি থেকে আলাদা হতে শুরু করেছে এই জায়গার পানি। আরেকটু এগোলে পানের উপযোগী পানির সন্ধান পাওয়া যাবে।

পায়ের কাছে পড়ে-থাকা ডাফ্‌ল্ ব্যাগের ভিতর থেকে নিজের ডাইভিং গগল্‌সটা বের করল রানা। ওটা পরে নিয়ে উপুড় হয়ে মুখ ডুবাল পানিতে।

সারাদিন সূর্যের তাপে হয়তো গরম হয়ে ছিল পানি, কিন্তু এখন আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ। হরেক প্রজাতির ছোট ছোট মাছ

দ্রুতগতিতে ছোটাছুটি করছে। প্ল্যাঙ্কটন জাতীয় খাবার ভেসে আসছে স্বাদুপানির স্রোতে, ওগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে মাছগুলো নিজেদের মধ্যে।

পানি থেকে মাথা বের করল রানা। তর্জনীটা পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে তুলল মুখের কাছে, জিভে আলতো করে ছোঁয়াল।

'লোনা, নাকি মিষ্টি?' জানতে চাইল সোহানা।

'লোনা। কিন্তু সাগরের পানির চেয়ে অনেক কম। ধরো তিন ভাগের এক ভাগ।'

'তারমানে ধারেকাছে কোনও আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী আছে?'

'থাকার কথা,' গগলস খুলে ফেলল রানা। চুলে আঙুল চালিয়ে পানি ঝেড়ে ফেলছে। 'ঘটনাটা বিরল কিন্তু অসম্ভব না। এসব জায়গায় সাগরতীরে অনেক গুহা থাকে। কোনওটা হয়তো বেশি উঁচুতে, কোনওটা আবার সমুদ্র-সমতলে। উঁচু গুহাগুলো থেকে বৃষ্টির পানি নেমে আসে নীচের গুহাগুলোর দিকে। তৈরি হয় আণ্ডারগ্রাউণ্ড ইনল্যাণ্ড স্ট্রিম বা নদী। আমার মনে হয় রাম কে'র ম্যাপটা দেখা উচিত। আমার ধারণা লেক জর্জ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে আছি আমরা। এমনও হতে পারে, স্বাদুপানির এই স্রোত গিয়ে পড়ছে লেক জর্জে।'

'হতে পারে। আবার না ও হতে পারে। আসলে...এই স্রোত কোথায় গিয়ে পড়ছে তা জানতে পারলে আমাদের বিশেষ কোনও উপকার হবে বলে মনে হয় না। তাই তোমার ওই ম্যাপ দেখার কর্মসূচী আপাতত স্থগিত থাকুক।'

'ঠিক আছে,' ঘড়ি দেখল রানা। 'জোয়ার আসতে আর আধ ঘণ্টা বাকি আছে।'

'তো?'

'ওই গুহায় কী আছে দেখতে চাইলে হাতে বড়জোর এক ঘণ্টা সময় পাচ্ছি আমরা। এর বেশি দেরি হলে আট ফুটের

ফাটলটা দিয়ে ভাটার আগে বের হতে পারবো কি না সন্দেহ।'

'কেন?'

'এই গুহা আর দশটা সাধারণ সাগর-গুহার মতো না। আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটার উৎস থেকে উদ্বায়ী স্রোত তৈরি হতে পারে। তখন যদি আমরা ভিতরে থাকি, মরণফাঁদে আটকা পড়তে পারি। আবার স্রোতের টানে ভেসে যেতে পারি অন্য কোনও শাখা টানেলে, সেখান থেকে দ্বীপের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমি চাই না দুটো ঘটনার কোনওটাই ঘটুক।'

'তারচেয়ে বরং অপেক্ষা করলে হয় না?'

'না। জোয়ারের পানি পাঁচ-ছ'ঘণ্টার আগে নামবে না। ততক্ষণ এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।'

কথাটা কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এখন বলো কীভাবে কী করতে চাও।'

'পঁচাত্তর ফুট লম্বা দড়ি আছে আমাদের সঙ্গে। বটগাছের শিকড়ের সঙ্গে একটা প্রান্ত বাঁধবো। আরেক প্রান্ত আমার ওয়েটবেল্টের সঙ্গে। যদি কোনও বিপদে পড়ি, মানে উল্টোপাল্টা স্রোতের কবলে পড়ে যাই, দড়ি ধরে টেনে বের করে নিয়ে আসতে পারবো নিজেকে।'

'কোনও বিপদে পড়োনি জানবো কীভাবে?'

'প্রতি ষাট সেকেণ্ড পর পর তিনবার টান দেবো দড়িতে। যদি না দিই, বুঝে নিয়ো বিপদে পড়েছি। তখন টেনে তোলার চেষ্টা কোরো।'

'কতক্ষণ থাকবে নীচে?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল রানা। 'পনেরো মিনিট। এক সেকেণ্ডও বেশি না। উঠে আসার আগে সিগনাল দেবো।'

'যেমন?'

'তিনবারের বদলে ছ'বার টান দেবো।'

চোখ সরু করে রানার দিকে তাকাল সোহানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিচু গলায় বলল, 'সাবধান থেকো, রানা।'

দশ মিনিট পর।

নৌকার গলুইয়ে বসে আছে রানা। পরনে ডাইভিংস্যুট। খুব সাবধানে নৌকাটা চালিয়ে এনে পাহাড়ি দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখেছে সোহানা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল রানা। পাহাড়ি দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে আছে বটগাছের শক্ত শিকড়, ওটার সঙ্গে কায়দা করে বাঁধল দড়ির একটা প্রান্ত। এরপর সময় নিয়ে বসে পড়ল। নিজের ওয়েটবেল্টের ডি-রিঙে বাঁধল আরেকটা প্রান্ত। থ্রটলে হাত রাখল সোহানা, দেয়াল থেকে দশ ফুট দূরে এসে নিউট্রাল করে দিল ইঞ্জিন।

মাস্কের কাচে, ভিতরের দিকে থুতু দিয়ে ধুয়ে নিল পানিতে, পরে নিল জায়গামতো। ফিনদুটো পরল পায়ে। রেগুলেটর ঘুরিয়ে দেখে নিল অক্সিজেন-বোতলের এয়ারফ্লো ঠিক আছে কি না। সোহনার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'গুড লাক,' মাথা ঝাঁকাল সোহানাও।

আর দেরি করল না রানা। মাস্কটা চেহারায় ঠিকমতো বসিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল পিছনদিকে। ঝপাস করে আওয়াজ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল ও।

টানা কয়েকটা মুহূর্ত ধরে কিছুই করছে না রানা। টের পাচ্ছে গভীর থেকে আরও গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই হঠাৎ নিমজ্জন উপভোগ করছে। শান্ত পানির স্ফটিক-স্বচ্ছতাও ভালো লাগছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। বুদবুদ আর ফেনা পরিষ্কার হয়ে গেল একসময়। ততক্ষণে যথেষ্ট নীচে নেমে এসেছে

রানা। পানিতে বিশেষ কায়দায় লাথি মেরে সোজা হলো। বানমাছের মতো ডাইভ দিয়ে নামতে শুরু করল আরও নীচে। স্রোত জোরালো হচ্ছে, টান লাগছে শরীরে। ঘাড় তুলে উপরের দিকে তাকাল ও। রোদ চোখে পড়ে। মনে হয় সূর্যটা যেন আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে, ভাসছে পানিতে।

মাথা সোজা করল রানা। ফুট দশেক দূরে পাহাড়ি দেয়াল। হাত উঠিয়ে ডাইভিংলাইটটা জ্বালল ও। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল দেয়ালটার দিকে। অন্ধকার একটা গুহা যেন হাঁ করে ওকে গিলে খাওয়ার জন্য ওঁত পেতে অপেক্ষা করছে।

গুহার প্রবেশপথটা মোটামুটি অর্ধবৃত্তাকৃতির। চওড়ায় দশ কি বারো ফুট আর লম্বায় বিশ ফুট, অনুমান করল রানা। ওটার মুখের শীর্ষপ্রান্ত ভাটার সময় লেগুনের পানি থেকে অল্প কিছু উপরে উঠে থাকে হয়তো। যে-দিকটা পানির উপরে থাকে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে আছে কিছু ঝোপঝাড়, তাই গুহাটা সহজে চোখে পড়ে না।

'ছাগলের মাথার ব্যাপারটা জানা না থাকলে,' ভাবল রানা, 'এই গুহা কোনওদিন খুঁজে বের করতে পারতাম কি না সন্দেহ।'

আরেকবার ডাইভ দিল ও, আরও নীচের দিকে নামছে। হাজির হলো লেগুনের তলদেশে। নীচের বালি স্পর্শ করল হাত দিয়ে। ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল সামনে দিকে। বিশ ফুটের মতো যাওয়ার পর হঠাৎ করেই অন্ধকার গিলে নিল ওকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। সারফেস রিফ্লেকশনের কারণে গুহার মুখটা দেখা যাচ্ছে না আর। হাতঘড়ি দেখল ও। কোমরের সঙ্গে বাঁধা দড়িতে টান দিল পর পর তিনবার।

এখানকার পানি বেশ ঠাণ্ডা। বিপরীতমুখী একটা স্রোত বইছে

কোত্থেকে যেন, উৎসটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু স্রোত যে বইছে সে-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত, যদিও ওটা তেমন জোরালো না। সাঁতার থামালে গায়ে ঠেলা মারে, ডানদিকে নিয়ে যেতে চায়। আরও সামনে আরও জোরালো হতে পারে স্রোতটা, ভাবল রানা।

অনুমানটা ঠিক প্রমাণিত হতে বেশি সময় লাগল না। আরও দশ গজের মতো এগিয়ে দেখল, যথেষ্ট জোরালো হয়েছে স্রোতটা ইতোমধ্যে। দু'বার ডিগবাজি খেতে বাধ্য হয়েছে ও। মনে হয় অদৃশ্য কোনও হাত যেন খেলছে ওকে নিয়ে। ঘূর্ণিস্রোত, কথাটা মনে মনে আউড়াল রানা। আসলে সাহস দিতে চাচ্ছে নিজেকে। স্রোতের দিকে গা ভাসিয়ে পিছিয়ে এল খানিকটা। হাতঘড়ি দেখল আবারও।

লেগুনের উপরিভাগ প্রায় স্রোতহীন হলেও নীচে জলপ্রবাহ আছে। এই প্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটার স্রোতের। উষ্ণ স্রোতের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে শীতল স্রোত। ফলে তৈরি হচ্ছে হাইড্রোলিক টর্নেডো, সোজা বাংলায় ঘূর্ণিস্রোত।

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। যে-জায়গায় ঘূর্ণি জেগেছে সেখান থেকে দূরে আছে ও। তবে ঘূর্ণির ধাক্কা থেকে বাইরে না, জোরালো স্রোত থেকে থেকে বাড়ি মারছে গায়ে। অনতিদূরে পাহাড়ি দেয়াল। হাইড্রোলিক টর্নেডো থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে আবার এগোতে শুরু করল রানা। কাছে পৌঁছে সিযর্স-কিক দিল কয়েকবার। উঠে গেল অনেকখানি উপরে, পানির উপরিতলের কাছাকাছি। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে চোখা একটা প্রান্ত আঁকড়ে ধরল সাবধানে। একটা খাঁজে ঢুকিয়ে দিল এক পায়ের গোড়ালি। অন্য পায়ে বাড়ি মারছে জোরালো স্রোত।

'পা-টা কোমর থেকে আলগা করতে পারলে খুশি হও, না?' মনে মনে বলল রানা, হাত তুলে সময় দেখল। দু'মিনিট গেছে।

আরও আট মিনিট বাকি আছে। দড়ি ধরে টান মারল তিনবার। একভাবে ঝুলে থেকে দম নিল কিছুক্ষণ। আবারও এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কান খাড়া।

দিশেহারা স্রোত একটু পর পর এসে বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। বুদবুদ ওঠার মতো শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে। অদ্ভুত একটা শব্দ আসছে গুহার আরও ভিতরের কোনও জায়গা থেকে। এগুলো বাদ দিয়ে বললে চারপাশে অখণ্ড নীরবতা। ব্যাপারটা কেমন আতঙ্কিত করে তোলে মনকে।

যে-হাতটা খালি আছে, দাঁত দিয়ে কামড়ে সেটা থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল রানা। হাত তুলল পানির উপরে। সঙ্গে সঙ্গে ভেজা চামড়ায় চুমু দিল বাতাস। লক্ষণ ভালো। সন্তুষ্ট হলো রানা। ভেবেছিল গুহার বেশি ভিতরে যাওয়া যাবে না। ভেবেছিল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটাতে হয়তো দূষণ ঘটেছে এত বছরে; বেশি ভিতরে ঢুকলে কমে যাবে মাছের সংখ্যা, বিবর্ণ হয়ে যাবে পাথর, মরা স্পঞ্জ ভেসে বেড়াবে স্রোতের ধাক্কায়, দূষিত গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ উঠবে একটু পর পর। কিন্তু তাজা বাতাস সব শঙ্কা দূর করে দিয়েছে।

মুখ থেকে রেগুলেটর বের করল রানা। নাক পানির উপর উঠিয়ে বুক ভরে দম নিল কয়েকবার। দড়ি ধরে আবারও টান দিয়ে সোহানাকে বুঝিয়ে দিল সব ঠিক আছে। তারপর গ্লাভটা পরে নিয়ে রেগুলেটর ঢুকাল মুখে। ডুব দিল। খানিকটা নামার পর ডাইভ দিল দু'বার। এদিকে-ওদিকে ঘাড় ঘুরাচ্ছে বার বার।

ঠিক পথেই এগোচ্ছে জানতে বেশি সময় লাগল না। মাথার আট-দশ ফুট উপরে ঝুলছে জং-ধরা স্টিলের কয়েকসারি কেবল। সেগুলোতে কায়দা করে এবং যথেষ্ট মজবুতভাবে বসানো হয়েছে তক্তা, তৈরি হয়েছে পায়েচলা সঙ্কীর্ণ পথ—ক্যাটওয়াক। ওটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে বিপরীত দিকের দেয়ালে।

কাঠের একটা মেকশিফট পিয়ার দেখা যাচ্ছে ওখানে। পিয়ারটা দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো গুঁড়ির উপর ভর দিয়ে।

নীচের দিকে তাকাল রানা। গুঁড়িগুলোকে সাগরের মেঝেতে, বালির অনেক গভীর পর্যন্ত পোঁতা হয়েছে। উপরের দিকে তাকাল ও। প্রথম ক্যাটওয়াকের সঙ্গে বসানো হয়েছে আরেকটা ক্যাটওয়াক। দূরের দেয়ালটার সঙ্গে উল্লম্বভাবে যুক্ত সেটা।

এই সেট-আপকে কোনও বিচারেই অত্যাধুনিক বলা চলে না। কিন্তু কেউ একজন অথবা একাধিক লোক সময় ও শ্রম দিয়েছে এটার পিছনে। স্টিল কেবলের মরচে আর তক্তার গায়ে লেগে-থাকা আঠালো কাদা বলে দেয় যে বা যারাই বানিয়ে থাকুক এটা, অনেক বছর আগে বানিয়েছে।

গুহার আরও গভীরে ঢুকল রানা, নামল আরও কয়েক ফুট। এখন ওর মাথার ফুট বিশেক উপরে ছাদ, স্ট্যালাকটাইটে ভরা। দেয়াল মনে করে একদিকে আলো ফেলল ও। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না ওই জায়গায়।

আনমনে মাথা নাড়ল রানা। ভেবেছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীটার জোরালো স্রোত হাজার বছর ধরে পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি মেরে মেরে বানিয়েছে এই গুহা। আবার এমনও হতে পারে, সমুদ্রের নীচে ভূমিকম্প হয়েছিল কখনও, দেয়াল ধসে পড়ে তৈরি হয়েছে বড় একটা গহ্বর। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে এই গুহা আসলে একটা অ্যাণ্টিচেম্বার। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বাঁক নিয়ে কতদূর এগিয়েছে গুহাটা, কোন্‌দিকে গেছে।

ক্যাটওয়াক আর পিয়ারটা কি একটা-দুটো সাবমেরিনের সার্ভিসিং-এর জন্য যথেষ্ট? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। কিছুক্ষণ ভেবে উত্তরটা বুঝে নিল নিজেই। ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে কীরকম আর কতখানি সার্ভিসিং দরকার তার উপর। যদি তা-ই হয় তা হলে আরেকটা প্রশ্ন দেখা দেয়। সার্ভিসিং বা

রিফিটিং-এর কাজ যদি কম হয় তা হলে খোলা সাগরে ম্যাক্সিমিলানের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থাতেই তো সেরে নেয়া যেত। এত কষ্ট করে এতদূর...

না, নির্দিষ্ট কোনও সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। অপিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া গেছে কিনা।

ক্যাটওয়াকের দিকে এগোতে যাবে, এমন সময় টান পড়ল রানার কোমরে। ভ্রূ কুঁচকে গেল আপনা থেকে। একটু আগে না আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর স্রোত পাশ কাটিয়ে এসেছে ও? বিনা নোটিশে আবার কোনও স্রোত এসে পড়ল নাকি?

অন্যমনস্ক থাকায় ব্যাপারটা বুঝতে একটু দেরি হলো রানার। স্রোত না, টান পড়ছে কোমরের দড়িতে। এবং খুব ঘন ঘন, জোরালোভাবে।

তারমানে কিছু একটা হয়েছে সোহানার। সম্ভবত বিপদে পড়েছে।

চট্ করে শরীর মুচড়ে ফেলল রানা। ডিগবাজি খেল মুহূর্তের মধ্যে। ডাইভ দিল নীচের দিকে। সিযর্স-কিক দিয়ে এগিয়ে চলল গুহামুখ বরাবর, যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

লেগুনের শান্ত পানিতে আলোর প্রতিফলন। রানা ঠিক করল চট করে মাথা তুলবে না। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে উঠবে। এদিক-ওদিক তাকাল কয়েকবার। উপযুক্ত জায়গাটা চোখে পড়তে সময় লাগল না। পাহাড়ি দেয়াল ঘেঁষে ভাসছে ঘন নলখাগড়া। ওখান থেকে মাথা তুললে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম।

আরও কিছুটা উঠল রানা। ভাসন্ত নলখাগড়ার শিকড়ের কাছে যেন ঝুলে থাকল কিছুক্ষণ। খেয়াল রেখেছে যে-বুদবুদগুলো ছাড়ছে তা যেন পাহাড়ি দেয়াল ঘেঁষে ওঠে, অন্যপাশে না যায়। তারপর একসময়, অনেকটা হঠাৎ করেই মাথা তুলল ও।

জলপর্দাটা আচমকা সরে গেল চোখের সামনে থেকে।

সোহানার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ইচ্ছাটাকে জোর করে চেপে রাখল রানা। এদিক-ওদিক তাকাল।

খাঁ খাঁ করছে পুরো লেগুন। ডিঙি নৌকাটা উধাও।

সোহানার কোনও চিহ্ন নেই।

আঠারো

ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। প্রচণ্ড একটা আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাচ্ছে হাত-পা। লম্বা করে দম নিল ও। ছাড়ল আস্তে আস্তে। মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। লেগুনের একদিকের তীরে, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে-থাকা সোহানার হাতটা দেখতে সময় লাগল না। সিগনাল দিচ্ছে ও: অপেক্ষা করো।

কয়েক মুহূর্ত পর ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল সোহানা। কানের লতিতে আঙুল দিয়ে টোকা দিল দু'বার, তারপর হাত তুলে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল। ডান তর্জনীটা চক্রাকারে পাক খাওয়াল কয়েকবার।

দশ সেকেণ্ড কাটল। তারপর বিশ। কাটল পুরো এক মিনিট। তারপর শোনা গেল আওয়াজটা—হেলিকপ্টারের ব্লেডের গর্জন। প্রথমে মৃদু। আস্তে আস্তে জোরালো হচ্ছে। কাছিয়ে আসছে ওটা।

বিপদ টের পেল রানা। নলখাগড়ার আড়ালে ঢুকে গেল আবার। ফাঁক দিয়ে তাকাল আকাশের দিকে।

মাথার ঠিক উপরে পাহাড়ের চূড়া। ওটার আড়াল থেকে প্রথমে দেখা গেল ঘূর্ণায়মান রোটর ব্লেডগুলো। এক মুহূর্ত পরই দেখা মিলল বাঁকানো প্লেক্সিগ্লাস-উইণ্ডস্ক্রিনের, গায়ে রোদের প্রতিফলন। বাতাসের ধাক্কায় কৃত্রিম স্রোত জেগেছে লেগুনের পানিতে। অদ্ভুত এক কুয়াশায় ভরে যাচ্ছে চারপাশের বাতাস।

শুধু নাক থেকে মাথার উপরের অংশ পানির উপর ভাসিয়ে রেখেছে রানা। সোহানা যেদিকে আছে সেদিকে তাকাল। উধাও হয়ে গেছে মেয়েটা।

মনে হলো কয়েক মিনিট, কিন্তু আসলে বড়জোর ত্রিশ সেকেণ্ড ধরে লেগুনের উপর চক্কর দিয়ে বেড়াল হেলিকপ্টারটা। তারপর পাক খেয়ে সরে গেল, রওয়ানা হলো দক্ষিণ দিকে, উপকূলরেখা বরাবর। রোটর ব্লেডের আওয়াজ ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর ডুবসাঁতার দিয়ে দ্রুত এগোতে শুরু করল সোহানা যেদিকে আছে সেদিকে। কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্র হাত বাড়িয়ে ওকে নিজের দিকে টেনে নিল সোহানা। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ঝোপঝাড়ের আরও ভিতরের দিকে ঢুকে গেল দু'জনে।

'ওরা এসে গেছে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'মনে হয়,' বলল রানা।

'আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি জানল কীভাবে?'

'কীভাবে জেনেছে জানি না। কিন্তু জেনেছে।'

'কপ্টারটা দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দামি। বেল চার শ' ত্রিশ। চল্লিশ লক্ষ ডলারের কম না।'

'তা না হলে আবার কীসের মাফিয়াসর্দার?' সোহানার কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'কপ্টারটা শুধু দামের না, কাজেরও। ভিতরে চালক ছাড়া

আরও ন'জন বসতে পারে। একজন ধরে নিচ্ছি নিয়াযভ বা মেলিখান। বাকিরা তাদের হুকুমবরদার। ওরা দেখতে পেয়েছে তোমাকে?'

'শিওর না। প্রথমবার যখন এল, অনেক দ্রুত উড়ছিল। আমি কিছু টের পাওয়ার আগেই লেকের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলে গেল সাঁ করে। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দু'বার চক্কর খেল। ততক্ষণে আমি সরে এসেছি এই জায়গায়। আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'যেভাবেই হোক ছাগলের মাথার ব্যাপারটা জেনে গেছে ওরাও। অথবা জানতে পেরেছে এখানে আছি আমরা।'

'দু'নম্বরটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমাদের মোটরবোট কোথায়?'

আঙুলের ইশারায় বাঁ দিকে দেখাল সোহানা। ঘাড় ঘুরিয়ে রানা দেখল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বের হয়ে আছে একটুখানি ধূসর রাবার। সোহানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ও।

'তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে,' হাসল সোহানাও। 'ডিঙিটাকে বেশি ভিতরে ঢোকাতে পারিনি।'

'ভালো,' কী যেন ভাবল রানা। 'চলো গিয়ে গুহায় ঢুকি দু'জনে। ওরা যদি সিদ্ধান্ত নেয় নীচে নেমে তল্লাশি করবে, এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাবো। কাজেই লুকাতে হলে এখন ওই গুহাই সবচেয়ে নিরাপদ আমাদের জন্য।' কপ্টারটা ফিরে আসছে কি না শোনার জন্য কান পাতল। তারপর গিয়ার খুলে দিল সোহানাকে।

দেরি না করে ওগুলো পরতে শুরু করল সোহানা। জানতে চাইল, 'কী করতে যাচ্ছি আমরা?'

'সাঁতরে গিয়ে গুহায় ঢুকে পড়বে তুমি। অপেক্ষা করবে

আমার জন্য। খেয়াল রেখো, ভিতরে শক্তিশালী ঘূর্ণিস্রোত আছে, ঘড়ির কাঁটার দিকে। মনে হয় এতক্ষণে আরও শক্তিশালী হয়েছে, কারণ জোয়ার আসছে। দড়ির একটা প্রান্ত কোমরে জড়িয়ে নাও। বেশি ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। গুহামুখের কাছাকাছিই থেকো।'

'আমি যদি দড়ি ধরে তিনবার টান দিই তা হলে বুঝে নিয়ো বিপদে পড়েছি। আর দু'বার টান দিলে সব ঠিক আছে।'

'বুঝেছি। চেষ্টা করবো ডিঙিটাকে আরও ভিতরে নিয়ে যেতে যাতে ওরা দেখতে না পায়। মনে হচ্ছে অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। তারপর দেখা যাবে কী করা যায়।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, কোমরে দড়ি পেঁচানো শেষ করেছে। শেষবারের মতো চারদিকে তাকাল। তারপর ডাইভ দিয়ে ডুবে গেল পানিতে। ডুবসাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল গুহামুখের দিকে।

সোহানা যে-বুদবুদগুলো ছাড়ছে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। তারপর এগোল বাঁ দিকে, ডিঙির কাছে পৌঁছাল। স্থির হয়ে দাঁড়াল বেলেমাটিতে। খেয়াল রেখেছে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শরীর যেন বের না হয়। কান পাতল আবার। না, কপ্টারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না।

বোটের ভিতরে দুটো সী-লাইন ব্যাগ আছে, আলগা দড়িদড়া গুটিয়ে নিয়ে ও-দুটোতে ভরল রানা। কী মনে হতে পানির নীচে একটা কীলক গুঁজে তাতে আটকে দিল ব্যাগটা। ডিঙির আট-ফুট লম্বা পেইন্টার লাইনটা জড়িয়ে নিল কোমরের বেল্টের সঙ্গে। তারপর ডুব দিল পানিতে। ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে এগোতে শুরু করল গুহামুখের দিকে। অর্ধেকটা এগিয়েছে, এমন সময় সৈকতের দিক থেকে শোনা গেল রোটরের আওয়াজ।

সাঁতার কাটতে কাটতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। তালগাছগুলোর সারি ছাড়িয়ে উঠে এসেছে হেলিকপ্টারটা। চোখের পলকে একেবারে কাছে এসে পড়ল। বলতে গেলে রানার ঠিক উপরে এখন। স্থির হয়ে ঝুলে আছে শূন্যে। তলপেটে অদ্ভুত এক সুড়সুড়ি টের পেল রানা।

কপ্টারের দরজাটা খোলা। কালচে ওভারকোট পরা একটা লোক উঁকি দিল আচমকা। রানা ভেবেছিল রে হোগানের কিডন্যাপার নিয়াযভ হবে, কিন্তু মেলিখানের চেহারাটা চিনতে পেরে আশ্চর্যই হলো। ওকে এই লোকের ছবি ই-মেইল করেছিল সোহেল। আরও একটা জিনিস চিনতে পেরে রানার তলপেটের সুড়সুড়ানি বেড়ে গেল। মেলিখানের হাতে চকচকে সাবমেশিনগান।

হাঁ করে লম্বা দম নিল রানা। এমন ভঙ্গিতে পানির উপর মাথা তুলল যেন ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডুব দিল, বানমাছের মতো ডাইভ দিয়ে নেমে গেল কয়েক ফুট। একইসঙ্গে জোরে পা চালাচ্ছে পানিতে, দিক বদলে সরে যাচ্ছে বেশ কিছুটা।

সাবমেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পেল রানা। একটানা গুলি করছে মেলিখান। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে রানা, বুলেটগুলো ঢুকছে পানিতে, সাদা ফেনা তৈরি করে উধাও হয়ে যাচ্ছে নিমিষে। কোমরের সঙ্গে পেঁচানো থাকার কারণে রাবারের বোটটা বেরিয়ে এসেছিল খোলা পানিতে, গুলি লেগে ফুটো হয়ে গেছে ওটার বাতাসভর্তি টিউব, প্রচণ্ড শব্দ করে চুপসে যাচ্ছে এখন।

যেন রানার চেয়ে বোটটার উপরই বেশি রাগ মেলিখানের, তাই ওটাকে ঝাঁঝরা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হলো না সে। বুলেটের ধাক্কায় বার বার কেঁপে উঠছে বোটটা। টিউব এখানে-সেখানে ফুটো হয়ে গিয়ে হিসহিস আওয়াজ তুলছে। ওটার পক্ষে মোটরের

ভার সহ্য করা সম্ভব না এখন আর। চুপসে গিয়ে মোটরসহ ডুবতে শুরু করল ওটা।

পানির নীচে একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল রানা। কোমর থেকে ডিঙির দড়ি আলগা করে দিচ্ছে যাতে মোটরের ভারে সাঁতরাতে অসুবিধা না হয়। বাঁধনমুক্ত হওয়ামাত্র আবার পা ছুঁড়তে শুরু করল। বুলেটবৃষ্টি বন্ধ হয়েছে আপাতত। সম্ভবত রিলোড করছে মেলিখান। সুযোগটা নিল রানা। আরেকটু দূরে সরে গেল।

গুহামুখের প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় আবার শুরু হলো গুলিবর্ষণ। পিছু ফিরে তাকিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইল না রানা। শুনতে পাচ্ছে গুলির আওয়াজ, পানি ভেদ করে বুলেট ঢোকার শব্দ, এমনকী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লেগুনের তলদেশে গিয়ে সেগুলোর বিদ্ধ হওয়ার মৃদু আওয়াজ।

গুহামুখে ঢোকামাত্র চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এমনকী সাবমেশিনগানের আওয়াজ অর্থবা ঘুরন্ত রোটরের শব্দও চাপা পড়ে গেছে অনেকখানি।

খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে যাচ্ছিল রানা, পায়ে কীসের যেন টান খেয়ে থমকে যেতে হলো। অন্ধকারে ঠিকমতো দেখাও যাচ্ছে না। একটু থামল রানা। সমস্যাটা কী বোঝার চেষ্টা করছে। ডান পায়ের গোড়ালির কাছটা জড়িয়ে ধরেছে কী যেন। ওকে টানছে নীচের দিকে। বুকের ভিতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল। জায়ান্ট অক্টোপাস?

কিন্তু এই লেগুনে অক্টোপাস আসবে কোত্থেকে? ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে নীচের দিকে তাকাল রানা। ডিঙির দড়ি কোমর থেকে খসিয়ে ভেবেছিল বাঁধনমুক্ত হতে পেরেছে। কিন্তু আসলে তা না। কোমর থেকে খসলেও পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে দড়ি। উত্তেজনায় খেয়াল করেনি রানা। স্রোতের চাপে জড়িয়ে আছে পায়ের সঙ্গেই। চুপসে যাওয়া ডিঙিটাও আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

এতক্ষণ কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু এখন গুহার শক্তিশালী ঘূর্ণির কবলে পড়ে গেছে ওটা। তলিয়ে যেতে পারছে না, রানার পা থেকে খসতেও পারছে না। ঘূর্ণি টানছে ওটাকে নীচের দিকে। তাই রানাও এগোতে পারছে না। টের পেল, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘূর্ণির কবলে পড়ে যাবে ও।

ফুসফুস আকুলিবিকুলি করছে বাতাসের জন্য। দপদপ করছে বুকের ভিতরে। ডান পা-টা দু'-তিনবার টানল রানা, কিন্তু আলগা হওয়ার বদলে আরও যেন এঁটে বসছে দড়ির বাঁধন। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরি বের করল ও। পা-টা বুকের কাছে তুলে এনে পোঁচ দিতে যাবে, এমন সময় বাড়ি মারল স্রোত। হাত থেকে আলগা হয়ে গেল ছুরির বাঁট, ছুটে এসে বাড়ি খেল বুকের সঙ্গে। ধক করে উঠল বুকের ভিতরে। বাঁটটা খামচে ধরল রানা।

আবার পা তুলল ও। কিন্তু স্রোতের কথা মাথায় রেখে পোঁচ দিল না সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে খেয়াল করল দড়িটা টান টান হয়েছে কি না। তারপর হাত নামিয়ে ছুরির ফলা স্পর্শ করাল দড়ির সঙ্গে। এরপর জবাই করার মতো করে ছুরি চালিয়ে কেটে ফেলল দড়ি।

দ্রুত পা চালাল রানা। আর পারছে না। এবার শুধু বুকেই না, দপ্‌দপানি শুরু হয়েছে মাথার ভিতরেও। মনে হচ্ছে যে-কোনও মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে। ক্যাটওয়াকের কাছে পৌঁছে মাথা তুলল পানির উপরে। এখানে বাতাস আছে। হাঁ করে দম নিল কিছুক্ষণ। সোহানার নাম ধরে ডাকতে যাবে, এমন সময় টের পেল ঘূর্ণির কবলে পড়ে গেছে। স্রোত নীচের দিকে টানছে ওকে।

ছুরিটা কোমরের বেল্টে ঢুকিয়ে রেখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা, খুঁজছে সোহানাকে। ক্যাটওয়াকের উপর থেকে উঁকি দিল উদ্বিগ্ন চেহারাটা। 'রানা, কী...'

'কিছু বোলো না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা। 'প্রচণ্ড ঘূর্ণি

জেগেছে গুহার পানিতে। আর দু'-এক মিনিট দেরি হলে স্রোতের টানে তলিয়ে যাবো। আমার একটা হাত ধরো তোমার দু'হাত দিয়ে। শক্ত করে ধরে রাখবে যাতে পিছলে না যায়। আরেক হাতে তক্তা আঁকড়ে ধরছি আমি। দু'পা আটকে নিয়েছি দেয়ালের খাঁজে। উপরে উঠে আসার চেষ্টা করবো।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। দু'হাতে ধরল রানার একটা হাত। ক্যাটওয়াকের একটা তক্তা শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছে রানা। সোহানা যে-হাতটা ধরেছে সেটা কনুইসহ তুলে ফেলেছে তক্তার উপর। দু'পা দেয়ালের খাঁজে খাঁজে আটকে হাঁটছে বাঁকা হয়ে, শরীরটা একটু একটু করে উঠে আসছে পানির উপর।

সুবিধামতো দূরত্ব অতিক্রম করার পর হাত দুটো পালাক্রমে সরিয়ে দেয়ালের আরেকটু কাছে সরে গেল রানা। এখন দু'হাতে আরও ভালোমতো জড়িয়ে ধরতে পারছে তক্তা। প্রচণ্ড স্রোতের ভিতর থেকে একটু একটু করে উপরে তুলল শরীর। তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে পা দুটোও তুলে ফেলল তক্তার উপরে।

হাঁপাচ্ছে ও। ওর পাশে এসে বসল সোহানা, আলতো করে হাত রাখল কাঁধে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তুমি?'

'আমিও ঠিকঠাক।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সোহানা। চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'রানা, আমাদের এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক না। আমাদেরকে শেষ করে দিতে এসেছে ওরা। আমাদের লাশ না দেখা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না।'

রানা জানে ঠিক বলেছে সোহানা। আরও জানে, মাত্র দুটো অপশন আছে ওর হাতে। এক, যে-পথে ঢুকেছে এখানে সেখান দিয়ে বাইরে বের হওয়া। সেক্ষেত্রে সাবমেশিনগানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে খালিহাতে এবং মরতে হবে নির্ঘাত। দুই,

আপাতত লুকিয়ে থাকতে হবে এবং সুবিধামতো সময়ে পালাতে হবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় লুকানো যায়? এদিক-ওদিক তাকাল রানা। এই গুহার কোথায় কী আছে জানে না ও। জানে না এখান থেকে আদৌ বের হওয়া যায় কি না। কিন্তু এখন বাঁচতে চাইলে জানতে হবে। এবং জানতে হলে খুঁজতে হবে।

আরেকটা প্রশ্ন উঁকি দিল ওর মনে। হামলাকারীরা নিঃসন্দেহে অপেক্ষা করছে বাইরে, কিন্তু কতক্ষণ করবে? পানি বাড়ছে, স্রোতের তীব্রতাও বাড়ছে। গুহামুখ দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করা আর আকাশে ওড়ার চেষ্টা করা এখন সমান কথা। কিন্তু ভাটার সময় স্রোত এত জোরালো থাকবে না। তখন?

সোহানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল রানা। আলো ফেলছে এদিকে-ওদিকে। মাথার উপরে, কিছুটা দূরে চকচক করছে কী যেন। স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। পেটানো টিন দিয়ে বানানো হয়েছে জিনিসটা। রঙ করা হয়েছিল এককালে, তার ছিটেফোঁটা বাকি আছে শুধু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপারে কিছু-না-কিছু জানে, এ-রকম যে-কেউ চিনতে পারবে চার ফুট বাই তিন ফুট আয়তাকৃতির জিনিসটাকে।

'ক্রিগস্‌মেরিন নাৎসি পতাকা,' নিচু গলায় বলল সোহানা। 'জার্মানদের গর্ব।'

মন্তব্য করল না রানা। খেয়াল করল শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর। সাবধানে উঠে দাঁড়াল। ফ্ল্যাশলাইটটা বাড়িয়ে ধরল সোহানার দিকে। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল কী করতে চায়। তারপর পায়ে পায়ে এগোতে লাগল পতাকাটার দিকে।

ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করছে কয়েক যুগের পুরনো তক্তা, পরোয়া করছে না রানা। স্টীলের দড়িগুলোরও শব্দ করে জানান দিচ্ছে, সত্যিই মরচে ধরেছে ওদের গায়ে। পুরো ক্যাটওয়াক পার

হয়ে শেষমাথায় গেল ও। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরেসুস্থে ফিরে এল সোহানার কাছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সোহানা। 'কী?'

'ভিতরে আরেকটা গুহা দেখলাম। তীব্র স্রোত হাজার বছর ধরে পাহাড়ের দেয়ালে বাড়ি মেরে মেরে গুহাটা তৈরি করেছে সম্ভবত। কোনাকুনিভাবে আরও কয়েকটা দেয়ালও আছে ভিতরে। দুটো টানেল দেখলাম, দূর থেকে একটাকে আরেকটার সঙ্গে ইংরেজি ভি-এর মতো দেখায়। একটা গেছে বাঁ দিকে, কিছুটা উপরে উঠেছে। আরেকটা ডানদিকে গিয়ে নীচে নেমে গেছে। বাঁ দিকের টানেল থেকে পানি বের হয়ে এসে অর্ধেক ঢুকছে এখানে, বাকি অর্ধেক চলে যাচ্ছে ডানদিকের টানেলে।'

'তার মানে এখান থেকে কোনও নদীর শুরু হয়েছে বলতে চাও?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে।'

'নদীটা কতদূর পর্যন্ত গেছে?'

'জানি না, সোহানা। নদী আসলেই আছে কি না তা-ও কিন্তু জানি না। ...এসো আমার সঙ্গে। ক্যাটওয়াকের শেষমাথা পর্যন্ত গিয়ে টানেলের ভিতরে আলো ফেলে দেখি কী আছে।'

দূরের টানেলের ভিতরে আরেকটা পিয়ার দেখা গেল। কতগুলো ক্যাটওয়াকও আছে।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'কী বুঝলে?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করল সোহানা। 'বুঝলাম, সম্ভবত কোনও গোলকধাঁধার ভিতরে আটকা পড়েছি আমরা।'

উনিশ

পঁচাত্তর ফুট দড়ির ষাট ফুট আছে ওদের কাছে, বাকি পনেরো ফুট ছিঁড়ে চলে গেছে মোটরবোটটার সঙ্গে। দড়িটা কাজে লাগিয়ে ডানদিকের টানেলটাতে ঢুকে পড়ল ওরা। প্রথমে গেল রানা। নীচে ফুঁসছে পানি; প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে, পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, ধসে-পড়া ক্যাটওয়াকের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে হাজির হলো ও। কোমরে বেঁধে নিয়েছিল দড়িটা, তাই আরেকটা পিয়ারে হাজির হওয়ার পর ওটা শক্ত করে বেঁধে দিল এটার সঙ্গে। দড়ির অন্য প্রান্তটা এদিকের পিয়ারের সঙ্গে মজবুত করে বাঁধল সোহানা। তারপর কমাণ্ডো স্টাইলে ঝুলে ঝুলে পার হলো দূরত্বটুকু ও পৌঁছানোর পর একই কায়দায় আগের জায়গায় ফেরত গেল রানা। দড়ির যে-প্রান্ত এখানকার পিয়ারের সঙ্গে বেঁধেছিল সোহানা, তা খুলে নিয়ে নিজের কোমরে শক্ত করে বাঁধল। সোহানাকে বলে এসেছে, পাহাড়ি দেয়ালের খাঁজ বেয়ে এগোতে গিয়ে যদি ও পিছলে পানিতে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তিনবার টান দেবে দড়িতে। সোহানাও দ্রুত হাতে পিয়ারের সঙ্গে দড়ির আলগা অংশটুকু পেঁচিয়ে ফেলবে, তা হলে তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিতে পারবে না রানাকে।

সে-রকম কিছু ঘটল না। দেয়ালের খাঁজ ধরে ধরে সোহানার কাছে ঠিকমতোই ফিরতে পারল রানা। তারপর কান পাতল।

টানেল বেয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে পানি। স্রোতের ফোঁসফোঁসানি ছাপিয়ে বুদবুদ ওঠার মতো আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। আরও একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে, মনে হয় রেগুলেটর ঘুরছে কাছেই কোথাও, দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছে আওয়াজটা। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, একদিকের গাল চেপে ধরেছে পিয়ারের তক্তার সঙ্গে, ইঙ্গিতে একই কাজ করতে বলছে সোহানাকে। দেরি না করে রানার মতো শুয়ে পড়ল সোহানাও।

দু'-চার সেকেণ্ড পরই উজ্জ্বল একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল অনতিদূরে। আলো ফেলে ফেলে টানেলের দেয়াল আর ছাদ দেখছে কেউ। খানিক বাদে দেখা গেল লোকটাকে। ব্যাটারিচালিত একটা সী-স্কুটারে চড়ে এসেছে। দূর থেকে বুলেটের মতো দেখাচ্ছে বাহনটাকে। বেঢপ হ্যাণ্ডেলের কারণে ওই লোকের শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। গোল ছায়ামূর্তি তৈরি করেছে মাথাটা।

দড়িতে বাঁধা একটা হুক ছুঁড়ে মারল লোকটা ক্যাটওয়াকের উপর। ওটা জায়গামতো আটকেছে কি না নিশ্চিত হওয়ার জন্য জোরে টেনে দেখল কয়েকবার। তারপর রাশান টানে ইংরেজিতে বলল, 'ঠিক আছে। চলে এসো।' স্কুটারের মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল রানা-সোহানার। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমরা?'

'জানি না,' চারদিকে তাকাচ্ছে রানা। 'কিন্তু এটা জানি, যতটুকু সময় আছে তার মধ্যে লুকাতে হবে আমাদেরকে।'

এখন যে-ক্যাটওয়াকের উপর আছে ওরা, সেটা আগের টানেলটা থেকে বের হয়ে এসে অনেকটা ইংরেজি "ই" অক্ষরের রূপ ধারণ করেছে, এগিয়ে গেছে বিপরীতদিকের দেয়ালের কাছে,

ওখানে আরেকটা পিয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। দুই পিয়ারেই দেখা যাচ্ছে ক্রিগসমেরিনের চিহ্ন।

এই টানেলটা আগের টানেলের চেয়ে বড়, প্রায় দ্বিগুণ হবে। সী-স্কুটারে করে আসা লোকটা যেদিক দিয়ে ঢুকেছিল, আর রানারা যেদিক দিয়ে এসেছে, এই দুটো পথ ছাড়া এখান থেকে বের হওয়ার আরও কোনও রাস্তা আছে কি না কে জানে! টানেলের ভিতরে অন্ধকার। বিশ-পঁচিশ হাতের দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

সী-স্কুটারের লোকটা যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিকে আবারও তাকাল রানা। কেউ নেই। আলোও দেখা যাচ্ছে না। তার মানে ওখান দিয়ে শত্রুপক্ষের কেউ ঢোকেনি এখন পর্যন্ত। ঝুঁকি নেবে নাকি? জ্বালবে ফ্ল্যাশলাইটটা?

ঝুঁকিটা শেষপর্যন্ত নিল রানা। জ্বালল ফ্ল্যাশলাইট। সী-স্কুটারের লোকটা আলো ফেলে ফেলে টানেলের দেয়াল যখন দেখছিল, তখন রানার মনে হয়েছে একদিকের ছাদ থেকে স্ট্যালাকটাইটের মতো কী যেন ঝুলতে দেখেছে। এবার নিজের ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল, ওগুলো আসলে বড় বড় কয়েকটা পাথরের ফাঁকে জমা-করে-রাখা গাছের গুঁড়ি, কোনও কোনওটা পচন ধরে নষ্ট হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। টানেলের দেয়ালে যেন ভর দিয়ে আছে পাথরগুলো, জোরালো স্রোত ওগুলোর গায়ে বাড়ি খেয়ে শক্তি হারিয়ে ফেলছে অনেকখানি, খানিকটা দূরে আবছামতো চোখে পড়ছে কালচে-সাদা বালি।

'বের হওয়ার কোনও রাস্তা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হতে পারে। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? এখানে পানির স্রোত ওদিকের চেয়ে কম।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আগের টানেলটা থেকে দু'জনের গলার আওয়াজ পাওয়া

যাচ্ছে। একজন আরেকজনের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। একটু পর শোনা গেল তৃতীয় আরেকটা কণ্ঠ। গুলির শব্দ পাওয়া গেল হঠাৎ। একটু পর আবারও। তারপর একনাগাড়ে দশ সেকেণ্ড ধরে ঠা ঠা করে বুলেট উগরাল একটা সাবমেশিনগান। তারপর, শুধু টানেলের দেয়ালে আছড়ে-পড়া স্রোতের বয়ে চলার শব্দ বাদে আর কোনও আওয়াজ নেই।

'পানিতে গুলি করছে ওরা,' ফিসফিস করে জানান দিল রানা। 'ভয় দেখাতে চাচ্ছে আমাদেরকে। ভাবছে, যদি পানির নীচে লুকিয়ে থাকি আমরা তা হলে গুলি খেয়ে মরার ভয়ে মাথা তুলবো ওপরে।'

'রানা, ওটা কী?' আঙুল তুলে একদিকে ইঙ্গিত করছে সোহানা।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে ফেলেছিল রানা, সোহানা যেদিকে ইঙ্গিত করছে সেদিকে তাক করে জ্বালল আবার। শিকড় আর গুল্ম জড়াজড়ি করে আছে পচা গুঁড়িগুলোর সঙ্গে, ওগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে বড় কিছু একটা, কাঠামো দেখে অন্তত তা-ই মনে হয়। সিগারের মতো দেখতে, ধাতব।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা।

'ইউ.এম. সেভেনটি সেভেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'হতে পারে,' নিচু গলায় জবাব দিল রানা, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। 'শোনো, আবার ডাইভ দেবো আমি। সাবমেরিনটার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো। তবে তার আগে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর গিঁট দিয়ে নিচ্ছি কোমরে-বাঁধা দড়িতে। এটার আরেক প্রান্ত একটা পিয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলো। জায়গামতো পৌঁছাতে পারলে কোমর থেকে খুলে শক্ত কোনও কিছুর সঙ্গে বেঁধে দেবো

আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাবটা বলে দিল সোহানা।

কোমরে প্যাঁচানো দড়িতে গিঁট দিতে শুরু করল রানা। কাজ শেষ হলে নড করল সোহানার উদ্দেশ্যে। কোনদিকের পিয়ারে বাঁধলে দড়ির আলগা প্রান্তটা সাবমেরিনের সবচেয়ে কাছে থাকবে আন্দাজ করে নিয়ে ক্যাটওয়াকের উপর দিয়ে ছুটতে শুরু করল সোহানা। রানা দৌড়াচ্ছে ওর পিছন পিছন। কাজ শেষ হওয়ামাত্র ওর উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

আগের টানেলের চেয়ে এই টানেলে স্রোতের তীব্রতা কম, তারপরও জোরালো। যেদিকে এগোতে চাইছে সেদিকে যাওয়ার জন্য শক্তিশালী স্রোতের বিরুদ্ধে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করতে হলো রানাকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য পৌঁছাতে পারল সাবমেরিনটার কাছে। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে সরাল শিকড় আর আলগা গুল্ম। সাবমেরিনটাকে কিছুক্ষণ দেখে নিভিয়ে দিল লাইটটা।

আর দশটা মল্‌শ্‌ মিনি-সাবের মতো না এটা। বরং আরও ছোট, ছ'ফুট কম তো হবেই। ব্যাসও অনেক কম—ইউ.এম. থার্টি ফোরের অর্ধেক। এটার চেয়ে ছোট সাবমেরিন আর কখনও বানানো হয়েছিল কি না জানে না রানা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে দুটো জি-সেভেন-ই টর্পেডোর একটাকে আরেকটার উপর বসিয়ে ঝালাই করা হয়েছে। উপরেরটা টর্পেডো নেই আর, বরং অ্যাক্রিলিক গ্লাস জুড়ে দিয়ে বানানো হয়েছে ভিউয়িং ডোম। নীচেরটা টর্পেডোই আছে, জ্যান্ত না মৃত কে জানে; কাজের সময় যাতে আলগা করে ফেলা যায় সেজন্য ডিটাচেবল মেকানিযমও

আছে হয়তো, অনুমান করল ও।

লম্বা করে দম নিল ও, সাবমেরিনটার কাঠামো হাতড়ে হাতড়ে ডুব দিল পানির নীচে। তলায় এসে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল। কিছুক্ষণ দেখে বুঝল, একটু আগে ভুল ভেবেছিল। নীচের অংশটা টর্পেডো নয়, বরং এটাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে ককপিট টিউবে। টানেলের কালচে-সাদা বালির বিছানায় পেট ঠেকিয়ে কত কাল ধরে এ-জায়গায় এভাবে আছে সাবমেরিনটা কে জানে! তবে যারাই রেখে থাকুক, উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়েছে বা বানিয়েছে। মোটা গুঁড়ি আর বিশাল পাথরের বাধা ঠেলে সাবমেরিনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না স্রোত কখনোই।

ফ্ল্যাশলাইটটাকে জ্বলন্ত অবস্থায় সাবমেরিনের পেটের কাছে বালিতে রাখল রানা, তারপর উঠে এল পানির উপরে। এন্ট্রি হ্যাচ দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে আনল্যাচিং বোল্টগুলোও। এগিয়ে গিয়ে একটা বোল্ট ধরে জোরে মোচড় দিল রানা। খুলল না। অনেক শক্ত হয়ে আটকে আছে। জোর আরও বাড়াল রানা। না, এবারও চেষ্টা নিষ্ফল। শেষে সাবমেরিনটার উপর চড়ে বসল ও, দু'পায়ে পেঁচিয়ে ধরল কাঠামোর যতখানি সম্ভব। তারপর দু'হাতে মোচড় দিল বোল্টটাতে। কিন্তু ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না এবারও।

হাঁপাচ্ছে রানা। হঠাৎ করে প্রচণ্ড চাপ দিতে গিয়ে টনটন করছে আঙুলগুলো। তারপরও আবার চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও কোনও ফল হলো না।

কাজ থামাল রানা। কান পাতল। স্রোতের আওয়াজ ছাপিয়ে আরেকটা কীসের শব্দ শুনতে পেয়েছে। তিন-চার সেকেণ্ড পরই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল আবার। ডুবে গিয়ে তুলে নিল ফ্ল্যাশলাইটটা, নিভিয়ে দিল। ওটা নিয়ে পানির উপরে মাথা তুলেছে, সোহানা যেদিকে ছিল সেদিক থেকে পানিতে কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টান লাগল

রানার কোমরে-বাঁধা দড়িতে। বুঝল, পিয়ার থেকে দড়ির অন্যপ্রান্তটা খুলে নিয়ে নিজের কোমরে পেঁচিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়েছে সোহানা। কেন, তা-ও বোঝা গেল।

টানেলের শেষমাথার বাঁকে লাফালাফি করছে স্রোত, দেয়ালের গায়ে আছড়ে, পড়ে ফেনা বানাচ্ছে, ওখানকার ক্যাটওয়াকের এক পিয়ারের কাছে পৌঁছে গেছে মেলিখান আর তার লোকেরা। তিনটা সী-স্কুটারের উজ্জ্বল আলো নাচানাচি করছে টানেলের দেয়ালে। একেকটা স্কুটারে চড়েছে দু'জন করে। মাতাল স্রোতের কারণে ওদের এগিয়ে আসার গতি অনেক কম, কিন্তু এগিয়ে যে আসছে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ, বেশি হলে, তিরিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে রানা যেখানে আছে সেখানে।

রানার কোমরে প্রচণ্ড টান লাগছে, কারণ স্রোত ঠেলে এগোতে পারছে না সোহানা। দড়ির কিছুটা অংশ ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কনুইয়ের সঙ্গে পেঁচাল রানা। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে কোমরে টান লেগে কষ্ট হচ্ছে সোহানার, তারপরও করল কাজটা। এরপর সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে টপকাল এন্ট্রি হ্যাচটা, উল্টো ঘুরল। ডান হাতে পেঁচিয়ে-ধরা দড়ির কিছুটা সামনে থেকে ধরল বাঁ হাতে, এরপর ডান হাতের দড়ির প্যাঁচ ছুটিয়ে পেঁচিয়ে দিল এন্ট্রি হ্যাচের সঙ্গে। কোমর থেকে খুলে দড়ির প্রান্তটা শক্ত করে গিঁট দিল হ্যাচের সঙ্গে। তারপর দড়িটা দু'হাতে ধরে টানতে শুরু করল। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও টের পেল, এবার এগোচ্ছে সোহানা। মিনিট তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল রানার কাছাকাছি।

হাঁচড়েপাঁচড়ে একটা পাথরের উপর উঠে বসেছে সোহানা। শত্রুদের অবস্থান আবারও একবার দেখে নিল রানা। উন্মত্ত স্রোতের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারছে না সী-স্কুটারগুলো, তেমন একটা এগোতে পারেনি। পানিতে নামার জন্য ভুল জায়গা বেছে

নিয়েছে ওরা, ভাবল রানা। তারমানে হাতে আরও কিছুটা সময় পাওয়া গেল। এন্ট্রি হ্যাচের সঙ্গে পেঁচিয়ে-রাখা দড়ি খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল সোহানা যেদিকে আছে সেদিকে। তারপর সাবমেরিনের পিঠ থেকে পিছলে নেমে পড়ল পানিতে। খানিকটা সাঁতার কেটে আর কোমর-পানিতে হেঁটে পৌঁছে গেল সোহানার কাছে।

এখন রানার ডান দিকে পাথর, গুঁড়ি, শিকড় আর গুল্মের সঙ্গে সাবমেরিনটা। ওগুলো ছাড়িয়ে অনেকদূরের দেয়ালে সী-স্কুটারগুলোর আলোর লাফালাফি। এখনও হাঁপাচ্ছে সোহানা; ওর কোমর থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে পুরোটা নিজের কোমরে পেঁচিয়ে নিল রানা, পরে দরকার হতে পারে। কাজ করতে করতে তাকাল বাঁ দিকে। ফুট দশেক দূরে পড়ে আছে আরও কিছু গুঁড়ি, প্রাকৃতিক নিয়মে ওগুলোর উপর গজিয়ে উঠেছে গুল্মের জঙ্গল। এখানে পাথর তেমন নেই, তবে টানেলের দেয়াল অস্বাভাবিকভাবে বাঁক নিয়ে পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রামের মতো আকার ধারণ করেছে, তৈরি করেছে প্রাকৃতিক একটা আড়াল। সোহানার হাঁটুতে টোকা দিল রানা, পানি ভেঙে এগোচ্ছে প্রাকৃতিক ড্রামটার দিকে।

কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল ভিতরে। অন্ধকার, স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যায় না। ফ্ল্যাশলাইট জ্বালবে কি না ভাবল রানা, কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। সী স্কুটারগুলো নিশ্চয়ই আরেকটু কাছে এসেছে, উজ্জ্বল আলোর আভা চোখে পড়ে যেতে পারে ওদের কারও। একটা পাথরে ভর দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল "ড্রামটার" ভিতরে। যতদূর মনে হচ্ছে এই দেয়াল উপরে উঠে গিয়ে টানেলের ছাদের সঙ্গে মিশেছে, ব্যাস যদিও নগণ্য। দুই হাত উপরে তুলে একদিকের দেয়াল স্পর্শ করল রানা, পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে আরেকদিকের দেয়ালের সঙ্গে। হাত আর পিঠের উপর পুরো শরীরের ভর রেখে দুই পা তুলে ফেলল শূন্যে। হাঁটু ভাঁজ

করে পা দুটো ঢুকিয়ে ফেলল ড্রামের ভিতরে। দুই পা একসঙ্গে দেয়ালে ঠেকিয়ে পিঠের উপর চাপ বাড়াল। এবার হাত দুটো আলগা করে আরও উঁচুতে তুলে আগের কায়দায় উঠে গেল কয়েক ফুট উপরে। নীচ থেকে ওর কাজ দেখছে সোহানা।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর রানা যখন নিশ্চিত হলো একই কাজ করতে পারবে সোহানা তখন নেমে এল। ইঙ্গিতে ড্রামের ভিতরে ঢুকে যেতে বলল সোহানাকে। তবে ওর মতো কষ্ট করতে হলো না সোহানাকে, কারণ ওর দুই পা নিজের দুই কাঁধের উপর তুলে নিয়েছে রানা। "ড্রামের" ভিতরে সোহানা ঢোকার পর রানাও ঢুকে গেল প্রথমবারের কায়দায়। এখন রানার মাথার ঠিক উপরে সোহানা।

'কী দেখলে সাবমেরিনে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'তেমন কিছু না,' ফিসফিস করেই জবাব দিল রানা। 'এণ্ট্রি হ্যাচটা খোলার চেষ্টা করেছিলাম।'

'খোলেনি?'

'নাহ্।'

'কী করবো আমরা এখন?'

'অপেক্ষা।'

'কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ না সী-স্কুটারগুলোর আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা হলে ভাঙাচোরা দেয়ালের ফোকরে চোখ রেখে দেখতে পারো মেলিখানের চোর-পুলিশ খেলা।'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল রানা, তার আগেই হাজির হয়ে গেল মেলিখান আর ওর লোকেরা। তিনটা স্কুটারে দু'জন করে

মোট ছ'জন। একজনের হাতে শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট। বার বার এদিক-ওদিক আলো ফেলে খুঁজছে রানা-সোহানাকে। ক্যাটওয়াকের প্রতিটা তক্তা, পিয়ার, এমনকী গাছের গুঁড়িগুলোও বাদ যাচ্ছে না। সাবমেরিনটার অস্তিত্ব ওরা টের পেয়ে গেছে কি না কে জানে!

'শালা-শালী গেল কই?' রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে মেলিখানের। 'তোমরা চারজন যেখান থেকে পারো খুঁজে বের করে আনো ওই দু'জনকে।' হুকুম ঝাড়ল সে। যে-স্কুটারে বসে আছে তার চালককে বলল, 'আর তুমি থাকবে আমার সঙ্গে।' হাতেধরা ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল সে, স্কুটার চালককে নির্দেশ দিল একদিকের ক্যাটওয়াকের কাছে এগিয়ে যেতে। সময় নিয়ে আলো ফেলে ফেলে দেখছে প্রতিটা তক্তা।

বাকি দুটো স্কুটার দু'দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে গেছে দু'দিকের পিয়ারের কাছে। একদলের ফ্ল্যাশলাইট আগেই জ্বলছিল, এবার আলো জ্বালল আরেকদল। টানেলের ভিতরে আলোর অভাব নেই এখন।

পিয়ারের কাছে এগিয়ে-আসা লোকেরা আলো ফেলছে পিয়ারের উপর, টানেলের দেয়ালে, পানিতে এবং তারপর থেমে থেমে রিভলভার দিয়ে গুলি করছে পানিতে। এক মিনিট কাটল। তারপর হঠাৎ করেই বুলেটের মতোই প্রতিধ্বনিত হলো মেলিখানের চিৎকার, 'থামো! থামো! গুলি বন্ধ করো!'

'এদিকে এসো!' চেঁচিয়ে বলল ওর স্কুটারের চালক, 'কিছু একটা দেখা যাচ্ছে!'

ধক করে উঠল রানার বুকের ভিতরে। সাবমেরিনটা দেখে ফেলেছে ওরা? না কি ওদেরকে?

মনে হয় না। সাবমেরিনটা থেকে এখনও বেশ কিছুটা দূরে আছে মেলিখান আর তার স্কুটারের চালক। অন্য দিকে তাকিয়ে

আছে ওরা। একটা তক্তা থেকে ঝুলছে বহু পুরনো একটা দড়ি, ওটার উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরে রেখে দেখছে।

বাকি স্কুটার দুটো মেলিখানের কাছে গেল। হাত দিয়ে ইশারা করল মেলিখান, সঙ্গে সঙ্গে দুই স্কুটার থেকে চালক ছাড়া বাকি দু'জন লাফিয়ে পড়ল পানিতে। এতক্ষণ খেয়াল করেনি রানা, এবার দেখল, ডাইভিং গিয়ার পড়ে এসেছে ওই দু'জন। তীব্র স্রোত সামাল দিতে কোমরে দড়ি পেঁচিয়েছে ওরা, দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা আছে স্কুটারের পেছনদিকের একটা হুকের সঙ্গে।

স্রোতের মাথায় ভাসছে স্কুটারগুলো। তিনটা ফ্ল্যাশলাইটের আলোই এখন তাক করা আছে ডুবুরিরা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে। দুই ডুবুরির ছাড়া দম বুদবুদ হয়ে থেকে থেকে ভেসে উঠছে উপরে। বেশ কিছুক্ষণ পানির নীচে ঘুরে বেড়াল দু'জনে, তারপর ভুস করে একসঙ্গে উঠে এল। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মাউথপিস সরিয়ে একজন বলল, 'নীচে কিচ্ছু নেই। লুকানোর কোনও জায়গা নেই।'

'তার মানে অন্য কোনও টানেল ধরে নদীর দিকে গেছে ওরা,' মেলিখানের স্কুটারের চালক বলল।

চুপ করে আছে মেলিখান। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর দুই ডুবুরির উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমরা শিওর নীচে কেউ নেই?'

একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল দুই ডুবুরি।

'ঠিক আছে। উপরে উঠে এসো তোমরা। স্কুটারে বসো। অনেকগুলো গাছের গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে একপাশে। ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে ওরা। ওখানে যাবো আমরা। তবে তিনটা স্কুটার একসঙ্গে না। আনাতোলি,' কোনও এক স্কুটার চালককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বরিসকে সঙ্গে নিয়ে নদীর দিকে যে-টানেলটা গেছে সেদিকে যাও তুমি। আমরা দুই স্কুটারে করে যাচ্ছি গুঁড়িগুলোর কাছে।'

গেল ওরা। এবং সাবমেরিনটা চোখে পড়তে সময় লাগল না মেলিখানের। 'আরে!' খুশি খুশি গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এখানে সাবমেরিন? যা খুঁজছি তা-ই পেয়ে গেলাম নাকি? ভিক্তর, নামো তো পানিতে। ঘটনা কী দেখো।'

সঙ্গে সঙ্গে মুখে মাউথপিস লাগিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল এক ডুবুরি।

রানা দেখতে পাচ্ছে সাবমেরিনটার কাঠামো জুড়ে এবং তার আশপাশে নাচানাচি করছে দুটো ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলো। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের মৃদু আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

তিন মিনিট কাটল।

পানির উপর মুখ তুলল ভিক্তর। মাউথপিস সরিয়ে বলল, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের সাবমেরিন। জার্মান। মনে হয় ইউ.এম. সেভেনটি সেভেন।'

'ভালো,' মেলিখানের গলায় সন্তুষ্টি। 'ভাসিলি, স্কুটার থেকে নামো। গিয়ে চড়ো সেভেনটি সেভেনের পিঠে। এন্ট্রি হ্যাচ খোলা যায় কি না দেখো।'

কয়েক মিনিটের নীরবতা। সেভেনটি সেভেনের পিঠে গিয়ে চড়েছে ভাসিলি। সর্বশক্তিতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। 'ক্রোবার ছাড়া হবে না,' বলল সে।

পিঠে-ঝুলানো ব্যাকপ্যাক কাঁধ থেকে খসাল মেলিখান। সামনে এনে খুলল, একটা ক্রোবার বের করে ছুঁড়ে দিল ভাসিলির দিকে।

পরের পাঁচ মিনিট শুধু ঠং ঠং আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর হঠাৎ করেই বলে উঠল ভাসিলি, 'খুলে গেছে।'

'ঢোকো ভিতরে,' সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিল মেলিখান।

সাবমেরিনের ভিতরে ঢুকল ভাসিলি। আরও প্রায় পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল সে। হাতে আয়তাকার একটা বাক্স। রানা-

সোহানার হাত, পিঠ, পা ততক্ষণে টনটন করছে ব্যথায়।

'জলদি দাও আমাকে,' বাক্সটা দেখামাত্র বলে উঠল মেলিখান।

দূর থেকে দেখছে, তারপরও কাঠের বাক্সটা চিনতে কষ্ট হচ্ছে না রানা-সোহানার।

স্কুটারে বসে থেকেই ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে উল্টেপাল্টে বাক্সটা দেখল মেলিখান। তারপর ওর স্কুটারের চালককে লাইটটা ধরতে দিয়ে বাক্সের ডালা খুলল। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর সন্তুষ্টির হাসি হাসল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'খুব ভালো।'

'বাঁচাও! বাঁচাও!' আনাতোলি আর বরিস যে-টানেলের দিকে গেছে সেদিক থেকে আর্তচিৎকার ভেসে এল এমন সময়।

বাক্সটা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকপ্যাকের ভিতর চালান করে দিয়ে ব্যাকপ্যাকটা পিঠে ঝুলাল মেলিখান। ইশারায় কথা হয়ে গেল নিজের লোকদের সঙ্গে। সেভেনটি সেভেনের পিঠ থেকে নেমে এসে স্কুটারে চড়ল ভাসিলি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুটো স্কুটার রওয়ানা হয়ে গেল নদীর দিকে যে-টানেলটা গেছে সেদিকে।

কিন্তু সে-পর্যন্ত যেতে হলো না। স্রোতের মাতামাতির কারণে মেলিখানদের এগোনোর গতি ধীর, কিন্তু আনাতোলি চলে আসতে পেরেছে। বেচারার চেহারা রক্তাক্ত। হাঁপাচ্ছে। মাতাল স্রোতের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না ঠিকমতো। বোঝা যাচ্ছে পানিতে পড়ে গিয়েছিল। হাত পিচ্ছিল হয়ে গেছে, তাই স্কুটারের হ্যাণ্ডেল দুটো ধরে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে।

ওর কাছে পৌঁছে গেল মেলিখানরা।

'কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল মেলিখান। 'বরিস কই?'

'প্রচণ্ড একটা স্রোত বাড়ি মেরেছিল স্কুটারে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আনাতোলি, একহাতের রুমাল বা ওই জাতীয় কিছু একটা

দিয়ে কপালের ক্ষত চেপে ধরেছে, 'উড়ে গিয়ে একটা চোখা পাথরের উপর পড়ল বরিস। ওর কোমরে-বাঁধা দড়ি কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বাঁচাও বলে চিৎকার করে উঠেই জোরালো স্রোতের টানে ভেসে গেল সে। কোন্‌দিকে বলতে পারবো না, অন্ধকারে দেখতে পাইনি। আমার অবস্থাও তখন খারাপ। স্রোতের ধাক্কায় স্কুটারসহ বাড়ি খেয়েছি টানেলের দেয়ালে, কপালের একদিক কেটে গেছে। বরিস নেই, এগিয়ে গিয়ে লাভও নেই, তাই ফিরে এলাম।'

'শালা...' জঘন্য একটা গাল দিল মেলিখান। তারপর আনাতোলিকে জিজ্ঞেস করল, 'স্কুটার চালিয়ে বের হতে পারবে এখান থেকে? যেতে পারবে লেগুন পর্যন্ত?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় কিছু একটা বলল আনাতোলি, ঠিকমতো বোঝা গেল না।

'ঠিক আছে,' সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে আরেকদফা গলা ফাটাল মেলিখান, 'লেগুনে ফিরে চলো সবাই। কিছু কাজ সেরে ফিরে আসবো আবার। রানা-সোহানার যদি ইতোমধ্যে সলিলসমাধি হয়ে না থাকে, ওদেরকে জ্যান্ত কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবো।'

বিশ

চলে গেছে মেলিখান আর তার লোকেরা। টানেলের ভিতরে আবারও অন্ধকার। স্রোতের একটানা গর্জনের শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

'জ্যান্ত কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবে বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে লোকটা?' "ড্রাম" থেকে রানার পিছন পিছন নেমে এসেছে সোহানা, বড় একটা পাথরের উপর বসেছে, পায়ের কাছে নাচানাচি করছে স্রোত।

'এক্সপ্লোসিভ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'ওগুলো আনার জন্যই বোধহয় ফিরে গেছে লেগুনে।'

'আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দেয়ার মতো এত এক্সপ্লোসিভ কি আছে ওদের কাছে?'

'মনে হয় না। তবে মেইন এন্ট্রান্সটা বন্ধ করে দেয়া যায় অনায়াসে। হয়তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছে মেলিখান। এখান থেকে যদি বের হতে না পারি আমরা, এখানেই যদি আটকে থাকতে হয়, তা হলে না খেয়ে মরবো, ভালোমতোই জানে সে। আবার হয়তো...'

'হয়তো?'

'হুমকিটা ধাপ্পাবাজিও হতে পারে। যদি বেঁচে থাকি আমরা, যদি আশপাশেই কোথাও থাকি, মেলিখান জানে ওর চিৎকার আমাদের কানে যাবেই। হয়তো ভেবেছে আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিতে চাচ্ছে শুনে ঘাবড়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবো, যেসব টানেলের মুখে পাহারা বসিয়েছে সে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সেগুলোর কোনওটাতে ধরা পড়বো ওর লোকদের হাতে। বাদ দাও। কাজের কথা বলি। সাবমেরিনটার আশপাশে কিছু শিকড় গজিয়েছে, খেয়াল করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'তারমানে টানেলের দেয়ালের ওপাশে আছে গাছগুলো। অর্থাৎ টানেলের দেয়ালের প্রাকৃতিক ফাটল ভেদ করে এদিকে এসেছে শিকড়গুলো।'

'কী বলতে চাচ্ছ?' পাথরের চাঁই আর গুঁড়িগুলোর দিকে

তাকাল সোহানা। 'ওই জায়গায় পানির নীচে প্রাকৃতিক কোনও সুড়ঙ্গ আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সেভেনটি সেভেনটাকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন খেয়াল করেছি। কিন্তু খুব বেশি চওড়া না ফাটলটা। পানির লেভেল থেকে ছ'ফুট উপরে।'

'দিনের আলো দেখতে পেয়েছ ওখান দিয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যখন দেখেছি তখন সূর্য ডুবছিল সম্ভবত।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল সোহানা। 'বের হতে পারি বা না পারি, এটুকু তো জানা গেল, এমন একটা ফাটল আছে যেখান দিয়ে আসা তাজা বাতাস টানতে টানতে মরতে পারব!'

'প্রথম টানেলে...' কথা শেষ করতে পারল না রানা। মূল গুহার দিক থেকে ভোঁতা কিন্তু ভারী একটা শব্দ ভেসে এল। তারপর পর পর আরও দু'বার।

'মাথা নামাও!' চাপা গলায় বলল রানা, ধাক্কা দিয়ে বালির উপর ফেলে দিয়েছে সোহানাকে। নিজে পড়েছে ওর উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর একঝলক তাজা বাতাস বয়ে গেল ওদের মাথার উপর দিয়ে। ধুলোর একটা ঝড় প্রথমে গুহাটাকে, তারপর টানেলের অনেকখানি আচ্ছন্ন করে ফেলল। দূরে তাকিয়ে রানা-সোহানা দেখল, বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে পাথরের গুঁড়ো আর ছোট-বড় অসংখ্য টুকরো।

রানাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল সোহানা। 'সব ঘটনারই ভালো-মন্দ দুটো দিক আছে।'

'যেমন?' উঠে বসেছে রানাও।

'যেমন ডিনামাইট ফাটিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করল ওরা। এখান থেকে আমাদের এখন বের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা আছে কি না জানি না। এটা হলো খারাপ দিক।'

'আর ভালো?'

'ভালো দিকটা হলো এই গুহার ভিতরে এখন শুধু তুমি আর আমি।'

'অ্যাঁ? আরে, তাই তো! ঠিক বলেছ!' বলল রানা, 'হাম-তুম ইক কামরে মে বান্দ হুঁ!' হাত ধরল সোহানার, 'এসো, তা হলে...'

'অ্যাই, খবরদার!' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভেংচি কাটল সোহানা। 'বয়েই গেছে আমার!'

'তা হলে আর ভাল দিক হলো কী করে? কী লাভ হলো আদিম এক গুহায় নিজেদের আবিষ্কার করে?'

'লাভ তো রোজই হচ্ছে, এখন কী করে এই নরক থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে-উপায় বের করো।'

'কী সেটা?'

'মাথা খাটাও।'

নিজের বেল্টে-ঝুলানো ফ্ল্যাশলাইটটা খুলে নিয়ে জ্বালল রানা। আলো ফেলল পানিতে, সাবমেরিনের কাঠামোটাকে দেখাচ্ছে। 'উপায়টা দেখতে পাচ্ছ, সোহানা?'

'বোধহয় পাচ্ছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না কী সেটা। পানি?'

'বুঝিয়ে বলতে হলে আগে আমার নিজেকে বুঝে দেখতে হবে। তবে যেদিক দিয়ে এই গুহায় ঢুকেছি, সেদিক দিয়ে বের হতে পারবো না, এটা শিওর। কারও দ্বারা উদ্ধার পাওয়ার আশাও নেই। কাজেই যা-করার, নদীপথ ধরেই করতে হবে। মেলিখানের কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছি, ডানদিকের টানেলটা কোনও একটা নদীর উৎপত্তিস্থল। তোমার অনুমান ঠিক, সোহানা—পানি।'

'কিন্তু নদীটা দিয়ে বের হতে গিয়ে মেলিখানের একজন লোক মারা গেছে, আরেকজন মরতে মরতে বেঁচেছে।'

'আমাদের আর কোনও উপায় নেই, সোহানা। আমার

অনুমান টানেলটা চওড়ায় পনেরো ফুটের মতো। স্রোত জোরালো, কিন্তু পানি যেহেতু নীচের দিকে যাচ্ছে সেহেতু গতি বাড়ে না। আর বাড়লেও খুব বেশি তারতম্য হওয়ার কথা নয়।'

'কিন্তু যদি কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ি দেয়ালে আটকা পড়ে...'

'এত জোরালো স্রোত যদি পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি খেত, আওয়াজ পাওয়া যেত। ঘূর্ণি বা বুদবুদ জাগত পানিতে। আলো ফেলে টানেলের ভিতরে যতদূর দেখেছি, ঘূর্ণি চোখে পড়েনি। আমার বিশ্বাস পানি বাইরে কোথাও পড়ছেই। হয় কোনও লেকে নয়তো অন্য কোনও সী কেভ-এ।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সোহানা। কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আরেক কাজ করলে কেমন হয়, রানা? ধরো দিনের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর, এখানে যেসব শিকড়বাকড় আছে, সেগুলোতে কোনওভাবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে স্মোক-সিগনাল দিলাম...'

'আমি কি জানতে পারি, সেই সিগনালটা কাকে দেবো আমরা?'

জবাব দিল না সোহানা।

'কাজেই নদীটাই আমাদের একমাত্র ভরসা।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। মেনে নিল।

হাতে যেহেতু যথেষ্ট সময় আছে তাই কাজ শুরু করার আগে, প্রথম যে-গুহায় ঢুকেছিল সেটা দেখে এল রানা। হ্যাঁ, ডিনামাইট ফাটিয়ে পাহাড়ি দেয়াল ধসিয়ে দিয়েছে মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। রেসকিউ টিমের সাহায্য ছাড়া বের হওয়া অসম্ভব ওখান দিয়ে।

মোটরবোটটা ডুবে গেছে, কিন্তু টুকটাক কিছু জিনিস রয়ে

গেছে রানার সঙ্গে। ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেন যেখানে আছে সেখানে, সোহানার কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমেই সেসব জিনিস গুছিয়ে নিল রানা। তারপর কী মনে হওয়াতে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল কাছের পাহাড়ি দেয়ালটাকে।

এক জায়গায় এসে স্থির হলো আলো। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। ওকে তাকাতে দেখে সোহানাও তাকাল।

দেয়ালের বিশেষ এক জায়গায় একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে প্রাকৃতিক না, বিশেষ উদ্দেশ্যে ভারী কোনও যন্ত্র দিয়ে ফাটল বা গর্ত বানানো হয়েছে। দেয়ালের রঙের সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ধূসর-রঙা একটা পাথর দিয়ে চাপা দেয়া হয়েছে গর্তটার মুখ। তাড়াহুড়োর কারণে আগে খেয়াল করেনি রানা-সোহানা, হয়তো একই কারণে খেয়াল করেনি মেলিখানরাও।

সোহানার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ নাচাল রানা। জবাবে মাথা নাড়ল সোহানা।

গর্তটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। যে-পাথর গড়ায় তাতে শ্যাওলা জমে না—নীতিবাক্যটাকে সত্য প্রমাণিত করে গর্তের মুখ চাপা-দেওয়া পাথরটার গায়ে পুরু শ্যাওলা জন্মেছে পাথরটা তুলতে গিয়ে পিছলে গেল রানার হাত, খাবলা লেগে সরে গেল বেশ কিছু শ্যাওলা, পাথরের গায়ে টেকসই রঙে-আঁকা ক্রিগ্‌স্‌মেরিন চিহ্নটা বেরিয়ে পড়ল। কয়েক যুগ পার হয়ে গেছে, ভাবল রানা, রঙ ফিকে হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি মুছে যায়নি।

দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় পাথরটা সরাল ও। আস্তে করে নামিয়ে রাখল পায়ের কাছের বালিতে। উঁকি দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখল গর্তের ভিতরটা।

প্রথমেই একটা টুলবক্স বের করল পাশে-এসে-দাঁড়ানো সোহানা। খুলল বক্সটা। প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপকরণ আর যন্ত্রপাতি আছে ভিতরে, তবে প্রায় সবগুলোয় মরচে পড়ে গেছে।

পাওয়া গেল চারটা লণ্ঠন। ঝাঁকি দেয়াতে আওয়াজ করল ভিতরের অবশিষ্ট কেরোসিন। আরও পাওয়া গেল ডজনখানেক লম্বা লম্বা মোমবাতি। এ-রকম মোমবাতি গির্জায় প্রার্থনার সময় ব্যবহৃত হয় সাধারণত।

ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ে দিয়ে পকেট থেকে ওয়াটারপ্রুফ গ্যাসলাইটার বের করল রানা। দু'টো মোমবাতি জ্বালল। অদ্ভুত এক হলুদ আলোয় ভরে উঠল আশপাশের খানিকটা জায়গা। বালির উপর যে-পাথর নামিয়ে রেখেছে সেটার উপর একটা এবং সবচেয়ে কাছের গাছের শিকড়ে দ্বিতীয় মোমবাতিটা এমনভাবে বসিয়ে দিল রানা যাতে আলোর কোনও তারতম্য না হয়।

ইতোমধ্যে ওর কাছ থেকে সরে গেছে সোহানা; বালির উপর, ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেনের কাছে যেসব "জিনিস" মজুদ করেছে রানা সেগুলো দেখছিল। মোমবাতি নামিয়ে রেখে রানা সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর ওকে বলল, 'বিভিন্ন রকমের কাজের-জিনিস আছে আমাদের কাছে, কিন্তু সেগুলো কাজে লাগিয়ে কীভাবে উদ্ধার পাবো বুঝতে পারছি না।'

'কী কী আছে?' কোমরে হাত রেখে ওর দিকে ঘুরল রানা।

'দুটো এয়ার ট্যাঙ্ক। একটার তিন ভাগের দু'ভাগ ভরা, আরেকটা ফুল। তোমার কাছে একটা আর আমার কাছে একটা, মোট দুটো ফ্ল্যাশলাইট আছে। দুটোই কাজ করছে। কিন্তু কারটাতে কতখানি চার্জ আছে জানি না। ক্যামেরা আছে, তবে বাড়ি লেগে লেন্স ভেঙে যাওয়ায় বিকল হয়ে গেছে। বিনকিউলার আছে, কাজ করছে। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে থাকার কারণে পানি থেকে বেঁচে গেছে রিভলভার। কিন্তু বুলেটগুলোর কী অবস্থা বুঝতে পারছি না। দুই ক্যান্টিন পানি আছে। খাবারের মধ্যে আছে কিছু বিস্কুট আর গরুর মাংস। তবে মাংসগুলো ভিজে গেছে, খেতে হলে আগুন জ্বালিয়ে সেঁকতে হবে ভালোমতো।

একটা ফার্স্ট এইড কিট দেখতে পাচ্ছি। ও, বড় এক টুকরো পনিরও পাওয়া গেছে। কিন্তু খাওয়া যাবে না, আগুনেও সেঁকা যাবে না—পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। আর অলৌকিক হলেও সত্য আমাদের সেলফোন দুটো আছে। পানিতেও ভেজেনি, চার্জ একটুও কমেনি। কিন্তু এই সী-কেভের ভিতরে নেটওয়ার্ক নেই।'

'ভালো। এবার তা হলে আমার পরিকল্পনাটা শোনো।'

আণ্ডারওয়্যার ছাড়া সব কাপড় খুলে ফেলেছে রানা। ডাইভিং মাস্কটা আছে চেহারায়, কোমরে ঝুলিয়েছে ডাইভিং বেল্ট। ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেনের কাছে কয়েকবার ডাইভ দিল আর ভেসে উঠল ও, আসলে প্র্যাকটিস করে করে ফুসফুসের দম-চেপে-রাখার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছে। শেষে লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল পানিতে। যা চায়, এয়ার ট্যাঙ্কের সাহায্য ছাড়াই করতে চায়।

বেশ কিছুটা নীচে নেমে এল রানা, সাবমেরিনের তলার কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছে। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালিয়ে দিয়েছে। ডোম হ্যাচের কাছে হাজির হলো ও। মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল ওটা, ঢুকে পড়ল ভিতরে। পানির চাপে আপনাআপনি আগের জায়গায় লেগে গেল হ্যাচটা।

আণ্ডারওয়াটার মোল্‌শ্‌ সাবমেরিনের ভিতরে, আগেরবারও খেয়াল করেছে রানা, জায়গা থাকে খুব কম। নাকের কাছে থাকে একেবারে আদিম পর্যায়ের স্টিয়ারিং সিস্টেম এবং ডাইভিং কন্ট্রোল মেকানিযম। তবে রানা আসলে খুঁজছে স্কাটল ভাল্‌ভ। এগুলো সাধারণত থাকে সাবমেরিনের লেজের কাছাকাছি কোথাও।

সাবমেরিনের ভিতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। সঙ্গে আছে কাদা আর জলজ আগাছায় ভরা পানি। ফ্ল্যাশলাইটের আলো খুব একটা

সুবিধা করতে পারছে না। এগোতে গিয়ে হাতড়াতে হচ্ছে রানাকে। সাবমেরিনের সিলিণ্ডারের-আকৃতিবিশিষ্ট দেয়ালগুলোর স্পর্শ পাচ্ছে ও একটু পর পর। টের পাচ্ছে বদ্ধ জায়গায় পানি যেন চ্যাপ্টা করে ফেলতে চাচ্ছে ওকে। বাতাসের জন্য হোক অথবা অজানা কোনও কারণেই হোক, কেমন যেন করছে বুকের ভিতরে। মাথা ঝাঁকিয়ে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চাইল রানা। স্কাটল ভাল্‌ভ শব্দটা মনে মনে আউড়াল দু'বার।

ডানে, বাঁয়ে, সামনে বার বার ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলছে ও, সাবমেরিনের কাঠামোর সঙ্গে আটকানো বিশেষ একটা লিভার খুঁজছে। হঠাৎই দেখতে পেল লিভারটা। কিছুটা সামনের দিকে, বাঁয়ে। কাদাপানি আর জলজ আগাছা ঠেলে আরও কয়েক কদম এগিয়ে গেল রানা। লিভারটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে শক্ত করে ধরল। তারপর জোরে ঠেলা মারল উপরের দিকে।

নড়ল না লিভার। শক্ত হয়ে আটকে গেছে। আরও একবার ঠেলা মারল রানা। এবারও একই ফলাফল।

কোমর থেকে ডাইভিং নাইফটা বের করল রানা। লিভার আর সাবমেরিনের কাঠামোর সংযোগস্থলে ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর বাঁট ধরে বারকয়েক মোচড় দিয়ে আরও ভিতরে ঢুকাল ছুরির ফলা। এবার বাঁ হাতে ফ্ল্যাশলাইট আর ছুরির বাঁট ধরে রেখে ডান হাতের তালু দিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল লিভারে।

তিমির গায়ে হারপুন বিঁধলে যেভাবে রক্ত বের হতে শুরু করে, কয়েক যুগ ধরে জমা বেশ কিছু মরিচা সেভাবে আলগা হলো লিভারের গোড়া থেকে। কিন্তু নড়ল না ওটা। দাঁতে দাঁত চাপল রানা। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে। একটু পরই অক্সিজেনের জন্য আকুলিবিকুলি শুরু করে দেবে ফুসফুস। তারপর মাথায় পড়তে শুরু করবে হাতুড়ির বাড়ি।

শরীরের প্রায় সব শক্তি হাতের তালুতে জড়ো করে তৃতীয়বার

ধাক্কা মারল রানা লিভারে। এবার কাজ হলো। উপরে উঠে গেল লিভার। সময় নষ্ট না করে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরল রানা, এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় লিভারটার দিকে। টের পাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি আরও বেড়েছে।

দ্বিতীয় ভালভটাকে ঠেলা মারার আগে ওটার "পাদদেশে" ছুরি ঢুকিয়ে আগেরবারের মতো করে মোচড় দিয়ে নিল ও। তারপর ঠেলা মেরে ভালভটাকে উপরে উঠিয়ে দিয়েই ঘুরল। পানি ঠেলে এগিয়ে গেল ডোম হ্যাচের দিকে, বের হয়ে নষ্ট করল না এক সেকেণ্ডও, পানিতে দু'-তিনবার লাথি মেরে উঠতে শুরু করে দিয়েছে উপরের দিকে।

ভেসে উঠেই মুখ হাঁ করল রানা, ওর ফুসফুস দুটো পুরো গুহার সব বাতাস এক নিমিষে টেনে নিতে চাচ্ছে যেন। ওকে একটানা কিছুক্ষণ দম নেয়ার সুযোগ দিল সোহানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্নটার উত্তর দিল রানা।

রানার পরিকল্পনার পরবর্তী অংশটা সময় নিল পাক্কা তিন ঘণ্টা।

ওদের কাছে যতটুকু দড়ি আছে তার সবটুকু কাজে লাগাল ও। যথেষ্ট সময় আর ঝুঁকি নিয়ে জার্মানদের পিয়ার থেকে খুলে বা কেটে নিয়ে এল কয়েক শ' ফুট লম্বা দড়ি। কোনও কোনও দড়ি পচে গেছে, ওগুলো দিয়ে কাজ হবে না। কোনও কোনওটা পানিতে ভিজে অথবা কালের ছোবলে এত দুর্বল হয়ে গেছে যে, রানার নিজেরই সন্দেহ হলো কাজ হবে কি না।

যেসব দড়ি দিয়ে কাজ হতে পারে সেগুলোকে যখন জোড়া লাগাচ্ছে রানা তখন সোহানা জিজ্ঞেস করল, 'যদি ছিঁড়ে যায় এগুলো তা হলে তো তোমার প্ল্যান বাতিল, না?'

'হুঁ,' ছোট করে জবাব দিল রানা।

'সেক্ষেত্রে কী করবে ভেবেছ?'

'তোমার সিগনাল আইডিয়াটা কাজে লাগানো যায় কি না দেখবো।'

'তার মানে আমাদের হাতে একটামাত্র সুযোগ আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি। ঠিক তোমার মত।'

ঘণ্টা চারেক পর, রানার হাতঘড়িতে তখন রাত দুটো, ওদের পরিকল্পনার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলো। ওরা দু'জন তখন দাঁড়িয়ে আছে সাবমেরিনের কাছের বালিতে, এতক্ষণ যা করেছে তা দেখছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

দড়ির চতুর্মুখী চারটে লাইন বের হয়ে এসেছে পানির উপরিতল থেকে। একটা লাইনের একপ্রান্ত আটকানো হয়েছে সাবমেরিনের সামনের দিকের সঙ্গে। আরেকটা লাইনের একপ্রান্ত বাঁধা হয়েছে ওটার স্টার্ণ ক্লিটের সঙ্গে। গুহার ছাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর বিশেষ কায়দায় অনেকগুলো হুক আটকিয়েছিল জার্মানরা, পিয়ারের তক্তাগুলোকে ধরে রেখেছে ওগুলো: দুটো লাইনের দু'প্রান্ত এসে ঢুকেছে আলাদা দুটো হুকের ভিতর দিয়ে। এ-কাজটাও করেছে রানা। কোমরের সঙ্গে দড়ির একটা প্রান্ত ভালোমতো জড়িয়ে নিয়ে পিয়ার-ধরে-রাখা স্টীলের দড়ি বেয়ে উঠে গেছে ও দক্ষ ক্লাইম্বারের মতো, তারপর জায়গামতো ঢুকিয়ে দিয়েছে কোমরের দড়িটা। একই কাজ দু'বার করতে হয়েছে ওকে। পরে ক্যাটওয়াকের তক্তাগুলোকে সাপোর্ট-দেয়া আলাদা দুটো কেবলের সঙ্গে বেঁধেছে দুটো দড়ির অন্যপ্রান্ত।

সঙ্গমের সময় একটা সাপ আরেকটা সাপকে যেভাবে পেঁচিয়ে ধরে, বাকি দুটো লাইন সাবমেরিনের তলাটাকে পেঁচিয়ে ধরেছে ঠিক সেভাবে, তারপর পানির নীচ থেকে উঠে এসে আগের দুটো লাইন যে-ক্যাটওয়াকের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে সেখানেই বাঁধা পড়েছে। তবে বিশেষ একটা জায়গায়, বিশেষ একটা কায়দায়।

ক্যাটওয়াকটার ঠিক মাঝখানে বেঁধেছে রানা শেষের লাইন দুটোকে, সঙ্গে নিখুঁত হিসেব কষে আটকে দিয়েছে একটা স্কুবা ট্যাঙ্ক। সামনের এক অন্ধকার টানেলের দিকে মুখ করে আছে ট্যাঙ্কটা, দেখে মনে হচ্ছে ছুট লাগানোর অপেক্ষায় আছে কোনও অনুভূমিক রকেট।

'তা হলে,' স্কুবা ট্যাঙ্কটাকে আরেকবার দেখে নিয়ে মুখ খুলল সোহানা, 'তোমার প্ল্যানটা হলো এ-রকম: গুলি করবে তুমি স্কুবা ট্যাঙ্কে। বিস্ফোরিত হবে ওটা, প্রচণ্ড টান পড়বে ওটার গায়ে-প্যাঁচানো দড়িতে। ট্যাঙ্কটা ক্যাটওয়াকের ঠিক মাঝখানে বসানো হয়েছে বলে বিস্ফোরণের ফলে একইসঙ্গে ধসে পড়বে ক্যাটওয়াকটাও। কাজেই ধরে নিচ্ছি সাবমেরিনের তলা পেঁচিয়ে-রাখা দড়িতে এবং ওটার সামনের আর পিছনের দিকে দড়িতে টান পড়বে একইসঙ্গে। যেহেতু আলাদা দুটো হুকের সঙ্গে বাঁধা আছে দড়ি, তাই ক্যাটওয়াক পড়তে শুরু করলে কপিকলের ভূমিকা পালন করবে সেটা। সুতরাং আমরা আশা করছি পানির উপরে ভেসে উঠবে সাবমেরিন, ভিতরের সব পানি হুড়মুড় করে বেরিয়ে যাবে একইসঙ্গে।'

'ঠিক বলেছ, সোহানা, আশা করছি সে-রকমটাই ঘটবে। বিস্ফোরিত হলে রকেটের গতি পাবে ট্যাঙ্ক, ছুট লাগাবে সামনের দিকে। ধাক্কার চোটে ছিঁড়ে পড়ে যাবে ক্যাটওয়াকের ঠিক মাঝখানের কেবল দুটো। বাকিটা...আমাদের ভাগ্য বলতে পারো।'

'তুমি ঠিক হিসেব করেছ তো? সাবমেরিন আর তার ভিতরের পানির ওজন, ক্যাটওয়াকের ওজনের চেয়ে কম?'

নির্মল হাসি হাসল রানা। 'হ্যাঁ, সোহানা, ঠিকই আছে, যদি না ম্যাথ ভুলে গিয়ে থাকি।'

হাসল সোহানাও। 'পুরনো হয়ে মরচে ধরে যাওয়ার পরও

টুলবক্সে-পাওয়া হ্যাকস'টা কাজে লেগেছে। ওটা দিয়ে ক্যাটওয়াক ধরে-রাখা আঠারোটা স্টীল কেবলের এগারোটা কেটেছ।'

সাবমেরিনের কাছে জড়াজড়ি করে থাকা শিকড়গুলোর আড়ালে গিয়ে "পজিশন" নিল দু'জনে। ডান হাতে রিভলভার নিয়ে হাতটা বাঁ হাতের কব্জির উপর স্থির করল রানা, তাক করল, টান দিল ট্রিগারে। প্রায় একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটল তারপর।

বদ্ধ জায়গায় রিভলবারের আওয়াজ শোনাল কামানের গোলার মতো। প্রচণ্ড এক হিসহিসানি শোনা গেল, তারপরই আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ, রিভলভারের চেয়ে বেশি বৈ কম না। একঝলক আলো দেখা দিয়েই উধাও হলো, সঙ্গে সঙ্গে ধসে পড়ল ক্যাটওয়াক, পায়ের নীচে টের পাঁওয়া গেল অদ্ভুত এক কম্পন। প্রচণ্ড এক ভুস্‌স্‌ শব্দ শুনতে পেল রানা-সোহানা; সোহানার মনে হলো মাথার ফুটো দিয়ে পানি ছিটিয়েছে কোনও নীল তিমি।

শিকড়ের "আড়াল" ছেড়ে বের হলো রানা-সোহানা। টানা প্রায় দশ সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেল না ওরা, কারণ জায়গাটা ভরে গেছে সূক্ষ্ম কুয়াশায়। আস্তে আস্তে কেটে গেল কুয়াশা, সামনের দিকে তাকাল রানা-সোহানা।

শান্ত ভঙ্গিতে পানির উপর ভাসছে মিনি সাবমেরিন ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেন। মোটা জলধারা গড়িয়ে নামছে ওটার প্রায় পুরো কাঠামো বেয়ে।

একুশ

রানা-সোহানার দু'জনেরই মাথার ভিতরে দপ দপ করছে। আরেকবার পাক খেল সাবমেরিনটা, তারপর বড় একটা বোল্ডারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে কাত হয়ে গেল বাঁ দিকে। এরপর স্রোতের ধাক্কায় খাড়া হয়ে গেল হঠাৎ, ঢুকে পড়ল নদীর মেইন চ্যানেলে।

সাবমেরিনের অ্যাক্রিলিক ডোম দিয়ে সমানে পানি ঢুকছে। পানির ছিটায় বার বার চোখ বন্ধ করতে হচ্ছে রানাকে। ভালোমত দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর কমলো পানির অত্যাচার। হাত দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ও। এদিক-ওদিক তাকাল।

দু'দিকে ভেজা পাহাড়ি দেয়াল, চকচক করছে ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়। সাবমেরিনের মোচাকৃতির নাক বেয়ে এখনও পানি ঢুকছে। থেকে থেকে দুলে দুলে উঠছে সাবমেরিনটা।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'ঠিক আছো?'

ককপিটের সীটের পিছনে শুয়ে আছে সোহানা। দু'হাত জড়িয়ে ধরে আছে সীটটাকে। রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'কতক্ষণ হলো এই নাগরদোলায় দুললাম আমরা?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বিশ মিনিটের মতো।'

'মাই গড!' চিৎকার করে উঠল সোহানা। 'মাত্র?'

এর আগে, সাবমেরিনটা ভেসে ওঠার পর, বুক-পানি ঠেলে ওটার

কাছে গিয়ে দাঁড়ায় রানা-সোহানা।

'তোমার প্ল্যানটা তা হলে কাজে লাগছে রানা!' বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে সোহানা।

মাথা নাড়ে রানা। 'বলো প্ল্যানের অর্ধেকটা কাজে লেগেছে। বাকি অর্ধেক...' কথা শেষ না করে সোহানার হাত ধরে টান দেয় ও, 'চলো গিয়ে ঢুকি সাবমেরিনটাতে।'

ভিতরে ঢোকার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নেয় রানা। তারপর সোহানাকে নিয়ে পিছনের দিক দিয়ে ওঠে। এতে কিছুটা নিচু হয়ে যায় পিছনের দিক, সাবমেরিনের সামনের দিকে জমে-থাকা পানি গড়িয়ে পড়ে যায় আপনা থেকে।

এরপর রানা ভালোমতো দেখে সাবমেরিনের কোথাও কোনও লিক আছে কি না। নেই, তাই সন্তুষ্ট হয়ে আরও কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে মন দেয় ও। সাবমেরিনের দু'পাশের পঞ্চাশ গ্যালনের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক দুটো ঠিক আছে, দেখে মনে হচ্ছিল ভর্তি, তাই ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা হচ্ছিল না সাবমেরিনটার।

ইঙ্গিতে সোহানাকে নেমে আসতে বলে রানা। পানি ঠেলে তীরের বালিতে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। পাথর সরিয়ে-পাওয়া চারটে লণ্ঠনই জ্বালায় রানা। ছোট করে আগুন ধরায় সোহানা. গরুর মাংস সেঁকে নিয়ে খেয়ে নেয় দু'জনে। পরবর্তী সময়ে কোন কোন জিনিস কাজে লাগতে পারে হিসেব করে সেগুলো গুছিয়ে রাখে রানা। কাজ শেষে ঝাঁপিয়ে পড়ে পানিতে, ক্যাটওয়াকটা যেদিকে ধসে পড়েছে সাঁতার কেটে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে কিছু তক্তা কুড়িয়ে আনে। হ্যাক-স'টা আবার কাজে লাগিয়ে অনেকটা বৈঠার মতো আকৃতিতে কাটে দুটো তক্তা। যথেষ্ট সময় খরচ হয়, ঠিকমতো হয় না "বৈঠা" বানানো, তারপরও নিজের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকায় ও। সবশেষে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, "বৈঠা"

দুটো আর সোহানাকে নিয়ে গিয়ে ওঠে সাবমেরিনে।

'এবার?' জানতে চায় সোহানা।

'এবার ঠিক দু'ঘণ্টা ঘুমাবো। খেয়াল করেছ কি না জানি না, এতক্ষণ ভাটা চলছিল, তাই স্রোতের তেজ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু আমরা যখন জেগে উঠবো তখন আবার ফুঁসতে শুরু করবে গুহার পানি। আশা করছি ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটে উঠবে আকাশে। এন্ট্রি হ্যাচটা আপাতত খোলা থাক। রওনা দেয়ার সময় বৈঠা চালিয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদীর মূল স্রোতে নিয়ে ফেলতে হবে সাবমেরিনটাকে।'

'তারপর?'

'তখন সঙ্গে সঙ্গে এন্ট্রি হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে হাতের কাছে যা পাবো আঁকড়ে ধরে বসে থাকবো। ভাগ্য আমাদেরকে ভাসাতে ভাসাতে কোথায় নিয়ে যায়, দেখা যাক।'

'সাবমেরিনের অবস্থা কী?' আবারও চিৎকার করল সোহানা।

'মনে হচ্ছে ভালোই। অ্যালুমিনিয়ামের বডির তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। আর এখানকার জিয়োলজিও আমাদের পক্ষে।'

'মানে?'

'টানেলের দেয়াল এবড়োখেবড়ো। কিন্তু ভিতরকার পাথর আর বোল্ডারগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়ে গিয়ে অনেকখানি মসৃণ হয়ে গেছে। চোখা কোনও প্রান্ত নেই কোথাও। তাই সাবমেরিনের অ্যালুমিনিয়াম বডিতে চিড় ধরেনি।' ধাক্কা সামলানোর ভঙ্গিতে একদিকে কাত হয়ে গেল রানা, চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান, সোহানা! সামনে আরেকটা বড় পাথর!'

ককপিটের সীটটাকে আবারও জড়িয়ে ধরল সোহানা।

স্রোতের ধাক্কায় আরও একবার ঘুরপাক খেল সাবমেরিনটা,

আগের চেয়েও বড় একটা বোল্ডারের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে স্থির হলো কয়েক মুহূর্ত পর।

'উহ্, মাগো!' দুলুনি থেমে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সোহানা।

ওর কপালের কয়েকটা আঁচড়ের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। 'আফসোস কোরো না। কথা দিচ্ছি, হোটেলে যদি ফিরতে পারি, ভালোমতো খাতিরযত্ন করবো তোমার।'

হাসল সোহানা, জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

নদীর এই অংশে গভীর একটা ঢাল আছে। সে-কারণে এখানে স্রোত বেশ তীব্র। ক্যারমের ঘুঁটিগুলো বোর্ডের দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে যেভাবে এদিক-সেদিকে ছিটকে যায়, পাহাড়ি দেয়াল বা বোল্ডারে বাড়ি খেয়ে খেয়ে সাবমেরিনটাও প্রায় সেভাবে এগোচ্ছে। সময়ে সময়ে, অনেকটা হঠাৎ করেই চওড়া হয়ে যাচ্ছে টানেলটা। স্রোতের তীব্রতা কমছে অনেকখানি। রানা তখন উঠে গিয়ে খুলে দিচ্ছে অ্যাক্রিলিক ডোম। তাজা বাতাস ঢুকছে সাবমেরিনের ভিতরে। ডোম যখন বন্ধ থাকছে, স্কুবা ট্যাঙ্ক থেকে অক্সিজেন সাপ্লাই দিচ্ছে সোহানা।

এভাবে প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পর পানির শব্দ কমে এল অনেকখানি, হঠাৎ করেই। রানা-সোহানা টের পেল সাবমেরিনের "গতি" কমতে শুরু করেছে। আগেরমতো ঘুরপাকও খাচ্ছে না। দুলুনিও কমে গেছে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা, ভুরু নাচাল।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখা যাক।'

অ্যাক্রিলিক ডোমের দিকে এগিয়ে গেল ও। 'একদিকের গাল

ঠেসে ধরল ওটার সঙ্গে। চোখ বড় বড় দেখার চেষ্টা করছে কী আছে বাইরে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোনও একটা গুহার ভিতরে হাজির হয়েছে ওরা। ছাদ থেকে ঝুলছে স্ট্যালাকটাইটের দণ্ড। অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে। কীসের, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ডোমের গায়ে জড়াজড়ি করে আছে কিছু আগাছা। তেজহীন রোদের হলুদ আভা চোখে পড়ছে।

'সূর্য নাকি!' সোহানার কণ্ঠে জিজ্ঞাসার চেয়ে আশ্চর্য হওয়ার ভাব বেশি।

জবাব না দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

তারপর আরও কিছুক্ষণ ধীর গতিতে এগিয়ে মৃদু একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে দাঁড়াল সাবমেরিন। বোঝা গেল, তীরে ভিড়েছে। আবারও বাইরে তাকাল রানা। আরেকটা লেগুনের চড়ায় এসে আটকে গেছে সাবমেরিনটা। 'সোহানা, মনে হয় পৌঁছে গেছি আমরা,' বলল ও।

ডোমটা খুলল ও। এক ঝলক ঠাণ্ডা, নোনা বাতাস ঢুকে পড়ল ভিতরে। লম্বা করে দম নিল রানা। দু'হাত বাইরে বের করে আঁকড়ে ধরল ডোমের দু'প্রান্ত, ঝুলে পড়ল। শরীরের সব ভার হাতে নিয়ে মাথাটা বের করল ডোমের বাইরে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে আপনা থেকে কুঁচকে গেল চোখ।

বাঁ দিক থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ আসছে। বিস্ময়ধ্বনি প্রকাশ করেছে কেউ। সেদিকে ঘাড় ঘুরাল রানা। বড়জোর দশ ফুট দূরে, বালির উপর বসে আছে একজোড়া কপোতকপোতী। পরনে ডাইভিং ফিন আর স্কুবা হার্নেস। দু'জনই হতভম্ব। যুবতীর মুখ হাঁ। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওরা।

কিছুটা সময় নিয়ে ওদেরকে দেখল রানা। রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেছে যুবকের গায়ের রঙ। যুবতীর মাথায় ব্লণ্ড চুল। বোঝা

গেল, ট্রপিকাল অ্যাডভেঞ্চারে বের হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকা।

'গুড মর্নিং,' মিষ্টি করে হাসল রানা। 'তোমরা দেখছি আমাদের মতোই কেভ ডাইভিং করছ। পার্থক্য একটাই—আমাদের সঙ্গে আদ্যিকালের একটা সাবমেরিন আছে।'

একইসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল কপোতকপোতী, কিছু বলল না। বিস্ময়ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

'জায়গাটা বেশি ভালো না, বুঝেছ?' উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা, ডোমের ফোকর দিয়ে পুরো শরীর বের করে উঠে এসেছে সাবমেরিনের উপর। 'সাবধান থেকো। না হলে হারিয়ে যেতে পারো।'

এবারও কিছু বলল না কপোতকপোতী।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়। সাবমেরিনের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে বালির উপর নামল ও। এগিয়ে গেল কপোতের দিকে। বন্ধুত্বের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল, হ্যাণ্ডশেকের সময় ঝাঁকুনি দিল জোরে। বলল, 'নাম কী তোমার?'

'বব,' সংক্ষেপে বলল যুবক।

'আমি অ্যানা,' যুবতী নিজে থেকেই নাম জানিয়ে দিল।

'কোত্থেকে এসেছ?'

'মিনেসোটা থেকে,' জবাব দিল সারা। 'হানিমুন করছি।'

'আসলে...' ইতস্তত করার ভঙ্গি করল রানা, 'আমরা হারিয়ে গেছি।' সোহানার দিকে ইঙ্গিত করল। 'আমরাও হানিমুনে এসেছি। কিন্তু কোন্ গুহার ভিতরে ঢুকে যে কীভাবে কী হয়ে গেল বলতে পারবো না। এখন কোথায় আছি বলতে পারো?'

'রাম কে'র দক্ষিণ উপকূলে। নাসাউকানু পাহাড় আর ফ্রিডম পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায়।'

তারমানে, মনে মনে হিসাব করল রানা, আণ্ডারগ্রাউণ্ড নদী দিয়ে ন'মাইলের মতো এসেছি আমরা।

টুকটাক কথাবার্তার মাধ্যমে জানা গেল বব আর অ্যানা বেশিক্ষণ থাকবে না এখানে, এবার ওদের ফেরার পালা। ভাড়া-করা নৌকায় রানা-সোহানাকে স্বাচ্ছন্দ্যে তুলে নিতে রাজি হলো ওরা।

ফেরার পথে সাবমেরিনের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী দেখা গেল ববকে। বার বার এটা-সেটা জিজ্ঞেস করতে লাগল। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে এবং সত্য এড়িয়ে গিয়ে জবাব দিল রানা।

যে-ল্যাণ্ডিংবীচের মাধ্যমে রাম কে-তে আগমন ঘটেছিল রানা-সোহানার, "গোট'স হেডের" সন্ধানে বের হওয়ার বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পর সেখানে ফিরে এল দু'জনে।

প্রথমেই পিলাতোসের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। পাত্তা নেই লোকটার। ওর কুঁড়েঘরটাও কেমন খাঁ খাঁ করছে।

রানা টের পেল, কেন যেন অস্বস্তি লাগছে ওর কাছে।

বোনানযাটা আগের জায়গাতেই আছে। দেখে মনে হচ্ছে কেউ হাত দেয়নি। ধীর পায়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। ককপিটের দরজা খুলে সাবধানে উঁকি দিল ভিতরে। না, কেউ লুকিয়ে নেই। খানিকটা আশ্বস্ত হলো ও। সোহানা দাঁড়িয়ে আছে দূরে, ওকে ইঙ্গিতে নিজের হাতঘড়িটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল দেরি করতে চাচ্ছে না।

এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল সোহানা। রানা ককপিটে উঠে বসছে দেখে হাঁটা ধরল। কিছুক্ষণ পর উঠে বসল রানার পাশের সীটে।

ওদের দু'জনকে নিয়ে বোনানযাটা রওয়ানা দিল রাম কে'র মেইন আইল্যাণ্ডের দিকে।

বাইশ

হোটেলে ফিরে এসেছে রানা-সোহানা। লম্বা সময় নিয়ে একসঙ্গে গোসল করেছে দু'জন। সী-ফুড সালাদ, গরম রুটি আর ট্রপিকাল ফ্রুট দিয়ে লাঞ্চ করতে বসেছে এখন।

'স্বর্গ, রানা,' খেতে খেতে বলল সোহানা।

কথাটা বুঝতে না পেরে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী বললে?'

'বললাম গত দু'দিন যে-অবস্থার মধ্যে ছিলাম তার তুলনায় এই হোটেল এককথায় স্বর্গ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে নিয়ে মুখে দিল। চিবাতে চিবাতে বলল, 'অপির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। জানিয়ে দিয়েছি ঠিক আছি আমরা।'

'ও কী বলেছে?'

রানা জবাব দেয়ার আগে স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল। স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রানা দেখে নিল কে ফোন করেছে। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগেরবার কিছু বলেনি, এবার বলবে। অপিই ফোন করেছে।' কল রিসিভ করে স্পিকারফোন চালু করে দিল।

'মাসুদ ভাই, কী অবস্থা আপনাদের?' গলা শুনে মনে হলো দুশ্চিন্তায় ভুগছে অপি।

গোট'স হেড অ্যাডভেঞ্চারের কথা গুছিয়ে কিন্তু সংক্ষেপে

বলল রানা। ওরা সম্পূর্ণ অক্ষত আছে, নিরাপদে আছে, জানাল আবারও।

'মাসুদ ভাই, সোহানাদিকে নিয়ে আপনি কোথাও যাবেন, আর সেখানে কোনও ঝামেলা হবে না—এ হতেই পারে না। আপনার পদে পদে বিপদ, আবার বুদ্ধি খাটিয়ে সেই বিপদ থেকে সবসময় উদ্ধার পান আপনি।'

রানা বা সোহানা কেউ কোনও মন্তব্য করল না এ-ব্যাপারে।

অপি বলে চলল, 'একটা খবর আছে আপনাদের জন্য।'

রানা বলল, 'যেমন?'

'যেমন নিয়াযভের বদলে কেন মেলিখান হঠাৎ হাজির হলো আপনাদের সামনে।'

'কেন?'

'কারণ য়াল্টা, মানে দক্ষিণ ইউক্রেনের এক অবকাশ যাপনকেন্দ্রের বাইরে, পার্কিং লটে পাওয়া গেছে নিয়াযভের লাশ। হাত-পা নেই। শটগান দিয়ে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে ওকে।

'জানলে কীভাবে?'

'আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন সোহেল ভাই। সম্ভব হয়নি দেখে আমাকে ফোন দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে যেন...'

'সাবধানে থাকতে বলো আমাদেরকে, না?' অপিকে কথা শেষ করতে দিল না রানা। 'সাবধানেই আছি আমরা। ওর সঙ্গে যদি আবার যোগাযোগ হয় তোমার, ওকেই বরং দুশ্চিন্তা করতে মানা কোরো।'

'আচ্ছা মাসুদ ভাই, মেলিখান এত জলদি আপনাদেরকে খুঁজে বের করল কীভাবে?'

'কথাটা আমরাও ভাবছি। ক্রেডিট কার্ডের সূত্র ধরে...'

'এমনকী মেলিখানের মতো একজন অর্গানাইযড ও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনালের পক্ষেও কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব না,' এবার রানাকে থামিয়ে দিল অপি। 'তবে আমার মনে হয় না এত ঝামেলা করেছে সে। আমাদের এখানকার কোনও কম্পিউটারও হ্যাকড হয়নি। তারমানে অন্য যে-কোনওভাবেই হোক, আপনারা কখন কোথায় যাচ্ছেন সে-খবর ঠিকই পেয়ে যাচ্ছে সে।'

'তা হলে আমাদের আগেই তো গোট'স হেড সম্পর্কে জানার কথা মেলিখানের,' বলল রানা। 'কিন্তু দেখা গেল ওদের আগে সেখানে হাজির হয়েছি আমরা।'

'হয়তো...' অপির কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, 'আমরা যতটা খোঁজখবর করেছি ততটা করেনি ওরা। যা-হোক এ-বিষয়ে আবারও কথা বলতে হবে সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে। দেখি তিনি কী বলেন। এবার মিস্টার হোগানের বোতলের ব্যাপারে কিছু বলি।'

নড়েচড়ে বসল রানা-সোহানা দু'জনই। বুঝতে পারছে গত দু'দিন বোতলের ব্যাপারে আরও কিছু গবেষণা করেছে অপি।

'ওটার ছবি তুলে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ছবিগুলো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বার বার দেখেছি আমি। চামড়ার লেবেলটা আসলে...কী বলবো...একক কোনও খণ্ড না। আসলে দুটো লেয়ারকে বিশেষ কায়দায় জোড়া দিয়ে ওই লেবেল বানানো হয়েছে। উপরের লেয়ারটা তুলতে পেরেছি। খুব সাবধানে করেছি কাজটা যাতে নীচের লেয়ারের কোনও ক্ষতি না হয়।'

'কী পাওয়া গেল নীচের লেয়ারে?' জানতে চাইল সোহানা।

'একটা সংকেত।'

'সংকেত? কীসের?'

'জানি না। একটার সঙ্গে আরেকটার মিল নেই এ-রকম আটটা চিহ্ন দিয়ে বানানো একটা সংকেত। আমি...নেপোলিয়নের

সঙ্গে এই সংকেতের কোনও মিল বের করতে পারিনি এখনও।'শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা। ধাঁধা আরও জটিল হচ্ছে।

'ক্রিপটোগ্রাফি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার মনে হয় তা-ই,' বলল অপি। 'ওই সংকেত দেখে দেখে হুবহু আঁকার চেষ্টা করেছি, বলতে গেলে মিলে গেছে পুরোপুরি। আমার ড্রইংটা স্ক্যান করে রেখেছি, ফাইলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনই।'

নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত পর রানার ই-মেইল অ্যাকাউন্টে শব্দ হলো, অপির মেইলটা এসেছে। অ্যাটাচমেন্টটা ডাউনলোড করল রানা:

অনেকক্ষণ চুপ করে সংতেটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সোহানাও কিছু বলছে না।

'সংকেতটা কীভাবে ডিকোড করতে হবে সে-বিষয়ে ভেবেছি আমি,' রানা-সোহানাকে চুপ করে থাকতে দেখে মুখ খুলল অপি। 'অন্তত শুরু করতে হবে কোত্থেকে তা অনুমান করতে পেরেছি মনে হয়। "দ্য মেজর" নামের ওই রহস্যময় মানুষটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের? সেইন্ট হেলেনায় যাওয়ার জন্য চোরাকারবারি অ্যারিয়েনকে ভাড়া করেছিল যে লোক?'

'হুঁ, আছে,' সংক্ষেপে বলল রানা।

'আমার মনে হয় ওই মেজরের পরিচয় জানতে পেরেছি।'

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা-সোহানা।

'১৮৪০ সালে বিখ্যাত এক জার্মান ইতিহাসবিদ নেপোলিয়নের জীবনকাহিনি রচনা করেন। সেখানে তিনি বলেন, ১৭৭৯ সালে একটা ফরাসি সামরিক স্কুলে পাঠানো হয় নেপোলিয়নকে। তখন তাঁর বয়স নয় বছর। স্কুলটা ট্রয়েসের কাছে, নাম ব্রিয়েনে-ল্য-শ্যাতো। সেখানে আরনঁদ লোরন নামের

এক বালকের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় দু'জনের। এমনকী ওয়াটারলু যুদ্ধেও একসঙ্গে লড়েছেন তাঁরা। ফরাসি সেনাবাহিনীতে এমন একটা সময় ছিল যখন নেপোলিয়নের চেয়ে এক র‍্যাঙ্ক উপরে ছিলেন লোরন। দু'বন্ধু যখন নিজেরা নিজেরা কথা বলতেন, তখন প্রায়ই ঠাট্টা করে লোরনকে "দ্য মেজর" বলে ডাকতেন নেপোলিয়ন। জীবনে অনেক বন্ধু পেয়েছেন ফরাসি সম্রাট, কিন্তু ওই জার্মান ইতিহাসবিদের মতে, কেউই লোরনের মতো বিশ্বস্ত ছিলেন না।'

'বুঝলাম,' আলতো করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু এই কোডের সঙ্গে লোরনের সম্পর্ক...'

'বলছি,' আরও একবার রানাকে থামিয়ে দিল অপি। 'আঠারো শ' পঁচিশ সালে, নেপোলিয়নের মৃত্যুর চার বছর পর, মারা যান লোরন। তবে তার আগে, উত্তরসূরী বা ঘনিষ্ঠজন যা-ই বলি না কেন, তাদেরকে বলে যান তাঁর সবচেয়ে দামি সম্পদটা যেন তাঁর লাশের সঙ্গেই কবর দেয়া হয়...'

'এবং সেই "সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ" হচ্ছে একটা বই—ডিকোডার বুক,' এবার অপিকে থামিয়ে দিল সোহানা, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'জলদি বলো কোথায় কবর দেয়া হয়েছে দ্য মেজরকে?'

'লোরনের বিধবা স্ত্রী মেরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানান যাতে নেপোলিয়নের কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় স্বামীর লাশ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই আবেদনে সাড়া দেয়নি। বাধ্য হয়ে, আবার কেউ কেউ বলে খেয়ালের বশে, স্বামীকে এলবা দ্বীপে কবর দেন মেরি।'

'অদ্ভুত,' বিড়বিড় করে বলল সোহানা।

'এলবা দ্বীপে লোরনের কবর আজও আছে,' বলছে অপি। 'তবে ওটা আক্ষরিক অর্থে কবর না। ভূগর্ভস্থ কক্ষ বা মাটির

নীচের একটা ঘর বললেই বোধহয় মানায় বেশি। এখন কথা হচ্ছে, ওই কোডের মানে বের করতে হলে লোরনের কবর খুঁড়তে হবে আপনাদেরকে। কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' অধৈর্য হয়ে উঠেছে সোহানা।

'কাজটা করতে হলে লোরনের আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীর অনুমতি লাগবে।'

'মানে?'

'লোরনের এক নাতনীর নাতনী আছে, মোনাকোতে থাকে। যতদূর জানতে পেরেছি, এই মহিলাই এখন তাঁর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী। কবর যদি খুঁড়তে হয়, আগে এই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আপনাদেরকে।'

'তারমানে,' সোহানার দিকে তাকাল রানা, 'আমাদের এখনকার গন্তব্য মোনাকো।'

তেইশ

মোনাকো।

এটা দক্ষিণ-পশ্চিম য়োরোপের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। এর একদিকে ফ্রান্স, আরেকদিকে ইটালি, বাকিটা ঘিরে রেখেছে ভূমধ্যসাগর। চমৎকার সব বীচ, হোটেল, ক্যাসিনো এবং বার্ষিক মোনাকো গ্রাঁ প্রি অটোমোবাইল রেসের জন্য এ জায়গা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাই সারাবছরই এখানে লোক গিজগিজ করে।

লাইলাকে ছাওয়া ড্রাইভওয়ের একপাশে জলপাই-সবুজ পোরশেটাকে থামাল রানা। সামনে একটা সাদা রঙের চার তলা বাড়ি, প্রায় প্রাসাদই বলা যায়। ছাদ টেরাকোটার। ড্রাইভওয়ের মাথায় মস্ত ফটকে লেখা: বেলা ভিস্তা।

আরনঁদ লোরনের নাতনীর নাতনীর নাম জিয়োভানেটা দেলফিনা। বিধবা এবং নিঃসন্তান। পনেরো বছর আগে স্বামী মারা গেছেন। সেই সুবাদে আটটা বীচ রিসোর্ট আর চারটা মোটরস্পোর্টিং ক্লাবের মালিক হয়েছেন তিনি। মোনাকোর বাতাসে জোর গুজব, মহিলার চরিত্র নাকি খারাপ। পঞ্চান্ন বছর বয়সেও ফষ্টিনষ্টির অভ্যাস যায়নি। টাকার লোভে যারা অন্ধ তারা ওঁর শরীর বা বয়স না দেখে সহায়সম্পত্তি দেখে। মহিলা এই বয়সেও ডেটিং-এর অফার পান। তাজ্জব ব্যাপার, হাসিমুখে সে-সব অফার গ্রহণও করেন তিনি। কিন্তু চার মাসের বেশি কাউকে রাখেন না। শখ মিটে গেলে সোজা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। এই "অর্ধচন্দ্রের" তালিকায় য়োরোপের খানদানি বংশের যুবক থেকে শুরু করে নামীদামি সিলেব্রিটি ও শিল্পপতিরাও আছে। বৈধব্যের পনেরো বছরে কম করে হলেও পনেরোবার বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য প্রতিবারই পায়ে ঠেলেছেন। সুখের সব উপকরণ হাতের কাছে থাকতে বিয়ে নামের পরাধীনতায় রুচি নেই দেলফিনার।

কাজেই তাঁর বিশাল ভিলায় একাই থাকেন তিনি। তবে একেবারে একা বলাটা ভুল হবে। একজন খাস চাকরানী আছে। আর আছে রিহেন নামের বিশাল এক ডিয়ারহাউণ্ড।

আশ্চর্যের ব্যাপার, দেলফিনার সঙ্গে দেখা করতে অসুবিধা হলো না রানা-সোহানার। ওরা প্রথমে ভদ্রমহিলার উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে, কেন দেখা করতে চায় সংক্ষেপে জানায়। একদিনের মধ্যেই ই-মেইলের মাধ্যমে জবাব দেন দেলফিনা।

নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বলে দেন।

পোর্শের দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা-সোহানা। বাড়ির সামনে বড় উঠান, হাঁটছে সেদিকে। পথের একদিকে দেখা যাচ্ছে বেশ বড় একটা ফোয়ারা। মৃদু শব্দে একটানা পানি গড়াচ্ছে সেখানে। ধীর পায়ে হেঁটে এসে সদর-দরজার সামনে থামল দু'জনে।

পুরু মেহগনি কাঠের মধ্যে বর্গাকৃতির অনেকগুলো কাঁচ সুন্দরভাবে বসিয়ে বানানো হয়েছে দরজাটা। বাড়তি কারুকার্য নেই, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় অত্যন্ত দামি। দামটা কত হতে পারে ভাবতে ভাবতে দরজার পাশে দেয়ালে বসানো কলিংবেলে চাপ দিল রানা।

'আ মারসিয়া দে মুনেঘু,' বলল সোহানা।

'কী?' বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল রানা।

'কলিংবেলের আওয়াজ খেয়াল করোনি? ওটা আ মারসিয়া দে মুনেঘু। মানে প্রিন্সিপালিটি অভ মোনাকোর জাতীয় সঙ্গীত।'

হাসল রানা। 'প্লেনে করে আসার সময় গাইডবুক ঘেঁটেছ মনে হয়?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল, দরজাটা হঠাৎ করেই খুলে যাওয়ায় বলতে পারল না।

হালকা-পাতলা মধ্যবয়স্ক এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ভিতরে। পরনে নেভি ব্লু পাজামা আর পোলো শার্ট। রানা-সোহানাকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ভারী গলায় ব্রিটিশ টানে বলে উঠল, 'মিস্টার ও মিসেস রানা?'

ওরা জবাব দেয়ার আগেই দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল লোকটা। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল মেহমানদেরকে।

ঢুকল ওরা। ভিতরটা ছিমছাম, রুচিসম্মতভাবে সাজানো। মেঝেতে ব্যবহার করা হয়েছে মিশরীয় পাথর। দেয়ালে নীল

প্লাস্টার। এককোনায় আঠারো শতকের নকশার একটা টেবিল। তার উপর দেয়ালে ঝুলছে রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটা আয়না।

'আমার নাম জনসন,' মধ্যবয়স্ক লোকটা জানাল, 'টেনি জনসন। মালকিন বারান্দায় আছেন। এই দিকে, প্লিয,' হাত তুলে পথ দেখিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

ওকে অনুসরণ করল রানা-সোহানা। হল ধরে এগোচ্ছে জনসন। হাতের ডান দিকে কয়েকটা ঘর। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ধাক্কা দিয়ে একটা ফ্রেঞ্চডোর খুলল লোকটা। দেখা যাচ্ছে পালিশ করা আখরোটের কাঠ দিয়ে বানানো একসারি সিঁড়ি। হলের বাইরের দিকের দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে সিঁড়ির ধাপগুলো।

ফ্রেঞ্চডোরের পাল্লা টপকাল রানা-সোহানা।

'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের সঙ্গে আর থাকতে পারছি না,' বলে ঘুরে ফ্রেঞ্চডোর দিয়ে অদৃশ্য হলো জনসন।

'মাই গড, রানা,' সোহানার কণ্ঠে বিস্ময়, 'কী সুন্দর, দেখেছ!'

রেলিং ঘেঁষে, সোহানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ছোট-বড় পাথর ফেলে বেড়িবাঁধের মতো বানানো হয়েছে নীচে। পাশে তালগাছের সারি। সঙ্গে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় গুল্মঝোপ, তাতে বুনোফুলের বাহার। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে মেঘমুক্ত আকাশের পটভূমিতে যেন বিছিয়ে রাখা হয়েছে একটা বেগুনি কার্পেট।

'এ-দৃশ্য এত দেখি,' পিছন থেকে বলে উঠল একটা নারী কণ্ঠ, 'তারপরও আমার ক্লান্তি আসে না।'

ঘুরল ওরা।

সাদা সানড্রেস আর সূর্যমুখীর মতো চওড়া-কানার হ্যাট পরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন মহিলা। দেখলে চল্লিশের বেশি মনে হয় না বয়স, অথচ রানা-সোহানা শুনেছে পঞ্চান্ন। চেহারাটা রোদেপোড়া, কিন্তু রঙ গাঢ় না। লালচে-বাদামি চোখের কোণ

সামান্য কোঁচকানো।

'রানা আর সোহানা, না?' সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন মহিলা। 'আমি দেলফিনা। আসার জন্য ধন্যবাদ,' তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ খাসা। তবে খানিকটা ফরাসি টান আছে।

হাত মেলাল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে হাজির হলো একটা সানরুমে। খুলে দেয়া হয়েছে থাই গ্লাস, সরিয়ে রাখা হয়েছে গজ পর্দা। সেগুনকাঠের কয়েকটা চেয়ার আছে। লম্বা হাতলওয়ালা লাউঞ্জ চেয়ারও আছে দুটো। একটা চেয়ারের ছায়ায় বসে আছে মস্ত এক কালো কুকুর। সতর্কভঙ্গিতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রানা-সোহানার দিকে, ওদেরকে কাছে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। 'বস্, রিহেন,' মনিবের নির্দেশ পেয়ে বসে পড়ল।

বসলেন দেলফিনা, রানা-সোহানাও বসল।

দেলফিনা বললেন, 'আপনারা বোধহয় একটু চমকে গেছেন, না?'

'কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'যেমনটা দেখবেন বলে ভেবেছিলেন আমাকে সে-রকম না আমি।'

'সত্যি বলতে কি, মিসেস দেলফিনা, আসলেই একটু অবাক হয়েছি আমরা,' স্বীকার করল রানা।

হাসলেন দেলফিনা। রোদে ঝিক্ করে উঠল তাঁর সাদা দাঁত। 'কী ভেবেছিলেন? বয়স্কা বিধবা এক মহিলাকে দেখতে পাবেন যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত গহনার বাহার? ঘন কোঁকড়া লোমওয়ালা ছোট্ট পুডল কুকুর কোলে নিয়ে বসে থাকবে সে?'

'হ্যাঁ, ঠিক সে-রকমই ভেবেছিলাম,' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সোহানা। 'দুঃখিত।'

'না, না, এতে দুঃখ প্রকাশ করার কী আছে? এসব জায়গায় ধনী বিধবা মহিলারা ও-রকম ফ্যাশন করে আসছে অনেক আগে

থেকেই। আমার ব্যাপারটা আলাদা। শিকাগোতে জন্মেছি আমি। পড়াশোনা করেছি সেখানকার এক গ্রেড স্কুলে। তারপর বাবা-মা নীস-এ চলে আসে, ফিরতে হয় আমাকেও। তাঁরা ধনী ছিলেন, কিন্তু খুব সাধারণভাবে চলাফেরা করতেন, আমাকেও তা করতে বলতেন। তাঁদের সাদামাটা আদর্শকে বেছে নিয়েছি বলেই এখানকার আর দশটা মহিলার চেয়ে আমি অন্যরকম।'

আইস টী'র পাত্র আর ফ্রস্টেড গ্লাস নিয়ে হাজির হলো জনসন। রানাদের সামনের ছোট টেবিলে নামিয়ে রাখল।

'ধন্যবাদ, জনসন,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন দেলফিনা।

'ইয়েস, ম্যা'ম,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল জনসন।

'ইচ্ছা হলে আমোদফুর্তি করতে পারো আজ রাতে,' বললেন দেলফিনা। 'গুড লাক।'

'ধন্যবাদ, ম্যা'ম।'

জনসন চলে যাওয়ার পর সামনে ঝুঁকলেন দেলফিনা। নিচু গলায় বললেন, 'বছরখানেক ধরে এক বিধবার সঙ্গে ডেটিং করছে জনসন। শুনেছি বিয়ের প্রস্তাব দেবে শীঘ্রিই। জানেন না হয়তো, জনসন কিন্তু মনাকোর সেরা ফর্মুলা ওয়ান ড্রাইভারদের একজন।'

'তা-ই নাকি?' সোহানা আবারও বিস্মিত।

'হ্যাঁ। ওর জনপ্রিয়তাও প্রচুর।'

'কিন্তু...যদি কিছু মনে না করেন...'

'সে আমার এখানে কাজ করছে কেন, তা-ই তো?' সোহানা মাথা ঝাঁকানোয় বলে চললেন দেলফিনা, 'অনেক বছর ধরে আছে সে আমার কাছে। আমার বিয়ের পর পরই এখানে কাজ নেয়। সে শুধু একজন বাটলারই নয়, আমেরিকান ফুটবলে 'ফ্রি সেফটি' বলে একটা পজিশন আছে না? ও আমার জন্য অনেকটা সেরকম। আইস টী-তে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল সোহানা। কেরাফ থেকে গ্লাসে চা ঢালছেন

মিসেস দেলফিনা। 'এটা বড়লোকদের পানীয় না। তারপরও ভালো লাগে আমার। যা-হোক, এত লোক থাকতে লোরনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন কেন আপনারা বলবেন?'

একজন আরেকজনের দিকে তাকাল রানা-সোহানা। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের। বিশ্বাস করা যায় মিসেস দেলফিনাকে।

'একটা মদের-বোতল পেয়েছি আমরা। জিনিসটা এককথায় যদি বলি খুব দুষ্প্রাপ্য। আমাদের মনে হচ্ছে ওটার সঙ্গে লোরনের...'

'অন্যকথায় নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?' রানাকে কথা শেষ করতে দিলেন না মিসেস দেলফিনা।

'সম্ভবত।'

'চমৎকার!' হাসছেন মিসেস দেলফিনা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে কেউ যদি সেই মদভাণ্ডার খুঁজে বের করতে পারে, আপনারা দু'জনই পারবেন। আমার পক্ষ থেকে যা যা সাহায্য করা সম্ভব সব করবো। তবে তার আগে আরেকটা কথা। আপনাদের আগে আরও একজন যোগাযোগ করেছে আমার অ্যাটর্নির সঙ্গে, কিছুদিন আগে।'

'লোকটার নাম মনে আছে?' সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা।

'না, আমার মনে নেই। আমার অ্যাটর্নি বলতে পারবে হয়তো। তবে এটা খেয়াল আছে লোকটা রাশান। অ্যাটর্নি বলেছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নাকি বেশ পীড়াপীড়ি করেছে সে। অ্যাটর্নির সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেছে। তাই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিই দেখা করবো না। আপনাদের চেহারা দেখে কেন যেন মনে হচ্ছে লোকটাকে চেনেন আপনারা। ঠিক?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পীড়াপীড়ি করা, খারাপ ব্যবহার করা

ওই লোকের স্বভাব। আপনি যে দেখা করলেন না, পরে কেউ আবার জোরজবরদস্তি করে ঢুকে পড়েনি তো আপনার এখানে?'

'না, না। ওসব নিয়ে একটুও চিন্তা করি না আমি। জনসনের সঙ্গে আরও তিনজন লোক কাজ করে এখানে। তা ছাড়া রিহেন আছে, অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। হাতের কাছে পিস্তল রাখি। এবং আমার নিশানাও যথেষ্ট ভালো।'

'সোহানার মতো,' মন্তব্য করল রানা।

'তা-ই নাকি?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে সোহানাকে দেখছেন দেলফিনা। 'আপনিও মার্কসম্যান?'

'না, মানে...' কী বলবে বুঝতে পারছে না সোহানা।

'তা হলে এক কাজ করুন। সময় নিয়ে একদিন আসুন আমার এখানে। কাছেই চমৎকার একটা বীচ ক্লাব আছে। শুটিং-এর বন্দোবস্ত আছে সেখানে। দেখবো কার হাত কত ভাল। নারীসুলভ কৌতূহল আর কী। যা-হোক, রাশান লোকটার কথায় আসি। এলবায় লোরনের কবরের ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখায় সে। আমার মনে হয় একই কারণে আপনারাও এসেছেন এখানে।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহানা।

'ওই লোককে কিছু বলিনি আমরা। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, ইতোমধ্যেই সেখানে গিয়েছে সে, যা চাচ্ছিল তা না পেয়ে হতাশ হয়ে দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে।'

'হতাশ হয়ে মানে?'

'কয়েক বছর আগে এলবায় একটা ঘটনা ঘটে। নেহাৎ খেয়ালের বশে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে কিছু টিনেজ ছেলেপেলে। লোরন কে, ভালোমতোই জানি আমরা। এ-ও জানি, নেপোলিয়নের কিছু ক্ষ্যাপা ভক্ত আছে, ঈর্ষান্বিত হয়ে কী করতে পারে তারা। তখন ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিই, লোরনের

সারকোফেগাস, মানে কফিনটা সরিয়ে ফেলবো।'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এলবার বাইরে?'

'না। ওটা এখনও এলবাতেই আছে। তবে অন্য একটা কবরস্থানে। যতদূর জানি এখন পর্যন্ত "নিরুপদ্রবেই" আছেন আমার পূর্বপুরুষ। আপনারা বোধহয় তাঁর সারকোফেগাসটা খুলতে চান, না? সে-অনুমতি চাইতেই তো এসেছেন আমার কাছে?'

হাসল রানা। 'আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ। একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে, কথাটা কীভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না। পূর্বপুরুষের কবর, সারকোফেগাস ইত্যাদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা পছন্দ করে না অনেকেই।'

"আরে বাদ দাও" এমনি ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন দেলফিনা। 'আমিও পছন্দ করি না। কিন্তু আপনাদের উপর বিশ্বাস আছে আমার। জানি কাজ করতে গিয়ে কাজ বাড়িয়ে ফেলবেন না। আর যদি কিছু নেন সেখান থেকে, ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক?'

'অবশ্যই,' বলল সোহানা। 'তবে কোনওকিছু নেয়ার দরকার না-ও হতে পারে। আমাদেরকে বলা হয়েছে লোরনের কফিনের ভিতর নাকি তাঁর ব্যক্তিগত কিছু জিনিস দিয়ে দেয়া হয়েছিল। সেগুলো কী, জানেন?'

'না, জানি না। আমার মনে হয় প্রশ্নটার উত্তর জানতেন একজনই—লোরনের স্ত্রী মেরি। তাঁকে যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই না দেখা পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলাও যাচ্ছে না। তবে একটা কথা জানি। লোরনের মৃত্যুর পর তাঁর কফিন খোলেনি কেউ কখনও।'

'কোথায় আছে তা হলে সেই ঐতিহাসিক কফিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বলছি। তবে তার আগে একটা শর্ত আছে। কঠিন শর্ত।'

'কী?' সোহানার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'আজ রাতে আমার সঙ্গে আপনাদের দু'জনকেই ডিনার করে যেতে হবে।'

হেসে ফেলল রানা-সোহানা। দেলফিনাও যোগ দিয়েছেন এই হাসিতে।

সোহানা বলল, 'খুশিমনেই রাজি আমরা।'

'চমৎকার! এবার শুনুন তা হলে গোপন খবরটা। এলবায় পৌঁছানোর পর রিও মারিনায় যেতে হবে আপনাদেরকে। তারপর সেখান থেকে যেতে হবে পশ্চিমের পার্বত্য এলাকার দিকে...

চব্বিশ

এলবা, ইটালি।

আঙুল বেয়ে উঠে আসছে গুবরেপোকাটা। তালুর উল্টোপিঠে এসে থামল, কী মনে হতে দিক পাল্টে চলে এল তালুতে। পোকাটাকে দেখল কিছুক্ষণ রানা। তারপর আরেকহাতের তর্জনী দিয়ে হালকা একটা টোকা মারল। উড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলো পোকাটা।

ধূলিধূসরিত পথের ধারে উবু হয়ে বসে ছিল রানা, এবার সোজা হলো। তাকাল সোহানার দিকে। অনেক দূরে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো গর্জাচ্ছে সমুদ্র, যুম লেন্সে ছবি তুলছে ও।

'ইতিহাস একটা মজার বিষয়,' বলল রানা।

'কীভাবে?' ঘুরল সোহানা।

'এইমাত্র টোকা দিয়ে একটা গুবরেপোকাকে উড়িয়ে দিলাম। কে জানে, কালি বানানোর কাজে যেসব পোকা ব্যবহার করতেন নেপোলিয়ন সেগুলোর কোনওটার সঙ্গে ওটার কোনও যোগাযোগ আছে কি না!'

'ওটা তোমার হাতে রস বের করেছে নাকি?'

'করে থাকলেও টের পাইনি।'

'অপি বলেছে ওই কালি বানানো হতো এ-রকম গুবরেপোকা থেকে রস বের করে। চলো রওনা দিই আবার। তিনটা বাজতে চলল।'

আগের রাতে মিসেস দেলফিনার সঙ্গে ডিনার করেছে ওরা। ইচ্ছা ছিল তাড়াতাড়ি খেয়ে বের হবে, কিন্তু পারেনি। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে অনেক দেরি করিয়ে দেন ভদ্রমহিলা। হালকা-পাতলা শরীর দেখলে বোঝা যায় না তিনি কত খেতে পারেন, ছিমছাম চেহারা দেখলে টের পাওয়ার উপায় নেই কত কথা আছে তাঁর পেটের ভিতর। রানা-সোহানাকে নিয়ে তিন বোতল ওয়াইন শেষ করেন তিনি একবৈঠকে। তারপর সে-রাতটা তাঁর ওখানে থেকে যেতে রাজি করিয়ে ফেলেন ওদেরকে। হোটেল রিযার্ভেশন বাতিল করে মিসেস দেলফিনার বাসাতেই থেকে যায় ওরা।

পরদিন সকালে সেই বারান্দায় বসে পেস্ট্রি রোল, তাজা আনারস, বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে বানানো ফ্রেঞ্চ স্ক্যাম্বল্ড্ এগ আর তাজা ফলের জুস দিয়ে নাস্তা সারে তিনজনে একসঙ্গে। তারপর মিসেস দেলফিনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওয়ানা হয়ে যায় রানা-সোহানা। সেখান থেকে এয়ারফ্রান্সের একটা ফ্লাইটে করে প্রথমে আসে ফ্লোরেন্সে। তারপর ট্রেনে করে পিয়োম্বিনো। শেষে ফেরিতে চড়ে ফোলোনিকা উপসাগরের দশ মাইল পাড়ি দিয়ে এলবার পূর্ব

উপকূলে রিয়ো মারিনায়।

১৯৯১ মডেলের একটা ল্যান্সিয়া ডেল্টা গাড়ি ভাড়া করেছে ওরা। গাড়িটা ছোট, তবে এয়ারকণ্ডিশনিং সিস্টেম কাজ করছে এবং সবচেয়ে বড় কথা ঠিকমতো চলছে এখন পর্যন্ত।

মিসেস দেলফিনার নির্দেশনা অনুযায়ী রিও মারিনা থেকে ইনল্যাণ্ডের দিকে ঢুকেছে ওরা। একে একে পার হয়েছে তিনটা টাস্কান গ্রাম—টগলিয়াটি, সিভেরা, স্যান লরেঞ্জো। আঁকাবাঁকা কিন্তু মসৃণ পাহাড়ি পথ ধরে, একের পর এক আঙুরের-ক্ষেত পার হয়ে একটু একটু করে উঠে এসেছে সমুদ্র সমতল থেকে অনেক উঁচুতে। শেষপর্যন্ত যাত্রাবিরতি করেছে এই শৈলান্তরীপে, এখন যেখানে আছে। দ্বীপের পুব পাশের অনেকখানি দেখা যায় এখান থেকে, দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত ফোলোনিকা উপসাগরের সুনীল জলরাশি।

আরও কয়েকটা ছবি তুলল সোহানা। তারপর গাড়িতে উঠল দু'জন। রওয়ানা দিল আবার।

'নির্বাসনে থাকার সময় এই দ্বীপের ঠিক কোন্ জায়গায় ছিলেন নেপোলিয়ন, জানো?' সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

ড্যাশবোর্ডে-রাখা একটা গাইডবুক নিল সোহানা। কয়েকটা পাতা উল্টাল। 'উত্তর উপকূলের কাছে পোর্টোফেরেইয়ো নামের এক জায়গায়। থাকার জন্য দুটো বাড়ি দেয়া হয় তাঁকে—ভিলা স্যান মার্টিনো এবং ভিলা ডেই মুলিনি। নির্বাসিত হওয়ার পরও তাঁর অধীনে নাকি ছয়শ' থেকে এক হাজারের মতো লোক ছিল। জানো কি না জানি না, তিনি এলবার সম্রাট উপাধি ধারণ করেছিলেন।'

'ধারণ করেছিলেন নাকি উপাধিটা দেয়া হয়েছিল তাঁকে? য়োরোপের বেশ বড় একটা অংশ যাঁর দখলে ছিল একসময়, তাঁর জন্য এলবার সম্রাট উপাধিটা কি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো

হয়ে যায় না?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আরেকটা মজার কথা শোনো। এলবায় নির্বাসন দেয়া হলো নেপোলিয়নকে। এখানে চলে আসার আগে তিনি কী করলেন জানো? বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন।'

সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'ঠাট্টা করছ নাকি?'

'না। যে লোক যত বিখ্যাত, খ্যাতি নষ্ট হওয়ার পর তার হতাশাও তত বেশি। বিষের বোতলটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। বিষের জাতটাও ছিল সে-রকম। আফিম, বিষকাঁটালি আর সাদা হেলাবোরের মিশ্রণ।'

'তারপর?' সামনে অনেকটা পথ একেবারে সোজা আর খালি, তাই গতি বাড়াল রানা। 'বিষ খাওয়ার পর কী হলো মহান সম্রাটের?'

'পেটব্যথায় সারারাত তড়পালেন তিনি কিন্তু কিছুতেই মরতে পারলেন না।'

'কেন?'

'কারণ অনেকদিন আগে বানানো হয়েছিল বিষটা। কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল।'

'রাখে আল্লা মারে কে,' রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখল রানা। 'আমাদের পেছনের গাড়িটার ব্যাপারে আল্লার নিয়ত কী কে জানে!'

রিয়ারভিউ মিররে একবার চোখ বুলিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানা। আধ মাইল পিছনে, পাহাড়ি বাঁক ধরে এগিয়ে আসছে সাদা রঙের একটা গাড়ি। একটা পাহাড়ের আড়ালে কয়েক মুহূর্তের জন্য উধাও হয়ে গেল, তারপর দেখা দিল আবার।

'ড্রাইভারের তাড়া আছে বোঝা যাচ্ছে,' রিয়ারভিউ মিররটা আবারও দেখে নিয়ে মন্তব্য করল রানা।

বাহামা ছেড়ে চলে আসার পর রানা-সোহানা দু'জনই সতর্ক আছে যাতে ওদেরকে কেউ অনুসরণ করতে না পারে। সাদা গাড়িটা উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত সে বিষয়ে তেমন কোনও চিন্তা ছিল না ওদের মনে। এবার হচ্ছে। এলবার মতো ছোট একটা দ্বীপে চোর-পুলিশ খেলার জায়গার অভাব আছে। ইভান সিদোরভের মতো পয়সাওয়ালা লোক যা খুশি করতে পারে এখানে।

স্টিয়ারিং হুইলটা শক্ত করে ধরল রানা। একবার রিয়ারভিউ মিররের দিকে, আরেকবার সামনের রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

দু'-তিন মিনিটের মধ্যেই শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাদা গাড়িটা ওদের গাড়ির খুব কাছে চলে এল। মাঝখানের দূরত্বটা কমিয়ে ফেলছে আরও। রানাদের গাড়ির বাম্পার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে ড্রাইভার আর তার পাশের লোকটাকে মনে হচ্ছে দুটো ছায়ামূর্তি। দু'জনই পুরুষ, স্থিরদৃষ্টিতে দেখছে রানাদের ল্যাম্সিয়া ডেল্টাটাকে।

একহাতে স্টিয়ারিং ধরে রেখে আরেকহাতে জানালার কাঁচ নামাল রানা, গাড়ির গতি আগেরমতোই রেখেছে। খালি হাতটা বের করল জানালা দিয়ে বাইরে। নেড়ে ইশারা করছে পিছনের ড্রাইভারকে যাতে ওভারটেক করে চলে যায়।

কিন্তু গেল না সাদা গাড়িটা। রানাদের গাড়ির বাম্পারটা যেন ওটার প্রিয়ার ঠোঁট, চুমু দেয়ার কামনায় যতটা পারে কাছে আসতে চাচ্ছে। তারপর অনেকটা হঠাৎ করেই গতি কমিয়ে দিল, চার-পাঁচ সেকেণ্ড পরই গতি বাড়িয়ে চলে এল রানার পাশে।

প্যাসেঞ্জার উইণ্ডো দিয়ে বাইরে তাকাল সোহানা। সরু রাস্তাটার কিনারা থেকে বড়জোর একফুট ব্যবধান রেখে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। এর পরই ঝোপঝাড় আর ছোট-বড় পাথরে ভরা এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি ঢাল, সোজা নেমে গেছে পাঁচ শ' ফুট

নীচে। ওখানে একটা মাঠে চরে বেড়াচ্ছে একপাল ছাগল। এত উঁচু থেকে পিঁপড়ের সমান দেখাচ্ছে ওগুলোকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সাদা গাড়ির দুই আরোহীকে দেখল সোহানা। প্যাসেঞ্জার সীটে বসে আছে গুঁফো এক লোক, নির্নিমেষ দেখছে সোহানাকেই। ও তাকানোমাত্র ছোট করে নড করল। জবাবে ভেংচি কাটতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সোহানা; মুচকি হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ফুটল কি না নিজেও বলতে পারবে না। ঘাড় আরেকটু কাত করে ড্রাইভারকে দেখার চেষ্টা করল ও। চাঁদি ছিলা লোকটার নাক ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, সোহানাকে তাকাতে দেখে ঘাড় কাত করল সে-ও, নড করতে গিয়ে মাথা এতটা ঝুঁকিয়ে ফেলল যে, আরেকটু হলেই বাড়ি খেত স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে।

হাতের ইশারায় আবারও তাগাদা দিল রানা। এক্সিলারেটরের উপর থেকে পা সরিয়ে দিয়েছে যাতে একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ে সাদা গাড়ি থেকে। ওই দু'জন নেহাৎ আগন্তুক হলে ভালো, না হলে কী ব্যবস্থা নেবে তা-ও ভাবা হয়ে গেছে।

তবে কোনও ব্যবস্থা নিতে হলো না। গতি বাড়িয়ে চলে গেল "আগন্তুকেরা"।

'বুঝলাম না,' চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল সোহানা। 'মেয়েমানুষ দেখেনি নাকি আগে?'

'দেখেছে,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল রানা, ক্লাচ চেপে গিয়ার বদল করছে, 'কিন্তু এমনটা আর দেখেনি।'

'আরে রাখো তোমার ফালতু কথা!' সোহনার গলায় কপট শাসন।

'না রাখলে?'

'মারবো এক ধাক্কা। স্টিয়ারিং ছেড়ে উড়ে গিয়ে সোজা পাঁচ শ' ফুট নীচে পড়বে।'

'মারো ধাক্কা,' আবারও গিয়ার বদলাল রানা। 'রাখে আল্লা মারে কে। তবে তার আগে বলে নাও আর কতদূর যেতে হবে আমাদেরকে। আমাকে ফেলে দিয়ে বাকি পথ একা যেতে পারবে কি না, জানতে হবে না?'

হাসল সোহানা। গাইডবুকটা খুলল আবার। একটা ম্যাপের উপর কিছুক্ষণ আঙুল চালিয়ে বলল, 'পাঁচ কি ছ'মাইল।'

পড়ন্ত বিকেলে গন্তব্যে পৌঁছাল ওরা।

জায়গাটা কাপানেলো নামের একটা পাহাড়ের ঢালে। চারদিকে জুনিপার আর আলেপো পাইনের জঙ্গল। কাছেই রিয়ো নেল'এলবা নামের একটা গ্রাম; যেখানে আর দশটা টাস্কান গ্রামের মতো আছে খোয়াবিছানো সরু গলি, অন্ধকারাচ্ছন্ন বাজার যাকে ইটালির লোকেরা বলে পিয়াযা এবং বাড়িতে বাড়িতে অর্কিডে-ছাওয়া পাথরের ব্যালকনি আর জলপ্রপাতের মতো নেমে-আসা গুচ্ছ গুচ্ছ ল্যাভেণ্ডার ফুলে ঢাকা দেয়াল।

স্যাণ্টা ক্যাটেরিনার আশ্রমের কাছে একটা পার্কিং স্পট পেয়ে গেল ওরা। ওখানে গাড়ি থামাল রানা। দেলফিনার কথামতো অ্যাণ্টোনিয়ো ভিনসেঞ্জো নামের এক লোক থাকবে এখানে, ওদের কণ্ট্যাক্ট পার্সন। তিনি স্থানীয় খনি যাদুঘরের অ্যাসিস্টেণ্ট কিউরেটর।

সোহানার হাত থেকে গাইডবুকটা নিল রানা। সূর্য ডুবি ডুবি করছে, তাই গাড়ির ভিতরের বাতি জ্বেলে নিল, যে পৃষ্ঠাটা খুলে রেখেছিল সোহানা সেটার উপর নজর বুলাচ্ছে মন দিয়ে। আশপাশে কোথায় কী আছে সে-সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা নিতে চায়। মনের পর্দায় সব মোটামুটি গেঁথে যাওয়ার পর বইটা রেখে দিল ড্যাশবোর্ডে। তারপর ইঙ্গিতে নামতে বলল সোহানাকে, নিজেও দরজা খুলে নামল। দিক ঠিক করে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল

সোহানাকে নিয়ে।

খনি যাদুঘরে পৌঁছাতে দশ মিনিট লাগল। একটা পিয়াযা ছাড়িয়ে এসে রাস্তা পার হচ্ছে, এমন সময় রানা বলল, 'একটু দাঁড়াও তো, এখানে কয়েকটা ছবি তুলি তোমার।'

আশ্চর্য হলো সোহানা। 'ছবি? আমার! নতুন দেখছ নাকি?'

"রূপ দেখে তোর কেন আমার পরাণ ভরে না" গানের বিশেষ লাইনটা গুনগুন করে গাইতে গাইতে হাত বাড়িয়ে সোহানার কাছ থেকে যুম লেন্সের ক্যামেরাটা নিল রানা। 'এই যে লক্ষ্মীটি,' আদর করে ডাকল সোহানাকে, 'এখানে একটা ঝরনা আছে। কে জানে, তুমি-আমি একদিন এখানে আসবো ভেবেই হয়তো বানানো হয়েছিল এটা।' তারপর সুর করে বলল, 'দাঁড়াও না একটু ঝরনার পাশে, দেখি কেমন ছবি আসে।'

রানার কিছু একটা মতলব আছে বুঝে কথা না বাড়িয়ে জায়গামতো গিয়ে দাঁড়াল সোহানা, চেহারায় বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। ওর কয়েকটা ছবি তুলল রানা। প্রতিবারই রানার কথামতো হাসতে হলো ওকে।

কাজ শেষ হলে ওকে ডাকল রানা। 'এবার লক্ষ্মীটি, কাছে এসে দেখে যাও কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে।'

রানার কাছে গেল সোহানা। ক্যামেরার এল.সি.ডি. স্ক্রীনে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে গেল ওর ভ্রূ। 'কী ব্যাপার, রানা? কী ছবি তুলেছ এসব? আমি তো পুরোপুরি আউট অভ ফোকাস।'

'দয়া করে ভ্রূ-জোড়া সোজা করে হাসো,' নিচু গলায় জরুরি কণ্ঠে বলল রানা। 'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাখো চেহারা। তোমার ছবি তুলিনি আমি। ফোকাসে কী দেখা যাচ্ছে দেখো ভালোমতো।'

বিপদ টের পেল সোহানা। রানার কথামতো অভিনয় শুরু করল, নজর ক্যামেরার স্ক্রীনের দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে কীসের ছবি তুলেছে রানা যুম করে।

ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, মানে ঝরনাটা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট দূরে অস্পষ্ট একটা গলি। অস্পষ্ট, কারণ শেষবিকেলের ঘনায়মান অন্ধকার যেন ছায়া ফেলেছে ওই জায়গায়। তারপরও দেখা যায় সাদা রঙের একটা গাড়ির ছাদ। দেখা যায় ড্রাইভিং সীটে বসে-থাকা লোকটাকেও।

চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে।

পঁচিশ

হাসল সোহানা। এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায় যেন খুব খুশি হয়েছে। রানার আরও কাছে ঘেঁষে এল, নিজের গাল ঠেসে ধরেছে রানার গালের সঙ্গে, ক্যামেরার স্ক্রীনের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখার ভান করছে। 'কাকতালীয়?'

'হলে ভালোই হতো,' ডান তর্জনী তুলে স্ক্রীনের কাছে নিয়ে গেল রানা, যেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখাচ্ছে সোহানাকে। 'কিন্তু বিনকিউলারটা তো সে-কথা বলে না।'

'ওরা হয়তো...হয়তো বার্ডওয়াচার,' সোহানার গলায় জোর নেই।

'ওয়াচার সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাখিগুলো ডানাওয়ালা নাকি অন্যরকম, সেটাই প্রশ্ন। খারাপটা ধরে নিলেই ভালো হবে আমাদের।'

'গুঁফোটা কই? ওটাকে দেখছি না কেন ছবিতে? তুমি দেখতে পাচ্ছ?'

'না। চলো, যে-কাজে এসেছি তা সেরে ফেলি। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করো। এদিক-ওদিক তাকিয়ো না। আর পারলে আমার সঙ্গে একটু প্রেম-প্রেম ভাব করো। বিনকিউলারটা যদি আমাদের জন্যই হয়ে থাকে, ওরা বুঝুক আমরা সুখী দম্পতি ছাড়া আর কিছুই না।'

যাদুঘরে গিয়ে ঢুকল ওরা। থামল রিসিপশন ডেস্কে। ভিনসেঞ্জোকে কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাইল সোহানা। ফোন তুলে ইটালিয়ান ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল রিসেপশনিস্ট। মিনিটখানেক পর হাজির হলো হৃষ্টপুষ্ট বয়স্ক এক লোক। মাথায় কাঁচাপাকা পাতলা চুল, মুখে বিব্রত হাসি। 'বুঅন জুওর্নো,' ইটালিয়ানে গুড ডে বললেন তিনি।

আবারও বোঝা গেল কোনও কারণে অস্বস্তিতে ভুগছেন তিনি। সন্ধ্যার সময় গুড ডে বলছেন।

ইটালিয়ান রানার চেয়ে ভালো পারে সোহানা। তাই ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'বুঅনা সিরা (গুড ইভনিং),' ভুল করতে রাজি নয়। 'সিনর ভিনসেঞ্জো?'

'সি।'

'পার্লা ইংলেসে?' (ইংরেজি বলতে পারেন?)

হাসি আরও বিস্তৃত হলো ভিনসেঞ্জোর। 'হ্যাঁ, পারি। কিন্তু আপনি তো ভালোই ইটালিয়ান বলছিলেন। কী সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে?'

'আমার নাম সোহানা,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। 'আর ইনি আমার স্বামী, মাসুদ রানা।'

হাত মেলাল রানাও।

'নিরালায় কোথাও বসে কথা বলা যাবে আপনার সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'অবশ্যই। চলুন আমার অফিসে গিয়ে বসি।'

হলওয়ে ধরে কিছুদূর এগোলে হাতের ডান দিকে ভিনসেঞ্জোর অফিস। সেখানে গিয়ে ঢুকল ওরা। ঘরের একমাত্র জানালাটা খোলা, পিয়াযা দেখা যাচ্ছে।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন ভিনসেঞ্জো। হাতের ইশারায় দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসতে বললেন রানা-সোহানাকে। ওরা মনাকো ছেড়ে চলে আসার আগে ভিনসেঞ্জোকে দেয়ার জন্য একটা চিঠি দিয়েছেন দেলফিনা, পকেট থেকে ওটা বের করে ভিনসেঞ্জোকে দিল রানা। চিঠিটা ভালোমতো পড়ে ফেরত দিলেন তিনি।

'কিছু মনে করবেন না,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন ভিনসেঞ্জো, 'আমাকে কোনও আইডেন্টিফিকেশন দেখাতে পারেন?'

রানা-সোহানা দু'জনই যার যার পাসপোর্ট বের করে বাড়িয়ে দিল ভিনসেঞ্জোর দিকে। এবারও ভালোমতো দেখলেন তিনি, তারপর ফেরত দিলেন পাসপোর্ট দুটো। বললেন, 'দেলফিনা কেমন আছেন?'

'ভালো,' ছোট করে জবাব দিল রানা। 'আপনাকে শুভকামনা জানিয়েছেন।'

'আর তাঁর বিড়ালটা? রিমোয় না কী যেন নাম?'

মাথা নাড়ল সোহানা। 'বিড়াল না, কুকুর। নাম রিহেন।'

দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসলেন ভিনসেঞ্জো। 'আসলে যে-বিষয়টা নিয়ে আপনারা এসেছেন আমার কাছে, মাঝেমধ্যে নিজের কাছেই মনে হয় সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি। রিহেনের কথা বলে আসলে পরীক্ষা করলাম আপনাদেরকে। দেলফিনা বিশ্বাস করেন আমাকে। আমি চাই না তাঁর সেই বিশ্বাস ভেঙে যাক কোনও কারণে।'

'বুঝতে পারছি,' বলল সোহানা। 'মিসেস দেলফিনার সঙ্গে কতদিনের পরিচয় আপনার?'

'দিন? বলুন যুগ। বিশ বছর হতে চলল ওকে চিনি আমি। বেশিও হতে পারে। এলবার একটা দুর্গের সঙ্গে পুরনো একটা ভিলা আছে, ওটা কিনে নিয়েছেন তিনি অনেকদিন আগে। মাঝেমধ্যে এসে থাকেন। জানেন কি না জানি না, ওই ভিলা যে-জমির উপর, সেটা নিয়ে সরকারের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর ধরে মামলা চলছে মিসেস দেলফিনার। তাঁকে আইন-আদালতের কাজে সাহায্য করছি আমি।'

'আপনি উকিল?' জানতে চাইল সোহানা।

'না। তবে আমার সঙ্গে নামীদামি কয়েকজন উকিলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।'

'আচ্ছা। আমাদেরকে সাহায্য করছেন তো?'

'অবশ্যই। আপনারা শুধু কবরটা দেখবেন, তা-ই না? কোনও কিছু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নেই?'

'না।'

'ভালো। উঠেছেন কোথায়?'

'এখনও কোথাও উঠিনি। দেখি কোনও হোটেলে ব্যবস্থা করে নেবো।'

'তা হলে এক কাজ করুন। চলুন আজকের সাপারটা একসঙ্গে সেরে নিই। তারপর কবরস্থানে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে।'

'ধন্যবাদ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার অফিসটা কি কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারি আমরা?'

'অবশ্যই,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভিনসেঞ্জো। 'আপনাদের যতক্ষণ সময় লাগে থাকুন এখানে, কাজ করুন।' বাইরে বের হয়ে দরজাটা টেনে দিলেন।

স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল রানা। কল করল অপিকে।

বিশ সেকেণ্ড পর স্পিকারের খড়খড়ানি উপচে ভেসে এল অপির কণ্ঠ, 'মাসুদ ভাই, কী খবর?'

'এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। তোমার কী অবস্থা?'

'আমিও ভালো আছি।'

'একটা কাজ দিতে চাই তোমাকে।'

'কী?'

'একটা গাড়ির লাইসেন্স প্লেটের নম্বর বলবো। ওটা চেক করে দেখতে হবে।'

'কোথায় আছেন আপনারা এখন?'

'এলবাতে।'

'তা হলে একটু সময় লাগবে, মাসুদ ভাই।'

'লাগুক, অসুবিধা নেই। দরকার মনে করলে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

'ঠিক আছে। নম্বরটা বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি। দেখি কী করতে পারি।'

•

ঠিক বিশ মিনিট পর ফোন করল অপি।

'ইটালির ডি.এম.ভি ডাটাবেইস হ্যাক করতে একটু সময় লেগে গেল,' বলল ও। 'গাড়িটা বোধহয় সাদা রঙের পুজো, না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'তা হলে খারাপ খবর আছে আপনাদের জন্য। প্রাদেশিক পুলিশের জনৈক অফিসারের নামে রেজিস্ট্রেশন করা আছে ওটা। বিস্তারিত বিবরণ মেইল করে দিচ্ছি আপনার কাছে,' লাইন কেটে দিল অপি।

শোল্ডারব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করল রানা। তিন মিনিট পর মেইলটা চলে এল ওর কাছে। অ্যাটাচেমেণ্টগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল ও। তারপর সোহানাকে বলল, 'হয় স্পিডলিমিট

ভেঙেছি আমি নয়তো এলবার কেউ একজন আগ্রহী হয়ে উঠেছে আমাদের ব্যাপারে।'

'বুঝলাম না,' সোহানার ভ্রূ কুঁচকে গেছে, 'পুলিশের লোক হলে তো রিও মেরিনাতেই বাধা দিতে পারত আমাদেরকে।'

'তা হলে কী ধরে নেবো? আমাদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে যে লোক সে বাধা দিতে চায় না? আমরা যা করছি তা শুধু দেখতে চায়? কেন? আমরা জায়গামতো যাওয়ার পর খপ্ করে টুঁটি চেপে ধরবে?'

'মিসেস দেলফিনার কথাগুলো ভাবছি আমি,' জবাব না দিয়ে বলল সোহানা। 'মেলিখান ইতোমধ্যেই ঘুরে গেছে এখান থেকে। টুঁ মেরেছে লোরনের আগের কবরে। তার মানে সিদোরভ জানত আজ না হোক কাল আমরা আসবো এখানে।'

'সিদোরভ, বা মেলিখান যদি কাছেপিঠেই কোথাও থেকে থাকে তা হলে আশ্চর্য হবো না। ও-রকম কিছু করা ওদের পক্ষে সম্ভব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ঘুরল সোহানা, বেরিয়ে যাবে। চেয়ার ছাড়ল রানাও।

আধ ঘণ্টা পর যাদুঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভিনসেঞ্জোর পিছু নিল দু'জনে। গার্ডরা তখন সদর-দরজায় তালা দিচ্ছে।

মাইলখানেক দূরে ভিনসেঞ্জোর কটেজ। তিনি আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন মেহমান আসছে, তাই ওরা পোর্চে পা দেয়ামাত্র দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী। ইনিও মোটাসোটা। জ্বলজ্বলে চোখে চঞ্চল দৃষ্টি। বুলেট ট্রেনের মত দ্রুতগতিতে একগাদা কথা বললেন স্বামীকে, একটা বর্ণও বুঝল না রানা-সোহানা। তারপর ওদেরকে চমকে দিয়ে একে একে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দু'জনের উপর, সশব্দে চুমু খেলেন গালে।

পোর্চে কয়েকটা চেয়ার পাতা আছে। বসল রানা-সোহানা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সোহানা। ছাদের প্রলম্বিত অংশ থেকে

গুচ্ছাকারে ঝুলে আছে বাহারি রঙের একজাতের বনলতা, প্রাকৃতিক পর্দা তৈরি করেছে একদিকে। সোহানার মনে হচ্ছে আরামদায়ক কোনও ছায়াকুঞ্জে বসে আছে।

'আপনারা বসুন, আরাম করুন,' বলল ভিনসেঞ্জো। 'আমাকে একটু রান্নাঘরে যেতে হবে। সাপারের কাজে হাত লাগাতে হবে আমার স্ত্রীর সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল রানা, অসুবিধা নেই।

ঘরের ভিতরে উধাও হয়ে গেলেন বুড়ো-বুড়ি। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন মিসেস ভিনসেঞ্জো, হাতে একটা ট্রে। তাতে সুদৃশ্য একটা জগ আর দুটো গ্লাস।

'লেবুর শরবতে আপত্তি নেই আশা করি?' হাসিমুখে জানতে চাইলেন।

মিষ্টি করে হাসল সোহানাও। 'আসলে যা গরম পড়েছে, ঠাণ্ডা কিছুর কথাই ভাবছিলাম আমি।'

'তা হলে আয়েশ করে চুমুক দিন। সাপার পরিবেশন করা হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

সাপারের পর পোর্চে ফিরে এল ওরা। বসল হাত-পা ছড়িয়ে। অন্ধকার ঘনিয়েছে। দূরের ঝোপজঙ্গলে আর গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির আলো। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর ক্ষয়াটে চাঁদ। প্রকৃতিতে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। আকর্ষণ করে, আবার একইসঙ্গে শিহরণও জাগায়।

রানা বলল, 'সিনর ভিনসেঞ্জো, কত বছর ধরে আছেন এখানে?'

'সারা জীবন। আর আমার পূর্বপুরুষদেরসহ যদি হিসাব করি, তিন শ' বছরের কম হবে না। মুসোলিনি ক্ষমতায় আসার পর আমার বাপ-চাচারা যোগ দেন পার্টিযানদের সঙ্গে। ১৯৪৪ সালে ইংরেজরা যখন ল্যাণ্ড করে এখানে...'

'অপারেশন ব্র্যাসার্ড,' বলে উঠল সোহানা।

'হ্যাঁ। ইংরেজরা আসার পর রয়্যাল নেভি কমাণ্ডোদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েন তাঁরা। সাহসিকতার জন্য আমার বাবা এমনকী সম্মাননাও পেয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন আমি আমার মায়ের গর্ভে।'

'যুদ্ধে শেষপর্যন্ত টিকতে পেরেছিলেন আপনার বাবা?'

'হ্যাঁ। তবে আমার চাচারা মারা যান। নাৎসিদের হাতে ধরা পড়েছিলেন তাঁরা সবাই। একটা ডেথস্কোয়াড পাঠিয়েছিল হিটলার। ওদের কাজ ছিল পার্টিযানদের ধরো আর মারো।'

'গুইসেপ লুসিয়ানো,' কিছুক্ষণের নীরবতার পর হঠাৎ বলে উঠল রানা। 'নামটা কি আপনার পরিচিত, সিনর ভিনসেঞ্জো?'

ওর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ভিনসেঞ্জো। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, পরিচিত। কেন?'

'আমরা এখানে আসার আগে একটা সাদা পুজো গাড়ি ফলো করতে শুরু করে আমাদেরকে। খবর নিয়ে জেনেছি গাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে গুইসেপ লুসিয়ানোর নামে।'

'তা হলে তো চিন্তার কথা,' ভিনসেঞ্জোর কপালে ভাঁজ পড়েছে। 'লুসিয়ানো একজন পুলিশ অফিসার। কিন্তু দুর্নীতিবাজ। ওকে নিয়ে একটা ওপেন সিক্রেট চালু আছে এলবায়—কর্সিকান মাফিয়ার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে সে। কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে ওদের মাথাব্যথার কারণটা বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় না কর্সিকান মাফিয়া মাথা ঘামাচ্ছে আমাদেরকে নিয়ে,' বলল সোহানা। 'আমার মনে হয় অন্য কারও হয়ে নিজের ভাড়াটে লোক দিয়ে আমাদের উপর চোখ রাখছে লুসিয়ানো।'

'খারাপ, খুবই খারাপ,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন ভিনসেঞ্জো। 'পুজোর ভিতরে লুসিয়ানো ছিল নাকি?'

'না। ওই গাড়িতে দু'জন ছিল। তাদের কারও চেহারা লুসিয়ানোর সঙ্গে মেলে না। ওর ছবি দেখেছি আমরা। তবে মোটা গোঁফ আর গাঢ় চামড়ার একটা লোক ছিল। এ-রকম কাউকে চেনেন?'

'না...সম্ভবত। আর চিনলেও মনে করতে পারছি না এখন।'

'লুসিয়ানোর ব্যাপারে কিছু করছে না কেন স্থানীয় পুলিশ? আপনি বললেন লোকটা দুর্নীতিবাজ এবং ব্যাপারটা ওপেন সিক্রেট। তা হলে ওকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?''

'প্রথম কথা, এলবা ইটালির মেইনল্যাণ্ড না, বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ। এখানে ইটালিয়ান পুলিশের হর্তাকর্তাদের তদারকি নেই বললেই চলে। আর সে-সুযোগটাই নিয়েছে লুসিয়ানো। দ্বিতীয়ত, জানের মায়া কার নেই? কর্সিকান মাফিয়া কারও সঙ্গে আপোষ করে না, কাউকে হুমকি দেয় না, ওদের কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে কেউ কিছু আন্দাজ করতে পারে না। কেউ যদি ওদের চোখের বালিতে পরিণত হয়, হঠাৎ গায়েব হয়ে যায় লোকটা। কখনও কখনও লাশ পাওয়া যায়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যায় না। কাজেই কে আসবে লুসিয়ানোকে গ্রেপ্তার করতে, কে তার নামে মামলা দেবে, কে সাক্ষী হবে আর বিচারের রায়ই বা পাঠ করবে কে? তাই কর্সিকান মাফিয়ার পকেটে ঢুকে যাওয়ার পর থেকে লুসিয়ানোর বুক দিন দিন ফুলেই চলেছে।'

রানা বা সোহানার কেউ কিছু বলল না। চমৎকার এসপ্রেসো কফি বানিয়েছিলেন মিসেস ভিনসেঞ্জো, সেটা কেন যেন বিস্বাদ লাগছে ওদের কাছে।

'আমার মনে হয় না আমি যদি একটা ব্যাপারে অনুরোধ করি তা হলে রাখবেন আপনারা, তারপরও বলছি,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলতে লাগলেন ভিনসেঞ্জো। 'লুসিয়ানো কিছু করে বসার আগেই এলবা থেকে চলে যান দয়া করে।'

দৃষ্টি বিনিময় করল রানা-সোহানা। রানা বলল, 'না, সিনর ভিনসেঞ্জো, তা সম্ভব না। আমরা যে কাজে এসেছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লুসিয়ানোর মতো একজন দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ কর্মকর্তার ভয়ে লেজ গুটিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই আমাদের।'

'তারপরও আমরা চাই না আমাদের কারণে আপনার অথবা আপনার স্ত্রীর কোনও ক্ষতি হোক,' রানার কথার সঙ্গে লেজ জুড়ে দিল সোহানা। 'যদি সমস্যা মনে করেন, আমাদের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। শুধু বলে দিন কোথায় যেতে হবে, কীভাবে কী করতে হবে। বাকিটা সামলে নিতে পারবো আমরা।'

মাথা নেড়ে সোহানার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ভিনসেঞ্জো। 'একটু বসুন আপনারা। আসছি আমি।'

মিনিট দু'-এক পর একটা জুতার-বাক্স হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। 'জিনিসটা কাজে লাগতে পারে আপনাদের,' রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন বাক্সটা।

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে ঢাকনা খুলল রানা। ভিতরে একটা নাইন মিলিমিটার ল্যুগার পিস্তল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের। বুলেটভর্তি দুটো ম্যাগাজিনও আছে।

'যে গেস্টাপো অফিসার আমার চাচাদেরকে খুন করে, তাকে পরপারে পাঠানোর পর তার কাছ থেকে ল্যুগারটা নিয়ে নেন বাবা,' বললেন ভিনসেঞ্জো। 'অন্য কোনও উদ্দেশ্যে না, বাবার যুক্তি ছিল, "মরা মানুষ পিস্তল দিয়ে কী করবে? তার চেয়ে স্যুভনির হিসেবে আমার কাছেই থাক ওটা।"'

'কিন্তু এটা নিতে পারি না আমরা,' বলল রানা। 'এটা আপনার পারিবারিক সম্পদ। আমরা কীভাবে...'

হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিলেন ভিনসেঞ্জো। 'নিন ল্যুগারটা। যদি কাজে না লাগে তা হলে তো ভালোই। আর লাগলে কাজ শেষে আমাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে। তা ছাড়া আমার কাছে এ-

রকম জিনিস আরও আছে।' দাঁত বের করে হাসলেন। 'যুদ্ধের শেষদিকে বাবাকে "স্যুভনির" সংগ্রহ করার নেশা পেয়ে বসেছিল।'

ছাব্বিশ

আগের কবরস্থান থেকে সরিয়ে নতুন যে-কবরস্থানে আনা হয়েছে লোরনের সারকোফেগাস, কোনও নাম নেই সেটার। তবে কবরস্থানটা কয়েক শ' বছরের পুরনো। কেউ কেউ বলে, এলবা ফরাসিদের দখলে আসার অনেক আগে থেকেই মৃতদের অন্তিমশয্যা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেউ আবার ইতিহাসটা টেনে নিয়ে যায় আরেকটু পেছনে। বলে, ফোলোনিকা উপসাগরের বুকে এলবার ম্যাপ যখন আঁকা হয়, তার আগে থেকে আছে কবরস্থানটা।

ল্যান্সিয়াঁয় চড়ে বসেছে ওরা। গ্রামের প্রধান সড়ক ধরে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে এল। রানা খেয়াল করল, উত্তরে মোড় নিয়ে সমুদ্র-সমতল থেকে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ক্রমে। সূর্য ডুবে গেছে বেশ অনেকক্ষণ, চারদিকে গাঢ় হয়ে এসেছে রাতের ছায়া। মিনিট দশেক পর পেছনের সীটে বসে-থাকা ভিনসেঞ্জো বললেন, 'গাড়িটা থামান, প্লিয।'

গতি কমাল রানা, আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে ব্রেকপ্যাডালে। 'কোনও সমস্যা?'

'থামুন, প্লিয, থামুন।'

গাড়ি থামাল রানা। হেডলাইট নিভিয়ে দিল। পাশে-বসা সোহানা আগেই ঘুরে তাকিয়েছে ভিনসেঞ্জোর দিকে, এবার সে-ও ঘাড় ঘুরাল। দেখল, নার্ভাস ভঙ্গিতে কপাল চুলকাচ্ছেন ভিনসেঞ্জো। রানা-সোহানাকে তাকাতে দেখে অপরাধ স্বীকার করার ভঙ্গিতে নিচু গলায় বললেন, 'আমি খুব খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি।'

'কী কাজ?' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা।

'আমি...আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে সেখানে ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে আপনাদের জন্যে।'

'ফাঁদ? বলেন কী?'

'বিকেলে যখন গিয়েছিলেন যাদুঘরে তার কিছুক্ষণ আগে লুসিয়ানো আসে আমাদের বাসায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। আমরা যদি সাহায্য না করি ওকে তা হলে খুন করে আমাদের লাশ সাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। আপনারা যাদুঘরে যাওয়ার দু'-তিন মিনিট আগে টেলিফোন করে আমাকে সব জানায় আমার স্ত্রী।'

'কিন্তু এসব কথা এখন কেন বলছেন?'

'কারণ হলো পিস্তলটা।'

'পিস্তল! মানে?'

'যে-ল্যুগারটা দিয়েছি আপনাদেরকে সেটার কথা বলছি। যে অফিসারকে শেষ করে দিয়ে ওটা নিয়েছিলেন বাবা, সে লোকও খুন করার হুমকি দিচ্ছিল তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে। আজ আমি যতটা ভয় পাচ্ছি, আমার মনে হয় বাবাও সেদিন ততখানি ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি লড়াই করেন এবং জয়ী হন। আমাকেও একই কাজ করতে হবে। আমি...আমি দুঃখিত।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা-সোহানা। তারপর সোহানা

বলল, 'যা-হোক, খারাপ কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই কথাটা বলেছেন আমাদেরকে, সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ওরা কি অপেক্ষা করছে সেখানে?'

'না মনে হয়,' ঘড়ি দেখলেন ভিনসেঞ্জো। 'কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হওয়ার কথা আছে ওদের।'

'ওদের পরিকল্পনাটা কী?'

'আমাদের আগেই যদি কবরস্থানে যেতে পারে ওরা তা হলে ত্রিশ মিনিট সময় দেবে আপনাদেরকে। লোরনের কবর থেকে কী বের করবেন আপনারাই জানেন, তারপর হামলা করবে ওরা, আপনারা কিছু পেলে আপনাদের দু'জনকেই খুন করে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে। তারপর হয়তো খুন করবে আমাকেও।'

'ওরা ক'জন আসবে, জানেন?' এতক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'না, জানি না,' শার্টের পকেট থেকে ল্যুগারের একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন বের করে রানাকে দিলেন ভিনসেঞ্জো। 'আপনাদেরকে আগে যে-দুটো ম্যাগাজিন দিয়েছিলাম সেগুলো ডামি, আসল জিনিস না। এটা রাখুন। কাজে লাগতে পারে।'

ম্যাগাজিনটা নিয়ে ল্যুগার লোড করল রানা। 'ধন্যবাদ। একটা ব্যাপার বুঝতে পারিনি। আমাদেরকে যখন ফাঁদেই ফেলতে চাচ্ছিলেন তখন পিস্তল দিলেন কেন?'

'আপনাদের বিশ্বাস অর্জন করার জন্য। তা ছাড়া...সেখানেও তো চালাকি করেছি, তা-ই না? নকল বুলেট-ভরা ম্যাগাজিন দিয়েছি। ফায়ার করলে কোনও কাজ হতো না। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

ল্যুগারটা দেখছে রানা। ম্যাগাজিন বের করে ক্লিপে চাপ দিয়ে একটা বুলেট নিল হাতে। রাঁধুনি যেভাবে ভাতের দানা টিপে

দেখে, সেভাবে টিপে দেখল বুলেটটা। সন্তুষ্ট হয়ে ওটা ম্যাগাজিনে ভরে ম্যাগাজিনটা আবার ঢুকাল ল্যুগারে। 'আগেরবার বিশ্বাস করেছিলাম, জানতে পারলাম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এখন আবার নতুন কোনও চালাকি করছেন না জানছি কী করে?'

'জায়গামতো গিয়ে যদি দেখেন চালাকি করেছি, প্রথম গুলিটা আমাকেই করবেন। অনুমতি দিলাম।'

ভিনসেঞ্জোর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'মনে থাকে যেন কথাটা।'

সোহানা বলল, 'আপনার স্ত্রীর কী হবে? তাঁকে যদি...'

'ও ইতিমধ্যেই চলে গেছে।'

'চলে গেছে? কোথায়?'

'ফ্যালকোনাইয়ায়। ওখানে আমার অনেক আত্মীয় আছে। ওরা দেখে রাখবে ওকে, দরকার হলে রক্ষা করবে।'

'আমার কাছে স্যাটেলাইট ফোন আছে,' বলল রানা। 'এক কাজ করুন না। ফোন করে জানিয়ে দিন ইটালিয়ান পুলিশকে।'

মাথা নাড়লেন ভিনসেঞ্জো। 'জানালে লাভ কী হবে? সময়মতো আসতে পারবে ওরা এখানে?'

সোহানা বলল, 'আরেক কাজ করলে কেমন হয়? গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাই আমরা। অথবা কবরস্থানটা ছাড়িয়ে অন্য কোনও দিকে গিয়ে কোনও মোটেলে উঠে পড়ি। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যাওয়ার মতো রাস্তা আছে নিশ্চয়ই?'

'এখানে আসার এবং চলে যাওয়ার রাস্তা আছে মাত্র দুটো। নিশ্চিত থাকুন, দু'জায়গাতেই পাহারা বসিয়েছে লুসিয়ানো। তা ছাড়া এলবার বিভিন্ন জায়গায় ওর লোক আছে, আছে কর্সিকান মাফিয়ার সদস্যরা। এতজনের চোখে ধুলো দিতে পারবেন?'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তুমি কিছু বলছ না যে?'

'বলছি না কারণ, ভাবছি। আমরা যদি এখন কবরস্থানে না যাই তা হলে সন্দেহ করবে লুসিয়ানো। পাহারা আরও কড়া করবে। এবং আমাদেরকে বের হতে দেবে না এলবা থেকে। যার হয়ে কাজ করছে লুসিয়ানো, নিশ্চিত থাকো সে-লোক প্রচুর টাকা আর সেই সঙ্গে ওই নির্দেশই দেবে তাকে। সন্দেহ নেই সিনর ভিনসেঞ্জোর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। তিনি যে আসলে মিসেস দেলফিনার এজেন্ট, জানতে পেরেছে সিদোরভ। আমার ধারণা, সবকিছুর পেছনে আগেরমতোই আছে সে। কর্সিকান মাফিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে, আর ওরা খবর দিয়েছে লুসিয়ানোকে। ইচ্ছা করলে সিনর ভিনসেঞ্জোকে ভয় দেখিয়ে লোরনের কবরে নিয়ে যেতে পারত লুসিয়ানো, তাঁকে দিয়ে কবর খুঁড়িয়ে সারকোফেগাসের ভিতরের সবকিছু হাতিয়ে নিতে পারত, কিন্তু আমার মনে হয় ওরা দেরি করে ফেলেছে আসলে। এখন চাইছে, আমরাই যাই সেখানে, মূল্যবান কোনও সূত্র থাকলে উদ্ধার করি, পরে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে ওরা।'

'তার মানে কবরস্থানে যেতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, চাই।'

'তারপর?'

'তারপর যা হয় হবে,' চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করল রানা।

কবরস্থান না বলে আগাছায় ভরা তৃণভূমি বললেই বোধহয় মানায় বেশি। অযত্নে-অবহেলায় বেড়ে ওঠা ঘাসগুলো এত বড় হয়েছে যে, না দেখা যায় কোনও কবর, না চোখে পড়ে কোনও নামফলক। দু'দিকে পাহাড়ি দেয়াল। একদিকে পাইন আর কর্ক

গাছের পাতলা জঙ্গল। জায়গাটা আয়তনে এক একরের মতো। সীমানা ঘিরে দেয়া হয়েছে লোহার-শিকের বেড়া দিয়ে। মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে কোনও কোনও শিক। কোনও কোনওটা স্রেফ উধাও, চোরে নিয়ে গেছে কি না কে জানে।

পাতলা একটা কুয়াশার-চাদর ঝুলে আছে কবরস্থানের বাতাসে। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে থেকে থেকে, তাই কখনও কখনও পাক খেয়ে সরে যাচ্ছে কুয়াশা। তখন চোখে পড়ছে কোনও কোনও নামফলক, সারি সারি কবরের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে।

এলবার সন্ধ্যার আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ছিল, কেটে গেছে কিছুক্ষণ আগে। আরেকটু পূর্ণতা পেয়েছে ক্ষয়াটে চাঁদ। জোরালো হয়েছে হলদেটে আলো।

থেমে-থাকা গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। তারপর হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'বের হচ্ছি আমি।'

রিয়ারভিউ মিররে চোখ বুলাল সোহানা। যতদূর দেখা যায়, কোথাও কেউ নেই। কবরস্থানের গেটের চারপাশে তাকাল। এখানেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশ্যে। হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে বাইরে বের হলো রানা।

দূরের কোনও একটা গাছ থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল দু'বার। তারপর সব চুপ।

'পরিবেশটা জবরদস্ত,' নিচু গলায় বলল রানা।

'হুঁ,' সায় জানাল সোহানা, 'ভূতুড়ে ছবির শুটিং-এর জন্য আদর্শ। ভাবছি প্যাঁচার পর নেকড়ের ডাক শুনতে পাবো কি না।'

'এলবায় কোনও নেকড়ে নেই,' জানালেন ভিনসেঞ্জো। 'তবে বুনো কুকুর আছে। আর আছে সাপ। প্রচুর। আর এই কবরস্থানে তো বলতে গেলে গিজগিজ করে ওগুলো।'

আর কোনও কথা হলো না। খুলে হাঁ হয়ে-থাকা লোহার

সদর-দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

একনজর দেখলেই বোঝা যায়, এলবার মৃত অধিবাসীদেরকে পরিকল্পনা ছাড়াই কবর দেয়া হয়েছে এখানে। কবরগুলো সামঞ্জস্যবিহীন, এমনকী সারিগুলোও হয়নি ঠিকমতো। বেশিরভাগ কবরে নামফলক নেই। যে-ফলকগুলো এখনও আছে সেগুলোর বেশিরভাগই পড়া যায় না উঁচু ঘন আগাছার কারণে। যেখানে আগাছা নেই সেখানে বেঁকে গেছে তক্তা, একেবারে কাছে না গেলে জানা যাবে না মরা-মানুষটার নাম। যাদের একটু পয়সা আছে তারা মৃত আত্মীয়ের মাথার কাছে নামফলকের বদলে বসিয়েছে হেডস্টোন। কিন্তু ওগুলোও ঠিকমতো বসানো হয়নি, সরে গেছে একপাশে, ফলে কোন্‌টা কার হেডস্টোন ঠাহর করা মুশকিল। বেশিরভাগ কবরস্থানে বেশিরভাগ কবর এক সাইজের হয়, এখানে কোনওটা বড় কোনওটা ছোট। কোনওটাতে সাপের গর্ত, কোনওটা ধসে পড়ে ঢুকে গেছে মাটির নীচে। আবার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রও আছে। ঝকঝকে নতুন কবরও দেখা যাচ্ছে দু'-এক জায়গায়। সেগুলোর নামফলকে মৃত ব্যক্তির পরিচয় যেন জ্বলজ্বল করছে। সেখানে আগাছার বদলে আছে ফুলের তোড়া। কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বাগান বানিয়ে ফেলার অপচেষ্টা করেছে।

'এখানে দেখাশোনা করার লোক নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যার যেভাবে খুশি সেভাবে কবর দেয় নাকি?'

'আসলে অনেক পুরনো তো, সরকারি লোকজনও হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধা করে। এক একর জায়গা খুব বড় না, আবার একেবারে ছোটও না। নতুনভাবে সাজাতে গেলে অনেক কাজ করতে হবে। শখ করে দায় ঘাড়ে নিতে চায় কেউ, বলুন?'

'কত কবর আছে এখানে?'

'কয়েক শ'।'

'লোরনেরটা কোন্‌দিকে?'

'এসে গেছি প্রায়। এই মোড়টা ঘুরে হাতের ডানদিকে যাওয়ার পথে প্রথম কবরটাই লোরনের।'

থেমে দাঁড়াল রানা, হাতঘড়ি দেখল। বাকিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'সোহানা, এক কাজ করো। গাড়ির কাছে ফিরে যাও। মসিয়ে ভিনসেঞ্জোকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। লোরনের কবরে একসঙ্গে দু'জনের নামার মানে হয় না। তা ছাড়া গাড়ির কাছেও কারও থাকা দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কথাটা মেনে নিল সোহানা। উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। একটা বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হলো কিছুক্ষণের মধ্যে।

ভিনসেঞ্জোর দিকে তাকাল রানা। 'কতদূর এসেছি আমরা সদর-দরজা থেকে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ভিনসেঞ্জো। 'সিকি মাইল হবে।'

'হুঁ। চলুন, পথ দেখান।'

জায়গামতো পৌঁছে থেমে দাঁড়ালেন ভিনসেঞ্জো। লোরনের সারকোফেগাসটা প্রতিবেশীদের তুলনায় ছোটই বলা যায়। সাধারণ একটা ক্লযিটের চেয়ে বড় না। চার ফুটের মতো উঁচু। পকেট থেকে এল.ই.ডি. মাইক্রোলাইট বের করে জ্বালল রানা। একবার চক্কর দিল সারকোফেগাসের চারপাশে। একপাশে ক্ষয়ে-যাওয়া "সুলিভান" নামটা পড়া যায় এখনও। সামনের দিকে এসে থামল রানা। নীচে আলো ফেলে দেখল সারকোফেগাসটা কয়েক ফুট ঢুকে গেছে মাটির ভিতরে। মাটিতে কয়েকটা ধাপ কাটা হয়েছে সিঁড়ির মতো, শ্যাওলায় ঢেকে গেছে ওগুলো—একমাত্র দরজাটার নীচ দিয়ে দেখা যায়।

বেশ বড় একটা তালা ঝুলছে দরজায়। পিছন পিছন এসেছেন ভিনসেঞ্জো, পকেট থেকে চাবি বের করে তালাটা খুললেন।

ধাক্কা দিলেন পাল্লায়। কুয়াশা, প্যাঁচার ডাক আর চাঁদের ঘোলাটে আলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল দরজা।

ঘাড় ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালেন ভিনসেঞ্জো, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসলেন। রানা বলল, 'আপনি নজর রাখুন। আমি ভিতরে ঢুকছি।'

ধাপগুলো বেয়ে সাবধানে নীচে নামল রানা। দু'ধাপ নামতে-না-নামতেই নাকেমুখে জড়িয়ে গেল মাকড়সার জাল। হাত দিয়ে থাবা মেরে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের নীলচে-সাদা আলোয় দেখা গেল প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে কতগুলো মাকড়সা। দু'চারটা উঠে এল রানার জুতো বেয়ে, শূন্যে লাথি মেরে ওগুলোকে খসাল ও। নামল আরও নীচে।

অনুমান করল উপরের জমিন থেকে পাঁচ ফুট নীচে চলে এসেছে। ভূগর্ভস্থ এই কক্ষ চওড়ায় আট ফুটের কাছাকাছি। মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না রানা। বাতাসে ইঁদুরের মল আর ধুলোর বাজে গন্ধ। হাতের ডানদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলগা পাথরের টুকরোর উপর ইঁদুরের হুটোপুটি শোনা যাচ্ছে সেখান থেকে।

ঘরের মাঝখানে একটা পাথরের শবাধার। তাতে কোনও চিহ্ন নেই, প্রশংসাসূচক কোনও বাক্য নেই। লাল ইট দিয়ে বানানো তিন ফুট উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মের উপর রাখা আছে ওটা। কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা দাঁতে কামড়ে ধরে ঢাকনা ধরে জোরে টান মারল। যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক হালকা ওটা, তাই তাল সামলাতে গিয়ে হুমড়ি খেতে হলো রানাকে। ঢাকনাটা সাবধানে মেঝেতে নামিয়ে রেখে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল আবার। শবাধারের একপ্রান্ত আঁকড়ে ধরে তাকাল ভিতরে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো সোজা গিয়ে পড়ছে একটা কঙ্কালের চেহারার উপর।

'ও দাদুভাই,' যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় এমন ভঙ্গিতে বলল রানা বাংলায়, 'শেষপর্যন্ত দেখা হলো তোমার সঙ্গে।'

পচতে পচতে লোরনের কঙ্কাল কালো হয়ে গেছে। শতছিন্ন কিছু কাপড়ের টুকরো এখনও লেপ্টে আছে ওটার সঙ্গে। নেপোলিয়নের আমলের আর্মি জেনারেলের উর্দি, অনুমান করল রানা। মরচে-ধরা একটা তরবারিও দেখা যাচ্ছে। লোরনের পোকায়-খাওয়া কালো দুই বুটের মাঝখানে কাঠের একটা বাক্স, আকৃতিতে হার্ডকভার বইয়ের সমান। ওটা সাবধানে তুলে আনল রানা। উপরে জমে-থাকা ধুলো উড়িয়ে দিল ফুঁ মেরে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা রাখল মেঝেতে, খুলল।

ভিতরে সবার প্রথমে দেখা গেল একটা হাতির-দাঁতের চিরুনি। তারপর মাস্কেটের একটা চ্যাপ্টা বুলেট, খয়েরি রঙের কী যেন লেগে আছে ওটার গায়ে, সম্ভবত শুকনো রক্ত। ছোট ছোট কয়েকটা রেশমি বটুয়াতে কিছু মেডেল। এরপর একটা গোল সোনার-লকেট, খুলে দেখা গেল তাতে এক মহিলার ছবি—রানার অনুমান লোরনের স্ত্রী মেরির। সবশেষে হাতের তালুর সমান একটা বই, চামড়ার কভারে মোড়া।

দম আটকে আসছে রানার। বুকমার্ক দেয়া আছে বইটাতে, বিশেষ সেই পাতাটা খুলল ও।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছে একসারিতে কয়েকটা চিহ্ন:

'ইউরেকা!' বিড়বিড় করে বলল রানা। তারপর বইটা নিজের কাছে রেখে বাকি জিনিসগুলো যেটা যেভাবে ছিল সেটা সেভাবে সাজিয়ে রাখল। বাক্সটা রেখে দিল আগের জায়গায়। ঢাকনাটা লাগাতে যাবে এমন সময় ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় কঙ্কালের পায়ের কাছে চকচক করে উঠল ধাতব কিছু একটা। হাতড়ে জিনিসটা বের করে আনল রানা।

স্টিলের একটা বাটালি। হাতের বুড়ো আঙুলের সমান। কোনও সীলমোহর, অনুমান করল রানা। একটা প্রান্ত রেতির মতো চ্যাপ্টা। আরেকটা প্রান্ত আবার অবতল, ছুরির ফলার মতো। বাটালিটার ঠিক মাঝখানে কী একটা যেন মুদ্রিত মনে হচ্ছে। বাঁ হাতে ওটা নিয়ে ডান হাতে ফ্ল্যাশলাইট ধরল রানা, ভালোমতো দেখল। একটা মৌমাছি বা ঘুগরে পোকা। বিচিত্র নকশাওয়ালা দুই ডানা দু'দিকে মেলে দিয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বাটালিটা পকেটে ভরল রানা। তারপর শবাধারের ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে উঠে এল উপরে। 'সিনর ভিনসেঞ্জো?' ডাকল নিচু গলায়। 'তালা লাগিয়ে দিন।'

কোনও সাড়া নেই।

'সিনর ভিনসেঞ্জো?' গলা উঁচু করল রানা।

'রানা?' ভিনসেঞ্জো না, কবরস্থানের সদর-দরজার কাছ থেকে ডাক দিল সোহানা।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু একটা আছে যে, সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করল রানা। সিকি মাইলের দূরত্বটা অতিক্রম করতে এক মিনিটও লাগল না।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় থমকে দাঁড়াতে হলো রানাকে। অত্যুজ্জ্বল একজোড়া হেডলাইট জ্বলে উঠেছে, ধাঁধিয়ে দিয়েছে রানার চোখ। রানার একটা হাত আপনা থেকে চলে এল চোখের সামনে। সহ্য করতে পারছে না তীব্র আলো।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' ইংরেজি উচ্চারণে খাঁটি রাশান টান, 'আপনার মাথার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটা রাইফেল। আমরা জানি আপনি চালাক মানুষ। কিন্তু অতি চালাকি করতে গিয়ে গলায় দড়ি পড়বেন না দয়া করে। হাত দুটো মাথার উপরে তুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসুন বাইরে।'

'সোহানা?' দু'হাত মাথার উপর তুলে চেঁচিয়ে ডাকল রানা।

'এই যে এখানে,' হতাশ গলায় জবাব এল সোহানার।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। ল্যান্সিয়ার ড্রাইভারের পাশের দরজা খোলা, ওটার পাশে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। ওর মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে বিশালদেহী যে লোক দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে সুড়সুড়ি জাগল রানার পাকস্থলীতে।

গুইসেপ লুসিয়ানো!

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

পার্শিয়ান ট্রেজার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মেলিখানের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল না রানা-সোহানা।
বরং কোডবুকটা নিয়ে চলে এল নিরাপদে।
এবার রহস্যভেদের পালা।
কিন্তু একটা বোতল সিদোরভের কাছে।
রানা-সোহানা সিদ্ধান্ত নিল, হানা দেবে সিংহের গুহায়।
কৃষ্ণসাগরের তীরে সুরক্ষিত তার ম্যানসন—
ঝুঁকিটা বোধহয় বেশিই হয়ে গেল।
ট্রেজারম্যাপটা কোত্থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে?
শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি রানার নিয়ন্ত্রণে থাকল না।
পাচার হয়ে গেল গোপন খবর।
কে জানত, রানাকে একহাত দেখে নিতে
অবশেষে স্বয়ং হাজির হয়ে যাবে মাফিয়াসর্দার?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

এম. এস. এস. শিমুল, মোবা: ০১৭৯০২৯৫১৬৯

১ নং টুটপাড়া, তালতলা হাসপাতাল ক্রস রোড, খুলনা।

সালাম নেবেন। মাসুদ রানা'র সাথে আমার প্রথম পরিচয় 'রক্তের রঙ' দিয়ে। গতকাল 'কিলার ভাইরাস-২' শেষ করলাম। বইয়ের প্রতিটি পাতায় লুকানো ছিল শিহরণ। আর শেষে রাগ হল মাসুদ রানার উপর। তার কাছে আমার প্রশ্ন—ভাই, এত তাড়াতাড়ি সোহানাকে ভুলে গেলেন কী করে?

'ডেথ ট্রাপ-২'-এ বিপ্লব ভাই একটি কাহিনির কথা বলেছিলেন। কিন্তু মাসুদ রানার সব শত্রু শেষ হয়ে গেলে তো মাসুদ রানার জীবন, এমনকী আমরা যারা রানা ভক্ত তাদের জীবনও পানসে হয়ে যাবে। তাই এত তাড়াতাড়ি সব শত্রুকে মেরে ফেলা ঠিক হবে না।

❋ ঠিকই বলেছেন, শত্রু থাকা ভাল—জীবনে বৈচিত্র্য থাকে। ...আর, কে কাকে ভুলেছে: সোহানাকে রানা, নাকি রানাকে সোহানা—কী করে বুঝলেন? ওদের যার যেমন খুশি চলুক না, আমি কেন মাঝখান থেকে কাজীগিরি ফলাতে গিয়ে বিরক্তিভাজন হই? ওদের বিয়ে পড়িয়ে দিলে আপনি হয়তো খুশি হতে পারেন, কিন্তু ওরা কি হবে? এই যে, এই বইয়েই মিথ্যে রানার বউ সেজে দুনিয়াময় ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে সোহানা, এতেই যদি ওরা সুখী হয়, তো ক্যয়া কারেগা কাজী?

এ. বি. এম তামিম

বি. জি. সি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম।

আস্‌সালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আপনার সাথে অনেকদিন পর কথা হচ্ছে। সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য সেবা প্রকাশনীর আলোচনা বিভাগ খুব সহায়। কাজীদা, আপনার নতুন বছর কেমন কাটছে? পুরো বছর থাকবেন তো? নতুন বছরের প্রথম উপহার ও মাসুদ রানা সিরিজের ৪২৯ নম্বর বইটি পড়ে শেষ করলাম। বইটির জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছি, ঢাকা,

রংপুর, রাজশাহীসহ সেবার পাঠক বন্ধুদের ফোন করেছি, তাদের কাছে পৌঁছেছে কি না। না, কারও কাছে নেই।

বইটি পেলাম মাত্র পরশুদিন। টাইম বম বহন করতে গিয়ে জীবনে এই প্রথম বারের মত পুলিশের হাতে পড়লাম। জিহাদী বই মনে করেছিল! মাসুদ রানার নাম দেখে ছেড়ে দিয়েছে।

কাজীদা, মাসুদ রানার সুবাদে সারা বাংলাদেশে আমার অনেক বন্ধু। সেজন্য সেবা ও আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আগামী বইয়ের অপেক্ষায় ও আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায়।

❋ নতুন বছর চমৎকার কাটছে, তবে পুরো বছর থাকব কি না কথা দিতে পারি না। ...ভাগ্যিস মাসুদ রানা সম্পর্কে পুলিশ ভদ্রলোকের জানা ছিল, নইলে এবার গেছিলেন চোদ্দ শিকেরওপার! ...আপনারও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

কিশোর

মিরপুর, ঢাকা।

কাজীদা,

শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, মাসুদ রানার ৩৪৫ নং বই সুমেরুর ডাক-১-এর ৯৫ পৃষ্ঠায় আছে, 'পাঁশুটে', আর ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে, 'বঙ্গালী'। কিন্তু শব্দগুলো হবে পাংশুটে' আর 'বাঙ্গালি'। না?

বি.দ্রঃ আপনি যদি আমাকে তুমি করে বলেন, অনেক খুশি হব, কাজীদা।

❋ বেশ, তাহলে তুমিই বলছি। এত খুঁটিয়ে পড়ো দেখে তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। এতদিন হয়ে গেল, এখনও ইন্টারেস্ট ধরে রেখেছ... সহজ কথা নয়!

তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছিঃ অভিধান বলছে, পাঁশুটে মানে পাংশুবর্ণ বিশিষ্ট। অর্থাৎ, শব্দটা ভুল নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটা জেনেশুনেই ওভাবে লেখা হয়েছে, কারণ, অবাঙ্গালী ভারতীয়, পাকিস্তানী ও সিংহলীরা অনেকেই আমাদেরকে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 'বঙ্গালী' বলে, ভাবেও ওভাবেই।

শুভেচ্ছা রইল।

ফরহাদ

৩২২ পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

শ্রদ্ধেয় কাজীদা, কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভাল, একটু আজব ধরনের গল্প 'কুরুক্ষেত্র' অসাধারণ হয়েছে। আজব গল্পটি অসাধারণভাবে উপস্থাপনের জন্য আপনাকে, আপনার প্রিয় ফুলের শুভেচ্ছা। ব্যতিক্রমধর্মী প্রচ্ছদগুলিও চমৎকার হয়েছে। কুরুক্ষেত্র-২-এর প্রচ্ছদ বেশি ভাল হয়েছে, অবশ্য ১-এর প্রচ্ছদও চমৎকার। তবে আমার মনে হচ্ছে ইসমাইল আরমান ভাইয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে একটি প্লেন বেশি এসেছে, তাই না, কাজীদা? ইসমাইল আরমান ভাইয়াকে শুভেচ্ছা জানাবেন কিন্তু। ডিউককে মনে আছে কাজীদা? যদি সম্ভব হয়, তবে রানাকে কি ডিউক রূপে সামনের কোন বইয়ে আনা সম্ভব? জানাবেন আশা করি।

❋ চেষ্টা করব। ...আর মনে তো হচ্ছে ঠিকই ধরেছেন, কোত্থেকে জানি বেশি এসে পড়েছে একটা।...শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলাম।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের **নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই** সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও **কারণে** তাতে **ব্যর্থ** হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৯/০৫/১৪ সুবর্ণ সমাধি (ওয়েস্টার্ন) ডিউক জন

বিষয়ঃ 'সেনিয়োর...' 'বলো,' হাঁটবার ওপরেই বলল মেকসিকান। 'তুমি কি বলতে পারবে, এখানে সোনা এল কেমন করে?' হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন আলভারো। মহিলার দিকে তাকাল। হতভম্ব দেখাচ্ছে বুড়োকে। 'তুমি জানো না?' বিভ্রান্তির দোলায় দুলতে লাগল মেরি। 'কী জানি না, সেনিয়োর?' 'সোনা তো এখানে আসেনি, সেনিয়োরা। বরাবর ছিল।' 'জানি তো।' ঠোঁট মুড়ে হাসল রোজমেরি। 'সোনার খনি। আমি আসলে জানতে চাইছি, কী করে তৈরি হয় সোনা। জানো তুমি?' ঠাস করে কপাল চাপড়াল মেক্স। হতাশায় মাথা নাড়ছে। 'খনি নয়, সেনিয়োরা...খনি নয়! আয়-হায়, কোথায় আছ তুমি!'

আরও আসছে

২২/০৫/১৪ বিশ্বাসঘাতক+হলো না, রত্না+রহস্যময়ী (রহস্য উপন্যাস ত্রয়ী)
কাজী আনোয়ার হোসেন

২৭/০৫/১৪ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ৮ সংখ্যা) জুন, ২০১৪

মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

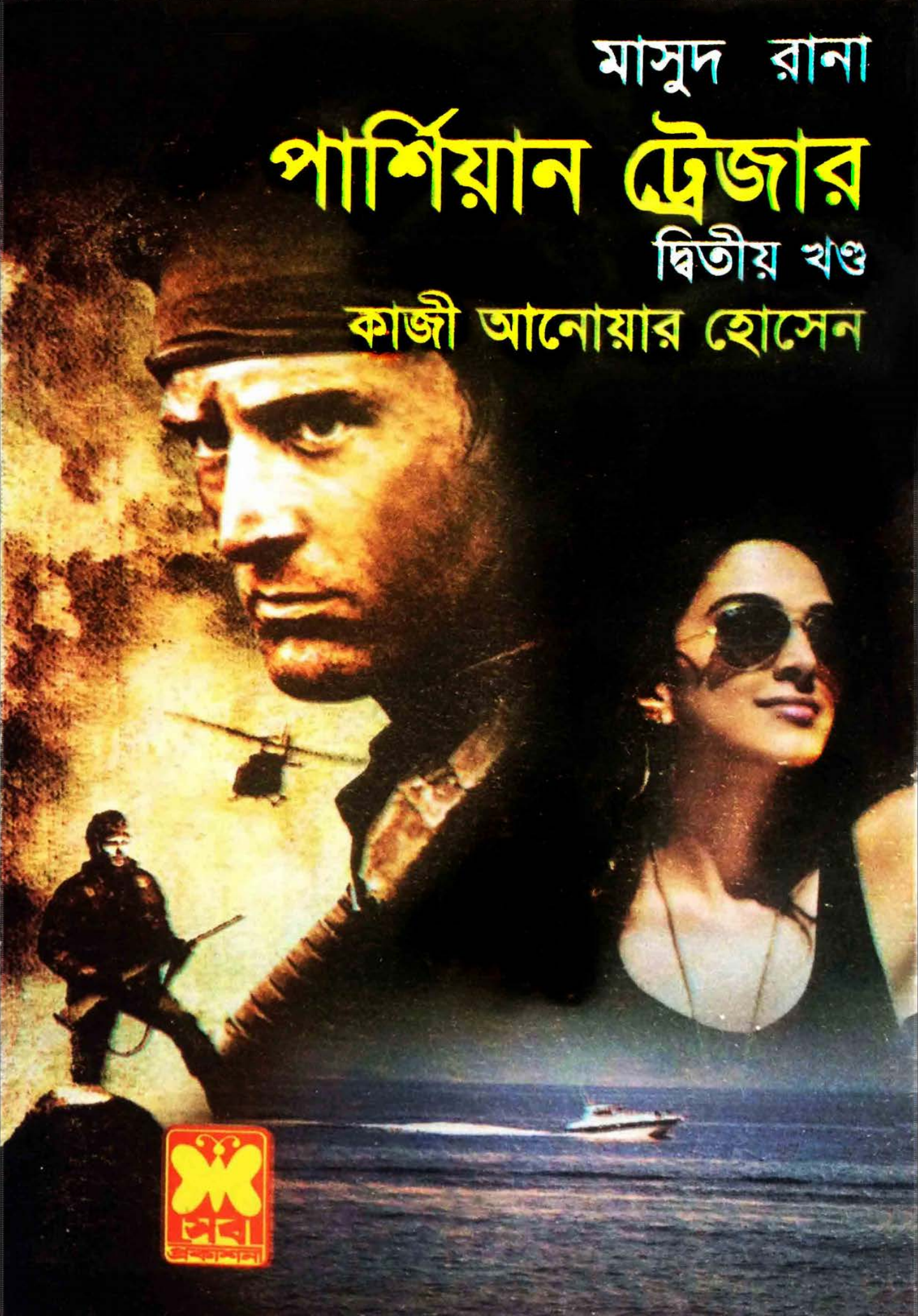

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মেলিখানের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল না রানা-সোহানা।
বরং কোডবুকটা নিয়ে চলে এল নিরাপদে।
এবার রহস্যভেদের পালা।
কিন্তু একটা বোতল সিদোরভের কাছে। কোডটাও।
রানা-সোহানা সিদ্ধান্ত নিল, হানা দেবে সিংহের গুহায়।
কৃষ্ণসাগরের তীরে সুরক্ষিত তার ম্যানসন—
ঝুঁকিটা বোধহয় বেশিই হয়ে গেল।
ট্রেজারম্যাপটা কোত্থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে?
শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি রানার নিয়ন্ত্রণে থাকল না।
পাচার হয়ে গেল গোপন খবর।
কে জানত, রানাকে একহাত দেখে নিতে
অবশেষে স্বয়ং হাজির হয়ে যাবে মাফিয়াসর্দার?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাসুদ রানা ৪৩২

পার্শিয়ান ট্রেজার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

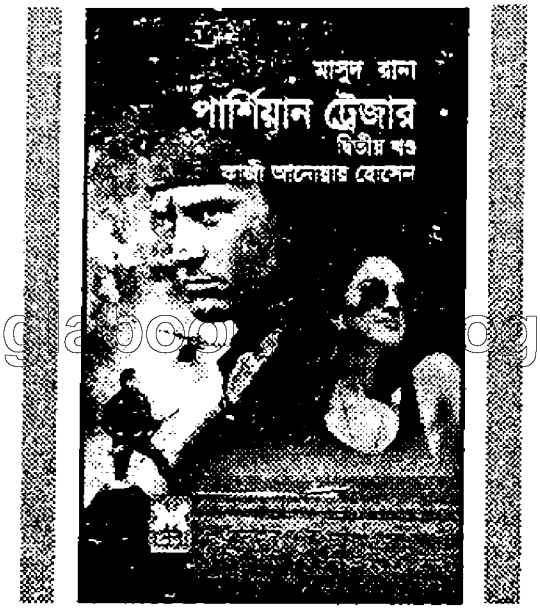

www.banglabookpdf.blogspot.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7432-7

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-432
PERSIAN TREASURE
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক শ' বারো টাকা

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
www.banglabookpdf.blogspot.com
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস *স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা *বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন *প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া *হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা *মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড় *কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ *কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন তেলআবিব*ক্রাইম বস্*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী *বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন *হারানো আটলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান *জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইম্বার*আগুন নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক *ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক *পার্শিয়ান ট্রেজার।

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এক

সোহানার মাথায় রিভলভারটা এমনভাবে ঠেসে ধরেছে লুসিয়ানো যে, দেখে মনে হচ্ছে সোহানার মাথা একটা চুম্বক আর লুসিয়ানোর রিভলভার কালো কোনো লোহার টুকরো।

শিকারের দিকে যেভাবে তাকায় হিংস্র ব্যারাকুডা, রানার দিকে ঠিক সেভাবে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসল লুসিয়ানো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল সাঙ্গপাঙ্গদের কাউকে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল উজ্জ্বল হেডলাইট।

আগেরবার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল রানার, এবার হলো উল্টোটা। হঠাৎ অন্ধকার নেমে এসেছে। চোখ পিটপিট করে সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রানা। ফ্যাকাসে আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে দু'জন লোক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওদের পিছনে বিশাল একটা জিপের কাঠামো টের পাওয়া যায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সোহানা, ঠিক আছো?' শত্রুর মনোযোগ নষ্ট করতে চায় রানা।

'শাট্ আপ!' ধমকে উঠল লুসিয়ানো।

পাত্তা দিল না রানা। 'ঠিক আছো, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল আবারও।

'হ্যাঁ,' সোহানার গলায় ক্লান্তি, 'এখনও।'

হাঁটু সমান উঁচু ঘাস মাড়িয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেলিখান, থামল ফুট দশেক দূরে। ওর ডানে, চেহারা না দেখেও

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
বুঝতে পারছে রানা, সেই গুঁফো। একটা হান্টিং রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে—সিনেমায় যে-রকম দেখা যায় ঠিক সেভাবে। যদিও রানার কাছে মনে হয়েছে প্রভুর পিছন পিছন লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে একটা লোমশ কুকুর। গুঁফোর ভাবখানা হচ্ছে, উনিশ থেকে উনিশ দশমিক এক দেখলেই গুলি করে রানার খুলি উড়াবে। কিন্তু লোকটা কাজের সময় সত্যিই কিছু করতে পারবে কি না সন্দেহ আছে রানার। তবে টের পাচ্ছে, রাইফেলের নলটা ওর বুক বরাবর তাক করা।

'সঙ্গে আর্মস-টার্মস কিছু থেকে থাকলে আগেই দিয়ে দাও, মিস্টার,' গাড়ির কালো ধোঁয়া পরিবেশকে যেমন দূষিত করে, মেলিখানের ইংরেজি উচ্চারণকে সেভাবে নষ্ট করছে কড়া রাশান টান।

'আপনি চাইছেন, না দিয়ে উপায় আছে, স্যর?' কৌতুক করার চেষ্টা করল রানা। হাত বাড়াল প্যান্টের পকেটের দিকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আস্তে, খুব আস্তে,' হুঁশিয়ার করল মেলিখান। 'আমার কিন্তু একটুতেই ভয় পাওয়ার বদঅভ্যাস আছে। আর ভয় পেলেই... কথা শেষ না করে ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে গেল।

'প্যান্ট নষ্ট হয়ে যায় বুঝি?' নড়াচড়া বন্ধ করেছে রানা। 'আগে বলবেন না? আমি বরং হাত তুলে কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। আপনাদের কেউ এসে আমার প্যান্টের পকেট থেকে...'

'মিস্টার রানা, আর্মস, প্লিয,' তামাশা করার মুড নেই মেলিখানের। 'অ্যাণ্ড ভেরি কেয়ারফুলি, ফর ইয়োর ওউন বেনিফিট।'

ল্যুগারটা বের করে নিজের আর মেলিখানের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলল রানা।

এদিক-ওদিক তাকাল মেলিখান। 'ভিনসেঞ্জোকে দেখছি না

www.banglabookpdf.blogspot.com

কেন? ভামটা পালাল নাকি?'

'এখানে এলে তবে না পালাবে,' কেউ কিছু বলার আগেই মিথ্যা বলতে শুরু করল রানা। 'প্রথমে দু'-চারটে চড়থাপ্পড় দিয়েছি। তারপর একটা গাছের সঙ্গে কষে বেঁধেছি। ভাম তো, আমার আদর সহ্য করতে পারল না বেশিক্ষণ। তোমাদের সঙ্গে পিরিতের সম্পর্ক আছে ওর বলে দিল। আর কী? দিলাম মুখের ভিতরে গোঁজ ভরে। দম আটকে এতক্ষণে মরে গেছে কি না কে জানে!'

'যারা গোপন কথা গোপন রাখতে পারে না তাদের পরিণতি খুব খারাপ হয়,' বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ছে মেলিখান। যা-হোক, টোপ ফেলেছিলাম, আমার রুই-কাতল দুটোই ধরা পড়েছে। একটু বুদ্ধি খাটাতে পারলে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কত কমে যায়, দেখলে মিস্টার রানা? বইটা দাও।'

'অবশ্যই। ওটা তোমার হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত আমারও কলিজা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা। লুসিয়ানোকে বলো আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দশ কদম দূরে সরে যেতে।'

'স্ত্রী?' শব্দ করে হাসল মেলিখান। 'আমরা কাঁচা কাজ করি না। কারও বিরুদ্ধে লাগলে খোঁজখবর নিয়েই লাগি। ওই মেয়ে তোমার স্ত্রী না। বলো বান্ধবী। যা-ই হোক, তোমার কোনো চয়েস নেই, মিস্টার। যা বলছি করো। না হলে তিন পর্যন্ত গুনবো। একদিক দিয়ে আমার গোনা শেষ হবে আরেকদিক দিয়ে ট্রিগার টানবে লুসিয়ানো। তোমার বান্ধবীর মগজ এসে পড়বে তোমার পায়ের কাছে। ইচ্ছা করলে তোমাদের দু'জনকেই খুন করে বইটা হাতিয়ে নিতে পারি। বলো, পারি না? কেউ কিছু জানতে পারবে কোনোদিন? ধরো যে-কবর থেকে বইটা বের করেছ সেখানেই ঢুকিয়ে দিলাম তোমাদের দু'জনের লাশ। তা হলে কেমন হয়?'

'খুব খারাপ হয়, স্যর,' মেলিখান আর গুঁফোর উপর থেকে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
চোখ সরিয়ে নিয়েছে রানা। মেলিখানের বাঁ দিকে, ফুট দশেক দূরে নলখাগড়া আর উঁচু ঘাসের জঙ্গলে মাথা তুলেছে একটা ছায়ামূর্তি। এদিক-ওদিক দেখে ঝট করে মাথা নামিয়ে নিল। গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। 'আরেকটা কথা,' বলে চলল রানা, 'গোপন কথা গোপন রাখতে না পারলে পরিণতি যেমন খারাপ হয়, মুখে বলা হলো ভালোমতো খোঁজখবর করা হয়েছে অথচ আসলে তা না করা হলেও কিন্তু...' কথা শেষ করল না রানা।

'মানে?' মেলিখানের ভ্রূ কুঁচকে গেছে, কল্পনার চোখে দেখল রানা। টের পেল অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে লোকটা।

'মানে বইটা আপনার হাতে তুলে দেয়ার পর আমরা দু'জন যে লাশ হয়ে যাবো না তার নিশ্চয়তা কী?'

'পরিণতি নিয়ে...' চটে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মেলিখান। 'কোনো নিশ্চয়তা নেই। আসলে তোমার কোনো উপায় নেই, মিস্টার রানা। যা বলা হচ্ছে তা করতেই হবে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছায়ামূর্তিটা মেলিখানের ফুট তিনেকের মধ্যে এসে থামল, দেখে নিয়ে রানা বলল, 'যা বলা হচ্ছে তা করতে আমি রাজি না।'

'মানে?'

'মানে, আমার হাতে একটা ল্যুগার আছে,' রানা বাদে সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভিনসেঞ্জো, 'এবং সেটা দিয়ে গুলি করে তিন ফুট দূর থেকে কীভাবে খুলি উড়াতে হয় ভালোমতো জানি।'

একচুল নড়ল না মেলিখান। বুঝতে পারছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গুঁফো, স্বাভাবিকভাবেই, রাইফেলের নিশানা রানার উপর থেকে সরিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিল ভিনসেঞ্জোর দিকে, দেখে আরেকবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি, 'খবরদার! গোঁফওয়ালাটা আর এক ইঞ্চি নড়লে তোমাকে ফুটো করে দিতে বাধ্য হবো আমি, মেলিখান!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'থামো!' মেলিখানের আদেশটা গুঁফোর প্রতি।

স্থির হয়ে গেল গুঁফো।

'আচমকা উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত, রানা,' বললেন ভিনসেঞ্জো। 'সারকোফেগাসের ভিতরে ছিলে তুমি, হঠাৎ টের পেলাম কোনো একটা গণ্ডগোল হচ্ছে কবরস্থানের গেটের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হলো।'

'ভালো করেছেন,' মেলিখানের দিকে তাকাল রানা। 'স্যর, গুঁফো বুঝি হাতে সুপার গ্লু লাগিয়ে এসেছে? রাইফেলটা ছাড়তে পারছে না সেই কারণে?'

মেলিখান মাথা ঝাঁকাল। রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল গুঁফো।

লোকটার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেল রানা। নির্দিষ্ট দূরত্বে থেমে দাঁড়াল। ঘাড়টা একবার ডানে আরেকবার বাঁয়ে কাত করে লোকটাকে দেখল বা দেখার ভান করল। তারপর গুঁফো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাঁ পায়ে ভর রেখে ডান পা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে প্রচণ্ড সাইড কিক্ মারল লোকটার বাঁ চোখের উপর। আওয়াজ করার অবকাশও পেল না গুঁফো। কাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেলিখান কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে-সুযোগ পেল না। গুঁফোকে লাথি মেরে পা মাটিতে নামিয়ে এনেই লাফিয়ে আগে বেড়েছে রানা, এবারের লাথিটা মেরেছে মেলিখানের নাকের উপর। হাড় ভাঙার শব্দটা পরিষ্কার শোনা গেল গোটা গোরস্তানে। পড়ে যাচ্ছিল মেলিখানও, খপ করে ওর শার্টের কলার চেপে ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। নিজের ল্যুগারটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে গুঁজল কোমরে। মেলিখানের একটা কান জোরে মুচড়ে দিয়ে সে-কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'স্যর, লুসিয়ানোকে কি বলবেন রিভলভারটা সোহানার হাতে দিয়ে ধেই

www.banglabookpdf.blogspot.com

ধেই করে কিছুক্ষণ নাচতে? কেন যেন ওর নাচ দেখতে ইচ্ছা করছে আমার।'

রাশান ভাষায় জঘন্য একটা গাল দিল মেলিখান। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভাঙা নাকে একটা থাবড়া দিল রানা। কল্পনার চোখে দেখল মেলিখানের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে এসেছে। 'স্যর,' ব্যঙ্গ করে বলল, 'মুখ খারাপ করবেন না, প্লিয। লুসিয়ানোকে যা বলতে বলেছি বলুন। এরপর আর অনুরোধ করব না। কায়দামত মুচড়ে দিয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে দেব আপনার একটা হাত। পৃথিবীসেরা ডাক্তারও ঠিক করতে পারবে না।'

'লুসিয়ানো,' কাঁদকাঁদ গলায় বলে উঠল মেলিখান, 'রিভলভারটা মেয়েটাকে দিয়ে সরে যাও।'

ইটালিয়ানে চিৎকার করে কিছু বলল লুসিয়ানো। ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও রানা অনুমান করল, গাল দিয়েছে।

'লুসিয়ানো!' চেঁচাতে হলো মেলিখানকে, 'যা বলছি করো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সোহানা?' দু'সেকেণ্ড পর জানতে চাইল রানা, 'রিভলভার পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সোহানা।

'লুসিয়ানো কী করে?'

'তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে।'

'থাকুক ওভাবেই। তুমি এদিকে এসো। রাইফেলটা তুলে নাও। তারপর আমার থেকে ডানে সরে গিয়ে একই লাইন-অভ-ফায়ারে কভার দাও গুঁফো আর লুসিয়ানোকে। মেলিখানের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে আমার।'

যা বলা হলো করল সোহানা।

মেলিখানের শার্টের কলার ধরে টেনে ওকে মুখোমুখি দাঁড় করাল রানা। 'চেক করতে পারবো না। অস্ত্রশস্ত্র যা আছে তোমার কাছে ফেলো মাটিতে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

সময় নিয়ে জ্যাকেট খুলল মেলিখান। প্রত্যেকটা পকেট উল্টিয়ে দেখাল। জোরে ঝাঁকি মারল কয়েকবার। তারপর জ্যাকেটটা ফেলে দিল মাটিতে।

'এবার শার্ট।'

দেরি না করে শার্টটাও খুলে ফেলে দিল মেলিখান।

'ভিনসেঞ্জো,' ডাকল রানা, 'ল্যুগারটা দিন আমার হাতে। এগিয়ে এসে চেক করুন মেলিখানকে। যদি একটা পকেটনাইফও পান, শুধু বলবেন আমাকে। মেলিখানের সব ক'টা দাঁত যদি না ভেঙেছি তো...'

ইটালিয়ান ভাষায় আবারও কিছু বলে উঠল লুসিয়ানো চিৎকার করে।

'কী বলল?' ভিনসেঞ্জোর কাছে জানতে চাইল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ভদ্র ভাষায় বলবো, না অভদ্র ভাষায়?' জানতে চাইল ভিনসেঞ্জো।

'ভদ্র।'

'বলল, আমার জন্মের সময় আমার বাবা আর মা'র মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক ছিল না।'

'ওর জন্মের সময় ছিল কি না জিজ্ঞেস করবেন?'

প্রশ্নটা করা গেল না, কারণ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসিয়ানো, 'তোকে খুন করবো আমি, বুড়ো, কসম খেলাম। সেই সঙ্গে তোর বউকেও।'

কোমর থেকে ল্যুগার নিয়ে হাতটা মেলিখানের কাঁধের উপর রাখল রানা, সময় নিয়ে নিশানা করল। তারপর টান দিল ট্রিগারে। লুসিয়ানোর বাঁ কানের লতি ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। আবারও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে হলো লুসিয়ানোকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে ওর, হাত দিয়ে কান চেপে ধরেছে।

'এত সুন্দর নিশানা আমার বাপের জন্মেও দেখিনি,' ভিনসেঞ্জোর গলায় নিখাদ প্রশংসা।

'ভিনসেঞ্জো,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'ওকে বলে দিন আমার বন্ধুদের গায়ে যারা হাত দিতে চায় তাদের হাত ভেঙে দিতে পছন্দ করি আমি। কাজেই সে যেন নিয়ত পরিবর্তন করে।'

কথাটা বলা হলো লুসিয়ানোকে। সে শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না, কারণ সমানে গোঙাচ্ছে।

মেলিখানকে কষে একটা চড় মারল রানা। এত জোরে যে, শব্দ শুনে লুসিয়ানোর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। 'আপনার সঙ্গে কিছু প্রেমালাপ ছিল আমার, স্যর,' বলল রানা।

প্যান্ট থেকে রুমাল বের করে নাকের রক্ত মুছছিল মেলিখান, এবার আরেক হাত দিয়ে চড়-খাওয়া গাল ডলতে শুরু করেছে। 'তুমি "গে" নাকি?' কৌতুক করার চেষ্টা করল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'গে হলে আপনার গালে চড় না দিয়ে চুমু দিতাম। এবার আমার কথাগুলো শোনো মনোযোগ দিয়ে। তোমার ঘাড়ের ঠিক পিছনে ল্যুগার চেপে ধরে রাখবো আমি। তুমি প্রথমে নিজের, তারপর তোমার দুই চামচার সব কাপড় খুলে নেবে। কাপড়গুলো একসঙ্গে করে আগুন লাগিয়ে ছাই করা হবে। বোঝা গেছে?'

বিড়বিড় করে কিছু বলল মেলিখান, পরিষ্কার হলো না রানার কাছে। লোকটার ঘাড়ের পিছনে ল্যুগারের নল ঠেকাল ও। 'নিশ্চয়ই চাও না তোমার রক্তে হাত নোংরা হোক আমার?'

'এসব করে পার পাবে না, মিস্টার রানা,' প্যান্ট খুলতে খুলতে বলল মেলিখান। 'পালিয়ে কতদূর যাবে? এই দ্বীপ থেকে বেরই হতে পারবে না।'

'সেটা দেখব।'

অস্ত্রের মুখে উলঙ্গ করা হলো মেলিখান আর তার দুই

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সঙ্গীকে। সবার কাপড় একসঙ্গে করে আগুন লাগিয়ে ছাই করলেন ভিনসেঞ্জো।

এরপর রানা মারল ওদেরকে—প্রথমে লুসিয়ানো, তারপর মেলিখান, সবশেষে গুঁফোকে। মাপা মার, প্রতিটা আঘাত নির্দিষ্ট নার্ভ সেন্টারে, দুর্বল জায়গায়। রানা বারকয়েক হাত-পা চালাতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ওরা।

'আমরা কি এদেরকে এভাবেই ফেলে রেখে চলে যাবো?' রানার "কাজ" শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন ভিনসেঞ্জো।

'হ্যাঁ, কেন? আপনারও কি খানিক হাতের সুখ মেটানোর ইচ্ছা আছে?'

'না। তবে লুসিয়ানোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। ওকে ফেলে রেখে গেলে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সবার আগে আমার পেছনে লাগবে।'

'ঠিক আছে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ওর কোমরে হ্যাণ্ডকাফ আছে। খুলে পিছমোড়া করে আটকে দিন ওর দু'হাত। তারপর চলুন আপনি আর আমি মিলে ধরাধরি করে ওর অজ্ঞান দেহটা তুলে নিই আমাদের গাড়িতে। যাওয়ার আগে ওদের গাড়ির সবগুলো চাকা ফাঁসিয়ে দিয়ে যাব। যে-মার খেয়েছে, ঘণ্টা দু'-একের আগে জ্ঞান ফেরার কথা না। তারপরও সাবধানতা আর কী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন ভিনসেঞ্জো।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

দুই

হোটেল শেরাটন, মার্সেই, ফ্রান্স।

রানার স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে অপিকে কল করে সেটটা কানে ঠেকাল সোহানা। মনে হয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল অপি। কারণ একবার রিং হতেই শোনা গেল ওর কণ্ঠ, 'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই?'

'সব ঠিক,' বলে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল সোহানা, জুতা খুলতে শুরু করেছে। 'এবার বলো তো আমাদেরকে মার্সেই-এ আসতে বললে কেন?'

অজ্ঞান মেলিখান আর গুঁফোকে কবরস্থানে ফেলে রেখে ভিনসেঞ্জোর সঙ্গে লুসিয়ানোর ভারী শরীরটা ধরাধরি করে ল্যান্সিয়ায় ওঠায় রানা। তারপর যত জোরে সম্ভব গাড়ি চালিয়ে হাজির হয় ফ্যালকোনাইয়ায়। রানার স্যাটেলাইট ফোনটা কাজে লাগিয়ে নিজের ভাই-বেরাদরকে ঘটনা সংক্ষেপে জানান ভিনসেঞ্জো। তাঁরা যে ফ্যালকোনাইয়ায় যাচ্ছেন, সে-কথাও জানিয়ে দেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাত্র কয়েক শ' লোকের বাস ফ্যালকোনাইয়া গ্রামে। ইংরেজি "ভি" এর মতো দেখতে ছোট একটা উপসাগরের একপ্রান্তে অবস্থিত গ্রামটা। রানারা সেখানে গিয়ে দেখে, ভিনসেঞ্জোর ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন চেহারায় অপেক্ষা করছেন তাঁর স্ত্রী। স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা, আর ভিনসেঞ্জোর

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভাইয়েরা লুসিয়ানোকে আরও ভালোমতো বেঁধে নিয়ে ঢোকায় একটা গ্যারেজে।

ভিনসেঞ্জোর চাচীর বাসায় ঠাঁই হয় রানা-সোহানার। তিনি দেরি না করে দু'জনকে নিয়ে যান রান্নাঘরে, বসিয়ে দেন খাবার টেবিলে। বেশি করে পিঁয়াজ, জলপাই আর সস দিয়ে বানানো পাস্তা খেতে দেন ওদের দু'জনকে। চারদিক সামলিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা পর হাজির হন ভিনসেঞ্জো।

'আপনাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছি আমরা,' আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে বলে রানা।

'বাজে কথা,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে রানার কথাটা উড়িয়ে দেন ভিনসেঞ্জো, 'আপনি বরং আমার সম্মান পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছেন আমাকে। আজ যা ঘটল, আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন এবং জানতে পারতেন, তা হলে গর্ব করতেন আমাকে নিয়ে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা জানাল সোহানা।

'লুসিয়ানোর ব্যাপারে কী করবেন?' জানতে চাইল রানা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকান ভিনসেঞ্জো। 'এখনই বলতে পারছি না। কয়েক জায়গায় ফোন করতে হবে। চেষ্টা করবো শয়তানটাকে মেইনল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার। সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে খাতির আছে আমাদের। চেষ্টা করবো ওদেরকে দিয়ে কিছু একটা করাতে। লুসিয়ানোর বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। এর আগেও ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো লোক না থাকায় সুবিধা করতে পারিনি। এবার যখন নাগালে পাওয়া গেছে তখন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমরা ভালো আছি, ভালো থাকবো। কর্সিকান মাফিয়া যত শক্তিশালীই হোক, ফ্যালকোনাইয়ায় কিছু করতে পারবে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com
গ্রামের মানুষ শহরের মানুষদের মতো স্বার্থপর হয় না। বাইরের কেউ এসে এখানে হাঙ্গামা করতে চাইলে সবাই মিলে ঠেকাবে। ...খাওয়া শেষ করুন, আপনাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপ থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

ওই কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে ভিনসেঞ্জোর এক চাচাতো ভাই। ভদ্রলোকের চার্টার ফিশিং বোট আছে; লুসিয়ানো কিংবা মেলিখানের লোকেরা রানা-সোহানার খোঁজে এলবা তন্নতন্ন করতে পারে আন্দাজ করে ওদের দু'জনকে জেলের পোশাক পরিয়ে নিজের নৌকায় তোলেন তিনি। প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে, সারাদিন সাগরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যা নাগাদ নৌকা ভেড়ান ইটালির মেইনল্যাণ্ডে—দিনে যা মাছ ধরেন, সন্ধ্যার বাজারে সেগুলো বিক্রি করেন সেখানে।

রানা-সোহানা আলাদা হয়ে যায় তখন। রানা মাছ-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আর সোহানা সাধারণ ইউরোপিয়ান পর্যটক হিসেবে দুটো আলাদা হোটেলে গিয়ে ওঠে রাত কাটানোর জন্য। রানার স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ থাকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে চটপট শাওয়ার সেরে নেয় রানা। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে লোরনের কোডবুকের বিশেষ সেই সংকেতটার কয়েকটা ছবি তোলে। তারপর সেগুলো ল্যাপটপে নিয়ে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেয় অপির কাছে। কাজ শেষে ডিনারের জন্য নামে নীচে, হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢোকে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে চারদিকে। এরপর বাজার এলাকায় ঘুরে বেড়ায় কিছুক্ষণ, কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পায় না। এ-সময়ে ভুলেও যোগাযোগ করে না সোহানার সঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় পেয়ে যায় ডি.এইচ.এল.-এর একটা শাখা অফিস। কী মনে করে লোরনের কোডবুকটা অপির

www.banglabookpdf.blogspot.com
নামে পাঠিয়ে দেয়। পরে রাত করে হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকে। স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে বিছানায় যায়।

'এই রহস্যের কারণ কী?' আবারও অপিকে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'ইটালি থেকে কি সরাসরি আমেরিকায় ফিরতে পারতাম না আমরা?' ওর পাশে বসে পড়েছে রানা, ফোনের স্পিকার মোড চালু করে দিল সোহানা।

'পারতেন,' সাফাই গাওয়ার সুরে বলল অপি, 'কিন্তু আমার মনে হয় তারপর আবারও মার্সেই-এর দিকেই ছুটতে হতো আপনাদেরকে।'

'মানে?'

'মাইকেল সেবাস্টিয়ানের কথা খেয়াল আছে, ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেনের ক্যাপ্টেন? তাঁকে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'সেবাস্টিয়ানকে!' আশ্চর্য হয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে তুমি বলতে চাইছ...'

www.banglabookpdf.blogspot.com
'হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি এখনও বেঁচে আছেন তিনি। এবং খবরটা জানার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। শেষপর্যন্ত কী জানতে পেরেছি জানেন? ম্যাক্সিমিলান যখন ধরা পড়ে তখন সেখানে ছিলেন তিনি। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর পাঠিয়ে দেয়া হয় জার্মানিতে, ঘুরপথে। কথা ছিল মার্সেই হয়ে দেশে ফেরত যাবেন তিনি। কিন্তু নৌকা থেকে নামার পর যে-কোনো কারণেই হোক দেশের ট্রেন ধরেননি বা ধরতে পারেননি সেবাস্টিয়ান। রয়ে যান মার্সেইতেই। আজও সেখানেই আছেন, এক নাতনীর সঙ্গে। তাঁদের ঠিকানা যোগাড় করে ফেলেছি আমি...'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকল রানা-সোহানা। ক্যাফেটা মুখ করে আছে বন্দরের দিকে। সাগরের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুনীল পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন আকার-আকৃতির সেইলবোট। বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে ওঠানামা করছে রঙবেরঙের পালগুলো। সকালের তেজি রোদ সাগরের পানিতে প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে দর্শকের চোখে। বন্দরের প্রবেশমুখে, উত্তর আর দক্ষিণ তটরেখার কাছে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুটো দুর্গ। এগুলো ছাড়িয়ে খানিকটা পশ্চিমে তাকালে চোখে পড়ে একসারি পাহাড়। সেখানে গাছপালার আড়ালে দূর থেকে একটা ধর্মাশ্রম আর দুটো গির্জা দেখা যায় কি যায় না। প্রতি বছর মে মাসে পশ্চিম আর পুব ইয়োরোপ থেকে জড়ো হয় হাজার বিশেক জিপসি, তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী উৎসব করে এখানে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা। মাইকেল সেবাস্টিয়ানের ঠিকানাটা জানাল ড্রাইভারকে। চলতে শুরু করল ট্যাক্সি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, থাকার জন্য খুব সস্তা একটা এলাকা বেছে নিয়েছেন সেবাস্টিয়ান। সাধারণত নিম্ন-আয়ের মজুররা থাকে সেখানে। ওখানকার বেশিরভাগ বাড়িই মধ্যযুগের কাছাকাছি সময়ে বানানো। কোনো কোনোটা ভেঙে পড়তে চাইছে। ঘিঞ্জি একটা এলাকা, বাড়িগুলো গায়ে গায়ে একটা আরেকটার সঙ্গে লাগানো, ইচ্ছা করলে এক বাড়ির ছাদ টপকে আরেক বাড়িতে যাওয়া যায়। গলিগুলো সরু সরু, ট্যাক্সিওয়ালা আগেই জানিয়ে দিল সে-সব গলিতে ঢুকতে রাজি না সে। মাথা ঝাঁকিয়ে রানাও জানিয়ে দিল সমস্যা নেই, পথ চিনে নিতে পারবে ও।

সেবাস্টিয়ানের বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না। মাখনরঙা একটা দোতলা বাসায় থাকেন সাবেক ক্রিগ্‌স্‌মেরিন সেনা। টাউন হল আর বহু পুরনো একটা গির্জার মাঝখানে পড়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনেকটা স্যাণ্ডউইচের মতো অবস্থা হয়েছে বাড়িটার। দরজায় টোকা দিতে গিয়ে রানার সন্দেহ হলো সবুজরঙা ঘুণেধরা পাতলা কাঠের দরজাটা ওর করাঘাতে ভেঙে পড়বে কি না!

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের এক স্বর্ণকেশী মেয়ে খুলে দিল দরজাটা। ওকে ফরাসি ভাষায় গুড মর্নিং জানিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, ইংরেজি বোঝে কি না সে। জবাবে মেয়েটা বলল, বোঝে।

নিজের আর সোহানার পরিচয় দিয়ে রানা বলল, 'মিস্টার সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমরা। তিনি বাসায় আছেন?'

'জী, আছেন,' কেন যেন সরু চোখে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি কি জানতে পারি কেন দেখা করতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে?'

ব্যাপারটা নিয়ে এখানে আসার আগে কথা বলেছে রানা-সোহানা। সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেবাস্টিয়ান অথবা তাঁর পক্ষে কেউ যদি ওদের আগমনের কারণ জানতে চায় তা হলে সত্যি কথাটাই বলবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেন আর ম্যাক্সিমিলানের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমরা,' বলল রানা।

শুনে ঘাড় খানিকটা কাত করল স্বর্ণকেশী, চোখ দুটো আরও সরু হয়েছে। এই মেয়ে যদি সেবাস্টিয়ানের নাতনী হয়ে থাকে তা হলে বোঝাই যাচ্ছে একে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অনেক কথা বলেছেন সেবাস্টিয়ান।

'একটু দাঁড়ান,' রানার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলল মেয়েটা, 'আসছি আমি।' ঘুরে হাঁটা ধরল, কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা।

মিনিটখানেক পর ঘরের ভিতর থেকে চাপা গলার কথাবার্তার

www.banglabookpdf.blogspot.com
আওয়াজ পাওয়া গেল। খানিক বাদে হাজির হলো মেয়েটি, চেহারায় কৌতূহলের ছাপ। 'প্লিয, ভিতরে আসুন,' কণ্ঠে আমন্ত্রণ। 'আমার নাম মনিকা।'

বাসার প্রথম ঘরটাতে সে-ই থাকে সম্ভবত, মেয়েদের জামাকাপড় দেখে তা-ই মনে হয়; ওর পিছু পিছু দ্বিতীয় ঘরটায় হাজির হলো রানা-সোহানা। ভিতরে এককোনায় একটা রকিং চেয়ারে বসে আছেন সেবাস্টিয়ান। সামনে একটা উঁচু টেবিলের উপর অনেক আগের আমলের একটা টেলিভিশন, মিউট-করা। আবহাওয়ার খবর হচ্ছে।

সেবাস্টিয়ানের পরনে ধূসর একটা কার্ডিগান। গলার বোতামটা পর্যন্ত আটকিয়ে রেখেছেন এই গরমেও। কোলের উপর বিছিয়ে রেখেছেন একটা কম্বল। সুঁই-সুতোর সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর হলুদ-নীল ছোট ছোট হীরা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেটাতে। সেবাস্টিয়ানের চাঁদিতে একটা চুলও নেই। ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে চেহারা। থুতনির নীচটা ঝুলে পড়েছে বিশ্রী ভঙ্গিতে। নিষ্পলক এক জোড়া নীল চোখে কাঁচের মতো স্বচ্ছ প্রাণহীন দৃষ্টি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'গুড মর্নিং,' রানা-সোহানাকে খানিকটা চমকে দিয়ে ভরাট গলায় বলে উঠলেন তিনি, বোঝা গেল শরীরে জোর না থাকলেও কণ্ঠ এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী তাঁর। কাঁপা কাঁপা হাত তুলে কাছেই-রাখা ফোম-বের-হওয়া একটা চামড়ার কাউচ দেখিয়ে দিলেন। 'বসুন, প্লিয। কফি খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ,' এগিয়ে গিয়ে বসতে বসতে বলল সোহানা।

'মনিকা বলল আপনারা নাকি সাইলাকে খুঁজে পেয়েছেন?' বললেন সেবাস্টিয়ান।

'সাইলা?' বুঝতে পারল না রানা।

'সেভেন্টি সেভেনকে আদর করে ওই নামে ডাকি আমি। ওটা

www.banglabookpdf.blogspot.com
আসলে আমার স্ত্রীর ডাকনাম। মিত্রবাহিনী ব্রেমের্হেভেনে ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু করলে মারা পড়ে সে। রাম কে'র গুহায় সাবমেরিনটা পেয়েছেন আপনারা, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'সামুদ্রিক গবেষণার কাজে গিয়েছিলাম ওখানে। কৌতূহল হওয়ায় ঢুকে পড়ি একটা গুহায়। রহস্যময় কিছু টানেল চোখে পড়ে তখন। একটা টানেলের ভিতর দেখতে পাই সাবমেরিনটাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে-রকম ছিল, এখনও সে-রকম আছে।'

'ওটা কি এখনও ওখানেই আছে?'

হাসল রানা। 'না। একটা ঝামেলা হয়েছিল। আমরা তখন ওটাকে ভেলার মতো কাজে লাগিয়ে বের হয়ে আসি ওই টানেল থেকে।'

'ভেলার মতো কাজে লাগিয়ে মানে?'

'হঠাৎ করেই ধসে পড়ে মেইন এন্ট্রেন্স। ভিতরে আটকা পড়ে যাই আমরা। আমাদের নৌকা তখন বাইরে। টানেলের ভিতর শক্তিশালী স্রোত প্রবাহিত হয়, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার। কাজেই সাঁতার কেটে বের হয়ে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জন্য। তখন সাবমেরিনটা কাজে লাগাতে বাধ্য হই। আরেকটা টানেল ধরে এবং সম্ভবত অন্য কোনো গুহার ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রাণের ছোঁয়া লাগল সেবাস্টিয়ানের দু'চোখে। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। 'এ-রকম তাজ্জব কথা শুনিনি অনেকদিন। তারপরও ভালো লাগছে, অন্তত দু'জন মানুষের জান বাঁচানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে আমার সাইলা।'

'আপনি যদি চান তা হলে...'

'তা হলে?'

'সাবমেরিনটাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পারি।'

মাথা নাড়লেন সেবাস্টিয়ান। 'যতটুকু করেছেন তা-ই বেশি। আমার কাছে আনার দরকার নেই। কী করবো ওটা দিয়ে? রাখবো কোথায়? তা ছাড়া ওটা দেখলেই মনে পড়ে যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের কথা, আমার মৃত স্ত্রীর কথা। সময় ফুরিয়ে এসেছে আমার, এখন আর আবেগাক্রান্ত হতে চাই না।' চোখ চিকচিক করছে তাঁর, বার কয়েক পিটপিট করলেন তিনি। 'কেন যেন মনে হচ্ছে শুধু সাবমেরিন-উদ্ধারের খবর দেয়ার জন্য এতদূর আসেননি আপনারা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক বলেছেন। আমরা ইউ.এম. থার্টি ফোরও উদ্ধার করেছি।'

আগ্রহ দেখা গেল সেবাস্টিয়ানের চোখেমুখে। সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'এগন বল্ডেউইনকেও পেয়েছেন নাকি?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রকিংচেয়ারে হেলান দিলেন সেবাস্টিয়ান। খোলা জানালা দিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। উদাস হয়ে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর একসময় মৃদু গলায় বললেন, 'এগন আমার ভালো বন্ধু ছিল। সেই যে আলাদা হলাম, তারপর এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছি জানার জন্য কী হয়েছে আমার বন্ধুর। আজ জানতে পারলাম। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ।'

'আমরা আসলে আপনার কাছে এসেছি মদের বোতলগুলোর ব্যাপারে জানতে,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল সোহানা।

'মদের বোতল?' ভ্রূ কোঁচকালেন সেবাস্টিয়ান। 'ও, বুঝতে পেরেছি। সাবমেরিনের মদের-বোতলগুলোর কথা বলছেন? ওগুলো আসলে সেলিব্রেট করার জন্য রেখেছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম সফলভাবে শেষ করতে পারবো আমাদের মিশন,

www.banglabookpdf.blogspot.com
তারপর...। বোতলগুলো অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে?'

'একটা পাওয়া গেছে থার্টি ফোরে,' জবাব দিল সোহানা। 'আর একটা সাইলাতে।'

'আর তিন নম্বর বোতলটা? ওটার কী হলো? যতদূর মনে পড়ে বোতল ছিল তিনটা। এগনের মিশন ছিল বেশি কঠিন, তাই ওকে দুটো বোতল দিয়েছিলাম আমি।'

'থার্টি ফোরটাকে যে-জায়গায় পাওয়া গেছে তার কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া গেছে তিন নম্বর বোতলটার ভাঙা একটা অংশ। ওটা সাবমেরিন থেকে বাইরে এল কী করে বলতে পারবো না।'

'যুদ্ধের ফলাফল,' হাত নেড়ে মন্তব্য করলেন সেবাস্টিয়ান।

'আপনাদের মিশনের ব্যাপারে কিছু বলবেন?' প্রশ্ন করল রানা। 'আপনি আর এগন মিলে কী করার চেষ্টা করছিলেন আসলে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com
আবারও ভ্রূ কুঁচকে গেল সেবাস্টিয়ানের, আবারও খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। কিছুক্ষণ পর, শোনা যায় কি যায় না এ-রকম গলায় বলতে লাগলেন, 'এখন আর এসব বলে লাভ কী? তারপরও, সোজা কথায় যদি বলি, স্রেফ পাগলামি করছিলাম আমরা। পরিকল্পনাটা ছিল স্বয়ং হিটলারের। কম সময়ে বেশি ফল লাভের আশায় কতগুলো মিনিসাব বানানোর আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। আর ওগুলো চালানোর জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল আমাদের মতো...। কথা ছিল চিযাপিক উপসাগর ধরে এগিয়ে যাবে এগন, তারপর হামলা করবে নরফোকের নেভি বেসে। একইসঙ্গে আমি গিয়ে আক্রমণ চালাবো চার্লসটনের অ্যামুনিশন ডিপোতে। কিন্তু সাইলার কলকব্জায় কিছু গণ্ডগোল দেখা দেয়। তাই দেরি করতে বাধ্য হই। সারাই করার জন্য রাম কে-তে যাই আমি। আমাকে তখন ডেকে পাঠানো হয়

www.banglabookpdf.blogspot.com
ব্রেমের্হেভেনে। বাকিটা বোধহয় জানা আছে আপনাদের, নাকি?'

'রাম কে-তে কী ধরনের রিফিটিং-এর জন্য থামেন আপনারা?'

'আমরা আসলে চেষ্টা করছিলাম সাবমেরিনগুলোতে বড় আকারের ব্যাটারি বসাতে যাতে বেশি দূর যাওয়া যায়। আরেকটা বোকামি আর কী। শেষেরদিকে আমরা দু'জনই বুঝতে পারছিলাম আসলে যা করতে যাচ্ছি তা আত্মহত্যার নামান্তর।'

'তা হলে কাজটা করতে গেলেন কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন সেবাস্টিয়ান। 'ডিউটি বলতে পারেন। আবার কমবয়সের অবিচক্ষণতাও বলা যায়। হিটলার কিংবা তাঁর সহচরদের কাউকেই পছন্দ করতাম না আমি বা এগন। কিন্তু দেশটা ছিল আমাদের। ভেবেছিলাম যা করছি তা দেশের জন্যই করছি।'

'বোতলগুলোর ব্যাপারে কিছু বলুন,' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায় সোহানা। 'কোত্থেকে পেলেন ওগুলো?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তার আগে একটা কথা বলুন তো। বোতলগুলোর ব্যাপারে আপনাদের কৌতূহলের কারণ কী?'

'আমরা আসলে অ্যান্টিক কালেক্টর। এটা আমাদের নেশা, পেশা। প্রথম বোতলটা যেদিন দেখেছি সেদিনই বুঝেছি ওগুলো অনেক পুরনো আর দুষ্প্রাপ্য।'

আরও একবার নিঃশব্দে হাসলেন সেবাস্টিয়ান। 'বোতলগুলো কোত্থেকে এসেছে সে-ব্যাপারে আমি নিজেও নিশ্চিত না। ব্রেমের্হেভেন ছেড়ে রওনা দেয়ার আগে আমার ভাই হুবার ওগুলো দিয়েছিল আমাকে। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল, ওগুলো নাকি সে খুঁজে পেয়েছে।'

'কোথায়?'

'মনে পড়ছে না...দাঁড়ান চিন্তা করে দেখি,' কিছুক্ষণ কপাল

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
চুলকালেন সেবাস্টিয়ান। 'বয়স হয়েছে, আগেরদিনের সব কথা ঠিকমতো মনে করতে পারি না। কী যেন বলেছিল হুবার...কোনো দুর্গের কথা...'

'দুর্গ?' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা। 'কোন্ দেশের?'

'ফ্রান্সেরই তো মনে হয়। কী যেন উপসাগরটার নাম... ধেৎ! কিছুই মনে করতে পারছি না। একটা দ্বীপ আছে সেখানে। দাঁড়ান, দাঁড়ান! বিখ্যাত একটা উপন্যাসে ওই দুর্গের নাম বলা হয়েছে। লেখকের নাম দ্যুমা, বইয়ের নাম কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো।'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'শ্যাতো দ'ইফ?'

'হ্যাঁ!' খুশিতে চুটকি বাজালেন সেবাস্টিয়ান। 'শ্যাতো দ'ইফেই ওগুলো খুঁজে পেয়েছিল হুবার।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিন

সেবাস্টিয়ানের বাসা থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিল রানা-সোহানা। হাজির হলো সমুদ্রের দিকে মুখ করে থাকা শহর ম্যালমস্ক-এ। এখান থেকে শ্যাতো দ'ইফ কাছে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়ার পর শহরের প্রান্তভাগে, সাগরের কিনার ঘেঁষে বানানো একটা নিরিবিলি ক্যাফেতে গিয়ে বসল। মাথার উপরের বিশাল আকৃতির ছাতা ঠেকিয়ে দিচ্ছে মাঝ-দুপুরের কড়া রোদ। দুটো

www.banglabookpdf.blogspot.com
এসপ্রেসো কফির অর্ডার দিল রানা।

'আমার সন্দেহ আছে শ্যাতোর স্টাফরা ভিতরের কোনাকাঞ্চি আমাদেরকে দেখতে দেবে কি না,' এতক্ষণ চুপ করে থেকে একদৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে ছিল সোহানা, কফি আসার পর ধূমায়িত কাপে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বলল কথাটা।

রানা তাকিয়ে ছিল দ'ইফের দিকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল। বলল, 'দেখতে না দেয়ারই কথা। তা ছাড়া দেখতে দিলেও কোনো লাভ হতো বলে মনে হয় না। কী খুঁজতে হবে জানি না আমরা। এত বড় দুর্গের কোথায় খুঁজবো তা-ও জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল। 'যদি কিছু খুঁজে পাইও, চিনতে পারবো কি না তাতেও সন্দেহ আছে,' আবারও তাকাল দ'ইফের দিকে।

তীর থেকে বড়জোর দু'মাইল দূরে হবে দুর্গটা। ফিকে হয়ে গিয়ে গিরিমাটির মতো রঙ পেয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একগাদা পাথর স্তূপাকারে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার সামনে পাহাড়ের ঢালু কিনারা, চারপাশে উঁচু সীমানাপ্রাচীর, কোনো কোনো জায়গায় পাথরের খিলান।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এখানে আসার সময় ট্যুরিস্ট অফিস থেকে যে ব্রোশিয়ারটা কিনলে,' ইঙ্গিতে রানার হাতের পুস্তিকাটা দেখাল সোহানা, 'ট্যাক্সিতে মনোযোগ দিয়ে পড়লে। কী জানতে পারলে?'

নড়েচড়ে বসল রানা। 'পুরোটা পড়তে পারিনি। আর যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে কাজের কথার চেয়ে গল্পই বেশি। তারপরও বলছি। শ্যাতো দ'ইফ গড়া হয়েছে একটা দ্বীপের উপর। দ্বীপটা আয়তনে সাত একরের কিছু বেশি। সে-তুলনায় দুর্গটাকে বেশ ছোট বলা যায়। বর্গাকৃতির। মূল ভবনটা তিন তলা। দৈর্ঘ্যে চারদিকে কমবেশি আটাশ মিটারের মতো। ওটার তিন দিকে অনেকগুলো দুর্গকূট আছে। কামান থেকে যাতে গোলা ছোঁড়া যায় সেজন্য সারি সারি ফোকরও আছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বানিয়েছিল কারা? কেন?'

ব্রোশিয়ারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'বানানো হয়েছিল রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের আদেশে,' পুস্তিকাটার গায়ে টোকা দিল, 'নির্মাণসাল লেখা আছে পনেরো শ' চব্বিশ থেকে পনেরো শ' একত্রিশ। পনেরো শ' ষোলো সালে দ্বীপটা দেখতে যান রাজা। ঘুরেফিরে বুঝতে পারেন, ওটা এমন এক জায়গায় অবস্থিত যে, কারও যদি সমুদ্র দিয়ে এসে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা থাকে বন্দরনগরীতে আর ওই দ্বীপে যদি কোনো দুর্গ থাকে, অনায়াসে ঠেকিয়ে দেয়া যাবে হামলাকারীদেরকে। কিন্তু পরে এক সামরিক ইঞ্জিনিয়ার দুর্গটার বিভিন্ন দুর্বলতার কথা ফাঁস করে দেন। তখন সামরিক দিক দিয়ে ওটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পরিণত হয় ফ্রান্সের রাজনৈতিক আর ধর্মীয় শত্রুদের কারাগারে। অনেকটা স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর আলকাতরাযের মতো।'

'কিন্তু জেলখানা বানানোর দরকারটা কী ছিল?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কর্তৃপক্ষ হয়তো দ'ইফকেই উপযুক্ত মনে করেছিল। যথাযথ কারণও আছে অবশ্য। প্রথম কথা দ্বীপটা বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, এর পাশ দিয়ে সবসময় বয়ে চলে তীব্র স্রোত। কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে কোনো কয়েদি যদি বের হয়ে দেয়াল টপকে দ'ইফের বাইরে আসেও, যা এককথায় অসম্ভব, পানিতে নামলে স্রেফ মরতে হবে বেচারাকে। কাজেই দ'ইফ এস্কেপপ্রুফ।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আর কিছু?'

'পয়সাওয়ালা কয়েদিরা ইচ্ছা করলে তৃতীয় তলায় ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠ নিতে পারত। সেখানে মোটা শিক-লাগানো জানালা আছে, সাগর দেখা যায়। এমনকী কোনো কোনোটাতে ফায়ারপ্লেসও আছে। যাদের সামর্থ্য নেই তাদের ঠাঁই হতো বেইযমেন্ট ডানজনে,' থেমে দম নিল রানা, আরেকবার চোখ বুলাল ব্রোশিয়ারে। 'ভূগর্ভ-কারাগারেরও ব্যবস্থা ছিল দ'ইফে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ডানজনের মেঝে কেটে গর্ত করা হতো। উপরে বসিয়ে দেয়া হতো একটা দরজা। ব্যস, হয়ে গেল ভূগর্ভস্থ কারাগার। ওখানে কাউকে একবার ঢোকানো হলে ধরে নেয়া হতো মরার আগে বের হওয়ার সম্ভবনা নেই লোকটার।'

স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল। অপি। রিসিভ বাটনে চাপ দিল রানা।

'মাসুদ ভাই, কিছু তথ্য যোগাড় করতে পেরেছি।'

'বলে ফেলো,' স্পিকার মোড চালু করল রানা।

'বোতলের গায়ে যে-সংকেত ছিল তার প্রথম দু'লাইনের মানে বের করতে পেরেছি। অন্য লাইনগুলোর মানে বের করতে সময় লাগবে। আমার মনে হয় আমরা কোনো একটা সূত্র মিস করছি।'

'ওই দু'লাইন থেকে কী জানতে পারলে?'

'যা জানতে পেরেছি তার মানে বুঝতে পারছি না।'

'মানে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'মানে আমার মনে হয় কোনো ধাঁধা দেয়া হয়েছে: ফলি অভ ক্যাপেটিয়ান, সেবাস্টিয়ান'স রেভেলেশন/আ সিটি আণ্ডার ক্যানন/ফ্রম দ্য থার্ড রেল্‌ম অভ দ্য ফরগটেন আ সাইন দ্যাট ইটার্নাল শিওল উইল ফেইল।'

শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা। আর রানা তাকাল ব্রোশিয়ারটার দিকে, কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'শ্যাতো দ'ইফ।'

'মানে?' রানার মন্তব্য বুঝতে পারেনি অপি।

সেবাস্টিয়ানের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছে সংক্ষেপে অপিকে বলল রানা। তারপর বলল, 'দ'ইফের বোতলগুলো পেয়েছে সেবাস্টিয়ানের ভাই। যে বংশে রাজা প্রথম ফ্রান্সিস জন্মেছেন সে বংশের নাম ক্যাপেটিয়ান। শ্যাতো দ'ইফ বানানোর আদেশ দিয়েছিলেন তিনিই। দুর্গটার দুর্বলতার কথা ফাঁস করে

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেয় যে-সামরিক ইঞ্জিনিয়ার, তার নামের প্রথম অংশ সেবাস্টিয়ান। সিটি আণ্ডার ক্যানন বলতে এখন যে-শহরে আছি আমরা সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। দ'ইফে যারা কামান বসিয়েছিলেন তাঁদের মাথায় কী ছিল আল্লা জানে, বেশিরভাগ কামান সাগরের দিকে তাক না করে শহরের দিকে তাক করে রেখেছিল। শত্রু হামলা করলে কামান দাগবে কীভাবে সে-কথা ভাবেনি একবারও। এজন্যই ম্যালমস্ককে বলা হচ্ছে সিটি আণ্ডার ক্যানন।'

'মাসুদ ভাই, আপনি একটা জিনিয়াস!' অপির গলায় নিখাদ প্রশংসা।

মুচকি হাসল রানা। 'এখানে আসার আগে একটা ব্রোশিয়ার কিনেছি, তাতে অনেক কথাই লেখা আছে শ্যাতো দ'ইফের ব্যাপারে। পড়লে, আমি যা যা বলছি, তা বলতে পারবে যে-কেউ। এবার এসো শিওলের প্রসঙ্গে। এটা ব্রোশিয়ারে নেই, তবে আমি জানি। শিওল একটা হিব্রু শব্দ। এর মানে মরা মানুষের বাড়ি। অন্যকথায় আণ্ডারওয়ার্ল্ড। ইটার্নাল শিওল হচ্ছে ঠিক তার উল্টো—অনন্ত জীবন বা চিরজীবন।'

'অন্য লাইনটা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'দ্য থার্ড রেল্‌ম অভ দ্য ফরগটেন?'

'এর মানে যতদূর বুঝতে পারছি—ভুলে যাওয়া। একটু আগে দ'ইফের ভূতল-কারাগারের কথা বললাম না? ওখানে কাউকে একবার ঢোকানো হলে ধরে নেয়া হতো মরার আগে বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ হতভাগ্য লোকটার কথা ভুলে যেত সবাই। আমার মনে হয় কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি আমরা শ্যাতো দ'ইফে যাই।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা কথা থেকে যায়। এত ধাঁধা বানানোর দরকার কী ছিল? সহজ করে বললেই তো হতো শ্যাতো দ'ইফে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যাও, এত নম্বর ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে ঢোকো, খুঁজে দেখো অমুক জিনিসটা পাও কি না।'

'তা হলে তো মজাটাই নষ্ট হয়ে যেত,' সোহানার অভিযোগের জবাবে বলল অপি। 'ধাঁধা বানিয়েছে বলেই না ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং লাগছে। যা-হোক, লোরনের বইয়ের ব্যাপারে কিছু বলি। যতদূর পড়েছি, আমার কাছে মনে হয়েছে ওটা অর্ধেক ডায়েরি, বাকি অর্ধেক কোনো রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি। লোরন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বোতলগুলো আসলে কোন রকম পুরস্কার না। তাঁর মতে, বোতলগুলো হচ্ছে একটা ম্যাপের উপর কতগুলো তীর চিহ্ন।'

'কীসের উপর তীর চিহ্ন?' সোহানা বুঝতে পারেনি।

'ম্যাপের উপর।'

'কীসের ম্যাপ? কোথায় যেতে বলা হচ্ছে? কী অনুসরণ করবো আমরা?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সেটা বলেননি লোরন। অথবা বললেও আমি বুঝতে পারিনি। অনুবাদের কাজটা ঠিকমতো শেষ করতে পারলে বুঝতে পারার সম্ভাবনা আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে লোরন যা করেছেন, নেপোলিয়নের আদেশেই করেছেন,' বলল রানা। 'এখন বুঝে দেখো। বোতলগুলো লুকানোর জন্য যদি এত কষ্ট করে থাকেন লোরন, তা হলে "তীরচিহ্নিত" ম্যাপ আমাদেরকে কোন্ মহামূল্যবান জিনিসের কাছে নিয়ে যেতে পারে?'

'ঠিকই বলেছ, রানা, জিনিসটা মহামূল্যবান। আর সে-জন্যই রক্তে হাত রাঙাতে দ্বিধা করছে না সিদোরভ।'

অপির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে লাইন কেটে দিল রানা।

'হায় খোদা!' নিচু গলায় বলল সোহানা, চোখের ইশারায়

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেখাচ্ছে রাস্তায় ওপারটা। 'দেখো কে এসেছে!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। চমকে উঠল খানিকটা। মেলিখান। দু'হাত জ্যাকেটের পকেটে ভরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে দেখছে রানা-সোহানাকে। রানাকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল অলস পায়ে।

অপ্রস্তুত বোধ করছে সোহানা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। উঠে চলে যাবে কি না জানতে চাচ্ছে নীরবে। মাথা নাড়ল রানা, ইশারায় জানিয়ে দিল কিছু হবে না।

'রিল্যাক্স,' রানাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল মেলিখান, 'তোমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে মানুষ না, সামনে বাঘ দেখছ।' হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা যে মেকি তা বোঝা গেল। 'প্রকাশ্য দিবালোকে এত মানুষের সামনে তোমাদেরকে খুন করার মতো বোকা নই আমি।' জ্যাকেটের পকেট থেকে দু'হাত বের করে উপরে তুলে দেখাল। 'আনআর্মড।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কবরস্থানের আতিথেয়তা খেয়াল আছে তো?' হালকা গলায় জানতে চাইল রানা, সতর্ক করতে চায় মেলিখানকে।

কিছু না বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল মেলিখান।

'তা, কী দিতে বলবো তোমার জন্য?' আবারও প্রশ্ন করল রানা। 'প্রথমে গলা ভেজাবে, তারপর অ্যাপেটাইযার, তারপর ভারী খাবার, শেষে ডেযার্ট?'

'কবরস্থানে ইচ্ছা করলে মেরে ফেলতে পারতে আমাদেরকে,' রানার টিটকারি গায়ে না মেখে বলল মেলিখান। 'যদি গুলি করতে, ওই নির্জন এলাকায় গিয়ে ঘটনা কী দেখত না কেউ। আর দেখলেও তোমাদেরকে ফাঁসাতে পারত না। তা হলে শেষ করে দিলে না কেন, মিস্টার?'

'আমরা খুনি না,' বলল রানা। 'নিতান্ত বাধ্য না হলে কারও গায়ে হাতও তুলতে চাই না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু তোমার গায়ে হাত তোলার কায়দা দেখলে যে-কেউ বলবে তুমি প্রফেশনাল,' বলল মেলিখান।

'আনআর্মড কমব্যাট শিখতে নিশ্চয়ই বাধানিষেধ নেই কোনো দেশের সংবিধানে? এবার একটা কথা বলো। জানি জানতে চাইলে বলবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করছি। এভাবে চুম্বকের মতো আমাদের পিছনে লেগে আছো কীভাবে? আমরা কখন কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি জানতে পারছ কী করে?'

হাসল মেলিখান, কিন্তু সেই হাসিতে প্রাণ নেই। বলল, 'জানি জানতে চাইলে বলবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করছি। তোমরা কী করছ এখানে?'

'তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো আর কোনো জায়গা না পেয়ে এখানে এসেছিলাম। এখন দেখছি ভুল হয়ে গেছে। একটা কথা সরাসরি বলি। তোমাদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার না আমার কাছে। তোমার সহকর্মী আমার বন্ধুকে কিডন্যাপ করল, পেটাল, আমরা গিয়ে হাজির না হলে মেরেই ফেলত। তুমি নিজে আমাদেরকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করলে দু-দু'বার। যেখানেই যাচ্ছি, আঠার মতো লেগে আছো আমাদের সঙ্গে। কেন?'

হাই তুলল মেলিখান, রানার কথায় কোনো আগ্রহই নেই যেন। 'শোনো, আমি যার হয়ে কাজ করছি তিনি যুদ্ধবিরতি চান। সেই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আমাকে দিয়ে।'

'যুদ্ধবিরতি?'

'আর কী বলতে পারি, বলো? আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছি তোমাদের উপর, আর বার বার তোমরা নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ছ আমাদেরকে। এরচেয়ে একটা পার্টনারশিপে আসা কি ভালো না?'

'পার্টনারশিপ?' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তোমরা যাকে

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পার্টনারশিপ বলছ, আমাদের জন্য সেটা সোজা কথায় মরণফাঁদ। বোঝো সেটা?'

'মানে?'

'মানে তুমি যার হয়ে কাজ করছ তিনি একটা প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন আমাদেরকে, তা-ই না? যে-জিনিসটা হাতে পেতে চাচ্ছ তোমরা তা খুঁজে বের করে দেবো আমরা, তুমি আর তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা পাহারা দেয়ার নাম করে সবসময় চোখে চোখে রাখবে আমাদেরকে। কাজ শেষে জিনিসটা যখন তুলে দেবো তোমাদের হাতে তখন সম্মানি হিসেবে মাত্র দুটো বুলেট খরচ করে পরপারে পাঠিয়ে দেবে আমাদের দু'জনকে, এই তো?'

'না, মিস্টার রানা, বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি বেশিমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ। হাত মেলাতে চাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে, অথচ তুমি সেই হাতকে ফাঁদ মনে করছ। যা-হোক, আমাদের প্রস্তাবটা সরাসরি বলে ফেলি। জিনিসটা খুঁজে বের করে তুলে দেবে আমাদের হাতে, পার্সেন্টেজ হিসেবে আশি আমাদের, বিশ তোমাদের।'

'কলুর বলদ পেয়েছ তো আমাদেরকে,' মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'দেখো একটা কথা বলি, বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। কী খুঁজতে হবে তা-ই কিন্তু জানি না আমরা।'

কিছুক্ষণ রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেলিখান। তারপর বলল, 'এমন কিছু যেটার দাম অনেক। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও, টাকার দিক দিয়েও।'

'তা আপনার নিয়োগকর্তা মহান সিদোরভ কোন্‌টার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী?' জানতে চাইল সোহানা। 'ইতিহাস, না টাকা?'

ওর দিকে তাকাল মেলিখান। 'আপনারা দেখছি অনেক খবরই রাখেন। যা-হোক, মিস্টার সিদোরভ কোন্‌টার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী তা দিয়ে আমাদের কাজ কী? আমরা তাঁর হয়ে কাজ

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

করবো, তিনি আমাদের বেতন বা সম্মানি দেবেন। সোজা হিসাব।'

চুপ করে আছে রানা-সোহানা।

'তবে আমি যতদূর জানি,' বলে চলল মেলিখান, 'ব্যাপারটা মিস্টার সিদোরভের বংশমর্যাদার সঙ্গে জড়িত। অনেকদিন আগে একটা কাজ শুরু করেছিলেন তিনি, এখন সেটা শেষ করার চেষ্টা করছেন। এ-কাজে যদি সাহায্য করো তোমরা, তিনি যারপরনাই কৃতজ্ঞ থাকবেন।'

'আর আজকের পর আবার যদি এ-রকম কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসো,' গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল রানা, 'আমিও যারপরনাই বিরক্ত হবো। এবং আমি বিরক্ত হলে কী করি তা নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে?'

দাঁতে দাঁত পিষল মেলিখান, সরু গালে ফুটে উঠল চোয়ালের হাড়। 'আমার মনে হয়, বড় বড় কথা বলার আগে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখা উচিত তোমার, মিস্টার রানা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাকাল রানা-সোহানা। ওদের অভিজ্ঞ চোখ মেলিখানের লোকদেরকে চিনতে সময় নিল না। আপাতত তিনজন। একেকজন পজিশন নিয়েছে একেকদিকে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি, যাতে পিস্তল বা রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে রাখতে পারে রানা-সোহানাকে। এদেরকে আগেও দেখেছে ওরা—রাম কে'র সেই গুহায়।

'ওদের একটু কাছে আসতে বলো না,' যেন অন্যায় আবদার করছে এমন ভঙ্গিতে বলল রানা, 'একটু আদর করি!'

'দেখো মিস্টার রানা,' মেলিখানের কণ্ঠ চাঁছাছোলা, 'আরও অনেক লোক আছে আমার। কোথায় যাবে তোমরা? পাতাল-স্বর্গ-নরক সব জায়গায় যেতে পারবো আমি তোমাদের পিছু পিছু। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, যা খুঁজছি তা পেয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com
যাবো ঠিকই, তোমাদের সাহায্য ছাড়াই। এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের—যা বলছি তা করবে, নাকি নিজেদের খারাবি ডেকে আনবে।'

'যা বলছ তা তো করবোই না, বরং তোমাদেরই খারাবি ডেকে আনবো,' চ্যালেঞ্জ করার সুরে বলল রানা। 'দেখে নিয়ো।'

মুচকি হাসল মেলিখান। 'আমার মনে হয় মিস্টার সিদোরভের নাম জানো তোমরা, পরিচয় জানো না। জানলে এত আস্পর্ধা দেখাতে পারতে না। যা-হোক, তোমরা কী করবে, আর কী করবে না তা তোমাদের ইচ্ছা। কাজের কথায় ফিরে যাই। আমার মনে হয় না কোডবুকটা সঙ্গে করে আনার মতো বোকামি করেছ তোমরা, নাকি?'

'কোডবুক?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা, আসলে খেপিয়ে তুলতে চাচ্ছে মেলিখানকে, 'সেটা আবার কী? খায়, না মাথায় দেয়?'

www.banglabookpdf.blogspot.com
আবারও দাঁতে দাঁত পিষল মেলিখান। 'আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই সেটা চালান হয়ে গেছে তোমার লোকদের কাছে। ওরা হয়তো ডিকোড করতে শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে। দু'-একটা সংকেতের মানে হয়তো বের করে জানিয়ে দিয়েছে তোমাদেরকে, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকাল রানা। 'লোরনের কোডের প্রথম কয়েকটা সংকেতের মানে জানি আমরা।'

'যেমন?' কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল মেলিখান।

'যেমন, প্রথম লাইনে লোরন বলছে, যে বা যারা ওর কোড কাজে লাগিয়ে খারাপ কাজ করতে চায় তাদেরকে নাগালে পাওয়ামাত্র কষে লাথি মারতে হবে পাছায়।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

লাল হয়ে গেল মেলিখানের চেহারা। নিজেকে সংযত রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। 'শেষবারের মতো বলছি, মিস্টার রানা। আমাদের প্রস্তাবটা ভেবে দেখো।'

'আমরা কেউ বেঁধে রাখিনি তোমাকে,' মেলিখানের চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'কাজেই আমার মনে হয় তুমি ইচ্ছে করলেই যেতে পারো।'

চার

চলে গেছে মেলিখান। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা-সোহানা। তারপর স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

'কী রে শালা!' মস্করা করার সুযোগ পেলে ছাড়তে রাজি না সোহেল, 'চুটিয়ে ইয়ে করার সময় আবার আমার কথা মনে আসে কেন?'

ঠাট্টা-তামাশায় না গিয়ে পরিস্থিতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল রানা।

'মেলিখানের ব্যাপারে আরও কিছু খোঁজখবর করেছি আমি,' মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বলল সোহেল, 'বেশ কয়েক বছর আগে চেচনিয়ায় থাকত সে। তখন সেখানে কালোবাজারে বিক্রি হতো এ.কে. ফোর্টি সেভেন রাইফেল, দালালের ভূমিকা পালন করত শয়তানটা। তুই জানিস কি না জানি না, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের যে-বিশাল তালিকা আছে ইন্টারপোলের হাতে, সেখানে

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
ওর নামও আছে।'

খবরটা জানত না রানা বা সোহানা।

'এখন মনে কর্, সেন্ট্রাল ডাইরেক্টরেট জুডিশিয়াল পুলিশ,' বলছে সোহেল, 'অর্থাৎ এফ.বি.আই.-এর ফরাসি ভার্শনকে যদি কোনোভাবে জানিয়ে দেয়া যায় মেলিখান ফ্রান্সে, শয়তানটার পিছনে পাগলা কুত্তার মতো লেগে যাবে ওরা। পরোয়ানা জারি করে গ্রেপ্তার করতে পারবে কি না জানি না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য ওকে আর ওর চ্যালাদেরকে আটকে রেখে হয়রানি করতে পারবে।'

'তা হলে কর্ কাজটা,' রানা বলল। 'তাতে ভয় খাবে মেলিখান। এত খোলাখুলি কাজ করার সাহস পাবে না।'

'ঠিক আছে। আর কিছু বলবি?'

'না,' সোহানাকে উঠে পড়ার ইঙ্গিত করে রানা। 'কী হলো জানাস আমাকে পরে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঘণ্টাখানেক পর, তখন হোটেলরুমে ফিরে এসেছে রানা-সোহানা, ফোন করল সোহেল। রানা রিসিভ করামাত্র বলল, 'মৌচাকে ঢিল পড়েছে। ফরাসি পুলিশ বুলেটিন জারি করেছে মেলিখানের ব্যাপারে। নেটওয়ার্ক যতই শক্তিশালী হোক, অন্তত ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার আগে কিছু জানতে পারবে না শয়তানটা। আরেকটা কথা। এর আগে আমার পরিচিত এক লোকের কাছে পাঠিয়েছিলাম তোকে, আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছিলি ওর কাছ থেকে। চাইলে আরেক লোকের ঠিকানা দিতে পারি এখন। তোরা যে-জায়গায় আছিস্ তার ধারেকাছেই আছে।'

'বল্,' কাগজ-কলম টেনে নিল রানা। ঠিকানাটা লেখা শেষ করে লাইন কেটে দিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। 'যা খুঁজছি আমরা সেটার ব্যাপারে মেলিখানের-বলা কথাগুলো খেয়াল আছে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কোন্ কথা?'

'এমন কিছু, যেটার দাম অনেক। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও, টাকার দিক দিয়েও।'

'তো?'

'মেলিখান বলেছে ওটার সঙ্গে নাকি সিদোরভের বংশমর্যাদা জড়িত। আমার মনে হয় ব্যাটা বংশমর্যাদা বলতে আসলে পারিবারিক ইতিহাস বোঝাতে চেয়েছে।'

'ভালো পয়েন্ট। কথাটা অপিকে জানাচ্ছি না কেন?'

স্যাটেলাইট ফোনে অপির সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

'ধাঁধাটার তিন আর চার নম্বর লাইন নিয়ে কাজ করছি,' রিসিভ করেই বলল অপি, 'কিন্তু আপনাদেরকে জানানোর মতো তেমন কিছু জানতে পারিনি এখনও। আমার কী মনে হয় জানেন? তৃতীয় কোনো সূত্র আছে কোথাও-না-কোথাও।'

'তৃতীয় সূত্র?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'লোরনের কোডবুকটা- প্রথম সূত্র। আমাদের কাছে যে-বোতলটা, মানে, ধাঁধাটা আছে, সেটা দ্বিতীয়। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তৃতীয় আরও কিছু একটা আছে। এই তিনটেকে একসঙ্গে করতে পারলে...'

'সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে,' বলল সোহানা।

'আমাদের অবস্থান থেকে চিন্তা করলে পুরো ব্যাপারটা জট পাকানোর মতোই। কারণ এক, আমরা ঘটনার মাঝখান থেকে ঢুকে পড়েছি। দুই, এখনও ঠিক জানি না কী খুঁজতে হবে আমাদেরকে, কোথায় খুঁজতে হবে। এ-অবস্থায় অনুমানের সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'যেমন?'

'যেমন আসল বাক্স থেকে সরিয়ে আলাদা আলাদা জায়গায়

www.banglabookpdf.blogspot.com

বারোটা বোতল লুকিয়ে রেখেছেন লোরন। ম্যাপের গায়ে তীরচিহ্ন বলতে হয়তো এই বোতলগুলোকেই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।'

রানা বলল, 'সোহেল একবার আমাকে বলেছিল, তোমাদেরকে বলতে খেয়াল ছিল না আমার, সিদোরভের নাকি পারস্যের জিনিস সংগ্রহ করার বাতিক আছে। ওকে চেনে এ-রকম যে-কেউ নাকি ওর এই দুর্বলতার কথা জানে। কাজেই আমরা যা খুঁজছি সে-জিনিসটার নাম পারশিয়ান অ্যান্টিক রাখলে কেমন হয়?'

'ভালো,' বলল সোহানা।

'যুৎসই,' মন্তব্য করল অপি।

'তা হলে লোরন যে-ধাঁধা তৈরি করেছেন সেটার ব্যাপারে আমার অনুমানটা বলি,' রানা বলল। 'বারোটা বোতল বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। একটা করে বোতল খুঁজে বের করতে হবে, লেবেলের গায়ে যে কোড আছে তা জানতে হবে, শেষে কোডবুক থেকে সেটার মানে বের করতে হবে। এভাবে সবগুলো বোতল থেকে পুরো কোডটার মানে বের করতে পারলে জানা যাবে কোথায় আছে সেই পারশিয়ান অ্যান্টিক।'

'কিন্তু কোন্‌টা এক নম্বর বোতল কোন্‌টা দু'নম্বর বুঝবো কী করে?' সোহানা জানতে চাইল।

'আমার মনে হয় এ-রকম কোনো ধারাবাহিকতা নেই। যে-কোনো বোতল খুঁজে পেলে অন্য বোতলগুলো কোথায় আছে জানা যাবে। এভাবে লেগে থাকলে উদ্ধার করা যাবে বারোটা বোতল।'

সোহানা বলল, 'যদি তা-ই হয় তা হলে শ্যাতো দ'ইফে তিনটে বোতল লুকাতে গেলেন কেন তিনি?'

'জানি না। আরেকটা কথা। বারোটা বোতলের মধ্যে অন্তত একটা ভেঙে গেছে—রে হোগান যেটা খুঁজে পেয়েছিল

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

জলাভূমিতে। তারমানে অন্তত একটা ধাঁধা, অন্যকথায় একটা সূত্র হারিয়ে ফেলেছি আমরা।'

'কথাটা আমিও ভাবছিলাম।'

'অপি, রাম কে থেকে যে-বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল মেলিখানরা, কী মনে হয় তোমার, সেটা থেকে ধাঁধার মানে বের করতে পারবে ওরা?'

'সম্ভবত না। কারণ ডিকোডিং বুকটা নেই ওদের কাছে। ওরা যেভাবে লেগে আছে আপনাদের পিছনে, আমার মনে হয় ধাঁধার মানে বের করার চেষ্টা বাদ দিয়েছে আরও আগেই। এখন আপনাদেরকে ফলো করে দেখতে চায় ঠিক জায়গায় যেতে পারেন কি না আপনারা, উদ্ধার করতে পারেন কি না সেই অ্যান্টিক। যদি পারেন, সন্দেহ নেই, আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।'

'তার মানে...' রানার দিকে তাকাল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হ্যাঁ, তার মানে রাম কে'র বোতলটা উদ্ধার করতে না পারলে পারস্য অ্যান্টিক খুঁজে বের করার আশা বাদ দিতে হবে আমাদেরকেও।'

'তার মানে...' বলতে গিয়ে আবারও থেমে গেল সোহানা।

'হ্যাঁ, তার মানে ওই বোতলটা, অন্তত পক্ষে ওটার গায়ের কোডটা উদ্ধার করে আনার জন্যে সিংহের গুহায় হামলা চালাতে হবে আমাদেরকে।'

মার্সেই থেকে দু'হাজার মাইল পুবে, সেভ্যাস্টাপোলে নিজের সুসজ্জিত স্টাডিরুমে বসে আছে সিদোরভ। চমৎকার কারুকার্যখচিত বিশাল পারস্য ডেস্কটার পিছনে কেমন ছোটো দেখাচ্ছে ওকে। হাত দুটো ডেস্কের উপরে রাখা, জড়াজড়ি করে আছে দশটা আঙুল, যেন প্রার্থনা করছে। ওর সামনে বেশ বড়

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
একটা চামড়ার-ব্লটার, মধ্য ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি অঞ্চল থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে বানিয়ে-আনা। ওটার উপর ডজনখানেক হাই-রেযোলুশন রঙিন ফটোগ্রাফ। বিশেষ কতগুলো প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে বানানো একটা লাইন হাইলাইট করা হয়েছে প্রতিটা ছবিতে। ডেস্কের উপর, ব্লটারের পাশে, পড়ে আছে শক্তিশালী একটা ম্যাগনিফাইং-গ্লাস। হতাশ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে সিদোরভ।

গত এক ঘণ্টায় গ্লাসটা দিয়ে কম করে হলেও দশবার ছবিগুলো দেখেছে সে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। সময় যত যাচ্ছে তত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে, বাড়ছে বিরক্তি, ওই চিহ্নগুলোকে পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না ওর কাছে। একটা বর্গক্ষেত্রের সমকোণ, দ্বিধাবিভক্ত ওমেগা, বাঁকানো চাঁদের মতো কী যেন...

ধুর ছাই!

www.banglabookpdf.blogspot.com

হঠাৎ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল সিদোরভ, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোঁ মেরে তুলে নিল ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা, সজোরে ছুঁড়ে মারল সেটাকে। দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হলো জিনিসটা। এরপর সিদোরভের নজর পড়ল ব্লটারের উপর সাজানো ছবিগুলোর উপর। বাঘ যেভাবে থাবা চালায় শিকারের গায়ে সেভাবে থাবা মারল সে ছবিগুলোকে। অর্ধেক ছবি ছড়িয়ে পড়ল ডেস্কের উপর। বাকি অর্ধেক উড়াল দিল বাতাসে, ভেসে বেড়াল দু'-এক সেকেণ্ড, তারপর নিঃশব্দে পড়ল দামি, পুরু, নরম পারশিয়ান কার্পেটের উপর।

ধপাস করে বিশাল চেয়ারে বসে পড়ল সিদোরভ। রাগ সামলাতে হেলান দিল চেয়ারে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে।

বোতলগুলোর কোনো দাম নেই ওর কাছে। কারণ প্রথম

www.banglabookpdf.blogspot.com

কথা, ওগুলো পারস্যের না। দ্বিতীয়ত, ওগুলো নিলামে তুললে যে-টাকা পাওয়া যাবে তা তেমন কিছু না ওর কাছে। যে বা. যারা সংগ্রহে রাখার জিনিস নিলামে তুলে কিছু কামাই করে তাদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না সিদোরভ। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, ওর নিজের "পারস্য সংগ্রহশালার" অনেক অ্যান্টিকই নিলামে কেনা।

রানা আর সোহানা। নাম দুটো মনে পড়তেই দাঁতে দাঁত পিষল সিদোরভ। ঘেন্না করে সে ওই দু'জনকে। কারণ আরনঁদ লোরনের কোডবুকটা হাতিয়ে নিয়ে সিদোরভের নাকের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেছে ওরা। কী করছে ওরা এখন? কোডবুকটা কাজে লাগিয়ে লোরনের মেসেজগুলো ডিকোড করছে? কিন্তু সবগুলো মেসেজ নেই ওদের কাছে, সিদোরভ নিশ্চিত।

কোডবুকটা হারানোর সব দোষ মেলিখানের উপর চাপানো যায় না, মনে মনে স্বীকার করল সিদোরভ। সে নিজেও তো রানা-সোহানার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছে। প্রথমে ভেবেছে ওরা দু'জন সামান্য অ্যান্টিক শিকারী; নিয়াযভ বা মেলিখান অথবা ওদের দলবল দেখে লেজ গুটিয়ে পালাবে। কিন্তু রানা-সোহানার দাপটে লেজ গুটাতে হয়েছে ওর নিজেকেই।

নিজ হাতে গুলি করে মেরেছে সে এত বছরের বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়াযভকে। ওর দায়িত্ব তুলে দিয়েছে মেলিখানের কাঁধে। কিন্তু সে-বেচারাও কোনও সুবিধা করতে পারছে না। বার বার ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে ওকে রানা-সোহানা।

শেষপর্যন্ত সাপ বেরিয়ে এসেছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে—জানা গেছে রানা নাকি ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সি ওরফে নুমা'র ডিরেক্টর, আর সোহানাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানটার সঙ্গে। অনেক জায়গায় লোক আছে ওদের, খাতির আছে বিশ্বের বড় বড় দেশের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে। ওরা, বিশেষ করে রানা কাজ

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
করেছে কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্সের হয়ে, কখনও কখনও এমনকী দেশগুলোর সরকারপ্রধানের অনুরোধে। কাজেই এই লোকের পক্ষে নিয়াযভ বা মেলিখানকে নাকানিচুবানি খাওয়ানো কোনও ব্যাপারই না।

রানা কে বা কী করে, জোর করে সে-চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিল সিদোরভ। এখনকার সমস্যাটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে। মনে হয় লোরনের সবগুলো কোড নেই রানা-সোহানার কাছে। থাকার কথা নয়। মেলিখান আঠার মতো লেগে আছে দু'জনের পিছনে। কখন ওরা কী করছে না করছে, নিজের অফিসরুমে বসে সে-খবর পেয়ে যাচ্ছে সিদোরভ। আপাতত ওদেরকে চোখে চোখে রাখাটাই মেলিখানের কাজ। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

'নেপোলিয়নের গুপ্তধন,' পিঠটা চেয়ারের সঙ্গে আরেকটু ঠেসে ধরে বিড়বিড় করে বলল সিদোরভ, 'মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছি আমি ওটার পিছনে। দরকার হলে আরও করবো। আমার রিসার্চাররা রীতিমতো ব্যবচ্ছেদ করে ফেলেছে ওই মানুষের জীবনটাকে। নেপোলিয়নের জীবনের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কী না জানি আমি? তাঁর প্রত্যেক বংশধরের ব্যাপারে জানা আছে আমার। জানি তাঁর বন্ধু কারা, পরামর্শদাতা কারা, কে কে তাঁকে মনেপ্রাণে ভালোবাসত। বিশেষ করে আরনঁদ লোরন। নেপোলিয়নের জীবনকাহিনি নিয়ে লেখা যত বই পেয়েছি সব স্ক্যান করে ঢুকিয়ে রেখেছি কম্পিউটার ডেটাবেইসে। সামান্য থেকে সামান্যতম সূত্রের খোঁজে সব তন্নতন্ন করছে আমার রিসার্চাররা। কিন্তু কী পেলাম শেষপর্যন্ত? অকেজো কতগুলো মদের বোতল। একটা মৌমাছির ছবিওয়ালা কিছু কোড যার আগামাথা বুঝতে পারছে না হারামজাদা রিসার্চাররা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গেলার সময় ষোলোআনা, অথচ একটা কোডের মানেও বের

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

করতে পারল না। লাথি মেরে যদি সবগুলোর...'

বিড়বিড়ানি থামাতে হলো সিদোরভকে, কারণ ডেস্কের উপর রাখা টেলিফোনটা বাজছে। বিষদৃষ্টিতে সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পিঠ সোজা করল সে, ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। কানে ঠেকাল কিন্তু কিছু বলল না।

'হ্যালো?' অপরপ্রান্তে মেলিখানের গলায় উদ্বেগ। 'আমি মেলিখান।'

'আমি মেলিখান!' ভেংচি কাটল সিদোরভ। 'নরকে গিয়েছিলে? নাকি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে টাল হয়ে ছিলে? গতরাতে না ফোন করার কথা তোমার?'

ঢোক গেলার চেষ্টা করল মেলিখান কিন্তু ঠিকমতো পারল না। 'গতকাল বিকেলেও দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। আসলে দেখা হয়েছে মানে আমিই যেচে পড়ে দেখা করেছি। আমি... আমি... একটা শান্তিপ্রস্তাব দিয়েছি ওদেরকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কী দিয়েছ?' কান থেকে সরিয়ে রিসিভারটা দেখল সিদোরভ, যা শুনছে ঠিক শুনছে কি না সন্দেহ হচ্ছে।

'শান্তিপ্রস্তাব,' হে হে করে হাসার চেষ্টা করল মেলিখান কিন্তু হাসির শব্দ বের হলো না ওর মুখ দিয়ে, 'একরকম যুদ্ধবিরতি আর কী। পার্টনারশিপও বলতে পারেন।'

'যুদ্ধবিরতি? পার্টনারশিপ?'

'জী।'

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে সিদোরভের। ডেস্কের উপর টেলিফোনটা ছাড়া আর তেমন কিছু নেইও যা ছুঁড়ে ভাঙা যায়। কিন্তু কথার মাঝখানে সেটটা ধ্বংস করা ঠিক হবে না। খেয়াল করল, রিসিভার চেপে-ধরা আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে কখন যেন। 'আমি কি তোমাকে এসব করতে বলেছিলাম?'

'না, বলেননি। কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়া আর যুদ্ধবিরতি

www.facebook.com/groups/banglabookpdf রানা-৪৩২

www.banglabookpdf.blogspot.com

বজায় রাখা কি আলাদা কথা না?'

মেলিখানের চালটা বুঝতে পেরে কিছুটা শান্ত হলো সিদোরভ। 'কী বলল ওরা?'

'রাজি হয়নি।'

'কপোত-কপোতী এখন কোথায়?'

'মার্সেই-এ রয়ে গেছে।'

'রয়ে গেছে?' ভ্রূ কুঁচকাল সিদোরভ। 'মানে?'

'মানে আমাকে চামড়া বাঁচানোর জন্য পালিয়ে চলে আসতে হয়েছে। স্পেন সীমান্তের কাছাকাছি এক জায়গা থেকে কথা বলছি আপনার সঙ্গে।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ফরাসি পুলিশ পাগলা কুত্তার মতো খুঁজছে আমাকে। একটা বুলেটিন জারি করা হয়েছে আমার নামে।'

'রানা-সোহানা। ওরা ছাড়া আর কেউ করবে না এই কাজ। কিন্তু কথা হচ্ছে কাজটা করল কী করে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি। জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করবো আপনার সঙ্গে।'

'কিন্তু তুমি যে পালাচ্ছ, কপোত-কপোতীর কী হবে? ওরা কোথায় গেল না গেল জানবো কী করে?'

'জানতে পারবেন। ব্যবস্থা করা আছে। মেলিখান কাঁচা কাজ করে না।'

'কিন্তু মেলিখান পাকা কাজও করে না, জেনে রেখো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্যটা হজম করে ফেলল মেলিখান। কথায় আছে নুন খাই যার গুণ গাই তার। আর মেলিখানের মতে, নুন খাই যার, তার শুধু নুনই খাই না, লাথিও খাই।

সে চুপ করে আছে দেখে সিদোরভ বলল, 'বইটার কী হলো?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'জানি না। তবে আমার মনে হয় না সেটা জানা খুব বেশি জরুরি আমাদের জন্য। কারণ কোডগুলোর মানে বের করতে পারছি না আমরা। ওদিকে রানা-সোহানার হাতে কোডবুক আছে কিন্তু কোড নেই। কাজেই ওদের অবস্থাও অনেকটা আমাদের মতো। ওদের পিছনে আঠার মতো লেগে থাকতে বলেছিলেন আপনি আমাকে, আপাতত তা-ই করে যাবো বলে ঠিক করেছি। ওরা কিছু জানতে পারলে অথবা জানার চেষ্টা করলে মুভ করবে, সঙ্গে নড়ব আমরাও।'

চুপ করে থেকে কয়েক মুহূর্ত ভাবল সিদোরভ, কিন্তু মেলিখানের প্রস্তাবের চেয়ে ভালো কোনো বুদ্ধি বের করতে না পেরে বলল, 'ঠিক আছে, তা-ই করো তা হলে। আর শোনো, যখন যোগাযোগ করার কথা তখন ফোন দিতে যেন এক সেকেণ্ডও দেরি না হয়। সে-সময় যদি আজরাইল এসে তোমার জানও কবজ করতে থাকে, ফোন দিয়ে বলবে মারা যাচ্ছ। বুঝতে পেরেছ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'জী,' লাইন কেটে দিল মেলিখান।

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল মেলিখান। সময় নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেন পা চলছে না এ-রকম পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। ওটা খোলাই ছিল, মৃদুমন্দ বাতাসে বুক ভরে দম নিল কয়েকবার। শব্দ করে ছাড়ল।

'নেপোলিয়নের গুপ্তধন,' ওর বিড়বিড়ানি শুরু হলো আবার, 'ওটা উদ্ধারে এগিয়ে আছে কারা? রানা-সোহানা নাকি আমরা? আমাদের অবস্থা খরগোশের মতো। একছুটে এগিয়ে গেছি অনেকদূর, এখন ঝিমাচ্ছি। আর রানা-সোহানা কচ্ছপের মতো এগোচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ঠিক পথে যাচ্ছে।' দাঁত বের করে হাসল নিঃশব্দে। 'যাও বাছারা, দোয়া করি, ঠিক পথেই যাও। আমি জানি একদিন-না-একদিন কোনো-না-কোনো ভুল

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
তোমরা করবেই। দোয়া করি সেদিন যেন মেলিখান তোমাদের কাছেপিঠেই থাকে।'

পাঁচ

সেভ্যাস্টাপোল

ভাড়া-করা গাড়িটা রাস্তার ধুলো থেকে খানিকটা সরিয়ে পাহাড়ের কিনারা থেকে কয়েক ফুট ভিতরে থামাল রানা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সূর্য ডুববে। ওটা ইতিমধ্যে হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। কৃষ্ণসাগরের বুকে খেলা করছে লালচে সোনালি আভা। রানা-সোহানা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল নেমে এসেছে সাগরের নীলচে সবুজ পানির সৈকতে। এই জায়গায় জড়াজড়ি করে আছে ডজনখানেক ছোট-বড় পাহাড়। নীচের সৈকতে বার বার আছড়ে পড়ে ফেনা তৈরি করছে কৃষ্ণসাগরের ঢেউ।

দূরে হঠাৎ ডেকে উঠল একটা সীগাল। তারপর আবার সব চুপচাপ। রানার পাশে, খোলা জানালায়, এখন শুধু বাতাসের হু হু শব্দ।

'সীগালটা কি বিপদের সিগনাল দিল আমাদেরকে?' ঠাট্টা করল সোহানা।

'মনে হয়। সিদোরভের বাড়িতে ঢুকে নেপোলিয়নের বোতল চুরি করে আনাটা যথেষ্ট বিপজ্জনক।'

'কাজটা কি বোকামি হয়ে যাচ্ছে না?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'উপায় নেই। ধাঁধার সমাধান করতে হলে সবগুলো বোতল লাগবে। আর আমরা এ-রকম একটা অবস্থায় চলে এসেছি যে, পিছানো আর সম্ভব না।'

'কিন্তু...'

'আমি আসলে একটা সুযোগ নিতে চাই,' সোহানাকে থামিয়ে দিল রানা।

'কী রকম?'

'বছরের পর বছর ধরে ইউক্রেনিয়ান মাফিয়ার সর্দার সিদোরভ। নিজের উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে ওর। সন্দেহ নেই ওর বাড়িতে ডজন ডজন প্রহরী আছে। কিন্তু অনেকদিন চর্চা না থাকায় ওদের গায়েও মরিচা পড়ে গেছে, অন্তত আমার তা-ই অনুমান। আর এ-সুযোগটাই নিতে চাইছি আমি।'

'এই ব্যাপারে অপির সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম তোমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে বলেছিলাম সিদোরভের বাড়ির নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় কোনো ফাঁকফোকর আছে কি না জানতে পারবে নাকি। জানতে পেরেছে ও।'

'কী বলল?'

'আছে। অ্যান্টিক সংগ্রহ করার বাতিক আছে লোকটার। ওগুলো দেখভাল করার জন্য ছোটখাটো একটা এক্সপার্ট-টিমও আছে তার। এই টিমটাই সিদোরভের প্রথম ফোকর।'

'আর দ্বিতীয়?'

'যে-বিশাল এলাকায় সিদোরভের রাজত্ব, তার আশপাশে এবং ভিতরে ছোটবড় পরিত্যক্ত আরও কিছু ঘরবাড়ি আছে, দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। আশা করছি এগুলো পাহারা দিয়ে রাখার মতোও কেউ নেই। তিন নম্বর এবং শেষ ফোকরটা বলছি একটু পরে,' গাড়ি থেকে বের হলো রানা। ওর দেখাদেখি সোহানাও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের কিনারায়। তাকাল উত্তরদিকে। মাইলখানেক দূরে, উপকূল ঘেঁষে, সমুদ্রতীর আর সমতলভূমির মাঝখানে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে-থাকা একটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু হয়েছে সিদোরভের এক শ' একরের রাজত্ব। কাগজে-কলমে ওই এলাকার নাম টাইখোন।

চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সোহানা বলল, 'তিন নম্বর ফোকরটা কী?'

'অকস্মাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে দেয়া।'

'অকস্মাৎ আক্রমণ?'

'ওর ঘাঁটিতে আমরা হামলা করতে পারি এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না সিদোরভ। আর সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা। এবার শোনো ওর বাড়ির ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলি। বাড়ি না বলে ওটাকে প্রাসাদ বললেই মানায় বেশি। আয়তনে ত্রিশ হাজার বর্গফুট, পাঁচ তলা। ছাদ ঢালাই করার সময় স্লেটপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো আছে। তামার প্রলেপ দেয়া গম্বুজাকৃতির মিনার আছে একাধিক। পুরো বাড়ি ঘিরে রেখেছে সিমেন্টের পুরু প্রলেপ দেয়া পাথরের দেয়াল। আর দেয়াল ঘিরে জায়গায় জায়গায় বানানো হয়েছে কাঁটাগাছের ঝোপ—যারা অনুপ্রবেশ করতে চায় তাদেরকে ঠেকানোর প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানার মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে টাইখোনের দিকে আবার তাকাল সোহানা, দেখল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ঐতিহাসিক কোনো কিছু জড়িত আছে এ জায়গাটার সঙ্গে।'

'ঠিকই ধরেছ,' শার্টের পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করল রানা, অপির সঙ্গে কথা বলার সময় নোট নিয়েছে। ওটা দেখে বলতে লাগল, 'আঠারো শতকের মাঝ ঝ সময়ে যাত্রা শুরু করে টাইখোন। তখন এক ক্রাইমিয়ান নিজের ঘাঁটি গেড়েছিল

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
এলাকাটাতে। ওই সর্দার আর তাঁর বংশধরেরা এক শ' বছরের মতো টিকে ছিল ওই জায়গায়। তারপর ওটা দখল করে নেয় জনৈক কোসাক মিলিটারি কমাণ্ডার। কিন্তু বছর ত্রিশেক পর তার চেয়েও শক্তিশালী আরেক কমাণ্ডারের হাতে চলে যায় টাইখোন ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের সময় জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পক্ষে এলাকাটা দখল করে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন জনৈক অ্যাডমিরাল যুদ্ধের পর এখানে বানানো হয় একটা যাদুঘর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সৈন্যদের বিশাল একটা বাহিনী ঘাঁটি গাড়ে এখানে। পরে এটা পরিণত হয় সৈন্যদের অবকাশযাপন কেন্দ্রে। কিন্তু উপযুক্ত দেখভালের অভাবে দিন দিন জায়গাটার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা হওয়ার পর অর্থলোলুপ ইউক্রেনিয়ান সরকার নিলামে তোলে টাইখোনকে। বলা বাহুল্য, শুনলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে এমন দামে পুরো জায়গা কিনে নেয় সিদোরভ। তারপর দু'বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বিলাসবহুল বাসস্থানে পরিণত করে সে একে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কী?'

হাতেধরা চিরকুটটা উল্টাল রানা, উল্টোপিঠের লেখাগুলো দেখছে। 'প্রথমে যে-সর্দারের কথা বললাম, সে আসলে ছিল একটা স্মাগলার।'

ভ্রূ কুঁচকাল সোহানা। 'তো?'

'পশুর দামি চামড়া, মণিমুক্তা, মদ, দাস—যখন যা পারত চোরাকারবারি করত।'

'ওই লোকের যা খুশি করুক, তার সঙ্গে তোমার প্ল্যানের সম্পর্ক কী?'

'একটু ধৈর্য ধরে শোনো, বুঝতে পারবে। চোরাকারবারি ব্যবসায় বড় একটা সমস্যা হলো, মাল লুট হয়ে গেলে

www.banglabookpdf.blogspot.com

আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করা যায় না। স্মাগলিং করতে গিয়ে ওই সর্দারকেও এই সমস্যায় পড়তে হলো। আরও কয়েকজন সর্দার একসঙ্গে হয়ে লুট করতে লাগল তার মাল। তখন দারুণ এক বুদ্ধি বের করল টাইখোনের প্রতিষ্ঠাতা।'

'কী?'

'দাসদেরকে কাজে লাগাল সে। টাইখোনকে ঘিরে-থাকা পাহাড় আর গিরিখাতের ভিতর দিয়ে অনেকগুলো সুড়ঙ্গ বানাল। পাচার করে আনার পর চোরাকারবারের মাল এসব সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখত সে। পরে সুযোগ বুঝে অন্য সুড়ঙ্গ দিয়ে চালান করে দিত মালগুলো। শক্ত পাহাড়ি মাটি কেটে সুড়ঙ্গ বানানো সহজ কাজ না, দাসদেরকে মেরেকেটেও খুব একটা লাভ হচ্ছিল না সর্দারের, কাজেই আরেকটা চাল চালে সে। দাসদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক দাসী কিনে এনে তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করেছিল, টাইখোনের এক পাহাড়ের নীচে বসিয়েছিল পতিতাপল্লী। ব্যস, আর যায় কোথায়? যে দাস সুড়ঙ্গ বানানোর কাজে যত বেশি শ্রম দেবে, রাত কাটানোর জন্য তত বেশি পতিতা পাবে সে এবং তার জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না তাকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তারমানে এসব সুড়ঙ্গের কোনো একটা ধরে ঢুকে পড়তে চাচ্ছ সিদোরভের প্রাসাদে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবে সিদোরভ এসব সুড়ঙ্গের কথা জানে কি না তা কিন্তু জানি না আমরা। যদি জেনে থাকে তা হলে কি সে ওগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এতদিনে? যদি বন্ধ করে না থাকে, নিজের কোনো কাজে ব্যবহার করছে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'উত্তর জানার কোনো উপায় আছে?'

'বেট্রো মিরোস্লাভ।'

'কে এই লোক?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সেভ্যাস্টাপোল ইউনিভার্সিটি অভ সাইন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে একটা আর্কাইভ আছে, সেটার কিউরেটর।'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে অপি আমাদেরকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সিদোরভের সুড়ঙ্গের সঙ্গে এই লোকের সম্পর্ক কী? আর আমাদের কাছে সব কথা বলবেই বা কেন সে?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো আমরা। ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে রেখেছে অপি। সিদোরভের সুড়ঙ্গের সঙ্গে ওই লোকের সম্পর্কটা বুঝতে পারবে তখনই। আমাদের কাছে মিরোস্লাভ মুখ খুলবে কেন সেটা বলে রাখি। লোকটার বাবা ইউক্রেনিয়ান, মা ইটালিয়ান। ইউক্রেইন মোটেও ভালো লাগে না তাঁর, অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করছেন ইটালিতে পাড়ি জমানোর। কিন্তু টাকার অভাবে পারছেন না। কিউরেটরের সামান্য চাকরি করে বেতন যা পান তা সংসারের পেছনেই খরচ হয়ে যায়। কিছুই জমাতে পারেন না। কোনোরকম সঙ্কোচ না করে অপির সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি, জানিয়ে দিয়েছেন উপযুক্ত টাকা পেলে টাইখোনের দুর্লভ ব্লুপ্রিন্ট তুলে দিতে রাজি আছেন আমাদের হাতে। সেই সঙ্গে সুড়ঙ্গগুলোর ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও শেয়ার করবেন আমাদের সঙ্গে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে মামুলি এক রেস্টুরেন্টে দেখা হলো মিরোস্লাভের সঙ্গে।

রাত নেমেছে ততক্ষণে। রেস্টুরেন্টের ভিতরে আধো আলো আধো অন্ধকার। পেটমোটা হারিকেন জ্বালিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিটি টেবিলের উপর। দেয়ালে ঝুলছে ফার্ন, তার আড়ালে আছে লাউডস্পীকার। স্থানীয় সফ্‌ট মিউযিক বাজছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com
সসেজ আর পিঁয়াজ ভাজার সুঘ্রাণ বাতাসে।

রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢুকে দরজা থেকে একটুখানি সরে দাঁড়াল রানা। কথামতো কোনার দিকের একটা টেবিলে বসে থাকবে মিরোস্লাভ। তাকাল রানা চারকোনায়। ওকে তাকাতে দেখেই হয়তো, একদিকের এক টেবিলে একাকী বসে-থাকা একটা লোক মাথা তুলে তাকাল। টানা পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা-সোহানার দিকে। তারপর, যেন চিনতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে খানিকটা উঁচু করল হ্যাট, কিছুক্ষণ পরই খুলে নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। মেনুটা টেনে নিল হঠাৎ, এতক্ষণ ওটার কথা মনেই ছিল না যেন। মনোযোগ দিয়ে দেখছে কী কী অর্ডার দেয়া যায়।

এ-রকম আচরণ করারই কথা ছিল মিরোস্লাভের। সোহানার দিকে তাকাল রানা, দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের। তারপর বিশেষ সেই টেবিলের দিকে হাঁটা ধরল ওরা। কিছু বলতে হলো না মিরোস্লাভকে, যার যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রানা-সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ধবধবে সাদা ব্লাউয আর টকটকে লাল স্কার্ট পরিহিতা এক ওয়েইট্রেস এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'কিছু খাবেন আপনারা?' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মিরোস্লাভ।

'না,' বলল রানা। মাথা নাড়ল সোহানাও।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়েইট্রেসকে চলে যেতে বলল মিরোস্লাভ। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

কী কারণে যেন মাথা ঝাঁকাল মিরোস্লাভও, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে মেনুর দিকে। লোকটা মধ্যবয়স্ক, কিন্তু দুর্ভাবনা-

www.banglabookpdf.blogspot.com
দুশ্চিন্তার কারণে বয়স আরও বেশি মনে হয়। অর্ধেক মাথা জুড়ে টাক পড়ে গেছে। বেঢপ লম্বা নাকটা তিলেভরা। গালে বসন্তের দাগ। 'আপনারা টাইখোনে ঢুকবেন, নাকি?' হঠাৎ মুখ তুলে বলল সে।

'সে-রকম কিছু বলেছে নাকি আমাদের এজেন্ট?' বিরক্ত হওয়ার ভান করল রানা।

'না, বলেনি। আমি অনুমান করছি আর কী।'

'আপনার অনুমান ভুল, মিস্টার মিরোস্লাভ। আমরা আসলে ক্রাইমিয়ান ওঅরের উপর একটা বই লিখছি।'

'ও আচ্ছা। কথাটা আগেও বলেছে আপনাদের এজেন্ট, কিন্তু কেন যেন বেখাপ্পা মনে হয়েছে আমার কাছে। ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন আপনার মুখ থেকে শুনে নিলাম আরেকবার। তা, যে-বই লিখছেন তা কি সেভ্যাস্টাপোলের ইতিহাস নিয়ে, নাকি শুধু যুদ্ধ নিয়ে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আসলে দুটো দিকই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো আমরা,' গম্ভীর হওয়ার ভান করল রানা। 'ইউক্রেনিয়ান যুদ্ধ নিয়ে কিছু লিখতে হলে সেভ্যাস্টাপোলের ইতিহাস এড়ানো যাবে না। তাই ওদিকটাও হাইলাইট করতে চাচ্ছি।'

'তা হলে তো বিস্তারিত বিবরণের দরকার হবে আপনাদের,' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে মিরোস্লাভ। 'ভালো দাম দিতে হবে।'

'রাজি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কী?'

'আপনার বিবরণ আসলেই বিস্তারিত হতে হবে। দুই, আমাদের বইয়ে চূড়ান্তভাবে কিছু লেখার আগে আপনার বক্তব্য যাচাইবাছাই করে দেখবো।'

'যত খুশি যাচাইবাছাই করুন, কোনো আপত্তি নেই। কারণ

www.banglabookpdf.blogspot.com
আমার মনে হয় না টাইখোনের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো তথ্য আর কেউ দিতে পারবে। তবে আগে একটা কথা বলুন তো। ওখানে এখন কে থাকে জানেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'না, জানি না। জানাটা কি জরুরি?'

দাঁত বের করে হাসল মিরোস্লাভ, যেন বোকার মতো কোনো প্রশ্ন করে ফেলেছে সোহানা। 'খুবই জরুরি। টাইখোন নিয়ে পড়াশোনা করার আগে, কিছু লেখার আগে, সবচেয়ে জরুরি এখন সেখানে কে থাকে তা জানা।'

'কে থাকে?' অভিনয় করছে সোহানা।

'একজন ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল। নাম সিদোরভ। মাফিয়া সর্দার। ওর নাম শুনলে কলিজা ঠাণ্ডা হয় না এ-রকম লোক নেই ইউক্রেইনে। পুরো টাইখোন কিনে নিয়ে সেখানেই নিজের আস্তানা গেড়েছে লোকটা। প্রহরীদের সংখ্যা নেহায়েত কম না।'

'তথ্যটার জন্য ধন্যবাদ। তবে টাইখোনে ঢোকার কোনো ইচ্ছা নেই আমাদের,' মিথ্যা বলল সোহানা। 'আপনার ব্যাপারে কিছু বলুন। আমাদের এজেন্ট বলেছে অনেক কিছু জানেন আপনি টাইখোন সম্বন্ধে। এত কথা জানতে পারলেন কীভাবে? ব্লুপ্রিন্ট থেকেই কি...'

www.banglabookpdf.blogspot.com

আবারও হাসল মিরোস্লাভ। 'সামান্য এক ব্লুপ্রিন্ট থেকে কি এত কিছু জানা যায়? ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের পর, আমরা যখন জার্মানদের তাড়িয়ে দিই, কপাল খুলে যায় আমার। কপাল খুলে যায় মানে একটা চাকরি পেয়ে যাই। তার আগে অনেক চেষ্টা করেও কোনো উপায় করতে পারছিলাম না। যা-হোক, সেনাবাহিনী ঘাঁটি গাড়ে এখানে, জেনারেলের খাস-পাচকের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। একসময় এখান থেকে চলে যায় ওরা। যাওয়ার আগে আমার আরেকটা উপায় করে দিয়ে যান জেনারেল। সেভ্যাস্টাপোল ইউনিভার্সিটিতে কিউরেটরের চাকরি

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিয়ে যান। ইতিহাস নিয়ে পড়তে ভালো লাগে আমার, আর তখন ভার্সিটিতে লোকবল কম, তাই ভ্যাকেন্সি আছে—ইতিহাস বিভাগে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপের জন্য আবেদন করামাত্র পেয়ে যাই কাজটা। অবশ্য পার্টটাইম নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যা-হোক, সরকার একসময় সিদ্ধান্ত নেয় টাইখোনে যাদুঘর বানাবে। এজন্য একটা প্রজেক্ট দাঁড় করায়, সেটার দায়িত্ব দেয় সেভ্যাস্টাপোল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে। সার্ভে করার কাজটা এসে পড়ে আমার উপর। অবশ্য সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। প্রায় টানা দু'মাস কাটিয়ে দিই টাইখোনে। ম্যাপ এঁকেছি, ছবি তুলেছি, স্কেচ করেছি, নোট লিখেছি। অনেক সময় নিজের আগ্রহেই ঘুরে বেড়িয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। আপনারা চাইলে সেসব দেখাতে... মানে বিক্রি করতে রাজি আছি আমি।'

'ব্লুপ্রিন্টটা সহ?'

মাথা ঝাঁকাল মিরোস্লাভ।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু সমস্যা হলো,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল রানা, 'ওগুলো অনেক বছর আগের। এতদিনে হয়তো অনেক পরিবর্তন এসেছে টাইখোনে। নতুন মালিক তাঁর খেয়ালখুশিমতো অনেক কিছু বানিয়ে থাকতে পারেন। আবার অনেক কিছু ভেঙে ফেলে থাকতে পারেন।'

আবারও হাসল মিরোস্লাভ, কিন্তু এবারকার হাসিটা দেখে মনে হলো যেন রাজ্য জয় করেছে সে। 'আপনার কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার রানা। কারণ, এক বছর আগে আমাকে ভাড়া করেছিলেন মিস্টার সিদোরভ।'

'কেন?'

'লোকটা খারাপ, কিন্তু আর্টের কদর বোঝে। আর্টিস্টদের দাম দেয়, যারা আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করে তাদেরকে দাম দেয়। আর বিশেষ করে অ্যান্টিকের ব্যাপারে বদ্ধ পাগল। যা-হোক, লোক

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
মারফত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল সে, টাইখোনে যেতে বলল। গেলাম একদিন। দেখা হলো মাফিয়াসর্দারের সঙ্গে। বলল, ভিতরের অনেক কিছুই আগের মতো নেই আর; যুদ্ধ, সময় ইত্যাদি কারণে আসল ডিজাইন নষ্ট হয়ে গেছে। সে চায় সব ঠিক আগের মতো, পারলে কোসাক আমলের মতো বানাতে। সেই কাজে সাহায্য করতে বলল আমাকে।'

'সাহায্য করেছিলেন?'

'হুঁ। তিন সপ্তাহের মতো ছিলাম। তবে ডেকোরেশন ছাড়া অন্যকিছুর তেমন কোনো পরিবর্তন করতে হয়নি। আসলে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তবে ওই তিন সপ্তাহে আমাকে ঘুরেফিরে বেড়ানোর জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল সিদোরভ। যেখানে খুশি সেখানে গিয়েছি, কেউ বাধা দেয়নি।'

'কত?'

রানার হঠাৎ জিজ্ঞেস-করা প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে গেল মিরোস্লাভের। 'মানে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ইনফরমেশনগুলো কত দামে বেচতে চান আমাদের কাছে?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে জবাব দিল মিরোস্লাভ, 'বিশ হাজার ডলার। ক্যাশ।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হতে পারে,' হেলান দিল মিরোস্লাভও। 'কিন্তু আমি যা বেচতে যাচ্ছি, আপনাদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, সেটার মূল্য বিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে হয় আমার।'

লোকটার চোখে চোখ রাখল রানা। 'কেন করছেন কাজটা, মিস্টার মিরোস্লাভ?'

রানার দিকে "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?" এমনি প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মিরোস্লাভ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'টাকার জন্য। এখানে থাকতে থাকতে ঘেন্না ধরে গেছে

www.banglabookpdf.blogspot.com
আমার। ইটালিতে চলে যেতে চাই। আমি...'

হাত তুলে মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'জানি, মিস্টার মিরোস্লাভ, আমাদের এজেন্ট বলেছে। আমার প্রশ্নটা ছিল, সিদোরভের সঙ্গে বেঈমানি করছেন কেন? ওর যে-বর্ণনা দিলেন আপনি, আপনার এই বাটপারির কথা জানতে পারলে...'

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মিরোস্লাভ, কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে যেন। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায়, অপরাধ স্বীকার করার ঢঙে বলল, 'প্রিপয়াটের নাম শুনেছেন?'

'চেরনোবিলের কাছাকাছি একটা শহর,' জবাব দিল সোহানা।

'দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার স্ত্রী ছিল ওখানে। আমাদের বিয়ে হয়নি তখনও। সবকিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে আসার আগে দশবার ভাবতে হয় ওদেরকে, কারণ সহায়সম্বল বলতে প্রিপয়াটের বাড়িটা ছাড়া আর কিছু ছিল না ওদের। তাই শহর ছেড়ে বের হতে অনেক দেরি হয়ে যায়। চড়া মূল্য দিতে হয়েছে আমার স্ত্রীকে—ওর জরায়ুতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে কিছুদিন পরেই। আমি ঠিক জানি না, তবে হতে পারে এ-কারণেই মা হতে পারেনি সে কখনোই। টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারছি না ওর। শুধু তা-ই না, মা'র মুখ থেকে শোনা ইটালির গল্প কতবার যে শুনিয়েছি ওকে নিজেও জানি না। ওকে কথা দিয়েছি ও মরার আগে অন্তত একবারের জন্য হলেও ওকে নিয়ে যাবো ইটালিতে। ইদানীং শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে ওর। এই অবস্থায়, মিস্টার রানা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাটাই বড়, সিদোরভ কী করবে না করবে তা নিয়ে ভাবছি না। তা ছাড়া আমি মরলেই কী আর বেঁচে থাকলেই বা কী? আমাদের মতো মানুষ, যাদেরকে সারাজীবন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তারা কি কখনও বেঁচে থাকে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা-সোহানা কিছু বলল না। মিরোস্লাভের কষ্টটা বুঝতে

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
পারছে।

'বিশ হাজার ডলার, ক্যাশ,' বলে চলল মিরোস্লাভ, 'যদি দেন, কথা দিচ্ছি, টাইখোনের ব্যাপারে সিদোরভ যা জানে, তার চেয়ে বেশি জানতে পারবেন আপনারা।'

'রাজি,' বলল রানা। 'আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর বলুন। টাকা জমা করার ব্যবস্থা করছি।'

অ্যাকাউন্ট নম্বর বলল মিরোস্লাভ। স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে বিশেষ একটা নম্বরে যোগাযোগ করল রানা। কিছু নির্দেশনা দিল অপরপ্রান্তের লোকটাকে। তারপর মিরোস্লাভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি বিশ্বাস রাখতে পারেন আমাদের ওপর, কাল সকালে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়ে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল ফাণ্ড ট্রান্সফারের সাহায্যে করা হচ্ছে কাজটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল মিরোস্লাভ। 'ঠিক আছে। চলুন তা হলে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কোথায়? উঠে দাঁড়িয়েছে রানাও।

'রেলস্টেশনে,' মুচকি মুচকি হাসছে মিরোস্লাভ।

'রেলস্টেশনে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে সোহানার। 'কেন?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন,' রেস্টুরেন্টের দরজার উদ্দেশে হাঁটা ধরল মিরোস্লাভ।

রেলস্টেশনের বাইরে, গাড়িতে বসে আছে রানা-সোহানা। ইঞ্জিন বন্ধ করেনি রানা, জানে হঠাৎ করেই বিপদ আসতে পারে। স্টেশনের ভিতরে কী যেন আনতে গেছে মিরোস্লাভ।

'কী মনে হয় তোমার?' জানালা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'কী আনতে গেছে লোকটা? আসলেই কি কিছু আনতে গেছে? নাকি ও আসলে কারও চর? আমাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসে খবর

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিতে গেছে দোসরদেরকে?'

'আমার মনে হয় স্টেশনের কোনো লকার ভাড়া নিয়েছে নিজের নামে,' বলল রানা। 'মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাখে সে ওটার ভিতরে। হয়তো...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, কারণ স্টেশনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে মিরোস্লাভ। বগলের নীচে মাঝারি সাইজের একটা ব্যাগ। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়ির ভিতরে এসে ঢুকল লোকটা। ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। চোখের ইশারায় সোহানাকে ওটা নিতে বলল রানা। নিল সোহানা। খুলে দেখল কী আছে ভিতরে। একগাদা কাগজ। হতে পারে মিরোস্লাভের তথাকথিত স্কেচ, নোট, ফটো আর ব্লুপ্রিন্ট। আবার সব ভুয়াও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, মানতেই হবে, লোকটা মস্ত বড় জালিয়াত।

একনজর দেখে তেমন কিছু বুঝতে পারল না সোহানা। ইশারায় কথাটা রানাকে জানিয়ে দিল ও। রানাও ইশারায় বলল এখন কিছু করার নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিরোস্লাভকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিয়ে ওরা সোজা ফিরে এল হোটেলরুমে। দেরি না করে ব্যাগের চেইন খুলল সোহানা, ওটা উপুড় করে ভিতরের সব কাগজ ফেলল বিছানার উপর। টানা এক ঘণ্টা ধরে ওরা দু'জনে মিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কাগজগুলো। বিশেষ করে স্কেচগুলো। প্রতিটা প্রবেশপথ, সিঁড়ি, টাইখোনের প্রতিটা ঘর যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে স্মাগলিং টানেলগুলোর, সঙ্গে স্কেচ। আরেকটা বিষয় ভালো লাগল রানার। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে টাইখোনোর বেশ কয়েকটা স্কেচ করা হয়েছে; কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে, কখনও বাঁ দিক থেকে আবার কখনও ডান দিক থেকে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে সিদোরভের প্রাসাদ

www.banglabookpdf.blogspot.com
সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা চলে আসে।

আরও একটা ব্যাপার বোঝা গেল। শুধু চোরাকারবারের জন্য ব্যবহার করা হয়নি টানেলগুলো, নাৎসি এবং এমনকী সোভিয়েত রেড আর্মিও তাদের কাজে ব্যবহার করেছে ওগুলোকে। কেউ করেছে অ্যামুনিশন ডিপো হিসেবে, কেউ আবার শেল্টার অথবা অস্থায়ী পতিতাপল্লী হিসেবে। কয়েকটা নোট পড়ে জানা গেল, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশেষ কিছু গোপন আর সুরক্ষিত টানেল ব্যবহৃত হতো ভল্ট বা সিন্দুক হিসেবে, সাধারণ সৈন্যরা তাদের দামি জিনিস গচ্ছিত রাখত সে-সব জায়গায়।

মিরোস্লাভের সঙ্গে কথা বলে যা জানা যায়নি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই পয়েন্টটা জানা গেল বিশেষ কিছু নোট পড়ে—রাম কে'র সে-ই বোতলটা কোথায় রেখেছে সিদোরভ। ওই ব্যাপারে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে চলে এল রানা-সোহানা।

'আমাদেরকে কিন্তু সিদ্ধান্তটা আঁকড়ে থাকলে চলবে না,' বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর বলল রানা, 'কারণ বোতলটা অন্য কোনো জায়গায়ও লুকিয়ে রাখতে পারে সিদোরভ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমার সন্দেহ আছে,' অনেকক্ষণ মেঝেতে বসে থাকার পর উঠে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল সোহানা। 'লোকটা যাকে বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। ওর মতো পার্সোনালিটির মানুষরা যে-জিনিসটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেটাকে হাতের কাছেই রাখতে চাইবে, অন্য কারও জিম্মায় দিয়ে শান্তি পাবে না। নিজের সবচেয়ে দামি অ্যান্টিকগুলো, আমার মনে হয়, এনভায়রোনমেন্টালি কন্ট্রোল্ড কোনো জায়গায় রাখবে সে। মানে, জায়গাটা হবে এয়ারকাণ্ডিশণ্ড, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ থাকবে। হয়তো অগ্নিনির্বাপণের অত্যাধুনিক ব্যবস্থাও করে রেখেছে।' কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। 'আবার

www.banglabookpdf.blogspot.com

তোমার কথাও ঠিক হতে পারে। মূল ভবন থেকে কিছুটা দূরে যাদুঘরের মতো বানিয়ে থাকতে পারে, হয়তো সেখানেই...। চলো মিরোস্লাভের নোটগুলো আরও একবার পড়ি ভালোমতো।'

আরও টানা এক ঘণ্টা খাটল দু'জনে। ঘরে কোনো শব্দ নেই, শুধু মাঝেমধ্যে পাতা উল্টানোর খসখস আওয়াজ। শেষপর্যন্ত টাইখোনের পশ্চিমদিকের বিশেষ একটা ঘরের দিকে সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'সিকিউর্ড ইউটিলিটি রুম,' বলল ও, 'কী মনে হয়?'

'মনে হয় যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। আরেকটা নোটে আমি কী পেয়েছি শোনো। মিরোস্লাভ লিখেছে, টাইখোনের প্রায় সব জায়গায় আমার অবাধ যাতায়াতের সুযোগ আছে। কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তে যেতে চাইলেই বাধা দেয়া হয়। কেন? কী রেখেছে ওখানে লোকটা? বুঝতেই পারছ, এখানে লোকটা বলতে সিদোরভকে বোঝানো হচ্ছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু কাগজ হাতড়ে টেনে নিল টাইখোনের মূল নকশাটা। 'প্রাসাদের মূল অংশটা মাঝখানে আছে,' আঙুল রাখল সে ওটার উপর। 'তারপর দুটো উইং চলে গেছে দু'দিকে—একটা দক্ষিণে আরেকটা উত্তরে। পশ্চিমদিকে গেছে আরেকটা। সবগুলোই পাথরের নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।'

'সমস্যাটা কোথায় জানো?' নকশাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সোহানাও কয়েক তা কাগজ হাতড়ে টানেলগুলোর একটা স্কেচ টেনে নিল। সেটার উপর চোখ রেখে বলল, 'চোরাকারবারিদের টানেলগুলো ম্যানসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দু'জায়গায়। মূল বাড়ি থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে আগে যেখানে আস্তাবল ছিল সেখানে, আর দক্ষিণপুব উইং-এর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, আড়মোড়া ভাঙছে। 'ধরে নিলাম টানেলগুলোতে পৌঁছাতে কোনো সমস্যা হবে না আমাদের।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আরও ধরে নিলাম ওগুলো ধরে ঠিকমতোই পৌঁছে যাবো ঠিক জায়গায়। তারপরও দু'পায়ের উপর নির্ভর করে অনেকখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে আমাদেরকে। যদি তা না পারি, দক্ষিণপুব উইং ধরে ঢুকে পড়তে হবে বাড়ির ভিতরে, গার্ডদেরকে যে-কোনোভাবেই হোক ফাঁকি দিয়ে পৌঁছে যেতে হবে সিদোরভের সেই "প্রবেশ নিষেধ" লেখা এলাকায়।'

ছয়

মাথার উপরে যে-বাতিটা জ্বলছে তা তেমন উজ্জ্বল নয়। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল সোহানা, একটা চার্ট দেখছে। হাতের কম্পাস আর ডিভাইডার নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক কোন্ জায়গায় আছে ওরা, জানতে চায়। দাঁতে কামড়ে-ধরা পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কিছু হিসেবনিকেশ করল, সেগুলো লিখে রাখল চার্টের মার্জিনে। কোর্স লাইনের উপর একটা গোল দাগ দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'পৌঁছে গেছি।'

হাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রানা, কথাটা শোনামাত্র বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। কমেছে, কিন্তু থামেনি ফিশিং ট্রলারটার গতি, কুয়াশার পাতলা চাদর ভেদ করে এগোচ্ছে এখনও। খোলের দু'পাশ দিয়ে হিসহিস শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে পানি। আস্তে আস্তে কমতে কমতে একসময় থেমে গেল ট্রলারের গতি। মাথা নুইয়ে পাইলটহাউসের দরজা দিয়ে বের হয়ে এল রানা। শিকলে-বাঁধা ভারী নোঙরটা পানিতে ফেলতে গিয়েও কী মনে করে ফেলল না। একমাত্র

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কেবিনটাতে ঢুকে সোহানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

রানাকে দেখে একটু হেসে সরে দাঁড়াল সোহানা। ওকে পাশ কাটিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বিনকিউলারটা তুলে ধরল চোখের সামনে। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে পেল না প্রথমে। তারপর, যেন একটু একটু করে, বেশ দূরে, দেখতে পেল সাদা আলোর একটা ফুটকি—কাঁপছে ওটা থেকে থেকে, আসলে জ্বলছে আর নিভছে নির্দিষ্ট সময় পর পর।

'পারফেক্ট হিসাব তোমার, সোহানা,' প্রশংসা করল রানা।

ঘুরে জিভ বের করে রানাকে ভেংচি কাটল সোহানা। মুচকি হেসে আবার বিনকিউলারটা চোখে লাগিয়ে তাকাল রানা দূরের লাইটহাউসটার দিকে।

আসলেই কাজের কাজ করেছে সোহানা। ভাড়া-করা ট্রলার নিয়ে বন্দর থেকে এ-পর্যন্ত আসাটা ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ। কারণ মাছ-ধরার এই নৌকায় জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম নেই, থাকাটাই অস্বাভাবিক। নিজের নেভিগেশন বিদ্যার পুরোটাই কাজে লাগিয়েছে সোহানা। চুলচেরা হিসেব কষেছে বোটের কোর্স আর স্পিডের। সময়ে সময়ে রানার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু ল্যাণ্ডমার্ক দেখা যাচ্ছে কি না। কখনও কখনও কাজে লাগিয়েছে শর্ট রেঞ্জের একটা রেইডার—নৌকার একমাত্র আধুনিক যন্ত্র।

বিনকিউলারটা জায়গামতো রেখে দিল রানা। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'চলো ইউনিফর্ম পরে নিই।'

মিরোস্লাভের দেয়া কাগজপত্র, স্কেচ ইত্যাদি ভালোমতো দেখার পর কাছের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নিয়েছিল দু'জনে। খেতে খেতে প্ল্যান করেছে কীভাবে কী করবে। তখন রানার

www.banglabookpdf.blogspot.com

চোখে পড়ে, রেস্টুরেন্টের উল্টোদিকে পুরনো-কাপড়ের একটা দোকানে শীতলযুদ্ধের সময়কার কমাণ্ডো ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম ঝুলছে। কথাটা জানানোমাত্র রাজি হয়ে যায় সোহানা। দু'জনের জন্য দুই প্রস্থ ইউনিফর্ম কিনে নেয় রানা। পরে বন্দরের কাছে ফিরে এসে একটা ফিশিং-ট্রলার ভাড়া করে। সঙ্গে রাবারের সাত ফুটী একটা ডিঙি। এটার মোটর ব্যাটারিতে চলে নিঃশব্দে।

জায়গামত পৌঁছে এবার ঝট্‌পট্ ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরে নিল দু'জনে। কালো পেইন্ট মাখল মুখে। বাতাস ভরে ফুলাল নৌকাটাকে। তারপর ছোট্ট মোটরটাকে জায়গামতো বসিয়ে ফিশিং-ট্রলারের একপ্রান্ত দিয়ে নামিয়ে দিল পানিতে। যার যার ব্যাকপ্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল ওরা ডিঙিতে। ট্রলারের গলুইয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিল সোহানা। জমাট-বাঁধা কুয়াশায় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

মোটরের ইগনিশন চালু করল রানা। ঝাঁকি দিয়ে গুঞ্জন তুলল ওটা, কাঁপতে লাগল একটানা। গলুইয়ে গিয়ে বসেছে সোহানা। কম্পাস বের করে হাতে নিয়েছে। লাইটহাউসের দিকে ধরল যন্ত্রটাকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। তারপর আঙুল তুলে ইশারায় দেখিয়ে দিল কোন্‌দিকে নিতে হবে ডিঙি।

থ্রটলে চাপ বাড়াল রানা।

মোটরটা যত জোরে কাঁপছে তত জোরে আওয়াজ করছে না। গতি যথাসম্ভব সীমিত রেখেছে রানা, তাড়াহুড়ো করতে চায় না। তিন নট বেগে এগোচ্ছে এখন। ঘণ্টাখানেক চলার পর আবারও হাত তুলল সোহানা, থামতে ইশারা করছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাইটহাউসের বীকনের দিকে। থ্রটলে চাপ আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল রানা।

ডিঙি ঘেঁষে বয়ে-চলা পানির শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
নেই এখন। চারপাশে পাক খেয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশা। কাছের কয়েক ফুটের মধ্যে কালো পানি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে কি পড়ে না। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রানা—ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে দূরে, চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, তারপর হাত তুলে ইঙ্গিত করল আবার।

সামনে প্রথম বাধা—প্রাকৃতিক এবং নির্মম—কৃষ্ণসাগরের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। জোয়ার-ভাটার হিসেব কষে রানা-সোহানা ঠিক করেছে দক্ষিণদিক থেকে এগোবে। এতে খুব বেশি যুঝতে হবে না ঢেউয়ের বিরুদ্ধে। সিদোরভের এলাকা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে কিছু ডুবোপাথরের জটলা, ওই জায়গা ধরে এগিয়ে যাবে ওরা। এই কুয়াশাঢাকা ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাজটা নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু কম সময়ে জায়গামতো পৌঁছুতে হলে অন্য উপায় নেই। আরও একটা কারণ আছে। সিদোরভের গার্ডরা হয়তো কখনোই কল্পনা করবে না এত রাতে, এরকম ভূতুড়ে পরিবেশে ডুবোপাথরের জট ডিঙিয়ে কেউ হানা দিতে যাবে ওদের আস্তানায়। তবে ভাগ্যের উপরও অনেকখানি নির্ভর করতে হবে রানা-সোহানাকে। সাগরের কিনারা ঘেঁষে সিদোরভ যদি সার্চলাইট বসিয়ে থাকে, ওগুলোর আলো বিপজ্জনক হতে পারে ওদের জন্য।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাঝারি গতিতে ছুটছে ডিঙি। নাক বরাবর সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। টানা ত্রিশ সেকেণ্ড এগোনোর পর ইশারা করল সোহানা, গতি কমাতে কমাতে ডিঙি প্রায় থামিয়েই ফেলল রানা। কান খাড়া করে রেখেছে সোহানা। ডানে-বাঁয়ে একইসঙ্গে, কিছুটা দূরে, ঢেউয়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। চোখ বন্ধ করল সোহানা, এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে একমনে ঢেউয়ের আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ। তারপর হাত তুলে ইঙ্গিত করল

www.banglabookpdf.blogspot.com

আবার।

থ্রটলে চাপ বাড়াল রানা, ডিঙিটা চলতে শুরু করল।

এবার বিশ সেকেণ্ড পর হাত তুলে থামার ইশারা করল সোহানা। থ্রটলে চাপ কমাল রানা, তবে ডিঙিটা যাতে একজায়গায় স্থির থাকতে পারে সেজন্য যতটুকু ধরে না রাখলেই নয় ততটুকু ধরে রেখেছে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ করে কমে যাওয়ায় নীরবতা বেশি মনে হচ্ছে। গর্জন করতে করতে ধেয়ে আসছে ঢেউ, বাড়ি খাচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে, তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ছে সাগরের বুকে। বিশাল একটা ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডিঙির ডানে। এরপর দু'সেকেণ্ডের বিরতি দিয়ে বাঁয়ে আবার একটা। পরমুহূর্তেই পিছনে আরেকটা। রানা-সোহানা বুঝল, উন্মত্ত অগণিত ঢেউ ঘিরে ধরেছে ওদেরকে।

হঠাৎ করেই ডিঙির সামনের দিকে ঢেউয়ের বিশাল একটা দেয়াল ভেঙে পড়ল যেন। কুয়াশার চাদর ভেদ করে বয়ে গেল সাদা পানির বন্যা। ডিঙির নীচের পানি যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে আচমকা, লোফালুফি খেলছে ওটাকে নিয়ে।

'রানা!' চাপা গলায় বলে উঠল সোহানা।

'হাতের কাছে যা পাও শক্ত করে ধরে থাকো!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'দরকার হলে শুয়ে পড়ো!'

কুয়াশার চাদর সরে গেছে হঠাৎ করেই, সরে গেছে বিশাল ঢেউটাও। নীচের দিকে তাকিয়ে ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরে। কয়েক ফুট সামনে ডুবোপাথরের একটা জট। আরেকটু হলেই ডিঙিটা গিয়ে আছড়ে পড়বে ওটার উপর। সন্দেহ নেই, রাবার কেটে গিয়ে বাতাস বের হয়ে মুহূর্তে চুপসে যাবে ওটা।

থ্রটল বন্ধ করে দিল রানা। একইসঙ্গে হাতলটা ঘুরাল প্রায় ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। সংঘর্ষ ঘটতে ঘটতেও ঘটল না,

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
ডুবোপাথরের জটটাকে শেষমুহূর্তে এড়িয়ে গেল ডিঙি। কিন্তু রানা জানে নিথর দাঁড়িয়ে থাকলে পরের স্রোতটা এসে আবার বাড়ি মারবে ডিঙির গায়ে, আছড়ে নিয়ে ফেলবে পাথরগুলোর উপর। তাই সংঘর্ষ এড়ানোমাত্র চালু করল ইঞ্জিন। প্রপেলারে পানির স্পর্শ পাওয়ামাত্র চলতে শুরু করল ডিঙি।

মোচার মতো আকার ধারণ করে একের পর এক ঢেউ মাথা তুলছে ডিঙির সামনে। দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পানিতে ল্যাণ্ড করামাত্র গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে, হাতল ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে নৌকাটাকে কিছুটা হলেও নিরাপদ জায়গায় নেয়ার চেষ্টা করছে রানা। বেমক্কা ঢেউয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য কখনও বন্ধ করে দিচ্ছে ইঞ্জিন। একবার হঠাৎ বিগড়ে গেল প্রপেলার, জরুরি মুহূর্তে গতি বাড়াতে গিয়ে রানা টের পেল কাজ হচ্ছে না। কী করবে ভাবতে গিয়ে মূল্যবান দুটো মুহূর্ত নষ্ট করল ও, তখনই বিশাল এক ঢেউ শূন্যে তুলে ফেলল ওদেরকে। একটু আগে যে-ডুবোপাথরের জট এড়িয়ে গেছে ওরা, ওটার দিকেই ধেয়ে চলেছে আবার—টের পেয়ে খানিকটা আতঙ্কিত হলো রানা। কিন্তু কপাল ভালো, ঢেউটা ওদেরকে নিয়ে ফেলল ওই জট ছাড়িয়ে আরও দূরে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপরই আরেকটা ঢেউ তুলে নিল ওদেরকে। ডুবোপাথরের জটটা কোথায় হারিয়ে গেল বলতে পারবে না রানা-সোহানা, কুয়াশার চাদর গিলে নিয়েছে ওদেরকে। রানা টের পেল দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পানিতে ল্যাণ্ড করেছে আবার। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল ও, জানে আবার চালু করতে গেলে ভেঙে গিয়ে ইঞ্জিন থেকে আলগা হয়ে যেতে পারে প্রপেলার, তারপরও ঝুঁকিটা নিল। কান পেতে শুনছে। শুয়ে পড়েছিল সোহানা, উঠে বসেছে এখন। 'আমার মনে হয় ডানে যেতে হবে তোমাকে, রানা,' বলল ও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'উঁহুঁ, আমার মনে হয় বাঁয়ে।'

'কিন্তু...'

'ঠিক আছে, রাখলাম তোমার কথা,' ডানে মোচড় কাটল রানা।

দশ সেকেণ্ড পর চিৎকার করে উঠল সোহানা, 'থামো! টের পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা।

ডিঙিটা সামনে এগোচ্ছে বললে ভুল হবে, আসলে সামনে এগোতে গিয়ে পারছে না, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে একদিকে। এবং আতঙ্কের বিষয়, গতি যত কমাতে চাচ্ছে রানা ততই দ্রুত এগোতে শুরু করেছে ওটা। ছুটে এল দানবীয় একটা ঢেউ, রানা-সোহানাকে তুলে নিল মাথার উপর; মাত্র দশ ফুট দূরে ডুবোপাথরের আরেকটা জট, বোঝাই যাচ্ছে ওটার উপর ডিঙিটাকে আছড়ে ফেলে আক্রোশ মেটাতে চায়। কিন্তু মাত্র দেড়-দু'ফুটের জন্য ইচ্ছা পূরণ হলো না ঢেউয়ের, আরও একবার দু'ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পানিতে ল্যাণ্ড করল ডিঙি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রপেলার কোনো কাজে লাগবে না এখন, রানা তাই চেঁচিয়ে বলল, 'বৈঠা!' পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল একটা।

সোহানাও হাতে নিল আরেক বৈঠা। 'সাবধান, রানা!' বলল গলা ফাটিয়ে। 'তোমার পিছনে!'

ঘুরল রানা। নিজের অজান্তেই বৈঠা উঠে গেছে পানি থেকে। ওটা এমনভাবে ধরে আছে যে, মনে হচ্ছে বর্শা উঁচিয়ে আছে।

এক হাত দূরে মাথা তুলছে আরেকটা ঢেউ। এদিকে একটা ডুবোপাথরের সঙ্গে লেগে থেমে গেছে ডিঙি। দানবীয় ঢেউটা ওদের উপর আছড়ে পড়লে নির্ঘাৎ উল্টে যাবে ডিঙি।

বৈঠাটা পাথরের গায়ে ঠেকাল রানা, শরীরের সব ওজন দিয়ে ভর দিল ওটার উপর। তারপর জোরে ঠেলা মারল। কিন্তু

www.banglabookpdf.blogspot.com
পেছনের ঢেউটা ভীষণ শক্তিশালী, একচুল সরতে দিল না। বরং ডিঙিটা জায়গায় দাঁড়িয়ে চক্কর খেল দু'বার।

কোনোরকমে উঠে এসে রানার পাশে বসে পড়ল সোহানা। নিজের বৈঠা ঠেকাল পাথরের গায়ে। ডিঙিটাকে যদি ডুবোপাথরের অপরপাশে নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে হয়তো উল্টাবে না। কিন্তু ততক্ষণে আরও শক্তিশালী হয়েছে ঢেউ, প্রচণ্ড চাপে সোহানার বৈঠা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। ততক্ষণে পানির মাথায় চড়ে ডুবোপাথরের লেবেলে চলে এসেছে ডিঙি, দাঁতে দাঁত চেপে নিজের বৈঠা দিয়ে আরেকবার ঠেলা মারল রানা পাথরের গায়ে। লাফিয়ে উঠল ডিঙি, ডুবোপাথরের ওপাশে গিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে টন টন পানি আছড়ে পড়ল যে-জায়গায় একটু আগে নৌকাটা ছিল সেখানে।

ইঞ্জিন চালু করল রানা, গতি বাড়িয়ে সরে যেতে চায় দূরে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করল ডিঙি এগোচ্ছে না, বরং বাতাসে প্রপেলার ঘুরবার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঝট্ করে ঘাড় ঘোরাল ও পেছনদিকে। ডুবোপাথরের এদিকের ঢেউ ফুঁসে উঠছিল, আর তখনই এখানে ল্যাণ্ড করেছে ডিঙিটা, পানির সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শূন্যে উঠে গেছে ডিঙির পেছনের দিক।

ওটা নামার অবকাশ পাওয়া গেল না, ঢেউ ততক্ষণে মাথা তুলেছে সাপের ফণার মতো। চিৎকার করে সোহানাকে ডাকতে চাইল রানা কিন্তু সে-সুযোগ পেল না। খেয়াল করল হাত থেকে ছুটে গেছে বৈঠা, শূন্যে উড়াল দিয়েছে ওর শরীর। ডুবোপাথরের আরেকটা জটের দিকে উড়ে যাচ্ছে ও।

ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে কালো একটা চাদর নেমে এল রানার চোখের সামনে। ঢেউয়ের ফোঁসফোঁসানি মুছে গেল কান থেকে।

শান্তি!

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাত

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল রানা—কতক্ষণ পর বলতে পারবে না। টের পেল, সবগুলো ইন্দ্রিয় একসঙ্গে না, এক এক করে কাজ করতে শুরু করছে।

পালকের মতো কী যেন বার বার লাগছে গালে। পালক আসবে কোত্থেকে? চোখ বন্ধ করেই ভাবল রানা। নারকেল তেল আর বাদাম তেলের মিশ্র একটা গন্ধও লাগছে নাকে।

তারমানে, ভাবল রানা, সোহানার শ্যাম্পু।

চোখের পাতাগুলো সেঁটে লেগে থাকতে চাইছিল, জোর করে খুলল রানা। চিত হয়ে পড়ে আছে ও। চোখ ঘুরিয়ে তাকাল চারদিকে। ডিঙির নীচে চাপা পড়েছে। ওর মাথাটা নিশ্চিন্তে পড়ে আছে সোহানার কোলের উপর।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সামনে ঝুঁকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সোহানা, রানাকে চোখ মেলতে দেখে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

'আছি। সরো আমার ওপর থেকে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

সরল সোহানা।

'হয়েছিল কী?' উঠে বসল রানা। ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল ডিঙিটাকে।

'ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়লে পাথরের উপর। মাথা ঠুকে গেল। দড়ি ছুঁড়ে মারলাম তোমার দিকে কিন্তু দেখলাম ওটা আঁকড়ে ধরার কোনো লক্ষণ নেই তোমার মধ্যে। যা বোঝার বুঝে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিয়ে লাফিয়ে পড়লাম পানিতে। কোনোরকমে সাঁতার কেটে এসে তোমাকে মাত্র ধরেছি, এমন সময় বিশাল আরেক ঢেউ এসে ধাক্কা মারল আবার। আমরা দু'জন আর ডিঙিটা বলতে গেলে উড়ে এসে পড়লাম এখানে। এই হলো ঘটনা।'

'কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'বিশ-পঁচিশ মিনিট হবে।'

হাত তুলে কপালটা আলতো করে স্পর্শ করল রানা। কাপড়। আঘাতের জায়গায় ইতিমধ্যেই জলপট্টি বেঁধে দিয়েছে সোহানা।

'ব্যথা করছে এখনও?' জানতে চাইল সোহানা।

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

'দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। 'অসুবিধা হচ্ছে কি না বোঝার উপায় নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। তোমাকেও দেখতে পাচ্ছি না ঠিকমতো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'স্বাভাবিক। এখন রাত। আর আমরা আসবো বলে এই জায়গায় আলোকসজ্জা করে রাখেনি কেউ। আচ্ছা, এই দেখো, তোমার চোখের সামনে কয়েকটা আঙুল ধরলাম। বলো তো, ক'টা?'

'এক...দুই...তিন...মোট বারোটা।'

'রানা!'

'উফ্, সোহানা বাদ দাও তো এসব। আমি ঠিক আছি। কী ভাবছ? পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গিয়ে স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে আমার? এটা সিনেমা? তবুও বলছি, আমি মাসুদ রানা, আর তুমি সোহানা। একটা ডিঙিতে করে কৃষ্ণসাগরের তীরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, উদ্দেশ্য ছিল সিদোরভের ঘাঁটিতে হানা দেবো। নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের একটা বোতল উদ্ধার করে

www.banglabookpdf.blogspot.com
আনাই আমাদের লক্ষ্য। সন্তুষ্ট?'

হাতঘড়ি দেখল সোহানা। 'প্রায় বারোটা। ভাগ্য আমাদেরকে কোথায় ল্যাণ্ড করিয়েছে ঠিক জানি না। হাঁটতে পারবে? একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে হবে জায়গাটা। সিদোরভের কতটা কাছে এসেছি, জানা দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সোহানার সাহায্য ছাড়াই।

একবার চক্কর দিয়েই বুঝল রানা-সোহানা, ভাগ্য ঠিক জায়গাতেই ল্যাণ্ড করিয়েছে ওদেরকে।

এখন ছোট্ট একটা বেলাভূমিতে আছে ওরা। চারদিকে শত শত ডুবোপাথর, মাঝখানে বিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুটের একফালি সৈকত। সরু হতে হতে একটা পাহাড়ি-দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে; শেষপ্রান্তটা চওড়ায় দু'ফুটের বেশি হবে কি না সন্দেহ।

কয়েক শ' গজ এগোনোর পর পাহাড়ি দেয়ালটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো ওদেরকে। কাঁধ ঝাঁকাল রানা, উত্তরদিকে তাকাল। হাঁটতে শুরু করল, পিছন পিছন সোহানা। আধ মাইলের মতো যাওয়ার পর ঝোপজঙ্গলে-ছাওয়া খাড়া একটা পথ দেখতে পেল—সোজা উঠে গেছে পাহাড়টার দিকে। এটা ওই পাহাড়েরই অংশ কি না সন্দেহ হলো রানার, অন্য কোনো টিলাও হতে পারে। পিছনে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল ও সোহানাকে, তারপর উঠতে শুরু করল। বেশ খানিকটা ওঠার পর তাকাল চারদিকে।

সমুদ্র সমতল থেকে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে ওরা। এখানে বাতাস বেশ জোরালো আর ঠাণ্ডা। কুয়াশা নেই বললেই চলে। তাই অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। বেশ নীচে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে এখনও সমানে তর্জন-গর্জন চালিয়ে যাচ্ছে সাগর।

পকেট থেকে কম্পাস বের করল রানা। মনোযোগ দিয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিছুক্ষণ দেখার পর বলল, 'আমরা মনে হয় সরে এসেছি।' তাকাল সোহানার দিকে।

মুচকি মুচকি হাসছে সোহানা। রানার দৃষ্টিতে বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখতে পেয়ে হাত তুলে দূরে দেখাল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

সম্ভবত দু'মাইল দূরে, অন্ধকারের বুক ক্ষণে ক্ষণে চিরে দিচ্ছে উজ্জ্বল একটা আলো।

সার্চলাইট।

এবার হাসল রানাও। 'তারমানে আমাদের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি এখনও। কী বলো?'

মিনিট দশেক পর ডিঙিটাকে নিয়ে আবার পানিতে নেমে পড়ল ওরা। ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে রানা, উত্তরদিকে চলেছে। একবার সামনে তাকাচ্ছে, পরক্ষণে দেখছে বড় কোনো ঢেউ ধেয়ে আসছে কি না। কুয়াশার চাদর আগের চেয়ে আরও ঘন হয়েছে মনে হচ্ছে। তাই দৃষ্টির চেয়ে শ্রবণশক্তির উপর ভরসা করতে হচ্ছে বেশি। ডুবোপাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে অদ্ভুত হিসহিস আওয়াজ তুলছে ঢেউ, সে-শব্দের যতটা কাছাকাছি পারা যায় থাকতে চাচ্ছে রানা। আবার ডুবোপাথরের জটগুলোর বেশি কাছেও থাকতে চাচ্ছে না। ওরা যখন রওয়ানা হয়েছিল তখন জোয়ার ছিল, এখন পানি নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তাই ঢেউগুলো আগের মতো বড় হচ্ছে না।

মিনিট ত্রিশেক এভাবে চলার পর ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাতল ছেড়ে দিল। ডিঙিটাকে ছেড়ে দিয়েছে ঢেউয়ের মর্জির উপর। সোহানা ওর সামনে, তাই ব্যাপার কী বোঝার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও। মোনাজাত করার ভঙ্গিতে দুই হাত জড়ো করে কয়েকবার দোলাল রানা, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'নৌকা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল সোহানা। রানা কী বলেছে শুনতে না পেলেও বুঝতে পেরেছে। কারণ বিরামহীন ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে শক্তিশালী একটা ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না বোটটাকে, স্রোতের ফোঁসফোঁসানির কারণে ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না কোথায় বা কত দূরে আছে। তবে দুটো বিষয় পরিষ্কার। ওদের সামনে আছে নৌকাটা এবং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, এত আওয়াজ ছাপিয়ে রেডিয়োর খড়খড়ানি শোনা গেল হঠাৎ। তারপর অনেকটা যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ। কিন্তু কী বলল লোকটা, অথবা কোন্ ভাষায় কথা বলল কিছুই বোঝা গেল না।

দশ সেকেণ্ড কাটল।

ডানদিকে হঠাৎ জ্বলে উঠল অত্যুজ্জ্বল একটা স্পটলাইট। কুয়াশার চাদর ভেদ করে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আলো। এদিক-ওদিক ঘুরছে আলোটা। সৈকতের জলসীমায় সন্দেহজনক কিছু আছে কি না দেখছে। কিছুক্ষণ পর, যেমন হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনভাবেই নিভে গেল। নৌকাটাও কোন্‌দিকে চলে গেল যেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'সিদোরভের গার্ড?' জানতে চাইল ফিসফিস করে।

'ইউক্রেনিয়ান নেভির কোস্টাল পেট্রোলও হতে পারে,' বলল রানা। 'যারাই হোক, সামনাসামনি পড়তে চাই না।'

'যদি সিদোরভের গার্ড হয়?'

'তা হলে একদিক দিয়ে আমাদের জন্য ভালো।'

'মানে?'

'মানে, এখন পর্যন্ত ধরা পড়িনি আমরা।'

'বুঝতে পারছি না।'

'যদি আমাদেরকে দেখে ফেলত ওরা, অথবা সন্দেহ করত,

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা না, একের বেশি বোট পাঠাত। কিন্তু তা যখন করেনি তখন ধরে নিচ্ছি এখনও দেখেনি আমাদেরকে। কিংবা দেখলেও সন্দেহ করেনি।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, কিছু বলল না।

পরের একটা ঘণ্টা ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলল রহস্যময় ওই নৌকা আর রানাদের ডিঙিটার মধ্যে। কুয়াশার কারণে দেখাও যাচ্ছে না নৌকাটাকে, ঢেউয়ের জোরালো আওয়াজের কারণে বোঝাও যাচ্ছে না ওটার আরোহীরা ঠিক কোন্‌দিকে আছে। কিন্তু রানা-সোহানা বার বার টের পাচ্ছে যথেষ্ট কাছে চলে আসছে নৌকাটা, আবার যে-কোনো কারণেই হোক যথেষ্ট দূরেও চলে যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না রানাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে কি না। আরেকটা ব্যাপার, যতবার কাছে এসেছে ততবারই কিন্তু জ্বলে ওঠেনি স্পটলাইট। বরং কখনও কখনও জ্বলেছে। আলোটা ঘুরতে ঘুরতে একবার প্রায় এসে পড়েছিল রানাদের ডিঙির উপর, চট করে ডিঙির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে সামাল দিয়েছে রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'টহলে বেরিয়েছে নৌকাটা,' নিচু গলায় বলল সোহানা। 'টাইমিং হিসেব করেছি আমি। আমার মনে হয় ওরা সিদোরভের লোক।'

'কেন?'

'নেভির লোক হলে একই জায়গায় বার বার আসবে কেন?'

'গুড পয়েন্ট! তারমানে ওরা কি কিছু সন্দেহ করেছে?'

'বলতে পারবো না। ধরা পড়তে পড়তেও তো বেঁচে গেলাম একবার।'

আরও কয়েক মিনিট পর দূরে সরে গেল পেট্রোল বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ। ডিঙির নাক ঘুরিয়ে নিল রানা, যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে চলতে শুরু করল আবার। বেশ কিছুদূর

www.banglabookpdf.blogspot.com

এগোনোর পর অনেকখানি ডানে, একটা পাহাড়ের মাথায় আবার নজরে পড়ল লাইটহাউসের আলোটা। চোখে বিনকিউলার লাগাল সোহানা, সময় নিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর উৎফুল্ল কিন্তু চাপা গলায় বলে উঠল, 'এসে গেছি, রানা! ওটাই টাইখোন!'

তেমন একটা ভাবান্তর হলো না রানার মধ্যে। মন দিয়ে ডিঙি চালাচ্ছে ও। ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে এনেছে অনেকখানি। যতদূর জেনেছে টাইখোনের সৈকতসংলগ্ন সমুদ্রসীমার কয়েক বর্গমাইলে ডুবোপাথর নেই তেমন। কিন্তু যেদিক দিয়ে এগোচ্ছে ওরা সেদিকে দু'-চারটে "জট" থাকলেও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে গেলে পাথরের সঙ্গে খোঁচা লেগে ফুটো হবে ডিঙি, তীরে এসে ডুববে তরী।

রানার মনোযোগ লক্ষ করে বিনকিউলারটা সরিয়ে রাখল সোহানা। সাগরের ঢেউগুলোর উপর নজর দিয়েছে। ডুবোপাথরের কোনো জট চোখে পড়লে সতর্ক করবে রানাকে। কিন্তু কপাল ভালো, সে-রকম কিছুর মুখোমুখি হতে হলো না। ঢেউয়ের মতিগতি বুঝে নিয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছে রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

লাইটহাউসটা যে-পাহাড়ের উপর আছে সেটা, কুয়াশার চাদরের পটভূমিতে হঠাৎ করেই দেখা দিল একসময়। দিক বদল করল রানা। লাইটহাউসটা বাঁয়ে রেখে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

টাইখোনের ড্রয়িং আর ব্লুপ্রিন্ট থেকে জেনেছে, নির্জন সৈকতের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে পাহাড়ি দেয়ালের একটা প্রাকৃতিক টানেল আছে—প্রায় আশি ফুট উঁচু আর দু'শ' গজের মতো চওড়া। রানারা এখন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে, অর্থাৎ সৈকত থেকে খানিকটা ডানে প্রায় একশ' গজের মতো এগিয়েছে দেয়ালটা। ডিঙি নৌকা তো বটেই, মাঝারি আকারের একটা ক্রুয শিপও যেতে পারবে এদিক দিয়ে।

ডিঙির গতি আরও কমাল রানা, কারণ পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি

www.banglabookpdf.blogspot.com
খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। সোহানার দিকে তাকাল। 'একটু ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে।'

'কী রকম?'

'আলো জ্বালতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করল সোহানা। ডিঙির নাকের কাছে গিয়ে লাইটধরা হাতটা কিছুটা ঝুলিয়ে দিল নীচের দিকে। এতে আলোর বৃত্তটা ছোট থাকবে, ফেনিল স্রোতের কম অংশই আলোকিত হবে। দূর থেকে দেখলে একটা ডিঙি নৌকার উপস্থিতি টের পেতে সময় লাগবে দর্শকের।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বৈঠা তুলে নিল রানা। দাঁড় বাইছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। খানিক বাদে বলল, 'সোহানা, আলোটা তুলে ধরো। আমাদের বাঁয়ে, পাহাড়ি দেয়ালের গায়ে। দেখতে পাচ্ছ?'

রানা বলার সঙ্গে সঙ্গে জায়গামতো আলো ফেলল সোহানা। প্রথমে চোখ এড়িয়ে গেলেও এবার আর অসুবিধা হচ্ছে না দেখতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানার নাগালের মধ্যেই পাহাড়ের দেয়াল থেকে বের হয়ে আছে অনেকটা রেইলরোড স্পাইকের মতো দেখতে কিছু একটা। সেটার এক ফুট উপরে আরেকটা, তার এক ফুট উপরে আরও একটা। এভাবে অনেকগুলো।

কোনো কোনো স্পাইক বেঁকেচুরে গেছে, কোনো কোনোটাতে মরচে ধরে গেছে। কোনোটা আবার দেয়াল থেকে খুলে গিয়ে পড়ি পড়ি করছে।

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, উপরে ওঠার মইয়ের সামনে হাজির হয়েছে রানা-সোহানা।

'পেট্রোলবোটটা যদি রুটিন টহলে বের হয়ে থাকে,' ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনদিকে দেখে নিয়ে বলল সোহানা, 'তা হলে আমার

www.banglabookpdf.blogspot.com

মনে হয় ইতিমধ্যে ফিরতি পথ ধরেছে। হাতে বড়জোর চার কি পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছি আমরা।'

পেট্রোলবোটের ব্যাপারটা রানার পরিকল্পনায় নাড়া দিয়েছে। ডিঙিটাকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছে। এখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে গেলে কারও-না-কারও চোখে পড়বেই। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে টাইখোনের অ্যালার্ম সিস্টেম। ডিঙিটাকে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা খুঁজে বের করার সময়ও নেই। তার মানে রানার হাতে একটা মাত্র অপশন আছে।

যার যার ব্যাকপ্যাক কাঁধে ঝুলাল ওরা। পাহাড়ি দেয়ালে একটা হ্যাণ্ডহোল্ড দেখা যাচ্ছে, দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে ওটা ধরল রানা, ডিঙির দুলুনি অনেকখানি কমল। তারপর ইশারা করল সোহানাকে। একহাতে দেয়ালে ভর দিয়ে রানার কাঁধে দাঁড়িয়ে গেল সোহানা, প্রথম স্পাইকটা ধরল। দেরি না করে উঠে গেল বেশ কিছুটা উপরে। ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা সুইস আর্মি নাইফ বের করল রানা, ফলা খুলল। ডিঙির সাইড টিউবের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চিরে দিল একটানে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ধরল প্রথম স্পাইকটা। পর পর কয়েকটা স্পাইক ধরে উঠে গেল উপরে, সোহানার কাছাকাছি। নীচে তখন মৃদু হিসহিস আওয়াজ তুলে ডুবে যাচ্ছে ডিঙি।

'হাতে কতখানি সময় পাচ্ছি আমরা?' নিচু গলায় সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেশি হলে তিন মিনিট,' আরও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে সোহানা।

অর্ধেকটা পথ ওঠা হয়েছে, এমন সময় ডানদিকে থেকে আউটবোর্ড ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা। চিন্তার বিষয়, কারণ আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে। তারমানে টানেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বোটটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সোহানা, আমাদের বন্ধুরা হাজির!' বিড়বিড় করল রানা।

'আরেকটু উপরে একটা টানেল দেখতে পাচ্ছি,' চাপা গলায় বলল সোহানা। 'ওটা ভেতরের দিকে অনেকখানি ঢুকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কতদূর গেছে বুঝতে পারছি না।'

'ঝড়ের সময় জাহাজ ভেড়ানোর মত বন্দর হলেই হলো, সেটা কোন্ বন্দর দেখে কাজ নেই। উঠতে থাকো।'

আরও কাছিয়ে এসেছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। রানা-সোহানার মনে হচ্ছে পেট্রোলবোটটা ওদের ঠিক নীচেই এসে হাজির হয়েছে যেন। নীচের দিকে তাকাল রানা। কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না বোট। ইঞ্জিনের শব্দ যেখান থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে, উপর থেকে সেদিকে তাকালে দেখা যায় অস্পষ্ট কিছু একটাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে কুয়াশা। এবং পাক খেতে খেতে ক্রমশ আরও ঘন হচ্ছে যেন। স্পটলাইটটা জ্বলে উঠল হঠাৎ। আলো গিয়ে পড়ল প্রথম স্পাইক যেখানে ছিল সে-জায়গার কাছাকাছি। এদিক-সেদিক ঘুরছে আলোটা, আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চমকে গেল রানার কলজেটা।

আট

'ঢুকে গেছি,' টানেলের ভিতর থেকে সোহানার ফিসফিসানি শোনা গেল।

ভিতর থেকে প্রচণ্ড একটা তাড়া অনুভব করছে রানা। বারো-

www.banglabookpdf.blogspot.com
চোদ্দ ফুট উপরে টানেলটা, মাঝখানে কয়েকটা স্পাইক। নীচের পাক-খাওয়া কুয়াশা ম্লান থেকে আরও ম্লান হয়ে যাচ্ছে স্পটলাইটের আলোর কাছে। তাড়া খেলে টিকটিকি যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে শুরু করে, সেভাবে কখন উঠতে শুরু করল রানা নিজেও বলতে পারবে না। বলতে পারবে না কখন হাজির হলো টানেলটার কাছে, কখন সোহানার হাত দুটো আঁকড়ে ধরল ওর দুই হাত, কখন কনুইয়ে ভর দিয়ে দু'পা ভাঁজ করে ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ তৈরি করে ঢুকে গেল ও টানেলের ভিতরে।

দুই কি বেশি হলে তিন সেকেণ্ড পরই টানেলের মুখ ভেসে গেল উজ্জ্বল আলোর বন্যায়। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে স্থির থাকল আলোটা, পেট্রোলবোটের লোকগুলো বোধহয় বুঝতে চাচ্ছে কী কারণে ধুলোর মেঘ তৈরি হয়েছে হঠাৎ। নিশাচর কোনো পাখি—সিদ্ধান্ত নিল ওরা সম্ভবত, তারপর আলোটা মসৃণ গতিতে উঠতে শুরু করল আরও উপরের দিকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

টানেলের ভিতরে অন্ধকার। হাঁপাচ্ছে রানা। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে। মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে তবে খেয়াল রেখেছে কোনো শব্দ যাতে না হয়। স্পটলাইটটা নিভে গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল পেছাতে শুরু করেছে বোটটা। প্রতিধ্বনি কমছে, প্রতি মুহূর্তে কমে যাচ্ছে আগের চেয়ে বেশি। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল। এখন চারপাশে নিথর নীরবতা।

'কোন্ জায়গায় হাজির হয়েছি?' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসেছে রানা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। টানেল কিছুটা ডিম্বাকৃতির, পাঁচ ফুটের মতো উঁচু, চওড়ায় ফুট ছয়েক।

জবাব দিল না সোহানা। এদিক-ওদিক দেখছে সে-ও।

টানেলের মুখের কাছে, ছাদের কাছাকাছি জায়গায় আঁকাবাঁকা কয়েকটা কাঠের-বীম দেখা যাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের কারণে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
বোঝা যায় এককালে আলকাতরার পুরু প্রলেপ দেয়া হয়েছিল ওগুলোতে। টানেলের দেয়ালের সঙ্গে কায়দা করে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে কয়েকটা গুঁড়ি, ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে বীমগুলোকে। মরচে-পড়া, ঝুলন্ত ইস্পাতের দড়ি আর হস্তচালিত কপিকল দেখলে বোঝা যায় ওটা আসলে একটা পুলি-সিস্টেম। টানেলের মুখ থেকে শুরু হয়ে এগিয়ে এসেছে রেললাইনের মতো দুটো সমান্তরাল ন্যারো-গেইজ পাত। তারপর আরও ভিতরের দিকে ঢুকে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। মেঝেতে, বিশেষ করে দুই রেইলের মাঝখানে নুড়িপাথরের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো জায়গা মাখামাখি হয়ে আছে নুড়ির গুঁড়োয়।

'চোরাচালানের মাল আনা-নেওয়ার জন্য কত চমৎকার লোকেশন বাছাই করা হয়েছে দেখেছ?' গলা খাদে নামিয়ে বলল সোহানা। 'খোলা সাগর থেকে এই পাহাড়ি দেয়ালের দিকে তাকালে, আগে থেকে জানা না থাকলে টানেলটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

উঠে দাঁড়াল রানা। সোহানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল। 'চলো ভিতরে ঢুকি। দেখি ভাগ্য আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যায়।'

টানেল ধরে এগিয়ে চলেছে রানা-সোহানা। ফ্ল্যাশলাইটটা এখনও রানার হাতে। সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে, বার বার এদিক-ওদিক আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় ডিনামাইট ফাটিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বড় করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে হাতুড়ি শাবল আর গাঁইতি। টানেলটা বানিয়েছে যেসব শ্রমিক, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে তাদের।

মেঝের এখানে-সেখানে পড়ে আছে কাঠের টুলবক্স, আধা-পচা দড়ির বাণ্ডিল, মরচে-ধরা কুড়াল আর স্লেজহ্যামার। চামড়ার একপাটি বুট দেখা গেল একজায়গায়, অর্ধেক পচে গেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আরেক জায়গায় কিছুটা গোটানো অবস্থায় পড়ে ছিল বেশ বড় সবুজ তেরপল, পথ করে নেয়ার জন্য সোহানা লাথি মারাতেই ছিঁড়ে গেল।

দু'দিকের দেয়ালেই ফুট দশেক পর পর কায়দা করে বসানো আছে তেলের কুপি। কাঁচগুলোতে কালি জমে জমে ঝুল পড়ে গেছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোতেও দেখা যায় ব্রোঞ্জের রিযার্ভয়ার আর হাতলগুলোতে তৈরি সবুজ দাগ। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা কুপির হাতলে টোকা দিল রানা, ধাতব আওয়াজ শুনল।

গজ পঞ্চাশেক এগোনোর পর থামল সোহানা। ট্রাউজারের পকেট থেকে স্কেচটা বের করল, ইঙ্গিতে রানাকে বলল আলো ধরতে। তারপর স্কেচটা কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'আউটার ওয়ালের ঠিক নীচে আছি আমরা। আর একশ' গজ এগোলে মূল ভবনের নীচে গিয়ে হাজির হবো।'

দু'-তিন মিনিট পর চওড়া একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হলো ওরা। টানেলের এই অংশটা দেখতে ইন্টারসেকশনের মতো— রানা-সোহানা যেদিক থেকে এসেছে সেটা সোজা চলে গেছে সামনের দিকে, একটা অংশ ডানদিকে বের হয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। বাঁ দিকের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে পুরনো আমলের পাঁচটা ওর-কার্ট। আরও একটা কার্ট আছে; ডানদিকের ট্র্যাকের একধারে পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলায়।

'সোজা আস্তাবলের দিকে এগোবো আমরা,' হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল রানা। 'আমার ধারণা পুব উইং-এর অনেক কাছে চলে যেতে পারবো তা হলে। দেখি কী পাওয়া যায় সেখানে।'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আরও আধ মাইলের মতো এগোনোর পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সোহানা, ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে কথা বলতে নিষেধ

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

করল রানাকে। কান পেতে কী যেন শুনল কিছুক্ষণ। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল রানাও। কিছুক্ষণ শোনার পর মাথা ঝাঁকাল। 'মিউযিক।' টানা দশ সেকেণ্ড মন দিয়ে শুনল ও বাজনাটা। তারপর আবার ফিসফিসিয়ে বলল, 'স্প্রিং হুইস্পার।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে?' জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে।

'শোনোনি ওটা? বিখ্যাত একটা গান। এম টিভি টপ চার্টে বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিল গানটা।'

'তুমি যে গান শোনারও সময় পাও আজ জানলাম।'

'চিত্ত বিনোদন,' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তবে মাঝেমধ্যে।'

'লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছি। হাসছে অনেকে... একসঙ্গে গাইছেও বোধহয়।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হুঁ। চলো এগোই।'

এগিয়ে চলল ওরা। একসময় শেষ হয়ে গেল টানেলটা। সামনে এখন পাথরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি, শেষমাথায় কাঠের একটা ট্র্যাপডোর।

নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকল রানা কয়েকবার। 'পেশাবের গন্ধ না?' বলল ফিসফিস করে।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তার মানে ঠিক জায়গাতেই হাজির হয়েছি।'

গান আর হাসাহাসির আওয়াজ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মনে হচ্ছে রানা-সোহানার ঠিক উপরেই বাজছে মিউযিক, হুড়োহুড়ি করছে লোকে। সিঁড়ির শেষধাপে পা রাখল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাপডোরের উপর কার যেন পা পড়ল, মচমচ করে উঠল পুরনো কাঠ। বরফের মতো জমে গেল রানা।

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটু পর আবার শোনা গেল মচমচানি। তারমানে এবার ট্র্যাপডোরের উপর দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছে লোকটা। দু'-তিন সেকেণ্ড পরই আরেকজোড়া হালকা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, ট্র্যাপডোরের উপরই। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে, পায়ের মালিকদের আসা-যাওয়ার কারণে কয়েকবার বাধাগ্রস্ত হলো।

খিলখিল করে হাসল একটা মহিলা। কড়া রাশান টানে ন্যাকামি করে ইংরেজিতে বলল, 'আহ্ কী করছ? ছাড়ো না! সুড়সুড়ি লাগে।'

'যাতে সুড়সুড়ি লাগে সেজন্যই তো দিচ্ছি,' গদগদ কণ্ঠে বলল তার পুরুষ সঙ্গী। 'এটা আমার নতুন আইডিয়া। একটু পরই পাগল বানিয়ে দেব তোমাকে।'

'কিন্তু...তোমার স্ত্রী...'

'জাহান্নামে যাক শাকচুন্নীটা। ওকে নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'চলো ফিরে যাই পার্টিতে। এখানে কেউ আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে ফেললে সন্দেহ করবে।'

'যাবো। কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে তোমাকে।'

'কী কথা?'

'সামনের সপ্তাহে তোমার বাসায় যাবো আমি। তোমার ওই খোদার-খাসি স্বামীটা যখন বাসায় থাকবে না তখন...' বাকিটা না বলে খিকখিক করে হেসে বুঝিয়ে দিল লোকটা।

'আচ্ছা যাও, কথা দিলাম। সামনের সপ্তাহে। এবার চলো।'

বিদায় নিল কপোতকপোতী। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল রানা-সোহানা। উপরের কোনো এক জায়গায় মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল একটা ঘোড়া। তারপর সব চুপচাপ।

'পার্টি দিয়ে বসে আছে সিদোরভ,' রানার কাছে ঘেঁষে এসেছে সোহানা, ফিসফিস করে বলছে, 'কপাল খারাপ থাকলে যা হয়

www.banglabookpdf.blogspot.com

আর কী।'

'কেন? কপাল ভালোও তো হতে পারে।'

'মানে?'

'আপাতদৃষ্টিতে যা খারাপ তাকে কাজে লাগাতে পারার মধ্যেই তো কৃতিত্ব, নাকি?'

'কীভাবে?'

'উপরে যারা আছে তাদের মধ্যে সিদোরভসহ হাতেগোনা কয়েকজন আমাদেরকে চেনে। বাকিরা?'

'মানে...তুমি...'

'হ্যাঁ, যা ভাবছ তা-ই। এবার এসো, সময় নষ্ট করা ঠিক না।' সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল রানা, ট্র্যাপডোরের হ্যাচ খোলার আগে কান পেতে শুনল আরও একবার। উপরে কেউ নেই নিশ্চিত হওয়ার পর হ্যাচ খুলে পাল্লা ধরে ঠেলে খুলল। পাল্লাটা খোলা অবস্থায় ধরে রেখে ঘাড় উঁচু করে তাকাল এদিক-সেদিকে। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এটা একটা ল্যাট্রিন, পুরনো আমলের। তবে খুব একটা ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। হলে দুর্গন্ধ আরও বেশি হতো। এসো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

বলতে বলতে পাল্লাটা উপরের দিকে আরও ঠেলে উঠে গেল ও। সোহানা না ওঠা পর্যন্ত ধরে রাখল ওটা। তারপর যেভাবে ছিল সেভাবে লাগিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দু'দিকে দুটো দরজা। একটা দরজা কিছুক্ষণ আগে টেনে দিয়ে গেছে কপোতকপোতী, আরেকটা আধখোলা। শেষের দরজা দিয়ে মৃদু আলো আসছে। ওপাশে আস্তাবল।

এগিয়ে গিয়ে আস্তাবলে উঁকি দিল রানা।

পুরু তক্তা কেটে খাঁজে খাঁজে বসিয়ে বানানো হয়েছে সারি সারি হর্সস্টল। ভিতরে বেশ কয়েকটা ঘোড়া আছে, থেকে থেকে কানে আসছে মৃদু হ্রেষাধ্বনি আর নাক ঝাড়ার আওয়াজ। উঁচু

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছাদের দু'দিকের দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর এগ্‌যস্ট ফ্যান বসানো। কয়েকটা ফ্যান চলছে, তবে বেশিরভাগই বন্ধ। যেগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেগুলোর ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে চাঁদের আলো। আস্তাবলে খেলা করছে অদ্ভুত আলোআঁধারি।

সরে এল রানা। সোহানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইশারায় দেখিয়ে দিল দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে বের হতে চায়। কিছু না বলে ওর পিছু নিল সোহানা। গজ ত্রিশেক এগোনোর পর দরজাটা খুলে সাবধানে উঁকি দিল রানা। সামনে সবুজ ঘাসে-ছাওয়া বিশাল লন। লনটা এত বড় যে, বিশাল বললেও আসলে কম বলা হয়। শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে বুক সমান উঁচু কিছু ঝোপঝাড়, সুন্দর করে ছেঁটে রাখা। লনের নির্দিষ্ট জায়গায় জ্বলছে অনেকগুলো টিকি লণ্ঠন—বিশেষভাবে বানানো তেপায়া নরম মাটিতে গেঁথে দিয়ে উপরে বসানো হয়েছে সুদৃশ্য বোল, তাতে কেরোসিন ঢেলে সলতেয় দেয়া হয়েছে আগুন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

লনজুড়ে টানানো হয়েছে লম্বা লম্বা তার। সেগুলোতে ঝুলছে বহু বর্ণের বিচিত্র রেশমী ব্যানার। ডিনার জ্যাকেট অথবা ইভনিং গাউন পরা ডজন ডজন অতিথিকে দেখা যাচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশিরভাগ, কেউ কেউ হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে। বেশিরভাগই যুগল, যারা একা তাদের দৃষ্টিতে সঙ্গী পাওয়ার আকুলতা। আলাপে ব্যস্ত প্রায় সবাই, কেউ কেউ আবার হেসে কুটিকুটি হচ্ছে।

সাদা ইউনিফর্ম পরে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওয়েটাররা, সমানে পরিবেশন করছে শ্যাম্পেন বা ককটেল। ঝোপঝাড় কিংবা টেবিলের তলায় লুকানো লাউডস্পিকারে এখনও বাজছে স্প্রিং হুইস্পার গানটা, তবে শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অতিথিদের কেউ কেউ জড়ানো গলায় "এগেইন এগেইন" বলে চেঁচাচ্ছে। অর্থাৎ গানটা আবার শুনতে চায় তারা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অল্পবয়সী পার্টি ডিজেকে দেখতে পেল রানা একধারে। একগাদা ইন্সট্রুমেন্টে ভরা চওড়া একটা টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে গানের তালে তালে শরীর দোলাচ্ছে, আর অকারণেই দাঁত বের করে হাসছে একটু পর পর। বিশাল ইয়ারফোনের কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে দু'কান। কাজেই যারা এগেইন এগেইন বলছে, ধরে নেয়া যায় তাদের আবেদন শোনেনি ছোকরা।

লন ছাড়িয়ে দূরে তাকালে চোখে পড়ে সিদোরভের ম্যানসন, অর্থাৎ, ম্যানসনের উপরের তলাগুলো। আকাশে চাঁদ আছে, মেঘও আছে; তাই আলোআঁধারির পটভূমিতে দূর থেকে অদ্ভুত এক ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে বিশাল বাড়িটাকে। হাতের বাঁ দিকে, নির্দিষ্ট এক জায়গায়, উধাও হয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের সারি। ওটা এন্ট্রেন্স গ্যাপ। এখান দিয়ে দেখা যায় নুড়িপাথর বিছানো সুন্দর পার্কিংলট। কয়েক মিলিয়ন ডলার দামের কিছু মার্সিডিস, ল্যাম্বর্ঘিনি আর বেন্টলিও চোখে পড়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'অতিথিদের পাশে যদি গিয়ে দাঁড়াই আমরা,' নিচু গলায় বলল সোহানা, 'আমাদেরকে সিদোরভের চাকরও মনে করবে না কেউ। ওদের ড্রেস দেখো- আর আমরা কী পরে আছি দেখো।'

'সিদোরভকে দেখতে পাচ্ছ কোথাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

দরজার পাল্লাটা ঠেলে আরেকটু খুলল সোহানা। পুরো লন, পার্কিং লট, এমনকী দূরের বাড়িটাও দেখল কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে। তারপর মাথা নাড়ল। 'এখানে সে থাকলেও আলাদা করে চেনার উপায় নেই। কারণ প্রথম কথা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। দুই, ওই টিমটিমে আলোতে কাউকে আলাদা করে চেনাও মুশকিল।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'চলো দক্ষিণপুব উইংটা দেখে আসি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ল্যাট্রিনের ট্র্যাপডোর দিয়ে টানেলে নেমে এসেছে ওরা দু'জনে, পুবদিকে এগোচ্ছে। কয়েকটা সাইড টানেল চোখে পড়ল ওদের, বিশ-ত্রিশ ফুট পর পর বানানো হয়েছে।

'স্টোরেজ চেম্বার,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল হাতে-ধরা স্কেচের উপর। 'সাইড-টানেলগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোন্‌দিকে গেছে সে-ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি মিরোস্লাভ।'

হাঁটার গতি কমিয়ে সামনে আলো ফেলল রানা। অন্ধকার এত বেশি যে, দশ ফুটের বেশি দূরে দেখা যায় না। শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, কান পাতলে শোনা যায়, কিন্তু তা-ও এখান থেকে যথেষ্ট দূরে মনে হচ্ছে।

ধীর গতিতেই হাঁটতে হাঁটতে আরও কয়েক শ' গজ এগোল ওরা, তারপর হঠাৎই দেখতে পেল পাথরের আরেকটা সিঁড়ি। এবার এগিয়ে গেল সোহানা, শেষধাপে উঠে কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষণ। ট্র্যাপডোরের ওপাশটা নিস্তব্ধ, কেউ নেই মনে হয়। হ্যাচ খুলে পাল্লা ঠেলে উপরে তুলল ও, চট করে ডানে-বাঁয়ে দেখে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখল পাল্লাটা।

'কী?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, সিঁড়ির শেষধাপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'আলকাতরার মতো অন্ধকার,' চাপা গলাতেই জবাব দিল সোহানা। 'উপরে কী আছে না আছে বোঝার উপায় নেই।'

'চলো উঠি,' দুটো ধাপ ডিঙাল রানা। 'চোখে অন্ধকার সয়ে এলে হয়তো বোঝা যাবে।'

পাল্লাটা উঠিয়ে উপরে উঠে গেল সোহানা। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ধরে রাখল ওটা যাতে রানা এসে দাঁড়াতে পারে পাশে। জায়গামতো হাজির হওয়ার পর হ্যাচ লাগিয়ে দিল রানা, সোজা

www.banglabookpdf.blogspot.com
হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অন্ধকার আস্তে আস্তে সয়ে এল চোখে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে চার ফুট বাই চার ফুটের বর্গাকৃতির একটা জায়গায় হাজির হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সোহানা বলেছিল আলকাতরার মতো অন্ধকার, কিন্তু আসলে তা না। খুবই সরু আলোর রেখা আসছে হাতের বাঁ দিক থেকে। পা টিপে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা। যে-ছিদ্র বা ফুটো দিয়ে আলো আসছে, চোখ রাখল সেটাতে। কিছুক্ষণ দেখার পর ফিরে এল সোহানার কাছে।

'কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

'আমি...নিশ্চিত না। মনে হয় বুকশেল্ফ।'

'বুকশেল্ফ?'

আলোটার দিকে আবারও এগিয়ে গেল রানা। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে হুড়কা বা খিলের মতো কিছু একটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, হাত দিয়ে ধরে বুঝল রানা জিনিসটা কাঠের। হুড়কাটা তুলল ও, পাঁচ আঙুলসহ হাতের তালু রাখল কুলুঙ্গির গায়ে, আস্তে ঠেলা দিল। লুকানো কব্জার কারণে দেয়ালটা ভিতরের দিকে ঢুকে গেল কিছুটা। উন্মুক্ত হয়ে গেছে একফুট চওড়া একটা গহবর।

ভিতরে মাত্র পা রেখেছে রানা এমন সময় যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে এ-রকমভাবে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এল। হাতের চাপ সরিয়ে নিল কুলুঙ্গির উপর থেকে। স্বয়ংক্রিয় কব্জার উপর ভর করে দেয়ালটা লেগে গেল আগের জায়গায়। মৃদু ক্লিক আওয়াজ শোনা গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা পুরুষ কণ্ঠও, 'কে, মারিয়া?'

দম বন্ধ করে ফেলেছে রানা-সোহানা। কুলুঙ্গিটার কাছ থেকে সরে গেছে দু'জনে, দু'দিকে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com

আছে।

'মারিয়া?' দেয়ালের ওপাশ থেকে আবারও ডাকল পুরুষকণ্ঠ।

কোনো সাড়া নেই। থাকার কথাও না।

কয়েক সেকেণ্ড পর পানি পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সেটা থেমেও গেল কিছুক্ষণ পর। মৃদু ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেল। কার্পেটের উপর দিয়ে পা টেনে টেনে কেউ হেঁটে যাচ্ছে সম্ভবত। দরজা খুলল কেউ। তারপর বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল বোধহয়।

টানা দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর কুলুঙ্গিতে ঠেলা দিয়ে বুকশেল্ফটা খুলল আবার। উঁকি দিল ভিতরে। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সোহানাকে, 'অল ক্লিয়ার।'

ভিতরে ঢুকল দু'জনে।

এটা কারও বেডরুম। আনুমানিক পঁচিশ ফুট বাই বিশ। লাগোয়া বাথরুম আছে। দামি আখরোট-কাঠের ভারী ভারী আসবাবে ঠাসা। পুরনো আমলের একটা খাট দেখা যাচ্ছে এককোনায়। মেঝেতে বহুল ব্যবহৃত তুর্কি কার্পেট।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এবার?' রানার কানের কাছে ফিসফিস করল সোহানা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এবার একটু সাজুগুজু করতে হবে আমাদের।'

ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

'সিদোরভের পার্টিতে যোগদান করতে হবে না?' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল রানা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নয়

'তুমি সিরিয়াস, রানা?' বোঝা গেল আশ্চর্য হয়েছে সোহানা।

'কেন, তোমার কি মনে হয় দুষ্টামি করছি?'

'তুমি...তুমি আসলে কী বলছ বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না না বোঝার মতো কী বললাম।'

'আমাদের পক্ষে কি পার্টিতে গিয়ে যোগ দেয়া সম্ভব?'

'সম্ভব।'

'কীভাবে?'

'ওখানে কোনো সিকিউরিটি গার্ড দেখেছ?'

কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর বলল, 'না। কিন্তু...লনে নেই, অন্য কোথাও থাকতে পারে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এই তো বুঝতে পারছ আস্তে আস্তে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অন্য কোথাওটা কোন্ জায়গা?'

আবারও কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সিদোরভের বিশেষ সেই যাদুঘর?'

'আমারও তা-ই ধারণা। আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বিশেষ সেই যাদুঘর থেকে দূরে রাখার জন্য সিকিউরিটি গার্ডদের কাজে লাগাচ্ছে সিদোরভ। নিশ্চিত থাকতে পারো লনে হাজির হওয়ার আগে ওদেরকে ভালোমতো চেক করা হয়েছে, কারও কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না দেখা হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। লনে যারা মাতামাতি করছে, তাদের কারও ইনভাইটেশন কার্ড তো

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
চেক করতে দেখলাম না কাউকে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি আমরা যদি গিয়ে হাজির হই ওখানে তা হলে আমার মনে হয় না কেউ চ্যালেঞ্জ করবে আমাদেরকে। তা ছাড়া সিদোরভ কল্পনাও করবে না ওর বাড়িতে হানা দিতে পারি আমরা। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট।'

চুপ করে আছে সোহানা।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল রানা। 'সাহসী আর বলদদেরকে ভাগ্য সাহায্য করে, জানো না?'

'জানি। আমি সাহসী আর তুমি বলদ বলে ডবল সাহায্য পাচ্ছি। কিন্তু সিদোরভ নিজে যদি হাজির হয় হঠাৎ করে, কী করবে?'

'বার বার একই ভুল করছ, সোহানা। সিদোরভ হঠাৎ করে হাজির হলেও সমস্যা নেই। কারণ সে আমাদেরকে পাকড়াও করার জন্য হাজির হবে না। ওরও জানা নেই আমরা এসেছি এখানে। আর সে-রকম কিছু যদি ঘটেও, আমার মনে হয় লুকিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবো। আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে যে-কাজটা করতে হবে তা হলো, গেস্টদের উপর চোখ রাখা, ওদের ভিড়ে মিশে থাকা। পরিচিত কারও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা কম, তারপরও সে-রকম কেউ যদি থাকে তা হলে তার বা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকে। অতিথিদেরকে কভার হিসেবে ব্যবহার করে বিশেষ সেই যাদুঘরের দিকে এগিয়ে যাবো। আর তোমার কথা অনুযায়ী যদি হঠাৎ করে হাজির হয় সিদোরভ, অতিথিদের হাবভাবেই তা জানতে পারবো।'

'যদি তোমার কোনো প্ল্যানই কাজে না লাগে? যদি সব ভেস্তে যায়?'

'তা হলে এখানে ফিরে এসে নতুন করে প্ল্যান করবো,' আরও

www.banglabookpdf.blogspot.com
একবার নিঃশব্দে হাসল রানা। 'অনেক জামাকাপড় আছে এই ঘরে, কোন্‌গুলো আমাদের গায়ে হবে বেছে নিয়ে এসো পরে ফেলি চটপট। মারিয়া বা তার স্বামীর হাতে ধরা পড়তে চাই না।'

মারিয়ার স্বামীর একটা ঝকঝকে পার্টি-স্যুট চমৎকার মানিয়ে গেল রানাকে। ভয় হচ্ছিল শু নিয়ে, তবে তা-ও থাকল না যখন রানা পুরনো কিন্তু পলিশ-করা একপাটি বেছে নিয়ে পায়ে দিয়ে বুঝল মারিয়ার স্বামীর পা ওর চেয়ে সামান্য ছোট। জুতোজোড়া একটু টাইট হচ্ছে, তাবে কাজ চালানো যাবে। যে-ওয়েস্টব্যাণ্ডটা পরেছে রানা তা দেখলে কেউ বলবে না ওটা ওর না, যদিও পরার সময় অনেক তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে।

সমস্যা হলো সোহানাকে নিয়ে। মারিয়ার ভি-গলার একটা কালো ইভনিং গাউন বাছাই করেছে ও। গায়ে দেয়ার আগেই বোঝা গেল মারিয়া মোটেও স্বাস্থ্যসচেতন না। কালো রঙের কয়েকটা সেফটিপিন খুঁজে বের করতে গিয়ে মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট করতে হলো রানাকে। শেষে জায়গামতো সেফটিপিন আটকে গাউনটা যখন সেঁটে দিল সোহানার গায়ের সঙ্গে, দেখে বোঝার উপায় থাকল না ওটা সোহানার না।

আগেই পালাক্রমে মুখহাত ধুয়ে নিয়েছে ওরা, এবার চুল আঁচড়ে নিল পরিপাটি করে। ক্যামোফ্লাজ কভারল আর ব্যাকপ্যাকগুলো বুকশেল্ফের আড়ালে রেখে এল রানা, তবে তার আগে জরুরি কিছু জিনিস বের করে ঢুকিয়ে নিল পকেটে। বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে নিল শেষবারের মতো। তারপর সোহানার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। হল ধরে হাঁটতে শুরু করল।

হলরুমের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে কালচে কাঠের কারুকাজ। ট্যাপেস্ট্রি আছে, আরও আছে ল্যাণ্ডস্কেপ অয়েল পেইন্টিংস।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেঝেতে ছোট ছোট গালিচা বিছানো আছে, একটা একটা করে দরজা পাশ কাটাচ্ছে আর মনে মনে গুনছে রানা। ত্রিশতম দরজাটা পাশ কাটানোর পর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ও। থেমে দাঁড়াল সোহানাও, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে রানার দিকে।

'কারা যেন কথা বলছে এই ঘরের ভিতর, শুনতে পাচ্ছ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা।

কান পাতল সোহানা। কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। একটু আগে যে বা যারা কথা বলছিল তারা এখন হয়তো চুপ হয়ে গেছে।

মাথা নেড়ে রানার হাত ধরে টান দিল সোহানা। আবার হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। হলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল। সামনে পুরু, কালচে কাঠে বানানো একটা দরজা, ওটা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে।

এই ঘরের ছাদ বেশ উঁচু। একদিকে শোভা পাচ্ছে বাদামি গ্র্যানিট পাথর দিয়ে বানানো সর্পিল সিঁড়ি। দামি ডিভান আর চামড়ার গদিমোড়া চেয়ার দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘরটাকে। দু'দিকের দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঝুলছে মোমদানি, সেগুলোতে জ্বলছে সুদৃশ্য মোমবাতি; অদ্ভুত এক আভা রানা-সোহানার দু'পাশে। খানিকটা এগিয়ে গেলে, হাতের ডানদিকে, খিলানাকৃতির একটা ডোরওয়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এ-মুহূর্তে দরজাটা খোলা। সেখান দিয়ে একজন-দু'জন করে অথবা জোড়ায় জোড়ায় অতিথিরা ভিতরে ঢুকছে। কেউ বসে পড়ছে চেয়ারে বা ডিভানে, কেউ আবার সরে যাচ্ছে কোনার দিকে।

রানার কোটের হাতা ধরে মৃদু টান দিল সোহানা। ওর দিকে তাকাল রানা।

'তুমি আমি কেউই রাশান বা ইউক্রেনিয়ান ভালো পারি না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু ইণ্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো পারি,' রানার মুখে মুচকি হাসি।

'ইণ্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ? ইংরেজির কথা বলছ?'

'না। মুচকি হাসি আর সামান্য নড়ের চেয়ে বড় আর কোনো আন্তর্জাতিক ভাষা নেই।'

পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল এক দম্পতি, রানাকে কী যেন জিজ্ঞেস করল পুরুষটা, জবাবে মিষ্টি করে হেসে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা। প্রত্যুত্তরে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

'দেখলে?' নিচু গলায় সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী গুণ আন্তর্জাতিক ভাষার?'

মুচকি হেসে রানার হাত ধরে টেনে ওকে খিলানাকৃতির দরজাটার কাছাকাছি নিয়ে গেল সোহানা।

সুসজ্জিত ওয়েটাররা ইতিমধ্যে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে ঘরের ভিতর। প্রত্যেকের হাতে চকচকে ট্রে, তাতে অনেকগুলো পানপাত্র, আর সেগুলো কানায় কানায় পূর্ণ বুদবুদ ছড়ানো মাত্র-ঢালা দামি শ্যাম্পেনে। আমন্ত্রিত অতিথিরা চিলের মত ছোঁ মেরে শ্যাম্পেনের পাত্র তুলে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। ভাবখানা এমন, কিছুক্ষণের মধ্যেই দুনিয়া থেকে শ্যাম্পেন নামের পানীয়টা উধাও হয়ে যাবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা নেড়ে সামনে-দাঁড়ানো ওয়েটারকে জানিয়ে দিল রানা শ্যাম্পেনে আগ্রহ নেই ওর। পূর্ণ দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল লোকটা, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করল সোহানাও। ঝকঝকে দু'পাটি দাঁত দেখিয়ে বিদায় নিল লোকটা।

'কেউ যদি এগিয়ে আসে আমাদের দিকে?' সোহানার শঙ্কা এখনও যায়নি। 'কেউ যদি যেচে পড়ে কথা বলতে চায়?'

'আমার সঙ্গে সে-রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম,' বলে সোহানাকে আপাদমস্তক দেখল রানা। 'কিন্তু তোমার বেলায়

www.banglabookpdf.blogspot.com
তেমনটা ঘটতে পারে। তোমার মতো সুন্দরী আছে লাখে একটা। না, ভুল বললাম, দশ লাখে... না, দশ কোটিতে একটা। কাজেই...'

'উফ্, রানা! চুপ করো তো। কাজের কথা বলো।'

'কেউ সে-রকম কিছু করলে রাশান ভাষায় এক্সকিউয মি বলেই কাশতে শুরু করবে। কাশতে কাশতে চোখে পানি এনে ফেলবে। হাত ধরে তোমাকে দূরে নিয়ে যাবো আমি। তোমার ব্যাপারে যে লোক আগ্রহ দেখাবে সে বুঝবে, যক্ষ্মা টাইপের কোনও অসুবিধা আছে তোমার।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তা হলে এবার কোন্‌দিকে যাচ্ছি?'

'ওয়েস্ট-উইং। সিদোরভ যদি তার কালেকশনগুলো সেখানেই কোথাও রেখে থাক, আশা করছি, যা খুঁজছি পেয়ে যাবো। স্কেচটা আছে না তোমার কাছে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আছে।'

'কোথায়?'

'তা-ও জানতে হবে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

'গাউনের ভিতরে, বুকের কাছে...নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

রানার ভ্রূ জোড়া কপালে উঠে গেল। 'স্কেচটার জীবন ধন্য হলো। ঠিক আছে, আপাতত ওখানেই থাক ওটা। চলো ইউটিলিটি রুমটার দিকে যাই। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? এখানে কোনো সিকিউরিটি নেই। এমনকী কোনো ক্যামেরাও চোখে পড়ছে না। তুমি কোথাও কোনো ক্যামেরা দেখেছ?'

'না।'

আরেক দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসছে রানা-সোহানার দিকে। ওদেরকে এড়ানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
ওয়েটারকে ডাকল সোহানা। লোকটার কাছে আসার পর ট্রে থেকে দুটো শ্যাম্পেন গ্লাস তুলে নিল, নিজে একটা রেখে আরেকটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। তারপর কাছে-আসা দম্পতিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে দূরের একজোড়া কপোত-কপোতীকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। অপমানিত বোধ করল দম্পতি, চেহারা কালো করে দূরে সরে গেল।

'রানা,' সরে-যাওয়া দম্পতিকে একনজর দেখে বলল সোহানা, 'একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সন্দেহ নেই মারিয়া আর ওর স্বামী উপস্থিত আছে এখানে। আমরা ওদেরকে চিনি না। ওরাও আমাদেরকে চেনে না, কিন্তু আমাদের পরনের কাপড় চেনে। আমরা ওদের নজরে পড়ে গেলে কী হবে?'

'কী আর হবে?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কারও চোখে সে-রকম দৃষ্টি দেখলে যেভাবেই হোক কেটে পড়তে হবে আমাদেরকে। চলো, এগোই।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

অতিথিদেরকে পাশ কাটিয়ে পরের যে-ঘরে ঢুকল ওরা, মিরোস্লাভ তার নোটে সে-ঘরটার নাম দিয়েছে "সোর্ড রুম"। ঘরটা বেশ বড়, সত্তর ফুট বাই চল্লিশ ফুট হবে কমপক্ষে। চারদিকের দেয়ালে কালো রঙ-করা। মেঝেতে কালো স্লেট পাথর, একনজর তাকালেই বোঝা যায় অদক্ষ মিস্ত্রি দিয়ে কাটানো হয়েছে বলে সবগুলো সমান মাপের হয়নি। ঘরের ঠিক মাঝখানে আয়তাকার একটা কাঁচের বাক্স। ওটার ঠিক নীচে, মেঝেতে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে বসানো আছে দুটো স্পটলাইট। জ্বলছে লাইট দুটো, তাই আলোকিত হয়ে আছে বাক্সটা।

এত বড় বাক্স আগে কখনও দেখেনি রানা-সোহানা। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এ-রকম বাক্স, কিন্তু কোনোটাই

www.banglabookpdf.blogspot.com

এটার মতো বড় না। পঞ্চান্ন ফুট বাই ত্রিশ, অনুমান করল রানা। ভিতরে শোভা পাচ্ছে কম করে হলেও পঞ্চাশটা অ্যান্টিক অস্ত্র। কুড়াল, তরবারি, বর্শা, খঞ্জর—কী নেই বাক্সটার ভিতরে? মার্বেলের বেঁটে ভিত্তির উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে সবগুলো, যেন বিশ্রাম নিচ্ছে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। প্রতিটা অস্ত্রের নীচে ছোট প্ল্যাকার্ড আছে। দর্শকরা যাতে কৌতূহল মেটাতে পারে সেজন্য রাশান আর ইংরেজিতে লেখা আছে সংশ্লিষ্ট অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

আট-দশ জোড়া দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে বাক্সটা ঘিরে দাঁড়িয়ে কেমন ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে ভিতরের অস্ত্রগুলো দেখছে। মাঝেমধ্যে মৃদু প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল রানা-সোহানাও। ইশারায় সোহানাকে কথা বলতে নিষেধ করে দিল রানা।

অবসরে ইতিহাসের বই পড়া রানার একটা শখ। তাই বাক্সের ভিতরের অনেকগুলো অস্ত্র একনজর দেখেই চিনতে পারছে। যেমন চওড়া ফলার স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার তরবারি ক্লেইমর, যেটা দুই হাতে ধরে চালাতে হয়; দীর্ঘ হাতলবিশিষ্ট রাশান কুঠার বারডিক, চওড়া কিন্তু বাঁকানো ফরাসি তরবারি ফলচন যেটার উত্তলদিকটা ধারালো, পারস্য অঞ্চলের অশ্বারোহীদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত বাঁকানো ফলার ভারী তলোয়ার শামশের, হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা ওমানি খঞ্জর, সামুরাইদের বিশেষ পছন্দের হালকা তরবারি কাতানা, ক্লাসিক রোমান খাটো তলোয়ার গ্লাডিয়াস, বারো শ' পঞ্চাশ সাল থেকে পনেরো শ' সতেরো সাল পর্যন্ত মিশর শাসন-করা শ্বেতাঙ্গ সেনাদাসদের উদ্ভাবিত তরবারি মেমলুক, তুর্কি তলোয়ার ইয়াতাঘান এবং ছুঁড়ে মারার উপযোগী ভাইকিং কুড়াল মামেন।

হাতলে রুবি পাথর-বসানো মরক্কোর বিশেষ একজাতের

www.banglabookpdf.blogspot.com

তরবারিও দেখতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু ওটার নাম মনে করতে পারছে না।

'ঠিক মানায় না, তা-ই না?' রানাকে খানিকটা চমকে দিয়ে ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল সোহানা।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী মানায় না?'

'এত ভয়ঙ্কর একটা খুনি, অথচ তার সংগ্রহশালায় আদ্যিকালের সব অস্ত্র। বরং যত লোককে সে খুন করেছে, তাদের খুলি সাজিয়ে রাখলে মানাত বেশি।'

কোনো মন্তব্য না করে ধীর গতিতে হাঁটা ধরল রানা, বাক্সটার শেষমাথায় গিয়ে দাঁড়াতে চায়। ওখানে চকচকে একটা খোপেশ, মানে প্রাচীন মিশরীয় কাস্তে দেখা যাচ্ছে; ওটা আরও কাছ থেকে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু চার-পাঁচ কদম এগিয়ে হাঁটার গতি আরও ধীর করতে হলো ওকে। কারণ উপস্থিত দম্পতিরা সবাই কী নিয়ে যেন গুঞ্জন তুলেছে একসঙ্গে। আড়চোখে দেখল, ও আর সোহানা বাদে বাকিরা সরে দাঁড়াচ্ছে একপাশে কারণ কেউ একজন ঢুকছে ঘরের ভিতরে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সিদোরভ,' রানার কানের কাছে আবারও ফিসফিস করে উঠল সোহানা, 'বাজি ধরে বলতে পারি।'

দশ

'গুড ইভনিং, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন,' আইভান সিদোরভের গলা ভরাট কিন্তু আকর্ষণীয়, 'আপনাদের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে আমার

www.banglabookpdf.blogspot.com
কালেকশন দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আপনারা।'

লোকটা ঘরে ঢোকার আগেই তাড়াহুড়ো করে সোহানাকে নিয়ে দম্পতিদের ভিড়ে সরে এসেছে রানা। এখন দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজনের পিছনে। ওর সামনের লোকগুলো ওর চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো, তাই সিদোরভকে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

কিছু কিছু লোককে দেখলে মনে হয় শুধু নেতা হওয়ার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে তারা, সিদোরভ তাদের একজন। ওর চেহারা সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মতো। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কিন্তু সুন্দর করে ছাঁটিয়ে এমন পরিপাটি করে রেখেছে যে, কেউ বলবে না সে টেকো। কলপ ব্যবহার করে, কিন্তু চেহারাটা ভারিক্কি করে তোলার জন্য ইচ্ছা করেই সব পাকা চুল কালো করেনি। কাঁচাপাকা চুল আসলেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে ওকে। চওড়া ভাঁজহীন কপালে ধনুকের মতো বাঁকানো মোটা ভ্রূ জোড়া বাড়িয়েছে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা—সব দম্পতির দিকেই তাকাচ্ছে সে, কিন্তু কাউকেই সেভাবে খেয়াল করছে না, অথচ মনে হচ্ছে আপাদমস্তক জরিপ করছে সবাইকে। চোখে না আছে সাপের চোখের শীতলতা, না আছে হায়েনার চোখের ধূর্ততা, না আছে বাঘের চোখের হিংস্রতা। কিন্তু এমন একটা কিছু আছে যা দেখলে, যে বা যারা ওকে চেনে তাদের মেরুরজ্জু বেয়ে শীতল স্রোত নীচে নামতে বাধ্য। কৌতুকের ঝিলিক কখনও কখনও খেলা করছে সে-চোখে, কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। নাক, গড়পড়তা রাশানদের মতো, লম্বা আর চওড়া না, বরং তীক্ষ্ণ; দেখে কেন যেন ফেন্সিং সোর্ডের কথা মনে পড়ল রানার। চেহারা ক্লিনশেভ্ড; এত বেশি যে, মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগে দাড়ি কামিয়েছে। শেভ করার সময় বয়সের ছাপটাকেও চেঁছে ফেলেছে সম্ভবত, আনুমানিক বয়সের চেয়ে দশ-পনেরো বছর কম দেখাচ্ছে ওকে। উচ্চতায় রানার কাছাকাছি, কাঁধে কাঁধ মেলালে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
এক-দেড় ইঞ্চি বেশিও হতে পারে। যখন খোশমেজাজে থাকে তখন প্রতিটা বাক্যের শেষে একটুখানি হাসে, ফলে সোনা-দিয়ে-বাঁধানো একটা দাঁত দেখা যায়। এই হাসি সিদোরভের মুদ্রাদোষ, দাঁতটা কয়েকবার ঝিলিক দিয়ে ওঠায় ভাবল রানা।

ওর পরনের ইভনিং স্যুটটা বড় বেশি চকচকে, হতে পারে আজ রাতের অনুষ্ঠানের জন্য অর্ডার দিয়ে বানিয়েছে। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না তাতে বেমানান লাগছে ওকে। বরং মনে হচ্ছে ওই পোশাক শুধু ওর গায়েই মানায়। একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার আগে আকাশের এককোণে যেমন একটুখানি মেঘ জমে, ওর গায়েও তেমন সামান্য মেদ জমেছে। কিন্তু যথেষ্ট উচ্চতার কারণে ওই মেদকে বেকসুর খালাস দেয়া যেতে পারে। সাদা সিল্কের পাতলা শার্ট নীরবে বলে দিচ্ছে লোকটার বুক লোমশ। এবং তার বলিষ্ঠ অবয়ব জানান দিচ্ছে এই বয়সেও যথেষ্ট শক্তি রাখে সে।

ধনকুবের শিল্পপতিদের মতো দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে না, আবার আত্ম-অহঙ্কারে বেসামাল অ্যান্টিক-কালেক্টরদের মতো দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করেও না, "আরামে দাঁড়াও" আদেশ করলে সৈন্যরা যেভাবে দাঁড়ায় সেভাবে দাঁড়িয়ে আছে সিদোরভ। তবে খানিকটা বাঁকা হয়ে, যেন অধীনস্থদের পরবর্তী কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন জেনারেল কুচকাওয়াজের পর।

'দখল করতে চাওয়া আর দখল করতে দিতে না চাওয়া,' বলছে সিদোরভ, 'এই হলো যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ। আর যেহেতু আমি একজন যোদ্ধা এবং আরও বড় কথা বিজয়ী, অস্ত্রের কদর আমার চেয়ে বেশি আছে আর কার কাছে? লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টেলমেন, আমার সংগ্রহশালায় শুধু বহু পুরনো জিনিসকেই ঠাঁই দিইনি, বরং বৈচিত্র্যময়তাকেও স্থান করে নেয়ার সুযোগ দিয়েছি। কারণ আমি দেখাতে চেয়েছি যুদ্ধের ধারণা, যুদ্ধের ইচ্ছা, যুদ্ধের ফলাফল জেনেটিকালি বহন করে মানুষ। মারার জন্য অথবা

www.banglabookpdf.blogspot.com
প্রতিহত করে টিকে থাকার জন্য যুগ যুগ ধরে লড়াই করে যাচ্ছে তারা, এবং করতে থাকবে। পাশবিকতাকে তারা কখনও অস্বীকার করতে পারবে না, কখনও ছাড়তেও পারবে না। প্রাচীন রোম বলুন বা আধুনিক তুরস্ক, সামুরাইদের তলোয়ার বলুন বা ভাইকিংদের কুড়াল—সবকিছুই আমার বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়।' হঠাৎ থামল, কেউ তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে কি না জানার জন্য দেখছে আশপাশের লোকগুলোকে। না, কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করল না। নিজের উপরই সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল সিদোরভ, হাঁটতে শুরু করল আবার।

রানা-সোহানাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় দেখা গেল, সিদোরভের চুল পাতলা হওয়ার ব্যাপারটা আসলে ওর মাথার সামনের দিকে। পেছনের দিকে যথেষ্ট চুল আছে, ঝুঁটি করে পনিটেইল বানিয়ে রেখেছে। মোটামুটি সুপুরুষ বলা যায় তাকে। অতিথিদের কারও দিকেই তেমনভাবে তাকাচ্ছে না সে, যদিও যখন চোখ তুলছে তখন আশ্চর্য এক দ্যুতি দেখা যাচ্ছে ওর দৃষ্টিতে। ওকে দেখে অতিথিদের কার কী অবস্থা তা-ও দেখে নিল রানা একপলক। পুরুষদের কারও দৃষ্টিতে বিষণ্নতা, কারও দৃষ্টিতে নগ্ন ঈর্ষা। আর নারী অতিথিরা সবাই কৌতূহলী। বাকি জীবনটা সিদোরভের সঙ্গে কাটানোর কোনো উপায় আছে কি না, দু'-একজন সে-চিন্তাও করছে হয়তো। তবে সিদোরভের সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে না কেউ। সে যেদিকে যাচ্ছে, সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে তাকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এই যে দেখুন,' কাঁচবাক্সের সামনে, বিশেষ একটা খঞ্জরের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল সিদোরভ, আনমনে টোকা দিচ্ছে কাঁচে, 'এই খঞ্জরটাকে দেখুন। ঐতিহ্যবাহী একটা অস্ত্র। মালয়েশিয়ার প্রত্যন্ত এক জনপদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ওখানকার এককালের রাজার ব্যক্তিগত জিনিস ছিল। ফলাটা দেখেছেন,

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঢেউয়ের মতো আঁকাবাঁকা? শুধু রাজার জন্যই বানানো হয়েছিল এই জিনিস। তা না হলে এ-রকম খঞ্জর অন্য কোথাও-না-কোথাও পাওয়া যেতই। অনেক খুঁজেছি আমি, কিন্তু পাইনি। আর কারিগরের হাতের কাজ দেখুন। প্রতিটা খাঁজের সূক্ষ্ম মাপ করিয়েছি আমি একাধিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে। কেউ বলেনি একদিকের খাঁজের সঙ্গে অন্যদিকের খাঁজের একচুল বেশ-কম আছে।'

'কিন্তু...' বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত সাহস করে বলেই ফেলল জনৈক পুরুষ অতিথি, 'এই খঞ্জর কার কী কাজে লাগবে? আঁকাবাঁকা ফলার জন্য তো...'

'জানি,' হাত নেড়ে লোকটাকে থামিয়ে দিল সিদোরভ। 'জিনিসটা আসলে কাজের জন্য না, বরং বংশমর্যাদা বা প্রভুত্বের প্রতীক হিসেবে বানানো হয়েছিল। ওটার পাশে-রাখা চাইনিয দা-টা দেখুন। মনে হয় না একেবারে সাধারণ? কিন্তু বিশেষ একটা অসাধারণত্ব আছে অস্ত্রটার। ওটাও রাজার জিনিস, কিন্তু বংশমর্যাদার প্রতীক নয়। শুনেছি ওটা দিয়ে নাকি নিজের হাতে কয়েক 'শ' লোকের জান কবজ করেছেন সেই রাজা। রক্তের দাগ কখনও ভালোমতো মুছতেন না তিনি দা'র ফলা থেকে। লেগে-থাকা রক্ত তাঁর রক্তপিপাসা আরও বাড়িয়ে দিত।' বলতে বলতে দর্শকদের মনোযোগ আরেকটা অস্ত্রের দিকে নিয়ে গেল। ওটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে শুরু করল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা করে "নতুন" অস্ত্রের কাছে যাচ্ছে সিদোরভ, নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করছে, আর একটু একটু করে ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে রানা-সোহানা। সে যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে সে-দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা একসময়। পাশে সোহানা। দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ার আগে আরেকবার সিদোরভের দিকে তাকাল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওদের দিকে উল্টো ঘুরে আছে লোকটা। সমস্ত মনোযোগ সামনের কাঁচবাক্সের কোনো একটা অস্ত্রের উপর। ওর চেহারার প্রতিবিম্ব পড়েছে কাঁচের গায়ে। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে বিশেষ সেই অস্ত্রটার জন্য গর্ব বোধ করছে সে। ওর আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে দম্পতিরা, রানা-সোহানার দিকে মনোযোগ নেই কারোরই।

ঘুরল রানা, সোহানার উদ্দেশ্যে ছোট করে নড করে ঢুকে পড়ল দরজাটা দিয়ে। ওর পিছু নিল সোহানা।

সিদোরভের ম্যানসনটা আসলেই বিশাল; মিরোস্লাভের স্কেচ আর নোট না থাকলে কোন্‌দিকে যাচ্ছে অথবা কোন্ ঘর কোথায় আছে ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে যেত রানা-সোহানার জন্য। পার্লার, ডেন, বেশ বড় একটা লাইব্রেরি আর কয়েকটা সিটিং রুমের ভেতরে গোলকধাঁধার চক্কর দিয়ে শেষপর্যন্ত প্রায়-অন্ধকার একটা কনযারভেটরিতে হাজির হলো দু'জনে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখানে টবে হরেক জাতের গাছ লাগানো হয়েছে। অন্ধকারের কারণে শুধু চেনা গেল একজাতের বেঁটে নিঃসঙ্গ তালগাছকে। কয়েকটা গাছের লতানো ফুল জড়াজড়ি করে দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে ছাদের দিকে। ছাদটা ঢালাই-করা সিমেন্টের না, পুরু কাঁচের। উপরে তাকালে চোখে পড়ে কালো আকাশের পটভূমিতে লক্ষ তারার ঝিকিমিকি। হাতের বাঁ দিকে, মেঝে থেকে কাঁচের ছাদ পর্যন্ত, ঝোপঝাড়বেষ্টিত লম্বা পোর্চ।

এখান দিয়ে বের হলে ম্যানসনের উত্তর-পশ্চিমদিকের দেয়াল, তাতে একটামাত্র দরজা। কনযারভেটরি দিয়ে বের হলো দু'জনে, তারপর ঢুকল, পরে আবার বের হলো। আসলে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে কোথাও গোপন ক্যামেরা আছে কি না। কেউ ওদেরকে ফলো করছে কি না তা-ও জানা দরকার। কিন্তু ক্যামেরার সন্ধান পাওয়া গেল না, কোনো অনুসরণকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও নিশ্চিত

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
হওয়া গেল না।

রানার মনের ভিতরে খুঁতখুঁত করতে লাগল। তারপরও, আশপাশে কেউ নেই সে-ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে সোহানাকে নিয়ে এগিয়ে গেল ওই দরজার সামনে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল ওটা লক্‌ড।

কাজের কিছু পাওয়া যায় কি না সে-আশায় পকেট হাতড়াতে শুরু করল রানা। পেছন থেকে ভেসে এল ভারী একটা কণ্ঠ, 'এক্সকিউয মি, স্যর, আমি কি জানতে পারি আপনারা এখানে কী করছেন?'

চমকে উঠল রানা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাল। জুতোর সোলের উপর ভর দিয়ে ঘুরে মুখোমুখি হলো অচেনা লোকটার। একনজর দেখেই বুঝল সিকিউরিটি। ক্ষোভ প্রকাশের ঢং-এ মেকি রাশান টানে ইংরেজিতে বলল, 'শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল! এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ভিতরে যে হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ করছে না সে-খবর রাখো?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'জী?' চোয়াল ঝুলে পড়েছে সিকিউরিটি গার্ডের। 'বুঝতে...'

'পারলে না, তা-ই তো? মিস্টার সিদোরভ আমাদেরকে বললেন সোজা এখানে চলে আসতে, তোমাদের কারও-না-কারও সঙ্গে দেখা হবেই। কিন্তু কীসের কী? পাঁচ মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছি, কারও পাত্তা নেই। বলি, ডিউটি বাদ দিয়ে কোথায় যাও তোমরা? কথাটা জানাতে হবে মিস্টার সিদোরভকে।'

'স্যর, স্যর, ও-রকম কিছু করবেন না দয়া করে,' ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে সিকিউরিটি গার্ড, 'আমি এখনই খবর নিচ্ছি।' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে কোমরে-ঝোলানো রেডিয়ো বের করল।

'খবর নেয়ার আগে তোমার কর্তব্যে-গাফিলতির কারণে কী হয়েছে দেখো একবার,' লোকটার দিকে দু'কদম আগে বাড়ল রানা। 'কনযারভেটরির ভিতরে একটা তালগাছ দেখতে পাচ্ছ

www.banglabookpdf.blogspot.com
না? ওটার উপরের দিকে কয়েকটা পাতা ছড়িয়ে আছে, দেখা যায়?'

রেডিয়ো চালু করতে গিয়েও করল না গার্ড, রানা যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল। ততক্ষণে লোকটার আরও কাছে চলে গেছে রানা। একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না ও। ডানহাত মুঠো পাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারল লোকটার নাকের উপর। একইসঙ্গে বাঁ পায়ে লাথি মেরেছে লোকটার বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর।

গার্ডের হাত থেকে রেডিয়োটা আলগা হয়ে গেছে আপনা থেকে। চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়ার কারণে তা শূকরের ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজে পরিণত হলো। কোনো দয়া দেখাল না রানা, লোকটা ভূপাতিত হওয়ামাত্র ডান পায়ে ফুটবলের কিক মারল ওর বাঁ পাঁজরে। ঘোঁৎ শব্দ হলো আবারও। পরের লাথিটা মারল রানা লোকটার বাঁ কানের একটু উপরে, জুতোর ডগা দিয়ে, প্রচণ্ড জোরে। এবার কোনো আওয়াজ নেই। কারণ জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। লোকটার কোমরে-আটকানো রেডিয়োটা খুলে নিল প্রথমে। ওর শরীরের কোথাও কোনো অস্ত্র আছে কি না জানার জন্য তল্লাশি করল তারপর, দ্রুত এবং অভ্যস্ত হাতে। হিপ প্যাডল হোলস্টারে পাওয়া গেল একটা নাইন মিলিমিটার ল্যুগার, সঙ্গে দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন। আরও পাওয়া গেল এক জোড়া হ্যাণ্ডকাফ, একটা হোটেল-স্টাইল কার্ড-কী এবং একটা কী-রিং।

চাবির ছড়াটা সোহানার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। ওটা লুফে নিল সোহানা, বিনা বাক্য ব্যয়ে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজাটার দিকে, কাজ শুরু করে দিল।

গার্ডকে ঠেলে উপুড় করল রানা। হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে পিছমোড়া

www.banglabookpdf.blogspot.com
করে আটকাল লোকটার দু'হাত। ওর গলা থেকে টাই খুলে গুঁজে দিল মুখের ভিতরে। এবার সর্বশক্তিতে চেঁচালেও বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না লোকটা। শার্টের কলার ধরে অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল এক কোণে। বেঁটে তালগাছের কতগুলো টব এনে রাখল লোকটার সামনে। অচেতন লোকটাকে কেউ যদি খুঁজে বের করতে চায়, কষ্ট করতে হবে তাকে।

'খুলে গেছে,' মৃদু গলায় জানান দিল সোহানা।

'দরজাটা চেক করেছ?' সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'হুঁ। কোনো অ্যালার্ম তার নেই।'

'পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই নিশ্চিত হওয়া যাবে,' বলতে বলতে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, ডান হাতে কার্ড-কী।

দরজাটা একইসঙ্গে সাধারণ এবং অসাধারণ। সাধারণ, কারণ, মামুলি ধাতব চাবি দিয়ে ওটার একটা লক খোলা যায়। আর অসাধারণ ব্যাপারটা হলো, দরজার বিশেষ এক জায়গায় বসানো আছে শক্তিশালী চুম্বক, ওদিকের পাল্লাটা পুরোপুরি চৌম্বকীয় পদার্থে তৈরি। এই চৌম্বকীয় আবেশ দূর করতে হলে দরকার কার্ড-কী। ওটা জায়গামতো প্রবেশ করানোমাত্র ব্যাহত হবে বিদ্যুৎপ্রবাহ, ফলে পাল্লা থেকে আলগা হবে দরজা।

কার্ড কী-টা জায়গামতো ঢুকিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। কিছুই ঘটল না। তারপর সাবধানে মোচড় দিল হাতল ধরে।

নীরবতা। কানফাটানো শব্দে অ্যালার্ম বাজছে না কোথাও।

'রানা, অন্য কোথাও সাইলেণ্ট অ্যালার্ম থাকতে পারে,' চাপা গলায় সতর্ক করল সোহানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। কার্ড কী-টা জায়গামতো রেখে টান মারল সোহানার একটা হাত ধরে। দৌড়ে চলে এল টবগুলোর আড়ালে, অচেতন গার্ডকে যেখানে শুইয়ে রেখেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com
লোকটার পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল দু'জনে।

এক মিনিট কাটল। তারপর দুই। ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। লাউডস্পীকারেও ঘোষিত হচ্ছে না কোনো বিপদবার্তা।

'সবকিছু বেশি সহজ হয়ে যাচ্ছে না?' রানার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল সোহানা।

'হুঁ,' স্বীকার করে নিল রানা। 'সবকিছু যখন বেশি সহজ মনে হয়, বিপদ তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের উপর। আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। কিন্তু এখন পিছু ফেরার উপায় নেই আমাদের। ফিরতে চাই-ও না।' সোহানার দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না চেহারাটা। 'নাকি চাও?'

'আমি?' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সোহানা। 'তুমি সঙ্গে থাকলে দরকার হলে নরকেও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে রাজি আছি। কারণ, নিজেকে বাঁচানোর কোনো-না-কোনো উপায় বের করে ফেলবে, আমাকেও মরতে দেবে না। এ-জন্যেই তুমি মাসুদ রানা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

হেসে কান পাতল রানা।

রাতটা নিস্তব্ধ, কিন্তু নিঃশব্দ না। চারদিকের বাতাস স্থির হয়ে আছে। আশপাশের নাম-না-জানা শত প্রজাতির গাছের পাতা নড়ছে না বলা যায়। অনেক দূর থেকে, দূরত্বটা অনুমান করা যায় না ঠিক, ভেসে আসছে সিদোরভের অতিথিদের হই-হুল্লোড়ের আওয়াজ। এখানে, একটা-দুটো ঝোপের আড়ালে, দু'-চারটে জোনাকি পোকা জ্বলে উঠেই হারিয়ে যাচ্ছে। ঝিঁঝি ডাকছে, কিন্তু তা-ও একটানা না। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা, কোনো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ছে না। অন্ধকারে দিক বদল করে চট করে সরে পড়ছে না কেউ। ধরে নেয়া যায় এই জায়গায় রানা-সোহানা আর অচেতন গার্ডটা ছাড়া কেউ নেই।

সোহানার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রানা, সতর্ক পায়ে এগিয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com
যাচ্ছে দরজাটার দিকে। হাতল ধরে মোচড় দিল আবার। সোহানাকে আড়াল করে দরজা জুড়ে দাঁড়াল নিজে।

সামনে দশ ফুট লম্বা একটা করিডোর। দু'ধারে ধবধবে সাদা রঙ-করা দেয়াল। মাথার উপরের কুলুঙ্গিতে জ্বলছে প্রায়-লুকানো ফ্লুরোসেন্ট বাতি। তাতে আলোকিত হয়ে আছে করিডোরটা। ওটার শেষমাথায় আরেকটা দরজা, একনজর দেখলেই বোঝা যায় ভারী স্টিল দিয়ে বানানো। ওই দরজায় কোনো চাবি নেই। দেয়ালের একদিকে বসানো আছে কার্ড-রিডার, নির্দিষ্ট কার্ড সেখানে পাঞ্চ করলে খুলে যাবে।

'বুদ্ধি খারাপ না,' চাপা গলায় মন্তব্য করল রানা।

'কেন?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইল সোহানা।

'দরজার পাশে কার্ড-রিডার বসিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওটা আসলে শুধু কার্ড-কী দিয়ে খোলে না।'

'বুঝলে কীভাবে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কার্ড-রিডারের উপরে কোয়ার্টার সাইযের একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ?'

দেখল সোহানা। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'ওটা কী বলে মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পরিচিত মনে হচ্ছে...কিন্তু...'

'বায়োমেট্রিক থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানার,' বলে দিল রানা।

'তার মানে...'

'হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছ তা-ই। একটু অপেক্ষা করো। অজ্ঞান গার্ডটাকে নিয়ে আসছি আমি।'

মিনিট দু'-এক পর অচেতন গার্ডটাকে কাঁধে করে করিডোরে ঢুকল রানা। এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় দরজাটার দিকে, পেছন পেছন সোহানা।

'আমার মনে হয় সিকিউরিটি সিস্টেমটা এ-রকম,' হাঁটতে

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাঁটতে বলছে রানা, 'কার্ড কী-টা ঢোকাতে হবে কার্ড রিডারে, একইসঙ্গে এই ব্যাটার বুড়ো আঙুল ঠেসে ধরতে হবে স্ক্যানারের স্ক্রিনে। আমি কার্ড রিডারের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, জায়গা ছেড়ে দেবো তোমার জন্য। তুমি একহাতে কার্ডটা নেবে, আরেক হাতে ধরবে এই ব্যাটার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। তারপর একইসঙ্গে কার্ডটা ঢোকাবে আর আঙুল ঠেসে ধরবে স্ক্রিনে।'

'কিন্তু রানা, এ-রকম কি হতে পারে না, স্ক্যানারটা ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলকে চেনে?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

'এই ব্যাটার রেডিয়ো ঝোলানো ছিল কোমরের ডানদিকে,' বলছে সোহানা, 'ওটা বের করার জন্য ডান হাত বাড়িয়েছিল সে। তোমার সঙ্গে যখন মারামারি করছিল তখন বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে শরীর বাঁকা করেছিল, দেখেছি আমি। সবকিছু ইঙ্গিত করে, সে ডানহাতি। এখন একজন ডানহাতি লোক, একটা বায়োমেট্রিক থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানারকে নিজের বাঁ হাতের ছাপ চেনাবে না, অন্তত সে-রকম করার কথা নয়। তা ছাড়া স্ক্যানারটাকে দেখো ভালোমতো। ওটা এত বড় না যে, একসঙ্গে পাঁচ আঙুলের ছাপ নিতে এবং পড়তে পারবে। আবার বুড়ো আঙুল ছাড়া অন্য কোনো আঙুলের ছাপ পড়ার মতোও লম্বা না। তাই সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে, ওই স্ক্যানার এই লোকের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে চেনে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না,' সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ বিদায় নিয়েছে রানার চেহারা থেকে, 'নিজেকে দিয়ে ভাবো। কার্ড রিডারের সামনে দাঁড়িয়ে আছো তুমি। ওটা তোমার ডান দিকে। এখন রিডারে বাঁ হাত দিয়ে কার্ড ঢুকিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল স্ক্যানারের স্ক্রিনে চেপে ধরাটা কি একজন ডানহাতির জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায় না? তার চেয়ে ডান হাতে কার্ড-কী ঢুকিয়ে বাঁ হাতটা স্ক্যানারে

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
রাখাটাই কি সুবিধাজনক না?'

খানিকক্ষণ ভেবে সোহানা বুঝতে পারল ঠিক বলেছে রানা। মাথা ঝাঁকাল ও।

কার্ড রিডারের ঠিক পাশেই অচেতন গার্ডকে নামাল রানা, ধরে রাখল শক্ত করে। সোহানার হাতে কার্ড-কী। গার্ডটাকে এমনভাবে ধরেছে রানা যেন কোলাকুলি করছে। লোকটার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটাকে সুবিধামতো কাজে লাগাতে পারবে সোহানা।

'দুটো কাজ কি একসঙ্গে করতে হবে?' জানতে চাইল সোহানা।

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। তারপর বলল, 'না। কার্ডটা পাঞ্চ করো আগে। তারপর আঙুল।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

রানার বলে-দেয়া উপায়ে কাজ করল সোহানা। প্রথমে মৃদু একটা টুং শব্দ শোনা গেল কার্ড রিডার থেকে, তারপর থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানার থেকে মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ বলে উঠল, "ওয়েলকাম।" হালকা "ক্লিক" শব্দ শোনা গেল স্টীলের দরজা থেকে, চোখে না দেখলেও বোঝা গেল পাল্লা থেকে দরজাটা আলগা হয়ে গেছে একটুখানি। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পায়ের জুতোর ডগা একটুখানি ঢুকিয়ে দিল রানা ফাঁকা জায়গা দিয়ে, যাতে অটোমেটিক কোনো কারসাজিতে বন্ধ হয়ে না যায় ওটা। 'সোহানা,' ফিসফিস করে ডাকল, 'এদিকে এসো। ধরে রাখো দরজাটা। আমি এই ব্যাটাকে আগের জায়গায় রেখে ফিরে আসছি।'

ঠিক দু'মিনিট পর ফিরে এল রানা। 'কিছু দেখলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে।

মাথা নেড়ে দরজাটা ঠেলে এক ইঞ্চি ফাঁক করল সোহানা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ রাখল ফাঁকা জায়গাটায়। তারপর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
দরজাটা ধরে রেখে রানার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'যতদূর দেখেছি, কোনো ক্যামেরা নেই।'

'তা হলে চলো ঢুকে পড়ি,' আগে বাড়ল রানা, ঠেলে দরজাটা খুলল আরেকটু।

ওরা দু'জনে ঢুকল ভিতরে।

ঘরটা অনেকটা বৃত্তাকার। দেয়ালগুলোতে ধূসর রঙ করা। নেভি ব্লু কার্পেট বিছানো আছে মেঝেতে। মাটির পাত্রের মতো কতগুলো বাল্বহোল্ডার ঝুলছে ছাদ থেকে, সেগুলোতে জ্বলছে একাধিক বাল্ব। অনেকগুলো আলোর বৃত্ত তৈরি হয়েছে কার্পেটের উপর। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আরও দুটো দরজা। ডানদিকে একটা, বাঁয়ে আরেকটা।

বাঁ দিকের দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। সোহানা গেল ডানদিকেরটার দিকে। কোথাও কোনো গোপন তার, ক্যামেরা বা ওই জাতীয় কিছু আছে কি না খুঁজছে। কিন্তু সে-রকম কোনো কিছু নজরে পড়ল না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভাগ্য ভালো, এই দুই দরজার কোনোটাতেই থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানার নেই। চাবির যে-গোছাটা পাওয়া গেছে গার্ডের কাছ থেকে, সেটা কাজে লাগিয়ে একে একে দুটো দরজাই খুলল রানা।

প্রথমে খুলল বাঁ দিকেরটা। কার্পেট-বিছানো কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে, পনেরো ফুটের মতো যাওয়ার পর বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। এখানে মাথার উপর জ্বলছে অনুজ্জ্বল বেসবোর্ড লাইট, করিডোরটা তাই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মাথা নেড়ে সরে এল রানা দরজাটার কাছ থেকে, এগিয়ে গেল ডানদিকেরটার দিকে। একটুখানি খুলে উঁকি দিল ভিতরে, সঙ্গে সোহানা। কিছুক্ষণ দেখার পর রানার কানের কাছে ফিসফিস করল সোহানা, 'দেখে তো চোরাকুঠুরি বলে মনে হচ্ছে আমার। জায়গাও বেশি নেই ভিতরে, মাত্র দশ ফুট বাই দশ ফুট।

www.banglabookpdf.blogspot.com
শেষপ্রান্তে আরও একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কোনো লক নেই, কিন্তু হুড়কো আছে।'

রানাও দেখছে ভিতরের ঘরটাকে। ডানদিকের দেয়ালের অর্ধেকটা জুড়ে পুরু কাঁচ বসানো, কোমর থেকে শুরু করে একেবারে ছাদ পর্যন্ত। আসলে ইট-সিমেন্টের বদলে মোটা কাঁচ দিয়ে দেয়াল বানানো হয়েছে। ভিতরে দুটো কম্পিউটার আর রেডিয়ো কন্ট্রোল সিস্টেম দেখা যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ওটা একটা ওয়ার্কস্টেশন। ভিতরে কোনো বাতি জ্বলছে না, তবে কম্পিউটারের স্ক্রিন দুটো চালু আছে বলে মৃদু আলো এসে বাড়ি খাচ্ছে কাঁচে।

দরজার কাছে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল রানা। দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরের দিকে। মাথাটা সামনের দিকে আছে বলে ওটাই দরজা দিয়ে আগে ঢুকল। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পরই থেমে গেল রানা, যতটুকু এসেছে তাতেই কাজ চলবে। এখন যে-পজিশনে আছে ও, ডানে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে রুমের প্রায় সবকিছু দেখতে পাচ্ছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আসলে দেয়াল বা ছাদে বসানো ক্যামেরা খুঁজছে রানা, চায় না ওদের ভিতরে ঢোকার প্রমাণ রেকর্ড হয়ে যাক কোনো হার্ডডিস্কে। ক্যামেরাটা চোখে পড়তে বেশি সময় লাগল না ওর। হাতের ডানদিকে, কাঁচদেয়ালের শেষপ্রান্তে, ছাদের কাছাকাছি বসানো আছে। অনুজ্জ্বল একটা সবুজ আলো জ্বলছে আর নিভছে একটু পর পর।

রানার পাশে বসে পড়েছে সোহানাও, দরজায় পিঠ ঠেকিয়েছে আলতো করে। 'ক্যামেরার সন্ধান পাওয়া গেল?' আগেরমতোই ফিসফিস করে জানতে চাইল রানার কাছে।

'হুঁ।'

'একজায়গায় ফিক্সড? নাকি রোটেট করছে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাঁ হাতটা বের করে দুটো আঙুল দেখাল রানা। তারমানে সোহানার দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব হ্যাঁ-বাচক।

'অর্থাৎ আমাদের অবস্থা সুবিধার নয়,' আবারও ফিসফিস করল সোহানা।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। 'আমার মনে হয় উল্টোটা।'

ভ্রূ কুঁচকাল সোহানা। 'কীভাবে?'

'একটামাত্র ক্যামেরার উপর নির্ভর করছে ওরা। পাহারার কাজে কেউ নেই। এই রুমের ভিতরে ঢুকতে হলে কৌশল খাটাতে হবে আমাদেরকে। আশা করছি কারও কাছ থেকে বাধা পাবো না। ক্যামেরাটা এক পাক খেতে কত সময় নেয় হিসেব করেছি—চার সেকেণ্ড। সময়টা খুব অল্প।'

'তা হলে?'

'তা হলে বাঁ দিকের রুমটা দেখতে হচ্ছে আগে। তোমার আপত্তি আছে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা নাড়ল সোহানা।

'চলো তা হলে।'

বাঁ দিকের রুমটার দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা। যত নামছে, ছাদ যেন তত নিচু হচ্ছে; কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছে দু'জনকেই। এখানে কোথাও কোনো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না। এগিয়ে চলল ওরা।

ত্রিশ ধাপ নামার পর সামনে দেখা গেল ওক কাঠের একটা দরজা। তাতে পুরু সোনার পাতে রাশান ভাষায় খোদাই করে লেখা আছে:

ব্যক্তিগত। দূরে থাকুন।

দরজার হাতলটাও সোনার। নিঃশব্দে পাল্লা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা, হাতলটা ধরে এমনভাবে ঘুরাল যাতে কোনো আওয়াজ না

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হয়।

তালা মারা নেই দরজাটায়। নিঃশব্দে খুলে গেল ওটা। মাথা গলাবার মতো ফাঁক তৈরি করে উঁকি দিল রানা। ওর সামান্য নীচে দিয়ে সোহানাও।

আরেকটা বৃত্তাকার রুম। এটার ব্যাস ত্রিশ ফুটের মতো। আখরোট গাছের কাঠ মাপমতো কেটে পলিশ করে ডেকোরেশন করা হয়েছে ঘরটার। মেঝেতে শোভা পাচ্ছে পারশিয়ান কার্পেট, দেখে মনে হচ্ছে হাতেবোনা। আখরোট কাঠ বিশেষ মাপে কেটে কুলুঙ্গি বানানো হয়েছে দেয়ালে। প্রতিটা কুলুঙ্গিতে শোভা পাচ্ছে বিশেষ আকৃতির একেকটা কাঁচের বাক্স। প্রতিটা বাক্সেই মার্বেলের পেডাস্টালের উপর ভর দিয়ে আছে কোনো-না-কোনো অস্ত্র। একটা করে হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বলছে প্রতিটা বাক্সের ভিতরে, এছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই।

"সোর্ডরুমের" সঙ্গে তুলনা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ঘরের অস্ত্রগুলো দেখে শুধু সিদেরভ। এবং কাজটা করতে গিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করে সে, কারণ উঁচু পিঠওয়ালা পুরু গদির একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে ঘরের ঠিক মাঝখানে; কেউ বলে না দিলেও বোঝা যায় অস্ত্রগুলো দেখার সময় ওই চেয়ারে আরাম করে বসে থাকে লোকটা।

'মাফিয়াসর্দারের সিংহাসন,' নিচু গলায় মন্তব্য করল সোহানা।

মুচকি হাসল রানা, কিছু বলল না। পা রাখল ঘরের ভিতরে। ওর পিছন পিছন সোহানা। দরজাটা খোলাই থাকল।

পাশাপাশি হাঁটছে রানা-সোহানা, একদিকের দেয়ালের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল। বড় একটা কাঁচবাক্স আছে এখানে। ভিতরে বেশ অদ্ভুত একটা ঢাল। বেত আর চামড়া দিয়ে বানানো, অনেকটা ডিম্বাকৃতির। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল রানা ঢালটা,

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর নিচু গলায় বলল, 'এটার নাম কী, জানো?'

'না।'

'অ্যাগেরন। পারস্য-সেনারা এককালে ব্যবহার করত এই জিনিস। পাশের তলোয়ারটা দেখছ? ওটার নাম অ্যানাকিনেক্স, অ্যাকিমেনিড রাজবংশের প্রতীক।'

'সবকিছু শুধু পারস্য সংক্রান্ত, তা-ই না? কেন যেন মনে হচ্ছে একটা ক্লু পাচ্ছি আমরা।'

'কী বলতে চাও? এবার যে-জিনিসের পেছনে লেগেছে সিদোরভ তা-ও পারস্যের?'

'হতে পারে।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল রানা। তারপর অনতিদূরের একটা কুড়াল দেখিয়ে বলল, 'ওটার নাম অ্যাসাগারিস—পারস্য রণকুড়াল। ওটাও অ্যাকিমেনিড রাজবংশের প্রতীক।'

'তার মানে এই ঘরে যত ঢাল, বর্শা, খঞ্জর, ধনুক আছে সবই কি অ্যাকিমেনিড রাজবংশের?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

জবাব দেয়ার আগে অস্ত্রগুলো ভালোমতো দেখল রানা। কোনো কোনো অস্ত্রের নীচে ছোট্ট প্ল্যাকার্ড আছে, ওগুলো পড়ল। তারপর বলল, 'শুধু অ্যাকিমেনিড রাজবংশেরই না, আমার কী মনে হয় জানো? এগুলো সবই রাজা প্রথম যারক্সিযের আমলের।'

'তার মানে নিজের একান্ত সংগ্রহশালায় শুধু প্রথম যারক্সিযের জিনিস সাজিয়েছে সিদোরভ? তার মানে...'

'হ্যাঁ,' সোহানা কী বলতে চায় বুঝে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, 'হতে পারে, সে যে-জিনিস খুঁজছে, সেটাও প্রথম যারক্সিযের আমলের। যাক, ছোট্ট এই যাদুঘরে আসায় একটা লাভ হলো আমাদের। কী খুঁজছে সিদোরভ সে-বিষয়ে মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল।'

'মানলাম। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তোমার প্রশ্নটা অনুমান করতে পারছি। প্রথম যারক্সিযের সঙ্গে নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের যোগাযোগটা কোথায়, তা-ই তো?'

নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বের করবো আমরা। চলো।'

ক্যামেরাওয়ালা রুমটার দরজার বাইরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রানা-সোহানা। দরজাটা ইঞ্চি তিনেক খুলে আরও একবার উঁকি দিয়েছে রানা। কাউকে দেখতে পায়নি।

'কীভাবে ঢুকবে, ভেবেছ?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস্ করল সোহানা।

'সরাসরি ঢুকে পড়বো, কপালে যা আছে হবে। তুমি দরজার বাইরে থাকবে। একসঙ্গে দু'জন ঢুকতে পারবো না, ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সোহানা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। 'কিন্তু...'

'এবার কোনো কিন্তু চলবে না। যা বলছি করতে হবে তোমাকে। যদি ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাই আমি, যদি সে-রকম কোনো লক্ষণ টের পাও, বুদ্ধি খাটিয়ে লুকিয়ে পড়বে কোথাও। ভরসা রাখো আমার ওপর। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পালাতে পারবো শত্রুর কবল থেকে।'

এখন রানাকে একা ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পারছে সোহানা। বলল, 'তুমি ভেতরের দরজার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কি এখানেই অপেক্ষা করবো?'

এক সেকেণ্ড ভাবল রানা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, করো।' চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ক্যামেরাটাকে। 'ভিতরে ঢুকতে গেলে আমার শরীরের ধাক্কায়

www.banglabookpdf.blogspot.com
আরও কিছুটা সরে যাবে দরজা। সোহানা, তোমার কাজ হচ্ছে, হাতল ধরে যতখানি পারো আমার শরীরের কাছাকাছি রাখবে ওটাকে। আসলে একটা চান্স নিচ্ছি আমি। যার বা যাদের তাকিয়ে থাকার কথা ক্যামেরাটার সঙ্গে যুক্ত টিভিস্ক্রিনের দিকে, ধরে নিচ্ছি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছে তারা, কল্পনাও করছে না কেউ এভাবে হানা দিতে পারে তাদের দুর্গে। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আর কিছু না বলে এগোতে শুরু করল রানা।

দু'কনুই আর দু'পা কাজে লাগিয়ে চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই এগোচ্ছে ও। দরজা দিয়ে ঢুকেই পুরোপুরি কাত হয়ে গেল ডান দিকে। শরীরের ভর ছেড়ে দিয়েছে ডান কনুই, বাঁ হাত, ডান হাঁটু আর বাঁ পায়ের উপর। ক্যামেরাটা ততক্ষণে ডান দিক থেকে সরে আসতে শুরু করেছে বাঁ দিকে—রানার দিকে।

দেয়ালের সঙ্গে যতখানি সম্ভব সেঁটে গেছে রানা, মড়ার মতো পড়ে থাকতে চাইছে। হাঁটু পর্যন্ত ঢুকিয়ে ফেলতে পেরেছে রুমের ভিতরে। দরজাটা যতখানি সম্ভব ভিড়িয়ে দিয়েছে সোহানা, খেয়াল রেখেছে রানা যাতে ব্যথা না পায়। যতটুকু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে উঁকি দিয়েই দেখছে রানাকে।

আবারও ঘুরতে শুরু করেছে ক্যামেরার পিভট মোটর, রুমের পিনপতন নীরবতায় সে-আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। মাথা তুলে কাঁচদেয়ালে ক্যামেরার প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে রানা। ঘুরে গিয়ে আরও একবার পুরোপুরি ডানদিকে স্থির হয়েছে ক্যামেরা। হাতে-থাকা চার সেকেণ্ড কাজে লাগিয়ে দু'পা রুমের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল রানা। তারপর এগোল আরও কিছুটা।

আবারও পিভট মোটরের গুঞ্জন। আবারও দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে স্থির হয়ে গেল রানা। করার কিছু নেই, তাই পরের চার সেকেণ্ডে কাঁচের দেয়াল ভেদ করে দেখে নিতে চাইল রুমের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যতখানি সম্ভব না, আর কোনো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় কাত করল রানা, কাঁচের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাটা সরে যাচ্ছে আবার।

পরের চার সেকেণ্ডে যত দ্রুত গতিতে সম্ভব এগোল রানা। যে-দিকের দেয়ালে লাগানো হয়েছে ক্যামেরাটা, সে-দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল হাঁটু ভাঁজ করে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। এদিকের দরজাটা ফুট তিনেকের মধ্যে। ওটার নীচ দিয়ে মৃদু আলো আসছে।

দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকা অবস্থাতেই নিতম্বে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা। জানে এখন ও ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে। দু'হাত কাজে লাগিয়ে খানিকটা এগিয়ে সাবধানে ধরল দরজার নব, আলতো করে মোচড় দিল। নবটা ঘুরে গেল পুরোপুরি। তার মানে দরজাটা লক করা নয়।

বাঁ দিকে তাকিয়ে কাঁচের দেয়ালে ক্যামেরার প্রতিবিম্ব দেখল রানা। মৃদু গুঞ্জন তুলে ঘুরতে শুরু করেছে পিভট মোটর। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ডানদিকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানার দিকে তাকাল রানা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা। কী করবে জানতে চাচ্ছে।

হাতের ইশারায় কথা হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। রানা জানতে চাইল ও যেভাবে ক্যামেরাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, সোহানা তা পারবে কি না। জবাবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলল সোহানা—ওর উপর ভরসা রাখতে বলছে রানাকে। তারপর রানা যেভাবে গেছে, ঠিক সেভাবে এগিয়ে, ক্যামেরাকে ফাঁকি দিয়ে, পনেরো সেকেণ্ড পর হাজির হলো ও রানার পাশে।

দরকার ছিল না, তারপরও সাবধানতার খাতিরে চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। নব ধরে আরেকবার মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। একটুও দ্বিধা না করে সোহানাকে নিয়ে ঢুকে

www.banglabookpdf.blogspot.com

গেল ভিতরে।

দু'জনে একসঙ্গে ঘুরে তাকাল রুমটার দিকে। যেন উজ্জ্বল কোনো সাদা আভায় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কড়া স্কটিশ টানে কে যেন বলে উঠল, 'হচ্ছেটা কী? কে আপনারা? এখানে ঢুকলেন কীভাবে?'

এগারো

'জবাব দিচ্ছেন না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল স্কটিশ কণ্ঠ। 'কেন এসেছেন এখানে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

জবাব না দিয়ে নাইন মিলিমিটার ল্যুগারটা বের করল রানা। তাক করল স্কটিশ কণ্ঠের মালিকের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত উপরে তুলে ফেলল লোকটা। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে!' এখন মিনতি ঝরছে তার গলায়। 'গুলি করবেন না!'

উজ্জ্বল সাদা আভার সঙ্গে মানিয়ে গেল রানা-সোহানার চোখ। মুখোমুখি-দাঁড়ানো লোকটার দিকে পিস্তল তাক করে রেখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা।

একটু আগে যে-চোরাকুঠুরি থেকে ঘুরে এসেছে ওরা, তার তুলনায় এটা আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ। কাঁচদেয়ালের এপাশে বেশ লম্বা একটা মেলামাইনের ডেস্ক। সেটার উপরে দুটো কম্পিউটার-টাওয়ার আর চব্বিশ ইঞ্চির এলসিডি ডিসপ্লে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল এটা কন্ট্রোলরুম, আসলে ল্যাবরেটরি ক্লিনরুম। চারদিকের

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেয়ালেই ধবধবে সাদা রঙ-করা। এত সাদা যে, অভ্যাস না থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সাদা অ্যান্টিস্ট্যাটিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রাবার টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে মেঝেতে। ঘরের প্রায় মাঝখানে বারো ফুট বাই ছ'ফুটের একটা টেবিল। ওটা ঘিরে কয়েকটা টুল। একদিকের দেয়ালে বিশাল একটা শেল্ফ। ওই শেল্ফ আর ঘরের মাঝখানের টেবিলে, রানা অনুমান করল, সিকি মিলিয়ন ডলারের রেস্টোরেশন জিনিস রাখা আছে। অটোক্লেভ, গ্লাস-ফ্রন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট, দুটো স্টেরিয়ো-মাইক্রোস্কোপ, একটা পোলারাইযড্ ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, একটা হ্যাণ্ডহেল্ড এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স—কী নেই?

টেবিলটার উপরটায় ফরমাইকা দেয়া; সেখানে সিদোরভের কিছু "অস্ত্রের নমুনা"-ও দেখা যাচ্ছে। যেমন একটা বর্শার ভাঙা হাতল, দু'মাথাওয়ালা একটা কুড়ালের ফলা এবং মরচে-ধরা বেকে-যাওয়া একটা তলোয়ার। টেবিলের উপরে, ছাদ থেকে ঝুলছে আর্টিকুলেটেড স্টেইনলেস স্টীলের ত্রিভুজাকৃতির হ্যালোজেন ল্যাম্প।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা বেঁটে। টাক মাথা, তবে চাঁদির নীচের দিকে কানের উপরে লেপ্টে আছে কমলা রঙের কয়েকগাছি চুল। পরনে হাঁটু-পর্যন্ত-লম্বা সাদা ল্যাব কোট আর দোমড়ানো ট্রাউজার। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, বেশি পাওয়ারের পুরু গ্লাসের কারণে চোখ দুটো রসগোল্লার মতো বড় দেখাচ্ছে। মৃত্যুভয়ে ভীত লোকটা দু'হাত উপরে তুলেই দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটু একটু কাঁপছেও। সবমিলিয়ে হাস্যকর লাগছে দেখতে।

ওকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করল রানা, এমনকী সোহানাও। ওর উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবারও এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে

www.banglabookpdf.blogspot.com

দু'জনে। জিনিসটা সোহানার নজরেই পড়ল প্রথমে।

দুটো এল.সি.ডি. মনিটরের একটাতে দেখা যাচ্ছে স্ক্যান-করা একটা ছবি। তাতে বিশেষ কতগুলো প্রতীক।

'ইউরেকা!' বিড়বিড় করে বলল সোহানা। তারপর ঘুরে তাকাল টেকো লোকটার দিকে। 'আপনি...'

ও দ্বিতীয় শব্দটা উচ্চারণ করার আগেই চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল লোকটা। একদিকের দেয়ালে মাশরুমের মতো দেখতে লাল রঙের একটা বাটন আছে, বোঝা গেল ল্যাবরেটরির ভিতরে কোনো বিপদ হলে ওটা পুশ করতে হয়; বাটনটার দিকে প্রাণপণে দৌড়ে যাচ্ছে লোকটা।

'থামো!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল রানা।

লাভ হলো না।

যে-লোক কোনো ক্ষতি করেনি তাকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করতে পারে না রানা। তা ছাড়া গুলি করলে অসুবিধাও আছে। বদ্ধ জায়গার বুলেটের বিকট আওয়াজ শুনতে পেলে হাজির হয়ে যাবে সিদোরভের গার্ডরা।

লাফিয়ে আগে বাড়ল সোহানা। বর্শার ভাঙা হাতলটা ছোঁ মেরে তুলে নিল টেবিল থেকে। তারপর ওটা বুমেরাং-এর মতো ছুঁড়ে মারল ছুটন্ত লোকটাকে নিশানা করে, সর্বশক্তিতে। বাতাসে কয়েকবার পাক খেল হাতলটা, শেষে লোকটার ডান হাঁটুর পিছনদিকে আঘাত করল প্রচণ্ড জোরে। ছুটতে ছুটতেই হুমড়ি খেল লোকটা, "মাশরুম" ধরার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ধরতে পারল না, তাল হারিয়ে মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। ভোঁতা একটা আওয়াজ শোনা গেল, দেয়ালের সঙ্গে কিছুক্ষণ লেপ্টে থাকল লোকটার শরীর, তারপর কাটাগাছের মতো ধপাস করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে আগে বাড়ল রানা। উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ঠেলে চিৎ করল ওকে। কপালের যেখানে ব্যথা পেয়েছে লোকটা সে-জায়গা ফুলে উঠেছে ইতিমধ্যে, লাল হয়ে গেছে। দরকার ছিল না, তারপরও লোকটার পাল্‌স্ চেক করল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানাকে বলল, 'ওয়েল ডান। আধ ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফিরবে না। আর আগামী কয়েকটা দিন মাথার অসহ্য ব্যথায় কোঁ কোঁ করবে।'

মনিটরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সোহানা, একদৃষ্টিতে দেখছে ছবিটা। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, 'আমার ধারণা রাম কে-তে আমরা যে-বোতলটা পেয়েছিলাম, ওটা থেকে এসেছে এই প্রতীকওয়ালা ছবি।'

পায়ে পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল রানা। স্ক্রিনের ছবিটা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। আরেকটা কথা। এটা যদি রাম-কে'র বোতলের ছবি না হয়, বুঝতে হবে সিদোরভের কাছে আরও বোতল আছে।'

'খুঁজে দেখবো নাকি এখানে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে হিউমিডিটি-কন্ট্রোল কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল রানা। সোহানা গেল রেফ্রিজারেটরের দিকে। ভালোমতো দেখল দু'জনে। কিন্তু কিছু পেল না। শেষে ফিরে এল ঘরের মাঝখানের টেবিলটার কাছে। চারটা ড্রয়ার আছে এটাতে। একটা একটা করে সবগুলো ড্রয়ার টান দিল রানা। কিন্তু না, কোনো বোতল নেই ভিতরে। এমনকী বোতলের গায়ে বিশেষ যে-লেবেল ছিল তা-ও নেই।

এল.সি.ডি. মনিটরের সামনে আবার গিয়ে দাঁড়াল সোহানা। আবারও ভালোমতো দেখল স্ক্রিনের ছবিটা। তারপর বলল, 'এটা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

মনে হয় কোনো ডিজিটাল ইমেজ। ছবির বাঁ দিকের প্রান্তটা খেয়াল করেছ, রানা? মনে হচ্ছে না ওখানে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি রঙ আছে?'

দেখল রানা, কিন্তু সোহানার প্রশ্নের জবাব দিল না। বরং বলল, 'ছবিটার প্রিন্ট নেয়া যায় কি না...' কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেল। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরাল একদিকে। 'শুনতে পেয়েছ?' আঙুল তুলে দেখাল একদিকে।

রানা যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল সোহানা। রুমের এককোণে, একটা কেবিনেটের আড়ালে খানিকটা লুকিয়ে আছে একটা ভিডিও ক্যামেরা। বোঝা যায় এতক্ষণ ঘুরছিল, এবার স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে রানা-সোহানার দিকে। মৃদু আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় লেন্স যুম করা হচ্ছে ওদের দু'জনের উপর।

'আসছে সিদোরভ বাহিনী,' বলল সোহানা।

'জলদি করো!' পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। 'কী-বোর্ডটা চেক করে দেখো ইমেজটার কোনো প্রিন্টআউট নিতে পারো কি না।'

কী-বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল সোহানা। রানা ছুট লাগাল ক্যামেরাটার দিকে। ধরা পড়ে গেছে, তাই রাখঢাকের কিছু নেই; ক্যামেরার নীচে দাঁড়িয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেলল ফিড-ওয়্যার। কল্পনার চোখে দেখল, যে বা যারা অন্য কোথাও বসে আছে টিভির সামনে, স্ক্রিনে ঝিরঝিরানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না তারা।

দৌড়ে দরজার কাছে হাজির হলো রানা। হ্যালোজেন ল্যাম্পের সুইচটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। নিভিয়ে দিল বাতিটা, পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে ভেঙে দিল সুইচ। এলসিডি মনিটরের আলোয় দেখা যাচ্ছে সোহানাকে। দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হয়ে গেছে!' রানা পাশে দাঁড়ানোমাত্র বলে উঠল সোহানা, কী-বোর্ডের এণ্টার বাটনে চাপ দিল। জ্বলে উঠল লেযার প্রিণ্টারের সবুজ বাতি। মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। প্রিণ্ট শুরু হয়েছে।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর সজোরে দরজাটা লাগানো হলো। একটু পরে আবার সেটা খুলে গেল। ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

'মাথা নামাও!' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। ল্যাবরেটরি রুমের কোথায় কী আছে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে গেঁথে রাখল মনের পর্দায়। হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিল মনিটর দুটোর সুইচ। ঘরের ভিতরে এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

প্রিণ্ট আউট শেষ হলো। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল সোহানা। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। পা বাড়িয়ে একটা টুল টেনে নিয়ে এল বিনা-শব্দে। টেবিলের নীচে বেশ বড় ফাঁকা জায়গা, সেখানে ঢুকে গেল সোহানাকে নিয়ে। হাতের ডানপাশে রাখল টুলটাকে। যদি গোলাগুলি হয় তা হলে মাথাটা আড়াল পাবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ল্যাবরেটরি রুমের দরজার নব ধরে মোচড় দিচ্ছে কেউ। সাবধানে করতে চাচ্ছে সে কাজটা, কিন্তু অতি উত্তেজনার কারণে পারছে না। মোচড়ানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। টেবিলের নীচ থেকে মাথা বের করল রানা। টুলের আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। ডান হাতে নাইন মিলিমিটার ল্যুগার।

সজোরে লাথি মারা হলো দরজায়। ছিটকে খুলে গেল সেটা। লাফিয়ে ঘরে ঢুকল একটা ছায়ামূর্তি, বোকার মতো। খেয়াল করেনি বাইরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, ল্যাবরেটরির ভিতরে যারা আছে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে ওকে।

নিশানাটা তাই খুব সহজ হয়ে গেল রানার জন্য। লোকটার দিকে পিস্তল তাক করেই টান দিল ট্রিগারে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার

www.banglabookpdf.blogspot.com

করে উঠল লোকটা, পিছাতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেল দেয়ালের সঙ্গে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একের পর এক বিকট সব গাল দিচ্ছে। হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেছে ওর অস্ত্র—একটা হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি ফাইভ সাবমেশিনগান। মেঝের সঙ্গে টক্কর খেয়ে দু'বার পাক খেল অস্ত্রটা। তারপর স্থির হলো মাঝখানের টেবিলটার থেকে কিছুটা দূরে।

মেঝেতে পড়ে-থাকা লোকটা গাল দিতে দিতে সরে যাচ্ছে দরজার দিকে, প্রাণভয়ে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে ল্যাবরেটরি থেকে। আসলে কল্পনাও করেনি কেউ গুলি করতে পারে ওকে। খুলে হাঁ হয়ে থাকা দরজার ওপাশ থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে আরও কয়েকজন। সম্ভবত জানতে চাচ্ছে ভিতরের অবস্থা কী। "শত্রুপক্ষের" লোকসংখ্যা জানা আছে ওদের, কিন্তু তারা কোথায় কীভাবে পজিশন নিয়েছে না জেনে ভিতরে এসে গুলি খেতে রাজি নয় কেউই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুযোগটা নিল রানা। নাইন মিলিমিটারটা ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে। ফিসফিস করে বলল, 'সাবমেশিনগানটা দখল করতে চাই। পজিশন চেঞ্জ করতে হবে আমাকে। আমি গড়ান দিয়ে বের হওয়ামাত্র খোলা দরজার দিকে দু'বার গুলি করবে। কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকে স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাবে ওরা। কাজেই গুলি করেই পজিশন চেঞ্জ করতে হবে তোমাকে। টেবিলের আরেকপ্রান্তে চলে যেয়ো।' আর দেরি না করে গড়াতে শুরু করল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের নীচ থেকে মাথা বের করল সোহানা। শরীরটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তখন দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে আহত লোকটা। ওর চাঁদি ঘেঁষে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল সোহানা। সঙ্গে সঙ্গে সরে এল পেছনে।

আরারও অশ্রাব্য খিস্তি। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, এবার

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোধহয় তাদেরকে গাল দেয়া হচ্ছে। কারণ তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অথচ সাহায্য করছে না।

সাহায্য করার উপায়ও নেই আসলে। সাধ করে কে আসবে খোলা দরজার কাছে সহজ টার্গেটে পরিণত হওয়ার জন্য?

গড়াতে গড়াতে রানা চলে এসেছে মাঝখানের টেবিলের কাছে। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল সাবমেশিনগানটা। দ্রুত চেক করল। পুরোপুরি লোডেড। আরও দু'বার গড়ান দিয়ে চলে গেল টেবিলের আরেকপ্রান্তে। একটু আগে ড্রয়ারগুলো খুলে চেক করেছিল এখানেই।

শত্রুপক্ষ থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু হলো এমন সময়। টেবিলের এককোনা দিয়ে মাথা বের করে দেখছে রানা। সাবমেশিনগান আছে ওদের কমপক্ষে আরও একজনের কাছে। ম্যাগাজিনের পুরোটাই খালি করে দিচ্ছে সে ল্যাবরেটরিরুমের ভিতরে। কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকে গুলি করছে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে কাচ। বুলেটের ধাক্কায় মনিটর দুটো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল আবারও। গুলির আঘাতে টুকরো হচ্ছে অটোক্লেভ, ফুটো হচ্ছে গ্লাস-ফ্রন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট। স্টেরিয়ো-মাইক্রোস্কোপ দুটো আর ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপটাও রেহাই পেল না। সাধের ল্যাবরেটরির কী হাল হচ্ছে জানতে পারলে সিদোরভের চেহারা কেমন হবে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকগুলো ভাবতে পারেনি আগ্নেয়াস্ত্র আছে রানা-সোহানার কাছে। নইলে এতক্ষণে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ত সবাই। সময় নিচ্ছে ওরা, রিইনফোর্সড হচ্ছে আসলে। অথবা হয়তো আরও ভালো কোনো কৌশল বের করতে চাইছে।

একটা হাত দেখা গেল দরজার আড়ালে। ল্যাবরেটরি রুমের ভিতরে কিছু একটা ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়েছে। বোঝা গেল

www.banglabookpdf.blogspot.com
কোনো টার্গেট নেই লোকটার। জিনিসটা উড়ে এসে বাড়ি খেল রানা যে-টেবিলের আড়ালে আছে সেটার সঙ্গে, ভোঁতা আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ল রাবার-বিছানো মেঝেতে।

"বাই সাইকেল কিক" বলে ফুটবল খেলায় একটা শট আছে। জিনিসটা মেঝেতে পড়ামাত্র সেটার গায়ে সে-রকম একটা লাথি মারল রানা। আরেকদফা উড়াল দিল জিনিসটা, সজোরে বাড়ি খেল দরজার পাল্লায়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। চোখ ধাঁধানো সাদা আলোয় আর কানে তালা-লাগানো আওয়াজে ভরে গেল পুরো ল্যাবরেটরি।

'রানা ঠিক আছো?' চিৎকার করে জানতে চাইল সোহানা।

'আছি। তুমি?'

'ওকে। ওটা কী?'

'ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড। স্পেশাল ফোর্স আর সোয়াট টিম সাধারণত ব্যবহার করে এটা। কেউ কেউ সাউণ্ড গ্রেনেডও বলে। ফাটলে প্রচুর আলো আর শব্দ হয়, কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি হয় না কারণ গ্রেনেডের ভিতরে স্প্লিণ্টার থাকে না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু আসল গ্রেনেডই তো মারতে পারত...'

'আমার অনুমান এতক্ষণে খবর চলে গেছে সিদোরভের কাছে। সাধের ল্যাবরেটরির কোনো ক্ষতি চাচ্ছে না সে হয়তো। মনে হয় ওর চ্যালাদেরকে বলেছে যাতে ভয় দেখিয়ে আটক করা হয় আমাদেরকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে, ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।'

দরজায় উদয় হলো এক বিশালদেহী, হাতে সাবমেশিনগান। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে। ওকে সুযোগটা দিল না সোহানা। যে-হাতে সাবমেশিনগান ধরে আছে লোকটা, সেটা নিশানা করে গুলি করল। বুলেট গিয়ে লাগল কাঁধ আর কনুইয়ের মাঝামাঝি

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
জায়গায়। চিৎকার করে উঠল লোকটা, সাবমেশিনগান হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল দরজার আড়ালে।

'সোহানা!' চাপা গলায় দ্রুত ডাক দিল রানা। 'কভার দাও আমাকে। একটু পর পর গুলি করতে থাকো দরজার দিকে। ওই সাবটাও দখল করতে চাই আমি। বেরিয়ে পড়তে চাই এখান থেকে।'

কথামতো কাজ করল সোহানা। মাথা যতটা সম্ভব নিচু রেখে ক্রল করে এগোচ্ছে দরজার দিকে, একটু পর পর একটা করে গুলি করছে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে দরজার পাল্লা, ওপাশের দেয়াল। রানার পজিশনটা দেখে নিল একপলক। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে দরজার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা। আরেকটু হলেই হাতের নাগালে পেয়ে যাবে দ্বিতীয় সাবমেশিনগান।

আরও একবার গুলি করল সোহানা, তবে এবার দরজার দিকে না। আওয়াজ শুনে টের পেয়েছিল ভাঙা কাঁচের দেয়ালের আড়ালে পজিশন নিচ্ছিল কেউ, রানাকে এগোতে দেখে ওর দিকে তাক করছিল হাতের আগ্নেয়াস্ত্র; মুহূর্তের মধ্যে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল সোহানা, পাক খেয়ে ঘুরল প্রায় নব্বই ডিগ্রি, চাপ দিল নাইন মিলিমিটারের ট্রিগারে। বুকের বাঁ দিকে বুলেটের ক্ষত নিয়ে উধাও হলো লোকটা। চিৎকার করার অবকাশটুকু পেল না।

দেরি করার মানে হয় না। দু'হাতে দুটো সাবমেশিনগান নিয়ে ডাইভ দিল রানা দরজার দিকে। খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে দুই সাবমেশিনগান, তারপর রানার মাথা, শেষে কোমর পর্যন্ত। শরীরটা মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই টান দিল ও ডানহাতের অস্ত্রটার ট্রিগারে।

ওরা মোট এসেছিল সাতজন। গুলি খেয়ে আহত হয়েছে দু'জন, একজন মারা পড়েছে। বাকি চারজন এবার ছত্রখান হয়ে গেল রানার সাবমেশিনগানের গুলিতে। রানাই আগে গুলি করতে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

শুরু করেছে, তাই ট্রিগার টানার সুযোগই পেল না চারজনের কেউ, একেকজন শরীরের একেক জায়গায় বুলেটের ক্ষত নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল রানা, একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যাবে না। বাঁ হাতের সাবমেশিনগানটা ঝুলাল কাঁধে। করিডোরের পরিস্থিতিটা দেখে নিল একপলক। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দু'জন। হাতের ম্যাগনাম পাশে ফেলে দিয়ে ডান পা দু'হাতে ধরে কাতরাচ্ছে একজন, কারণ একাধিক ক্ষত তৈরি হয়েছে সেখানে। এই লোকের থেকে কিছুটা বাঁ দিকে পড়ে আছে আরেকজন। পেট চেপে ধরেছে একহাতে, তারপরও গলগল করে বেরোতে-থাকা রক্ত থামাতে পারছে না। রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কাঁপা কাঁপা হাতে তুলল সে হাতের রিভলভার। কিন্তু ওকে গুলি করার সুযোগ দিল না রানা। বুলেটশূন্য সাবমেশিনগানটা সজোরে ছুঁড়ে মারল লোকটার চেহারা লক্ষ করে। জায়গামতো গিয়ে লাগল ওটা। আর্তচিৎকার দিয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা মেঝেতে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সোহানা, এসো,' বলেই দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। হাঁটছে আর শত্রুপক্ষের যার কাছে যে-অস্ত্র পাচ্ছে তাই তুলে নিচ্ছে নিচু হয়ে।

যে লোকের চেহারায় সাবমেশিনগান ছুঁড়ে মেরেছে রানা তার কোমরে খরখর করছে একটা রেডিয়ো। কী মনে করে ওটা খুলে নিল রানা, পাশে এসে-দাঁড়ানো সোহানাকে দিল। ওপ্রান্তে রাশান ভাষায় দ্রুত কী যেন বলছে কেউ। সম্ভবত কিছু জানতে চাইছে। জবাব দিল না সোহানা, দরকারও নেই।

ওর কাঁধে একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। ল্যাবরেটরি থেকে চলে আসার আগে নিয়ে এসেছে। ব্যাগের ভিতরে কী আছে, অথবা কাজটা কেন করেছে সোহানা, সেসব

www.banglabookpdf.blogspot.com
নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না রানা।

এদিকের দরজার কাছে পৌঁছে দরজাটা সাবধানে একটুখানি খুলল ও, সঙ্গে সঙ্গে সেঁটে গেল একদিকের দেয়ালের সঙ্গে। ইঙ্গিতে সোহানাকে বলল বিপরীতদিকের দেয়ালের গায়ে লেগে থাকতে। এই দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগে পরিস্থিতি যাচাই করা দরকার।

দরজার ওপাশটা নীরব। সম্ভবত নির্জনও, কারণ কাউকে দেখা যাচ্ছে না আপাতত। আরও শত্রুর মোকাবেলা করার আগে নিজেদের কাছে কী কী অস্ত্র আছে যাচাই করতে চায় রানা।

প্রথমে একটা রেডিয়ো। এটা অস্ত্র না হলেও কাজে দিচ্ছে। শত্রুপক্ষ কী করতে চায় না চায় জানা যাচ্ছে। ওটা আছে সোহানার কাছে। ইঙ্গিতে ভলিউম কমিয়ে রাখতে বলল রানা। সোহানার কাছে আছে নাইন মিলিমিটারটা। প্রথম ম্যাগাজিন শেষ, এক্সট্রা দুটোর একটা দিয়ে রিলোড করেছে সোহানা। কুড়িয়ে-পাওয়া অস্ত্রগুলোর থেকে সোহানাকে একটা ম্যাগনাম দিল রানা, ইঙ্গিতে চেক করে নিতে বলল। নিজের প্যান্টের এক পকেটে রাখল আরেকটা ম্যাগনাম, আরেক পকেটে একটা রিভলভার। দু'হাতে দুটো সাবমেশিনগান, একটা রিলোড করা হয়েছে।

'এবার?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'এবার আর কোনো জটিলতা নেই। সোজা ভোঁ দৌড়। যে-পথে এসেছি সেই পথে পালাতে হবে আমাদেরকে। যে বা যারাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে, আত্মরক্ষার তাগিদে শেষ করে দিতে হবে তাকে বা তাদেরকে। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, জেনারেল,' বলে হাসল সোহানা।

হাসিটা কেন যেন খুব মিষ্টি মনে হলো রানার কাছে।

'আমি আগে থাকবো,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল রানা, 'তুমি ঠিক

www.banglabookpdf.blogspot.com
আমার পেছনে। যদি আমি ডানে কভার দিই, বাঁ দিক সামলাবে তুমি। ওকে?'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'বেশ। চলো তা হলে। একধাক্কায় দরজা খুলে লাফিয়ে বের হবো আমি বাইরে। এক সেকেণ্ডও দেরি করা চলবে না তোমার। রেডি?'

'এক...দুই...'

বারো

www.banglabookpdf.blogspot.com
'...তিন!'

সোহানা শব্দটা বলেছে কি বলেনি, দরজা খুলে লাফিয়ে বাইরে বের হয়ে এল রানা। সাবমেশিনগানটা দ্রুত ঘোরাল এদিক-ওদিক।

সাদা দেয়ালের করিডোর পার হয়ে যে-বৃত্তাকার ঘরে হাজির হয়েছিল প্রথমে, এখন সেখানে আছে ওরা। চারদিকে ছায়া ছায়া অন্ধকার। মাটির পাত্রের মতো বাল্বহোল্ডারগুলোতে বাল্ব জ্বলছে না, নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। কোথাও কোনো নড়াচড়া নেই। কারও উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। একদিকের দেয়ালে এগ্‌যস্ট ফ্যান চলছে, আগে খেয়াল করেনি ওরা, ওখান দিয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে চাঁদের আলো।

'আরও লোক চলে আসার আগেই কনযারভেটরিতে হাজির হতে চাই আমি,' দ্রুত কথাগুলো বলল রানা সোহানাকে।

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
'দৌড়াও!'

সিকিউরিটি গার্ডকে অজ্ঞান করে যে-করিডোর ধরে ঢুকেছিল ওরা, একদৌড়ে হাজির হলো সেখানে। দরজা খুলে বের হতে যাবে, এমন সময় উজ্জ্বল একটা আলো দেখা গেল কনযারভেটরির এককোন থেকে। পরমুহূর্তে কী যেন উড়ে এসে বাড়ি খেল দরজার সঙ্গে। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল সেটা। সার্চলাইটের মতো উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চারদিক।

'আরেকটা সাউণ্ড গ্রেনেড,' সোহানাকে দরজার আড়ালে টেনে নিয়ে কথাটা বলল রানা। 'ওদের দ্বিতীয় দলটা কনযারভেটরিতে হাজির হয়ে গেছে। আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।'

'এবার?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'পিছানোর উপায় নেই। কারণ কোন্ পথে বের হতে হবে জানি না। বের হওয়ার আদৌ কোনো পথ আছে কি না তা-ও জানি না। এগোতে হবে আমাদেরকে। একমাত্র আড়াল বলতে এই স্টীলের ভারী দরজা। ঝুঁকি নিতে হবে। আমি তোমাকে কভার দিচ্ছি। গুলি করতে শুরু করামাত্র দরজা দিয়ে বের হয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করবে। কনযারভেটরি বাদ দিয়ে অন্য যেদিকে পারো যেয়ো। যাও!'

দরজাটা ফাঁক করল রানা, ওখান দিয়ে বের হতে পারবে সোহানা। ও ছুট লাগানোমাত্র সাবমেশিনগান উঁচু করল। কনযারভেটরির ছাদের দিকে তাক করে গুলি করছে। প্রথম সাবের ম্যাগাজিন খালি করে দিল গ্লাসের উপর। চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল কাঁচ শত্রুপক্ষের গায়ে। এবার দ্বিতীয় সাবটা নিল রানা। যে-ফ্রেমের উপর ভর দিয়ে ছিল কাঁচের ছাদ সেটার জয়েন্টে গুলি করছে। এবার ম্যাগাজিন খালি হওয়ার আগেই ভারী একটা আওয়াজ শোনা গেল। একদিকের ফ্রেম ভেঙে পড়েছে তালগাছগুলোর উপর, তারপর গাছগুলো নিয়ে মাটিতে। এলাহি

www.banglabookpdf.blogspot.com
কারবার শুরু হয়ে গেছে ওখানে, রাশান ভাষায় চেঁচাচ্ছে কারা যেন, একটু পর বোঝা গেল আসলে আর্তনাদ করছে। দু'-চারজন আহত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

গুলি করতে করতে দরজা দিয়ে বাইরে এসেছে রানা। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল সোহানাকে। আরেকদিকের খাটো দেয়ালের উপর চড়ে বসেছে ও, অপেক্ষা করছে রানার জন্য। একটা ম্যাগনাম বের করে এলোপাতাড়ি গুলি করছে কনযারভেটরির দিকে, আসলে কভার দিচ্ছে রানাকে।

সুযোগটা নিল রানা। গুলি করতে করতেই ছুট লাগাল দেয়ালের দিকে। কনযারভেটরির ভিতরে যারা অক্ষত অবস্থায় আছে তারা বুলেটের মাধ্যমে জবাব দিতে শুরু করেছে, রানার কোটের হাতায় দু'বার টান লাগল। সোহানার কাছাকাছি পৌঁছে দুটো সাবমেশিনগানই ওর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, একমুহূর্ত পর লাফিয়ে চড়ল দেয়ালে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে লাফিয়ে নামল ওপাশে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোমর সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল এখানে। মাঝেমধ্যে বুনো ঝোপও আছে। বোঝা যাচ্ছে এটা প্রাসাদের পেছনের দিক এবং সবচেয়ে অবহেলিত জায়গা। দৌড়াতে দৌড়াতেই সোহানার কাছ থেকে একটা সাবমেশিনগান নিল রানা। কোটের ভিতরের পকেট থেকে বের করল একটা ম্যাগাজিন, রিলোড করল। দেয়ালের ওপাশ থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে কাঁচ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ফ্রেমের বাকি অংশটাও ধসে পড়ল একটু পর। রাশান আর ইংরেজিতে গলা ফাটিয়ে কথা বলছে কারা যেন। লনটা যেদিকে আছে সেখান থেকে গানের শব্দ আসছে না আর। বরং অস্পষ্ট চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সিদোরভের অতিথিরা।

একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল রানা, হাত বাড়িয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com
টেনে আনল সোহানাকে। হাঁপাচ্ছে দু'জনই। খালি হয়ে গেছে সোহানার ম্যাগনাম, ওটা রিলোড করে নিল ও।

হাতের ডানদিকে, পঞ্চাশ গজ দূরে শেষ হয়েছে সিদোরভের রাজত্ব। খাড়া একটা পাহাড়ি দেয়াল দেখা যাচ্ছে ওখানে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ সামনে, ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একসারি পাইন গাছ, সঙ্গে অযত্নে বড়-হওয়া ঝোপজঙ্গল।

হাতঘড়ি দেখল রানা। চারটে বাজে। ভোর হতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি।

'পার্কিংলটে অনেকগুলো গাড়ি আছে,' বলল সোহানা। 'অতিথিরা এখনও বিভ্রান্ত অবস্থায়। এই সুযোগে চলো কোনো একটা গাড়ি চুরি করে কেটে পড়ি।' পা থেকে জুতোজোড়া খুলল, একটা পাথরের সঙ্গে বাড়ি মেরে আলগা করে দিল হাইহিল দুটো। তারপর আবার পরে নিল। 'সেভ্যাস্টাপোলের কোনো জনবহুল এলাকায় হাজির হতে পারলেই হবে। বেশি লোকের সামনে কিছু করতে পারবে না সিদোরভ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রস্তাবটা ভেবে দেখল রানা। যে-পথে এসেছে সে-পথে পালাতে পারে ওরা, কিন্তু কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। টাইখোনের গার্ডরা সতর্ক হয়ে গেছে। হয়তো ইতিমধ্যে খবর চলে গেছে পেট্রোলবোটের ক্রুদের কাছেও, সতর্ক হয়েছে ওরাও। "চোরাকারবারের টানেল" ধরে যদি সাগরে হাজির হতে পারেও রানা-সোহানা, ওদিক দিয়ে পালানোর কোনো পরিকল্পনা নেই রানার মাথায়, অন্তত এ-মুহূর্তে না। কারণ যে-বোটে করে এসেছে ওরা তা ডুবিয়ে দিতে হয়েছে।

'ঠিক আছে, সোহানা,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, 'গাড়িই চুরি করবো আমরা। কিন্তু কমপক্ষে দুটো বিষয় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে আমাদের জন্য।'

'কী?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এক, প্রহরীকুকুর আছে কি না সিদোরভের।'

'জানি না। থাকলেও কোনো লক্ষণ দেখিনি এখন পর্যন্ত।'

'দুই, ওর গানম্যানদের সংখ্যা কত।'

'তা-ও জানি না। বেশি হওয়াটাই স্বাভবিক। তবে হয়তো আজ রাতের জন্য সবাইকে রাখেনি এখানে। কিন্তু খবর দিয়ে আনতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না ওর।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো তা হলে। আসলে কী ঘটেছে, ওরা বুঝে ওঠার আগেই আরেকটা সুযোগ নেয়া যাক।'

উঠে দাঁড়াল রানা, একছুটে হাজির হলো পাইন গাছগুলোর কাছে। একটা গাছের আড়ালে বসে পড়ল। অপেক্ষা করছে সোহানার জন্য। একইসঙ্গে দেখে নিচ্ছে এদিকওদিক।

এক শ' গজ দূরে, পুবে, নাচানাচি করছে তিনটে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। সিদোরভের তিন গার্ড। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে উঁচু গলায়, এত দূর থেকেও শোনা যায়। আসলে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লোকগুলো, কখনও কল্পনাও করতে পারেনি এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটতে পারে ওদের "সুরক্ষিত" এলাকায়। আলো ফেলে ফেলে বিভিন্ন ঝোপ আর গাছ দেখছে ওরা, কেউ লুকিয়ে আছে কি না নিশ্চিত হতে চায়। রানা এখন যেখানে আছে, আস্তে আস্তে সেদিকেই আসছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানা এসে হাজির হলো রানার কাছে, বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কুকুরের ডাক শুনেছ?'

মাথা নাড়ল সোহানা।

'সামনে একটা গেইমট্রেইল দেখতে পেয়েছি,' নিচু গলায় দ্রুত বলল রানা, 'বিভিন্ন দিকে গেছে ওটা। একটা পথ গেছে আস্তাবলের দিকে। সামনের কিছুটা জায়গায় ঝোপ ঘন না, তাই ক্রল করে এগোতে হবে আমাদেরকে। আস্তাবলের দিকে যেতে চাই আমি, ঘুরপথে হলেও। ওখান থেকে পার্কিংলটে যাবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। ক্রল করে এগোতে লাগল। কোনো কোনো পাইন গাছের কাঁটাওয়ালা শাখা বেঁকে নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। বড় বড় বাঁকানো কাঁটাগুলো রানার শার্টের পিঠ খামচে ধরছে মাঝেমধ্যে। দু'বার কাপড় ছেঁড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। রানার কপালে-গালে খোঁচা লাগছে থেকে থেকে, পরোয়া করছে না ও।

সরু একটা গেইমট্রেইলে হাজির হলো দু'জনে কিছুক্ষণ পর। ট্রেইলটা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়েছে। সামনে, পনেরো-বিশ ফুট দূরে, পাইনের সারি আর খাটো ঝোপজঙ্গল আরও ঘন হয়েছে, খেয়াল করল রানা। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে খারাপ, কারণ ওদের এগোনোর গতি মন্থর হবে। আবার একদিক দিয়ে ভালো—কভার পাওয়া যাবে। ঘাড় ঘোরাল রানা, সোহানা কোথায় আছে দেখে নিয়ে ঢুকে গেল ঝোপজঙ্গলের ভিতরে। একটু পর ঢুকল সোহানাও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ততক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে তিন গার্ড। ক্রল করতে করতে ওদের দিকে তাকাল রানা। বড়জোর চল্লিশ ফুট দূরে আছে লোকগুলো। কিন্তু এখানে ঝোপ এত ঘন যে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ভিতরে ঢুকতে পারছে না। রানা দেখল তিনজনই সশস্ত্র, দু'জনের হাতে খাটো লাঠি আছে। এগোনোর সময় লাঠি দিয়ে ঝোপ পেটাচ্ছে। কখনও কখনও বাড়ি দিচ্ছে পাইনের ঝুলন্ত ডালে।

দম নেয়ার জন্য একজায়গায় একটু থামল রানা। তখন ওর কাছে এসে হাজির হলো সোহানা। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'আস্তাবলটা আর কত দূরে?'

'সোজা এগোতে পারলে সিকি মাইল,' ফিসফিস করেই বলল রানা। 'কিন্তু তা পারছি না আমরা। যেহেতু ঘুরপথে এগোতে হচ্ছে, ধরে নাও আরও আধ মাইল বাকি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'চলো এগোই। পেছনের তিন গার্ড দিক বদল করেছে। আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।'

পরের বিশ মিনিট ক্রল করে এগোল ওরা কোনো কথা না বলে। ঘন ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুদূর যায়, থামে, দম নেয়, ঝোপ পাতলা হলে সেদিকটা এড়ায় রানা। লিড দিচ্ছে ও, খেয়াল রেখেছে গেইমট্রেইলের যে-ট্র্যাক আস্তাবলের দিকে গেছে তা যেন হারিয়ে না ফেলে।

এক শ' গজ দূরে আবারও আলোর নাচন। নতুন দু'জন গার্ডকে দেখা যাচ্ছে এবার। এই লোকগুলোর থেকে ষাট-সত্তর গজ দূরে আরেকটা আলোর বৃত্ত। তারমানে, ভাবল রানা, সিদোরভ হয়তো নিশ্চিত হয়েছে, যে বা যারাই হামলা করে থাকুক ওর ল্যাবরেটরিতে, টাইখোনের পেছনের দিকে, জঙ্গলের দিকেই পালিয়েছে।

রানাকে চমকে দিয়ে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশলাইট। দম বন্ধ করে ফেলল ও, টের পেল পেছনে সোহানার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। পাহারাদার লোকটা ভূতের মতো কখন এত কাছে এসে পড়েছে টের পায়নি দু'জনের কেউই।

নড়ছে আলোটা, একজায়গার স্থির থাকছে না। আশপাশের প্রতিটা পাইন গাছ দেখছে লোকটা। নিশ্চিত হলো কোনো গাছের আড়ালে লুকিয়ে নেই কেউ। এবার ঝোপগুলো দেখতে শুরু করল। আলোর আভায় লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে রানা, বুঝতে পারছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

রানার উপর না, আলো পড়ল সোহানার উপর, তা-ও সরাসরি মুখে। এত বিপদের মধ্যেও মজা লাগল রানার। পাহারাদারের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে সোহানা, লোকটাও ওকে দেখছে পলকহীন চোখে, চমকে গেছে দুজনই।

মাত্র দুই সেকেণ্ড, তারপরই লোকটা বুঝতে পারল যাকে

www.banglabookpdf.blogspot.com

খুঁজছে তাকে পেয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল সে প্যান্টের পকেটের দিকে—বাঁশি বা আগ্নেয়াস্ত্র বের করবে। কিন্তু ওকে সে সুযোগটা দিল না রানা।

দু'হাতের উপর ভর দিয়ে ছোট্ট লাফ দিল ও, সামনের ঝোপটাকে দুমড়েমুচড়ে হাজির হলো লোকটার সামনে। আরেকদফা চমকে উঠল লোকটা। এবার দু'হাত আর বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে সাইড কিক্ মারল রানা। ওর জুতোর মাথা গিয়ে আঘাত করল লোকটার বাঁ পায়ের গোড়ালিতে। লোকে অল্প ব্যথায় চেঁচায়, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে নার্ভাস সিস্টেম কিছু সময়ের জন্য অকেজো হয়ে যায় বলে আওয়াজ করতে পারে না; কথাটা জানা থাকায় আবারও সুযোগ নিল রানা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, যাতে ব্যালান্স না হারায় সেজন্য দু'হাত প্রসারিত করে দিয়েছে দু'দিকে, শরীরের ভর বাঁ পায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে ফ্রি করে নিয়েছে ডান পা-টাকে। হাত দিয়ে বল ধরার পর সেটাকে যেভাবে লাথি মেরে মাঝমাঠে পাঠায় গোলকিপার, ঠিক সে-কায়দায় লোকটার থুঁতনিতে আবারও কিক মারল রানা। ভোঁতা আওয়াজ পাওয়া গেল—হাড় ভাঙার নাকি দাঁতের সঙ্গে দাঁতের বাড়ি লাগার বোঝা গেল না। কল্পনার চোখে রানা দেখল, পানি চলে এসেছে সামনে-দাঁড়ানো লোকটার চোখে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ডান পা মাটিতে নামাল রানা, বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে তিন শ' ষাট ডিগ্রি চক্কর খেল, ডান জুতোর গোড়ালি দিয়ে নিখুঁত একটা সাইডকিক মারল পাহারাদারের নাক আর কপালের জয়েন্টে। বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মাথা পেছনের দিকে হেলে পড়ল লোকটার, টলছে সে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আছড়ে পড়বে মাটিতে।

ডান পা মাটিতে নামিয়ে এনে বাঁ পায়ের উপর আরেকবার ভর দিল রানা, এবার বিরাশি সিক্কার একটা আপারকাট হাঁকাল গার্ডের বাঁ চেয়ালে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই জ্ঞান হারাল লোকটা,

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে সে সুযোগ দিল না রানা, খামচে ধরে ফেলল জামা। তারপর শুইয়ে দিল। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে নিভিয়ে দিল মাটিতে পড়ে-থাকা ফ্ল্যাশলাইটটা, চলে এল ঝোপের আড়ালে, ক্রল করে সরে গেল দূরে।

কিছুক্ষণ পর ওর পাশে এসে হাজির হলো সোহানা। ফিসফিস করে বলল, 'একটা মানুষের রিফ্লেক্স অ্যাকশন যে কত ফাস্ট হতে পারে, তোমাকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।'

'ভয় পেলে রিফ্লেক্স বেড়ে যায়,' জবাব দিল রানা। দম নিচ্ছে। সামনে গেইমট্রেইল সরু হয়েছে, ঝোপজঙ্গলও ঘনত্ব হারিয়েছে। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে আস্তাবলের দক্ষিণদিকের দেয়াল। সোহানাকে ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলে উঠে দাঁড়াল রানা, মাথা নিচু করে দৌড়ে চলে এল খাটো একটা পাইনগাছের আড়ালে। উঁকি দিয়ে আস্তাবলের দিকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত ফিরে এল সোহানার কাছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'পার্টি লনটা আমাদের ডান দিকে,' বলল ফিসফিস করে। 'অতিথিদের কেউ কেউ চলে গেছে, কেউ কেউ যাচ্ছে। এখনও বিশ-পঁচিশটা গাড়ি আছে পার্কিংলটে।'

'আস্তাবলের কী অবস্থা?'

'একজন মাত্র গার্ড দেখলাম। আস্তাবলের ঢোকার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'সশস্ত্র?'

'হ্যাঁ। দু'হাত কোমরের কাছে রাখতে পারছে না সে, একটু দূরে রেখেছে। তারমানে কোটের নীচে ডাবল শোল্ডার হোলস্টার পরেছে।'

'তোমার প্ল্যান কী?'

'এখান থেকে আস্তাবলটা ষাট-সত্তর গজ দূরে, প্রায় সমান দূরে রয়েছে পার্কিংলটটাও। ফ্ল্যাডলাইটের জন্য সরাসরি

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পার্কিংলটে যেতে পারছি না আমরা, এখান থেকে বের হলে গার্ডের নজরে পড়ে যেতে পারি। তুমি এখানে থাকো, আমি কিছু পাথর কুড়িয়ে আনছি। আমি আস্তাবলের দিকে রওনা দেয়ামাত্র পাথরগুলো ছুঁড়তে শুরু করবে পার্কিংলটের দিকে। কোন্ গাড়িতে পড়ল দেখার দরকার নেই, একটার পর একটা মারতে থাকবে। মনোযোগ অন্যদিকে সরে যাবে গার্ডের, সেই সুযোগে হাজির হবো আস্তাবলের কাছাকাছি। ওকে যখন কাবু করার জন্যে আমি ধস্তাধস্তি শুরু করব, পার্কিংলটের দিকে ছুট লাগাবে তুমি। কোন্ গাড়িটা নেবে বাছাই করবে। ভালো হয় যদি কোনো স্পোর্টস কার সিলেক্ট করো। গতি বেশি।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, রানার মতলব বুঝতে পেরেছে।

চট করে সরে গেল রানা। ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল গলফবলের মতো সাইজের ছ'টা পাথর। ওগুলো সোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, ঝোপজঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ার আগে মাথা ঝাঁকাল সোহানার উদ্দেশ্যে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

লনের এপাশে একসারিতে কতগুলো সাইরাস গাছ আছে, মাথা নিচু করে দৌড়ে গিয়ে গাছগুলোর আড়ালে থামল সোহানা, পাথরগুলো একহাতে চেপে ধরেছে বুকের সঙ্গে। পায়ের কাছে পাথরগুলো নামিয়ে রেখে একটা তুলে নিল। গার্ড কোন্‌দিকে তাকিয়ে আছে দেখল। বুকপিঠ-খোলা অর্ধস্বচ্ছ ইভনিং গাউন পরিহিতা মহিলারা দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে যার যার গাড়ির দিকে। থলথল করছে কারও বুক, কারও নিতম্ব। গার্ডের নজর সেঁটে আছে ওই মহিলাদের ওপর। মুচকি হাসল সোহানা।

চট করে উঠে দাঁড়াল ও, কোনো নিশানা না করে হাতের পাথরটা ছুঁড়ে মারল সর্বশক্তিতে। একটা অর্ধচন্দ্র তৈরি করে পার্কিংলটের দিকে গেল ওটা। বসে পড়ল সোহানা, অপেক্ষা

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
করছে।

কিছুই হয়নি। একটার পর একটা গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে, দ্রুত গলায় কথা বলছে অতিথিরা, সিদোরভের গার্ডরা চেঁচাচ্ছে কখনও কখনও। এসব ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে একইভাবে ছুঁড়ে মারল সোহানা। আবারও মিস্ করল। কিছুই হলো না। তৃতীয় ও চতুর্থ পাথরেও কাজ হলো না।

পঞ্চম পাথরটা হাতে নিল ও, বিড়বিড় করে দোয়াদরুদ জাতীয় কিছু পড়ল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাথরটা ছুঁড়ে মেরেই বসে পড়ল।

দু'সেকেণ্ড কাটল।

তারপর শোনা গেল কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কারা যেন। পরমুহূর্তেই প্যাঁ পোঁ করে বাজতে শুরু করল গাড়ির অ্যালার্ম সিস্টেম।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চমকে গেছে আস্তাবলের দরজায় দাঁড়ানো গার্ড, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পার্কিংলটের দিকে আসবে কি আসবে না। বোঝা গেল ওকে শুধু আস্তাবল পাহারা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যাতে ওখানে কেউ ঢুকতে না পারে।

সোহানা দেখল, আস্তাবলের এককোনায় পৌঁছে গেছে রানা। চিতাবাঘের মতো চুপিসারে এগোচ্ছে গার্ডের দিকে।

আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। উঠে দাঁড়াল সোহানা, সাইরাস গাছগুলোর আড়াল থেকে বের হলো। একছুটে গিয়ে দাঁড়াল লনে, তারপর একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খিঁচে দৌড় দিল পার্কিংলটের দিকে। পাথর ছোঁড়ার সময়ই ঠিক করেছে কোন গাড়িটা ছিনতাই করবে।

লনে সিদোরভের কয়েকজন অতিথি দাঁড়িয়ে আছে, ইভনিং গাউন-পরা সোহানাকে ছুটে আসতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওরা। বুঝতে পারছে না মেয়েটা অতিথিদের কেউ কি না। যদি অতিথি না হবে তা হলে এখানে এল কী করে? আবার, কোনো অতিথির জামায় বা মুখে তো মাটির দাগ থাকার কথা না!

ওদের দিকে তাকালও না সোহানা, একছুটে হাজির হলো ২০১০ মডেলের কালো রঙের একটা উইযম্যান রোডস্টার স্পোর্টসকারের সামনে। রানার দিকে তাকাল।

গার্ডের ঘাড়ে প্রচণ্ড রদ্দা মেরে লোকটাকে অজ্ঞান করেছে রানা, অচেতন দেহটা ঢুকিয়ে দিয়েছে আস্তাবলের ভেতরে। এখন চার-পাঁচজন ভীত অতিথির সঙ্গে মিশে গিয়ে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে পার্কিংলটের দিকে। রানার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে লোকগুলো। ওর কপাল আর গালের চামড়া ছড়ে গেছে, কোট-শার্ট জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। প্যান্টে, শার্টের বুকের কাছে মাটির দাগ।

ড্রাইভিংসীটের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সোহানা, পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদিকওদিক দেখতে দেখতে রানা বলল, 'দরজা খোলা?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না।'

গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল রানা। 'সরো তা হলে,' চট করে সোহানার পাশে চলে এল, লনটা এখন ওর পেছনে। কাঁধ থেকে একটা সাবমেশিনগান খসিয়ে ওটার বাঁট দিয়ে জোরে বাড়ি মারল ড্রাইভিংসীটের জানালায়।

সঙ্গে সঙ্গে আবারও প্যাঁ পোঁ শব্দ।

'চোর! চোর!' লনে দাঁড়িয়ে থাকা ষণ্ডামার্কা এক পুরুষ অতিথি চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে!' ছুটে এল রানার দিকে।

'সোহানা, জলদি ওঠো!' কে চেঁচাচ্ছে দেখে নিয়ে জরুরি কণ্ঠে বলল রানা, সাবমেশিনগানটা ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

উঠে পড়ল সোহানা।

ততক্ষণে ঝড়ের গতিতে রানার পেছনে হাজির হয়ে গেছে ষণ্ডা, লম্বায় রানার চেয়ে ইঞ্চি পাঁচেক বেশি। খুব হালকাভাবে নিল সে রানাকে, পেছন থেকে ডানহাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা, বাঁ হাত দিয়ে ডান কব্জি চেপে ধরে আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে—দম বন্ধ করে মারতে চায়।

শ্বাস নিতে আসলেই কষ্ট হচ্ছে রানার, তারপরও ষণ্ডার জন্য মায়া হলো ওর। পরিস্থিতির শিকার না হলে এ-রকম করত না ও।

দু'হাত তুলল রানা। ডান হাত দিয়ে ধরল ষণ্ডার ডান কনুই, বাঁ হাত দিয়ে ডান কব্জি। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান মারল। আলগা হয়ে গেল ষণ্ডার প্যাঁচ, ভারসাম্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে। শ্বাসনালীর উপর থেকে চাপ কমে যাওয়ামাত্র ডান জুতোর গোড়ালি দিয়ে পর পর তিনটে লাথি মারল রানা পেছনের দিকে—ষণ্ডার ডান হাঁটু, পায়ের নলি আর আঙুলের উপর। তৃতীয় লাথিটা খাওয়ার পর "বাবা রে" বলে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড় দু'হাতে ধরে ওকে নিচু করে ফেলল রানা। ডান হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড গুঁতো দিল নাকের তরুণাস্থিতে, জানে একটু পরই গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করবে নাক দিয়ে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লোকটাকে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে চড়ে বসল উইযম্যানের ছাদে। পিছলে নামল আরেকপাশে। ততক্ষণে ওদিকের দরজা খুলে দিয়েছে সোহানা, রানা উঠে বসামাত্র অটো-স্টার্ট লেখা বাটনে চাপ দিল। কম্পন জাগল উইযম্যানের ইঞ্জিনে, জোরালো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করতে শুরু করেছে।

লনে বেরিয়ে এসেছে সিদোরভের একাধিক গার্ড, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। পার্কিংলটের গণ্ডগোল শুনে এবং রানা-সোহানাকে জোর করে উইযম্যানে উঠতে দেখে যা বোঝার বুঝে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
নিয়েছে। সোহানা ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ামাত্র গুলি করল একজন. তাড়াহুড়ো করায় স্পোর্টসকারের কাছ দিয়েও গেল না বুলেট। ততক্ষণে এক্সিলারেটরে চেপে বসেছে সোহানার পা।

বিস্তৃত লনটাকে হাতের বাঁয়ে রেখে ছুটল ওরা। আরও একবার গুলির শব্দ হলো, কিন্তু এবারও মিস্ করল সিদোরভের লোকেরা। দু'বার গিয়ার বদলে গাড়ির স্পিড পঞ্চাশে নিয়ে গেল সোহানা।

অতিথিদের গাড়ি সার বেঁধে বের হচ্ছে লোহার বিশাল খোলা গেট দিয়ে। ডানে-বাঁয়ে কেটে, একবার লনে উঠে তো পরেরবার ড্রাইভওয়ের আলগা নুড়িপাথর ছিটকে দিয়ে পাঁচটা গাড়িকে ওভারটেক করল সোহানা। আরেকটু হলেই বেরিয়ে যাবে।

লোহার গেটে চারজন গার্ড দেখা গেল, ওরা বুঝে গেছে কী করতে হবে। ম্যাগনাম বেরিয়ে এসেছে দু'জনের হাতে, বাকি দু'জন দৌড় দিয়েছে পুলিশবক্সের মতো দেখতে কন্ট্রোলরুমের দিকে। ম্যাগনামধারীদের একজন বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, ধেয়ে-আসা উইযম্যানকে নিশানা করছে। ওকে সুযোগটা দিতে চাইল না রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আস্তাবলের গার্ডকে কাবু করে লোকটার শোল্ডার-হোলস্টার থেকে দুটো সেমি-অটোমেটিক পিস্তল হাতিয়ে নিয়েছে ও, একটা বের করল। পর পর তিনবার গুলি করল। হাঁটু গেড়ে বসে-থাকা লোকটার সামনে ছিটকে উঠল নুড়িপাথর, চোখ বাঁচাতে বাঁ হাত তুলল সে কপালের কাছে। সে-সুযোগে স্টিয়ারিং ডানে ঘোরাল সোহানা, গতি কমায়নি একটুও।

কন্ট্রোলরুমের কাছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল, ম্যাগনামের ট্রিগার টেনেছে আরেক গার্ড। একটা ফুটো তৈরি হলো উইযম্যানের উইণ্ডস্ক্রিনে, খসে পড়ল রিয়ার-ভিউ-মিরর। ডানদিকে কাত হয়ে গিয়েছিল রানা, ওই অবস্থাতেই আরও তিনবার গুলি

www.banglabookpdf.blogspot.com
করল, উইণ্ডস্ক্রিনের যা খুশি হোক। ঝাঁকি খেল দ্বিতীয় গার্ড, দেখে মনে হলো কেউ যেন পেছন থেকে টান দিয়েছে ওর জামা ধরে।

খালি হয়ে গেছে ম্যাগাজিন, তাই হাত থেকে সেমি-অটোমেটিকটা ছেড়ে দিল রানা। পায়ের কাছে পড়ল ওটা। সোহানাকে যে সাবমেশিনগানটা দিয়েছিল ওটা নিল এবার।

প্রথম গার্ডটা সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে, একের পর এক গুলি করছে। চুরমার হলো গাড়ির টেইললাইট আর বাঁ দিকের মিরর, ট্রাঙ্কের গায়ে স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল দু'বার। পরোয়া করল না সোহানা, বার বার মোচড় দিচ্ছে স্টিয়ারিং-এ, ডান-বাম করতে করতে এগোচ্ছে উইযম্যান।

কণ্ট্রোলরুমে যে-দু'জন ঢুকেছে তাদের নিয়ত কী, জানে রানা। তাই সাবমেশিনগানটা খালি করে দিল কণ্ট্রোলরুমের উপর। কাজ হলো—গেট আটকানোর সুইচ চাপতে গিয়েও পারল না গার্ড দু'জন জানে বাঁচার তাগিদে।

www.banglabookpdf.blogspot.com
লোহার গেটের একদিকের পাল্লার সঙ্গে ঘষা খেল দশ লক্ষ ডলার দামের স্পোর্টসকারের বাঁ দিকের বনেট, বুঁজে গেল ওদিকের হেডলাইট, বাঁ দিকের দরজার চলটা উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যালুমিনিয়ামের সাদা বডি। স্টিয়ারিং সোজা করল সোহানা, খোলা দরজা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে এল উইযম্যান, পেছন থেকে গুলির আওয়াজ আসছে এখনও। যথেষ্ট দূরে চলে এসেছে ওরা ইতিমধ্যে, এত রেঞ্জ কভার করতে পারে না ম্যাগনাম বা সেমি-অটোমেটিক।

গিয়ার বদল করল সোহানা, এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল। স্পিডোমিটারের কাঁটা আশির ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। নতুন আরেকটা দিনের আভাস জানিয়ে আলোর ক্ষীণ একটা রেখা ফুটে উঠছে আকাশে।

'কোন্‌দিকে যাবো?' জানতে চাইল সোহানা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ড্যাশবোর্ডে একটা টাচস্ক্রিন দেখা যাচ্ছে. একনজর দেখলেই বোঝা যায় সেটার সঙ্গে ইন্টারনেটের কানেকশন আছে। সুইচ টিপে ওটা চালু করল রানা। স্ক্রিনের নীচের দিকে দেখা গেল একটা অনস্ক্রিন কীবোর্ড, উপরে গুগল ক্রোমের ডিফল্ট অ্যাড্রেস-বার। গুগল ম্যাপে গেল রানা, সেভ্যাস্টাপোল লিখে ম্যাগনিফাইং-গ্লাসের আইকনে আঙুল ছোঁয়াল। কয়েক মুহূর্ত পরই পুরো শহরের একটা ম্যাপ হাজির হলো চোখের সামনে।

কোথায় আছে বুঝতে কিছুটা সময় ব্যয় হলো রানার। তারপর ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে বলল, 'এখন আমরা যেখানে আছি, আরেকটু আগে বাড়লে অ্যাডমিরাল নাখিমভের মনুমেন্ট আসবে। ওটা ধরে এগোলে নাখিমভ অ্যাভিনিউ। শেষমাথায় একটা চৌরাস্তা দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গে ম্যাগডোনাল্ড্স্-এর দোকান। ওটা ছাড়িয়ে তিন ব্লক এগোবে, তারপর ডানে যাবে। বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল সেভ্যাস্টাপোল নামে একটা হোটেল আছে, ওখানে যাত্রাবিরতি করবো আমরা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল বেছে নেয়ার কারণ?'

'ওটার পাশে একটা লেক দেখতে পাচ্ছি।'

'তো?'

'ঠেলে এই গাড়িটাকে ফেলে দেবো লেকে। চাই না পুলিশ কোনো ঝামেলা করুক।'

'সিদোরভ কি পুলিশের সাহায্য নেবে?'

'নিতে পারে। আবার ওর নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনীও পাঠাতে পারে। এ-মুহূর্তে কোনো চান্স নিতে চাচ্ছি না আমি।'

'আমরা কি হোটেলে উঠবো?'

'না। রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করবো।'

'কেন?'

'অপির সঙ্গে যোগাযোগ করবো। একটা ভাড়া' করা

www.banglabookpdf.blogspot.com
লিমাজিনের ব্যবস্থা করতে বলবো ওকে। কাছেই যোভা নামের একটা শহর দেখতে পাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজির হতে চাই সেখানে।'

লিমাজিনে করে উপকূলরেখা ধরে প্রায় এক শ' মাইল পাড়ি দিল ওরা। হাজির হলো যোভায়। মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া আর বিলাসিতার জন্য খ্যাতি আছে শহরটার। বছরের বারো মাসই এখানে লোক গিজগিজ করে।

অপি হোটেল বুক করিয়ে রেখেছে আগেই, লিমাজিন থেকে নেমে সোজা হোটেলরুমে উঠে পড়ল ওরা। অপি বলেছে, আগের হোটেল থেকে ডিএইচএল-এর এক্সপ্রেস সার্ভিসের সহায়তায় রানা-সোহানার পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড আর লাগেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জরুরি জিনিসগুলো হাতে পাওয়ামাত্র হোটেল ছাড়ল ওরা। তবে তার আগে ভালোমতো সাফসুতরো হয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরেছে, হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়েছে। রুমভাড়া ইত্যাদি চুকিয়ে দিয়ে একটা প্রাইভেট চার্টারে করে পাড়ি দিল দু'জনে ইস্তাম্বুলের দিকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আসলে রানা চাইছে ওদেরকে যাতে কোনোভাবেই ট্রেস করতে না পারে সিদোরভের লোকেরা। তাই যেখানে থাকার কোনো মানে হয় না সেখানে সময় ব্যয় করছে ইচ্ছাকৃতভাবে।

ইস্তাম্বুলে নেমে যোগাযোগ করল ও মিসেস দেলফিনার সঙ্গে, বলল দেখা করতে চায়। রানা ভাবছে, আপাতত এমন কোনো জায়গায় থাকা দরকার যে-জায়গার কথা কল্পনাও করতে পারবে না সিদোরভের লোকেরা। মাফিয়াসর্দারের ল্যাবরেটরি থেকে নিয়ে-আসা প্রিন্টআউটটাও পাঠাতে হবে অপির কাছে।

খুশি মনেই রানা-সোহানার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
মিসেস দেলফিনা।

ট্রেনে চেপে তুরস্ক থেকে ইটালিতে হাজির হলো ওরা। স্টেশনে ওদেরকে রিসিভ করতে এল টেনি জনসন—মিসেস দেলফিনার শোফার কাম বডিগার্ড।

তেরো

মনাকো

জিয়োভানেটা দেলফিনা'র লালচে-বাদামি রঙের চোখ দুটো চশমার গ্লাসের আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। তাঁর খেয়ালও নেই, সামনে টি-টেবিলের উপর রাখা চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে রানার কথা শুনছেন তিনি। এলবা দ্বীপে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে রানা। তবে অ্যান্টোনিয়ো ভিনসেঞ্জোর সাহায্যের কথা বলল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা চেপে গেল বিলকুল।

'অবিশ্বাস্য!' সব শুনে বললেন দেলফিনা, কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। 'তোমাদের কাহিনি তো হলিউডের সিনেমাকেও হার মানায়!'

সকাল আটটা বাজে। ওরা তিনজন বসে আছে বেলা ভিস্তার সেই টানা বারান্দায় যেখানে আগেরবার কথা হয়েছিল দেলফিনার সঙ্গে। দূরে ভূমধ্যসাগরের মৃদু গর্জন। মনিব যেভাবে হাত বুলিয়ে দেয় পোষা কুকুরের মাথায়, চনমনে রোদ যেন সেভাবেই আদর করছে সাগরের ছোট ছোট ফেনিল ঢেউকে। দিনটা এককথায়

www.banglabookpdf.blogspot.com
অপূর্ব।

'তোমার কাহিনি আমার ভালো লাগল, রানা,' বললেন দেলফিনা। 'তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কোন্ বিষয়টা, জানো?'

'কোন্‌টা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভিনসেঞ্জোর দোষ সম্পূর্ণ গোপন করে গেছ তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'তার মানে...'

মিষ্টি করে হাসলেন দেলফিনা। 'হ্যাঁ, তোমরা আসার অনেক আগেই ভিনসেঞ্জো যোগাযোগ করেছে আমার সঙ্গে। গল্পটা মোটামুটি জানিয়েছে আমাকে। শুধু তা-ই না, তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তা-ও স্বীকার করেছে। এবং ক্ষমা চেয়েছে আমার কাছে। আমি কী বলেছি জানো? বলেছি, রানা-সোহানা যদি তোমাকে ক্ষমা করে তা হলে আমিও ক্ষমা করে দেবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না,' বলে উঠল সোহানা। 'কারণ ভিনসেঞ্জোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আমাদের। ভুল করেছেন তিনি, শুধরেও নিয়েছেন সময়মতো। শেষে গুইসেপ লুসিয়ানোকে আটকে রাখার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছেন।'

আরও একবার নিঃশব্দে হাসলেন দেলফিনা। 'লুসিয়ানোকে ঘোল খাইয়েছে ভিনসেঞ্জো।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'ইটালিয়ান সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। শয়তানটার বিরুদ্ধে অ্যাটেম্পটেড মার্ডারের মামলা ঠুকে দিয়েছে। সাক্ষী হিসেবে যোগাড় করেছে নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে। এবার লুসিয়ানো টের পাবে কত ধানে কত চাল। কাজের কথায় আসি এবার,' চায়ের কাপ টেনে নিলেন দেলফিনা, চুমুক দিয়ে বুঝলেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে চা। 'লোরনের ডায়েরিটা কোনো কাজে লাগল?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'অনেক কাজে লাগছে এবং লাগবে,' জবাব দিল সোহানা। 'ওটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। ওটাতে যে-কোড ব্যবহার করেছেন তিনি, তা শুধু জটিলই নয়, আমার মনে হয় পর্যায়ক্রমিকও। তবে সে-কোড বোঝার ক্ষমতা যদি কারও থেকে থাকে, সে হচ্ছে আমাদের অপি।'

'তোমাদের এবারকার অ্যাডভেঞ্চারে অনেক কাজে লাগছে মেয়েটা। আমিও আশা করি কোডটা ব্রেক করুক সে।'

এমন সময় বারান্দায় হাজির হলো জনসন। পরিপাটি লোক সে, আচরণে আভিজাত্য আর বিনয় আছে। বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল, 'স্টাডিরুমে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার সহকর্মী কথা বলতে চাচ্ছেন আপনার সঙ্গে।'

সিদোরভের ল্যাবরেটরি রুম থেকে পাওয়া প্রিন্ট-আউটটা ইতিমধ্যে অপির কাছে ফ্যাক্স করেছে রানা। দেলফিনাকে আপাতত বিদায় জানিয়ে তাঁর স্টাডিরুমে ঢুকল ও সোহানাকে নিয়ে। দরজা পর্যন্ত এল জনসন, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাগানের দিকে মুখ করে-থাকা একটা মেহগনি কাঠের ডেস্কের উপর রাখা আছে দেলফিনার ল্যাপটপ। ওটা চালু করেছে জনসন, ইন্টারনেট সংযোগও। দুটো ক্লাব চেয়ার এনে রেখেছে ল্যাপটপের সামনে। বসল রানা-সোহানা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে অপিকে। একটা মগে টি-ব্যাগ ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে মগ থেকে। 'গুড মর্নিং,' রানা-সোহানাকে দেখতে পেয়ে হেসে বলল।

'মর্নিং, অপি,' রানা বলল।

'কোন্ খবরটা আগে শুনতে চান? ভালোটা, না খারাপটা?'

'তোমার যেটা খুশি।'

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'যে-প্রিন্টআউটটা ফ্যাক্স করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন সেটা কাজে লেগেছে। ইমেজটা বেশ ভালো, হাই রেজোল্যুশন। ওটা দিয়ে কোডের পরের লাইনগুলোর মানে বের করতে পেরেছি। কিন্তু খারাপ খবর হচ্ছে, মানে বের করে কী মানে বের করেছি তা-ই বুঝতে পারছি না।' টেবিলের উপর থেকে একটা ক্লিপবোর্ড টেনে নিল অপি, দেখে দেখে পড়ল, 'অ্যাঙ্গুয়িশড্ হাউস ফেলোস ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্ড্/ট্যাসিলো অ্যাণ্ড পিপেয়ার গিবাস বাইয়া কিপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ/দ্য জিনিয়াস অভ আইওনিয়া, হিজ স্ট্রাইড আ ব্যাটল অভ রাইভালস/আ ট্রায়ো অভ কইন্স্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'পুরোটা ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাকে, মাসুদ ভাই। গতবারের ধাঁধাটার চেয়ে এবারেরটা বেশি জটিল মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'আমার কাছেও,' স্বীকার করল সোহানা। ইতিমধ্যেই আনমনা হয়ে পড়েছে, ভাবতে শুরু করেছে নতুন ধাঁধাটা নিয়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা বলল, 'অপি, শেষ লাইনে একটা শব্দ বললে, কইন্স। ওটা কি আসলে কয়েনস হবে?'

'না, মাসুদ ভাই। বানানটা হচ্ছে, কিউ ইউ ও আই এন এস।'

'তুমি শিয়োর?'

'শিয়োর। তিনবার চেক করেছি। কেন?'

'আমি যতদূর জানি, কইন্ হলো একটা আর্কিটেকচারাল টার্ম। এর দুটো মানে আছে। এক, কোনো খিলানের ঠেকা দেয়া বড় পাথর বা খুঁটি দুই, বাইরের কোনার দিকের বড় পাথর।'

'কিন্তু সেটা কোন্ খিলান?' জানতে চাইল সোহানা।

ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা। 'সেটা জানতে পারলে তো কাজ হয়েই গিয়েছিল।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল. ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা-সোহানা। অপির চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেছে। বলল, 'মাসুদ ভাই, শব্দটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি আমি। আরও মানে পেয়েছি। যেমন প্রিন্টিং এবং নেভাল ওয়ারফেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে শব্দটার। কোনো হ্যাণ্ডসেট টাইপকে জায়গামতো ধরে রাখার জন্য যে-ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাকে কইন বলে। আবার, কোনো কামানের নল ওঠানামা করানোর জন্য যে-ব্লক ব্যবহার করা হয় তার নামও কইন।'

'ব্লক বলতে তুমি কি কীলক বোঝাতে চাইছ?' সরু চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকাল সোহানা।

'হতে পারে। আমি শিওর না।'

রানা বলল, 'ওটা যদি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হলে তার মানে যে-কোনো কিছুই হতে পারে।'

'অর্থাৎ আগের লাইনগুলোর সমাধান করতে হবে আগে,' বলে স্ক্রিনের দিকে তাকাল সোহানা। 'ঠিক আছে, অপি, ধন্যবাদ। আমরা আমাদের মতো কাজ শুরু করি এবার।'

'একটু দাঁড়ান, আরও কিছু কথা আছে আমার।'

উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রানা-সোহানা।

'লোরনের ডায়েরিটা নিয়েও কাজ করেছি আমি। আমার মনে হয় ছোট দুটো রহস্যের সমাধান করতে পেরেছি। এক, জানতে পেরেছি কেন তিনি আর নেপোলিয়ন মিলে বড় বড় চিহ্নযুক্ত ম্যাপ তৈরি না করে জটিল একটা ধাঁধা বানাতে গেলেন।'

'কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'লোরন বলেছেন, ওয়াটার লু'র যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছিলেন নেপোলিয়ন। তখন একদিন লোরনের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বলেন, নিজের নিয়তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এবার যদি নির্বাসন দেয়া হয় তা হলে

www.banglabookpdf.blogspot.com
আর কোনোদিন মুক্তি পাবেন না। নির্বাসনকালীন সময়েই নাকি তাঁর মৃত্যু হবে।'

'ইতিহাস তা-ই বলে,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল অপি। 'নেপোলিয়ন যখন থাকবেন না তখন তাঁর সহায়সম্পত্তির কী হবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন তিনি। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেরি লুইসের ঘরে একটা ছেলে ছিল তাঁর—নেপোলিয়ন ফ্রান্সিস জোসেফ চার্লস ওরফে দ্বিতীয় নেপোলিয়ন। ওয়াটার লু'র যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর ছেলের কাছে সিংহাসন ছেড়ে দেন নেপোলিয়ন। ছেলেটা দু'সপ্তাহের মতো দেশ চালায়, তারপর মিত্রবাহিনী ঢুকে পড়ে প্যারিসে এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করে।' থামল সে, একটা ডায়েরি টেনে নিয়ে সেটার কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে দেখে নিল। তারপর বলতে লাগল, 'ঘটনা শুনে মন ভেঙে যায় নেপোলিয়নের। শুধু তা-ই না, ছেলের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। উপলব্ধি করেন, ছেলেটা যদি একজন "বোনাপার্টের" মতো সাহস দেখাত তা হলে এমনটা ঘটত না। অথচ হাস্যকর হলেও সত্য, ছেলেটার বয়স তখন মাত্র চার বছর।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা-সোহানা কোনো মন্তব্য করল না ওই ব্যাপারে।

'তাই লোরনকে নিজের বিশেষ একটা সম্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ একধরনের ম্যাপ তৈরি করার নির্দেশ দিলেন নেপোলিয়ন,' বলছে অপি, 'যেটা আসলে একটা ধাঁধা। অথবা বলা যায় কতগুলো ধাঁধার সমষ্টি। নেপোলিয়নের ভাষাতেই বলি, "এই ম্যাপ আমার শত্রুদের বিভ্রান্ত করে দেবে। নতুন সম্রাটের সাহস আর প্রজ্ঞা বাড়াবে। সে যদি এই ধাঁধার সমাধান করতে পারে তা হলে বোনাপার্ট নামটার প্রতি সুবিচার করা হবে।"'

'দ্বিতীয় নেপোলিয়ন সুবিচারটা করতে পারেনি, তা-ই না?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না, পারেনি,' মাথা নাড়ল অপি। 'সিংহাসনচ্যুত করার কয়েকদিনের মধ্যেই একরকম ধরেবেঁধে অস্ট্রিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। সান্ত্বনা হিসেবে ভূষিত করা হয় সম্মানসূচক ডিউক উপাধিতে। কিন্তু আসলে সে ছিল রাজবন্দি। ছেলেটার যক্ষ্মা ছিল, ওই অসুখে ভুগতে ভুগতে আঠারো শ' বত্রিশ সালে মারা যায়। যতদূর জানতে পেরেছি, ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টাই করেনি সে কখনও। এমনকী নেপোলিয়নের-বানানো ধাঁধাটার সমাধানেও আগ্রহ ছিল না তার। এ-বিষয়ে লোরনের ডায়েরিতে মন্তব্য নেই কোনও।'

'আর দ্বিতীয় রহস্য?' জানতে চাইল রানা।

'ধাঁধার ক্লু হিসেবে ওয়াইনের বোতল কেন বেছে নিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন।'

নড়েচড়ে বসল সোহানা। 'কেন?'

'নেপোলিয়ন ভেবে দেখেন মদ ফুরিয়ে যাবে কিন্তু বোতল থেকে যাবে আরও কয়েক শ' বছর, অন্তত যারা কদর বোঝে তাদের কাছে। যেখানে লুকিয়ে রাখার কথা ছিল বোতলগুলোকে সেখান থেকে যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়ও, কোনো-না-কোনো যাদুঘরে ঠাঁই হবে ওগুলোর। কিন্তু বোতলগুলোয় যে গোপনকথা ছিল তা গোপনই থাকবে, যতদিন না তাঁর কোনো বংশধর সব জানতে পেরে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে।'

'তার মানে ছেলের তথাকথিত "প্রজ্ঞার" উপর আসলে ভরসা ছিল না সম্রাট নেপোলিয়নের,' সোহানার মন্তব্য।

'সম্ভবত। নেপোলিয়ন আর লোরন মিলে যে-পরিকল্পনা করেছিলেন, এত বছর পর তার কিছুটা আঁচ করতে পারছি আমরা।'

'আমরা শব্দটার মধ্যে সিদোরভও আছে,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আচ্ছা অপি, কী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন তার কোনো আভাস নেই লোরনের ডায়েরিতে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা নাড়ল অপি। 'না, নেই। আর থাকলেও আমি বুঝতে পারিনি।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তোমার কী ধারণা? কী লুকিয়ে রাখার জন্য এমনকী ছেলের সঙ্গেও হেঁয়ালি করেছেন নেপোলিয়ন? টাকা?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'না, আমার মনে হয় টাকা না। অন্য কিছু।'

'কী?'

'এমন কিছু যা বেচলে অনেক টাকা পাওয়া যেতে পারে। একটা কথা ভেবে দেখো। নেপোলিয়নের রক্তে মিশে ছিল যুদ্ধ আর দখলদারিত্ব। সিংহাসন হারিয়েছিলেন তিনি। ওটা ফিরে পাওয়ার চিন্তা তাঁর মাথায় সবসময়ের জন্য ঘুরপাক খাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জানতেন ওই কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ সেইন্ট হেলেনায় তিনি আজীবনের জন্য বন্দি। তাই চেয়েছিলেন তাঁর বংশধরদের কেউ বসুক ফ্রান্সের সিংহাসনে, আবার ছড়ি ঘোরাক পুরো ইউরোপের মাথার উপর। কাজটা করতে হলে বিশাল এক সেনাবাহিনীর দরকার হবে। কে না জানে যত বড় বাহিনী তত বেশি খরচ? আজ যে টাকা বাজারে চলছে, বিশ-ত্রিশ বছর পর তা অচল মুদ্রায় পরিণত হতে পারে। তাই নেপোলিয়নের মতো পোড় খাওয়া লোক টাকা লুকিয়ে রাখার প্ল্যান করবে না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

নেট চ্যাটিং থেকে সাইন অফ করল রানা। চুপ করে বসে আছে। সোহানাও কিছু বলছে না। স্টাডিরুমের ভিতরে অখণ্ড নীরবতা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চেয়ারে হেলান দিল রানা, দু'হাতের আঙুলগুলো খাঁজে খাঁজে ঢুকিয়ে তালুর উপর ছেড়ে দিল মাথার ভার। আড়চোখে তাকাল সোহানার দিকে। চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেছে ও। ওকে বিরক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। কী ভেবে তুলে নিল স্যাটেলাইট ফোনটা। আর ঠিক তখনই বেজে উঠল ওটা। স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা। সোহেল। রিসিভ বাটনে চাপ দেয়ার আগে আবারও সোহানার দিকে তাকাল রানা। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেছে ওর, রানার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ফোনটা রিসিভ করে স্পীকার মোডে দিল রানা। 'কী খবর?'

'ভালো। তোদের কী অবস্থা?'

'চলছে। মনে হচ্ছে কিছু জানানোর জন্য ফোন করেছিস।'

'ঠিক। সিদোরভের ইতিহাস জানিস তোরা। এ-ও জানিস, ইরানি ইন্টেলিজেন্সের এক কর্নেলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে রাশান বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পেরেছিল সে। ওই কর্নেলের নাম জানতে পেরেছি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

নড়েচড়ে বসল রানা। 'কী?'

'তৌফিক হাশেমী। তবে শুধু হাশেমী বা কর্নেল নামে বেশি পরিচিত।'

'জানতে পারলি কীভাবে?'

'লোক পাঠিয়েছিলাম ওর কাছে। মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থে ইরানি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কিছু কাজ করেছে বিসিআই। আমাদের কয়েকজন এজেন্ট ওদের বিশেষ পরিচিত।' একটু থেমে আবার বলতে লাগল সোহেল, 'রাশা টুকরো টুকরো হওয়ার এত বছর পর অর্গানাইজেশনে সক্রিয় কোনো ভূমিকা নেই হাশেমীর। অবসর নিয়েছে। তবে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে।'

রানা বুঝতে পারছে শুধু কর্নেলের নাম জানানোর জন্য ফোন করেনি সোহেল। বলল, 'তারপর?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমাদের লোকের কাছে প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল হাশেমী। মুখ খুলতে চাচ্ছিল না। বেশি কিছু বলেওনি। তবে স্বীকার করেছে সিদোরভের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। তবে সেটা ঠিক কখন তা নাকি সঠিকভাবে মনে করতে পারছে না। ন্যাকামো! যা-হোক, কথাপ্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে লোকটা। জনৈক প্রাচীন পারস্য রাজার কাহিনি নাকি গভীর ছাপ ফেলেছিল সিদোরভের মনে। এতই বেশি যে, একসময় নিজেকে ওই রাজার বংশধর ভাবতে শুরু করে সে। ওই রাজার নামও জানতে পেরেছি...'

'প্রথম যারক্সিয,' সোহেলের কথা শেষ করে দিল রানা।

'জানিস দেখছি। সিদোরভ আসলেই যারক্সিযের বংশধর কি না, হাশেমীকে জিজ্ঞেস করেছিল আমাদের এজেন্ট। জবাবে সরাসরি কিছু বলেনি গভীর-জলের-মাছটা। শুধু বলেছে, হতে পারে, সে-সম্ভাবনা নাকি উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের এজেন্ট আসলে টোপ গেলাতে পারেনি ওকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তারপর?'

'কাজ হবে না বুঝে ফিরে আসে আমাদের এজেন্ট। সিদোরভের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে শুরু করে। তখন আজব এক খবর বেরিয়ে আসে। লোকটা নিজের চোদ্দগুষ্ঠির ইতিহাস জানতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছে। শেষপর্যন্ত নাকি নিশ্চিত হয়েছে প্রথম যারক্সিযই ওর পূর্বপুরুষ। কিন্তু আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ব্যাপারটা নিয়ে। যাদের পেছনে এত টাকা খরচ করেছে সে, তারা আসলে ভয়ের চোটে সত্যি কথাটা জানাতে চায়নি ওকে। তাই সে যা জানতে পারলে খুশি হবে তা-ই বলে দিয়েছে।'

'ব্যাপারটা সিদোরভের বংশমর্যাদার সঙ্গে জড়িত,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে রানা মার্সেই-এ বলা মেলিখানের কিছু কথা,

www.banglabookpdf.blogspot.com

'অনেকদিন আগে একটা কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। এখন সেটা শেষ করার চেষ্টা করছেন।'

'কী বললি?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কিছু না। কাজের কথায় আসি। আসলে কী খুঁজছে সিদোরভ? অনেক বছর আগে রাজা যারক্সিয হারিয়ে ফেলেছিলেন এমন কিছু?'

'জানি না, দোস্ত। প্রশ্নটার জবাব খুঁজে বের করতে হবে তোদেরকেই। কী খুঁজছে সে তা জানতে পারলে ধরে নে তোদের অর্ধেক কাজ শেষ আরেকটা কথা। নিজেকে মনেপ্রাণে যারক্সিযের বংশধর বলে বিশ্বাস করে লোকটা। কাজেই যা খুঁজছে, ধরেই নিয়েছে তার উপর ওর যৌক্তিক অধিকার আছে। এ-অধিকার কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না লোকটা। প্রয়োজনে তোদেরকে খুন করতে অথবা করাতে দ্বিধা করবে না। আগেও সে-চেষ্টা করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ। আত্মরক্ষা করতে জানি আমরা। ওসব নিয়ে ভাবছি না। আমার মাথায় এখন একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।'

'কী?'

'রাজা যারক্সিয আর তাঁর অ্যাকিমেনিড সাম্রাজ্যের সঙ্গে নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের সম্পর্কটা কী?'

ফোনটা বাজছে। চোখ খুলল রানা। ঘর অন্ধকার। অভ্যাসবশত হাত চলে গেল বালিশের নীচে। প্রিয় ওয়ালথারটা নেই, আনা হয়নি। বিপদ হয়নি বুঝতে পেরে হাতটা বের করে আনল রানা। উঠে বসে হাতঘড়ি দেখল। রাত তিনটা। এ-সময়ে কারও ফোন করার কথা না। কে হতে পারে? ভাবতে ভাবতে অলস ভঙ্গিতে ফোনটা নিল বেডসাইড টেবিলের উপর থেকে। আশ্চর্য! কলার

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
আইডি'র জায়গায় ইংরেজিতে বড়হাতের অক্ষরে দেখা যাচ্ছে: ব্লকড্।

সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল রানা। রিসিভ বাটনে চাপ দেয়ার আগে দ্রুত ঘাড় ঘোরাল এদিকে-ওদিকে। তারপর কলটা রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো?'

'ভাবলাম এবার তোমার সঙ্গে সরাসরিই কথা বলি। আমাদের মাঝখানে কাউকে না রাখাই ভালো, না কি?'

কে ফোন করেছে বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগল না রানার। ঘুম চলে গেছে চোখ থেকে, পিঠ সোজা হয়ে গেছে আপনাআপনি। বলল, 'এটা ঠিক নয়, সিদোরভ।'

'কোন্‌টা?' সিদোরভের গলা পরিহাস-তরল।

'অসময়ে ফোন দিয়ে মানুষকে ঘুম থেকে জাগানোটা।'

'আমার লোকেরা তোমার যেমন বর্ণনা দিয়েছে, আমাদেরকে যেভাবে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছ, তাতে মনে হয় না হার্টের সমস্যা আছে তোমার। বেশি রাতে ফোন দিয়ে ফেলেছি? যেখানে আছো, ক'টা বাজে সেখানে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

সহজ ফাঁদ, এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল, 'রাতে ফোন দিয়েছ তা কিন্তু বলিনি। আমার নম্বর পেলে কীভাবে?'

হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। 'আগে লোকে বলত, টাকা দিলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়। এখন যে-জমানা এসেছে, টাকা পেলে মা ছেলেকে চিনতে চায় না। তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?'

'তুমি দেখছি জমানা-বিশেষজ্ঞ!'

কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে সোহানার। উঠে বসে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। আবছা অন্ধকারেও দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছে ওর চেহারায়।

'তুমিও অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মিস্টার রানা। আমার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
পার্টিতে তোমার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিলে, না?'

'হ্যাঁ, সোর্ডরুমে যখন লেকচার মারছিলে তখন তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমার বাচনভঙ্গি সুন্দর। আর খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারো। ভেবো না তেল মারছি।'

'আমিও একটা কথা বলি, ভেবো না তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলছি। তোমার সাহস আছে। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে...'

'এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত। কাজের কথায় এসো, সিদোরভ। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'শেষবারের মতো সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, রানা। শেষবারের মতো বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি। এসো একসঙ্গে কাজ করি। তোমরা অ্যান্টিকশিকারী, কথা দিচ্ছি আমি যা খুঁজছি তা পেয়ে যাওয়ার পর নেপোলিয়নের বোতলগুলো দিয়ে দেবো তোমাদেরকে। ইচ্ছামতো দাম হাঁকতে পারবে। আর যদি লণ্ডন বা ফ্রান্সের কোনো নিলামঘরে তুলতে পারো, রাতারাতি মিলিয়নিয়ার হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সবগুলো বোতল দিয়ে দেয়া হবে তোমাদেরকে। তোমাদের গায়ে ফুলের টোকাটাও দেবে না কেউ। তোমাদের গায়ে হাত না দেবার আরেকটা কারণ: এখন আমি জানি তোমরা আসলে কে। তোমাদের খুন করে বাকি জীবন বিসিআই-এর সবকটা ভীমরুলের তাড়া খেয়ে দুনিয়াময় পালিয়ে বেড়াতে চাই না।'

'তুমি আসলে কী খুঁজছ, সিদোরভ?' জানে প্রশ্নটার জবাব পাবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করল রানা।

কিছু বলল না সিদোরভ।

'তোমার সেই পাতাল-যাদুঘরে বোধহয় জায়গা হবে না জিনিসটার?' আবারও বলল রানা। 'ঘরটার একটা নাম দিয়েছি আমি, বলেছি? ব্যক্তিগত পারস্য-প্রমোদকক্ষ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বেশি জানাটা কিন্তু ভালো না, মিস্টার রানা,' সিদোরভের গলা ভারী হয়েছে। 'এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আলফ্রেড হিচককের "দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ" ছবিটা দেখোনি?'

'দেখেছি। ওই ছবিতে কিন্তু যে-লোকটা বেশি জানত তার সমস্যা হয়নি শেষপর্যন্ত। বরং ভিলেনরাই ফেঁসে গিয়েছিল। যা-হোক, তোমার প্রস্তাবের জবাবে বিনয়ের সঙ্গে বলছি, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে সাহায্যও করতে পারবো না। কারণ যা খুঁজছ তা পাওয়ার পর আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে না তুমি। রাজ-গোক্ষুরকে বিশ্বাস করা যায়, সিদোরভ, কিন্তু তোমাকে না। শেষ একটা কথা বলি: যারক্সিয-প্রেম মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে তোমার। ধর্ম যদি মানো, সবাই আমরা আদমের বংশধর; আর যদি না মানো—বনমানুষের। তোমার ওই যারক্সিযও। রাখি এবার। দয়া করে আর ফোন কোরো না।' লাইন কেটে দিল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

শুয়ে পড়ল সোহানা। কম্বলটা টেনে নিল গলা পর্যন্ত। মুচকি হেসে বলল, 'ব্যক্তিগত পারস্য-প্রমোদকক্ষ? ভাল নাম দিয়েছ তো!'

'সুযোগ পেয়ে এক হাত নিলাম আর কী,' শুয়ে পড়ল রানাও।

চোদ্দ

সকালে নাস্তা করেই দেলফিনার স্টাডিরুমে গিয়ে ঢুকল রানা-সোহানা। আশা করছে ভদ্রমহিলার ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কানেকশনটা যথেষ্ট কাজে লাগবে এখন।

অনেক সাহায্য করছেন দেলফিনা। জনসনকে আদেশ দিয়েছেন যখন যা লাগে রানা-সোহানার, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন জোগাড় করে দেয়। তাই বাড়তি একটা ল্যাপটপ পেয়ে গেছে ওরা। পেয়েছে কাগজ-কলম, ড্রাই-ইরেজ মার্কার এবং একটা ছ'ফুট বাই চার ফুটের ড্রাই-ইরেজ বোর্ড। বোর্ডটাতে বড় বড় করে ধাঁধাটা লিখেছে রানা:

অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ হাউস ফেলোস ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্‌ড্

ট্যাসিলো অ্যাণ্ড পিপেয়ার গিবাস বাইয়া কিপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ

দ্য জিনিয়াস অভ আইওনিয়া, হিজ স্ট্রাইড আ ব্যাটল অভ রাইভালস

আ ট্রায়ো অভ কইন্‌স্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোর্ডটার দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। একসময় খেয়াল করল, পুরো ধাঁধায় ষোলোটা শব্দ আছে যেগুলো একাধিক অর্থ বহন করে: অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্, হাউস, ফেলোস, ট্র্যাপ্‌ড্, গিবাস, কিপ, সেফ, প্লেস, হাজ, জিনিয়াস, স্ট্রাইড, ব্যাটল, রাইভালস, ট্রায়ো, পয়েন্ট, ওয়ে।

প্রতিটা শব্দের অর্থ ধরে ধরে বের হলো আরও ডজন ডজন শব্দ। প্রতিটা শব্দের পাশে দাগ টেনে টেনে ছোট করে প্রতিটা মানে লিখল রানা। তারপর সোহানাকে বলল, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? ইতিহাস বা ঐতিহাসিক জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এ-রকম একাধিক শব্দ আছে ধাঁধাটায়।'

'যেমন?' জানতে চাইল সোহানা।

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'অ্যাম্বার। টাসিলো। বাইয়া। হাজ। জিনিয়াস। আয়োনিয়া। কইন্‌স্।'

'এক কাজ করো না। এ-শব্দগুলোও লিখে ফেলো বোর্ডে। আরেকটা আলাদা কলাম ব্যবহার করো এগুলোর জন্যে।'

ভালো বলেছে সোহানা, ভেবে দেখল রানা। বোর্ডে আলাদা একটা কলামে লিখল শব্দগুলো। তারপর এসে বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে। গুগলে সার্চ শুরু করল নতুন কলামের প্রতিটা শব্দ।

রেজাল্ট পেতে সময় লাগল না। অ্যাম্বার, টাসিলো, বাইয়া, হাজ, আইওনিয়া—এ-পাঁচটা শব্দের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সুপরিচিত জায়গা, ব্যক্তি বা বস্তুর।

অ্যাম্বার হলো জীবাশ্ম রঞ্জন যা রত্নখচিত অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। বাভারিয়ান রাজাদের বংশপরম্পরার লম্বা সারিকে একশব্দে বলা হয় টাসিলো। আর হাজ মানে হজ্ব—ইসলামী শরীয়তের পঞ্চম স্তম্ভ। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে এককালে স্বশাসিত ছোট ছোট প্রশাসনিক রাজ্য ছিল; মলদোভা নদীর তীরবর্তী রুমানিয়ার এ-রকম একটা রাজ্যের নাম বাইয়া, প্রাচীন রোমান ভাষায় যার মানে "আমার"। আর, গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী উত্তর ঈজিয়ান সাগরের একটা দ্বীপের নাম আইওনিয়া।

"ঐতিহাসিক" পাঁচটা শব্দ এবং সেগুলোর অর্থ নোটবুকে টুকে নিল সোহানা। তারপর চুপ করে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল শব্দগুলোর দিকে। বিশেষ কোনো কিছু চোখে পড়ে কি না দেখছে। কিন্তু সে-রকম কিছু বের করতে পারল না।

সারাটা দিন ওই ধাঁধা নিয়েই থাকল রানা-সোহানা। স্টাডিরুমেই লাঞ্চ দিয়ে গেছে জনসন, খেয়ে নিয়েছে ওরা। লাগোয়া বাথরুম আছে তাই বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

লাঞ্চের পর একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল রানা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
খানিকটা সময় জিরিয়ে নিতে চায়। সোহানাকেও বলল্ বিশ্রাম নিতে, কিন্তু সোহানা জানিয়ে দিল: দরকার নেই।

স্টাডিরুমের সঙ্গে একটা ব্যালকনি আছে, বড় একটা থাই দরজা পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। দরজাটার দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা। যখন চোখ খুলল ও ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে গেছে। ব্যালকনিটার দিকে তাকিয়ে বুঝল, বাইরে জোর বাতাস বইছে। গাছের ডালগুলো দুলছে ক্রমাগত, ছটফট করছে পাতাগুলো। আলো জ্বালেনি সোহানা, ঘরে তাই অন্ধকার।

ঘাড় ঘুরাল রানা। এখনও কাজ করছে সোহানা। কাজ করছে মানে কী যেন লিখছে নোটবুকে। লেখার ভঙ্গিটা খুকিদের মতো। খাতাটা টেনে নিয়েছে খুব কাছে, বাঁ হাতের উপর ছেড়ে দিয়েছে মাথার ভার। ঘাড়টা কাত হয়ে আছে একদিকে।

উঠল রানা, নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সোহানার পাশে। ওকে দেখেই বলে উঠল সোহানা, 'আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, পুরো ধাঁধার মানে একবারে বের করার চেয়ে একটা একটা করে লাইন নিয়ে কাজ করা উচিত আমাদের। তা হলে সব একসঙ্গে মিলে গিয়ে জট পাকাবে না। তুমি কী বলো?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিষ্টি করে হাসল রানা। 'আমি বলি, এবার ওঠো। কেউ সময় বেঁধে দেয়নি আমাদেরকে। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। চলো বাইরে যাই, মিসেস দেলফিনার বাগানে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। মগজটা চাঙা হবে। তারপর কফি খাবো দু'জনে পাশাপাশি বসে। ধাঁধার ব্যাপারটা ভুলে যাও আপাতত।'

'ট্যাসিলো অ্যাণ্ড পিপেয়ার গিবাস বাইয়া কিপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ,' আনমনে বলল সোহানা, হাতেধরা পেন্সিল দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে চাঁদিতে। 'পিপেয়ার মানে ফরাসি ভাষায় গ্র্যাণ্ডফাদার।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

কফি. খেয়ে আবার স্টাডিরুমে বসেছে দু'জনে। ব্যালকনিসংলগ্ন থাই দরজা খুলে দিয়েছে রানা, মৃদুমন্দ বাতাস ঢুকছে ঘরে। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ভিতরে।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা, বোর্ডটার দিকে তাকাল। 'টাসিলোর অন্য কোনো মানে যদি বোঝানো হয়ে থাকে এবং সেটা যদি না বুঝে থাকি আমরা, তা হলে ধরে নেয়া যায় বাভারিয়া সম্বন্ধে কিছু একটা বলা হচ্ছে ধাঁধার প্রথম দু'লাইনে।'

'সেটা কী?'

'হতে পারে বাভারিয়ার ইতিহাস বা ল্যাণ্ডমার্ক। অথবা দেশটার কৃষ্টি-সংস্কৃতি।'

'তা হলে গিবাস বাইয়ার ব্যাপারে কী বলবে?'

'আপাতত ধরে নিচ্ছি বাইয়া শব্দটার সঙ্গে রুমানিয়ার কোনো যোগাযোগ নেই। কারণ ঘুমিয়ে পড়ার আগে টানা দু'ঘণ্টা দেশটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি নেটে। কোনো লাভ হয়নি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তা হলে?'

'বাইয়া শব্দটা আপাতত বাদ। গিবাস নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

'শব্দটার মানে বের করতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পূর্ণ আর অর্ধেক চাঁদের মাঝামাঝি পর্যায়ের চাঁদকে বলা হয় গিবাস।'

'ধাঁধার গিবাস বলতে কি ও-রকম চাঁদকেই বুঝিয়েছেন নেপোলিয়ন? কুঁজোপিঠের মানুষকেও কিন্তু গিবাস বলা হয়,' ল্যাপটপে টাইপ করতে শুরু করেছে সোহানা। আগেও একবার খুঁজেছে গুগলে, এখন আবার খুঁজছে। টানা কয়েক মিনিটের সার্চের পর বলল, 'কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়। বাইয়া শব্দটা একটা ফ্রেযের অংশ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কীসের ফ্রেয?'

'মেন অভ বাভারিয়া।'

'তার মানে বাভারিয়ার কোনো কুঁজোপিঠের লোকের কথা বলা হয়েছে?'

'না মনে হয়। দাঁড়াও, আবারও খুঁজে দেখি।' কীবোর্ডে আঙুল চালাল সোহানা, যা জানতে পারল তা পড়ল সময় নিয়ে। তারপর বলল, 'টাসিলো নামে একজন রাজা পাওয়া গেছে। রাজা তৃতীয় টাসিলো। তিনি সাত শ' আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে সাত শ' সাতাশি সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কোথায় অনুমান করো তো?' রানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'বাভারিয়া?'

'হুঁ। রাজা পেপিন দ্য শর্ট সিংহাসনে বসিয়েছিলেন তৃতীয় টাসিলোকে। পেপিনের নামের সঙ্গে আরও দুটো নাম পাচ্ছি। তাঁর ছেলে শার্লেম্যাগনে এবং তাঁর নাতি পেপিন দ্য হাঞ্চব্যাক।' রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কুঁজোপিঠের মানুষকে হাঞ্চব্যাক বলে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'টাসিলোর সঙ্গে একটা যোগাযোগ পাওয়া গেল পেপিন দ্য হাঞ্চব্যাকের। কিন্তু কীপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ? হজ্বের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কী? কেউই তো মুসলমান না।'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। বাভারিয়ার সঙ্গে মক্কার কোনো যোগসূত্রও পাচ্ছি না।'

'বাভারিয়ার কোনো ইসলামী আর্টিফ্যাক্টের কথা বুঝিয়েছেন নেপোলিয়ন?' বলে ল্যাপটপের কীবোর্ডে কয়েকটা শব্দ টাইপ করল রানা। সার্চ করল সময় নিয়ে। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। 'না, কিছু নেই। অন্য কোনো লাইন নিয়ে কথা বলো।'

'ঠিক আছে। একদম প্রথম লাইনটা ধরি। অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ হাউস

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফেলোস ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপড্। আমরা ইতিমধ্যে অ্যাঙ্গুয়িশড্, হাউস, ফেলোস, অ্যাম্বার আর ট্র্যাপড্ শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি আর সমার্থক কিছু শব্দ পেয়ে গেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, ওগুলোকে একসঙ্গে করবে কীভাবে?'

'জানি না,' বলে আবারও চেয়ারে হেলান দিল রানা, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের উপরের দিক চুলকাচ্ছে। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা...প্রথম লাইনের কিছু একটা খুব পরিচিত লাগছে। আমি নিশ্চিত আসলেই আমার পরিচিত কিছু একটা আছে প্রথম লাইনে। ধরি ধরি করেও ধরতে পারছি না ব্যাপারটা। বার বার চোখ পড়ছে লাইনটার ওপর, বার বার আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে বিষয়টা।'

এরপর আর কথা হলো না। টানা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চুপ করে বসে থাকল ওরা। যার যার ভাবনায় ডুবে আছে। যার যার মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে প্রথম লাইনটাকে। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে বার বার, কারণ নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

শেষপর্যন্ত হাতঘড়ির দিকে তাকাল সোহানা। আঁতকে উঠল কিছুটা। 'ক'টা বাজে দেখেছ? রাত এগারোটা। আমরা কাজে ব্যস্ত দেখে জনসনও কিছু বলেনি। ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে কত আগে! চলো কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি। আমি আর পারছি না। ঘুম পাচ্ছে, খিদেও লেগেছে।'

প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বিরক্তি ধরে গেছে আমার।'

উঠে দাঁড়াল সোহানাও। 'কেন?'

'বার বার তাকাচ্ছি প্রথম লাইনটার দিকে। মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে সেখানে। কিন্তু বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় পড়লে যে-কারোরই বিরক্তি লাগত।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সে-বিষয়ে মন্তব্য না করে সোহানা বলল, 'চলো খেতে যাই।'

পাঁচ ঘণ্টা পর।

মিসেস দেলফিনার গেস্টরুমের ডাবল বেডে পাশাপাশি শুয়ে আছে রানা-সোহানা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার। ঘাড় ঘুরিয়ে সোহানাকে দেখে নিল। তারপর দেখল হাতঘড়িটা। উঠে বসল। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পেয়ে গেছি, সোহানা।'

কথাটা শুনে ঘুম ভেঙে গেল সোহানারও। উঠে বসল সে-ও। তাকাল রানার দিকে। 'কী বললে? কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। বললাম, বার বার আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল যা, তা বুঝতে পেরেছি।'

দেরি করার মানে হয় না, বুঝতে পারছে সোহানা, তাই রানার মতো নাইটড্রেস পরেই বের হলো গেস্টরুম থেকে। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল স্টাডিরুমের দিকে। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল, বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

যার যার ল্যাপটপ চালু করল ওরা।

কিছু বলার আগে টানা প্রায় বিশ মিনিট ল্যাপটপে কাজ করল রানা। ওর পাশেই বসে আছে সোহানা, একদৃষ্টিতে দেখছে ওকে। কী বুঝতে পেরেছে রানা জানতে চাচ্ছে না। বুঝতে পারছে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলবে না রানা।

শেষপর্যন্ত সোহানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা।

ভ্রূ নাচাল সোহানা। 'কী?'

'কয়েক বছর আগে দ্য ডেইজ অভ দ্য আপরাইট নামে একটা বই পড়েছিলাম। ওই বইয়ে হিউগনৌদের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক।'

'হিউগনৌ? মানে ষোলো আর সতেরো শতকের ফরাসি প্রটেস্ট্যান্ট?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হুঁ। বাইবেল পড়ার জন্য এরা গোপনে একে অন্যের বাসায় একত্রিত হতো। এজন্য ওদেরকে বলা হতো হাউস ফেলোস।'

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট!'

'মানতে পারলাম না,' মাথা নাড়ছে রানা। 'ব্রিলিয়ান্ট হতাম যদি প্রথমেই ধরে ফেলতে পারতাম হাউস ফেলোসদের ব্যাপারটা। বুঝতে অনেক সময় লেগে গেল।'

'তা-ও ভালো। বেটার লেট দ্যান নেভার। হিউগনৌদের ব্যাপারটা কী?'

'হিউগনৌ না, বলো অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ হিউগনৌ,' সোহানার ভুলটা ধরিয়ে দিল রানা।

উঠে দাঁড়াল সোহানা, এগিয়ে গেল বোর্ডটার দিকে। হাউস ফেলোস শব্দ দুটোর পাশে বড় বড় করে লিখল হিউগনৌ। এরপর "অ্যাঙ্গুয়িশড্" শব্দটার সঙ্গে যতগুলো সমার্থক শব্দ আছে সবগুলোর চারপাশে গোল দাগ দিল। বারোটা শব্দ আলাদা হলো। শব্দগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'না, অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ শব্দটার সঙ্গে হিউগনৌদের মেলাতে পারছি না।'

'বাদ দাও। এসো অ্যাম্বার নিয়ে আলাপ বলি। বলা হচ্ছে, ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্‌ড্। আচ্ছা, অ্যাম্বার বা রঞ্জকের ভিতরে কীভাবে ট্র্যাপ্‌ড্, মানে আটকা পড়তে পারে কেউ?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সোহানা বলল, 'কেউ না হয়ে যদি কিছু একটা হয় তা হলে কেমন হয়? মানে, আমি মানুষ বাদে অন্য যে-কোনো কিছু, বিশেষ করে কোনো পতঙ্গের কথা বোঝাতে চাচ্ছি।'

'রঞ্জকের ভিতরে আটকা পড়লে কী হতে পারে কোনো পতঙ্গের?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'মারা পড়বে?'

'কিন্তু তার আগে? নিশ্চল হয়ে যাবে পতঙ্গটা, চলাফেরার শক্তি হারিয়ে ফেলবে।'

'বরফের মতো জমে যাবে।'

একদৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। 'দারুণ একটা কথা বলেছ, সোহানা।'

'কীসের দারুণ?'

'বরফের মতো জমে যাবে। অনেকটা স্ন্যাপশটের মতো। কিন্তু তখনকার দিনে তো স্ন্যাপশট ছিল না। ছিল হাতেআঁকা পেইন্টিংস।'

তুড়ি বাজাল সোহানা, প্রায় উড়ে এসে বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে। গুগলের সার্চবারে টাইপ করছে: পেইন্টিংস...হিউগনৌ...

তারপর এন্টার কী-তে চাপ দিল। পাশ থেকে উঁকি দিয়ে স্ক্রিনটা দেখছে রানা। কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল, 'কী পেলে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ম্যাসাকার।'

'ম্যাসাকার?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার। 'খুঁজতে গেলে হিউগনৌদের সঙ্গে পেইন্টিংসের সম্পর্ক, সেখানে গণহত্যা এল কী করে?'

হাসল সোহানা। 'ফ্রঁসোয়া ডুবয়েস নামের এক চিত্রশিল্পীর খোঁজ পাওয়া গেছে। লোকটার একটা চিত্রকর্মের নাম: দ্য সেইন্ট বার্থোলোমিউ'স ডে ম্যাসাকার।'

'বিষয়?'

'পনোরো শ' বাহাত্তর সালের ফ্রান্স,' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পড়ছে সোহানা, 'অগাস্ট থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাথলিক জনতা সারাদেশের সংখ্যালঘু হিউগনৌদের উপর আক্রমণ করে। কেউ বলছে এর ফলে প্রায় দশ হাজার, আবার কারও মতে লক্ষাধিক হিউগনৌ মারা পড়ে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কাজেই এটা যদি অ্যাঙ্গুয়িশ অর্থাৎ নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা না হয়, তা হলে আর কোন্‌টা মানসিক যন্ত্রণা আমার জানা নেই,' মন্তব্য করল রানা। 'এখন বাভারিয়ার সঙ্গে অ্যাঙ্গুয়িশড্ হিউগনৌদের মেলানো যাক,' বলে পিঠ সোজা করল, আঙুলগুলো রাখল ল্যাপটপের কীবোর্ডে। এবার গুগলে সার্চ করছে ডুবয়েস, সেইন্ট বার্থোলোমিউ আর বাভারিয়া। সঙ্গে আছে ডে আর ম্যাসাকার।

ওর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সোহানা পরামর্শ দিল, 'একসঙ্গে হজ্ব, মক্কা, পিলগ্রিমেজ, ইসলাম, পিলগ্রিম শব্দগুলোও সার্চ দিয়ে দেখো কী পাওয়া যায়।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো রানার, সার্চবারে শব্দগুলো লিখল। তারপর এন্টার কী চাপল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলল, 'অনেকগুলো রেযাল্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনোটা থেকেই নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তা হলে এক কাজ করা যাক। সার্চ রেযাল্টগুলো ভালোমতো দেখি। যেগুলো একেবারেই কাজে লাগবে না সেগুলো বাদ দিই। যেগুলো কাজে লাগতে পারে সেগুলো রাখি। পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।'

টানা দেড় ঘণ্টা কাজ করল ওরা। সূর্য উঠি উঠি করছে, এমন সময় সেইন্ট বার্থোলোমিউ, বাভারিয়া আর পিলগ্রিম শব্দগুলো দিয়ে ইন্টারেস্টিং একটা রেযাল্ট পেল রানা, হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কিছু একটা পেয়েছি সম্ভবত।'

'কী?' ঝুঁকল সোহানা, তাকাল রানার ল্যাপটপের দিকে।

স্ক্রিনের উপরে, বাঁ দিকে, অনেকগুলো লাইনের মাঝে একটা লাইন নীল হয়ে আছে, কারণ মাউস কার্সর দিয়ে লাইনটা সিলেক্ট করেছে রানা:

সেইন্ট বার্থোলোমিউ'স পিলগ্রিম চার্চ, বাভারিয়া, জার্মানি।

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পনেরো

বাভারিয়া

'অবিশ্বাস্য!' ফিসফিস করে বলল সোহানা।

রেলিং দিয়ে ঘেরা ওয়াচ-টাওয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে ও রানাকে নিয়ে। নীচের দিকে তাকিয়ে করেছে মন্তব্যটা। রানা কিছু বলল না, চুপ করে দেখছে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রকৃতি। আরও কিছুক্ষণ দেখল সোহানা চারপাশ। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আমরা সামনে যা দেখছি তা বিশেষায়িত করার জন্য সুন্দর শব্দটা যথেষ্ট না। আরও কিছু যোগ করতে হয় শব্দটার আগে। কিন্তু সেটা মাথায় আসছে না এখন। ইস্‌স্, রানা, তোমাকে নিয়ে যদি সারাজীবন এ-রকম কোনো জায়গায় কাটিয়ে দিতে পারতাম!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

জবাবে ভুবনভোলানো হাসি হেসে রানা বলল, 'সারাজীবন হয়তো পারবো না, কিন্তু কিছুটা সময় তো পেরেছি।' নিজের ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে কয়েকটা ছবি তুলল।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কিছুটা দূরে, নীচে একটা লেক। নাম কিং'স লেক। চকচকে পানি মনে করিয়ে দেয় পান্নার কথা। লেকের সবচেয়ে চওড়া অংশটা বেশি হলে আধ মাইল। দু'দিকেই ঘন সবুজ জঙ্গল। মাঝেমধ্যে গ্র্যানিট পাহাড়ের ঢাল। এগুলো ছাড়িয়ে আরও দূরে তাকালে চোখে পড়ে তুষারাবৃত পর্বতের চূড়া। দেখা যায় জঙ্গলের ভিতরে এখানে ওখানে দু'-চারটে বিচ্ছিন্ন গ্রাম। কখনও আবার বাঁক নিয়ে আলগা হয়ে গেছে

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
কয়েকটা উপত্যকা, একটা আরেকটার থেকে অনেক দূরে হওয়ায় সবগুলোকেই নিঃসঙ্গ মনে হয়। কোনো কোনো উপত্যকার ঢালে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সেখানে আছে বুনো বাহারি ফুলের সমাহার, এত দূর থেকেও রঙের চাদর দেখা যায়। অবসর কাটানো কিংবা প্রকৃতির অপরূপ রূপের ছবি তোলার জন্য জায়গাটা আসলেই দারুণ।

প্রকৃতিপ্রেমীদের বিনোদনের সুযোগ করে দিয়েছে গ্রামবাসীরা—লেকের বুক চিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক নৌকা। কোনোটাই ডিজেলচালিত না। ভটভট আওয়াজে যাতে আশপাশের নিস্তব্ধতা নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। ব্যাটারিচালিত নৌকা ব্যবহার করছে ওরা। ওগুলো চলার সময় ছোট ছোট ঢেউ তৈরি করে, সে-শব্দ কখনও কখনও শোনা যায় কি যায় না।

আরও কিছুক্ষণ চারপাশ দেখার পর রানা বলল, 'একেই বলে ছবির মতো সুন্দর, না?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

হেসে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'এতক্ষণ ঠিক এ-কথাটাই ভাবছিলাম মনে মনে।'

বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলার সময় একজায়গায় বেশ সঙ্কুচিত হয়েছে কিং'স লেক। সেখানে প্রশস্ততা বড়জোর দু' শ' গজ। এরপর আবার চওড়া হয়েছে, তীক্ষ্ণ একটা মোচড় কেটে চলে গেছে দক্ষিণপুব দিকে। লেকটা হঠাৎ দিক বদল করাতে জলবেষ্টিত উপদ্বীপের মতো তৈরি হয়েছে। এই উপদ্বীপের উদ্ভিদশূন্য ন্যাড়া একটা ঢালে দাঁড়িয়ে আছে সেইন্ট বার্থোলোমিউ'স পিলগ্রিম চার্চ।

গির্জার অর্ধেকটা এককালে ব্যবহৃত হতো স্কি লজ হিসেবে। ওখানকার বাইরের দিকের দেয়াল চুনকাম-করা। ধূসর টালির ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সবুজ আর হলুদ রঙ-করা ভারী

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাঠের দরজাগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাকি অর্ধেকে আছে পিঁয়াজের মতো দেখতে তিনটে বড় লাল গম্বুজ। দুটো গম্বুজে প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে, বাইরে থেকে দেখা যায়। তিন নম্বরটাতে কোনো জানালা নেই, সিঁড়িও নেই। জানালাওয়ালা একটা গম্বুজ বানানো হয়েছে লেকের দিকে মুখ করে। ওটার জানালাগুলোয় খড়খড়ি-দেয়া। প্রাচীন ভাবটা বজায় রাখা হয়েছে ইচ্ছা করেই। একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে গির্জা আর সেটার আশপাশের জায়গা, কিন্তু আধুনিকতার দোহাই দিয়ে বিকৃতি ঘটানো হয়নি কখনোই।

'আগামীকাল ক'টার সময় আমাদের নৌকা ছাড়বে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'সকাল ন'টা। আজ রাতে মনে করিয়ে দিয়ো তো, কাল আবহাওয়া কেমন থাকবে চেক করতে হবে নেটে।'

বছরের এই সময়ে জার্মানির, বিশেষ করে বাভারিয়ার আবহাওয়া পরিবর্তনশীল থাকে। দেখা গেল সকালে উজ্জ্বল রোদ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে পরিস্থিতি। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে, ঘন কালো রঙ ধারণ করে একসময়, তারপর হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে। কখনও আবার বিনা-নোটিশে আঁধার হয়ে আসে চারদিক, শেষবিকেলের দিকে শুরু হয় তুষারপাত। কাজেই যারা এসব জানে তারা বাড়তি সোয়েটার বা উইণ্ডব্রেকার সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসে বাভারিয়ায়।

গির্জাসংলগ্ন সবচেয়ে কাছের একটা গ্রামে, একটা মোটেলে উঠেছে রানা-সোহানা। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার জন্য মোটেলের কাছেই বানানো হয়েছে উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার।

'রানা,' বহু পুরনো রেলিং-এ সাবধানে হেলান দিল সোহানা, একহাতে পেঁচিয়ে ধরে আছে কাছের একটা পাথরের স্তম্ভ, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের। আরও

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত ছিল ওই চার্চে।'

আরও কয়েকটা ছবি তুলল রানা, ক্যামেরা নামিয়ে রেখে তাকাল সোহানার দিকে। 'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কাল সকালের আগে কোনো নৌকা যাবে না চার্চের ওই পার্কে। মোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, আরেকটা পথ আছে ওদিকে যাওয়ার—গিরিখাতের ভিতর দিয়ে। কিন্তু পথটা দুর্গম। আর আমরা যারা চিনি না তারা সহজেই হারিয়ে যেতে পারি। কাজেই নৌকার অপেক্ষা না করে ওদিক দিয়ে গেলে আরও দেরি হতো। দক্ষ গাইড যোগাড় করতেই লেগে যেত একদিন। আপাতত ধৈর্য ধরার বিকল্প দেখছি না। তা ছাড়া সবুরে মেওয়া ফলে।'

'কিন্তু সিদোরভ সবুর করবে বলে মনে হয় না। ওর প্রাসাদে হানা দিয়েছি আমরা, ব্যাপারটা সহজভাবে নেয়নি সে, নেয়ার কথাও না। তোমাকে শেষবারের মতো "বন্ধুত্বের" প্রস্তাব দেয়ার জন্য তোমার ফোন নম্বর পর্যন্ত জোগাড় করেছে। বুঝে দেখো যা খুঁজছে সে, সেটার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের খবর নেই কয়েকদিন থেকে। কিন্তু কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে ওদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আশপাশে। ওরা প্রফেশনাল, এত সহজে হাল ছাড়বে না।'

'মেলিখানের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে আমাকেও,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যে-কোনো কারণেই হোক, যা খুঁজছে সিদোরভ তা বের করতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। সেই সঙ্গে বুঝতে পারছে ঠিক পথে এগোচ্ছি আমরা। তাই লোক লাগিয়ে আমাদেরকে অনুসরণ করাটা ওর একটা কৌশল। হতে পারে আমাদের ফলো করতে গিয়েই এখানে হাজির হবে মেলিখান আর ওর লোকেরা। আবার হতে পারে আমাদের মতোই ধাঁধার কিছুটা অংশের সমাধান বের করেছে, তাই জানতে চাইবে কী আছে সেইন্ট

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
বার্থোলোমিউর গির্জায়,' কথা শেষ করে নীচের দিকে তাকাল।

পাঁচ হাজার লোকের বাস এই গ্রামে। লেক থেকে ছোট একটা নদী বের হয়ে বয়ে গেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে। বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক পর্যটক বেড়াতে আসে বলে নদীর ধারেকাছে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু মোটেল আর কটেজ। সংস্কারকাজ হয়েছে গ্রামেও। এখানকার অধিবাসীদের বাড়িগুলো ছোট হলেও সুন্দর, আধুনিকতার ছোঁয়া আছে। রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পুবদিকে গ্রামের একমাত্র নদীবন্দর, অনেকটা ইংরেজি "এস" আকৃতির। ওখানে জটলা পাকিয়ে আছে বেশ কয়েকটা ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট, মোটেল আর বোটহাউস।

দিনের শেষ ট্যুরবোটগুলো ধীরেসুস্থে এগিয়ে যাচ্ছে বোটহাউসগুলোর দিকে। লেকের চকচকে পানিতে শেষবিকেলের সূর্যের প্রতিফলন।

'চলো মোটেলে ফিরে যাই,' সোহানাকে বলল রানা, 'খিদে লেগেছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওয়াচ-টাওয়ার থেকে নামল ওরা, নুড়ি-বিছানো পথ ধরে হাঁটছে মোটেলের দিকে। দু'পাশে নাম-না-জানা বাহারি রঙের সারি সারি ফুলগাছ। কয়েক মিনিটেই হাজির হয়ে গেল ওরা মোটেলের সামনে। সাদা আর লালের কম্বিনেশনে চমৎকারভাবে রঙ করা হয়েছে মোটেলের বাইরের দিকের দেয়াল। সীমানাপ্রাচীর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে শক্ত আর কাঁটাওয়ালা ডালের একজাতের উঁচু ঝোপ। সুন্দর করে ছেঁটে রাখা হয়েছে, দেখতে খারাপ লাগে না তাই। প্রতিটা রুমের সঙ্গে ব্যালকনি, সেখানে ছোট ছোট টবে সাদা আর গোলাপি রঙের ফুল। উজ্জ্বল লাল টালির ছাদ শেষবিকেলের আলোয় আরও বর্ণিল হয়েছে যেন।

চটপট শাওয়ার সেরে নিল ওরা। তারপর মোটেলের ভারী টেরি ক্লথরোব গায়ে জড়িয়ে এসে বসল বারান্দায়। রুমসার্ভিসকে

www.banglabookpdf.blogspot.com

অর্ডার করেছে রানা, কফি আর হালকা নাস্তা দিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ইচ্ছা করেই বেশি দামে লেকভিউ রুম নিয়েছে রানা। এখানকার বারান্দা থেকে লেকের অনেকখানি দেখা যায়। অনেকদূরে, পশ্চিম দিগন্তে, পর্বতের আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে সূর্য। আকাশে লাল আভা, লেকের পানিতেও সে-রঙের ছোঁয়া লেগেছে যেন। মৃদুমন্দ সান্ধ্যবাতাস বইছে। বোঝা যাচ্ছে রাতে ঠাণ্ডা বাড়বে।

নীচের রাস্তা আর ফুটপাথে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। ছোট ছোট দোকান আর বন্দরেও জড়ো হয়েছে অনেকে। কেউ কেউ কেনাকাটা করছে। কেউ আবার ছবি তোলায় ব্যস্ত।

নিজের আই-ফোনটা চালু করল রানা। মোটেলের নিজস্ব ওয়াইফাই আছে, কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সংযুক্ত হলো নেটওয়ার্কে। ই-মেইল লিস্ট দেখে বলল, 'অপি কী যেন পাঠিয়েছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কী?' অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে চোখ সরাতে ইচ্ছা করছে না সোহানার।

কী, তা জানতে কিছু সময় ব্যয় করতে হলো রানাকে। বলল, 'রাজা প্রথম যারক্সিয আর অ্যাকিমেনিড রাজত্বের উপর আর্টিকেল। অ্যাব্রিজ্‌ড্ আর ডিটেইল্ড দু'রকম ভার্সনই পাঠিয়েছে।'

'আমার আই-ফোনটা নিয়ে আসি,' বলে উঠল সোহানা, 'আমার সেটে ট্রান্সফার করো আর্টিকেলগুলো। আমিও পড়ি।'

কফি চলে এসেছে। সঙ্গে মেয়োনেইযের পুরু প্রলেপ দেয়া চিকেন স্যাণ্ডউইচ। বারান্দার মুখোমুখি দুটো চেয়ারে আরাম করে বসে আছে রানা-সোহানা। টি-টেবিলে রাখা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ। ওদের দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে আছে যার যার আই-ফোনের স্ক্রিনে। রাজা প্রথম যারক্সিয আর অ্যাকিমেনিড রাজত্বের উপর পাঠানো অপির

www.banglabookpdf.blogspot.com
আর্টিকেল পড়ছে মন দিয়ে।

অ্যাকিমেনিড রাজত্বের অষ্টম শাসক হিসেবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন রাজা প্রথম যারক্সিয়। কালবিলম্ব না করে পূর্ববর্তীদের মতো শুরু করেন যুদ্ধ। মিশরে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে, বিদ্রোহীদের থেঁতলে দেন তিনি। তারপর ব্যাবিলনিয়ান সম্রাটকে অবৈধ ঘোষণা করে হাত বাড়ান দেশটার দিকে। তাঁর সেনাবাহিনী তছনছ করে ফেলে পুরো দেশটাকে, কব্জা করে নেয় প্রধান মন্দিরে সংরক্ষিত বেল-মারডুকের সোনার-মূর্তি, আগুনে গলিয়ে ধ্বংস করে ওটাকে। একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় ব্যাবিলনের ধর্মীয় ভিত্তি।

কয়েক বছর পর পুরো গ্রীস দখল করার নিয়তে অ্যাকিমেনিড সাম্রাজ্যের উপর অকস্মাৎ হামলা চালান অ্যাথেনিয়ানদের রাজা প্রথম দারিয়ুস। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হন যারক্সিয়, ব্যাটল অভ ম্যারাথনে সম্পূর্ণ পরাভূত করেন অ্যাথেনিয়ানদের, নামনিশানা মুছে দেন ওদের।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তখন তিনি বুঝতে পারেন বিশাল সেনাবাহিনীর গুরুত্ব কী। সুতরাং মন দেন তাঁর সেনাবাহিনীকে বড় করার কাজে। খ্রিষ্টপূর্ব চার শ' তিরাশি সালে সিদ্ধান্ত নেন পুরো গ্রীস নিয়ে নেবেন নিজের কব্জায়। যুদ্ধের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে বিশাল এক ব্রিজ নির্মাণ করান, খনন করান বড় একটা খাল।

শুরু হয় যারক্সিযের গ্রীস দখল করার যুদ্ধ। সারদিস থেকে শুরু করে মেসেডোনিয়া পর্যন্ত করায়ত্ত করেন তিনি। কিন্তু থার্মোপিলিতে পৌঁছে স্পার্টানদের রাজা লিওনিডাসের কাছে হোঁচট খেতে হয় তাঁকে। তবে শেষপর্যন্ত লিওনিডাসকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং বিজয় অভিযান চালিয়ে যান। ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এগোতে এগোতে এথেন্সে পৌঁছে যায় তাঁর সেনাবাহিনী। পরিত্যক্ত শহরটা বিনা-বাধায় দখল করে নেয়

www.banglabookpdf.blogspot.com
তারা।

যারক্সিযের পতন শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব চার শ' ঊনআশি সালের দিকে। এ-সময় একটা যুদ্ধে অনেকগুলো রণতরী নষ্ট হয় তাঁর, পরের দুটো যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয় তাঁর বিখ্যাত সেনাবাহিনীকে। বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব জনৈক জেনারেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে পারসিপোলিস, ম্যানে আজকের ইরানে ফিরে আসেন যারক্সিয।

রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভালো না। যুদ্ধে মত্ত রাজার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন মহল থেকে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র। বাতাসে গুঞ্জন, রাজার বড় ছেলেও নাকি জড়িত এসবের সঙ্গে। টালমাটাল পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলেন যারক্সিয এবং শেষপর্যন্ত খ্রিষ্টপূর্ব চার শ' চৌষট্টি সালে তাঁর রক্ষীবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেনের হাতে নিহত হন। কথিত আছে, খুনটা নাকি তাঁর সেই পুত্রধনই করিয়েছিল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'রাজনীতি আসলেই অত্যন্ত জঘন্য একটা বিষয়,' পড়া শেষ করে মন্তব্য করল সোহানা।

রানা বলল, 'যদি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে না থাকে, খুব একটা ভালো লোক বলা যাবে না যারক্সিযকে।'

'কোন্ রাজনীতিবিদ ভালো, বলতে পারো?'

'না, পারি না। চলো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যারক্সিযের বায়োগ্রাফি পড়ে তেমন কিছু জানা গেল না।'

'মানে?'

'সিদোরভ কীসের পেছনে লেগেছে, যারক্সিযের কাহিনি পড়ে তা নিশ্চিত হওয়া গেল না। একবার ভেরেছিলাম বেল-মারডুকের সেই সোনার মূর্তিটা হবে, কিন্তু ওটা গলিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'ইতিহাস এক শ' ভাগ সঠিক, জানছ কী করে? যদি বলি বেল-মারডুকের মূর্তির মতো দেখতে অন্য কোনো মূর্তি গলিয়েছে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
যারক্সিযের? আসলটা হয়তো লুকিয়ে রেখেছিল গোপন কোনো জায়গায়। অথবা হয়তো হারিয়ে গিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে।' দ্রুত একটা ই-মেইল টাইপ করে অপির কাছে পাঠিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট পর পাল্টা ই-মেইল এল অপির কাছ থেকে। সংক্ষেপে শুধু লিখেছে: 'চেক করে দেখছি।'

আই-ফোনটা টি-টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'যারক্সিযের ব্যাপারে আর কিছু বলবে?'

'যারক্সিযের গ্রীস-অভিযান চলার সময় উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি তো? ইতিহাস কী বলে? মূল্যবান কোনো কিছু খোয়া গিয়েছিল যারক্সিযের?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ইতিহাস কী বলে আপাতত জানি না। যারক্সিযের মূল্যবান কোনো কিছু হারিয়ে গিয়েছিল কি না তা-ও বলতে পারছি না। তবে সিদোরভ হয়তো ভাবছে ওই জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে যারক্সিয, মানে ওর পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। ধরে নিয়েছে, রাজবংশের সন্তান হিসেবে কাজটা করা ওর পবিত্র দায়িত্ব।'

'আচ্ছা, মিশরীয় বিদ্রোহের সময় কিছু হয়নি তো? ওই বিদ্রোহ আর যারক্সিযের ইরানে ফিরে আসার মধ্যে কিন্তু খুব বেশি সময়ের ব্যবধান নেই।'

'হতে পারে। আসলে ইতিহাস বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। ইতিহাস যত প্রাচীন হয়, তথ্য-বিবরণী তত কম থাকে। কারণ এত আগে মানুষের লেখাপড়ার উপকরণ ছিল অপ্রতুল, আবার সংরক্ষণব্যবস্থার অভাবে তখনকার ইতিহাসবিদদের অনেক লেখাই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীন রাজাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ছাড়া অনেককিছুরই বর্ণনা পাওয়া যায় না, আর গেলেও তা কতটা নির্ভরযোগ্য সে-ব্যাপারে প্রশ্ন

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
থেকে যায়। তবে...'

'তবে কী?'

'যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে কোন্ কোন্ দেশ থেকে কী কী সম্পদ লুট করেছেন যারক্সিয তার তালিকা পাওয়া যেতে পারে নামকরা কোনো-না-কোনো যাদুঘরের ভল্টে।'

চকচক করে উঠল সোহানার দু'চোখ। 'তা হলে কোত্থেকে শুরু করছি আমরা?'

হেসে ফেলল রানা। 'নামকরা যাদুঘর কি একটা-দুটো আছে পৃথিবীতে? কায়রো, লুক্সর, ইস্তাম্বুল, তেহরান...। যদি এ-মুহূর্ত থেকেও শুরু করি, শেষ করতে দশ-বারো বছর লেগে যাবে। ততদিন আমাদেরকে ছুটি দেবেন বুড়ো মিয়া?'

দপ্ করে নিভে গেল সোহানার উৎসাহ। 'তা হলে?'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল রানা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এসো আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে না দিয়ে ছোট করে নিয়ে আসি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কীভাবে?'

'বিশ বছরের মতো রাজত্ব করেছেন যারক্সিয। এ-সময়ের মধ্যে তিনটে বড় যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করেছেন: মিশর, ব্যাবিলন আর গ্রীস। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রীসেরটা। কারণ এটাই তাঁর পরিণতি ডেকে আনে। কাজেই গ্রেকো-পার্শিয়ান যুদ্ধের দিকেই মনোনিবেশ করি, নাকি?'

ভেবে দেখল সোহানা। তারপর বলল, 'মন্দ বলোনি।'

আলো জ্বলে উঠল রানার আই-ফোনে। টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে নিল ও। ই-মেইল এসেছে। অপি পাঠিয়েছে।

মেইলটা পড়ল রানা। তারপর বলল, 'বেল-মারডুকের মূর্তিটা আসলেই গলিয়ে ফেলা হয়েছিল কি না জানতে চেয়েছিলাম অপির কাছে। ও বলছে, হয়েছিল। এ-ব্যাপারে নাকি নির্ভরযোগ্য

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
একাধিক ডকুমেন্ট আছে। পার্শিয়ান আর ব্যাবিলনিয়ান, দুই জাতিই স্বীকার করে ঘটনাটা ঠিক। এবং আসল মূর্তিই গলানো হয়েছিল।'

'তা হলে তো ভালোই হলো। একটা সম্ভাবনা বাদ গেল। ধরে নিচ্ছি, যা ঘটার, যারক্সিযের গ্রীস-অভিযানের সময়ই ঘটেছিল।'

একটা রেস্টুরেন্টের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর পাশে মুখোমুখি বসেছে রানা-সোহানা, ডিনার করছে। মেন্যু: স্থানীয় কায়দায় বানানো রুটি আর গরুর মাংসের কাবাব। সঙ্গে ভুনা স্যামন মাছ, আলু-টমেটো-ভিনেগার দিয়ে তৈরি সালাদ এবং এক বোতল শ্যাম্পেন।

খাচ্ছে, কিন্তু একইসঙ্গে যার যার আই-ফোন নিয়ে ব্যস্ত রানা-সোহানা। নিচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

গত এক ঘণ্টায় অপির-পাঠানো আরও কিছু ডকুমেন্ট পড়েছে ওরা, কথা বলেছে অপির সঙ্গে। তারপর এসেছে এই রেস্টুরেন্টে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিজের ফোন নামিয়ে রাখল রানা। আরেক টুকরো রুটি আর বেশ কিছুটা কাবাব তুলে নিল প্লেটে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। অন্ধকার নেমেছে অনেক আগেই। বন্দর-এলাকায় একটা-দুটো বাতি জ্বলছে, ওগুলো বাদ দিয়ে বললে পুরো জায়গাটা ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। বোটহাউসগুলোকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। তবে সঙ্গের মোটেল, রেস্টুরেন্ট আর ছোট ছোট দোকানগুলো ঝলমল করছে উজ্জ্বল আলোয়। পর্যটকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

'যদি শুনতে রাজি থাকো,' সোহানাকে বলল রানা, 'আমার একটা ধারণার কথা বলতে পারি।'

আই-ফোন নামিয়ে রাখল সোহানা। ভুনা স্যামন আর খানিকটা সালাদ নিল। 'বলো।'

রুটি-কাবাব চিবাতে চিবাতে রানা বলল, 'যারক্সিযের জন্য

www.banglabookpdf.blogspot.com
থ্রেস আর মেসেডোনিয়া ছিল ওয়ার্মিং-আপ। গ্রীস অভিযানের জন্য নিজের সব শক্তি, সব রোষ জমিয়ে রেখেছিলেন তিনি।'

কথাটা ভেবে দেখল সোহানা। 'হতে পারে।'

'বেল-মারডুকের মূর্তিটা চুরি করিয়ে এবং পরে গলিয়ে ফেলে ব্যাবিলনিয়ানদের মনোবল নষ্ট করে দেন তিনি। ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করাটা সহজ হয় তাঁর জন্য। এটা ইতিহাসের কথা। এখন আমার কথা হচ্ছে, গ্রীকদের সঙ্গেও সে-রকম কিছু করতে চেয়েছিলেন তিনি?'

'অপির ডকুমেন্টে একজায়গায় ডেলফি'র 'মন্দিরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে দেখলাম। সেজন্যই কি বলছ কথাটা?'

'হ্যাঁ। যদি বলি ওখান থেকেও কিছু একটা হাতিয়ে নেয়ার মতলবে ছিলেন যারক্সিয?'

কিছু না বলে আবার আই-ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহানা। আরও একবার পড়তে চায় ডেলফি'র মন্দিরের ব্যাপারে কী জানিয়েছে অপি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এথেন্স থেকে এক শ' মাইল উত্তর-পশ্চিমে, একটা পর্বতের ঢালে অবস্থিত মন্দিরটা। বানানোর পর দেবতা অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ওই ঢালে আসলে একটা মন্দির না, একসঙ্গে কয়েকটা আলাদা আলাদা মন্দির আছে। আরও আছে প্রাচীন একটা গুহা, ছোট একটা ঝরনা, নামকরা একটা বেদি, একটা থিয়েটার, এমনকী ছোট্ট একটা স্টেডিয়ামও। কথিত আছে, এসব জায়গায় প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল গ্রীকরা। ওরা বিশ্বাস করত যেহেতু অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, দেবতা নিজেই রক্ষা করবেন সব সম্পদ।

ডেলফি'র মন্দিরে আসলেই ধনসম্পদ লুকানো ছিল কি না জানা যায়নি, দেবতা অ্যাপোলো সেগুলো রক্ষা করেছেন কি না সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। তবে থার্মোপিলির

www.banglabookpdf.blogspot.com
লড়াইয়ে স্পার্টানদের থেঁতলে দেয়ার পর সাত হাজার সেনার একটা ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়েছিলেন যারক্সিয, বলে দিয়েছিলেন ডেলফি'র মন্দিরে যা যা পাওয়া যায় সব লুটে নিয়ে আসতে। তখন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে।

ঠিক সময়েই হাজির হয় যারক্সিযের সৈন্যরা, মেরেকেটে শেষও করে মন্দিরের পাহারায় নিয়োজিত রক্ষীদের। কিন্তু মন্দিরে ঢুকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ শুরু হয় পাথরধস। বেশ কিছু সৈন্য মারা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, বাকিরা পালিয়ে বাঁচাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। মন্দিরের ধনসম্পদ মন্দিরেই লুকানো রয়ে যায়, যদি সে-রকম কিছু আসলেই থেকে থাকে।

এ-পর্যন্ত পড়ে মুখ তুলে তাকাল সোহানা। আই-ফোনটা নামিয়ে রেখে কাঁটাচামচ নিল, বেশি করে মশলা দিয়ে ভুনা-করা স্যামন খেতে দারুণ হয়েছে। রানাকে বলল, 'মন্দিরের অলৌকিক ব্যাপারটা পড়েছ?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু ওটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ একবাক্যে উড়িয়ে দিয়েছে। কেউ আরেকটু বাড়িয়ে বলেছে, সব ভণ্ডামি।'

'কিন্তু যদি ভণ্ডামি না হয়? ধরো, যারক্সিযের সৈন্যরা পালায়নি, তা হলে?'

ছিপি খুলে বোতল থেকে নিজের আর সোহানার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল রানা। একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'তা হলে বলবো চলে যাওয়ার আগে মন্দির থেকে কিছু-না-কিছু নিয়ে গেছে যারক্সিযের সৈন্যরা।'

'সেই কিছু-না-কিছুটা কী?'

'ওমফ্যালোস?' রানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

সোহানা জানে ওমফ্যালোস কী। ওটা একটা পাথর, ভিতরটা বিশেষ কায়দায় ফাঁপা বানানো হয়েছে। দেখতে অনেকটা

www.banglabookpdf.blogspot.com
আনারসের মতো। গ্রীক মিথ অনুযায়ী, পাথরটাকে ন্যাকড়া দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিলেন দেবতা জিউস-এর মা রিয়া, জিউস-এর বাবাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য, কারণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে নবজাতককে খুন করতে উদ্যত হয়েছিলেন পিতা।

অনেক সম্মানের সঙ্গে পাথরটাকে স্থাপন করা হয়েছিল অ্যাপোলোর মন্দিরে। গ্রীকরা বিশ্বাস করত, ওই পাথরের মাধ্যমে দেবতাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়।

'আমার মনে হয় না একটা পাথরের জন্য সাত হাজার সৈন্য পাঠাতে যাবেন যারক্সিয,' কিছুক্ষণ ভেবে বলল সোহানা। 'তারচেয়ে বরং মন্দিরে-লুকানো ধনসম্পদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিল রানা। 'দ্য ট্রেজারি অভ আর্গোস? নাকি দ্য সিক্ষিয়ান ট্রেজারি? দুটোরই ধর্মীয় গুরুত্ব যেমন আছে তেমন আছে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। তারপরও কেন যেন মিলছে না। সামান্য কিছু সোনা-রূপার পেছনে যারক্সিযের মতো লোক লাগবে না। তা ছাড়া মেলিখান বলেছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে সিদোরভের বংশমর্যাদা জড়িত...'

'আরও একটা কথা বলেছে মেলিখান,' রানাকে শেষ করতে দিল না সোহানা, 'অনেকদিন আগে শুরু-হওয়া একটা কাজ শেষ করতে চাচ্ছে সিদোরভ। শুনলে হাসি পায়, মনে হয় কেউ যেন গোপন কোনো মিশনে পাঠিয়েছে শয়তানটাকে।'

'আচ্ছা আজ রাতের মতো থাক। চলো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি গিয়ে। কাল সকালে অনেক কাজ। একদিনের জন্য অনেক মাথা ঘামিয়েছি, আর ইচ্ছে করছে না।'

ত্রিশ মাইল উত্তরে তখন জেট বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মেলিখান ও তার তিন সঙ্গী। রানওয়েতে পা রেখেছে কি রাখেনি,

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেলিখানের মোবাইল আওয়াজ করে বুঝিয়ে দিল ভয়েস-মেইল এসেছে। থমকে দাঁড়াল সে, ভ্রূ কুঁচকে তাকাল স্ক্রিনের দিকে। ওর তিন সঙ্গীও দাঁড়িয়ে গেছে।

'কী?' জানতে চাইল একজন।

জবাব না দিয়ে বাঁকা হাসি হাসল মেলিখান। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল রানওয়ের বাইরে। এক সারি চেয়ার পাতা আছে একদিকে, সেদিকে এগিয়ে গেল। একটা চেয়ারে বসে পড়ে ব্রিফকেস খুলে বের করল নিজের ল্যাপটপ। চালু করল ওটা। দ্রুত আঙুল চালাল কীবোর্ডে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর চাপা গলায় বলে উঠল, 'পেয়ে গেছি!'

'কী পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না ওর এক চামচা। 'রানা-সোহানাকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাবটা দিল মেলিখান, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এই বার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।' ল্যাপটপটা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল তিন সঙ্গীর দিকে। 'আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওরা। দক্ষিণদিকে আছে, বাভারিয়ায়। চলো জলদি!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ষোলো

'সম্মানিত যাত্রীরা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার যন্ত্রসঙ্গীত-প্রতিভা উপভোগ করতে পারবেন আপনারা,' নির্ভুল কিন্তু কড়া জার্মান টানের ইংরেজিতে বলে উঠলেন প্রমোদতরীর ক্যাপ্টেন।

www.banglabookpdf.blogspot.com
'দয়া করে ডানদিকে দেখুন। একটা দেয়াল দেখতে পাচ্ছেন? ওটার নাম ইকোওয়্যাণ্ড। ইংরেজিতে যার মানে ইকো ওয়াল।'

নৌকার বাকি বিশ জন যাত্রীর মতোই ডানদিকে তাকাল রানা-সোহানা। আঠারো ফুটের একটা ইলেকট্রিক নৌকায় উঠেছে ওরা। দু'রকমের নৌকা ভাড়া দেয়া হয় বোটহাউসগুলো থেকে। পঁয়ষট্টি ফুটের, যেটাতে পঁচাশিজন যাত্রী উঠতে পারে। আর দ্বিতীয়টা আঠারো ফুটের, যেটার যাত্রী ধারণক্ষমতা পঁচিশ।

সিকি মাইল দূরে, সকালের পাতলা কুয়াশার চাদর ভেদ করে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে পানির উপর। গুল্মলতা আর আগাছায় বোঝাই হয়ে আছে সেটা। পকেট থেকে পলিশ-করা চকচকে একটা হারমোনিকা বের করলেন ক্যাপ্টেন, মুখে দিয়ে ফুঁ দেয়ামাত্র বেজে উঠল হৃদয়স্পর্শী করুণ সুর। শুনলে যে-কেউ ভাববে বাদক তার প্রিয়তমার বিচ্ছেদবেদনায় কাতর। কিছুক্ষণ বাজিয়েই থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন, নৌকাটা ততক্ষণে ইকো ওয়ালের আরও কাছে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, দু'-তিন সেকেণ্ড পরই শোনা গেল ঠিক একই সুর পাহাড়ি দেয়ালটাতে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হেসে উঠল নৌকার যাত্রীরা, খুশিতে হাততালি দিচ্ছে কেউ কেউ।

জবাবে বিনয়ের সঙ্গে হাসলেন ক্যাপ্টেন। যাত্রীদের অভিনন্দনের জবাব দিতে এক পা ভাঁজ করে কিছুটা ঝুঁকে ক্যাপ খুললেন। ভরাট, গম্ভীর, আন্তরিক গলায় বললেন, 'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সেইণ্ট বার্থোলোমিউ'র পিলগ্রিম'স চার্চ এবং সংলগ্ন পার্ক। ওখানে কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি করবো আমরা।'

নৌকা এগিয়ে চলেছে। যাত্রীরা চুপ করে আছে, কারণ লেকের নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে চাচ্ছে। অবশ্য জরুরি কিছু

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
বলার থাকলে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে নিচ্ছে। ইলেকট্রিক মোটরের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই বলা যায়। মাঝেমধ্যে বড় কোনো মাছ ঘাঁই মারছে পানিতে, হঠাৎ টুপ শব্দ শোনা যাচ্ছে তখন। নৌকার দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পানির বিপরীতমুখী দুটো স্রোত। বাতাস শান্ত কিন্তু ঠাণ্ডা। মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়লে ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

ভোর পাঁচটায় উঠেছে রানা, ঘণ্টাখানেক মেডিটেশন আর ব্যায়াম করার পর ডেকে তুলেছে সোহানাকে। ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরে নিয়েছে দু'জনে। নিজের পরিচিত কয়েকজন আর অপিকে ই-মেইল পাঠিয়েছে সোহানা: রাজা যারক্সিযের গ্রীস অভিযানের সময় অ্যাপোলোর মন্দিরে কী কী সম্পদ ছিল? সে-সব সম্পদের বর্তমান মূল্য কত হতে পারে? ওই মন্দির থেকে যারক্সিযের সৈন্যদের কোনোকিছু লুট করার প্রমাণ আছে কি না?

ক্যামেরা তুলে কয়েকটা ছবি তুলল রানা, তারপর তাকাল সোহানার দিকে। নিজের আই-ফোন নিয়ে ব্যস্ত ও। ই-মেইল চেক করছে। প্রকৃতির দিকে মন নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুখটা সোহানার কানের কাছে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল রানা, 'কী দেখছ?'

'অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে জানতে চেয়ে কয়েকজনের কাছে মেইল পাঠিয়েছিলাম। জবাবে অপি ছাড়া প্রায় সবাই কিছু-না-কিছু লিখেছে। কিন্তু সেগুলো পড়ে আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। কোনো প্রশ্নেরই সঠিক জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে টেনশন হচ্ছে সকাল থেকে। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে আমাদের ধারেকাছেই আছে ওরা। ওরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে, আমরা পাচ্ছি না।'

অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'চিন্তা কোরো না, তোমাকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব আমার।'

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানা হাসল না। 'আমি কিন্তু সিরিয়াস।'

ক্যামেরাটা কোলের উপর নামিয়ে রাখল রানা। কিছুটা ঘুরে বসে সরাসরি তাকাল সোহানার দিকে। 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। মেলিখানের সঙ্গে এ-পর্যন্ত যতবার দেখা হয়েছে আমাদের, ততবার কমন কোনো ঘটনা ঘটেছে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সোহানা। 'মনে করতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ ভাবল রানাও। 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ইউক্রেইন আর মোনাকো বাদে বাকি জায়গাগুলোতে একটা কমন ঘটনা আছে।'

'কী?'

'ওই দু'জায়গাতে আমার স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করেছি। বাকি জায়গাগুলোতে তুমি তোমার আই-ফোন ব্যবহার করেছিলে।'

'কেন...এখানেও তো করেছি...' হঠাৎ বুঝতে পারল সোহানা কী বোঝাতে চেয়েছে রানা। 'মাই গড, রানা...কথাটা তো ভেবে দেখিনি! গত রাতে আমার মোবাইলটা চালু করলাম, ই-মেইল চেক করলাম।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না, সোহানা, ভুল হচ্ছে তোমার। স্যালযবার্গে নেমেও কাজটা করেছ তুমি।'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'এত কিছু মনে রাখো কী করে? হ্যাঁ, তুমি বলায় মনে পড়ল, এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেই কাজটা করেছি। তুমি বলতে চাচ্ছ, যে-ক'জায়গায় আমার আই-ফোন চালু করেছি, সেখানেই দেখা গেছে মেলিখানকে। তারমানে আমার ফোনটা কোনোভাবে বাগ করা হয়েছে?'

'টেকনিকালি কাজটা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কাজটা যদি করেও থাকে ওরা, কখন করল? মোবাইলটা তোমার

www.banglabookpdf.blogspot.com
হাতছাড়া হয়েছিল কখনও? মনে পড়ে?'

জবাব দেয়ার আগে আবারও ভাবতে হলো সোহানাকে। 'না, হাতছাড়া হয়নি, কিন্তু আউট-অভ-সাইট যাকে বলে সে-রকম হয়েছিল একবার।'

'কোথায়?'

'সাবমেরিনটাকে যখন তুলতে গেলাম আমরা তখন হোটেলে রেখে গিয়েছিলাম।'

'তারমানে তখন কোনোভাবে হোটেলরুমে ঢুকে পড়েছিল নিয়াযভ অথবা ওর সেই চামচা বক্সার। কী করবে সে-ব্যাপারে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। তোমার মোবাইলটা নাগালে পেয়ে অমাবস্যার চাঁদ হাতে পায় ওরা। এবার বুঝতে পারছি কী করে আমাদের পেছনে আঠার মতো সেঁটে আছে ওরা।'

'কিন্তু রানা, হোটেলের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল নিয়াযভ আর বক্সার। ধরলাম তোমার কথা ঠিক, আমার মোবাইলটাকে বাগ করেছে ওরা তখন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মেলিখান জানল কী করে? আর টেকনোলজিটা ওর হাতেই বা গেল কীভাবে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ভুলে যাচ্ছ সোহানা, ওরা একই দলের লোক। তোমার মোবাইল বাগ করা হয়েছে কথাটা জানা মেলিখানের জন্য অসম্ভব কিছু না। হয়তো পরে নিয়াযভই ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে বাগিং ডিভাইস আর মেকানিযম।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

রানা বলল, 'রাম কে আর এলবায় যখন চালু করেছিলে তোমার মোবাইল, দু'বারই কি ইন্টারনেটে ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, দু'বারই ইন্টারনেটে ঢুকেছিলাম আমি।'

'আই-ফোন দু'ভাবে ইন্টারনেটে সংযুক্ত হতে পারে। বিল্ট-ইন এজের মাধ্যমে অথবা লোকাল ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের

www.banglabookpdf.blogspot.com
মাধ্যমে। আমার অনুমান, তোমার মোবাইলে ট্রান্সপণ্ডার ঢুকিয়ে দিয়েছে নিয়াযভ বা বক্সার। তুমি যখনই ওটা চালু করেছ কিংবা ইন্টারনেটে ঢুকেছ, ট্রান্সপণ্ডারটা মোবাইলের জিপিএস ব্যবহার করেছে এবং তোমার অবস্থান জানিয়ে দিয়ে "পিং মেসেজ" পাঠিয়েছে মেলিখানের কাছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। 'তারমানে রানা, হতে পারে এই নৌকায়ই...'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এখন না। নৌকা থেকে নামার সময় দেখবো। ওদেরকে বুঝতে দেয়া যাবে না ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে আমাদের কাছে। তোমার মোবাইল শেষ কখন চালু করেছিলে?'

'মোটেলে। আজ সকালে। নেটে ঢুকে কয়েকটা মেইল করেছি, বলেছি আগেও। সেই থেকে চালুই আছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু আমাদেরকে কেউ ফলো করছে বলে একবারও মনে হয়নি আমার কাছে।'

'আমারও না। কিন্তু এ-জায়গায় এখন পর্যটকদের উপচে-পড়া ভিড়। এত মানুষের মধ্যে কে আমাদেরকে ফলো করছে তা বুঝতে পারাটা কঠিন কাজ।'

'আরেকটা খারাপ খবর হচ্ছে, এলাকাটা বেশি বড় না। চাইলে মাত্র ছ'জন লোক নিয়ে আমাদের উপর নজরদারি করতে পারবে মেলিখান। কে জানে, আমাদেরকে হয়তো নৌকায় উঠতে দেখেছে ওরা। এ-নৌকায় হয়তো নেই, কিন্তু পরের কোনো নৌকায় ঠিকই আসছে আমাদের পেছন পেছন।'

'কী করবো তা হলে?'

'যা করার জন্য এসেছি তা-ই। মেলিখান আর ওর চামচাদের ভয়ে পালানোর প্রশ্নই আসে না। ওরা কোথায় লুকিয়ে থেকে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
আমাদেরকে দেখছে তা-ও জানার দরকার নেই। আমরা ভান করবো যেন ঘুরতে বেড়িয়েছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবার তোমার ফোনটা দাও আমাকে,' পকেট থেকে সুইস নাইফ বের করল রানা। 'কাজ আছে।'

সোহানার কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে প্রথমেই কভার খুলে ফেলল ও। সুইস নাইফে অনেকগুলো ফলা আছে, বেছে বেছে সরু একটা স্ক্রুড্রাইভার বের করল। ওটা দিয়ে আই-ফোনের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল। কাজ করতে করতেই মুখ তুলে তাকাচ্ছে বার বার, সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র গির্জাটা কতখানি কাছিয়ে এসেছে জানতে চায়।

ভিতরের কভারটাও খুলে ফেলল রানা। মাদারবোর্ড আর অন্যান্য সার্কিটগুলো দেখা যাচ্ছে এখন। নখের সমান গোলাপি রঙের একটা সার্কিট চিপ দেখা যাচ্ছে, মনোফিলামেন্টের মতো একজাতীয় তার দিয়ে আই-ফোনের ব্যাটারির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সুইস নাইফের চিমটাটা বের করল রানা, ওটা দিয়ে সাবধানে তুলে ধরল গোলাপিরঙা চিপটা। বলল, 'এই সেই শয়তান।'

চেপে-রাখা দম ছাড়ল সোহানা। 'এটা খুলতে গেলে আবার কোনো পিং মেসেজ পেয়ে যাবে না তো মেলিখান?'

'মনে হয় না। যেহেতু ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত, তাই এ-চিপের কাজ হচ্ছে ব্যাটারি থেকে ডিভাইসে ডিরেক্ট কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ামাত্র সচল হওয়া এবং নির্দিষ্ট একটা মেসেজ ট্রান্সমিট করা। তারমানে এটাকে যদি সরিয়ে ফেলি, মেলিখান মনে করবে তোমার মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছ।'

'তা হলে জলদি করো কাজটা। মোটেও চাই না কেউ চোখ রাখুক আমার উপর,' রানার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল সোহানা। 'বিশেষ করে যখন তোমার সঙ্গে আছি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাসল রানাও, চিপটাকে ডিসেব্‌ল্ করে দিল। তারপর ওটা রেখে দিল শার্টের পকেটে। দ্রুত হাতে আই-ফোনটাকে রিঅ্যাসেম্বল করে ফেরত দিল সোহানার কাছে।

বিশ মিনিট পর।

কুয়াশার চাদর উধাও হয়েছে। এখন নীল আকাশে ঝকঝক করছে সূর্য। দূর থেকে সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র গির্জাটা দেখা যায়। পেঁয়াজ আকৃতির লাল রঙের গম্বুজগুলো চোখে পড়ছে আগে। গির্জাটা ছাড়িয়ে আরও দূরে তাকালে দেখা যায় নাম-না-জানা কোনো পর্বতের চূড়া, তাতে জমে আছে তুষার। সকালের রোদ থেকে থেকে যেন চিমটি কেটে যাচ্ছে জমাট বরফের গায়ে, চোখ-ধাঁধানো ঝলকানি দেখা যাচ্ছে কখনও কখনও।

গির্জাটা আশপাশের ঘন-জঙ্গলে-ভরা এলাকার তুলনায় ন্যাড়া একটা তৃণভূমিতে তৈরি। ওটা আসলে পাহাড়ি একটা ঢাল, আয়তনে চল্লিশ একরের মতো। দুটো ফেরিঘাট দেখা যাচ্ছে; দর্শনার্থীদের আগমন আর প্রস্থানের জন্য একটা, অন্যটা গির্জার পেছনদিকে—এটাকে ঘাটের চেয়ে বোটহাউস বললেই বেশি মানায় সম্ভবত। ঘাসেছাওয়া সবুজ লন আর হাঁটার জন্য বানানো ফুটপাত আছে গির্জার পেছনে। কাঠের কয়েকটা আউটবিল্ডিং-ও আছে। গির্জার বয়সের চেয়ে ঘরগুলোর বয়স কম হলেও অযত্নের কারণে দৈন্যদশা হয়েছে ওগুলোর। কোনো কোনো ঘর বেশ বড়, কোনোটা আবার ছোট কেবিনের মতো।

ফেরিঘাটের কাছে গিয়েও আরেকটা প্রমোদতরীর কারণে ভেড়ানো গেল না নৌকা। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে বেড়ালেন লেকে। ভালই হলো, ভাবল রানা, গির্জার চারপাশে নজর বুলানোর সুযোগ পাওয়া গেল।

অন্য নৌকাটার যাত্রী নামানো শেষ, সাবধানে আস্তে আস্তে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
একটা পিয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। এক ক্রুম্যান লাফিয়ে নামল ফেরিঘাটে, দক্ষ হাতে নৌকার দড়িদড়া বেঁধে ফেলল নিরেট লোহার স্তম্ভের সঙ্গে, তারপর কাছিয়ে আসা নৌকার রেলিং ধরে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে গেল পাটাতনে। তার কাজ দেখে শিস বাজাল রানাদের নৌকার দু'-চারজন যাত্রী—নামকরা বাজিকরের খেলা দেখতে পেয়েছে যেন।

রানাদের প্রমোদতরী এবার এগিয়ে যাচ্ছে ফেরিঘাটের দিকে। অন্য যাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়েছে, নামার জন্য কারও তর সইছে না সম্ভবত। সীট ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল সোহানাও, হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল রানা। চোখের ইশারায় নিষেধ করল। বুঝতে পারল সোহানা। মেলিখান বা ওর লোকেরা যদি থেকে থাকে নৌকায়, রানা-সোহানা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কিন্তু সে-রকম কাউকে দেখা গেল না। রানা-সোহানা বাদে নৌকায় এখন আছেন শুধু ক্যাপ্টেন আর তাঁর ক্রুম্যানরা। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ক্যাপ্টেনের। মুচকি হাসলেন তিনি, ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইলেন কোনো সমস্যা আছে কি না। জবাবে হাসল রানাও, মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল কোনো সমস্যা নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফেরিঘাটের এককোণে ছোট ছোট অস্থায়ী কিছু দোকান দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই গিফট শপ। ফাস্টফুড আর পানীয়ের দোকানও আছে। আগের নৌকার যাত্রীদের সবাই এখনও সরে যায়নি ফেরিঘাট থেকে। কেউ কেউ জটলা পাকিয়েছে দোকানগুলোর সামনে। কেউ ছবি তুলছে। কেউ আবার কাঁধের ব্যাগ থেকে ম্যাপ বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। নৌকার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামছে রানা-সোহানা, বার বার এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে দু'জনই। দেখলে মনে হবে না কাউকে খুঁজছে, অথচ মেলিখানের চেহারাটা দেখতে চাচ্ছে। একটু পর পর চোখের কাছে ক্যামেরা তুলছে রানা। যাকেই সন্দেহ হচ্ছে তার

www.banglabookpdf.blogspot.com
চেহারাটা দেখে নিচ্ছে যুম করে ছবি তোলার বাহানায়।

আগের নৌকাটা বড়, সেখানে যাত্রীও বেশি। কোনো কোনো যাত্রী সঙ্গে ট্যুরগাইডও নিয়ে এসেছে, মনে হয় যতটা না শেখার জন্য তারচেয়ে বেশি অন্যকে দেখানোর জন্য। এ-রকম দু'-চারজন গাইড ইতিমধ্যে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে, '...বানানো হয়েছে বারো শতকে। বার্থোলোমিউ'র মতো সাধু এ-অঞ্চলে আর আসেননি, আসবেন কি না সন্দেহ আছে। স্থানীয় কৃষক আর গোয়ালারা তাঁকে ত্রাতা হিসেবে মান্য করে...'

'...গির্জার ভিতরটা নকশা করা হয়েছে স্যালযবার্গ ক্যাথেড্রালের মতো করে। আর বাইরের কারুকাজ অনুপম, স্থানীয় এক নকশাবিদ তাঁর জীবনের সেরা কাজটা উপহার দিয়েছেন হয়তো আপনাদের কথা ভেবেই...'

'...আঠারো শ' তিন সাল পর্যন্ত গির্জাসংলগ্ন হাণ্টিংলজগুলো ইউরোপের নামকরা যুবরাজদের জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ থাকত। তাঁরা এখানে আসতেন, শিকার করতেন, বিশ্রাম নিতেন....'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফেরিঘাটে পা রাখল রানা-সোহানা। অস্থায়ী দোকানগুলোর চারপাশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চক্কর দিল কিছুক্ষণ। না, পরিচিত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লেকের দিকে তাকাল রানা। আধ মাইল দূরে আরেকটা প্রমোদতরী দেখা যাচ্ছে, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ফেরিঘাটের দিকে। ওটার এক মাইল পেছনে আরেকটা।

'কী ভাবছ?' ওকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'ভাবছি দুটো কাজ করা যায় এখন। এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারি পরের নৌকা দুটোর জন্য। এই দোকানগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে সহজেই দেখতে পারবো কে কে আসছে। মেলিখান বা ওর লোকদের চিনতে অসুবিধা হবে না তখন। দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে, জাহান্নামে যাক মেলিখান আর তার চামচারা—ভেবে নিয়ে মিশে যেতে পারি জনতার ভিড়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com
নেপোলিয়নের কোডে কেন বলা হয়েছে বার্থোলোমিউ'র গির্জার কথা, বের করার চেষ্টা করতে পারি।'

'দ্বিতীয় কাজটা করাই উচিত হবে মনে হয়। ওটাই বেশি লাভজনক। তা ছাড়া আমি অপেক্ষা করার পক্ষপাতী নই।'

'চলো তা হলে।'

ফাস্টফুডের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, জায়গা পরিবর্তন করে গিফটশপগুলোর কাছে চলে গেল ওরা। কী মনে হতে সোহানাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল রানা।

জামাকাপড়সহ অন্যান্য গিফট আইটেম সাজিয়ে রাখা হয়েছে থরে থরে। র‍্যাক থেকে একটা হালকা হলুদ আর একটা ঘন নীল রঙের সোয়েটশার্ট বাছাই করল রানা। আরেকদিকের র‍্যাক থেকে বের করল ঢলঢলে দুটো হ্যাট। একটা শার্ট আর হ্যাট দিয়ে সোহানাকে পাঠিয়ে দিল চেঞ্জরুমে। ও বাইরে আসার পর নিজে গিয়ে ঢুকল, শার্ট পরে হ্যাট মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে ক্যামেরাটা চালান করে দিল সেটার ভিতরে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চেঞ্জরুম থেকে বাইরে আসতে সময় লাগল রানার। তাই ও বের হওয়ার সময় ভ্রূ নাচিয়ে কারণ জানতে চাইল সোহানা। জবাবে মুচকি হেসে শুধু মাথা নাড়ল রানা, কিছু বলল না।

ইতিমধ্যেই যদি ওদেরকে দেখে ফেলে থাকে মেলিখান আর ওর লোকেরা, রানা আশা করছে অতি সাধারণ এই ছদ্মবেশে কিছুটা হলেও ফাঁকি দিতে পারবে। শার্ট, হ্যাট আর ব্যাকপ্যাকের দাম চুকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে, মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

এতক্ষণে দু'শ'র মতো লোক জমে গেছে। তাদের অনেকের গায়ে রানা-সোহানার মতো বাহারি রঙের পোশাক।

'রেডি?' সোহানার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

জবাবে হাসল সোহানাও। 'তোমার সঙ্গে থাকলে, সবসময়।' খোঁপা করেছে ও, কপালের উপর নেমে-আসা কিছু চুল আঙুল দিয়ে ঠেলা মেরে ঢুকিয়ে দিল হ্যাটের নীচে। 'চলুন, জেনারেল। যেখানে নিয়ে যাবেন, যাবো।'

পরের আধঘণ্টা ফেরিঘাটের চারপাশে জনতার ভিড়ে আবারও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল রানা। দূর থেকে লেক, পাহাড় আর জঙ্গলটাকে দেখতে অসাধারণ সুন্দর লাগছে। কিন্তু ভুলেও ক্যামেরা বের করছে না রানা। মেলিখানের চোখে ধরা পড়তে চায় না।

হঠাৎ ওর একটা হাত চেপে ধরল সোহানা। 'পেয়েছি!'

'মেলিখানকে? কোথায়?' সোহানা যেদিকে তাকিয়ে আছে তার ঠিক উল্টোদিকে তাকাল রানা ইচ্ছা করে।

'যে-নৌকাটা ফেরিঘাটে ভেড়ার জন্য অপেক্ষা করছে এখন সেটাতে। সামনে থেকে চার নম্বর জানালার পাশে বসেছে শয়তানটা। মুখ বের করে তাকিয়ে আছে দোকানগুলোর দিকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ধীরেসুস্থে, যেন কোনো তাড়া নেই এমন ভঙ্গিতে ঘুরল রানা। যে-নৌকাটা ভিড়তে যাচ্ছে ফেরিঘাটে সেটার দিকে তাকাল। ইচ্ছা করেই দাঁত বের করে রেখেছে, যেন সোহানার কোনো কথায় মজা পেয়েছে। কিছু বলার ভান করে ঠোঁট নাড়াল, আসলে কিছুই বলেনি। হাসিটা আরও চওড়া হলো, প্রায় সবগুলো দাঁত দেখা যাচ্ছে এখন।

ঘুরল রানা, তাড়াহুড়ো করল না। সোহানার হাত ধরে টান দিল। গিফটশপগুলোর দিকে যাচ্ছে আবার। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, সোহানা।'

'কী?'

'চেঞ্জিংরুমে যখন ছিলে তুমি তখন একটা কাজ করেছি। মোবাইলের স্পেয়ার ব্যাটারি কিনেছি আরেক দোকান থেকে,

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপর নিজে কাপড় চেঞ্জ করার সময় ট্রান্সপণ্ডারটাকে যুক্ত করে দিয়েছি ওটার সঙ্গে। এ-কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে আমার। এখন তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, যেখান থেকে শার্ট আর হ্যাট কিনেছি সে-দোকানে গিয়ে ঢুকতে হবে আবারও। সোয়েটশার্ট ঠিকমতো ফিটিং হচ্ছে না বলে আবারও ঢুকে পড়বে চেঞ্জিংরুমে। কাপড় ঠিক করার বাহানায় চিপটাকে রুমের ভিতরে, সহজে লোকের চোখ পড়বে না এমন জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আসবে। যেহেতু ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত সেহেতু পিং মেসেজ পাঠিয়েছে চিপ, তাই মেলিখান জানে আমরা আছি কাছাকাছি। আমি চাই কথাটা জানতে থাকুক সে, আর সে-সুযোগে নিজেদের কাজটা সেরে ফেলতে পারবো।'

'কিন্তু...বেশিক্ষণ ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না মেলিখানকে। সে ঠিকই বুঝে যাবে...'

'আমিও জানি বুঝে যাবে সে। কিন্তু যতক্ষণ না বোঝে ততক্ষণই লাভ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমি যখন চেঞ্জিংরুমে থাকবো তখন তুমি কী করবে?'

'এগোতে শুরু করবো গির্জার দিকে। অন্তত ওখানে ঢোকার আগের সময়টুকু আলাদা থাকলেই ভালো হয় আমাদের জন্য। ধরে নিচ্ছি আমাদেরকে হারিয়ে ফেলবে মেলিখান, কাপড় দেখেও চিনতে পারবে না। তখন সে কী করবে জানো? দেখতে শুরু করবে কারা কারা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

রানার সামনে এখন যে-ক'জন ট্যুরিস্ট হেঁটে যাচ্ছে তাদের প্রায় সবার সঙ্গে গাইড আছে। দু'-চারজন আছে যারা গাইড নেয়নি। নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। সমান মাপের বড় বড় সিমেন্টের-ব্লক জমিতে ফেলে পেভমেন্ট বানানো হয়েছে, ওটা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। ফেরিঘাটের কাছে ভিড়েছে মেলিখানদের নৌকা, তিন সঙ্গীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে সে। চারজনের কাছেই ফায়ারআর্মস আছে সম্ভবত, ভাবল রানা।

একা হতেই নেপোলিয়নের ধাঁধাটা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে ওর মনে। আর দুটো লাইনের সমাধান বের করতে পারলেই...

দ্য জিনিয়াস অভ আইওনিয়া, হিজ স্ট্রাইড আ ব্যাটল অভ রাইভালস

আ ট্রায়ো অভ কইনস্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা

প্রথম লাইনের কী যেন বার বার কাঁটার মতো বিঁধছে রানার মনে। বার বার মনে হচ্ছে, ঐতিহাসিক কোনো কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে লাইনটার, কিন্তু বুঝি বুঝি করেও সেটা বোঝা হয়ে উঠছে না। হাঁটছে আর কথাগুলো ভাবছে ও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অন্যমনস্ক ছিল, তাই পিছনের মহিলার কথা বুঝতে সময় লাগল ওর।

'পার্ডন মি, প্লিয।'

কথাটা শুনেও শুনল না রানা।

'এক্সকিউয মি...'

এবার ঘুরে তাকাল রানা। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে ক্রাচে ভর দিয়ে। রানা তাকানোমাত্র হাসল, আবারও বলল, 'এক্সকিউয মি...'

পেভমেন্ট থেকে নেমে দাঁড়াল রানা, মহিলাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে আরও একবার তাকাল ফেরিঘাটের দিকে। না, মেলিখান বা ওর চামচাদের দেখা যাচ্ছে না। হয়তো গিফটশপগুলোর দিকে গেছে। সোহানা কোথায়?

www.banglabookpdf.blogspot.com
ওকেও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ট্যুরিস্টদের অন্য কোনো দলের সঙ্গে মিশে গেছে, এগিয়ে আসছে গির্জার দিকে।

ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে খোঁড়া মহিলা। পেছন থেকে সরু চোখে তাকে দেখছে রানা। মহিলার একটা পা অন্যটার চেয়ে খাটো। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটা ক্রাচ আরেকটার চেয়ে খাটো করতে হয়েছে।

'স্ট্রাইড...' বিড়বিড় করছে রানা, 'মানে পদক্ষেপ। ব্যাটল অভ রাইভালস...মানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের লড়াই...' হঠাৎ করেই বুঝতে পারল রানা কী বোঝাতে চেয়েছেন নেপোলিয়ন। পকেট থেকে আই-ফোনটা বের করল। ইন্টারনেটে ঢুকে গুগলে সার্চ দিল। প্রাচীন গ্রীস আর আইওনিয়ান লিগ লিখে খুঁজতে শুরু করল। মনের মতো রেযাল্ট পেতে দেরি হলো না।

আইওনিয়ান লিগের একটা সদস্য ছিল সামোস দ্বীপপুঞ্জ, পিথাগোরাসের জন্মস্থান। আর পিথাগোরাসকে বলা হয় ত্রিভুজের জনক, বিশেষ করে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মহিলার ক্রাচের দিকে আবারও তাকাল রানা। একটা ক্রাচ আরেকটার চেয়ে ছোট। ত্রিভুজের হিসেবে চিন্তা করলে বিষমবাহু ত্রিভুজ। কিন্তু পিথাগোরাস ছিলেন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের জনক।

'যে-ত্রিভুজের দুটো বাহু সমান তাহাকে বলা হয় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ,' স্কুলে থাকতে জ্যামিতিতে পড়া সংজ্ঞা আউড়াল রানা, 'এখন একটা বাহুকে যদি আরেকটার প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা হয় তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় দ্য ব্যাটল অভ রাইভালস।'

অর্থাৎ, হেসে ভাবল ও, গির্জার ভিতরে কোনো এক জায়গায় একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ খুঁজতে হবে। যেটার ভিতরে সেই মৌমাছির প্রতীক থাকবে সম্ভবত। তা হলে আর একটা লাইন বাকি থাকে। আ ট্রায়ো অভ কইনস্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল

www.banglabookpdf.blogspot.com
পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে গির্জার কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, খেয়াল করেনি। আই-ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে এদিক-ওদিক তাকাল। প্রায় চার শ' গজ দূরে, গিফটশপগুলোর কাছে, পাগলের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে মেলিখান আর তার চামচারা। কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রায় প্রতিটা ট্যুরিস্টের পথ আটকে চেহারা দেখছে। মুচকি হাসল রানা, দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল আরেকদিকে। সোহানাকে দেখা গেল এবার। একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে মিশে গেছে, ঘাসে ছাওয়া জমিন ধরে এগিয়ে আসছে গির্জার দিকে। ইতিমধ্যে বান্ধবী বানিয়ে নিয়েছে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে। খোশ গল্প জুড়ে দিয়েছে মেয়েটার সঙ্গে।

ঘুরতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে থামতে হলো রানাকে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করছে মেলিখান, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল তিন চামচাকে। ওরা কাছে যাওয়ামাত্র সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল। এরপর দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। ধীর পায়ে ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা দল। এক চামচাকে সঙ্গে নিয়ে ফাস্টফুডের দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল মেলিখান।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানার কাছে এসে দাঁড়াল সোহানা। বলল, 'ওদেরকে দেখেছি আমিও। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। যারা ফেরিঘাটের দিকে গেছে তারা ওখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। আমরা কি তা হলে ফাঁদে পড়ে গেলাম?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না রানা। সোহানাকে নিয়ে ঢুকে গেল গির্জা-ঘিরে-রাখা উঁচু কাঠের-বেড়ার ভিতরে। এককোণে সরে এসে বলল, 'একটা সুসংবাদ আছে।'

'হুঁ' সোহানার চোখেমুখে আগ্রহ।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ব্যাপারটা বলল রানা।

'তারমানে গির্জায় ঢোকার আগে,' বের হয়ে-আসা চুল ঠেলে আবার হ্যাটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সোহানা, 'কী খুঁজতে হবে জেনে গেলাম।'

'সেই সঙ্গে এ-ও জেনে গেছি,' আকাশ ছুঁতে-চাওয়া লাল গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'আমাদেরকে বেশি সময় দেবে না মেলিখান। গির্জার দিকে আসবেই সে।'

সতেরো

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কইন্,' রানার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল সোহানা, 'তিনটে মানে পেয়েছি শব্দটার। প্রিন্টিংমেশিনের ব্লক আটকানোর গোঁজ, কামানের নল উপরের দিকে তোলার কাজে ব্যবহৃত কীলক আর খিলানে ব্যবহৃত কর্নারস্টোন। আমার মনে হয় শেষেরটাই হবে। কারণ কাছেপিঠে কোথাও প্রিন্টিংপ্রেস বা কামান দেখতে পাচ্ছি না।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। মেলিখান যেদিকে গেছে, ঘাড় ঘুরিয়ে বার বার সেদিকে তাকাচ্ছে। একইসঙ্গে ভাবছে নেপোলিয়নের ধাঁধাটা নিয়েও। সোহানার থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছে, দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছে গির্জার দিকে। কখনও আবার ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে কাছের ট্যুরিস্টদেরকে।

'কর্নারস্টোনের কথা যদি বলি,' আবারও বলল সোহানা, 'বার্থোলোমিউ'র গির্জায় অনেকগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু

www.banglabookpdf.blogspot.com
আউটবিল্ডিংগুলোতে একটাও নেই সম্ভবত, না?'

রানা কোনো জবাব দিল না।

'আউটবিল্ডিংগুলোতে নেই, কারণ ওগুলো কাঠ দিয়ে বানানো,' রানা নিশ্চুপ দেখে জবাব দিয়ে দিল সোহানাই।

হাতের বাঁ দিকে কাঠ দিয়ে বানানো বেড়া। পিছনটা ভরে আছে ঝোপঝাড়ে। বেড়ার এপাশে, পেভমেন্টের সঙ্গেই, ছাতার নীচে কয়েকটা টেবিল পাতা। রোদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চেয়ারে বসে পড়েছে পাঁচ-ছ'জন ট্যুরিস্ট। ওদের মনোরঞ্জনের জন্য টেবিলগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে একদল স্থানীয় বাদক। এদেরকে ছাড়িয়ে গির্জার সামনে দিয়ে ঘুরে পেছনের লনে চলে এল রানা-সোহানা।

'কামান,' হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা, হাত তুলে দেখাচ্ছে, 'একজাতের।'

ও যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল সোহানা। ত্রিশ গজ দূরে, লনের প্রায় মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কোমর-সমান উঁচু পাথরের একটা পেডেস্টাল। সেটার মাথায় ব্রোঞ্জের একটা সেক্সট্যান্ট—দিগন্তে সূর্যের উন্নতি মাপার জন্য ব্যবহৃত পূর্ব-আধুনিক নেভিগেশন যন্ত্র। একটা সেক্সট্যান্ট দৈর্ঘ্যে সাধারণত একটা খোলা হার্ডকভার বইয়ের সমান হয়, কিন্তু এটা চার কি পাঁচ গুণ বেশি—কমপক্ষে চার ফুট। যে বা যারা বানিয়েছে, বোধহয় টেলিস্কোপ বানাতে গিয়ে ভুলে সেক্সট্যান্ট বানিয়ে ফেলেছে। হাস্যকর রকমের বড় নলটা কামানের নলের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

পায়ে পায়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা-সোহানা। লনে বেশি লোক নেই, বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে পেভমেন্টের উপর। গির্জা অথবা দূরের পর্বতের দিকেই নজর সবার।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'দেখো,' রানার হাত ধরে হালকা টান দিল সোহানা, 'পেডেস্টালের গায়ে একটা ফলক দেখা যাচ্ছে। জার্মান ভাষায় কী যেন লেখা আছে।'

ঝুঁকে পড়ে লেখাটা পড়ল রানা, তারপর বাংলায় বলল, 'আঠারো শ' ছয় সালের অগাস্টে রাইন কনফেডারেশনের সদস্য এবং বাভারিয়ার রাজা প্রথম ম্যাক্সিমিলানকে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের পক্ষ থেকে,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোহানা, কী যেন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আবার রানার হাত ধরে টান দিল। 'দেখো, তাড়াতাড়ি!'

বসে পড়ল রানাও। সোহানা যা দেখছে, মনোযোগ দিল সেদিকে। সেক্সট্যান্টটার নীচের দিকে একটা ভার্টিকাল ইনডেক্স আর্ম আছে। ওটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে সেক্সট্যান্টের সঙ্গে সংযুক্ত একটা বাঁকানো আর্কের উপর ঘুরতে পারে। আর্কটার গায়ে অনেকগুলো খাঁজ খোদাই-করা। প্রতিটা খাঁজ এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ নির্দেশ করছে। তারমানে ইনডেক্স আর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী আর্কে এখন যতটা গ্যাপ আছে, সেটা হলো বর্তমান রিডিং। একনজর দেখল রানা: সত্তর।

উঠে দাঁড়াল ও এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল খানিকটা। দূরের আউটবিল্ডিংগুলোর কাছে, কয়েকটা গাছের আড়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছে মেলিখান আর ওর এক সহচর। কোন্ ফাঁকে এতটা কাছে এসে পড়ল ওরা? রানা-সোহানাকে চিনতে পারেনি মনে হয়।

'সেক্সট্যান্টটা যদি কামান হয়,' মেলিখানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলছে রানা, 'আর আর্কের গায়ে খোদাই-করা খাঁজগুলো কইন, তা হলে মানতে হবে লোরনের ধাঁধার এই অংশটা রূপক।'

'মানলাম,' স্বীকার করে নিল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'লাইনটা মনে করো: আ ট্রায়ো অভ কইনস্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা। তারমানে চতুর্থ কইনটা হলে গ্রুপ পুরো হবে। এখন তোমার কাছে যদি পূর্ণাঙ্গ একটা গ্রুপ থাকে তা হলে বলো তো, শতকরার হিসেবে কতখানি আছে?'

'সহজ। এক শ'।'

'তারমানে সেক্সট্যান্টের প্রতিটা কইন পুরোটার চারভাগের একভাগ নির্দেশ করছে। ক'টা খাঁজ আছে গোনো তো?'

'এক শ' বিয়াল্লিশ,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহানা।

'তারমানে এক শ' বিয়াল্লিশকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে। পাওয়া যাবে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ। ভাগফলকে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে। রেযাল্ট এক শ' ছয় দশমিক পাঁচ। অর্থাৎ আমরা যদি ব্যারেলটাকে তুলে এক শ' ছয় ডিগ্রিতে নিয়ে যাই...'

কাজটা না করে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, ওর দেখাদেখি সোহানাও। এক শ' ছয় ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিয়ে গেলে ব্যারেলটা কোন্‌দিকে নির্দেশ করতে পারে বোঝার চেষ্টা করছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবচেয়ে কাছের লাল রঙা গম্বুজের উপরের মিনারটা দেখা যাচ্ছে।

আরও একবার দৃষ্টি বিনিময় করতে হলো রানা-সোহানাকে।

গির্জার দিকে দশ কদমও এগোয়নি ওরা, এমন সময় লাউডস্পিকারে প্রথমে জার্মান ভাষায় পরে ইংরেজিতে ঘোষণা করা হলো: 'সম্মানিত দর্শনার্থীদেরকে জানানো যাচ্ছে, আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি, ঝড় আসছে। জোরালো বাতাসের আশঙ্কায় পার্ক আজকের মতো বন্ধ করে দিতে হচ্ছে আমাদেরকে। আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনারা দয়া করে ফেরিঘাটের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
এগিয়ে যান এবং পার্কস্টাফদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করুন। ধন্যবাদ।'

রানা-সোহানার আশপাশ থেকে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। মা-বাবারা গলা ফাটিয়ে তাদের বাচ্চাদের ডাকছে। কেউ কেউ মুখ তুলে তাকিয়েছে নীল আকাশের দিকে, কোথায় মেঘ জমেছে জানতে চায়।

সোহানা বলল, 'আমি তো কোনো...'

'ওই যে, ওখানে,' হাত তুলে দেখিয়ে দিল রানা।

দিগন্তের দক্ষিণপশ্চিম কোণে, পর্বতের চূড়া ছাড়িয়ে আরও উপরে জমতে শুরু করেছে লালচে-কালো মেঘ। স্লো-মোশন ছায়াছবির মতো এগিয়ে আসছে ওটা, যত এগোচ্ছে তত নামছে, শেষপর্যন্ত পার্কের উপরে এসেই তাণ্ডবলীলা চালাবে হয়তো।

বিপদ বুঝতে পারছে দর্শনার্থীরা, সারি বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে ফেরিঘাটের দিকে। কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ আবার কুছ-পরোয়া-নেই ভঙ্গিতে হাঁটছে। হালকা নীল শার্ট-পরা পার্কস্টাফদের দেখলে যে-কারোরই রাখালের কথা মনে পড়ে যাবে এখন। সারা পার্কে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে তারা, যারা হেলেদুলে হাঁটছে তাদেরকে তাড়া দিচ্ছে, সন্তানদের আগলে রাখতে সাহায্য করছে মা-বাবাদেরকে।

'আমি ফিরে যেতে চাই না,' সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'তুমি ইচ্ছা করলে...'

'তুমি কেন যে মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে এ-রকম আজগুবি ব্যবহার করো বুঝি না,' মুখ ঝামটা মারল সোহানা। 'আমি কি কচি খুকি? তোমার সঙ্গে থাকছি আমি। কোথাও যাবো না।'

'কিন্তু...'

'ব্যস,' হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল সোহানা। 'এ-বিষয়ে আর কোনো কথা না। এবার বলো কোথায় লুকাবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com
'চলো তা হলে।'

পঞ্চাশ গজ দূরে একটা পেভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, বাঁয়ে বাঁক নিয়ে চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। ডানে, ফেরিঘাটের দিকে এগিয়েছে আরেকটা পেভমেন্ট। বাঁ দিকের পথটা বেছে নিল ওরা, দ্রুত পায়ে হাঁটছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল ডজনখানেক দর্শনার্থী।

একজন যেতে যেতে জার্মান ভাষায় রানাকে বলল, 'ভুল হচ্ছে, ভায়া, ফেরিঘাট এদিকে না।'

সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসলে আমার ক্যামেরাটা ফেলে এসেছি।'

মিনিটখানেকের মধ্যে জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। এখান থেকে পেভমেন্টটা আবারও বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, আউটবিল্ডিংগুলোর দিকে গেছে। ওদিকে গেল না ওরা। পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে পড়ল, রেড়ার এপাশে চলে এসে ঝোপগুল্মের আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে। এক শ' ফুটের মতো এগোনোর পর থামল। একটা পাইন গাছের ঘন ডালপালার নীচে বসে পড়ল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আকাশে আরও ঘন হয়েছে মেঘ। ওপর থেকে গুড়গুড় শব্দে ধমক মারা হলো। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে।

একজায়গায় বসে থেকে পরের বিশটা মিনিট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রানা-সোহানা। দর্শনার্থীদের প্রথম দলটা সুশৃঙ্খলভাবে গিয়ে উঠল বড় প্রমোদতরীটাতে। ওদেরকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে গেল নৌকাটা। আরও দুটো নৌকা নবাগতদের নিয়ে ভিড়তে যাচ্ছিল ফেরিঘাটে, আবহাওয়ার খবর জানতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ওগুলো। রানারা যে-নৌকায় এসেছিল তার ক্যাপ্টেনকে দেখা যাচ্ছে ফেরিঘাটে। নৌকায় উঠে পড়ার জন্য তাড়া দিচ্ছেন নিজের যাত্রীদেরকে।

কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল দর্শনার্থীদের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোলাহল। এখন শোনা যাচ্ছে জোরালো বাতাসের আওয়াজ আর থেকে থেকে গাছের পাতা কেঁপে ওঠার শব্দ। ফেরিঘাটে যারা রয়ে গেছে এখনও তাদের চেঁচামেচি কানে আসছে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর এভাক্যুয়েশনের নোটিশ পড়া হচ্ছিল লাউডস্পিকারে, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

'ঠাণ্ডা লাগছে,' নিচু গলায় বলে উঠল সোহানা।

ব্যাকপ্যাক থেকে সোয়েটশার্ট আর উইণ্ডব্রেকার বের করল রানা। নিজের জন্য এক জোড়া রেখে আরেকজোড়া দিল সোহানাকে।

ওগুলো গায়ে চড়িয়ে সোহানা বলল, 'কী মনে হয় তোমার? মেলিখান আর ওর লোকেরা চলে গেছে?'

'মনে হয় না। আমাদেরকে না দেখা পর্যন্ত ফেরিঘাট ছেড়ে নড়বে না ওরা। খারাপটা ধরে নেয়াই ভালো, সোহানা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

এক ঘণ্টা পর।

রানারা যে-নৌকায় করে এসেছিল সেটা চলে গেছে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। একটু পর পর নুয়ে পড়ছে আশপাশের গাছগুলো। এত জোরে নড়ছে ওগুলোর ডাল, দেখলে মনে হয় দুই হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে কোনো দানব। ঝরাপাতা উড়ে বেড়াচ্ছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে। তুষার পড়তে শুরু করেছে। বাতাসের ধাক্কায় উড়ে বেড়াচ্ছে পড়ন্ত তুষারকণাও। কোনো কোনো গাছের নীচে, পার্কের ঘাসের-গালিচার কোথাও কোথাও জমাট বেঁধে সাদা সাদা ছোপ তৈরি করেছে তুষার। কিন্তু সেগুলোও বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারছে না বাতাসের দাপাদাপির কারণে। থেকে থেকে সারা পার্কে তুষারঘূর্ণি বয়ে যাচ্ছে মাতাল হাওয়ার কারণে।

'চলো উঠি,' বলল রানা, 'কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কোন্ দিকে যাবে?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'আউটবিল্ডিংগুলোর ওদিকে?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। 'ঠিক আছে, চলো ওদিকেই যাই।'

প্রথমে ঝোপগুলোর কাছে হাজির হলো দু'জনে, তারপর বেড়া ডিঙিয়ে খানিকটা হেঁটে পেভমেন্টে উঠল। দেখলে মনেই হয় না ঘণ্টা দেড়েক আগে এখান দিয়েই হেঁটে গেছে ওরা। তুষারের কারণে সাদা হয়ে গেছে পেভমেন্ট, পিচ্ছিল হয়ে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটা লগ কেবিনের সামনে হাজির হতে সময় লাগল ওদের।

কেবিনের ছাদটা নিচু, দুই ঢালবিশিষ্ট। একাধিক জানালা আছে, কিন্তু সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তক্তা মেরে। কেবিনটা বেশ লম্বা, এক শ' ফুটের কাছাকাছি হবে। একদিকের দেয়ালে দরজা দেখা যাচ্ছে, তার নীচে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। ওটা দিয়ে উঠে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল রানা। আশ্চর্য, পাল্লা খুলে গেছে! দরজাটা লক করা ছিল না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভিতরে ঢুকল রানা-সোহানা। মনে হচ্ছে কোনো স্টোররুমে হাজির হয়েছে। সামনে একটা ব্যালকনি আছে। অস্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে-ঢোকা মরা-আলো বাদ দিয়ে বললে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার।

'তারপরও ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচার জন্য কেবিনটা খারাপ না, নাকি?' হালকা গলায় বলল রানা।

'ভালো-মন্দ আপেক্ষিক ব্যাপার,' সোয়েটশার্ট থেকে ঝাড়া দিয়ে তুষার ফেলতে ফেলতে বলল সোহানা।

ঘরের গরম একটা কোনার দিকে এগিয়ে গেল দু'জনে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গায়ে গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা।

পার্কস্টাফদের সবাই হয়তো চলে গেছে এতক্ষণে। বাইরে বাতাসের দাপাদাপি কিছুটা কমেছে। জানালা দিয়ে আসা আলোর নিষ্প্রভতা দেখলে বোঝা যায় তুষারপাত আরও ভারী হয়েছে। কাছের এক জানালায় ঠিকমতো তক্তা আটকানো হয়নি, অথবা আটকানো হলেও সরে গেছে, একটা পাইন গাছ দেখা যাচ্ছে। তুষার-জমা সরু ডাল দেখলে কেন যেন কঙ্কালের হাতের কথা মনে হয়।

হঠাৎ ঝট্ করে মাথা তুলল সোহানা।

'কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল সোহানা। ইশারায় দেখিয়ে দিল কাছের জানালাটা।

ওদিকে তাকাল রানা।

তুষারের উপর কার যেন পায়ের-আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সাবধানে এগিয়ে আসছে লোকটা। হাঁটার গতি একটানা না, এগোবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দিহান হয়তো। একটু পরে জানালায় উঁকি দিল চেহারাটা। ছায়ামূর্তি, চেনা যায় না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে লোকটা। দেখল কিছুক্ষণ, আসলেই কিছু দেখতে পেল কি না কে জানে! যেমন আচমকা হাজির হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই বিদায় নিল জানালার কাছ থেকে। জুতোর শব্দ সরে যাচ্ছে দূরে।

'রানা!' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'দরজাটা আটকানো হয়নি।'

কথাটা খেয়াল ছিল না রানার। জুতো জোড়া খুলে ফেলল ও, এত দ্রুত যে, দেখলে মনে হবে ওর জুতোর ভিতরে বিছা ঢুকেছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। দরজার দিকে যাচ্ছে, কাঠের মেঝের সঙ্গে জুতোর সংঘর্ষে যাতে আওয়াজ না

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হয় সেজন্য জুতো খুলে ফেলেছে। দরজার কাছে গিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো, হাতড়ে হাতড়ে বুঝল ভিতর থেকে লক করার ব্যবস্থা আছে। দেরি না করে লক করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

বাইরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আবারও। লোকটা কেবিনের কোন ঘুরে এদিকে আসছে। সিঁড়ির সামনে এসে থামল, আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরই দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল। কয়েকবার মোচড়াল। লাভ হচ্ছে না দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। জুতোর মচমচানি শুনে বোঝা গেল চলে যাচ্ছে সে।

'হ্যালো?' ডাক শুনে চমকে উঠল রানা, ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জানালার দিকে। দ্বিতীয় একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে, প্রথম লোকটা ঝেড়ে দৌড় দিলেও এত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে না সেখানে, রানা নিশ্চিত দৌড় দেয়নি প্রথম লোকটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হ্যালো?' জার্মান ভাষায় আবার জিজ্ঞেস করল জানালায় দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা। 'পার্কস্টাফ। ভিতরে কেউ আছেন?'

এক মুহূর্ত দেরি না করে শুয়ে পড়ল রানা এবং গড়াতে শুরু করল। দরজার কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব, অন্ধকার কোনার দিকে সরে যেতে চায়, যেখানে সোহানা আছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে মেঝের কোনো কাঠ যেন আলগা না হয়।

'ভিতরে কেউ থাকলে সাড়া দিন দয়া করে,' ঝরঝরে জার্মানে আবারও বলে উঠল জানালার ছায়ামূর্তি। 'ওয়েদার এভাক্যুয়েশন চলছে। কেউ আটকা পড়ে থাকলে তাকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি আমরা।'

জার্মান-ফ্রেঞ্চ-ইটালিয়ান যে-ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, কণ্ঠের মালিককে ভালোমতোই চেনে রানা-সোহানা।

মেলিখান।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আঠারো

জানালাটা যেদিকের দেয়ালে, গড়াতে গড়াতে সে-দেয়ালের কাছে চলে এল রানা, শুয়ে থাকল দেয়াল ঘেঁষেই। আসার সময় টান দিয়েছে সোহানাকে, রানার কায়দায় সোহানাও চলে এসেছে জানালার নীচে। দু'জনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। যে-অ্যাঙ্গেলে আছে মেলিখান, ঘাড় হাজারবার কাত করলেও রানা-সোহানাকে দেখতে পাবে না, অন্তত ভিতরের এই অন্ধকারে না।

'কেউ একটা ফ্ল্যাশলাইট আনো,' চিৎকার করে আদেশ দিল মেলিখান।

চার-পাঁচ মিনিট পর উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল জানালার ওপাশে। আলো ফেলে ফেলে দেখছে মেলিখান। দু'-তিনবার রানা-সোহানার কাছ দিয়ে চলে গেল আলো, কিন্তু ওদের গায়ে পড়ল না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বস্, ভিতরে কেউ নেই মনে হচ্ছে,' রাশান ভাষায় বলল মেলিখানের কোনো চামচা।

'চলো এখানে আর সময় নষ্ট না করে অন্য ঘরগুলোতে গিয়ে দেখি,' মেলিখানের গলায় অসন্তুষ্টি।

জমাট তুষারের উপর দিয়ে একসঙ্গে হাঁটতে লাগল লোকগুলো, মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা, সাবধানে এগোচ্ছে জানালার দিকে। কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল বাইরে। কিছুক্ষণ পর সরে এল জানালার

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
কাছ থেকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে সোহানাকে বুঝিয়ে দিল সব ঠিক আছে। তারপর আবারও বাইরে তাকাল। তুষার পড়ার গতি বেড়েছে, তুষারকণাগুলোও আগের চেয়ে বড় আর ভারী হয়েছে। অল্পতেই নিরুৎসাহিত হয়ে মেলিখানের ওভাবে চলে যাওয়াটা ব্লাফ হতে পারে, আবার না-ও পারে। লোকটা প্রফেশনাল, একজায়গায় বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে চায়নি হয়তো। অথবা হতে পারে কিছুদূর এগিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে কোনো ঝোপের আড়ালে।

কিন্তু উপায় নেই রানা-সোহানার—সারাদিন এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না ওরা। ওদেরকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকতে হবে গির্জায়, দেখতে হবে কী আছে সেখানে।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সোহানার সঙ্গে সংক্ষেপে আলাপ সেরে নিল রানা। তারপর ওকে নিয়ে বের হলো কেবিন থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কিছুদূর হেঁটে বাঁক ঘুরল, মেলিখানরা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাচ্ছে। প্রতি দশ কদম এগোনোর পর থামছে, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে কারও পায়ের-আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। সবচেয়ে ভালো হতো যদি জানা যেত কোন্‌দিকে গেছে মেলিখানরা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু সেটা এখন সম্ভব নয়। তুষারের উপর মেলিখানদের বুটের দাগ দেখা যাচ্ছে; সময় যত গড়াচ্ছে, ভারী তুষারপাতের কারণে সেগুলো তত হালকা হয়ে আসছে। দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে এক শ' ফুটের নীচে।

হাঁটে-থামে, আবার হাঁটে-থামে—এভাবে পনেরো মিনিট পর পেভমেন্টের একটা ইন্টারসেকশনে হাজির হলো রানা-সোহানা। দু'দিকের পথ দুটো আলাদা কেবিনের দিকে গেছে। সামনের পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে গোলাঘরের মতো বড় একটা আউটবিল্ডিং, আবছাভাবে দেখা যায়। ওটা ছাড়িয়ে আরও দূরে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
গির্জার চূড়া, তুষারপাতের কারণে কেমন ভুতুড়ে ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে।

বাঁ দিক থেকে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল হঠাৎ। একটু পর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

লাফিয়ে পেভমেন্ট থেকে নামল রানা-সোহানা। ঝড়ের গতিতে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। দশ সেকেণ্ড পর দেখা গেল আবহাওয়ার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে এগিয়ে আসছে দুটো ছায়ামূর্তি। নিষ্প্রভ আলো আর হুডওয়ালা ওভারঅলের কারণে তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না ভালোমতো। রানা-সোহানাকে ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল ওরা, তারপর একসময় পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে পড়ল মাটিতে। কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। একটু আগে দেখেছে রানা ওদিকে নিঃসঙ্গ একটা কেবিন আছে। মিনিটখানেক পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল আবারও, সজোরে লাগানো হলো সেটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখন গাছের পাতা-নড়া আর ঝরাপাতার উড়ে-যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই।

ঝোপের আড়াল থেকে বের হলো রানা, একহাতে ধরে রেখেছে সোহানার হাত। ঝট্ করে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। সোহানাও দৌড়াচ্ছে। একটু আগে যে-কেবিন থেকে বের হয়েছিল লোক দুটো, একছুটে সে-কেবিনের কাছে হাজির হলো দু'জনে। দরজার হাতল ঘুরিয়ে পাল্লা ফাঁক করল রানা, ঢুকে পড়ল চট করে। দশ সেকেণ্ড পর ঢুকল সোহানা।

বিশ মিনিট পর আবার দেখা গেল হুডওয়ালা ওভারঅল-পরা লোক দুটোকে। পর্দা-ফেলা জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রানা-সোহানা, পর্দা সামান্য সরিয়ে দু'দিক থেকে উঁকি দিল দু'জনে। একটা লোককে চেনা যাচ্ছে এবার—মেলিখান। কোঁচকানো ভ্রূ

www.banglabookpdf.blogspot.com
দেখলে বোঝা যায় মেজাজ খারাপ। এই শীতের মধ্যে সারা পার্কে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একবার এই কেবিনে তো পরেরবার ওই আস্তাবলে গিয়ে ঢুকছে, কিন্তু রানা-সোহানাকে পাকড়াও করতে পারছে না। গির্জার কাছের আরেকটা কেবিনের দিকে যাচ্ছে এখন।

মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই ওদেরকে গিলে খেল পড়ন্ত তুষারের মোটা চাদর।

'এভাবে কতক্ষণ আমাদেরকে খুঁজে বেড়াবে ওরা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে পার্কের ব্রোশিয়ারটা বের করল রানা। কিছুক্ষণ দেখার পর বলল, 'আরেকটা আউটবিল্ডিং আর গির্জাটা খোঁজা বাকি আছে মেলিখানের। ওখানে খুঁজেও যখন পাবে না, পিছু হটতে হবে ওকে। কাজেই ধরে নাও আরও ঘণ্টাখানেক আছে সে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তারপর?'

'তারপর?' ব্রোশিয়ারটা জায়গামতো ঢুকিয়ে রাখল রানা, ব্যাকপ্যাক খুলে বের করে আনল ক্যামেরাটা। 'একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।' সোহানাকে নিয়ে সরে এল জানালার কাছ থেকে, ক্যামেরাটা চালু করে যে-ছবিগুলো তোলা হয়েছে সেগুলো দেখতে লাগল একটা একটা করে। আলোর আভা যাতে তৈরি না হয় সেজন্য এককোণে বসে ক্যামেরাটা রেখেছে কোলের উপর। 'দেখো,' স্ক্রিনে নির্দিষ্ট একটা ছবি আসার পর সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'ফেরিঘাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় এটা তুলেছিলাম।'

দেখল সোহানা। বোটহাউসের ছবি। এককালে গোলাঘর ছিল, পরে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। দরজাটা অর্ধেক খোলা। সাদা একটা স্পীডবোটের নাক দেখা যাচ্ছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ইমার্জেন্সির জন্য হয়তো,' রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'পিছনে আরও দুটো স্পিডবোট দেখতে পাচ্ছি। তারমানে...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো।'

মেলিখানের ফুটপ্রিন্ট ধরে এগোচ্ছে রানা-সোহানা। কিছুদূর এগোনোর পর বাঁয়ে বাঁক নিল। অনতিদূরে পার্কের শেষ আউটবিল্ডিং, গির্জা থেকে কিছুটা দূরে। ঘাসের জমিনে ইতিমধ্যে তিন-চার ইঞ্চি পুরু তুষার জমে গেছে। পেভমেণ্টটা না থাকলে হাঁটাই কষ্টকর হয়ে যেত। আশপাশের প্রায় সবগুলো গাছের নীচে আরও ঘন হয়ে জমেছে তুষার। দেখলে মনে হয় কেউ সাদা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে গেছে।

গির্জার দিকে সরাসরি না এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল রানা, কথাটা জানিয়ে দিল সোহানাকে। গির্জাসংলগ্ন বিল্ডিংটার কাছে গিয়ে থামল ও, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল, ওর দেখাদেখি সোহানাও। ডান তর্জনীর ইশারায় এগোনোর কথা জানিয়ে দিল রানা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল দু'জনে, কোনো জানালা এলে বসে পড়ছে উবু হয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে সামনে যাচ্ছে। এভাবে একটা করে জানালা পার হচ্ছে আর থামছে। কান পাতছে—কারও পদশব্দ বা কণ্ঠ শোনা যায় কি না। কিন্তু বাতাসের হু হু ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। আগে পাতা উড়ছিল, কিন্তু ঝরাপাতাগুলো তুষারের নীচে চাপা পড়ায় সে-শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে।

আউটবিল্ডিংটার একটা কোণ ঘুরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে থামল রানা, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সোহানা। দূরে দেখা যাচ্ছে সেক্সটন্যান্ট স্ট্যাচুটা, তুষারে ঢাকা পড়ে ভুতুড়ে মূর্তির আদল পেয়েছে। পেডেস্টালে-জমা তুষার বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারছে না

www.banglabookpdf.blogspot.com

একজায়গায়, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটুপরই নতুন তুষার এসে ভরাট করে দিচ্ছে খালি-জায়গা।

হঠাৎ রানার সোয়েটশার্টের আস্তিন ধরে টান দিল সোহানা, মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ওর দিকে তাকাল রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে চোখের ইশারায় বিল্ডিং-এর ভিতরে দেখাচ্ছে সোহানা। তারপর শব্দ না করে শুধু ঠোঁট নেড়ে বলল, 'কেউ আছে!'

কথাটা বুঝতে পারল রানা। কিছুটা ঘুরল, কান চেপে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। হ্যাঁ, কে যেন হাঁটছে ভিতরে—কাঠের মেঝেতে বুটের আওয়াজ পাওয়া যায়। রানার বাঁ পাশে ছিল সোহানা, একটানে ওকে ডান পাশে নিয়ে এল রানা। তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল।

দরজার হাতল ঘোরানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন বাইরে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল মেলিখান আর ওর এক চামচাকে। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'চলো গির্জায় গিয়ে দেখি আরেকবার,' চামচাকে বলল মেলিখান।

কিছুক্ষণ পর দু'জনের পদশব্দ মিলিয়ে গেল বাতাসের হু হু আওয়াজের কারণে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, তারপর তাকাল সোহানার দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'গির্জায় ওরা পাবে না আমাদেরকে, কাজেই আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'কী করতে চাও?' ফিসফিস করেই জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'বোটহাউসের দিকে যাচ্ছি।'

'আর আমি?'

কাছের ফায়ারউড শেডটা দেখিয়ে দিল রানা। 'সুবোধ বালিকার মতো চলে যাও ওখানে, আমি না ফেরা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

কালো হয়ে গেল সোহানার চেহারা। 'না।'

'না মানে?'

'তোমার কথা শুনবো না।'

'দেখো সোহানা, এখন তর্ক করার সময় না। আমরা দু'জনে যদি একসঙ্গে রওনা দিই বোটহাউসের দিকে তা হলে ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

'তা হলে তুমি থাকো, আমি যাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, চলো দু'জনই যাই।'

মুচকি হাসল সোহানা।

এদিকওদিক দেখে নিয়ে ছুট লাগাল রানা। আসলে ছুটছে না, তুষারের গালিচার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। পেভমেন্ট এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব। গির্জার দিকে তাকাচ্ছে বার বার, ভয় হচ্ছে এই বুঝি দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেলিখান অথবা ওর সঙ্গের লোকটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোটহাউসে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। দরজাটা খোলাই আছে। ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে। একপাশে সরে গিয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

বোটহাউসটা বেশি বড় না। দুটো গাড়ির-গ্যারেজের সমান হবে বড়জোর। একদিকে দেখা যাচ্ছে ফেরিঘাট, প্রথম যে-ফেরিঘাটে নেমেছিল ওরা সেটার তুলনায় অনেক ছোট। কিছু আলগা কাঠ আর তক্তা দেখা যাচ্ছে স্তূপ করে রাখা হয়েছে একপাশে। তক্তা দিয়ে বানানো ক্যাটওয়াকের সঙ্গে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা অবস্থায় আছে কয়েকটা স্পিডবোট।

ক্যাটওয়াকের উপর উঠে পড়ল রানা, খানিকটা এগিয়ে উঁকি দিল একটা স্পিডবোটের ভিতরে। কিন্তু যা দেখতে চাচ্ছিল তা দেখতে পেল না—কোনো বোটের ইগনিশনেই চাবি নেই। কথাটা নিচু গলায় সোহানাকে জানাল ও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমরা যাতে পালাতে না পারি তার সব ব্যবস্থা করেছে মেলিখান,' বলল সোহানা।

'অথবা হতে পারে পার্কস্টাফরা বোটের চাবি অন্য কোথাও রাখে,' লাফিয়ে একটা বোটের ভিতরে নামল রানা। এলইডি মাইক্রোলাইট বের করল পকেট থেকে। ওটা জ্বালিয়ে খুলে ফেলল একটা বোটের ইঞ্জিন হ্যাচ। ইঞ্জিনের স্টার্টার কেবল থেকে একটা তার কেটে রাখা হয়েছে।

বাকি স্পিডবোটগুলোও চেক করল রানা। একই ব্যাপার।

'সোহানা, এক কাজ করো। দরজার কাছে যাও। আড়ালে থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকো বাইরে। ওদের কাউকে যদি দেখো আসছে বোটহাউসের দিকে, সতর্ক কোরো আমাকে।'

'কী করবে?'

'ছোটখাটো কিছু মেরামত,' মাইক্রোলাইটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল রানা। ঝুঁকে পড়ল ড্যাশবোর্ডের উপর।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এটার ইলেকট্রিকাল সিস্টেমটা দেখতে জটিল মনে হলেও আসলে জটিল না। কেবলগুলো পেঁচিয়ে আড়াল করা হয়েছে একটা প্লাস্টিকপ্যানেলের পেছনে। ড্যাশবোর্ডটা খুলে ফেলল রানা। ইগনিশন সিস্টেম, হেডলাইট, হর্ন আর উইণ্ডশিল্ড ওয়াইপারের সঙ্গে কোন্ তারগুলো জড়িত খুঁজে বের করল। বোটের অ্যাক্সেসরিস প্যানেল থেকে খুঁজে বের করল সাত ইঞ্চি লম্বা একটা বাড়তি কেবল, পকেট থেকে বের করল সুইসনাইফ। ওটার কাঁচি দিয়ে মাপমতো কেটে টুকরো টুকরো করল কেবলটাকে, তারপর ছুরির ফলা দিয়ে চেঁছে জায়গায় জায়গায় তুলে ফেলল রাবারের আবরণ। ইগনিশনের যেসব জায়গার তার কেটেছে মেলিখান, সেগুলো জোড়া দিল।

সন্তুষ্ট হয়ে বোট থেকে বাইরে এল রানা, ক্যাটওয়াকের উপর দাঁড়িয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। যা খুঁজছে তা পেতে সময় লাগল

www.banglabookpdf.blogspot.com

না। একদিকের দেয়ালের পেগবোর্ডে ঝুলছে জিনিসটা—দু'ফুট লম্বা একটা বাঞ্জি কর্ড, দু'মাথায় একটা করে হুক আটকানো। কর্ড নিয়ে এসে আবার বোটে উঠল রানা। স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে ওটার একটা মাথা বাঁধল থ্রটলের সঙ্গে। টান টান করে কর্ডের আরেকদিকের হুক আটকে দিল বোটের মেঝের তক্তার সঙ্গে। পিছু ঘুরে হেঁটে হাজির হলো ড্যাশবোর্ডের কাছে, থ্রটলটাকে ঠেলে ফরওয়ার্ড পজিশনে নিয়ে এল। সবশেষে খুলে ফেলল বোটের বৌ আর স্টার্ন লাইন, ফেলে দিল পানিতে।

সোহানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোনো খবর?'

'না। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

ক্যাটওয়াকে নামল রানা, দ্রুত পায়ে হেঁটে হাজির হলো সোহানার পাশে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে।

তুষারের একটা রাজত্ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। গির্জা উধাও হয়ে গেছে, নজরে পড়ে না কোনো আউটবিল্ডিং। মনে হয়, যেন উত্তরমেরুতে হাজির হয়েছে। না আছে মানুষ, না বসতি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে সোহানার কাঁধ ধরল রানা। 'এবার আমার একটা কথা শুনতেই হবে তোমাকে। বোটে গিয়ে উঠছি আমি, ইঞ্জিন চালু করে ছেড়ে দেবো ওটাকে। ইগনিশনের আওয়াজ শোনামাত্র ছুট লাগাবে তুমি। একদৌড়ে হাজির হবে ফায়ারউড শেডের কাছে, লুকিয়ে পড়বে।'

'আর তুমি?'

স্তূপ-করে-রাখা তক্তাগুলো দেখিয়ে দিল রানা আঙুলের ইশারায়। 'ওগুলোর আড়ালে লুকাবো। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল সোহানা।

যে-বোটটা "মেরামত" করেছে, দৌড়ে সেটার কাছে ফিরে এল রানা, চড়ল। রাবারের আবরণবিহীন ইগনিশন তারগুলোকে ডানহাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে মোচড় দিল। স্ফুলিঙ্গ

www.banglabookpdf.blogspot.com
দেখা দিল তারে, গর্জন তুলে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ক্যাটওয়াকে নামল রানা, বোটহাউসের দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

ছুটছে সোহানা। বেশিক্ষণ দেখা গেল না ওকে। তুষারের ঘন পর্দায় হারিয়ে গেল ও।

গর্জাচ্ছে ইঞ্জিন, কাঁপছে ক্যাটওয়াক, পেট্রোলপোড়া ধোঁয়া ধেয়ে আসছে রানার দিকে। দৌড় দিল ও, একছুটে হাজির হলো বাতিল তক্তাগুলোর আড়ালে। এখানে এক ফুট বাই এক ফুটের একটা জানালা আছে, কাঁচ ভাঙা। ওটা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

কেউ নেই।

তা হলে কি মেলিখান শুনতে পায়নি স্পীডবোটের আওয়াজ?

ঘাড় ঘুরাল রানা। বোটের তলার নীচে ঢেউ জেগেছে, এদিকওদিক দুলছে ওটা, আগে বাড়ছে আস্তে আস্তে। ক্যাটওয়াকের গায়ে যতক্ষণ লেগে থাকল ততক্ষণ গতি উঠল না। যখন কোনো বাধা থাকল না, তুষারে ঢাকা পানির উপর দিয়ে রওয়ানা হলো দ্রুত বেগে। তুষারের চাদর একসময় গিলে খেল ওটাকেও।

প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল কি না ভাবছে রানা হতাশ হয়ে, এমন সময় তুষারের চাদর ভেদ করে দেখা গেল মেলিখান আর তার চামচাকে।

'জলদি! জলদি!' দৌড়াচ্ছে আর তাগাদা দিচ্ছে মেলিখান, 'পালাচ্ছে ওরা!'

তুষারের উপর লাফাতে লাফাতে দু'জনে এসে ঢুকল বোটহাউসে। তক্তার আড়াল থেকে ওদের কর্মকাণ্ড দেখছে রানা।

দু'জনে গিয়ে চড়ল একটা বোটে; রানা যেভাবে "কারিগরি" করেছে, ইগনিশন তারের উপর ঠিক সেভাবে কারিগরি শুরু করল

www.banglabookpdf.blogspot.com
মেলিখানের চামচা। বোঝা গেল লোকটা এ-কাজে দক্ষ, কারণ মাত্র এক মিনিটেই চালু করে ফেলল সে ইঞ্জিনটাকে। মিনিট দুয়েক পর খোলা লেকের দিকে ছুটল সে মেলিখানকে নিয়ে।

রানা জানে হাতে বেশি সময় নেই। যে-কোনো সময় খুলে যেতে পারে বাঞ্জিকর্ড, তখন থ্রটলের উপর থেকে চাপ আলগা হয়ে গিয়ে খোলা লেকে থেমে দাঁড়াবে বোট। ওটা খুঁজে পাবেই মেলিখান, "কারিগরি" দেখে নিশ্চিত হবে পার্কেই আছে রানা-সোহানা। টের পাবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে ওকে, সন্দেহ নেই তখন ফিরে আসবে পার্কে।

তারপর?

তারপর আর ভাবতে চাইল না রানা। পরেরটা পরে দেখা যাবে। হাতের কাজ সারা যাক আগে।

ফায়ারউড শেডের ভিতরে আধো আলো আধো অন্ধকারে সোহানাকে খুঁজে বের করল ও। লাকড়িগুলোর আড়ালে পা গুটিয়ে বসে আছে। ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'শুনেছি,' বলল সোহানা। 'প্রশ্ন হচ্ছে, হাতে কত সময় পাচ্ছি আমরা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পনেরো, খুব বেশি হলে বিশ মিনিট। চলো তাড়াতাড়ি।'

সোহানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। তাড়াহুড়ো করে দু'জনে এগোল গির্জার দিকে। কয়েক ধাপ সিড়ি বেয়ে উঠে দরজার নবে হাত রাখল রানা। মোচড় দিল।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

উনিশ

বাইরের তুষারপাত আর ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে তুলনা করলে গির্জার ভিতরটা গরম। আরাম পেয়ে রানা-সোহানার মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে এসে হাজির হয়েছে।

গির্জার বাইরের দিকের নকশা জমকালো, কিন্তু ভিতরটা আশ্চর্যরকম সাদামাটা। মেঝেতে লালচে-বাদামি টাইলস বসানো। মেঝের সঙ্গে আটকানো কয়েক সারি কাঠের বেঞ্চ দেখা যাচ্ছে। হেলান দিয়ে বসার সুবিধা আছে ওগুলোতে। চুনকাম-করা দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঝুলছে মাতা মেরি আর যিশুখ্রিষ্টের আইকন। মাথার উপরে, পিছনের দিকের দেয়ালের সঙ্গে, একটা ঝুলন্ত ব্যালকনি। গোল হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া ছাদটা হালকা গোলাপি রঙের।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সারি সারি বেঞ্চের মাঝখানের সরু পথ ধরে এগোতে লাগল রানা-সোহানা। যাজকের বেদি ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ওটা খুলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে। আধখানা চাঁদের মতো আকৃতিবিশিষ্ট একটা ঘর, এককোণে লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি। ওটা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা, রানা?'

'সম্ভবত গির্জার মিনারের দিকে। আমার হিসেব অনুযায়ী মিনারের দিকেই নির্দেশ করছে সেক্সট্যান্টটা।'

ত্রিশ-চল্লিশ ধাপ ওঠার পর ওরা দেখল কাঠের একটা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
ট্র্যাপডোর দেখা যাচ্ছে, ঠেলা দিয়ে খোলা যায় এ-রকম দুটো আংটা সংযুক্ত দু'দিকে।

ঠেলা দিয়ে ট্র্যাপডোর খুলে ফেলল রানা, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একদিকে। খানিকটা কসরত করে উঠে গেল উপরে। উঠে আসতে সাহায্য করল সোহানাকে। তারপর বন্ধ করে দিল ট্র্যাপডোরটা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

এবার অষ্টভুজের মতো একটা কক্ষে হাজির হয়েছে দু'জনে। পার্কের কয়েকটা আউটবিল্ডিং-এর মতো, এ-কক্ষেরও জানালাগুলো বাইরে থেকে তক্তা মেরে বন্ধ-করা। তারপরও কিছুটা আলো আসছে, কিন্তু তা যথেষ্ট না। পকেট থেকে যার যার ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বালল ওরা। এদিক-ওদিক আলো ফেলে ফেলে দেখছে।

কী যেন দেখতে পেয়ে একদিকে এগিয়ে গেল সোহানা। কিছুক্ষণ দেখার পর ডাকল রানাকে, 'দেখে যাও তো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানার কাছে গেল রানা, দেয়ালের উপর আলো ফেলে কী দেখাতে চাচ্ছে দেখল।

একদিকের জানালার কাছে, দেয়ালের পুরু কাঠের গায়ে খোদাই করা আছে প্রতীকটা।

একটা উড়ন্ত মৌমাছি।

গির্জায় সংস্কারকাজ হয়েছে অনেকবার, কাঠের উপর বার বার রঙ করাতে অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে প্রতীক। তারপরও, ওটার সঙ্গে যারা আগে থেকে পরিচিত, চিনতে ভুল হওয়ার কথা না তাদের।

'আমি যে-দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেও এ-রকম একটা মৌমাছি দেখেছি,' বলল রানা।

'হুবহু এক?'

'আমার তা-ই মনে হয়। চলো গিয়ে দেখি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা যে-দেয়ালে মৌমাছির প্রতীকটা দেখেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। আলো ফেলে কিছুক্ষণ দেখার পর বুঝল দুটো প্রতীকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

'কিন্তু দুটো কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'আ ট্রায়ো অভ কইনস...' জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বলল রানা, 'তারমানে কাছেপিঠে আরও একটা মৌমাছি আছে। খোঁজো সোহানা!'

তৃতীয় "মৌমাছিটাকে" খুঁজে বের করতে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না ওদের।

'তারমানে মিনারের একদিকের দেয়ালে দুটো মৌমাছি,' এক পা এক পা করে পিছিয়ে আসছে রানা, 'ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে তৃতীয়টা।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আমার পাশে এসে দাঁড়াও, সোহানা। কল্পনার চোখ দিয়ে একটা রেখা এঁকে যে-দু'টো মৌমাছি একসঙ্গে আছে তাদেরকে সংযুক্ত করো। তৃতীয় মৌমাছিটাকে আগের দুটোর সঙ্গে যুক্ত করতে আরও দুটো রেখা আঁকতে হবে তোমাকে। কী হলো তা হলে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সোহানা, তারপর বলল, 'সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।'

'হুঁ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিভুজটা কী বোঝাচ্ছে? অথবা কোন্‌দিকে নির্দেশ করছে?'

'কল্পিত রেখাগুলো যদি বাড়িয়ে দিই আমরা, যে-দু'টো মৌমাছি একসঙ্গে আছে সেগুলোর একটা নির্দেশ করবে লেক, আরেকটা পর্বত। আর তৃতীয়টা...আমাদের পেছনের দ্বীপ।'

দুটো মৌমাছি যে-দেয়ালে আছে, কী ভেবে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল। ফ্ল্যাশলাইটটা

www.banglabookpdf.blogspot.com

নামিয়ে রাখল মেঝেতে। ভ্রূ কুঁচকে আছে ওর, একমনে ভাবছে। কিছুক্ষণ পর হেসে ফেলল।

'কী?' জানতে চাইল সোহানা।

'ধাঁধার শেষ লাইনটা...কয়েকবার মনে হয়েছে পরিচিত কিছু একটা আছে কোথাও-না-কোথাও। এবার বুঝতে পারছি সেটা কী।' প্যান্টের পকেট হাতড়ে পার্কের ব্রোশিয়ারটা বের করল রানা। কিছুক্ষণ পড়ার পর সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা। 'নাও, পড়ো। ফ্রিজিসিঙ্গা।'

রানার হাত থেকে ব্রোশিয়ারটা নিল সোহানা, রানার দেখিয়ে-দেয়া জায়গা পড়তে শুরু করল: '...১৮০৩ সাল পর্যন্ত বাভারিয়ার যুবরাজ আর প্রোভোস্টদের বিশ্রামস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো গির্জাসংলগ্ন হাণ্টিংলজ। এখানে শেষ থেকেছেন যুবরাজ জোসেফ কনরাড, যিনি এককালে ফ্রিজিসিঙের লর্ড বিশপ ছিলেন।'

'আমরা যখন নেটে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম ফ্রিজিসিঙ্গা নিয়ে,' রানা বলল, 'খেয়াল আছে এ-রকম একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এখন বুঝতে পারছি। অষ্টম শতকে ফ্রিজিসিঙের নাম ছিল ফ্রিজিসিঙ্গা।'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সোহানা। 'রানা, আমি আসলেই বুঝতে পারছি না তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ।'

'জোসেফ কনরাড এখানে থেকেছেন। কোথায় থেকেছেন তা-ও শুনেছি ফেরিঘাটে, গাইডদের মুখ থেকে। পার্কের প্রথম যে-কেবিনটাতে ঢুকেছিলাম আমরা, সেখানে।'

'তারমানে...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাচ্ছে রানা, সোহানাকে কথা শেষ করতে দিল না। 'চলো।'

ট্র্যাপডোর খুলে সিঁড়িতে নামল ওরা, ওটা বেয়ে নীচে নেমে এসে আবার ঢুকল গির্জায়। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বের হলো,

www.banglabookpdf.blogspot.com

এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা ধরল প্রথম যে-কেবিনটাতে ঢুকেছিল ওরা সেদিকে।

দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে, তারপরও জমাট তুষারের কারণে কেবিনটাতে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। এবার স্টোররুমের দরজা দিয়ে না, লিভিংরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে।

ঘরটা অন্ধকার। যার যার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ওরা। এদিক-ওদিক আলো ফেলে ফেলে দেখছে।

বিড়বিড় করে সোহানা বলল, 'ফ্রিজিসিঙ্গার লর্ড বিশপ জোসেফ কনরাড এককালে থাকতেন এখানে।'

রানা বলল, 'কেবিনের বেশিরভাগই কাঠ দিয়ে বানানো। মেঝেতেও সারি সারি তক্তা বিছানো আছে। তবে কাঠের মেঝেকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য জমিনের উপর পাথরের ব্লক বসানো হয়েছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কোথায় খুঁজবো তা হলে? পাথরের ব্লকে? লোরন জানতেন কাঠ বেশিদিন না ও টিকতে পারে। কারণ কর্তৃপক্ষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় কেবিনটা আর রাখবে না এই পার্কে তা হলে বাতিল হয়ে যাবে তাঁর প্ল্যান। আবার আগুন লেগে অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতি হতে পারে কাঠের। কিন্তু পাথরের ব্লক সরানো সহজ কাজ না।'

কথাটা ভেবে দেখল রানা। 'মানলাম।'

'হাতে কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমরা?'

ঘড়ি দেখল রানা। 'আরও পনেরো-বিশ মিনিটের মতো।'

'যা খুঁজবো সেটা চিনবো কী করে? মৌমাছির প্রতীক থাকবে?'

'মনে হয়।'

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু রানা...সেক্ষেত্রে পুরো কেবিনটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে আমাদেরকে। বিশ মিনিট তো পরের কথা, বিশ ঘণ্টায়ও কাজ হবে না।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'আমি লোরনের জায়গায় হলে কী করতাম? পাথরের ব্লকের নীচে যা লুকাতে চাচ্ছি তা লুকানোর পর ব্লকটার গায়ে মৌমাছির প্রতীক বসাতাম। তারপর ওটাকে ঢেকে রেখেছে যে-তক্তা সেটার গায়ে ব্যবহার করতাম একই প্রতীক। তারমানে কাজ যতটা কঠিন মনে হচ্ছে আসলে ততটা নয়। কেবিনের মেঝের তক্তাগুলো দেখতে হবে আমাদেরকে। আমার বিশ্বাস কোনো-না-কোনো তক্তার গায়ে মৌমাছির প্রতীক খুঁজে পাবোই। ওটা সরাতে হবে আমাদেরকে। তারপর যতদূর বুঝতে পারছি একাধিক ব্লক দেখা যাবে। নির্দিষ্ট ব্লকটার গায়ে নিশ্চয়ই প্রতীক ব্যবহার করেছেন লোরন।'

দেরি না করে ঘরের এককোনা থেকে দেখতে শুরু করল দু'জনে। নির্দিষ্ট তক্তাটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। তবে তক্তার গায়ে না, দেয়ালের একেবারে নীচের দিকে প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। খুব হাল্কাভাবে খোদাই করা হয়েছে মৌমাছির ছবিটা, আগে থেকে না চিনলে অথবা ভালোমতো খেয়াল না করলে চোখেই পড়বে না। আরও বড় কথা, এই তক্তাটা আলগা—মেঝের অন্য তক্তাগুলোর মতো দেয়ালের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে সংযুক্ত না।

তক্তাটা তুলে ফেলল রানা। পাথরের ব্লকগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তক্তা যতখানি চওড়া, বর্গাকার ব্লকগুলোর দৈর্ঘ্যও ঠিক ততখানি।

'ওই যে, ওটা!' নির্দিষ্ট একটা ব্লকের উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরে রেখেছে সোহানা।

একছুটে ব্লকটার কাছে হাজির হলো রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা

www.banglabookpdf.blogspot.com

নামিয়ে রেখে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। ব্লকটা দু'হাতে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। কোনো লাভ হলো না। জমিনের উপর শক্তভাবে গাঁথা হয়েছে ব্লকগুলো।

ব্লকটা ছেড়ে দিয়ে আবার ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিল রানা, আলো ফেলে ফেলে এদিক-ওদিক দেখছে। মুখ হাঁ করে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসটা, অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত না হওয়ায় মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে। উঠে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। ম্যান্টেল র‍্যাকের উপর স্টীলের একটা পোকার দেখা যাচ্ছে। ওটা নিয়ে ব্লকটার কাছে ফিরে এল ও।

তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে জোরে জোরে গুঁতো দিতে লাগল ব্লকের ভিত্তিতে। গুঁতিয়ে দু'দিকের মাটির আলগা করে ফেলল, তারপর পোকারটা নামিয়ে রেখে আবার ঝাঁকুনি দিল ব্লকটাকে। এবার আগের মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারল না ব্লক, কাত হয়ে গেছে একপাশে। কিন্তু পুরোপুরি আলগা হয়নি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আবারও পোকারটাকে কাজে লাগাল রানা। আরেকদিকের মাটি আলগা করে ফেলল, তারপর সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ব্লকটাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাতঘড়ি দেখল। মূল্যবান দশটা মিনিট পার হয়ে গেছে। দৃষ্টি সরিয়ে একটু আগে ব্লকটা যেখানে ছিল সেদিকে তাকাল।

মুখ হাঁ করে আছে একটা চোরাকুঠুরি।

আলো ফেলে দেখলেই হতো, কিন্তু উত্তেজনা সামলাতে না পেরে চোরাকুঠুরির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সোহানা। হাতড়াচ্ছে, ওর কাঁধ পর্যন্ত ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ পর থামল, চোখ বড় বড় করে তাকাল রানার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'কাঠ!'

'মানে?' বুঝতে পারছে না রানা। 'মাটির নীচে আবার কাঠ?'

'না। ধরো তো আমাকে, টেনে তোলো।'

সোহানাকে টেনে তুলল রানা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল, সোহানার হাতে একটা আয়তাকার কাঠের বাক্স। ঈগল যেভাবে নখ দিয়ে শিকার ধরে, পাঁচ আঙুল দিয়ে বাক্সটা সেভাবে ধরে আছে সোহানা।

বাক্সটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখল ও, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। ওটার দিকে টানা দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল দু'জনে।

'মোটেলে ফিরলে, যদি ফিরতে পারি আর কী, আমার ম্যানিকিউর করে দিতে হবে তোমাকে,' একসময় বলল সোহানা।

হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা আগে বাড়ল রানা, আলতো করে চুমু খেল সোহানার ঠোঁটে। 'শুধু ম্যানিকিউর কেন, মোটেলে ফিরতে পারলে আরও বিভিন্নভাবে সেবা করবো তোমার। কথা দিলাম।'

তুলবার সময়ই সোহানা টের পেয়েছিল বাক্সটা খালি না। ঢাকনা খুলল ও।

ভিতরে অয়েলস্কিন কাগজে মোড়ানো অবস্থায় খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের আরেকটা বোতল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'তোমার কী অবস্থা জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে একদিনের জন্য অনেক বেশি দেখা হয়ে গেছে আমাদের। আর দেখা বোধহয় ঠিক না।'

হাসল সোহানা। 'কথাটা আমিই বলবো ভাবছিলাম। ভালই হলো তুমি বলে দিলে।'

রানার সোয়েটশার্টে হুড আছে, ওটাকে ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধার জন্য দড়িও আছে; টান মেরে দড়িটা খুলে নিল ও। ওটা দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল বাক্সটাকে যাতে ঢাকনা খুলে গিয়ে বোতলটা পড়ে না যায়। বাক্সটাকে চালান করে দিল নিজের ব্যাকপ্যাকে। পাথরের ব্লকটা তুলে দাঁড় করিয়ে দিল আগের জায়গায়, ঠেলেঠুলে যতটা সম্ভব আগেরমতো করে বসিয়ে দিল। সোহানার সঙ্গে

www.banglabookpdf.blogspot.com
ধরাধরি করে নামিয়ে দিল তক্তাটা। পোকারটা মেঝে থেকে তুলে আগের জায়গায় রাখতে গিয়েও রাখল না, কী ভেবে চালান করে দিল সোহানার ব্যাকপ্যাকে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সোহানা।

'একটা অস্ত্র,' ব্যাখ্যা দিল রানা, 'হয়তো কোনো কাজে লাগবে না, আবার লাগতেও পারে। তেমন ভয়ঙ্কর কিছু না, আবার একেবারে ফালতুও না। চলো।'

বাইরে বেরিয়ে এল দু'জনে।

বোটহাউসটা এখান থেকে বেশ দূরে। কোনো স্পিডবোট যদি ফিরে এসে থাকে ইতিমধ্যে, আওয়াজ শোনা যাবে না, শোনেওনি রানা-সোহানার কেউ।

রানার দিকে তাকাল সোহানা, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'বোটহাউসের দিকে যাবো আমরা,' বলল রানা।

'কিন্তু ওরা যদি ফিরে এসে থাকে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে, উপায় নেই। আমাদের চাতুরি ধরা পড়ে যাবে মেলিখানের কাছে, হয়তো এতক্ষণে ধরেও ফেলেছে। বুঝে নেবে পার্ক থেকে বের হতে পারিনি আমরা। সেক্ষেত্রে আবার যদি খুঁজতে শুরু করে আমাদেরকে, কোথায় লুকিয়ে থাকবো তোমাকে নিয়ে? তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখি একটা স্পীডবোট দখল করতে পারি কি না, জোড়াতালি দিয়ে চালু করতে পারি কি না। এই পার্ক থেকে বের হতে চাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চোখকান খোলা রেখে এগোনো যাক।'

বোটহাউসের কাছাকাছি এসে থামল ওরা। পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে পড়েছে রানা, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে বোটহাউসের দিকে।

'সন্দেহজনক কিছু?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'উঁহুঁ,' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল রানা। 'দরজাটা যতটুকু

www.banglabookpdf.blogspot.com

খোলা রেখে বের হয়েছিলাম, ততটুকুই খোলা আছে। নিশ্চিত করে বলতে পারছি না ক'টা বোট আছে ভিতরে।'

'ল্যাণ্ডিং? ওখানে আছে কেউ?'

আবারও মাথা নাড়ল রানা। 'দেখা যাচ্ছে না। তুষারপাত...'

হঠাৎ রানার একটা হাত খামচে ধরল সোহানা। 'শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরই শুনতে পেল মৃদু আওয়াজটা। ইঞ্জিনের গর্জন—লেকটা যেদিকে আছে সেদিক থেকে আসছে। একবার মনে হলো কাছিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দূরে সরে গেল আওয়াজ।

রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা। 'তারমানে মেলিখান কি এখনও ধরতে পারেনি চালাকিটা? এখনও লেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে আমাদেরকে?'

'হতে পারে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আরেকটা কথা। ওরা মোট চারজন এসেছিল পার্কে। মেলিখান কি তিনজনকে নিয়েই বোটে চড়েছে? নাকি কাউকে রেখে গেছে পার্কে?'

'বলতে পারবো না, সোহানা। মেলিখানের জায়গায় আমি থাকলে সবাইকে নিয়ে বোটে চড়তাম না। কারণ তার দরকার নেই। চলো বোটহাউসে ঢুকি।'

হাত ধরাধরি করে বের হলো ওরা গাছের আড়াল থেকে, ছুট লাগাল বোটহাউসের দিকে। কোথাও না থেমে সোজা ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ল্যাণ্ডিং বা ফেরিঘাটের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তিনটা বোট ছিল। একটা ছুট লাগিয়েছে রানার কারসাজিতে, আরেকটা নিয়ে গেছে মেলিখান। তিন নম্বর বোটটাকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে এখন।

একবার এদিকওদিক দেখে নিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করল

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওরা, ল্যাণ্ডিং-এ গিয়ে উঠল। বোটে চড়ল সোহানা, বসে পড়ল ড্রাইভিং সীটে। কাঁধ থেকে ব্যাকপ্যাক খুলে সীটের নীচে ঢুকিয়ে দিল রানা। সোহানাও ওর ব্যাকপ্যাক খুলে নামিয়ে রাখল।

ইঞ্জিন কভার খুলে আগেরবারের মতো "ইঞ্জিনিয়ারিং" করল রানা, তারপর কভারটা লাগিয়ে দিল জায়গামতো।

'ধর্মে বলেছে, শয়তানকেও ধরা পড়তে হবে একদিন না একদিন,' গলা নিষ্কম্প, রাশান টানের ইংরেজিতে যথেষ্ট ভুল আছে।

উবু হয়ে ইগনিশন তার ধরে মোচড় দিতে যাচ্ছিল রানা, থেমে গেল ওই অবস্থাতেই। টের পেল ড্রাইভিং সীটের উপর জমে গেছে সোহানা।

'মিস্টার রানা, এত কাছ থেকে তুমি বা তোমার বান্ধবী পরের কথা, একটা তরমুজও ফুটো করতে পারবো গুলি করে,' আবার বলল কণ্ঠটা। 'কাজেই বোট চালু করার মতো বোকামি কোরো না। বিশ্বাস করো, ইঞ্জিনের গর্জন শোনামাত্র তোমাদের খুলি উড়িয়ে দেবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

গলা শুনলে বোঝা যায় হুমকিটা মিথ্যা না। ধীরে ধীরে সোজা হলো রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ল্যাণ্ডিং যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মেলিখানের দুই চামচা। একজনের হাতে চকচকে রিভলভার।

'ফাঁকিবাজিতে তোমার মতো ওস্তাদ লোক কমই দেখেছি,' আবার বলল লোকটা, চেহারায় বসন্তের দাগ ভরা। 'বস্ তো আমাদের দু'জনকেও নিয়ে উঠতে চাচ্ছিল বোটে। ছি ছি, কী হতো তা হলে! কত সহজে পালিয়ে যেতে তোমরা! আমিই মানা করলাম। বললাম দু'জন যাক, দু'জন পার্কে থাকি। যদি কোনো ঘাপলা হয় সামাল দিতে পারবো। মাতা মেরিকে ধন্যবাদ, বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। আমার বেতন বাড়িয়ে নেয়ার একটা সুযোগ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পেলাম। ধন্যবাদ তোমাদেরকেও—তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খেয়ালও করোনি বোটহাউসের দরজা দিয়ে কে বা কারা ঢুকছে। অবশ্য খেয়াল করলেও খুব একটা লাভ হতো না।'

রানা-সোহানা কেউ কিছু বলল না।

'এই শীতের মধ্যে অনেক খেটেছি, মিস্টার রানা,' বলছে বসন্তের দাগ, 'আর না। পুরো পার্ক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হয়েছে তোমাদেরকে। ইঁদুর-বিড়াল খেলা শেষ। এবার নামো বোট থেকে। খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে। খেয়াল রেখো যাতে ভয় না পাই আমি। আর হ্যাঁ, কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার ব্যাকপ্যাকে জরুরি কিছু একটা আছে। নামার সময় ওটাও নিয়ো। জরুরি জিনিসটা বসের হাতে দিতে পারলে...' কথা শেষ না করে খুশিতে নিঃশব্দে হাসল লোকটা, বেতন কত বাড়িয়ে নেবে সে-হিসেব করছে হয়তো মনে মনে।

ব্যাকপ্যাক নিল রানা, তবে নিজেরটা না, সোহানারটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বোটের একপ্রান্ত ডিঙিয়ে ল্যাণ্ডিং-এ নেমে পড়ল ও। হাত বাড়িয়ে দিল সোহানার দিকে, নামতে সাহায্য করল ওকে।

'এই তো, সুবোধ বালকবালিকা,' বসন্তের দাগের দাঁত বন্ধ হয়নি এখনও, 'ধীরে ধীরে কাছে এসো। ব্যাগটা দাও। তারপর বলছি কী করতে হবে।'

পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, অনুমান করল রানা। ওর সঙ্গের লোকটাকে দেখল। তালপাতার সেপাই, কিন্তু জাত খুনি। চেহারাটা ভয়ঙ্কর বানানোর জন্য চাঁদি চেঁছে রেখেছে। এই লোকের হাতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। কিন্তু রানা নিশ্চিত, কোমরে বা প্যান্টের পকেটে ড্যাগারজাতীয় কিছু-না-কিছু আছেই।

ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল রানা। এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায়, দেখলে মনে হবে ভয় পেয়েছে। আদর্শ বীরপুরুষের মতো আড়াল করার চেষ্টা করছে সোহানাকে, কিন্তু

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
সে-প্রয়াসেও চাতুরি আছে—মনে হয় সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

নিজের "সাফল্যে" দারুণ খুশি হয়েছে বসন্তের দাগ, ভুলটা করেছে সেখানেই, খেয়াল করল রানা। ওর জায়গায় রানা হলে পার্টনারকে নিয়ে সরে যেত ল্যাণ্ডিং থেকে যাতে মুভ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। কিন্তু ওই লোক তা করছে না। এবং সে যতক্ষণ সামনে থাকবে তালপাতার সেপাইও কিছু করতে পারবে না। কারণ ল্যাণ্ডিং-এর দু'দিকে পানি।

বসন্তের দাগের সঙ্গে দূরত্ব পাঁচ ফুট বাকি থাকতে ব্যাকপ্যাকটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিল রানা। খেয়াল করল ক্ষণেকের জন্য হলেও ব্যাগটার উপর দৃষ্টি দিয়েছে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটাকে এমনভাবে আণ্ডারআর্ম থ্রো করল ও যাতে ভিতরে-থাকা পোকারের হাতল বা চোখা দিক গিয়ে লাগে লোকটার রিভলভার-ধরা হাতে। কিন্তু হিসেবে ভুল হলো রানার, এবং ভালো হলো—পোকারের হাতল গিয়ে লাগল রিভলভারের নলে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঠং করে ধাতব আওয়াজ হলো, ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে বিস্ময়-বিহ্বলতার ছাপ পড়ল বসন্তের দাগের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে উড়াল দিল রানা। লোকটার সোলারপ্লেক্সাসে জোড়া-পায়ের ফ্লাইংকিক বসিয়ে দিয়েছে, এমন সময় ট্রিগারে টান পড়ল। অটুট নিস্তব্ধতায় অনেক জোরে শোনাল রিভলভারের আওয়াজ।

রানাকে লাফ দিতে দেখে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়েছে সোহানা। কাজেই লাইন অভ ফায়ারে কাউকেই পেল না বুলেট, অদৃশ্য হলো তুষারকম্বলে-ঢাকা লেকে।

রানাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে পিছিয়ে গেছে তালপাতার সেপাই, তাই ল্যাণ্ডিং-এর উপর পড়ে বিনাবাধায় একবার ডিগবাজি খেল বসন্তের দাগ। সাপের ছোবল দেয়ার মতো দ্রুততায় উঠে দাঁড়াল রানা আরেকলাফে, একটুও সময় দিতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রাজি না বসন্তের দাগকে। জানে সামলে নিতে পারলেই গুলি করবে লোকটা। বল জালে জড়ানোর জন্য ডি-বক্সের বাইরে থেকে যেভাবে শুট করে স্ট্রাইকাররা, লোকটার মাথাটাকে ফুটবল ধরে নিয়ে ঠিক চাঁদিতে সেভাবে লাথি মারল রানা জুতোর চোখা প্রান্ত দিয়ে। রাশান ভাষার "মা রে" চিৎকারটা অগ্রাহ্য করে জুতোর সোল দিয়ে মাড়িয়ে দিল লোকটার ডান হাতের আঙুলগুলো—যেভাবে লোকে বিষাক্ত কাঁকড়াবিছা মারে, সেভাবে। অসহ্য ব্যথায় রিভলভারের বাঁট ছেড়ে দিল লোকটা।

কলার ধরে টেনে লোকটাকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা, ডান হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল অণ্ডকোষে। বীভৎস একটা আওয়াজ করতে গিয়েও করতে পারল না বসন্তের দাগ, আপনা থেকে গোল হয়ে-যাওয়া মুখ দেখে মনে হচ্ছে বমি করবে এখনই, রসগোল্লার মতো বড় হয়ে গেছে দু'চোখ। প্রচণ্ড জোরে কোপ মারল রানা লোকটার নাকের ব্রিজে, তারপর আবার কলার ধরে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিচু হয়ে রিভলভারটা তুলে নিতে যাচ্ছিল রানা, তালপাতার সেপাইকে নড়ে উঠতে দেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গড়ান খেল। বেঁচে গেল সে-কারণে।

পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে ভাঁজ খুলেছে লোকটা, প্রফেশনালদের মতো করে ছুঁড়ে মেরেছে রানার দিকে। দু'ইঞ্চির জন্য রানাকে মিস্ করেছে ছুরির ফলা।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, বিপত্তি ঘটল এমন সময়। পচে গিয়েছিল ল্যাণ্ডিং-এর একটা তক্তা, রানার পা পড়ল সেটার উপর, ভার সইতে না পেরে ভেঙে পড়ল সেটা। তাল সামলানোর জন্য লাফিয়ে সরে যেতে হলো রানাকে, যখন দু'পায়ের উপর দাঁড়াল তখন ভারসাম্য নেই ওর।

সুযোগটা কাজে লাগাল তালপাতার সেপাই। তীর বেগে ছুটে

www.banglabookpdf.blogspot.com

এসে নিখুঁত এক পাঞ্চ হাঁকিয়ে দিল সে রানার চোয়ালে।

মুহূর্তের মধ্যে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল রানার চোখের সামনে। ইচ্ছাকৃতভাবে মাথাটা এদিকওদিক দোলাচ্ছে, প্রতিপক্ষকে বোঝাতে চাচ্ছে জায়গামতো লেগেছে আঘাত; আসলে নিজের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি দৃষ্টি। ঝাপসাভাবে দেখতে পেল, বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে পজিশন নিয়েছে তালপাতার সেপাই, আরেকটা পাঞ্চ হাঁকানোর জন্য প্রস্তুত।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে মাথা পিছনের দিকে নিল রানা, তারপর মুহূর্তের মধ্যে বাঁ পা-টা সামনে নিয়ে "হেড" করল তালপাতার সেপাইয়ের নাকে। হাড় ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ শুনল রানা, চুল ভিজে ওঠায় বুঝল গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে লোকটার নাক থেকে।

এ-রকম কিছু করবে রানা, কল্পনাও করেনি তালপাতার সেপাই। আতঙ্কিত হয়ে জাপটে ধরল সে রানাকে। তাল সামলাতে পারল না রানা, তালপাতার সেপাইয়ের সঙ্গে কোলাকুলিরত অবস্থায় পেছাতে হলো ওকে, ল্যাণ্ডিং-এর সেই ভাঙা জায়গায় পা পড়ল আবার। এবার সরে যাওয়ার অবকাশ পেল না, কারণ দু'জনের ভারে পেরেক আলগা হয়ে গিয়ে পাশের তক্তাটাও সরে গেছে।

রানা টের পেল পড়ে যাচ্ছে, ও যাতে কিছু করতে না পারে সেজন্য আরও শক্ত করে ওকে জাপটে ধরেছে তালপাতার সেপাই। বুক ভরে দম নিতে শুরু করল রানা।

লেকের হিমশীতল পানি গিলে নিল ওদের দু'জনকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিশ

দেখে মনে হচ্ছে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে রিভলভারটা।

ভেজা চুপচুপে গায়ে ওটার কাছে এসে দাঁড়াল সোহানা পায়ে পায়ে। রানাকে ডুবে যেতে দেখেছে। ওর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সুবিধাজনক অবস্থায় আছে তালপাতার সেপাই, লড়াইটা দেখেছে সোহানা, ওর ধারণা পানির নীচে নিয়ে গিয়ে রানাকে গলা টিপে মারবে শয়তানটা।

পানিতে ঝাঁপ দেবে নাকি সে-ও? সাহায্য করার চেষ্টা করবে রানাকে? কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়? যদি ওকে দেখতে পেয়ে জরুরি মুহূর্তে মনোযোগ নষ্ট হয় রানার?

শেষপর্যন্ত সোহানা সিদ্ধান্ত নিল, পানিতে নামবে না। বরং রিভলভারটা কুড়িয়ে নেয়া যাক। অপেক্ষা করা যাক রানার জন্য।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ল্যাণ্ডিং-এর এককোণে কার যেন নড়াচড়া। সতর্ক হয়ে উঠল সোহানা। একটু পর দেখল, পানি থেকে হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনোরকমে উঠে আসার চেষ্টা করছে বসন্তের দাগ। কেন যেন লোকটার উপর প্রচণ্ড রাগ হলো সোহানার। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। ওর উপস্থিতি টের পেল না লোকটা, শরীরের দুর্বলতম জায়গায় প্রচণ্ড আঘাতে কোনোকিছু টের পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই সে। ল্যাণ্ডিং-এ ওঠার পর দাঁড়িয়েছে মাত্র, এমন সময় সোহানাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ওকে সময় দিল না সোহানা, লোকটার শ্বাসনালীর পাশে নার্ভ সেন্টারে

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
জুডোর চপ মারল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে।

জ্ঞান হারিয়ে ল্যাণ্ডিং-এর উপর লুটিয়ে পড়ল বসন্তের দাগ।

গায়ে পানির স্পর্শ লাগামাত্র রানার মনে হলো যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে।

জানে পানিতে পড়তে যাচ্ছে, তাই আগেই ফুসফুস দুটো ভরে নিয়েছে। তালপাতার সেপাইয়ের মারে জোর আছে, দপদপ করতে শুরু করেছিল মাথাটা, ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে ঠিক হচ্ছে আস্তে আস্তে।

অন্য কেউ হলে প্রথমেই বাতাসের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ত, মোচড়ামোচড়ি শুরু করত। রানা করল উল্টো কাজ। মোচড়ামোচড়ির ধারেকাছেও গেল না। টান টান করে দিল পা দুটো, শরীরের ভর তালপাতার সেপাইয়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেল। পানিতে সিযর্স কিক দিল দু'বার, আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা যে ইচ্ছা করে নীচে নামছে তা বুঝতে মূল্যবান কতগুলো মুহূর্ত নষ্ট হলো তালপাতার সেপাইয়ের। একে তো ভাঙা নাক থেকে রক্ত হারাচ্ছে, তার উপর অক্সিজেনের সঞ্চয়ও বেশি না, তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে।

রানাকে ছেড়ে দিল তালপাতার সেপাই, দু'হাত সমানে চালাচ্ছে এখন, একের পর এক ঘুসি মারছে। কিন্তু পানির নীচে হাত চলে না ডাঙার মতো, তার উপর জ্যাকেট পরে আছে, তাই একটা ঘুসিতেও কাজ হলো না। ইতিমধ্যে রানা জাপটে ধরেছে লোকটাকে, আরও নীচে নেমে এসেছে।

হঠাৎ টের পেল রানা ঘুসোঘুসি থামিয়ে দিয়েছে লোকটা, প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে। কেন, আন্দাজ করল রানা, তারপরও সময় দিল লোকটাকে। কালচে ঘোলাটে পানি ভেদ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
করে একটু পর দেখল, আরেকটা ড্যাগার বের করেছে তালপাতার সেপাই, ভাঁজ খুলছে।

ছুরিধরা হাতটা ডান হাতে মুচড়ে ধরল রানা, একইসঙ্গে পানিতে লাথি মেরে সরে গেল একপাশে। যা আশা করেছিল ও তা-ই ঘটল তখনই—ডানে-বাঁয়ে সরাতে না পেরে ছুরি দিয়ে উপরের দিকে গুঁতো মারল তালপাতার সেপাই। রানা টের পেল ওর শার্টের কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে গেল ফলা, খোঁচা দিয়ে গেল নাভির একটু উপরে।

সুবিধা করতে পারছে না রানা—গায়ে যথেষ্ট জোর রাখে তালপাতার সেপাই। রানাকে কিছুতেই ধরে রাখতে দেবে না সে নিজের ছুরিধরা হাত, তাই অন্য হাত দিয়ে সমানে মোচড়াচ্ছে রানার ডান হাতটাকে। এবার বাঁ হাতটাও ব্যবহার করতে হলো রানাকে, লোকটার ছুরিধরা হাতের কনুইয়ের কাছটা খামচে ধরল। একইসঙ্গে হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে ফেলল দু'পা, প্রতিপক্ষের হাত শক্ত করে ধরে রেখে সাইকেল চালানোর কায়দায় বার বার লাথি মারতে থাকল ভাঙা নাকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাজ হলো, রক্তের একটা ধারা কালো কালির মতো বের হচ্ছে তালপাতার সেপাইয়ের নাক দিয়ে, রানা টের পাচ্ছে জোর কমছে লোকটার। অনুমান করল, শয়তানটার মাথার ভেতরে দপদপ করতে শুরু করেছে। আরেকবার পানিতে পা ছুঁড়ে দিক বদল করল রানা হঠাৎ, চলে এল লোকটার পেছনে। বাঁ হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে লোকটার গলা, চাপ বাড়াচ্ছে আস্তে আস্তে, চাচ্ছে ওর মাথার দপদপানি আরও কিছুটা বাড়ুক। একইসঙ্গে জোর বাড়িয়েছে ডান হাতে, ক্রমাগত মোচড়াচ্ছে প্রতিপক্ষের ছুরিধরা হাত, বাঁটটা আলগা হলেই থাবা দিয়ে কেড়ে নেবে।

রণে ভঙ্গ দিল তালপাতার সেপাই, মূলত অক্সিজেনের অভাবে। দু'পা সমানে ছুঁড়ছে এখন, পানিতে লাথি মেরে উঠে

www.banglabookpdf.blogspot.com
যেতে চাচ্ছে উপরের দিকে, বোধহয় খেয়ালও করেনি ওর হাত থেকে আলগা হয়ে গেছে ড্যাগার। ডান হাতে থাবা দিয়ে হাতলটা এমনভাবে ধরল রানা যাতে ফলাটা তাক করে থাকে লোকটার দিকে। পানির নীচে অনেকক্ষণ হয়েছে, রানার ফুসফুসও জানান দিচ্ছে অক্সিজেন চাই।

দুটো সেকেণ্ড খরচ করল রানা হিসেব কষতে। তারপর বাঁ হাত আলগা করে দিল, ছুরির ফলা দিয়ে জোরে গুঁতো মারল তালপাতার সেপাইয়ের ডান কানের নীচে, ঘাড়ের রগে। একটা সেকেণ্ডের জন্য পা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ হয়ে গেল লোকটার, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, বড় বড় কিছু বুদবুদ উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। ছুরিটা বের করল না রানা, ঢুকিয়ে দিল লোকটার গলার আরও ভিতরে। তারপর ফলাটা টেনে বের করল শ্বাসনালীর কাছাকাছি জায়গা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা মারল ওকে, দূরে সরে গেল। এবার পা চালিয়ে সরে এল নিরাপদ জায়গায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রক্তের কালো রেখা আরও মোটা হয়েছে এখন। পুবতার কারণে উপরের দিকে উঠছে তালপাতার সেপাই, কিন্তু রানা জানে, পানি গিলতে শুরু করেছে লোকটা। হাত-পা ছুঁড়ছে সে, দেখলে মনে হয় মৃগী রোগ উঠেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে ওর অঙ্গবিক্ষেপ। মনে হয় ভেসে ওঠার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

আবারও দু'পা বুকের কাছে জড়ো করল রানা, লাথি মারল পানিতে। কয়েকবার লাথি মেরে ভেসে উঠল, হাঁ করে দম নিচ্ছে। সোহানার কী হয়েছে জানে না, জানে না বসন্তের দাগের কী অবস্থা।

'রানা!' ওকে মাথা তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, 'এদিকে!'

চিৎকারটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকাল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com
ল্যাণ্ডিং-এর উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে বসন্তের দাগ, দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞান নেই। ওর কাছেই রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে সেদিকে এগোতে শুরু করল রানা।

রিভলভারটা নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোহানা, ঝুঁকে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। 'এসো, আমার হাত ধরো। টেনে তুলছি তোমাকে।'

মাথা নেড়ে রানা জানিয়ে দিল সাহায্য লাগবে না। ল্যাণ্ডিং-এর একটা তক্তা আঁকড়ে ধরল একহাতে, টেনেটুনে দেখে নিল তক্তাটা পচা অথবা ওটার কোনো পেরেক আলগা কি না। সন্তুষ্ট হয়ে ড্যাগারের বাঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, তারপর অন্য হাত দিয়েও আঁকড়ে ধরল তক্তাটা। শরীরের ভর ছেড়ে দিল হাত আর কাঁধের উপর, নিজেকে টেনে তুলল ল্যাণ্ডিং-এ। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, মুখ থেকে সরিয়ে একপাশে রাখল রক্তাক্ত ড্যাগার, হাঁ করে দম নিচ্ছে এখনও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল সোহানা। 'রানা...রানা...' কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না, রানার সারা শরীরে চোখ বোলাচ্ছে কোথাও কেটেকুটে গেছে কি না জানার জন্য।

'আমি ঠিক আছি,' মৃদু গলায় বলল রানা, ইঙ্গিতে দেখাল বসন্তের দাগকে। 'খবর কী?'

'অজ্ঞান। আরও আধ ঘণ্টার আগে নড়বে না।'

উঠে বসল রানা। 'গুলির আওয়াজ শুনেছে মেলিখান আর ওর তিন নম্বর চামচা। কাজেই জলদি চলো স্পীডবোটে উঠি।

বোটে উঠে পড়ল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল সোহানা। নিজের জন্য একদিকে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল রানা। পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে বোটের একপ্রান্তের সঙ্গে। এখনও হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'রানা,' মৃদু গলায় ডাকল সোহানা, 'যে-লোকটা তোমাকে জড়িয়ে ধরে পানিতে পড়ল...'

'ওকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি। জান বাঁচানো ফরজ। ইঞ্জিন স্টার্ট দাও। রিভলভারটা কোথায়?'

ইগনিশন তার ধরে মোচড় দিল সোহানা, গরগর আওয়াজ তুলে চালু হলো ইঞ্জিন। স্পিডোমিটার, ফুয়েল ইণ্ডিকেটর ইত্যাদি চেক করে নিয়ে বলল, 'আমার কাছেই আছে। লাগবে?'

'দাও,' হাত বাড়াল রানা।

ওকে রিভলভারটা দিল সোহানা। ওটা কোমরের কাছে নামিয়ে রেখে বাউ লাইনটা খুলে ফেলল রানা। তারপর খুলল নিজের উইণ্ডব্রেকার আর সোয়েটশার্ট।

থ্রটলে চাপ বাড়াল সোহানা। আস্তে আস্তে পিছিয়ে নিচ্ছে ও স্পীডবোটটাকে, খোলা লেকের দিকে নাক ঘুরিয়ে নিচ্ছে। 'শক্ত করে ধরে বসো,' গিয়ার রিভার্স করে বলল রানাকে, থ্রটল ঠেলে দিয়েছে উল্টোদিকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

খোলা লেকের দিকে ছুট লাগাল ওদের বোট।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে রানা। 'কী খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'ইমার্জেন্সি কিট। অনেক স্পীডবোটে থাকে। ওটার ভেতরে একটা কম্বল-টম্বল পেলে কাজে লাগত। দু'জনই ভিজে গেছি।'

একটা সীট কুশনের নীচে পাওয়া গেল বড় একটা বাক্স। ওটা বের করে খুলল রানা। কিন্তু ভেতরে কম্বল না, পাওয়া গেল বেশ বড় মোটা একটা চাদর। বোঝা গেল বোটটা ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয় এটা। চাদরটা বের করল রানা, গায়ে জড়াল, তারপর জায়গা বদল করে বসে পড়ল ড্রাইভিং সীটের পেছনে।

ছুটছে সোহানা। গতি বেশি বাড়াতে পারছে না, কারণ তুষারপাতের কারণে দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে এক শ' ফুটেরও

www.banglabookpdf.blogspot.com

নীচে। আরও বড় কথা, লেকটা চেনে না ও। ঘাড় ঘুরিয়ে রানাকে দেখল একবার। চোখ বন্ধ করে আছে ও, পিঠটা ঠেস দিয়ে রেখেছে ড্রাইভিং সীটের সঙ্গে, কিন্তু ঘুমাচ্ছে না—সোহানা নিশ্চিত।

খানিকটা আশ্চর্য হলো ও। 'রানা,' ডাকল নিচু গলায়, 'কী করছ?'

'যা করা উচিত তা-ই,' নিচু গলায় বলল রানাও। 'শোনার চেষ্টা করছি আমাদের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে অন্য কোনো ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া যায় কি না।'

সতর্ক থাকার কারণেই শব্দটা শুনতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল ও, রিভলভার তুলে নিয়েছে ডান হাতে। 'সোহানা,' বলল নিচু গলায়, 'এসে গেছে মেলিখান!'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, যেন তুষারের চাদর ভেদ করে করে বের হলো মেলিখানের বোট। সঙ্গে সঙ্গে যেন কতগুলো কমলা জোনাকি পোকা দেখা গেল ড্রাইভিং সীটের পাশ থেকে—গুলি করেছে মেলিখান। শব্দটা শোনা গেল এক সেকেণ্ড পর। বোটের উইণ্ডশীল্ড ফুটো করে দিয়ে বের হয়ে গেল বুলেট।

'সোহানা!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ডানে ঘোরো! ওরা সরাসরি গুঁতো মারতে চাইছে আমাদেরকে।'

কথাটা বুঝতে এক সেকেণ্ড সময় লাগল সোহানার। তারপর হুইল ধরে মোচড় দিল। ছুটতে ছুটতেই দিক বদলাল বোটের নাক, নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সরে গেল ডানদিকে। সোহানা দিক বদল করছে টের পেয়ে হুইল ঘোরাল মেলিখানের চামচাও, ড্রাইভিং সীটে বসেছে সে, বোধহয় কসম খেয়েছে যেভাবেই হোক গুঁতো দেবেই। কিন্তু পারল না শেষপর্যন্ত। ওদের বোটের নাক রানাদের বোটের পেছনের প্রান্ত ছুঁয়ে বের হয়ে গেল।

সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না রানা, গুলি করল মেলিখানের

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
বোটের আউটবোর্ড মোটরে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'সোহানা! আগে বাড়ো!'

থ্রটলে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে সোহানা, এমন সময় গুলি করল মেলিখান। রানাদের বোটের অ্যালুমিনিয়াম বডিতে সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল বুলেট।

'ঠিক আছো?' সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হুঁ,' আবার সামনের দিকে ছুটছে সোহানা। 'তুমি?'

'আমিও। বাঁয়ে কাটো, বোটের টপ স্পীডে চালাও ঠিক দশ সেকেণ্ড। তারপর বন্ধ করে দেবে ইঞ্জিন।'

কোনো প্রশ্ন করল না সোহানা। রানা যা বলেছে তা করার পর বন্ধ করে দিল ইগনিশন। বোটটা ছুটছে এখনও, কিন্তু গতি হারাচ্ছে আস্তে আস্তে। একসময় থেমে গেল। এখন স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে এদিকওদিক।

'কেন থামলাম, রানা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'মেলিখান এখন কী করে জানার জন্য,' ফিসফিসিয়েই জবাব দিল রানা।

'কী মনে হয় তোমার? কী করবে সে?'

'পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করবে আমাদেরকে। শেষ যেদিকে হারিয়ে যেতে দেখেছে আমাদেরকে, সেদিকে আসবে। ওর আউটবোর্ড মোটরে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি, কিছুটা হলেও বিগড়ে গেছে ওটা, আগের চেয়ে অনেক জোরে আওয়াজ করছে। কাজেই ওর মোটরের আওয়াজ শোনামাত্র আবার ইগনিশন চালু করবে তুমি, টপ স্পীডে ত্রিশ সেকেণ্ড ছুটে থামবে। আমাদের বোটের আওয়াজ শুনতে পাবে না সে। আশা করছি এভাবে এগিয়ে গ্রামের কাছাকাছি কোনো জায়গায় হাজির হতে পারবো আমরা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'রিভলভারে আর ক'টা বুলেট আছে?'

দেখল রানা রিভলভারটা। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পয়েন্ট থ্রি এইট, ফাইভ শট। 'দুটো বুলেট খরচ হয়েছে,' বলল রানা, 'তিনটে আছে।' হঠাৎ কান পাতল। 'শুনতে পাচ্ছ?'

ওদের গলুইয়ের বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরে যাচ্ছে শব্দটা আস্তে আস্তে। জোরালো হচ্ছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

'যাও!' নিচু গলায় বলল রানা।

মুহূর্তের মধ্যে ইঞ্জিন চালু করে থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল সোহানা। টপ স্পীড তোলার পর এক দুই তিন করে ত্রিশ পর্যন্ত গুনে বন্ধ করে দিল ইগনিশন।

নীরবতা। ছোট ছোট ঢেউ এসে বাড়ি খাচ্ছে বোটের গায়ে, ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ পাওয়া যায়। বাতাস পড়ে গেছে। তুষারপাত বন্ধ হয়নি, আজ হবে বলে মনেও হয় না। তুষারকণাগুলো আরও মোটা হয়েছে আগের চেয়ে। বোটটা থেমে থাকায় গলুই আর সীটের উপর জমছে সেগুলো।

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। মেলিখানের পাত্তা নেই।

'করছে কী লোকটা?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সোহানা একসময়।

'আমরা যা করছি।'

'মানে?'

'শুনছে। অপেক্ষা করছে।'

'কেন?'

'বুঝতে পেরেছে নিজের মোটরের বিকট শব্দের কারণে আমাদের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাবে না। কাজেই টেকনিক বদল করেছে।'

এক শ' ফুট দূর থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে এল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বৈঠা?' সোহানার গলায় শঙ্কা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুদ্ধি বের করেছে মেলিখান। কিন্তু চারদিক সুনসান থাকায় ওর এই বুদ্ধিও মার খেয়ে গেল।'

থ্রটলে হাত রাখল সোহানা।

'না,' ফিসফিস করে বারণ করল রানা।

'ওরা কাছে এসে পড়েছে...'

'অপেক্ষা করো।'

প্রথমবার যেভাবে তুষারের চাদর ভেদ করে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল মেলিখানদের বোট, এবারও ঘটল অনেকটা সে-রকম। তবে হঠাৎ না, আস্তে আস্তে দেখা গেল বোটটা। পড়ন্ত পুরু তুষারের কারণে মনে হলো একটা বোটের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে যেন। রানা-সোহানার বাঁ দিকে উদয় হয়েছে সেটা, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। ড্রাইভিং সীটে নিশ্চল বসে আছে একটা মূর্তি, দেখতে কেমন ভুতুড়ে লাগছে। বার বার এদিকওদিক তাকাচ্ছে বলে বোঝা গেল মেলিখান কোথায় বসেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রিভলভার তুলল রানা। নিশানা করল মেলিখানকে।

কিন্তু গুলি করার দরকার হলো না। ড্রাইভিং সীটে বসে-থাকা লোকটাকে চাপা গলায় কী যেন বলল মেলিখান, বৈঠার ঠেলায় বোটের মুখ আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

'নামো!' ফিসফিস করে সোহানাকে বলল রানা।

'কী করতে হবে আমাকে বলো,' বলল সোহানা। 'তুমি পিস্তল নিয়ে রেডি থাকো।'

কী করতে চাইছে বুঝিয়ে বলল সোহানাকে সংক্ষেপে।

'এটা স্রেফ পাগলামি, রানা,' একমত হতে পারছে না সোহানা। 'যা বলছ, করছি। তবে আমাদের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ফেলবে ওরা। আর ফায়ারআর্ম আছে মেলিখানের কাছেও। সন্দেহ নেই গুলি চালাবে সে।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু লাগাতে পারবে না—এঁকে বেঁকে চালাবে। ওদের ইঞ্জিন বন্ধ আছে, এ-ই সুযোগ।'

ড্রাইভিং সীটের পেছনে, একচিলতে জায়গায় পা গুটিয়ে বসে পড়ল রানা। মাথা আড়াল করেছে পাশের সীটের নীচে।

ইগনিশন স্টার্ট করেই থ্রটলে চাপ বাড়াল সোহানা। বাঁ হাতে ধরে রেখেছে হুইল, রানার ডান হাতে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। টপ স্পীড তুলে ফেলল সোহানা সাত সেকেণ্ডেই। মেলিখানদের বোটটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, দাঁতে দাঁত চেপে ছুটছে সেদিকে। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে মেলিখান যা করতে চেয়েছিল, এবার তা-ই করতে চাচ্ছে রানা। মোটর স্টার্ট করে সরে যেতে যে-সময় লাগবে মেলিখানদের, তারই মধ্যে ওদের বোটটাকে জোরালো একটা "ঘষা" দিয়ে যেতে চায়।

মেলিখানদের বোটটা দেখা গেল, আরেকটু বাঁয়ে সরে গেছে। সমানে চিৎকার করছে মেলিখান, ড্রাইভিং সীটে বসে থাকা লোকটাকে একের পর এক আদেশ দিচ্ছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ভয়ে জমে গেছে ড্রাইভার, কর্তব্য স্থির করতে পারছে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাজ হবে না বুঝতে পেরে রিভলভার তুলল মেলিখান। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে বোটের হুইলটাকে এদিকওদিক ঘোরাতে শুরু করল সোহানা। পর পর দু'বার গুলি করল মেলিখান, দুটোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ততক্ষণে আরও কাছে চলে গেছে রানা। এবার লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানল পর পর দু'বার। প্রথম গুলিতে মেলিখানের হাঁটুর কাছে, বোটের অ্যালুমিনিয়াম বডিতে চলটা উঠে গেল। দ্বিতীয় গুলিতে পেছনের দিকে হঠাৎ ঝাঁকি খেল মেলিখানের চামচা, চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। একহাতে হুইল ধরল মেলিখান।

হুইলটা আরেকটু ঘোরাল সোহানা—বোটের নাক দিয়ে না, পাশের দিক দিয়ে গুঁতো মারতে চাইছে মেলিখানের বোটটাকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিল মেলিখান। জানে, এখন অস্ত্র তাক করলেই গুলি খাবে কপালে। নিজেকে বাঁচাতে সহজাত প্রবৃত্তির বশে রিভলভার ছেড়ে দিয়ে এক হাত তুলে ধরেছে চোখের সামনে। ওর থেমে থাকা বোটটাকে বেমক্কা এক ধাক্কা মারল রানাদের বোট, মুহূর্তে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল বোটটা মেলিখানকে নিয়ে।

অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ উঠল, ধাক্কা সামলাতে দু'হাতে হুইল ধরেছে সোহানা। চুরমার হয়ে গেছে ওদের উইণ্ডশীল্ডের কাঁচ, ভেঙে গেছে ডেক রেইল, খসে পড়েছে লাইট। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা মেলিখানের বোটের দিকে। কী কী ক্ষতি হয়েছে দেখার সুযোগ নেই, কারণ প্রচণ্ড ধাক্কায় উপুড় হয়ে গেছে ওটা, আউটবোর্ড মোটরের ভারে ডুবে যাচ্ছে এখন বুদবুদ তুলে।

গতি একটুও কমাল না সোহানা, কে জানে বোটের তলার কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না! যে-গ্রামে ওদের মোটেল, সেটার তীর থেকে ষাট-সত্তর গজ দূরে থাকতে থ্রটলে চাপ কমাল আস্তে আস্তে। একটু পর বন্ধ করে দিল ইগনিশন, এখন নিজের গতিতেই তীরে গিয়ে ঠেকবে বোট।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হুইল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা, 'চলো এবার,' বলল ও, 'মনে হচ্ছে, বিপদ কেটেছে আপাতত।'

উঠে দাঁড়াল রানাও।

গ্রামের তীরটা কাছিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। কিছু পাথর পড়ে আছে সেখানে, ওগুলোর গায়ে বার বার আঘাত করছে ছোট ছোট ঢেউ। অনেকগুলো গাছ জন্মে জঙ্গলের মতো বানিয়ে ফেলেছে জায়গাটাকে। কোনো কোনো গাছের কোনো কোনো ডাল প্রলম্বিত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে লেকের উপর, তুষারে-ছাওয়া ডালগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
কঙ্কাল। এই বৈরী আবহাওয়াতেও নাম-না-জানা কিছু পাখি তাদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে লতাপাতার আড়াল থেকে।

তীরে বোট ভিড়তেই লাফিয়ে নামল রানা। নামতে সাহায্য করল সোহানাকে। ব্যাকপ্যাকগুলো নিল।

দুজন মিলে জোর এক ধাক্কায় ডাঙা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিল বোটটাকে। তারপর বলল, 'এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোটেলে ফিরতে হবে।'

'মেলিখানের তাড়া খেয়ে পালানোর চেয়ে এ-কাজ কোনো অংশে কম কঠিন না,' হাসার চেষ্টা করল সোহানা কিন্তু ঠিকমতো পারল না, ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাঁপছে। 'কারণ কোন্‌দিকে যেতে হবে কিছুই জানি না। তোমার প্ল্যান কী?'

'সোজা গ্রামে ঢুকে পড়বো। সাহায্য চাইবো গ্রামবাসীদের কাছে। আশা করছি পথ দেখিয়ে দেবে ওরা।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

একুশ

মোটেলে ফিরে প্রথমেই হটওয়াটার শাওয়ার নিল দু'জনে। ম্যানেজারকে বলে কিছু খাবার আনিয়ে নিল রানা, সোহানার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেল রুমে বসে। গির্জা থেকে নেপোলিয়নের যে-বোতলটা পাওয়া গেছে, ওটার কয়েকটা ছবি তুলল তারপর। ওগুলো ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিল অপির কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোহানার মোবাইলে ফোন করল অপি।

'কী খবর, অপি?' রিসিভ করে বলল সোহানা, স্পিকার মোডে

www.banglabookpdf.blogspot.com
দিয়েছে যাতে রানাও শুনতে পায়।

'রাজা যারক্সিয আর অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। ভাবলাম আপনাদেরকে জানাই। সময় আছে?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'কিছু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম, ওই মন্দিরে খুব বেশি ধনসম্পদ ছিল না। তারপরও, যে-কোনো কারণেই হোক, যারক্সিয বিশ্বাস করেছিলেন গ্রীকরা খুব দামি কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছিল সেখানে। কিন্তু যা বললাম একটু আগে, ওই ব্যাপারে গুজব ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ ছিল না।'

'পরে কি কেউ কিছু খুঁজে বের করেছে সেখান থেকে?' জানতে চাইল রানা।

'প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যখন নজর দেন মন্দিরটার দিকে, ততদিনে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেটা। কিছু মূর্তি এবং চমৎকার নকশা-করা কয়েকটা স্তম্ভ বাদে কিছু পাওয়া যায়নি। স্বর্ণালঙ্কার বা রত্নপাথরের কোনো উল্লেখই নেই কোথাও।

সোহানা বলল, 'মন্দিরটার ব্যাপারে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায়নি কেউ কখনও? রেকর্ড কী বলে?'

'ওটা অনেকদিন থেকেই প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে আছে। ওদের সব রেকর্ড নির্দিষ্ট সময় পর পর আপডেট করা হয় ওয়েবসাইটে। অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে দুটো পেইজ আছে, দেখেছি আমি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, কিন্তু কারও অতিআগ্রহের ব্যাপারে কিছু জানতে পারিনি। তবে...'

'তবে কী?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'সরকারের পক্ষ থেকে একজন কিউরেটর নিযুক্ত করা হয়েছে ওই মন্দিরের জন্য। ওখানে একটা যাদুঘর খোলা যায় কি না সে-ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। সার্বিক তত্ত্বাবধান আর

www.banglabookpdf.blogspot.com

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
সম্ভাব্য যাদুঘর নিয়ে পরিকল্পনা করাই কিউরেটরের প্রধান কাজ। অনেক খোঁজাখুজি করে, বেশ কয়েক জায়গায় ফোন করে তাঁর কন্ট্যাক্ট নম্বর জানতে পেরেছি আমি। এবং কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে।'

'কী জানতে পারলে?'

'ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির স্কুল অভ হিস্টরির জনৈক লেকচারার নাকি একবার আবেদন করেছিলেন তাঁর কাছে।'

'কী বিষয়ে?'

'টানা এক মাসের জন্য ঘাঁটি গাড়তে চায় মন্দিরে, ওখানকার স্থাপনা আর শিল্পকলার উপর গবেষণা করবে। কিন্তু ভদ্রমহিলা মানা করে দেন। কারণ কোনো স্থাপনা যখন প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তর নিয়ে নেয়, সরকারি লোক ছাড়া অন্য কেউ সেখানে গবেষণা চালাতে পারে না। তারপরও লোকটা নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে মহিলার পেছনে, বার বার যোগাযোগ করতে থাকে তাঁর সঙ্গে। শেষে বাধ্য হয়ে নিজের ই-মেইল অ্যাড্রেস আর মোবাইল নম্বর বদল করেন তিনি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আশ্চর্য তো!'

'আরও কথা আছে। অনুমতি না পেয়ে শেষে চুরি করে অ্যাপোলোর মন্দিরে ঢুকে পড়ে লোকটা একরাতে। এবং প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে যায়।'

'কী করছিল সে ওখানে?'

'লোকটা নাকি একটা কলামের ওপর অ্যাসিড টেস্ট করছিল।'

'অ্যাসিড টেস্ট?' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা। 'মন্দিরের একটা কলামের ওপর?'

'হ্যাঁ, তবে বিশেষ একটা কলাম। মন্দিরে ঢোকার মুখেই

www.banglabookpdf.blogspot.com
পাশাপাশি বিশাল দুটো কলাম ছিল। ঐতিহাসিকেরা ওগুলোর নাম দিয়েছেন দ্য কারয়াটিড কলাম। প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত, ওই কলাম দুটো ছিল সিক্ষিয়ান ট্রেজারির প্রবেশদ্বার। কারয়াটিড কলাম কী, জানতে চেয়েছিলাম কিউরেটরের কাছে।'

'কী বললেন তিনি?'

পাতা উল্টানোর শব্দ পাওয়া গেল মোবাইলের স্পিকারে, নোটবুক খুলেছে অপি। একটু পর বলতে লাগল, 'কারয়াটিড কলাম আসলে একজাতের পাথরের কলাম। মার্বেল পাথর ব্যবহার করে এ-ধরনের কলাম বানানো হতো, দেখতে সাধারণ কলামের মতো না। আলখাল্লা-পরা যুবতীদের দেহকাঠামোর আকৃতিতে বানানো হতো এগুলো। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে আজও দেখতে পাওয়া যায় এ-রকম কিছু কলাম।'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। রানা কী যেন ভাবছে। সোহানা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী জিজ্ঞেস করবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'অ্যাসিড টেস্ট বলতে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন কিউরেটর?'

'তিনি বলেছেন, যখন ধরা পড়ে তখন নাকি স্বর্ণকারদের মতো হাতুড়ি আর একটা অ্যাসিড-কিট পাওয়া যায় পাগলাটে লোকটার কাছে। পরে প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তর ওই কিউরেটরকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটা তদন্তদল গঠন করে, এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলে। যথাসময়ে রিপোর্ট জমা দেয়া হয়। ওটার একটা কপি আছে তাঁর কাছে।'

'কপিটা কোনোভাবে যোগাড় করা যায় তাঁর কাছ থেকে?'

'প্রশ্নটা করেছিলাম আমিও। তিনি বলেছেন, গোপন দলিল, তা-ও আবার সরকারি, কোনোভাবেই ফাঁস করতে চান না।'

'ভালো। সৎ মানুষ। ওই প্রভাষক ধরা পড়ার সময় কিছু বলেছিল?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বলেছে। সে নাকি জানত না জায়গাটা প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে চলে গেছে। আইনকানুন সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই। আসলে এটা-সেটা বলে কী করছিল সে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।'

'পুলিশে দেয়া হয়নি লোকটাকে?'

'না। কারণ অনুপ্রবেশ করলেও কিছু চুরি করেনি, তার সেই "অ্যাসিড-টেস্টের" কারণে কোনো কিছুর ক্ষতিও হয়নি। তবে লোকটা ইংল্যাণ্ডের নাগরিক বলে ছাড় পেয়েছে সম্ভবত। যা-হোক, অভিযোগপত্রের কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় পাগলটাকে, লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। সে কোথায় গেছে কিংবা কী করছে সে-ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই কারও কাছে।'

'কিউরেটর কি লোকটার নাম বলেছেন তোমাকে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বলতে চায়নি। অনেক অনুরোধ করে জানতে হয়েছে।'

'কী নাম?'

'আলফ্রেড হাইকার।'

'আচ্ছা অপি, হাইকারের অ্যাসিড-কিটে ঠিক কোন্ অ্যাসিডটা ছিল?'

'নাইট্রিক অ্যাসিড। এবং এ-জন্যই তিনি পাগলাটে বলেছেন হাইকারকে।'

'কেন?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল সোহানা।

'কারণ প্রত্নসম্পদ-সংক্রান্ত কোনো কাজে কখনও নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করেন না প্রত্নতত্ত্ববিদেরা। স্ট্যাণ্ডার্ড আর্টিফ্যাক্ট টেস্টেও এর ব্যবহার নেই।'

'তা হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে কারা?' আবারও প্রশ্ন করল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'মেটালারজিস্ট, মানে ধাতুবিজ্ঞানীরা,' জবাবটা দিয়ে দিল রানা। 'কোনো অ্যান্টিকের ভিতরে সোনা আছে কি না জানার জন্য ওই অ্যাসিড ব্যবহার করে তারা। তারমানে অ্যাপোলোর মন্দিরে, বিশেষ ওই কারয়াটিড কলামে সোনা আছে কি না দেখতে গিয়েছিল হাইকার।

অপির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর লাইন কেটে দিল সোহানা।

নিজের ল্যাপটপটা নিল রানা, চালু করল। হোটেলের নিজস্ব ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক আছে, সংযুক্ত হলো সেটাতে। গুগলে আলফ্রেড হাইকার নামটা লিখে সার্চ দিল।

দু'হাজারের মতো রেযাল্ট আছে ওই নামের বিপরীতে। কয়েক মিনিট খুঁজে আসল আলফ্রেড হাইকারকে বের করে ফেলল রানা। লোকটার বায়োগ্রাফি পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ইতিহাস, বিশেষ করে পারস্য আর গ্রীসের ইতিহাসকে ফোকাস করে বেশ কিছু আর্টিকেল লিখেছে লোকটা। নামিদামি পত্রিকায়, এমনকী কয়েকটা ব্লগে ছাপানোও হয়েছে কিছু। ওর একটা লেখা দেখতে পাচ্ছি বছরখানেক আগে প্রকাশিত হয়েছে একটা অনলাইন ম্যাগাজিনে। ওটাই শেষ।'

'এবং ওই সময় নাগাদই চাকরি হারায় সে,' মনে করিয়ে দিল সোহানা, রানার পাশে বসে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। 'লোকটার কোনো রিসার্চ পেপার আছে নেটে?'

'প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, জীবাশ্মবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ পেপার দাখিল করার জন্য জনপ্রিয় কিছু সাইট আছে। ওগুলোতে খোঁজ করে দেখতে হবে। অপিকে বলে দেখি, ও-রকম কিছু থেকে থাকলে খুঁজে বের করুক।' দ্রুত একটা ই-মেইল টাইপ করে অপির কাছে পাঠিয়ে দিল রানা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিছুক্ষণ পর বিশেষ একটা শব্দ হলো রানার ল্যাপটপে—ফিরতি ই-মেইল পাঠিয়েছে অপি। ওটা খুলল রানা। পড়ে সোহানাকে বলল, 'হাইকারের নামে চোদ্দটা রিসার্চ পেপার খুঁজে পেয়েছে অপি। পিডিএফ অ্যাটাচমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে সবগুলো। অপি বলছে, অ্যাপোলোর মন্দিরে হাতেনাতে ধরা পড়ার আগে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে "বৃহত্তর গবেষণার সুবিধার্থে" এক বছরের ছুটি নিয়েছিল হাইকার।'

'কিন্তু ওর সেই বৃহত্তর গবেষণা নিশ্চয়ই লণ্ডন ইউনিভার্সিটির স্বার্থে ছিল না? থাকলে ওকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হতো না।'

'ঠিক। তারমানে সে আসলে ফ্রিল্যান্সিং করছিল।'

'কার হয়ে?'

জবাব না দিয়ে ঝুঁকে স্ক্রিনের আরেকটু কাছে গেল রানা, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। কিছুক্ষণ দেখল একদৃষ্টিতে দেখার পর বলল, 'ভালোমতো দেখো তো, সোহানা। আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

তাকাল সোহানা।

অ্যাটাচমেন্ট করে যে-পিডিএফ ফাইলগুলো পাঠিয়েছে অপি, একটা একটা করে সেগুলো খুলে দেখছিল রানা। একটা ফাইলের সঙ্গে রিসার্চারের ছোট একটা ফটোও আছে। ফটোটা রঙিন, তাই কালো ফ্রেম-পরা অর্ধেক টেকো লোকটার কপালের দু'পাশে কমলা চুলগুলোর রঙ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

সিদোরভের ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরিতে এই লোকটাকেই দেখেছে রানা-সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাইশ

নিজের মেইলে ফুটনোট লিখেছে অপি: "হাইকারের ডকুমেন্টগুলো কিনতে হয়েছে। আমার আগে মাত্র একজন করেছে কাজটা। নামটা কি অনুমান করতে পারেন?'

শুধু রানা-সোহানা কেন, যে-কেউই অনুমান করতে পারবে লোকটা কে।

ডকুমেন্টগুলো নিজের আই-ফোনে ট্রান্সফার করে নিল রানা। ল্যাপটপটা ছেড়ে দিল সোহানার জন্য। পরের তিনটে ঘণ্টা হাইকারের রিসার্চ পেপারগুলো নিয়ে পড়ে থাকল দু'জনে। সবগুলো পেপারের ওপর আলাদা আলাদাভাবে নোট নিল। পরে রুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে গিয়ে বসল, নোটগুলো ক্রস চেক করতে চায় রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'রিসার্চ পেপারগুলো পড়ে কী মনে হলো তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'হাইকার আসলে কী? শূন্য কলসি বাজে বেশি টাইপের? নাকি আসলেই জিনিয়াস?'

'ইতিহাস, ভাষা বা নৃতত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে তেমন পড়াশোনা নেই আমার। তবে যতদূর মনে হয়েছে, নিজের ফিল্ডে অনেক কিছু জানে লোকটা। আর ওর রিসার্চ ওয়ার্কগুলো মৌলিক, অন্তত প্রতিটা পিডিএফ-এ তা-ই দাবি করা হয়েছে। আর, রাজা যারক্সিয আর অ্যাপোলোর মন্দির নিয়ে একরকম মোহ তৈরি হয়ে গেছে ওর মনে।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা ফাইলে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা পড়লাম। হাইকার দাবি করছে, গ্রীক ঐতিহাসিকেরা যা বলেছেন, অ্যাপোলোর মন্দির লুটের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন রাজা যারক্সিয। আর এই সাফল্য আসলে...কী বলবো...বিমূর্ত। কারণ তাঁর ভয়ে মন্দিরের সব স্বর্ণালঙ্কার গালিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় সিক্ষিয়ানরা। তারপর সেই বিশেষ সোনা ঢেলে দেয় বিশেষ দুটো ফাঁপা কারয়াটিডের ভিতরে। ঠাণ্ডা হয়ে সোনা জমাট বাঁধার পর জিপসাম প্লাস্টার দিয়ে ঢালাই করে দেয়া হয় কারয়াটিড দুটোকে। তারপর ওগুলোকে তথাকথিত রত্নভাণ্ডারে ঢোকার প্রবেশপথে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।'

নিজের নোটের উপর চোখ বুলিয়ে নিল সোহানা। 'হুঁ, মিলছে। কিন্তু সিক্ষিয়ানদের এই বুদ্ধি শেষপর্যন্ত কাজে লাগেনি। ওদের এই চাতুরির খবর আগেই পেয়ে যান যারক্সিয। মন্দিরে অভিযানের সময় আলাদা একটা দল পাঠান তিনি, এরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিল কিন্তু সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দলটাতে দু'শ'র মতো লোক ছিল। এরা সেই কারয়াটিড দুটো চিহ্নিত করে, তারপর দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। পাহারার দায়িত্বে ছিল এক শ' জন, বাকি এক শ' কারয়াটিড দুটোকে বের করে নেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। গ্রীস থেকে বের হয় ওরা প্রথমে, দিক পাল্টে পুবে যায়, কথা ছিল মেসেডোনিয়া আর থ্রেস হয়ে হাজির হবে অ্যাকিমেনিডের রাজধানী পার্সিপোলিসে।'

'যারক্সিয প্ল্যান করেছিলেন কারয়াটিড দুটো ভাঙবেন, ভিতরের সোনা গালিয়ে অভিনব একটা সিংহাসন বানাবেন। সিক্ষিয়ানদের উপর তাঁর বিজয়ের প্রতীক হয়ে থাকবে সিংহাসনটা। কিন্তু গুড়ে বালি—ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে গ্রীকরা, থার্মোপিলির লড়াইয়ে পরাজিত একদল সৈন্য বাড়ি

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
ফেরার পথে মন্দির লুটের ঘটনা জানতে পেরে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওই দলটাতে মাত্র সাতাশজন সৈন্য ছিল। যারক্সিযের দু'শ'জনের দলটাকে ধাওয়া করে ওরা এবং এখনকার আলবেনিয়ার কাছে এসে প্রায় ধরে ফেলে। মেসেডোনিয়ায় চলে যেতে চাচ্ছিল ওরা, ওদের সেই পথ বন্ধ করে দেয় গ্রীক যোদ্ধারা। এরা ছিল দক্ষ সৈন্য, ওদিকে যারক্সিযের লোকদের কাছে অস্ত্রের চেয়ে যন্ত্রপাতি বেশি। কাজেই লড়তে গিয়ে মরে অনেকে, বাকিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। গ্রীক যোদ্ধাদের দাবড়ানি খেয়ে টানা তিন সপ্তাহ ধরে পালাতে থাকে যারক্সিযের লোকেরা। পার্সিপোলিসে পৌঁছানো পরের কথা, মন্টিনিগ্রো বসনিয়া আর ক্রোয়েশিয়ার পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতে থাকে তারা উদ্‌ভ্রান্তের মত। শেষপর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম স্লোভেনিয়ার একজায়গায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ওখানে যুদ্ধ বাধে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সাতাশজনের দলটার কাছে হেরে যায় দু'শ'জনের দলটা, অবশ্য এদের অনেকে পটল তুলেছে আগেই। শেষে মাত্র ত্রিশজন বেঁচে ছিল। কারয়াটিড বহনের জন্য ওই ত্রিশজনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল গ্রীকরা।'

'গ্রীক দলটার নেতা ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি বুঝতে পারেন কলাম দুটো নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া ঠিক হবে না। কারণ আবার হামলা করতে পারেন যারক্সিয। তখন দলবলসহ যতটা সম্ভব চুপিসারে বের হয়ে আসেন স্লোভেনিয়া থেকে। আসলে এমন একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যায় কারয়াটিড দুটো। কিন্তু ভীষণ এক তুষারঝড়ের কবলে পড়ে যায় দলটা। সাতাশ আর ত্রিশ, মানে সাতান্নজনের মধ্যে মাত্র একজন প্রাণে বাঁচে। মরতে মরতে লোকটা ফিরে আসে গ্রীসে, কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারেনি। মরার আগে শুধু বলে যেতে পেরেছিল, অ্যাপোলোর স্বর্ণ

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

অ্যাপোলোই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'তারমানে কারয়াটিড দুটো ঠিক কোন্ জায়গায় তুষারঝড়ের কবলে পড়েছিল তা আজও রহস্য হয়ে আছে ইতিহাসবিদদের কাছে।'

'আমাদের কাছেও।'

'এবং সে-রহস্যের সমাধান করতে হবে,' একটা সিগারেট ধরিয়ে একবুক ধোঁয়া টেনে নিল রানা। 'পারবো কি না জানি না। যেমন জানি না সিদোরভ কী করে খুঁজে বের করল হাইকারকে, আর হাইকারই বা ওর হয়ে কাজ করতে রাজি হয়ে গেল কেন।'

'কিন্তু এটা পরিষ্কার, সিদোরভকে নিজের গল্প আদ্যোপান্ত বিশ্বাস করাতে পেরেছে হাইকার। সিদোরভ আরও বিশ্বাস করে নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডার হচ্ছে সিক্ষিয়ানদের সেই কলাম দুটো খুঁজে বের করার ট্রেজারম্যাপ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা নাকি তার বংশমর্যাদার সঙ্গে জড়িত। তারমানে শয়তানটা যদি কোনোভাবে উদ্ধার করতে পারে কারয়াটিড দুটো, যারক্সিয যা করতে চেয়েছিলেন তা-ই করবে—ভিতরের সোনা বের করে গলিয়ে ফেলবে। কাজটা করতে দেয়া যাবে না ওকে, সোহানা। সোনার জন্য বলছি না, আর্কিয়োলজিকাল আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে ওই কারয়াটিড দুটো এককথায় অমূল্য। অবশ্য সত্যিই যদি সেগুলোর অস্তিত্ব থেকে থাকে।'

পরদিন সকাল ছ'টায় বেজে উঠল রানার আই-ফোন। ফোনটা রিসিভ করে রানা বলল, 'কী খবর, অপি?'

'নতুন যে-ছবিটা পাঠিয়েছেন, সেখান থেকে আরেকটা কোড পাওয়া গেছে। ওটার মানে বের করতে পেরেছি। আপনার কাছে

www.banglabookpdf.blogspot.com
ই-মেইল করে দিচ্ছি। কোনো ইনফর্মেশনের দরকার হলে জানাবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে, জানাবো,' লাইন কেটে দিল রানা।

আই-ফোনের মাধ্যমে নেটে সংযুক্ত হলো রানা। নিজের ই-মেইল চেক করে পড়ল অপির নতুন মেইলটা:

ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন

হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ

সন অভ মর্পেথ, কীপার অভ লিউস, দ্য ল্যাণ্ড দ্যাট স্ট্যাণ্ডস অ্যালোন

টুগেদার দে রেস্ট।

বিছানা ছাড়ল রানা। রওনা দিল বাথরুমের দিকে। সময় নিয়ে শেভ করবে আজ, তারপর অনেকক্ষণ ধরে গোসল করবে। জানে ওই সময়ের মধ্যেই ওকে পেয়ে বসবে "ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া"।

www.banglabookpdf.blogspot.com
গুনগুন করে প্রিয় একটা গান গাইতে গাইতে বাথরুমের দরজায় ঠেলা দিল রানা।

নেপোলিয়ন আর লোরনের দুটো ধাঁধার সমাধান করা হয়েছে, তাই রানার বিশ্বাস তৃতীয় ধাঁধাটারও সমাধান করতে পারবে। এর আগে প্রতিটা লাইনের মাধ্যমে একটা শব্দ বোঝাতে চেয়েছেন নেপোলিয়ন আর তাঁর জেনারেল, পরে শব্দগুলো জোড়া দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ মানে পাওয়া গেছে। এবারও হয়তো সে-রকম হবে। তবে যে-সব শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁরা, সেগুলোর বেশিরভাগেরই একাধিক মানে থাকে। আর বেশিরভাগ শব্দই হয় ঐতিহাসিক।

ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙে তাকিয়ে দেখল সোহানা, হোটেলরুমের সোফায় পা তুলে বসে আছে রানা। কোলে

www.banglabookpdf.blogspot.com

ল্যাপটপ, পিঠে কুশন ঠেকিয়ে তাতে হেলান দিয়ে আছে। কাজ করছে একমনে। রুমসার্ভিসকে খবর দিয়ে ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নিয়েছে, খাওয়াও শেষ। খালি প্লেট আর কফির কাপ দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপর।

'গুডমর্নিং,' রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোহানা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ডুবে ছিল রানা, সোহানা ডাকায় কিছুটা চমকে উঠে তাকাল ওর দিকে। মুচকি হেসে বলল, 'গুডমর্নিং। উঠলে তা হলে?' হাতঘড়ি দেখল। 'সেঁটে ঘুম দিয়েছ।'

'হুঁ। কী করছ?'

সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। তারপর বলল, 'যেভাবে ঘুমাচ্ছিলে, দেখে বুঝলাম উঠতে দেরি হবে তোমার। তাই ভাবলাম একাই শুরু করে দিই।'

'কিছু জানতে পারলে?'

'পেরেছি। এখনই শুনবে, নাকি ফ্রেশ হওয়ার পর?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এখনই বলো। আগে ধাঁধাটা বলো আরেকবার।'

'ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন। হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ। সন অভ মর্পেথ, কীপার অভ লিউস, দ্য ল্যাণ্ড দ্যাট স্ট্যাণ্ডস অ্যালোন। টুগেদার দে রেস্ট।'

'এবার তোমার ফাইণ্ডিংসগুলো বলো।'

'প্রথম লাইন—ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন। হিস্ট্রিয়া শব্দটার একটা সমার্থক ল্যাটিন শব্দ আছে—ইস্ট্রিয়া।'

'এটা কী?'

'একটা উপদ্বীপ। ট্রিয়েস্ট উপসাগর আর ক্যাভার্নার উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত।'

'আর?'

'দ্বিতীয় লাইন—হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ। এক শ'র মতো মানে পেয়েছি শব্দগুলোর। বাইবেলে ল্যাযারাস শব্দটা

www.banglabookpdf.blogspot.com

আছে দু'বার। যিশুখ্রিষ্ট যে-লোকটাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তার নাম ল্যাযারাস। আবার ওই নামে এক ভিক্ষুকের কথাও বলা হয়েছে। আর শৈশবে যে-জায়গায় বড় হয়েছেন যিশুখ্রিষ্ট, সে-জায়গার নাম নাযারেথ।'

'জটিল হয়ে যাচ্ছে না?'

'শুরুতে সব ধাঁধাই জটিল থাকে। তৃতীয় লাইনটা শোনো এবার। সন অভ মর্পেথ, কিপার অভ লিউস। এটারও অনেকগুলো মানে পাওয়া গেছে। উত্তরপূর্ব ইংল্যাণ্ডের একটা শহরের নাম মর্পেথ। আর গ্রীক মিথোলজি বলছে, লিউস একটা পরী—ওসিয়ানুসের মেয়ে।'

'চতুর্থ লাইনটার মানে কী? টুগেদার দে রেস্ট বলতে কী বোঝানো হয়েছে? দে মানে কারা? রেস্ট মানে ঘুমাচ্ছে নাকি মৃত্যুবরণ করেছে? নাকি আগেরটার মতো রূপক কোনো কথা?'

হাসল রানা। 'যাও, ফ্রেশ হয়ে এসে আগে নাস্তা খাও। তারপর দু'জনে মিলে শুরু করি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

নাস্তা সেরে রানার বাঁ পাশে, সিঙ্গেল একটা সোফায় বসল সোহানা। রানার মতো পা তুলে বসতে গিয়ে বুঝল এই সোফায় অত আরামের সুযোগ নেই। কাজেই সামনের টেবিলটার উপর দু'পা তুলে দিল। ইতিমধ্যে এঁটো প্লেট আর খালি কফির কাপগুলো নিয়ে গেছে রুমসার্ভিস।

'শেষ ধাঁধাটার কথা ভাবো,' কাজুবাদামের একটা প্যাকেট খুলে সোহানার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, নিজের জন্য খুলল আরেকটা। 'জিনিয়াস অভ আইওনিয়া বলতে পিথাগোরাসকে বুঝিয়েছিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন। আমার ধারণা এবারের ধাঁধায়ও একই কাজ করেছেন তাঁরা। মর্পেথ নামটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ সার্চ করলাম, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু পেলাম না।'

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কী যেন ভাবছে সোহানা। 'এক কাজ করো। মর্পেথ আর লিউস শব্দ দুটোর ক্রস রেফারেন্স দিয়ে দেখো কিছু পাওয়া যায় কি না। নেপোলিয়ন বা লোরনের কেউ কি গ্রীক মিথোলজিতে এক্সপার্ট ছিলেন?'

'বলতে পারবো না,' গুগলে সার্চ করছে রানা। 'না, ওই নাম দুটো দিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।'

'আচ্ছা লিউসের কথা যেন কী বললে? পরী? বিশেষ কোনো ঘটনা কি ঘটেছিল ওর সঙ্গে?'

'পাতালপুরীর দেবতা হেডেস এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় লিউসকে। কিন্তু ওই দেবতার সঙ্গে থাকতে চাননি লিউস, তাই আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃতদেহ পরিণত হয় একটা চিনার গাছে।'

'চিনার গাছ? ওই গাছের নাম দিয়ে...'

সোহানা কথা শেষ করার আগেই কীবোর্ডে টাইপ করতে শুরু করে দিল রানা। স্ক্রিনের রেযাল্টগুলো দেখার পর বলল, 'একজাতের চিনার গাছের নাম দেখতে পাচ্ছি লিউস। এবার চিনার গাছের সঙ্গে মর্পেথের ক্রসম্যাচ করে দেখি কী পাওয়া যায়।' কয়েক মিনিটের নীরবতার পর বলল, 'কিছু পেলাম নাকি বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'উইলিয়াম টার্নার। জন্ম মর্পেথ, পনেরো শ' আট সাল। তাঁকে ইংরেজ উদ্ভিদবিদ্যার জনক হিসেবে মনে করা হয়।'

'ইন্টারেস্টিং। তারমানে প্রথম লাইনে ইংরেজ উদ্ভিদবিদ্যার জনকের ব্যাপারে কিছু বলা হয়েছে? নাকি চিনার গাছ?'

'বুঝতে পারছি না। দ্য ল্যাণ্ড দ্যাট স্ট্যাণ্ডস অ্যালোনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?'

'যে-ল্যাণ্ড একা দাঁড়িয়ে থাকে সেটা দ্বীপ ছাড়া আর কী?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমারও তা-ই মনে হয়,' দ্বীপ, চিনার গাছ আর টার্নার নামগুলো দিয়ে সার্চ দিল রানা। কিছুক্ষণ পর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'চেযাপিক উপসাগরে চিনার নামের একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। ওখানে বন্যপ্রাণীদের জন্য অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে। এসবের সঙ্গে টার্নার নামটার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ঠিক আছে। প্রথম লাইনটা নিয়ে আবার ভাবা যাক তা হলে। ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন।'

সার্চ করে ইস্ট্রিয়ান উপদ্বীপের সঙ্গে অনেকগুলো নাম পাওয়া গেল। কিন্তু কোনোটাই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, অন্তত মর্পেথের মতো না।

'হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ দিয়ে খুঁজে দেখো তো,' পরামর্শ দিল সোহানা।

কাজটা করল রানা। অনেকগুলো রেযাল্ট পাওয়া গেল। যে রেযাল্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো ওর কাছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পড়ল সেগুলো। তারপর মুখ তুলে বলল, 'মধ্যযুগে কুষ্ঠরোগীদের আলাদা একটা কলোনী ছিল, খ্রিষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের জন্য নিয়মিত যেতেন সেখানে। ওই কলোনীগুলোকে লেইযার হাউস বলা হতো। কুষ্ঠরোগীদের একজন সাধু ছিলেন, তাঁর নাম দেখতে পাচ্ছি ল্যাযারাস।'

সোহানা বলল, 'ইটালিয়ান ভাষায় লেইযার শব্দটাকে বলা হয় ল্যাযারেট। এর মানে বিশেষ একটা বন্দর যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো জাহাজকে আলাদা করে রাখা হয় মেরামতের জন্য। দেখো তো ল্যাযারেট দিয়ে কিছু পাও কি না।'

খুঁজল রানা। 'দেখতে পাচ্ছি প্রথম ল্যাযারেট নির্মিত হয়েছিল চোদ্দ শ' তিন সালে, ভেনিসের এক উপকূলে, স্যান্টা মারিয়া ডি নাযারেথ দ্বীপের কোল ঘেঁষে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তারমানে আমাদের ল্যাযারাস আর নাযারেথের মধ্যে যোগাযোগ ওটাই?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। প্রথম লাইন থেকে কোনো মানে বের করতে পারছি না, ব্যাপারটা কেমন খোঁচাচ্ছে আমাকে।' আবারও গুগলের সাহায্য নিল রানা। নির্দিষ্ট শব্দগুলো কখনও একসঙ্গে করে, আবার কখনও আলাদা আলাদাভাবে টাইপ করে সার্চ করছে। কখনও আবার সার্চ রেযাল্ট থেকে বিশেষ কিছু শব্দ বাছাই করে নিয়ে খুঁজছে। শেষপর্যন্ত একটা রেযাল্ট ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সোহানাকে শোনানোর জন্য পড়ল: 'দু'হাজার সাত সালে একটা গণকবরের সন্ধান পায় ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। ধারণা করা হয়, ভেনিসে বহুবছর আগে ছড়িয়ে-পড়া দ্রুত সংক্রমণশীল প্লেগে যারা আক্রান্ত হয়নি তারা, যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদেরকে নির্বিচারে খুন করে মাটিচাপা দেয়।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'জায়গাটা কোথায়?'

'ভেনিসের একটা লেগুনে। নাম ল্যাযেরাটো ভেখিহো।'

'ভেখিহো নামটা দিয়ে খোঁজো তো।'

ওই নামটা দিয়ে খোঁজার পর সোজা হয়ে বসল রানা, লম্বা করে দম নিল।

সোহানা বলল, 'কী?'

'সান্টা মারিয়া ডি নাযারেথের আধুনিক নাম দেখতে পাচ্ছি ভেখিহো।'

আশার আলো জ্বলে উঠল সোহানার দু'চোখে। 'তারমানে এবার ওখানে যেতে হচ্ছে আমাদেরকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। আরেকটু খুঁজে দেখি।'

পরের বিশটা মিনিট দ্বীপ, ভেনিস, প্লেগ শব্দগুলো দিয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com
খুঁজল রানা। পার্মিউটেশন-কম্বিনেশন করেও দেখল। তারপর বলল, 'পোভেগলিয়া।'

'এটা আবার কী?'

'ভেনিস লেগুনের আরেকটা দ্বীপ। এখানে প্লেগ আক্রান্ত লোকদেরকে নিয়ে এসে আলাদা করে রাখা হতো। যারা মারা যেত তাদেরকে দাফন করা হতো গণকবরে। এভাবে প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার থেকে আড়াই লক্ষ লোকের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে দ্বীপটা।'

'আল্লা! কত কষ্টের দিন পার করেছে ওরা, ভেবে দেখো।'

'তা তো বটেই। আরেকটা কথা। পোভেগলিয়ার অন্য একটা নাম ছিল।'

'কী?'

'পপিলিয়া।'

'পপিলিয়া? শব্দটা পরিচিত মনে হচ্ছে না?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'শব্দটা এসেছে ল্যাটিন পপুলাস থেকে, ইংরেজিতে যার মানে পপলার। কুঞ্জবন, মানে সারি সারি গাছের কারণে এককালে বিখ্যাত ছিল পোভেগলিয়া।'

'তারমানে আমাদের হাতে এখন দুটো চয়েস—পোভেগলিয়া এবং সাণ্টা মারিয়া ডি নাযারেথ?'

ল্যাপটপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। কয়েক ঘণ্টা একটানা কাজ করার কারণে ঘাড় আর পিঠ ব্যথা করছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিল ও। 'সোহানা, মাই ডারলিং, যদি কিছু মনে না করো, এখন একটা সিগারেট না খেলেই নয় আমার। ধোঁয়া সহ্য হবে না তোমার, কাজেই দয়া করে ব্যালকনির দরজাটা খুলে দেবে? একটু পর তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হবো, তাই

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাজুগুজু করে নাও। বাইরের কোনো রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে লাঞ্চ করবো দু'জনে। আর হ্যাঁ, আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ভেনিস।'

সেভ্যাস্টাপোল।

সুদৃশ্য ফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেছে সিদোরভ। চেহারা থমথম করছে ওর। এইমাত্র ফোন করেছে মেলিখান, কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সিদোরভ বুঝে নিয়েছে খবর ভালো না। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'আমি ভালো আছি কি না তা জানার জন্য নিশ্চয়ই ফোন করোনি, মেলিখান? তুমি আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক না। সময় কাজে লাগানোর জন্য বেতন দেয়া হয় তোমাকে, নষ্ট করার জন্য না। খারাপ খবর দেবে তো? দাও।'

ওপ্রান্তে বার কয়েক ঢোক গিলল মেলিখান, শুকিয়ে-আসা ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। মরার আগে যেভাবে ছটফট করছিল নিয়াযভ, কেন যেন সে-দৃশ্য ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'ওরা পালিয়ে গেছে। আমার একজন লোক মারা পড়েছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

নীরবতা।

সিদোরভ টের পাচ্ছে ওর রক্তচাপ বেড়ে গেছে। ঘাড়ের পেছনে চিনচিনে ব্যথা। অনেক বছর আগে যে-দুর্দমনীয় ক্রোধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে রুশবাহিনীর ওপর, সে-রকম একটা রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। নিজেকে সংযত করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'আর?'

'সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র পার্কে, একটা বাহারি কাপড়ের দোকানে খুঁজে পাওয়া গেছে ট্র্যান্সপণ্ডার চিপটা। বুঝতে পারছি না ওটার কথা কীভাবে জানল ওরা।'

'আর?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

সিদোরভকে ব্যর্থতার আর কোনো খবর জানানোটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না মেলিখান। তাই বলল, 'আর সব খবর ভালো, বস্। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

খাস ফারসী ভাষায় জঘন্য একটা গাল দিল সিদোরভ। মেলিখানের কপাল ভালো সে ফারসী জানে না। জানলে ওর দু'গাল তো বটেই, নিঃসন্দেহে আপাদমস্তক লাল হয়ে যেত।

'স্যর, কী বললেন?' তেলতেলে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'বললাম ওরা কি বোতলটা পেয়ে গেছে?'

কোন্ বোতল বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মেলিখান। 'জানি না।'

'এখন কোথায় আছে ওরা?'

এবার জানি না বলতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে হলো মেলিখানকে। 'আমরা স্থানীয় এক লোককে পাকড়াও করে কথা আদায় করেছি। লোকটা বলেছে, রানা-সোহানার মতো এক যুবক-যুবতীকে একটা মার্সিডিযে উঠতে দেখেছে। খবর নিয়ে জানতে পেরেছি ওটা স্যালয্বার্গের একটা রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানির গাড়ি। জায়গামতো যাচ্ছি আমরা। পুলিশের পরিচয় দিয়ে বলবো রানা-সোহানা ফেরারি আসামি, ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সম্ভাব্য কিছু হোটেল-মোটেল, এয়ারপোর্ট আর ট্রেনস্টেশনেও খুঁজবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'দরকার নেই।'

'সরি, স্যর?'

'একাধিকবার ওদের নাগাল পেয়েছ তুমি, এবং প্রত্যেকবার তোমাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেছে দু'জনে। বুঝতে পারছি, ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য তোমার নেই। যেতে দাও ওদেরকে, যা করতে পারে করুক ওরা। আমাদের বিকল্প প্ল্যান নিয়ে কাজ করতে থাকো।'

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিন্তু স্যর...যদি কিছু মনে না করেন...ঝুঁকি আছে কাজটাতে।'

'কীসের ঝুঁকি?'

'কোনোভাবে যদি জানতে পারে মাসুদ...'

'চুপ করো!' বাঘের মতো গর্জে উঠল সিদোরভ। 'নামটা যদি আরেকবার উচ্চারণ করো আমার সামনে, তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। যত ঝুঁকিই থাকুক, পরোয়া করি না আমি। মাত্র দু'জন মানুষের পেছনে এতগুলো দিন ধরে দুনিয়াময় এতগুলো লোক বেহুদা ঘুরছ, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে আমার। আর সময় নষ্ট করতে আমি রাজি না।'

'ঠিক আছে স্যর, আপনি যা বলেন। আমার সোর্স জানিয়েছে, বউ আর এক ছেলে নিয়ে থাকে লোকটা।'

'তা হলে পাকড়াও করো তাকে। খবর আদায় করো। বোঝাও, আমাদের সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়া কোনো উপায় নেই তার।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'যদি বুঝতে না চায়?'

'নিশ্চয়ই গলা কাটতে হাত কাঁপে না তোমার? আর যদি চাও, খুন করার আগে ওর বউটাকে নিয়ে ফুর্তি করতে পারো। এসব কথা নিশ্চয়ই নতুন করে বলে দিতে হবে না তোমাকে?'

'সব বুঝতে পেরেছি, স্যর,' মেলিখানের শুকনো ঠোঁট এতক্ষণে ভিজেছে, 'পরে আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

তেইশ

ভেনিস, ইটালি।

ওয়াটার-ট্যাক্সিটা থামল, নামল রানা-সোহানা। আশপাশের ভবনগুলোর দিকে তাকাচ্ছে দু'জনে।

'আগেও অনেকবার দেখেছি বহু পরিচিত এই দৃশ্য,' নিচু গলায় বলল সোহানা, 'তারপরও মনে হয় যেন প্রথমবার দেখছি। এই শহরটাকে কেন যেন বড় বেশি আপন মনে হয় আমার কাছে। শুনলে হয়তো হাসবে, রানা, তারপরও একটা কথা বলি। ভেনিসকে দেখলে কেন যেন বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে যায় আমার।'

হাসল না রানা। রোদ লাগছে চোখে, তাই শার্টের পকেট থেকে বের করে সানগ্লাস পরল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এখন যে-জায়গায় আছে ওরা সে-জায়গার নাম পিয়াযা স্যান ভিঞ্জো, ইংরেজিতে বললে সেইন্ট ভিঞ্জো'য প্লাযা। এটা গ্রন্ট্ কেনালিস বা গ্র্যাণ্ড ক্যানালের তীরে অবস্থিত। লক্ষ লক্ষ কবুতর আর এক্কাদোক্কা খেলার জন্য পাথরের বড় বড় ব্লকের ওপর খোদাই-করা "কোর্টের" জন্য বিখ্যাত। শত শত যুগলকে দেখা যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হানিমুনের জন্যও নাম আছে ভেনিসের।

হাতঘড়ি দেখল রানা, ইটালিতে পা দিয়েই স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল করেছে। সন্ধে প্রায় ছ'টা বাজে। দিগন্তের পশ্চিম

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
কোণে ঢলে পড়েছে সূর্য, তারপরও মনে হচ্ছে না তেজ কমেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে খালের উপর দিয়ে। কিন্তু তা গা জুড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট না। স্থানীয় একটা লাইব্রেরির জানালার কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায় রোদ। কোনো কোনো দোকানে একটা-দুটো আলো জ্বলে উঠেছে ইতিমধ্যে। ট্যুরিস্টদের বড় একটা অংশ ফিরে গেছে হোটেলে, তা না হলে এই জায়গা গমগম করার কথা। যারা আছে তাদের হাসাহাসির শব্দ শোনা যায় কান পাতলে। একটানা বাকবাকুম করছে কবুতরের দল।

লাইব্রেরির দিকে তাকাল সোহানা। 'কী মনে হয় তোমার? দেখা যে করতে চাচ্ছ লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে, আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন তিনি?'

'তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, তিনি বলতে না পারলেও অসুবিধা নেই। ইতিহাস আর অ্যান্টিক বিশেষজ্ঞ একজনের সঙ্গে নাকি পরিচয় আছে তাঁর। দরকার হলে ওই লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে আমাদেরকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'লাইব্রেরিয়ানের নাম কী?'

'সিনোরা র‍্যাফায়েভো নামে ডাকে সবাই।'

'ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কী করে?'

'ওই লাইব্রেরি শুধু লাইব্রেরিই না, ছোটখাটো একটা মিউযিয়ামও। সেই হিসেবে সিনোরাকে লাইব্রেরিয়ান-কাম-কিউরেটর বলা যায়। কিছু ডায়েরি ছিল যাদুঘরে, ইটালির প্রাচীন রাজবংশের জনৈক যুবরাজের। নিজের প্রণয়কাহিনি বিস্তারিত লিখেছেন তিনি ডায়েরিগুলোতে। একদিন হঠাৎ করেই চুরি হয়ে যায় কয়েকটা ডায়েরি। ভেনিস পুলিশ অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু চোরের দলকে ধরতে পারে না। বাধ্য হয়ে রানা এজেন্সির

www.banglabookpdf.blogspot.com
ভেনিস শাখার সাহায্য নেন সিনোরা র‍্যাফায়েভো। আমি তখন একটা মিশনে ছিলাম, তাই সময় দিতে পারিনি। তবে সময়ে সময়ে খোঁজখবর করেছি, দরকারি নির্দেশনা দিয়েছি আমার লোকদেরকে। আমার কথামতো কাজ করে ডায়েরিগুলো উদ্ধার করতে পারে ওরা। কিন্তু ওদের সামান্য অসর্তকতার সুযোগে পালিয়ে যায় চোরেরা। সে-ব্যাপারে অবশ্য তেমন একটা আফসোস নেই সিনোরা র‍্যাফায়েভোর, ডায়েরি ফেরত পাওয়ায় তিনি খুশি। অনেক পরে একদিন সময় করে দেখা করে যাই তাঁর সঙ্গে।'

'ওই দেখো,' রাস্তার ওপারের ফুটপাতের দিকে ইশারা করল সোহানা, 'দূর থেকে তোমাকে চিনতে পেরে হাত নাড়ছেন মিসেস র‍্যাফায়েভো।'

রানাও হাত নাড়ল, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল সিনোরা র‍্যাফায়েভোর সামনে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আপনাকে দেখে কী যে খুশি লাগছে, মিস্টার রানা!' মিসেস র‍্যাফায়েভোর গলায় অকৃত্রিম আনন্দ।

'আবারও আপনি? আবারও মিস্টার রানা?' কোমরে হাত রাখল রানা। 'আমি আপনার ছেলের বয়সী। আমাকে তুমি করে বলবেন। আর নাম ধরে ডাকবেন।'

সোহানাকে আপাদমস্তক দেখছেন মিসেস র‍্যাফায়েভো। 'আগেরবার তো একা এসেছিলে, এবার বুঝি বউকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ? তোমার কপাল খুব ভালো। বড় লক্ষ্মী আর মিষ্টি একটা মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়েছ। কী নাম তোমার, মা?'

নিজের নাম বলল সোহানা, একটু বাচাল হলেও মিসেস র‍্যাফায়েভোকে পছন্দ হয়েছে ওর।

'চলো, ভিতরে যাই,' বললেন মিসেস র‍্যাফায়েভো। 'গত কয়েকদিন ধরে যা গরম পড়েছে না! রাত না নামলে রাস্তায়

www.banglabookpdf.blogspot.com
বেরই হওয়া যায় না।'

মিউযিয়াম-কাম-লাইব্রেরির দরজা দিয়ে ঢোকার পর রানা বলল, 'আমাদের হাতে সময় কম। তাই আমার মনে হয় শুধু কাজের কথা বললে ভালো হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করলেন মিসেস র‍্যাফায়েভো। তাঁর পিছন পিছন রানা-সোহানা।

এখন যে-জায়গা দিয়ে যাচ্ছে ওরা, মিউযিয়ামটা মূলত সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। প্রথমে বেশ কিছু মূর্তি দেখা যাচ্ছে। আলাদা আলাদা পেডেস্টালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, গোড়ায় একটা করে ছোট প্ল্যাকার্ড বসানো—কোন্ মূর্তিটা কার, কোত্থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইত্যাদি লেখা আছে।

ওগুলো ছাড়িয়ে আরেকটু দূরে শোভা পাচ্ছে প্রাচীন মিশরীয় পাথরের-শবাধার, মেসোপটেমিয়ান রথ, টুসকান ফ্লাওয়ার ভাস আর রোমান নগ্নবক্ষা পাথুরে নারী। হাতির দাঁত দিয়ে চমৎকার-করে-বানানো বাইযানটাইন শো-পিস আর মিনোয়ান আমলের মাটির কিছু জারও আছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাঁটতে হাঁটতে মিউযিয়ামের শেষপ্রান্তে চলে এসেছেন সিনোরা র‍্যাফায়েভো। সামনে অনুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত দীর্ঘ একটা হলওয়ে। সারি সারি বইয়ের-র‍্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা লাইব্রেরি।

মিসেস র‍্যাফায়েভো বললেন, 'যার সঙ্গে কথা বলাতে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে সে আসলে আমাদের মিউজিয়ামের কেউ না, তারপরও এখানে আছে। কত বছর ধরে আছে জানো? শুনলে অবাক হবে—ষাট বছর। পাগলাটে স্বভাবের। ওর বয়স যখন বিশ তখন প্রেমিকা আরেক লোকের সঙ্গে চলে যায়। আধ পাগল হয়ে যায় সে। তখন থেকে এই লাইব্রেরিতে আছে। এখানকার এমন কোনো বই নেই যেটা পড়েনি, এমন কোনো

www.banglabookpdf.blogspot.com
আর্কিয়োলজিকাল আর্টিফ্যাক্ট নেই যেটার ডিটেইলস ওর মুখস্থ নয়। আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করি না ওকে, সে-ও সারাদিন একমনে বইপত্র নিয়েই থাকে। ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না। যদি মেজাজ ভালো থাকে, তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

'যাও তা হলে,' মুচকি হেসে বললেন র‍্যাফায়েভো। 'সামনেই কোথাও আছে গুইডো। ও, বলা হয়নি, ওটাই ওর নাম। গুড লাক।'

লাইব্রেরিটা দৈর্ঘ্যে যতখানি, প্রস্থে ততটা না। এক শ' ফুট বাই চল্লিশ হবে, অনুমান করল রানা। যতদূর চোখ যায়, শুধু বই আর বই। এমনকী দু'দিকের দেয়ালও দেখা যায় না র‍্যাক আর আলমারির কারণে। প্রতিটা র‍্যাক মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু, লম্বায় বিশ ফুটের মতো।

চাকা-লাগানো মই দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। র‍্যাকের উপরের দিকের তাকগুলো থেকে বই নামানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলা দিয়ে সরাতে হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর কয়েকটা টেবিল আর পুরনো কিছু চেয়ার আছে। ছাদ থেকে ঝুলছে অনুজ্জ্বল হ্যালোজেন-বাতি। সবুজ টাইলসের মেঝেতে অদ্ভুত আলোছায়া তৈরি হয়েছে ওগুলোর কারণে।

'কে?' বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করে উঠল কেউ। মনে হলো কথা বলছে না, যেন চেঁচাচ্ছে।

'সিনোরা র‍্যাফায়েভো পাঠিয়েছেন আমাদেরকে,' বলল রানা।

আলো সয়ে আসার পর লোকটাকে দেখতে পেল ওরা। দূরের এককোণে একটা মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। রানার মুখে সিনোরা র‍্যাফায়েভোর নাম শোনার পর নামল। ধীর পায়ে হেঁটে আসছে রানা-সোহানার দিকে। কিছুক্ষণ পর সামনে এসে

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, বলো।'

টেনেটুনে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না লোকটা। গালে বসন্তের দাগ আছে। র‍্যাফায়েভোর কথা ঠিক হলে কমপক্ষে আশি বছর বয়স হবে লোকটার, তারপরও মাথা ভর্তি চুল। সব পেকে সাদা। তেল-চিরুনির কোনো বালাই নেই, চুলগুলো পরিণত হয়েছে কাকের বাসায়। গালে দু'সপ্তাহের না কাটা দাড়ি। ওজন নব্বই পাউণ্ডের বেশি না। নীল দু'চোখ জ্বলছে!

'হ্যালো,' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'আমার নাম...'

'তোমার নাম জেনে কোনো কাজ আছে আমার?' খেঁকিয়ে উঠল গুইডো। 'কেন পাঠিয়েছে তোমাদেরকে র‍্যাফায়েভো? আমার সময় নষ্ট করার জন্য?'

'আসলে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিল,' নিচু গলায় বলল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তা হলে সেটা জিজ্ঞেস করে বিদেয় হচ্ছ না কেন?'

'আমরা আসলে একটা ধাঁধার মানে বের করতে চাচ্ছি,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল রানা, বুঝতে পারছে ওদেরকে বেশি সময় দেবে না গুইডো।

'কীসের ধাঁধা?'

'আমাদের ধারণা ধাঁধাটার সঙ্গে ক্রোয়েশিয়ার ইস্ট্রিয়ার যোগাযোগ আছে। আবার পোভেগলিয়া বা সাণ্টা মারিয়া ডি নামারেথের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'তুমি কথা বেশি বলো, ছোকরা। ধাঁধাটা শোনাও।'

'ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন।'

গুইডো কিছু বলছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটার সঙ্গে চেপে বসেছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানা বলল, 'আমাদের মনে হয় এটার সঙ্গে ল্যাযারেটেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।'

বিষদৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল গুইডো। বোঝা যাচ্ছে মেয়েদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না। থুতু ফেলতে যাচ্ছিল মেঝেতে, কিন্তু কোথায় আছে বুঝতে পেরে শেষমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। ঝট্ করে ঘুরল। একসারি র‍্যাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর থামল আচমকা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না। একইসঙ্গে ডান তর্জনী তুলে কী যেন গুনছে।

'নির্দিষ্ট কোনো একটা বই খুঁজছে মনে হয়,' নিচু গলায় রানাকে বলল সোহানা।

'এই মেয়ে!' গুইডোর চিৎকারে চমকে উঠল ওরা, 'ঘাড় ধরে বের করে দেবো, বুঝেছ? চুপ করে থাকো। একদম চুপ। আমাকে গুনতে দাও।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমার ঘাড় ধরতে হলে, মনে মনে বলল সোহানা, আরও ইঞ্চি সাতেক লম্বা হতে হবে আপনাকে।

দু'-তিন মিনিট পর ডানদিকের দেয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করল গুইডো। চাকাওয়ালা একটা মই ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছে। নির্দিষ্ট একটা র‍্যাকের গায়ে ঠেকাল মইটা, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। সাত-আট ধাপ ওঠার পর র‍্যাক থেকে একটা বই বের করল। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকেই পাতা উল্টাচ্ছে। একজায়গায় এসে থামল, পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বইটা জায়গামতো রেখে দিয়ে নামল মই থেকে, আবার ঠেলতে শুরু করল।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

এভাবে পাঁচবার মই নিয়ে পাঁচটা আলাদা র‍্যাকের কাছে গেল গুইডো, ধাপ বেয়ে উঠে একটা করে বই নিয়ে পাতা উল্টে

www.banglabookpdf.blogspot.com
পড়ল। মনঃপুত না হওয়ায় চারবার বই রেখে দিল। কিন্তু পঞ্চমবার দেখা গেল বই পড়তে তুলনামূলক বেশি সময় লাগছে ওর। এবার মনে হয় পছন্দ হয়েছে, কারণ মাথা ঝাঁকাচ্ছে, চেহারায় সন্তুষ্টি।

মই থেকে নেমে স্বভাবসুলভ ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে রানা-সোহানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'তোমরা যে লোকটাকে খুঁজছ তার নাম পিয়েত্রো ট্রাডোনিকো। আট শ' ছত্রিশ সাল থেকে আট শ' চৌষট্টি সাল পর্যন্ত ভেনিসের চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হিসেব অনুযায়ী এগারো নম্বর ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু ট্রাডিশনালি তেরো।' জঘন্য একটা গাল দিল নিয়তিকে। 'খুন করা হয় লোকটাকে। ওর অনুসারীরা পোভেগলিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দ্বীপটার উত্তরপুব কোণে ওদের-বানানো কিছু কুঁড়েঘর ছিল।' কথা শেষ করে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল।

'একটু দাঁড়ান, প্লিয,' বলল রানা। 'আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঘুরল গুইডো, কিছু বলল না। দু'চোখে আগুন।

'কোথায় কবর দেয়া হয়েছে ট্রাডোনিকোকে? ওই দ্বীপেই?'

'কেউ বলে ওখানেই। কেউ দ্বিমত পোষণ করে। তবে ওর অনুসারীরা ওর লাশটা হাতে পেয়েছিল, এ-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা সেটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানে না কেউ,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল গুইডো।

'ধন্যবাদ,' নিচু গলায় বলল সোহানা।

'চুপ করো, ছুকরি!' কড়া গলায় ধমক দিল গুইডো, ঘুরে তাকিয়েছে সোহানার দিকে। 'তোমার ধন্যবাদের নিকুচি করি আমি!'

'কী? তোমাদের প্রশ্নের জবাব পেলে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনোরা

www.banglabookpdf.blogspot.com
র‍্যাফায়েভো।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

'গুইডো খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

'না, না, তেমন কিছু না,' মিথ্যা কথাটা বলতে খারাপ লাগল সোহানার। 'একটা কথা বলুন তো, মিসেস র‍্যাফায়েভো। এখান থেকে পোভেগলিয়ায় যাওয়ার সহজ উপায় কী?'

'ওখানে কেন যেতে চাও তোমরা?'

'গবেষণা।'

হাসলেন সিনোরা র‍্যাফায়েভো। 'কষ্ট করে এত দূর যাওয়ার দরকার আছে? তোমাদের গবেষণার কাজ তো গুইডোই করে দিতে পারে।'

'আমরা আসলে সশরীরে গিয়ে দেখতে চাই,' রানা বলল।

'কোনো কোনো জায়গায় সশরীরে যাওয়া ঠিক না।'

সোহানা বলল, 'আপনি কি প্লেগের জন্য বলছেন? কিন্তু সেটা তো...'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'প্লেগ ছাড়া আর কিছু কি থাকতে পারে না?'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হলো রানা-সোহানাকে।

মুচকি হাসলেন র‍্যাফায়েভো। 'চলো বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। গলা ভেজাই। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

চব্বিশ

গোধূলিবেলা। পশ্চিমাকাশে একগাদা লাল রঙ মাখিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে সূর্য। ঠাণ্ডা সান্ধ্যবাতাস বইছে লেকের উপর দিয়ে, রাস্তার এপারেও আসছে। মিউযিয়ামের কাছেই একটা ফাস্টফুড শপ, বড় ছাতার নীচে কয়েকটা টেবিল পেতে খদ্দেরদের বসার সুবিধা করে দিয়েছে মালিক। একটা টেবিলে, ছাতার নীচে বসেছে রানা-সোহানা। মিসেস র‍্যাফায়েভোও আছেন ওদের সঙ্গে।

তিন কাপ কফি আর তিনটে চিকেন স্যাণ্ডউইচ নিয়েছে ওরা। স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ। এখন যার যার কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। বেশ ভালো হয়েছে কফিটা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'পোভেগলিয়ার সমস্যার ব্যাপারে কী যেন বলবেন, মিসেস র‍্যাফায়েভো?' এটা-সেটা নিয়ে টুকটাক কথা বলার পর মূল প্রসঙ্গে এল সোহানা।

'তোমরা জানো এককালে মহামারির আকারে প্লেগ দেখা দেয় ভেনিসে। প্লেগরোগীদেরকে তখন জোর করে ফেলে রেখে আসা হতো ওই দ্বীপে। তবে ওটা শুধু রোগীদের আখড়াই না। ওখানে আশ্রম আছে, কলোনি আছে, একটা দুর্গও আছে। এককালে সম্রাট নেপোলিয়ন ব্যবহার করেছেন দ্বীপটা, অস্ত্রাগার হিসেবে। উনিশ শ' বিশ সালে সেখানে একটা মানসিক হাসপাতাল চালু করা হয়।' কফির কাপে চুমুক দিলেন

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

র‍্যাফায়েভো, তাকিয়ে আছেন লেকের দিকে।

'তারপর?' তাগাদা দিল সোহানা।

মুখ ঘুরালেন র‍্যাফায়েভো। 'ওই হাসপাতালে কাজ করতে যেতে চায় না কোনো ডাক্তার।'

'কেন?'

'কারণ ওখানে নাকি ভূত আছে।'

একসঙ্গে হেসে ফেলল রানা-সোহানা।

'হেসো না। নিজে থেকে বানিয়ে কিছু বলছি না। লোকে যা দেখেছে বা শুনেছে, তা-ই বলছি তোমাদেরকে। ডাক্তারদের কাছে নালিশ করেছে অনেক রোগী, প্লেগরোগীদের ভূত দেখেছে। একে তো মানসিক রোগীদের সামলানো, তার উপর ভূতের উৎপাত; চাপ সামলাতে না পেরে দু'-একজন ডাক্তার আত্মহত্যা করেছে। এক ডাক্তার তো লাফিয়ে পড়েছে বাতিঘরের চূড়া থেকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কিছু মনে করবেন না, মিসেস র‍্যাফায়েভো, ভূত বিশ্বাস করি না আমরা,' বলল রানা।

'সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমি শুধু ঘটনাগুলো জানিয়ে রাখি। যে-ডাক্তারের কথা বললাম একটু আগে, তিনি আত্মহত্যা করার পর টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। হাসপাতালটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তাঁরা। মিশনারিরাও তাদের কাজ গুটিয়ে নিতে থাকে। আস্তে আস্তে একসময় জনশূন্য হয়ে পড়ে পোভেগলিয়া। কিন্তু আজও নাবিকেরা বলে, দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে আসার সময় নাকি ঘণ্টার আওয়াজ কিংবা বাতিঘরের আলো দেখেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে বন্দরে যাও, দু'-চারজন নাবিককে পাবে যারা কসম খেয়ে বলবে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের বারান্দায় বীভৎস ছায়ামূর্তি দেখেছে।'

'কিন্তু আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে, সিনোরা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

র‍্যাফায়েভো। উপায় নেই।'

'যাও। কিন্তু মনে রেখো, ওই দ্বীপ ইটালির সবচেয়ে ভুতুড়ে জায়গা।'

'আচ্ছা, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কী অসুবিধা ছিল বলো তো?' বলল সোহানা।

'এখন তো সকালই,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'সাদাচামড়ার মানুষরা রাত দুটোকে টু ও' ক্লক ইন দ্য মর্নিং বলে, জানো না?'

'জানি,' জবাব দিল সোহানা। 'কিন্তু আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। বাংলায় কী বলে? দেখো, রানা,' শাসানোর সুরে বলল সোহানা, 'টেকনিকাল কথাবার্তা বলে আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়ো না। রাত বাজে দুটো আর তুমি আমাকে সাদাচামড়ার মানুষদের হিসেব শেখাতে এসেছ, নাকি? সূর্য না ওঠা পর্যন্ত সকাল হয় কখনও?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এহ্, দিলে তো হারিয়ে!' কোর্স ঠিক রাখার জন্য স্টিয়ারিং হুইল আরেকটু ঘুরাল রানা। ওদের গন্তব্যস্থলে কোনো আলো নেই, কিন্তু রাতের আকাশের পটভূমিতে বাতিঘরটা দেখা যাচ্ছে।

পোভেগলিয়া দ্বীপটা আয়তনে পাঁচ শ' বাই তিন শ' গজ। একটা খাল বয়ে গেছে ওটার মাঝখান দিয়ে, পশ্চিম থেকে পুবে। ফলে দু'ভাগে ভাগ হয়ে আছে দ্বীপটা।

সিনোরা র‍্যাফায়েভোর সঙ্গে কথা শেষ করে একটা রেন্ট-আ-বোট অফিসে যায় রানা-সোহানা। তখনও খোলা ছিল অফিসটা। মালিক তার চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিল। একটামাত্র নৌকা রয়েছে, বাকিগুলো ভাড়া নিয়ে গেছে স্থানীয় জেলেরা।

ওদের কপালে জুটল বারো ফুটের চ্যাপ্টা-তলার দাঁড়টানা

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
একটা নৌকা, সঙ্গে আউটবোর্ড মোটর যুক্ত আছে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো—ওটাই ভাড়া নেয় রানা। ভেনিস থেকে পোভেগলিয়া তিন মাইল দূরে, সান্ধ্য বাতাসটাও জোরালো না; রানার ধারণা পালবিহীন নৌকাটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে।

'সোহানা,' মেঘমুক্ত আকাশে তারাদের অবস্থান দেখে নিল রানা, 'তুমি কি মিসেস র‍্যাফায়েভোর গল্প বিশ্বাস করেছ? পোভেগলিয়ায় যেতে ভয় লাগছে?'

'বাজে বোকো না,' ধমক দিল সোহানা। 'তবে...ভেতরটা কেমন কেমন যেন করছে, অস্বীকার করবো না।'

স্পিডোমিটার আর ফুয়েলমিটারটা চেক করে নিল রানা। 'কেন?'

'এ কথা তো সত্যি, হাসপাতালটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ কথাও সত্যি, কয়েকজন ডাক্তার আত্মহত্যা করেছেন। খোদা না খাস্তা, তুমি যদি আবার...' হাসল সোহানা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'এখানে ট্যুরিস্টদের আসা নিষেধ। আমরা তো আসলে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছি।'

'এবং সে-কারণেই রাতের আঁধারে, থুড়ি, মর্নিঙের আঁধারে যেতে হচ্ছে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

কয়েক মিনিট পরে দ্বীপের সেই খালটা দেখতে পাওয়া গেল। কয়েক শ' গজ দূরে, তীর বরাবর দেখা যাচ্ছে হাসপাতালটাও। বাতিঘরটা আরও কাছিয়ে এসেছে।

'সোহানা!' ফিসফিস করে ডাকল রানা। 'কোনো ভুতুড়ে আলো দেখতে পাচ্ছ?'

'সবকিছু নিয়েই দুষ্টুমি করা চাই, নাকি?'

ঢেউয়ের প্রকৃতি বুঝে নিয়ে গতি কমাল রানা, মোটরের উপর বাড়তি প্রেশার দিতে চায় না। নৌকাটা এগিয়ে যাচ্ছে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
খালের দিকে। এ-এলাকায় ডুবোপাথর থাকার সম্ভাবনা কম, তারপরও ঝুঁকি নিতে চায় না রানা।

আশ্চর্যের বিষয়, খালের পানি খানিকটা লোনা হওয়ার পরও জায়গায় জায়গায় ফুটে আছে পদ্মফুল। তলদেশের কোথাও কোথাও পড়ে আছে বড় বড় পাথর, হয়তো অনেক আগে ভূমিকম্পের কারণে গড়িয়ে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। যেসব জায়গায় পাথর আছে, সেখানে পানির গভীরতা মাত্র কয়েক ফুট। খুব সাবধানে, গতি অনেক কমিয়ে জায়গাগুলো পার হলো রানা।

হাতের বাঁ দিকে হরেক রকমের গাছ। সেগুলোর আড়ালে ইটের দেয়াল দেখা যায়। কোন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল হয়তো, কিন্তু অসমাপ্ত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। ডানদিকে ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মের পরিমাণ বেশি। ডানা ঝাপ্টানোর সাঁই সাঁই আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল ওরা। শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে একদল বাদুড়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

খালের বেশ কিছুটা ভিতরে ঢোকার পর একদিকে বালির চড়া দেখা গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বৈঠা তুলে নিল রানা। নৌকার নাকের সঙ্গে বাঁধা দড়ি হাতে অপেক্ষা করছিল সোহানা, তলাটা চড়ায় ঠেকামাত্র লাফিয়ে নামল। খানিকটা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল বালিতে, কাছের একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল দড়িটা। ততক্ষণে নেমে এসেছে রানাও, নৌকাটাকে ঠেলে বালির আরও কিছুটা উপরে তুলে দিয়েছে। কাজ শেষে পকেট থেকে বের করে নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ও। সোহানাও ফ্ল্যাশলাইট বের করতে যাচ্ছিল, ওকে নিষেধ করল রানা।

'কোন্‌দিকে যাবে?' আলো ফেলে এদিক-ওদিক দেখছিল রানা, ওকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'উত্তরদিকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

বালির চড়া বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে মিশে গেছে খালের পাড়ের সঙ্গে। ঢালের মাথায় ঘন ঝোপজঙ্গল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে ঝোপ কম এ-রকম একটা জায়গা চিহ্নিত করল রানা, সোহানাকে পেছনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরই হাজির হলো ফুটবল-মাঠের সমান বড় একটা জায়গায়। এখানে চারদিকে ছোট ছোট গাছ জন্মে আছে।

'এটাই কি...' ফিসফিস করে বললেও কথাটা শেষ করল না সোহানা, কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল অস্বস্তিতে ভুগছে।

'হতে পারে,' সোহানা কী বলতে চায় বুঝতে পেরে বলল রানা। 'পোভেগলিয়ার কয়েকটা ম্যাপ দেখেছি। কিন্তু মৃত প্লেগরোগীদেরকে ঠিক কোথায় কবর দেয়া হতো সে-ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি কোনোটাতে। খেয়াল করে দেখো, এখানে ঝোপজঙ্গল জন্মাতে পারেনি। আসলে বছরের পর বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে, তাই নিজের মতো করে বাড়তে পারেনি জঙ্গল।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে মাঠের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল দু'জনে। হাজার হাজার লোকের লাশ এককালে চাপা দেয়া হয়েছে পায়ের নীচে, ভাবলেও কেমন যেন করে বুকের ভিতরে।

মাঠটা পার হয়ে পুবদিকে বাঁক নিল রানা, এক শ' ফুটের মতো এগিয়ে মোড় নিল উত্তরে। গাছপালা আর ঝোপজঙ্গল পাতলা হতে শুরু করেছে। খোলা একটা জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। দূর থেকে বোঝা যায় ওখানে শুধু ঘাস—হাঁটু সমান উঁচু। মেঘমুক্ত আকাশে একটুখানি চাঁদ আছে, ঘেসোজমির ওপারে চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখা যায়। তারমানে ওখানে পানি আছে।

দূরে কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'বয়া,' বলল রানা, 'তীরের কাছে সাগরের পানিতে ভাসছে।'

'খোদা!' বুকে হাত রাখল সোহানা, কিছুটা হলেও ভড়কে গেছে।

মুচকি হাসল রানা, আলো ফেলে দেখছে এদিক-সেদিকে। 'পাথরের কয়েকটা ব্লক দেখা যাচ্ছে, ঘাসের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। কোনো ধরনের ফাউণ্ডেশন হবে।'

ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল সোহানার হাতে, অনতিদূরের একটা সীমানাখুঁটির উপর আলো ফেলেছে। 'পাথরের ব্লকগুলো দেখার আগে,' নিচু গলায় বলল রানাকে, 'আমার মনে হয় ওই খুঁটিটা দেখা উচিত।'

খুঁটিটার কাছে এসে থামল দু'জনে। প্লেক্সিগ্লাসের একটা প্ল্যাকার্ড দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে, পেরেক দিয়ে আটকানো আছে। ইটালিয়ান ভাষায় লেখা আছে:

ভেনিসের চীফ ম্যাজিস্ট্রেট (৮৩৬ থেকে ৮৬৪ সাল পর্যন্ত) পিয়েত্রো ট্রাডোনিকোর অনুসারীদের খাসসম্পত্তি। ১৮০৫ সালে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

পোভেগলিয়া হিস্টোরিকাল সোসাইটি।

'পুনরুদ্ধারের সালটা খেয়াল করেছ, সোহানা? আঠারো শ' পাঁচ। ওই বছর ইটালির রাজা ঘোষণা করা হয় নেপোলিয়নকে। যদি ধরে নিই তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন লোরন, তা হলে আমি নিশ্চিত দু'জনই জানতেন কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ট্রাডোনিকোর মৃতদেহ।'

'কী বলতে চাও?'

'বলতে চাইছি, এখানে আনা হয়নি চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের লাশ। তারমানে এখানে কোনো বোতল লুকানো নেই। অর্থাৎ নেপোলিয়ন জুনিয়রকে অন্য কোথাও খুঁজবার ইঙ্গিত করা হয়েছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com
'কিন্তু সেই অন্য কোথাওটা কোথায়?'

পরদিন গ্র্যাণ্ড ক্যানাল ধরে অনেকদূর এসে একটা গির্জার পাশে থামল ওদের ওয়াটার-ট্যাক্সি। ঘড়িতে তখন সকাল আটটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নামল ওরা। গির্জার পাশেই বহু পুরনো একটা ভবন। যত্নের অভাবে দিন দিন আরও হতশ্রী হচ্ছে। সদর-দরজাটা লোহার, তাতে জায়গায় জায়গায় মরচে ধরেছে। দরজার একপাশে, লাল রঙ-করা দেয়ালে ছোট ব্রোঞ্জফলকে খোদাই করা: পোভেগলিয়া হিসটোরিকাল সোসাইটি।

কলিংবেলে চাপ দিল রানা। কিছুক্ষণ পর কারও পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজা খুলে উঁকি দিল নাদুসনাদুস এক মহিলা, পরনে হলুদ ব্লাউয আর ঢলঢলে গোলাপি স্কার্ট।

'জী?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হলো ইটালিয়ান ভাষায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ইংরেজি বলতে পারেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'পারি তো,' ঝরঝরে ইংরেজিতে জবাব দিল মহিলা। 'কী সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে?'

'আপনি কি সোসাইটির কিউরেটর?'

'সোসাইটি?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে মহিলার। 'কীসের সোসাইটি?'

ব্রোঞ্জফলকে খোদাই-করা লেখাটা দেখিয়ে দিল রানা।

'ও,' হাসল মহিলা। 'পাঁচ-ছ'বছর হলো আর বৈঠকে বসছে না সোসাইটির সদস্যরা।'

'কেন?'

'কী করবে? লোকে এসে শুধু জ্বালায়। বিশেষ করে সাংবাদিকেরা। একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বার বার, আবারও ভূত দেখা গেছে পোভেগলিয়ায়? আবারও কেউ আত্মহত্যা করেছে? কাঁহাতক সহ্য করা যায় এসব, বলুন?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তা হলে...' ভদ্রতার খাতিরে সোহানা জিজ্ঞেস করতে পারল না আপনি কে অথবা আপনি কী করছেন এখানে।

একগাল হাসলেন মহিলা। 'আমার নাম ফ্রিডা ভার্নন। সোসাইটিতে একসময় সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করতাম।'

'তা হলে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন সম্ভবত,' নিজের পরিচয় দিল সোহানা, পরিচয় করিয়ে দিল রানাকেও। 'পোভেগলিয়ার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের। ঠিক সাংবাদিক বলা যাবে না আমাদেরকে। একটা গবেষণার কাজে এখানে এসেছি আমরা আসলে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ভার্নন, ইশারায় ঢুকে পড়তে বললেন রানা-সোহানাকে। ভিতরে ঢুকে লম্বা একটা হল ধরে হাজির হলেন কিচেনে। এখানকার মেঝেতে সাদাকালো টাইলস বসানো। এককোনায় একটা টেবিল। ওটা দেখিয়ে দিয়ে ভার্নন বললেন, 'বসে পড়ুন। কফি বানিয়ে নিয়ে আসি আমি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

রূপালি একটা পার্কোলেটর থেকে তিনটা মগ পূর্ণ করলেন তিনি, একটা ট্রে-তে করে মগগুলো নিয়ে এসে রাখলেন কিচেন-টেবিলের উপর। বসে পড়লেন সোহানার পাশের চেয়ারে। 'বলুন, কী জানতে চান?'

'পিয়েত্রো ট্রাডোনিকোর ব্যাপারে জানতে চাই। তাঁকে কোথায় কবর দেয়া হয় বলতে পারবেন? পোভেগলিয়াতেই?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভার্নন। কিচেনের এককোণে কেবিনেট, হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন সেটার সামনে। সিঙ্কের ঠিক উপরের কেবিনেটটা খুললেন। হাত বাড়িয়ে বের করে আনলেন বাদামি চামড়ায়-মোড়া কিছু একটা, দূর থেকে ফটো অ্যালবামের মতো দেখাচ্ছে। টেবিলে ফিরে এসে বসে পড়লেন আগের জায়গায়।

একটার পর একটা পাতা উল্টাতে লাগলেন তিনি, থামলেন

www.banglabookpdf.blogspot.com
অ্যালবামের মাঝামাঝি জায়গায় এসে। হলুদ হয়ে-যাওয়া এক তা কাগজ বের করলেন, তাতে কারও হাতে-লেখা কয়েকটা লাইন দেখা যাচ্ছে।

'অরিজিনাল রেফারেন্স?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ। পোভেগলিয়ার সরকারি একটা নথি বলা যায়, আঠারো শ' পাঁচ সালের। ওই সময়ে নেপোলিয়ন তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন দ্বীপটাকে। তখন সরকারি কর্মকর্তারা অনেক গোপন দলিল সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।'

'ট্রাডোনিকো আর তাঁর অনুসারীরা যে-জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন তার দলিলপত্রও কি গায়েব করে ফেলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তবে আমার হাতের এই ডকুমেন্ট বলছে, স্ত্রী মাজেলার পাশের সমাধিতেই দাফন করা হয় ট্রাডোনিকোকে। তাঁদের লাশ পচে কঙ্কাল হওয়ার পর তোলা হয় কবর থেকে। তারপর একই কফিনে ঢুকিয়ে অস্থায়ীভাবে দাফন করা হয় একটা প্রাসাদের বেইযমেন্টে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা। ধাঁধার শেষ লাইনের সমাধান হয়ে গেছে: টুগেদার দে রেস্ট।

নীরবতা। হাতেধরা কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন ভার্নন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কিন্তু ওই বেইযমেন্টে স্থায়ীভাবে থাকতে পারেননি তাঁরা। পরে ট্রাডোনিকোর জন্মস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লাশ দুটো।'

'জন্মস্থান?' সোহানার প্রশ্ন। 'কোথায়?'

'ইস্ট্রিয়া। দুটো কঙ্কাল একসঙ্গে করার পর তাঁর ভাই-বেরাদার এসে কফিনটা নিয়ে যায়।'

'ইস্ট্রিয়ার কোথায়?'

'সম্ভবত ট্যাজল-এ, যে-গ্রামে জন্ম হয়েছিল তাঁর।'

উঠে দাঁড়াল রানা, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভার্ননের দিকে। সোহানাও উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। তারপর বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। সদরদরজা পর্যন্ত ওদেরকে এগিয়ে দিলেন ভার্নন।

'তা হলে এবার ক্রোয়েশিয়া?' বেশ কিছুদূর চলে আসার পর রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

ট্যাজলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে গেল।

ছোট গ্রামটা সমুদ্র সমতল থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে ভূমধ্যসাগরীয় একটা আবহ আছে। বেশিরভাগ বাড়ির ছাদে টেরাকোটা ইট দেখা যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই সামনের একটুখানি জায়গায় বাগান বানিয়ে চাষ করা হচ্ছে আঙুর আর জলপাই।

টাউন হলটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো। প্রধান কারণ ভাষার সমস্যা। এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী এমনকী ইটালিয়ানও বোঝে না, ইংরেজি পরের কথা। স্থানীয় যে-ভাষা ব্যবহার করে তারা তা কোনোদিন শোনেনি রানা-সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারপরও শেষপর্যন্ত হলটা খুঁজে বের করল ওরা। ভাড়া-করা গাড়িটা পার্ক করল একটা জলপাই বাগানের পেছনে। নামল গাড়ি থেকে।

রেফারেন্স বই থেকে জানা গেছে, গ্রামে মাত্র দেড় হাজারের মতো লোক থাকে। কাজেই আশা করা যায় ট্রাভোনিকো নামটার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকবে কারও-না-কারও।

নিরাশ হতে হলো না। নামটা দু'-চার জায়গায় উচ্চারণ করার পর একজন নিয়ে গেল টাউনহলের কেরানির কাছে। রানার মুখ থেকে নামটা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে, তারপর দোমড়ানো-মোচড়ানো একটুকরো কাগজে

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
যাচ্ছেতাইভাবে একটা ম্যাপ এঁকে দিয়ে জঘন্য ইটালিয়ানে বলল, যা বলল তার সহজ-সংক্ষিপ্ত বাংলা হচ্ছে, 'জনাব ট্রাডোনিকো।'

ম্যাপটা নিয়ে গাড়িতে চড়ল রানা, এবার স্টিয়ারিং সোহানার হাতে। সর্পিলাকার পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে আরও উপরে যাওয়ার নির্দেশনা আছে ম্যাপে। চলতে শুরু করল ওরা। একটা চারণভূমি পার হয়ে এল, ওখানে এই সন্ধ্যাবেলাতেও কিছু গরু দেখা যাচ্ছে। পথের দু'পাশে জমিন বলতে গেলে নেই, প্রায় সবই শস্যক্ষেত। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে সাবধানে এগোচ্ছে সোহানা। এদিক-ওদিক হলে দেড় হাজার ফুট নীচে আছড়ে পড়বে গাড়ি।

শেষপর্যন্ত পাকা একটা দালানের সামনে হাজির হলো ওরা, নীচে একটা গ্যারেজ আছে। ওখানে রঙ দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে: ট্রাডোনিকো। অবশ্য ক্রোট শব্দটার মানে বুঝতে সময় লাগল রানা-সোহানার।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাগানের দরজা খোলাই আছে। ওটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। আশপাশে কোথাও রেডিয়োতে গান বাজছে। পোর্চে, একটা আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ছিল এক বুড়ো। রানা-সোহানাকে ঢুকতে দেখে পিঠ সোজা করল। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

পকেট থেকে ক্রোয়েশিয়ান ফ্রেইযের একটা চটিবই বের করল রানা। ওটার নির্দিষ্ট একটা পৃষ্ঠা দেখে নিয়ে ভাঙা ভাঙা ক্রোটে বলল, 'আমি মাসুদ রানা। সঙ্গেরজন সোহানা। আপনার নাম কী?'

'অ্যান্টনি,' বিদেশির মুখে নিজের ভাষা শুনে মজা পেয়েছে বুড়ো, ফোকলা দাঁত বের করে হাসছে।

'ইংরেজি?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'অল্প অল্প।'

'চলবে। পিয়েত্রো ট্রাডোনিকো নামের এক লোককে খুঁজছি আমরা।'

'ম্যাজিস্ট্রেট?'

'হ্যাঁ।'

'মরে গেছে।'

'জানি। এখন কোথায়?'

'মরে গেছে। অনেক আগে।'

'জানি। পোভেগলিয়ায় কবর দেয়া হয়েছিল প্রথমে। তারপর কোথায়?'

'হ্যাঁ। অনেক আগে। আঠারো শ' পাঁচ সালে। বউয়ের সঙ্গে।'

'এখন কোথায়?'

'আছে। ভিতরে। দেখবে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এসো।'

উঠে বাড়ির ভিতরে ঢুকল অ্যান্টনি। লিভিংরুম পার হয়ে স্টাডিরুমের মতো দেখতে একটা ঘরে ঢুকল। তালাবদ্ধ একটা আলমারির সামনে দাঁড়াল। ভিতরে একটা তাকে বড় একটুকরো কাঠের গায়ে কারও চেহারা খোদাই-করা। ওটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাদের লোক। সরু চেহারা। লম্বা নাক।'

রানা কিছু বলল না। আলমারির ভিতরে আরও কিছু জিনিস আছে। বেশিরভাগই অলঙ্কার। ছোট একটা আবক্ষ মূর্তিও আছে। কার, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

সময় নিয়ে জিনিসগুলো দেখল রানা, তারপর অ্যান্টনিকে বলল, 'আপনিও কি একজন ট্রাডোনিকো?'

'হ্যাঁ।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের কবরটা দেখতে চাই।'

'এসো।' ছোট হলওয়ে ধরে আরেকটা দরজার কাছে এসে থামল বুড়ো। পকেট থেকে বের করল সেকেলে স্কেলিটন-কী। ওটা দিয়ে খুলল দরজাটা।

ঠাণ্ডা একঝলক বাতাস ঢুকল ভিতরে। কোথাও পানি পড়ছে, আওয়াজ পাওয়া যায়। দড়ির মতো কী যেন ঝুলছিল দরজার একপাশে, ওটা ধরে টান দিল অ্যাণ্টনি। কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল। পাথরের কতগুলো ধাপ দেখা যাচ্ছে অনুজ্জ্বল আলোয়। কিছুদূর নামার পর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ধাপগুলো।

'কবর,' ফিসফিস করে বলল অ্যাণ্টনি, কেন কে জানে। 'মাটির নীচে।' ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল।

ওকে অনুসরণ করছে রানা-সোহানা। যত নামছে, অনুজ্জ্বল বাতিটার আলো তত ঘোলাটে হয়ে আসছে।

আনুমানিক ত্রিশ ফুট নীচে নামার পর ডানে বাঁক নিল ধাপগুলো। তারপর শেষ হয়ে গেল আচমকা। অন্ধকার গিলে নিয়েছে ওদের তিনজনকে। দেয়ালের গায়ে হাতড়াচ্ছে অ্যাণ্টনি, আওয়াজ শুনলে বোঝা যায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটু পর আরেকটা বাল্ব জ্বালল সে। চোখে আলো সয়ে আসার পর রানা-সোহানা দেখল, সামনে একটা পাথুরে প্যাসেজওয়ে।

ওটার দু'দিকের দেয়ালে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর আয়তাকার লম্বাটে গর্ত করা আছে। মসৃণ করে বানানো প্রতিটা গর্তে ঠাঁই পেয়েছে একেকটা কফিন।

'পঞ্চাশ,' গুনে বলল রানা।

'না, আটচল্লিশ,' মাথা নাড়ল অ্যাণ্টনি। 'দুটো খালি।'

'তারমানে পুরো ট্রাডোনিকো পরিবার ঠাঁই পেয়েছে এই ভূগর্ভস্থ কবরস্থানে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'পুরো?' আবারও ফোকলা দাঁতের হাসি দেখাল অ্যান্টনি। 'অনেকেরই জায়গা হয়নি। অনেকে সাধারণ কবরস্থানে আছে। এসো।'

এগোচ্ছে আর বিড় বিড় করে বিদঘুটে একেকটা নাম উচ্চারণ করছে বুড়ো। রানা-সোহানা বুঝতে পারল "কবরবাসীদের" কথা বলছে সে আসলে। প্যাসেজওয়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। একটা গর্তের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'পিয়েত্রো। উপরেরটাতে ওর বউ মাজেলা।' পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে এগিয়ে দিল রানার দিকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিল রানা, জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে। টান দিয়ে পিয়েত্রোর কফিনটা বের করে আনল গর্তের ভিতর থেকে। বেশি ভারী না। ওটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ঢাকনা তুলতে বেগ পেতে হলো না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে। আর কিছু না।

কী মনে হতে মাজেলার কফিনটাও নামিয়ে দেখল রানা। এখানেও কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নেই।

'গুড়ে বালি?' বাংলায়, নিচু গলায় বলল সোহানা, 'দুটো কফিনের একটাতেও কিছু নেই?'

রানা কিছু বলল না, কী যেন ভাবছে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অ্যান্টনির দিকে। 'আর কিছু? কঙ্কাল দুটোর সঙ্গে?'

'উপরে।'

'উপরে কী?'

'আসার সময় দেখেছ।'

বিরক্তি চাপল রানা। 'অন্য কিছু?'

'কী?'

'কোনো বোতল? গায়ে ফরাসি ভাষায় কিছু লেখা?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ফরাসি? বুঝি না।'

'ঠিক আছে। কোনো বোতল?'

'না। বাক্স।'

'বাক্স? কীসের?'

'জানি না।'

'দেখতে কেমন?'

'পাউরুটির মতো।'

'কোথায় আছে?'

'সামনে।'

দেরি না করে কফিন দুটো জায়গামতো "তুলে রাখল" রানা। তারপর অ্যান্টনিকে বলল, 'চলুন বাক্সটা দেখি।'

আবার হাঁটতে শুরু করল বুড়ো। প্যাসেজওয়েতে ঢোকার মুখে এসে থামল। সবার প্রথম গর্তটাতে কোনো কফিন নেই। হাঁটু গেড়ে বসে ওখানে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। হাতড়াল কিছুক্ষণ। তারপর কাঠের একটা ঝুড়ি বের করে আনল, নামিয়ে রাখল মাটিতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওটার ভিতরে একটা কার্ডবোর্ড, সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের, সৈন্যদের গুলির নিশানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সঙ্গে পচে-যাওয়া ক্যানভাস আর সুতো দিয়ে প্যাঁচানো পরিচিত একটা বাক্স।

'আল্লা!' বিড়বিড় করে বলল সোহানা।

'বাক্সটা দেখতে পারি?' অ্যান্টনিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দূরে সরে গেল বুড়ো।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। ঝুড়ির ভিতর থেকে সাবধানে বের করে আনল বাক্সটা। খোলার আগে উল্টেপাল্টে দেখে নিল। সোহানার দিকে তাকাল একবার।

শেষে হাত রাখল ডালায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

পঁচিশ

ইটালি

রানার আই-ফোনটা বাজছে। স্ক্রিনের দিকে তাকাল ও। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অপি।' ফোন রিসিভ করে বলল, 'তুমি তো দেখি রেকর্ড করে ফেললে। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সমাধান?'

হোটেলরুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে বসে আছে ওরা। রাত নেমেছে, রাস্তার ওপারের বাজারে জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল বাতি, লোকজনের আনাগোনাও বেড়েছে। বাজার ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দূরে তাকালে বন্দরের বাতিও চোখে পড়ে।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, দু'ঘণ্টার মধ্যেই বুঝে ফেললাম। কোডের মাধ্যমে নেপোলিয়ন যে-ধাঁধা দিয়েছেন তা এখন সহজ মনে হয় আমার কাছে। কারণ প্যাটার্নটা ধরে ফেলেছি আমি।'

"পাতাল কবরস্থান" থেকে যে-বোতলটা পায় রানা-সোহানা সেটা নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের সম্ভবত শেষ বোতল। কিন্তু ওটা পাওয়ার পর উভয় সঙ্কটে পড়ে যায় ওরা। বোঝা যাচ্ছিল বোতলটার মূল্য জানে না অ্যাণ্টনি, অথচ প্রায় দু' শ' বছর ধরে ওটা পড়ে আছে ওদের পারিবারিক "কবরস্থানে"। এবং এ-ও বোঝা যাচ্ছিল, বোতলটা হাতছাড়া করতে রাজি হবে না বুড়ো, অন্তত বিনামূল্যে না।

'এটা একটা দুর্লভ বোতল, জানেন?' রানা তখন বলে।

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ফরাসি?' জানতে চায় অ্যান্টনি।

'হ্যাঁ।'

'ফরাসিদের পছন্দ করি না। ওদের কোনো জিনিস রাখতে চাই না। ইচ্ছা হলে নিয়ে যাও।'

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি!

রানা বলে, 'এটার বদলে আপনাকে কিছু দিতে চাই।'

বিরক্তিসূচক শব্দ করে অ্যান্টনি। 'কী ভেবেছিলে? মাগনা দিচ্ছি? বাতের ব্যথা নিয়ে এতদূর হেঁটেছি খামোকা? তিন হাজার কুনা লাগবে।'

রানার দিকে তাকায় সোহানা। বাংলায় বলে, 'বুড়ো একটা মতলববাজ। অথচ দেখলে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। তিন হাজার কুনায় কত টাকা হয়?'

'প্রায় চল্লিশ হাজার। ডলারে হিসেব করলে পাঁচ শ'।'

ডলার শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনে লোভে চকচক করে ওঠে অ্যান্টনির চোখ। 'আছে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কী?' জিজ্ঞেস করে রানা।

'ডলার?'

'আছে।'

'তা হলে দেরি কেন? বোতল নাও, ডলার দাও,' হাড় জিরজিরে, কাঁপা কাঁপা ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় অ্যান্টনি সামনের দিকে। 'হ্যাণ্ডশেক। ডিল।'

সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে ডান হাত সামনে বাড়ায় রানা।

'ধাঁধাটা ই-মেইল করলাম আপনার কাছে,' বলল অপি।

'তা হলে এখন রাখি, মানে বের করতে পারলে যোগাযোগ করবো তোমার সঙ্গে,' লাইন কেটে দিল রানা। হোটেলের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ঢুকল। নিজের ই-মেইল খুলল। ওর আরও কাছে এসে বসল সোহানা।

ই-মেইলটা পড়তে লাগল রানা:

'ইস্ট অভ দ্য ডুব্র

দ্য থার্ড অভ সেভেন শ্যাল রাইয

দ্য কিং অভ আইওভিস ডাইয

আলফা টু ওমেগা, স্যাভয় টু নোভারা, সেইভিয়ার অভ স্টিরি

টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোডস

পেইস ইস্ট টু দ্য বৌল অ্যাণ্ড ফাইণ্ড দ্য সাইন।'

'এবারের ধাঁধাটা বেশ লম্বা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল সোহানা, 'ছ'টা লাইন। শেষের লাইন অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। প্রথম পাঁচ লাইন পড়লে মনে হয় নেপোলিয়ন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এবারই প্রথম মনে হচ্ছে নেপোলিয়ন যেন বলছেন, "ওখানে যাও," "এটা খুঁজে বের করো" ইত্যাদি। মনে হয় রহস্যটার সমাধানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা।'

নিঃশব্দে হাসল সোহানা।

আগেরবার যেভাবে শুরু করেছিল, এবারও সেই পদ্ধতিতেই এগোতে লাগল ওরা। যে শব্দগুলো ঐতিহাসিক জায়গা বা নামের সঙ্গে জড়িত বলে মনে হলো, প্রথমেই আলাদা করে ফেলল সেগুলোকে।

ডুব্র শব্দটার সঙ্গে দুটো নাম পাওয়া গেল: অ্যাড ডুব্র—উত্তর ইয়েমেনের একটা গ্রাম এবং শুধু ডুব্র—কেল্টিক একটা শব্দ যার মানে পানি।

'ইস্ট অভ দ্য ডুব্র,' বলল সোহানা, 'তারমানে ওই গ্রামটার পুবদিকে যেতে বলেছেন নেপোলিয়ন। কী আছে সেখানে,

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা?'

গুগল আর্থে চেক করল রানা। 'ওই গ্রামের পুবে আশি মাইল এলাকা জুড়ে দেখতে পাচ্ছি শুধু পর্বতমালা আর মরুভূমি। এরপর লোহিতসাগর। কেন যেন মনে হচ্ছে ঠিক মিলছে না।'

'কারণ?'

'এ-পর্যন্ত যত জায়গায় গিয়েছি আমরা, সব ইউরোপের ভিতরেই ছিল।'

'তা হলে অন্য একটা লাইন নিয়ে কথা বলি। দ্য কিং অভ আইওভিস ডাইয। কবে মারা গিয়েছিলেন আইওভিসের রাজা?'

গুগলে সার্চ দিল রানা। 'উঁহুঁ, আইওভিসের রাজা বলে কাউকে পাচ্ছি না। ওই নামে কোনো রাজত্ব বা জায়গারও উল্লেখ নেই। দাঁড়াও, দাঁড়াও, কিছু একটা পেয়েছি মনে হয়। আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে। একজায়গায় দেখতে পাচ্ছি "আইওভিস ডাইস" একক একটা শব্দ বোঝাচ্ছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কী?'

'বৃহস্পতিবার।'

'বৃহস্পতিবার? মানে?'

'মানে আইওভিস ডাইস হলো থার্সডে'র ল্যাটিন প্রতিশব্দ।'

'দ্য কিং অভ আইওভিস ডাইস...মানে দ্য কিং অভ থার্সডে?'

'জুপিটার,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল রানা। 'রোমান মিথোলজি অনুযায়ী জুপিটার হলেন দেবতাদের রাজা। ঠিক যেমন গ্রীকরা মনে করত যিউসকে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সোহানা বুঝে ফেলল কী বলতে চেয়েছে রানা। 'জুপিটার...মানে জোভিয়ান প্ল্যানেট। তারমানে ল্যাটিন শব্দ আইওভিস থেকে জোভিস এসেছে? তারপর সেখান থেকে জোভিয়ান?'

 www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তা হলে জুপিটার, ড্রব্র, থ্রি আর সেভেন দিয়ে সার্চ করে দেখো কী পাওয়া যায়।'

খুঁজল রানা কিন্তু কিছু পেল না। আরও কিছু শব্দ যোগ করে, কখনও আবার দু'-একটা শব্দ কমিয়ে খুঁজল, ফল একই। 'পঞ্চম লাইনটা কী ছিল?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে।

'টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোড্স।'

এবার জুপিটারের সঙ্গে কনকারার্স ক্রসরোড্স যুক্ত করে খুঁজল রানা।

কিছু পাওয়া গেল না।

তারপর জুপিটারের সঙ্গে টেম্পল।

'এবার কিছু পাওয়া গেছে মনে হয়,' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকল রানা, 'জুপিটারের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এ-রকম বেশ কয়েকটা মন্দিরের নাম দেখতে পাচ্ছি। লেবানন, পম্পেই, রোম ইত্যাদি ইত্যাদি। রোমে একটা মন্দির আছে, নাম ক্যাপিটোলাইন হিল। এটা উৎসর্গ করা হয়েছে "ক্যাপিটোলাইন ত্রয়ী", মানে জুপিটার, জুনো আর মিনার্ভার নামে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, মন্দিরটা রোমের বিখ্যাত সাতটা পাহাড়ের একটায় অবস্থিত।'

'সাত পাহাড়ের একটা?' রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'ধাঁধার তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে দ্য থার্ড অভ সেভেন শ্যাল রাইয। আমরা কি কিছু বুঝতে পারছি?'

কিছু বলল না রানা, গুগলে গিয়ে ম্যাপ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাচীন এক চিত্রশিল্পীর হাতে-আঁকা কিছু ম্যাপ পাওয়া গেল একটা ওয়েবসাইটে। রোমান সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির চূড়ায় তখন ম্যাপগুলো এঁকেছিলেন সেই শিল্পী।

ল্যাপটপের স্ক্রিন সোহানার দিকে কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়ে রানা

www.banglabookpdf.blogspot.com
বলল, 'ভালোমতো দেখে বলো তো পরিচিত কিছু চোখে পড়ে কি না।'

'কী বলতে চাইছ?' ভ্রূ কুঁচকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'ক্যাপিটোলাইন পাহাড় ছাড়া অন্য কিছু? কই, না...দেখে মনে হয় কোনোকিছুই আমার পরিচিত না।'

স্ক্রিনে সর্পিলাকার একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। ওটার উপর তর্জনী রাখল রানা। 'টিবার নদী। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে।'

তুড়ি বাজাল সোহানা। 'পানির কেল্টিক শব্দটা যেন কী বলেছিলে?'

'ডুব্র।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'ধাঁধায় আর কোনো লাইন বা শব্দ যদি না থাকত, আমি কী বলতাম জানো? বলতাম, চলো এখনই রোমে যাই। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, দিল্লি দুরাস্ত।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

রানা-সোহানার ধারণা, সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারলে শেষ লাইনের মানে বুঝতে অসুবিধা হবে না—পেইস ইস্ট টু দ্য বৌল অ্যাণ্ড ফাইণ্ড দ্য সাইন। তাই চতুর্থ আর পঞ্চম লাইনের উপর মনোযোগ দিল ওরা।

চতুর্থ লাইনে বলা হচ্ছেঃ আলফা টু ওমেগা, স্যাভয় টু নোভারা, সেইভিয়ার অভ স্টিরি।

পঞ্চম লাইনঃ টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোড্স।

দুই ঘণ্টা একটানা খাটল ওরা। লিখে নোটপ্যাডের কয়েকটা পাতা ভরিয়ে ফেলেছে সোহানা, কোথাও কোথাও কাটাকুটি করেছে। বার বার মনে হচ্ছে ওর, একই বৃত্তে ঘোরাঘুরি করছে আসলে, নেপোলিয়ন আর লোরন কী বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারছে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাঝরাতের কিছু আগে ল্যাপটপ নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা, দু'হাতে চুল টানছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ থেমে গেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'নেপোলিয়নের বায়োগ্রাফিকাল স্কেচটা দেখতে পারলে কাজ হতো।'

'কোন্‌টার কথা বলছ?'

'ই-মেইল করে আমাদেরকে যেটা পাঠিয়েছিল অপি,' এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজে পেতে আই-ফোনটা তুলে নিল রানা। মেইলবক্স চেক করে সঠিক মেইলটা বের করল, খুলল। 'পেয়েছি। স্টিরি।'

'বুঝলাম না, রানা,' মাথা নাড়ছে সোহানা। 'এটা নতুন করে পাওয়ার কী আছে? স্টিরি যে অস্ট্রিয়ার একটা জায়গার নাম তা তো আমরা আগে থেকেই জানি। তা ছাড়া স্টিরির সঙ্গে নেপোলিয়নের স্কেচের সম্পর্ক কী?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সম্পর্কটা হলো, স্টাইরি নামে একটা ঘোড়া ছিল নেপোলিয়নের। স্টিরি আর স্টাইরির বানান একই।'

কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'তা হলে সেইভিয়ার অভ স্টাইরি...সেইভিয়ার মানে ত্রাণকর্তা। প্রশ্ন হলো, নেপোলিয়নের সেই ঘোড়াকে কে বাঁচিয়েছিল? কোনো পশুচিকিৎসকের খোঁজ করতে হবে আমাদেরকে?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তা হলে আমার কী মনে হয় বলে ফেলি। আগের লাইন, মানে স্যাভয় টু ওমেগা, আলফা টু নোভেরা'র সঙ্গে যোগাযোগ আছে স্টিরির ত্রাণকর্তার। আমরা জানি ফ্রান্সের একটা জায়গার নাম স্যাভয়, আর নোভেরা হলো ইটালির একটা রাজ্য।'

'এবং নোভেরা ছিল নেপোলিয়নের ডিপার্টমেন্ট অভ দ্য

www.banglabookpdf.blogspot.com
কিংডম অভ ইটালি'র হেডকোয়ার্টার। আঠারো শ' চোদ্দ সালে এর দায়িত্ব অর্পিত হয় হাউস অভ স্যাভয়ের কাছে।'

'তাতে আমাদের কী লাভ হচ্ছে? আমরা কি কিছু বুঝতে পারছি? আলফা টু ওমেগা'র মানে বের করতে পারলে...'

'আলফা টু ওমেগার মানে যদি বলি সূচনা আর পরিসমাপ্তি, জন্ম আর মৃত্যু, শুরু আর শেষ?'

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ডিপার্টমেন্ট অভ দ্য কিংডম অভ ইটালির দায়িত্ব পালন করেছেন যিনি সবার আগে, তাঁর কথা বলছ? নাকি আঠারো শ' চোদ্দোতে যিনি দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজবো? না, কোনোটাই হবে বলে মনে হয় না। আমরা কি আসলে কারও নাম খুঁজছি, রানা? এমন কেউ, যিনি জন্মেছিলেন স্যাভয়ে, মারা গেছেন নোভেরাতে?'

ছোঁ মেরে ল্যাপটপটা তুলে নিল রানা। কীবোর্ডের উপর আঙুল চালাল দ্রুত গতিতে। আবারও কম্বিনেশন করে খুঁজছে গুগলে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

দশ মিনিট পর একটা ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া গেল নামটা, জোরে জোরে পড়ল রানা, 'বার্নার্ড অভ মেন্থন। জন্ম স্যাভয় ন'শ' তেইশ সাল। মৃত্যু নোভেরা, এক হাজার আট সাল। তাঁকে একজন সাধু হিসেবে ঘোষণা করেন একাদশ পোপ, উনিশ শ' তেইশ সালে।'

'বার্নার্ড,' বিড়বিড় করছে সোহানা। 'মানে সেইন্ট বার্নার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে কোরো না, রানা, সেইন্ট বার্নার্ড শব্দটা শুনলে প্রথমেই বিশেষ একজাতের কুকুরের কথা মনে পড়ে।'

শূন্য দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। তারপর গুগলে সার্চ দিল: সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর।

স্বাভাবিকভাবেই অনেকগুলো রেযাল্ট পাওয়া গেল। একটা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
ওয়েবপেজ থেকে জানা গেল, কুকুরগুলো তাদের কুখ্যাতি বা অপযশ পেয়েছে সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথের অনেক পুরনো একটা আশ্রম-কাম-সরাইখানা থেকে। কারও কারও দাবি, সরাইখানাটাই নাকি কুকুরগুলোর বর্তমান প্রজাতির উৎপত্তিস্থল।

এবার গুগলে রানা লিখল: গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ।

চমকে দেয়ার মতো একটা রেযাল্ট পাওয়া গেল এক ওয়েবপেজ থেকে। পড়তে লাগল রানা, 'গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ, পেনাইন আল্পস্। এখানে অনেক পুরনো একটা আশ্রম বা সরাইখানা আছে, যা, এই এলাকায় এসে যারা আহত হয় অথবা হারিয়ে যায়, মূলত তাদের সেবা দিয়ে থাকে। এগারো শতক থেকে কাজ করছে সরাইখানাটা। এমনকী নামিদামি লোকদেরও সেবাশুশ্রূষা করেছে। আঠারো শ' সালে রিযার্ভ আর্মি নিয়ে এখান দিয়ে ইটালি যাচ্ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, তখন তিনি সরাইখানাটার আতিথ্য গ্রহণ করেন।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'অনুমানে যদি বলি, তখন তুষারঝড়ের কবলে পড়েছিলেন নেপোলিয়ন এবং নাল পরানো কিংবা অন্য কোনো শুশ্রূষার জন্য স্টাইরিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই সরাইখানায়, তা হলে কি ভুল হবে?'

'হয়তো না। টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোডের আলোচনায় এসো এবার। কনকারার্স মানে বিজয়ীরা। ওই পর্বতমালা অতিক্রম বা বিজয় করেছেন অনেকে। যেমন হানিবাল, শার্লেম্যাগনে, রোমানরা।'

ল্যাপটপে আবার টাইপ করতে শুরু করেছে রানা। জুপিটার আর টেম্পল শব্দ দুটোর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ডকে জুড়ে দিয়েছে।

পাওয়া গেল ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির একটা আর্টিকেল। বলা হচ্ছে, গিরিপথের চূড়ায় অবস্থিত টেম্পল অভ জুপিটার মন্দিরটি

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট অগাস্টাস, সত্তর খ্রিষ্টাব্দে।

আবার গুগল আর্থে সার্চ দিল রানা। কিন্তু টেম্পল অভ জুপিটারের নামের বিপরীতে ধূসর গ্র্যানিটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বলল সোহানা।

'কিছু না কিছু আছেই। আমি শিওর।'

'মন্দিরের পুব দিকে কী আছে?' তর্জনী দিয়ে নদীর তীর বরাবর দেখাচ্ছে সোহানা। 'উঁহুঁ, বৌলের মতো দেখতে কিছু তো নজরে আসে না?'

'ছবিটার রেযোল্যুশন আসলে ভালো না। আমাদেরকে ওই মন্দিরের ছাদে চড়তে হবে। পুবদিকে তাকিয়ে দেখতে হবে কীসের কথা বলেছেন নেপোলিয়ন।'

'চমৎকার!' মিনিট দশেক পর সোহানার ফোন পেয়ে সব শুনে বলে উঠল অপি। হাতে-ধরা চায়ের কাপে চুমুক দিল, হেলান দিল চেয়ারে। আরাম করে যাতে কথা বলতে পারে সেজন্য চালু করে দিল ফোনের স্পীকার মোড। 'এখন আপনাদের প্ল্যান কী, সোহানাদি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে হাজির হওয়া গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথে। ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।'

'ঠিক আছে, যান তা হলে। আমি সেই ফাঁকে কিছু পড়াশোনা করে রাখি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারলে যোগাযোগ করবো আপনাদের সঙ্গে। ও, হাইকারের ধারণাই তা হলে ঠিক? ইটালি হয়ে গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারয়াটিড দুটো? তারপর?'

'তারপর, আমাদের অনুমান, প্রায় আড়াই শ' বছর পর যেভাবেই হোক ওগুলো খুঁজে পান নেপোলিয়ন। দুটো প্রশ্ন এখন

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমাদের সামনে—কোথায় এবং কীভাবে। ওই মন্দিরে না যাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন দুটোর উত্তর জানা যাবে না।'

'এক্সাইটিং! আমার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে যোগ দিই আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু এজেন্সি ফেলে সেটা সম্ভব নয়। দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হবে। সময়ে সময়ে যোগাযোগ করবো আপনাদের সঙ্গে। আপনারা বিরক্ত হবেন না তো, দিদি?'

'আরে না! বিরক্ত হবো কেন? রাখি তা হলে? আমাদেরকে মালসামান গোছাতে হবে,' লাইন কেটে দিল সোহানা।

চেয়ারে আরেকটু হেলান দিতে দিয়ে পেছনে মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেল অপি। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরাল। যে-রুমে কাজ করে সে, ইচ্ছা করেই সেখানে উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করে না; দরজার কাছটা তাই অন্ধকারে ঢাকা। একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, অপিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভয় পেয়ে গেল অপি। নিজের অজান্তেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'কে?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা। ইতস্তত করছে, চলে যাবে কি না ভাবছে বোধহয়। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল ঘরের ভিতর, রহস্যময় আলোআঁধারিতে।

'আমি আরিফ, ম্যাডাম,' বলল সেফ হাউসের গার্ড।

'তুমি?' চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল অপি। 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাকে। ডিউটি ফেলে দরজার কাছে ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

'এদিকে একটা শব্দ শুনে দেখতে এসেছিলাম, ম্যাডাম। দেখলাম আপনি ব্যস্ত, কথা বলছেন, তাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠল অপি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এদিকে কোনও শব্দ হয়নি। হলে আমিই ডাক দিতাম। ডিউটি ফেলে এখানে আসা মোটেও ঠিক হয়নি তোমার। যাও, কাজে যাও।'

'সরি, ম্যাডাম। এমন ভুল আর হবে না।'

আরিফ বের হয়ে গেল ঘর থেকে। কেন যেন মনটা কু ডাকছে অপির। কথা শুনছিল লোকটা... মনে হচ্ছে, কোনও বিশেষ মতলব ছিল আরিফের। কী হতে পারে সেটা?

ছাব্বিশ

www.banglabookpdf.blogspot.com

গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ, সুইস-ইটালিয়ান সীমান্ত।

ইটালিয়ান সীমান্ত ঘুরে এখানে এসেছে রানা-সোহানা। গিরিপথের নামের সঙ্গে মিল রেখে একটা টানেল বানানো হয়েছে, ওখান দিয়ে ভাড়া-করা গাড়িতে করে যাচ্ছে দু'জনে। শেষমাথায় পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে, হিসেব করল রানা।

প্রকৌশলবিদ্যা কতদূর এগিয়েছে, টানেলটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পর্বতের ভিতর দিয়ে বানানো হয়েছে ওটা, সোজা এগিয়ে গেছে চার মাইল, ইটালি সীমান্তের অ্যাওস্টা-র সঙ্গে যুক্ত করেছে সুইস সীমান্তের মার্টিগনি উপত্যকাকে। উপরের গিরিপথে আবহাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই; যখন-তখন শুরু হয় তুষারপাত, কখনও বিনা নোটিশে হিমপ্রপাত। কিন্তু অনেক নীচের এই টানেলে ওসবের কোনো বালাই নেই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

পঞ্চান্ন মিনিটের মাথায় টানেলের আরেক প্রান্ত দিয়ে বের হলো ওরা। সরু একটা উপত্যকায় হাজির হয়েছে। সামনে বেশ বড় একটা লেক, ওটার একধারে গাড়ি থামাল রানা।

এখানে সুইস-ইটালিয়ান বর্ডার নামধারী কোনো পিলার নেই। দু'-চার ঘর বসতি আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সম্ভবত শুধু তারাই বলতে পারে কোন্ জায়গাটা সুইটযারল্যাণ্ডের, কোন্টা ইটালির। কে জানে, ভৌগোলিকভাবে লেকটা হয়তো ভাগাভাগি করে নিয়েছে দু'দেশ।

তবে লেকটা দেখার মতো। অনেকটা ডিম্বাকৃতির, নীলচে-সবুজ পানির একপাশ ঢেকে গেছে বরফে। চারদিক ঘিরে রেখেছে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল। পুবদিকে, মানে সুইস সীমানায়, সেই আশ্রম-কাম-সরাইখানা। উল্টোদিকে, যেখানে ইটালির শুরু, তিনটে বড় বড় দালান। একটা হোটেল, একটা স্টাফ কোয়ার্টার, আর ইটালিয়ান আর্মি-পুলিশের একটা ব্যারাক-কাম-চেকপয়েন্ট। দূর থেকে ব্যারাকটাকে সিগারের মতো দেখায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মেঘহীন নীল আকাশে জ্বলছে সূর্য, কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা কমেনি। ঝকঝকে রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে লেকের পানিতে এবং এখানে-সেখানে জমে থাকা টুকরো টুকরো বরফে, এমনকী গিরিপথের বরফসমৃদ্ধ একাধিক ঢালে। কোনো কোনো প্রতিফলন এত তীব্র যে, চোখ মেলে তাকানো দায়। লেকের দক্ষিণ তীরে লম্বা ছায়া ফেলেছে "উন্নত মম শিরের" অহঙ্কারী এক পর্বতচূড়া।

হোটেলের কাছে পৌঁছাতে হলে লেকের অনেকখানি ঘুরতে হবে। আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল রানা। একটা পার্কিং স্পট আছে হোটেলের কাছে, ওখানে এসে থামল। দু'জনই বের হলো গাড়ি থেকে। আড়মোড়া ভাঙল সোহানা।

আরও পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলরুমগুলোর

www.banglabookpdf.blogspot.com
কয়েকটা বারান্দায় এবং হোটেলের লবিতে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ট্যুরিস্টকে। ঢলাঢলি করছে কেউ-কেউ, কেউ ছবি তোলায় ব্যস্ত।

'জায়গাটা সুন্দর,' এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল সোহানা।

গাড়ির দরজা বন্ধ করল রানা। 'একবার ভেবে দেখো। রিযার্ভ আর্মি নিয়ে এই জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন সম্রাট নেপোলিয়ন। হঠাৎ কারয়াটিড দুটোর সন্ধান পেয়ে যান, ও-রকম কিছু দেখতে পাওয়ার চিন্তাও করেননি হয়তো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধুরন্ধর মস্তিষ্কে খেলা করে কিছু একটা। সম্ভবত তখনই সেনাপতি লোরনকে নিয়ে একটা পরিকল্পনা এঁটে ফেলেন।'

হাসল সোহানা। 'যদি অন্য কিছু বলি?'

'যেমন?'

'তখন হয়তো তুষারধস শুরু হয়েছিল কাছাকাছি কোথাও। ভয়ে কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল নেপোলিয়ন আর লোরনের, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ভাবছিলেন কী করে বের হওয়া যায় এই মরণ-উপত্যকা থেকে। পালাতে গিয়েই হয়তো আবিষ্কার করে ফেলেন কারয়াটিড দুটো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

সোহানার বলার ঢং দেখে হেসে ফেলল রানা। 'চলো মন্দিরটা খুঁজে বের করি। কাছেপিঠেই কোথাও হবে। হোটেলের পেছনে ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, আমার ধারণা ওগুলোর কোনোটার...'

'এক্সকিউয মি, এক্সকিউয মি,' চিৎকার করে বলছে আর হোটেলের প্রবেশপথ থেকে হন্তদন্ত হয়ে রানাদের দিকে ছুটে আসছে বয়স্ক এক লোক। ইটালিয়ান টানের ইংরেজি উচ্চারণ ভাঙা ভাঙা।

নীল বিযনেস স্যুট পরিহিত লোকটার দিকে ঘুরল রানা। 'বলুন?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনাদেরকে এভাবে বিরক্ত না করেও উপায় ছিল না,' হাতে-ধরা কাগজের দিকে একনজর তাকাল লোকটা, তারপর রানাদের গাড়ির নম্বরপ্লেট দেখে নিল। 'আপনি মিস্টার মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'একটা মেসেজ আছে আপনার, আই মীন, আপনাদের জন্য।'

'মেসেজ? কীসের মেসেজ?'

'অপি চৌধুরী নামের জনৈক ভদ্রমহিলা কথা বলতে চান আপনাদের সঙ্গে। তিনি বলেছেন বিষয়টা খুবই জরুরি। হোটেল-লবিতে ফোন আছে, ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা। তবে কেউ কিছু না বলে নাম-না-জানা লোকটার পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল হোটেলের লবিতে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একধারে ফোন বুথের মতো ব্যবস্থা আছে, নিজের ক্রেডিটকার্ড পাঞ্চ করে অগ্রীম বিল চুকিয়ে এগিয়ে গেল রানা সেদিকে।

যেন রিং হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল অপি, ওপ্রান্তে দু'-তিনবার বাজামাত্র রিসিভ করল। 'মাসুদ ভাই?'

'বলো।'

'ঝামেলা হয়েছে।'

'কী?'

'আমি যে-ঘরে কাজ করি, গতরাতে কেউ ঢুকেছিল সেখানে।'

'তোমার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম?'

'সম্পূর্ণ ওকে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'সিসি টিভি?'

'কোনো সমস্যা নেই। একবারের জন্যও বন্ধ হয়নি।'

'তা হলে কেউ ঢুকেছিল বুঝলে কীভাবে?'

'ফোর্স শাটডাউন করা হয়েছে আমার কম্পিউটার। এই কাজ কখনও করি না আমি। স্পষ্ট খেয়াল আছে, গতরাতে কাজ শেষে ঠিকমতোই বন্ধ করেছিলাম ওটাকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখানে আছি জানলে কীভাবে?'

'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন তা তো আগে থেকেই জানি। গতরাতের ব্যাপারটা টের পাওয়ার পর ভাবলাম আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি। এখন যেখানে আছেন আপনারা, ট্যুরিস্টরা গিয়ে সেখানেই থামে। বিশ্রাম নেয়, খাবার আর গাড়ির তেল কেনে। আপনারা এ-পর্যন্ত যতবার গাড়ি ভাড়া করেছেন, সোহানাদি এসএমএস করে প্রতিবার রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানির নাম আর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে, যাতে কোনো সমস্যা হলে আপনাদেরকে ট্রেস করতে পারি। কিন্তু আপনাদের মোবাইলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন পেলাম না...'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'টানেলের ভেতরে ছিলাম, নেটওয়ার্ক ছিল না।'

'আমাকেও বার বার বলছিল নেটওয়ার্ক ফেইলিউর। শেষে অস্থির হয়ে ফোন করলাম হোটেলে। ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে রাখলাম অমুক নম্বরের একটা গাড়িতে করে অমুক অমুক লোক এলে আমার কথাটা যেন জানানো হয়।'

'গার্ড আরিফ কোথায়?'

'সকালে দেখেছি ডিউটি দিচ্ছে। বলল: কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি।'

'লোকটা তোমার কম্পিউটার চালু করল কীভাবে? পাসওয়ার্ড-

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রটেক্টেড ছিল না?'

'না। কখনও কল্পনাও করিনি এতসব বাধা ডিঙিয়ে এ-রকম কিছু হতে পারে...'

'কম্পিউটার খুলে কী দেখেছে সে?'

'আপনাদেরকে পাঠানো সমস্ত ডকুমেন্ট। কোনো কোনো ডকুমেন্টের প্রিন্টআউট নেয়া হয়েছে। প্রিন্টারে যে-পরিমাণ কাগজ ছিল, সকালে দেখি তার অর্ধেকও নেই। ঘাঁটা হয়েছে আমার নোটবুকগুলো, দেখলাম কোনো কোনো পৃষ্ঠা স্ক্যান করা হয়েছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে স্ক্যান করা ডকুমেন্টগুলো ডিলিট করতে ভুলে গেছে লোকটা। ব্যবহার করা হয়েছে আমার ফ্যাক্স মেশিন। কিন্তু কোন্ নম্বরে ফ্যাক্স করা হয়েছে জানতে পারিনি। সে-সব রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে মেশিন থেকে। ফ্যাক্স সাকসেসফুলি পাঠানো হলে একটা রিপোর্ট বে হয়, সেটাও খুঁজে পাইনি।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'রবিন তো দেশে গেছে, জানি। বাচ্চাটাকেও নিয়ে গেছে?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

'কাল সারাদিনে কে কে এসেছিল সেফহাউসে?'

'কেউ না।'

'মানতে পারলাম না কথাটা। কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই এসেছিল।'

'আরিফ এসেছিল...'

'আরিফ? গার্ড আরিফ?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই। আপনাদের সঙ্গে কথা শেষ করে পিছন ফিরে দেখি, আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করায় বলল: কী একটা আওয়াজ শুনে এসেছিল এদিকে। আমি ঘুমাতে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে, আবার এসেছিল আর কাউকে নিয়ে। সর্বনাশ হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'ও কি এখনও ডিউটিতে?'

'না, মাসুদ ভাই। সকালে আমার সঙ্গে কথা বলার পরই পালিয়েছিল। আমাদের তিনজন এজেন্ট পাঠিয়ে ধরে এনে আটকে রেখেছি।'

'ও কী বলে?'

'কিছুই না। স্বীকার করেছে কাজটা ওর, এর বেশি আর কোনও কথা ওর মুখ থেকে বের করতে পারিনি। বলে: আপনাকে বলবে।'

'ঠিক আছে। আটক থাক। আমি ফিরে ওর ব্যবস্থা করব। তুমি শিয়োর, আরিফ ছাড়া আর কেউ আসেনি?'

'সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম আর সিসি টিভি ক্যামেরা তো তা-ই বলছে।'

লম্বা করে দম নিল রানা। 'অপি, নিশ্চয়ই জানো সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমকে ফাঁকি দেয়া কঠিন কোনো কাজ নয়...ঘরের অন্য কোনো জিনিস তো হারায়নি, না?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'না, মাসুদ ভাই।'

'আচ্ছা দেখো সময় করে। শোনো, অপি, একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না। এমন কি হতে পারে, আমাদেরই আর কোনও এজেন্ট...'

'না, মাসুদ ভাই। বললাম তো, কোনও জোরাজুরি লাগেনি, আরিফ নিজেই স্বীকার করেছে।'

'ঠিক আছে, অপি। কাছাকাছি কোনও রানা এজেন্সি থেকে আরেকজন গার্ড আনিয়ে নাও। আর নিজে তুমি সাবধানে থেকো। দরকার পড়লে আবার যোগাযোগ করবো।' লাইন কেটে দিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

'কী সমস্যা?' জানতে চাইল সোহানা।

লবির যে-প্রান্তে ফোনকলের সুবিধা আছে, তার উল্টোদিকেই

www.banglabookpdf.blogspot.com

কয়েকটা সোফা বসানো আছে। ইশারায় সোফাগুলো দেখিয়ে রানা বলল, 'চলো, বসি।'

বসার পর কফির অর্ডার দিল রানা। কফি আসতে বেশি সময় লাগল না। কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘটনা বলল রানা।

'কে হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'মেলিখান?'

'হতে পারে। গার্ডকে ম্যানেজ করে আমাদের সেফহাউসে মেলিখানই ঢুকেছে, জোর দিয়ে তা বলা যাচ্ছে না এখনই। তবে ডকুমেন্টগুলো যে ওর কাছেই পাচার করা হয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তারমানে আমাদের আগেই জায়গামতো হাজির হয়ে গেছে শয়তানটা? ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে?'

'হতে পারে।'

'কিন্তু রানা, একটা কথা বুঝতে পারছি না। তোমার সেফহাউসের সন্ধান জানল কী করে? জানল কীভাবে অপির কাছে পারস্য-অ্যান্টিক বিষয়ক ডকুমেন্টগুলো আছে?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

কফির কাপে আবারও চুমুক দিল রানা। ভালো হয়েছে কফিটা। ঠাণ্ডায় আরাম পাওয়া যাচ্ছে। বলল, 'আমার মোবাইলে একবার ফোন দিয়েছিল সিদোরভ, মনে আছে?'

'আছে।'

'আমার নম্বর পেল কী করে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে বলেছিল, আগে নাকি টাকা দিলে বাঘের চোখও পাওয়া যেত। এখন যে-জমানা এসেছে, টাকা পেলে মা-ও ছেলেকে চিনতে চায় না।'

'তো?'

'টাকা খরচ করে যে-লোক হাজার মাইল দূরের মোটামুটি অচেনা কারও মোবাইল নম্বর পেয়ে যেতে পারে, আরেকটু বেশি টাকা খরচ করলে সে কি ওই নম্বর দিয়ে অন্য কোন্ নম্বরে কথা

www.banglabookpdf.blogspot.com
বলা হচ্ছে তার লিস্ট পেতে পারে না?'

রান্নার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা, চুমুক দিতে ভুলে গেছে কফির কাপে।

'এবার ছুটিতে আসার পর থেকে আমার নম্বর দিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয়েছে অপির সঙ্গে। তারপর সোহেল। কিন্তু সোহেলের নম্বর ট্রেস করা কঠিন। কিন্তু অপিরটা?'

'মাই গড!'

'আমার ধারণা সে-কাজটা করেছে সিদোরভ, ইউক্রেইনের মাফিয়া-সর্দার। নিরপেক্ষভাবে যদি বলি, ঠিক কাজটাই করেছে সে। ওর জায়গায় আমি থাকলেও তা-ই করতাম। মেলিখানকে আমাদের পেছনে লাগানোর একটাই কারণ ছিল ওর—পারস্য অ্যান্টিকের খোঁজ পাওয়া। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সরিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পেরেছে আমাদেরকে হাত করতে পারলে ওর লাভ হবে, একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে। জোঁকের মতো লেগে থাকার চেষ্টা করেছে মেলিখান বার বার, বার বারই ব্যর্থ হয়েছে। শেষপর্যন্ত সিদোরভ বুঝতে পেরেছে এভাবে হবে না, তাই সরে গিয়েছে। বিকল্প পথে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়তো সফলও হয়েছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তা হলে, এখন?'

'এখন আমরা আমাদের মতো কাজ করবো। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আরেকটু বেশি। সিদোরভ হয়তো ধরে নিয়েছে সেফহাউসের ঘটনা জানি না আমরা। ওরা যদি ফাঁদ পেতেও থাকে, অন্তত অন্ধের মতো সে-ফাঁদে ধরা পড়তে যাচ্ছি না আমরা।'

হোটেল থেকে বাইরে বের হয়ে এল ওরা। গাড়ির ভিতর থেকে

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রয়োজনীয় মালসামান বের করে নিল। একটা চক্কর দিয়ে চলে এল হোটেলের পেছনে, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পথের পুরোটা বরফে-ঢাকা না। বরং এখানে-সেখানে গজিয়ে আছে কচি সবুজ ঘাস। দু'-এক জায়গায় উঁকি দিচ্ছে বেগুনি আর হলুদ রঙের বুনো ফুল। পাহাড়ের চূড়ায় হাজির হওয়ার পর পকেট থেকে জিপিএস ইউনিটটা বের করে রিডিং দেখল রানা।

রানার ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে যুম করে হোটেলের পার্কিং লটটা দেখছে সোহানা। বলল, 'ঠিক কোথায় ওঁৎ পেতে থাকতে পারে ওরা?'

'জানি না। যে-কোনো জায়গায় অ্যামবুশ হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। কী খুঁজতে হবে, কোথায় খুঁজতে হবে জেনে গেছে ওরা। কাজেই আমাদের মতো দু'জন "অ্যান্টিক শিকারী" এখন ওদের কাছে মূল্যহীন। আমাদের পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ কী?' জিপিএস স্ক্রিনের রিডিং পড়ল রানা ভালোমতো। দক্ষিণ দিকে এক শ' ফুটের মতো হাঁটল হিসেব করে, তারপর পুবদিকে ত্রিশ ফুট। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার মনে হয় ঠিক ওটার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।'

এদিক-ওদিক তাকাল সোহানা। 'কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?'

পা ঠুকল রানা। 'আমি শিওর।' বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

এগিয়ে এসে সোহানাও বসে পড়ল একইভাবে।

পাহাড়ি শক্ত মাটিতে আঠারো ইঞ্চির মতো লম্বা সরু একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, খালিচোখে মনে হয় বাটালি দিয়ে খোদাই করা। আস্তে আস্তে এ-রকম আরও কিছু দাগ চোখে পড়ল ওদের। কোনো কোনোটা একটা আরেকটাকে ছেদ করে গেছে। কোনো কোনোটা আবার বিভিন্নমুখী হয়ে চলে গেছে বিভিন্ন

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
দিকে।

'ফাউণ্ডেশন স্টোন,' বলল সোহানা। 'আই মীন এককালে ছিল আর কী। তুলে বা সরিয়ে নেয়ার পর চিড় ধরেছে মাটিতে।'

আপাতদৃষ্টিতে যে-জায়গাটাকে মন্দিরের কেন্দ্র বলে মনে হচ্ছে, আস্তে আস্তে হেঁটে সেখানে এসে দাঁড়াল ওরা। তারপর ঘুরল পুবদিকে। জিপিএস ইউনিটটা আবারও চেক করল রানা। লেকের একদিকে বিশেষ একটা ল্যাণ্ডমার্ক চিহ্নিত করল। তারপর সোহানাকে নিয়ে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

যে-পথ দিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ওরা, ঢাল বেয়ে নামার পর সে-পথটা পার হতে হলো। রানা খেয়াল করল, যে-ল্যাণ্ডমার্কটা চিহ্নিত করেছে, লেকের তীর ঘেঁষে এগিয়ে-যাওয়া আরেকটা পথ গেছে সেদিকে। ওই পথ ধরে এগোতে লাগল দু'জনে।

বিশাল একটা প্রায় গোল বোল্ডার পড়ে আছে, তাই সামনের ছোট্ট রেস্তোরাঁটা দেখা যায়নি আগে। মালিক শখ করে কৃত্রিম একটা ঝরনা বানিয়েছে রেস্তোরাঁর সামনে, ঠাণ্ডায় বেশিরভাগ পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। হাতে স্থানীয় বিয়ারের গ্লাস নিয়ে দু'-চারজন ট্যুরিস্ট বসে আছে রেস্তোরাঁর বাইরে, কাঠের ওয়াকওয়েতে। সোহানাকে দেখে ওর রূপের প্রশংসায় গ্লাস উঁচু করল একজন। জবাবে মুচকি হেসে নড করল সোহানা।

ওয়াকওয়ে ছাড়িয়ে আসার পর দেখা গেল পাথরের একটা তাক তৈরি হয়েছে একদিকের পাহাড়ি-দেয়ালে। তারপর খাড়া ঢাল। ওটা বেয়ে সাবধানে নামতে লাগল দু'জনে। অস্পষ্ট একটা ট্রেইল এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। ওটা ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় হাজির হলো দু'জনে। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কিছু বোল্ডার, ন্যাড়া জমিনের জায়গায় জায়গায় খাবলা খাবলা ঘাস। ট্রেইলটা সামনে প্রায়

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
পঞ্চাশ ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে। ওখানে বিশাল ছায়া ফেলেছে সেই উন্নত শিরের পর্বত। ওই জায়গার তাপমাত্রা এখানকার চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি কম হবে, অনুমান করল রানা।

'তেমন কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?' সোহানার গলায় হতাশা। 'আসার পথে কিছু মিস করলাম নাকি?'

'দু'শ' বছর আগে বৌলের মতো দেখতে যা ছিল এখানে, হতে পারে ভূমিক্ষয় সেটার নামনিশানা মুছে দিয়েছে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, একটা বৌলের পিরিচে পরিণত হতে দু'শ' বছর যথেষ্ট সময়?'

'তোমার সবকিছুতেই দুষ্টুমি। সরাসরি বললেই তো হয় ভুল বুঝেছি আমরা। কে জানে, বৌল বলতে হয়তো লেকটাকেই বুঝিয়েছেন নেপোলিয়ন।' এক ঝলক দমকা বাতাস বয়ে গেল, উড়িয়ে এনে কয়েক গাছি চুল ফেলল সোহানার গালে। চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে কানের পেছনে নিয়ে গুঁজল ও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ডান দিক থেকে শিস বাজানোর মতো একটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা—মৃদু, কিন্তু কানে আসে। ঝট্ করে ঘাড় ঘোরাল ও। ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করছে।

'কোনো সমস্যা?' জানতে চাইল সোহানা।

জবাবে ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে কথা বলতে নিষেধ করল রানা।

আবারও হলো শিস বাজানোর মতো শব্দটা। এবার আগের চেয়েও আস্তে, কান পেতে রেখেছিল বলে শুনতে পেল দু'জনই। বেশি দূর থেকেও আসছে না, কয়েক ফুট হবে। সেদিকে এগিয়ে গেল রানা।

গ্র্যানিটের একটা স্ল্যাব দেখা যাচ্ছে সামনে। দশ ফুটের মতো উঁচু, ফুট চারেক চওড়া। রানার মাথা ছাড়িয়ে দশ-বারো ইঞ্চি উপরে চতুর্ভুজের কর্ণের মতো দেখতে একটা ফাটল দেখা

www.banglabookpdf.blogspot.com
যাচ্ছে। সহজে চোখে পড়ে না, কারণ হলদে-সবুজ লাইকেন দিয়ে ঢেকে আছে।

পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, ডান হাতের একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল ফাটলের ভিতরে। 'ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে ভিতর থেকে,' বলল ভ্রূ কুঁচকে। 'তারমানে ভিতরটা ফাঁপা।' কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'স্ল্যাবের উপরে যে-পাথরটা আছে, আমার অনুমান সেটার ওজন পাঁচ শ' পাউণ্ডের বেশি হবে না। কোনো লিভার ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ওটা সরাতে বেশি বেগ পেতে হবে না আশা করি।' নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে দুটো আইস-অ্যাক্স বের করল, ঢুকিয়ে নিল বেল্টের ভিতরে। 'কেউ দেখছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে।

লেকের অন্যপাশ, হোটেলের কার পার্কিং আর রাস্তার উপর চোখ বুলিয়ে নিল সোহানা। 'মেলিখান আর ওর চামচারা যদি এসেও থাকে, আমাদের চোখে যাতে সহজে ধরা না পড়ে সে-ব্যাপারে সতর্ক আছে।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হুঁ। কঠিন একটা কাজ করার প্রস্তুতি নাও।'

'কী?'

'আমার মই হতে হবে তোমাকে।'

হেসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোহানা।

স্ল্যাবের সঙ্গে বুক-পেট ঠেসে ধরল রানা, বুড়ো আঙুল বাদে বাঁ হাতের বাকি আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে ফাটলের ভিতরে। ডান হাত দিয়ে খামচে ধরেছে স্ল্যাবের একপ্রান্ত। এক পা এক পা করে সোহানার কাঁধে দুটো পা-ই তুলে দিল। শরীরের উপরের অংশের বেশিরভাগ ভর রাখার চেষ্টা করছে দু'হাতের উপর যাতে সোহানা ব্যথা না পায়। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল স্ল্যাবের উপর। ঘুরল, এখন ওর পিঠটা ঢালের দিকে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
বেল্ট থেকে খুলে নিল কুড়াল দুটো, স্ল্যাবের উপরের পাথর এবং স্ল্যাবের মাঝখানের সরু ফাটলে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল ফলাগুলো যাতে হাতলগুলো বাইরের দিকে থাকে। মোচড় দিয়ে যতখানি সম্ভব ভিতরে ঢুকাল ফলাগুলোকে। তারপর হাতল দুটো ধরল দু'হাতে। উপরের দিকে টানছে হাতল দুটোকে, একইসঙ্গে একটু একটু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। দাঁতে দাঁত চাপল ও—প্রচণ্ড টান পড়ছে কুড়াল দুটোতে, স্থানচ্যুত হতে শুরু করেছে পাথরটা।

ওটাকে সময় দিল না রানা, টের পাচ্ছে প্রচণ্ড টান পড়ছে কাঁধ, হাত আর দুই পায়ের পেশিতে। পুরোপুরি উঠে দাঁড়াল ও, ততক্ষণে স্ল্যাবের উপর টলমল করছে পাথরটা। কুড়াল দুটো আলগা হয়ে চলে এসেছে ওটার নীচ থেকে।

আবার বসে পড়ল রানা। ডান কাঁধ ঠেকিয়েছে পাহাড়ি দেয়ালে, একটা খাঁজে সুবিধামতো আটকে নিয়েছে ডান পা। ওর পিঠের অনেকখানি এখন সাপোর্ট পাচ্ছে দেয়ালটার কারণে। কুড়াল দুটো নামিয়ে রাখল একপাশে, তারপর বাঁ পা আর দুই হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে ঠেলা মারল পাথরটার গায়ে। সোহানা ততক্ষণে সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে।

ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে, কিছু মাটি আর কিছু বরফের গুঁড়ো খসিয়ে ধসে পড়ল পাথরটা। ঢালের উপর একবার ড্রপ খেল ফুটবলের মতো, তারপর গড়িয়ে নেমে গেল অনেকখানি নীচে।

'ভিতরে কী?' স্ল্যাবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা।

পাথর সরে যাওয়ায় গর্ত তৈরি হয়েছে, সোহানার প্রশ্নটার জবাব দেয়ার আগে ওটার ভিতরে সাবধানে মাথা ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ দেখল রানা। তারপর বলল, 'অন্ধকার একটা টানেল। বেশি হলে তিন ফুটের মতো চওড়া। কতখানি ভিতরে গেছে...'

www.banglabookpdf.blogspot.com
কথা শেষ না করে থেমে গেল।

'কী হয়েছে?' সোহানার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'পানির বোতলটা দাও তো।'

রানার হাতে বোতলটা দিল সোহানা।

স্ল্যাবের উপরে পাথরটা যেখানে ছিল সেখানে কিছুটা পানি ঢালল রানা, তারপর হাত দিয়ে ঘষল ভালোমতো। বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত মাটি পরিষ্কার হলো অনেকখানি।

উড়ন্ত মৌমাছির প্রতীকটা দেখা যাচ্ছে স্ল্যাবের গায়ে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাতাশ

সুড়ঙ্গে ঢুকতে হতে পারে, আগেই অনুমান করেছিল রানা, তাই সঙ্গে হেডল্যাম্প আর ক্লাইম্বিং হারনেস নিয়ে এসেছে। ব্যাগ থেকে বের করে ওগুলো পরে নিল দু'জনে। তারপর আবার স্ল্যাবের উপর চড়ে বসল রানা, টেনে তুলল সোহানাকে। নিজের হেডল্যাম্প জ্বালিয়ে আলো ফেলল টানেলের ভিতরে।

'সোজা এগিয়ে গেছে দশ-বারো ফুটের মতো,' কিছুক্ষণ দেখে বলল। 'তারপর আস্তে আস্তে চওড়া হয়েছে।' শরীর মুচড়ে, যথেষ্ট কসরত করে নামল টানেলটাতে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে নামতে সাহায্য করল সোহানাকে।

স্ল্যাবের ভিতরে, তিন-চার ফুট যাওয়ার পর হঠাৎ নিচু হয়ে গেছে টানেলটা, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায় না। কিছুদূর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এগিয়ে বসে পড়তে হলো রানা-সোহানাকে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে এখন। চওড়া অংশটাতে প্রবেশ করল দু'জনে।

টানেলটা ডানে-বাঁয়ে স্ফীত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছাদ আগের মতোই নিচু এখনও—বেশি হলে চার ফুট। মাথা বাঁকিয়ে উপরে তাকাল রানা। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ছোট ছোট টুকরো জমে আছে ছাদের গায়ে। দেখতে পপকর্নের মতো লাগছে।

কিছুটা সামনে, মেঝেতে, ফানেলের মতো দেখতে একটা গর্ত। ওটার বেশ খানিকটা অংশ ঢেকে আছে একটা স্ট্যালাকটাইটের কারণে। আলো ফেলে দেখল ওরা এদিকে-সেদিকে, কিন্তু অন্য কোনো প্রবেশমুখ দেখা যাচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল দু'জনে।

গর্তটার কাছে গিয়ে উঁকি দিল রানা। 'প্রায় ছ'ফুট নীচে একটা প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাচ্ছি।'

একপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ও। দু'পা ভাঁজ করে নিয়ে এল পেটের কাছে। তারপর প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল স্ট্যালাকটাইটের গায়ে। চার-পাঁচবার লাথি মারার পর টুকরো হয়ে গেল ওটা, ছাদ থেকে খসে পড়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের উপর আছড়ে পড়ে গড়িয়ে নেমে গেল নীচের দিকে।

'আমি আগে যাই,' রানাকে হ্যাঁ-না কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আগে বাড়ল সোহানা, দু'পা ঝুলিয়ে দিয়েছে গর্তের ভিতরে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে রানা, ঝুঁকে ধরে রেখেছে সোহানার দু'হাত। আস্তে আস্তে ছাড়ছে ওকে। একসময় প্ল্যাটফর্ম স্পর্শ করল সোহানার পা।

'ঠিক আছে, ছাড়তে পারো আমাকে,' বলল সোহানা, 'প্ল্যাটফর্মটা যথেষ্ট মজবুত।'

ওর হাত ছেড়ে দিল রানা। কিছুক্ষণ পর সোহানার মতো

www.banglabookpdf.blogspot.com

করে ঝুলিয়ে দিল দু'পা, নামল ওর পাশে। তাকাল প্ল্যাটফর্মের দিকে।

কিছুটা কাত হয়ে আছে ওটা। দশ ফুট বাই ছ'ফুটের মতো হবে। প্ল্যাটফর্মটা বরাবর ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শুরু হয়েছে ঢালু একটা পথ, অনেকদূর গেছে। হেডল্যাম্পের আলোয় বোঝা যাচ্ছে সামনে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে।

লাথি মেরে যে-স্ট্যালাকটাইটটা স্থানচ্যুত করেছে রানা, ওটা পড়ে আছে পায়ের কাছে, একটু দূরে। মাঝারি আকারের একটা পাথরের সঙ্গে আটকে আছে। কী মনে হতে এগিয়ে গিয়ে স্ট্যালাকটাইটটা তুলে নিল রানা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর পকেট থেকে বের করল দুটো রক-স্ক্রু। দণ্ডটার দু'প্রান্তে লাগিয়ে দিল স্ক্রু দুটো। ওটাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গর্তটার নীচে। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দণ্ডটাকে আটকে দিল গর্তের মুখে। ঠিকমতো হলো না, তারপরও সন্তুষ্ট হলো রানা। স্ক্রু দুটো নীচের দিকে থাকায়, কেউ যদি উপর থেকে দেখে তা হলে মনে করবে স্ট্যালাকটাইটটা আটকে আছে গর্তের মুখে। সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, তখন প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়বে ওটা; আশা করা যায় পতনের আওয়াজ রানা-সোহানার কান এড়াবে না।

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে নামল রানা পথটার উপর। আলগা নুড়িপাথরে পিছলে গেল পা, আছাড় খেল। উঠে দাঁড়িয়ে উল্টো ঘুরল, প্ল্যাটফর্মটার দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। সোহানা লাফ দেবে এবার। ওকে ধরতে হবে।

লাফিয়ে রানার পাশে চলে এল সোহানা। ও যাতে আছাড় না খায় সেজন্য ওকে ধরে ফেলল রানা। হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

'মনে হয় একটা গুহার দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা,'

www.banglabookpdf.blogspot.com

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল সোহানা। 'ছাদ উঁচু হচ্ছে আস্তে আস্তে।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। ছাদ এখন ওর মাথার কমপক্ষে দু'ফুট উপরে। বাঘের নখের মতো দেখতে ইঞ্চি তিনেক লম্বা অনেকগুলো স্ট্যালাকটাইট দণ্ডে ছেয়ে গেছে পুরো ছাদ, যতদূর চোখ যায়।

টানা পনেরো মিনিট এগোনোর পর গোলাবাড়ির মতো বড় একটা গুহায় হাজির হলো দু'জনে। এখানেও ছাদ থেকে ঝুলছে অসংখ্য স্ট্যালাকটাইট। দু'দিকের দেয়ালে ছাতলার মতো জমে আছে কী যেন। মোচাকৃতির অনেকগুলো স্ট্যালাগমাইট গজিয়ে আছে মেঝে থেকে, গ্রন্থিযুক্ত শ্বাসমূলের মতো দেখাচ্ছে।

পথটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে পাহাড়ি দেয়ালের কারণে। তবে ডান দিকে বাঁক নিয়ে আরও দূরে গেছে। বাঁকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। তিনটা টানেল দেখা যাচ্ছে। প্রতিটা টানেলই আসলে পাহাড়ি দেয়ালের গায়ে উল্লম্ব ফাটল। বাঁ দিকেও একটা টানেল আছে, কিন্তু ওখানে ঢোকা কঠিন। এখানে হাতির দাঁতের মতো স্ট্যালাকটাইট দণ্ড ছাদ থেকে নেমে এসে মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমরা বোধহয় মাটির এক শ' ফুট নীচে নেমে এসেছি,' বলল সোহানা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'এখান দিয়ে কারয়াটিড দুটো নিয়ে ভিতরে যাওয়ার পথ কোথায়?'

'এখান দিয়ে নেয়নি, অন্য কোনো পথ ব্যবহার করেছে নিশ্চয়ই। আমরা গিরিপথ দিয়ে ঢুকিনি। কারয়াটিড যারা বহন করছিল, তারা হয়তো ওখান দিয়ে এসেছিল। আর নেপোলিয়ন সম্ভবত গিয়েছিলেন এদিক দিয়ে।' থামল রানা। চুপ করে থেকে কী যেন শুনল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল সোহানা। বাঁ দিকের টানেলের অনেক নীচ

www.banglabookpdf.blogspot.com

থেকে, মনে হচ্ছে হাতির দাঁতের "পর্দার" আড়াল থেকে পানি পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ঝরনা?' সোহানার গলায় অনিশ্চয়তা।

জবাব দিল না রানা, বাঁ দিকের টানেলের দিকে এগোতে শুরু করেছে। ঢুকে পড়ল ওটা দিয়ে। পেছনে সোহানা।

খুবই ধীর গতিতে, যথেষ্ট কসরত করে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে। কখনও শুয়ে পড়ে বুকে ভর দিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও আবার ওরাংওটাং-এর কায়দায় এড়িয়ে চলতে হচ্ছে "হাতির দাঁতগুলোকে"। কপাল ভালো, স্ট্যালাক-টাইটগুলোর শেষপ্রান্ত ভোঁতা। চোখা হলে খবর ছিল। বেশ কয়েকবার খোঁচা খেতে হয়েছে রানা-সোহানাকে।

ত্রিশ-চল্লিশ গজ যাওয়ার পর অনেকটা কমে এল স্ট্যালাকটাইটের পরিমাণ। আরও পনেরো-বিশ ফুট পর হামাগুড়ি দিয়ে চলার মতো ফাঁক পাওয়া গেল। দূরে দেখা যাচ্ছে চার ফুট চওড়া প্রাকৃতিক একটা পাথুরে ব্রিজ। ফাটল ধরেছে ওখানকার জমাট তুষারে। ব্রিজটার কাছাকাছি কোনো জায়গা দিয়ে সজোরে নামছে পানি অতল গহ্বরে, প্রবাহমান জলধারা দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো। জলীয় বাষ্পের অদৃশ্য একটা চাদরে রঙধনুর কয়েকটা রঙ দেখা যাচ্ছে ওদের হেডল্যাম্পের আলোয়। ব্রিজটার ওপ্রান্তে আবছামতো দেখা যায় আরেকটা টানেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'স্রোতটা কি লেক থেকে আসছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'হতে পারে। আবার তুষারগলা পানিরও হতে পারে। দু'-তিন মাস পরে এলে ওই স্রোত হয়তো না ও দেখতে পারো।'

যে-পথে এসেছে সে-পথ ধরে ফিরে এল ওরা। "হাতির দাঁতের পর্দার" ভেতর থেকে বের হয়ে তিন টানেলের মুখোমুখি দাঁড়াল।

ধাতব একটা আওয়াজ পাওয়া গেল এমন সময়। হাতুড়ি বা

www.banglabookpdf.blogspot.com

ওই জাতীয় কিছু একটা দিয়ে আঘাত করছে কেউ, অনেক উপর থেকে আসছে শব্দটা।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

আবারও পাওয়া গেল আওয়াজটা। তারপর আবার। শেষে ভারী কোনো কিছু খসে পড়ল, মৃদু একটা কম্পন টের পাওয়া গেল।

'তোমার সেই স্ট্যালাকটাইট!' ফিসফিস করে বলল সোহানা।

'মনে হয়। চলো দেখি।'

প্ল্যাটফর্মটার দিকে এগোতে লাগল দু'জনে, ধীর পায়ে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই টের পাওয়া গেল কে বা কারা যেন নামছে গর্ত দিয়ে।

থমকে গেল রানা। দাঁড়িয়ে পড়েছে সোহানাও। খামচে ধরেছে রানার একটা হাত।

www.banglabookpdf.blogspot.com

'নীচে নামাও আমাকে!' যেন আদেশ নয়, হুঙ্কার ছাড়ছে বুনো জানোয়ার। 'সাবধান! আছড়ে পড়ে হাড় ভাঙতে চাই না আমি।'

একটা হার্টবিট মিস করল সোহানা। কণ্ঠটা কার, চিনতে ভুল হয়নি। কখনও হবেও না।

আইভান সিদোরভ।

'আমাদের হাতে সময় আছে কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বিশ-পঁচিশ মিনিট। সঙ্গে আরও লোক নিয়ে এসেছে সিদোরভ।'

'এবার কারয়াটিড দুটো দখল করবে যেমন করেই হোক। নাগালে পেলে খুন করবে আমাদের।'

'চলো,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আবারও তিন টানেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা একটা করে প্রত্যেকটা টানেল দেখল। প্রথম আর দ্বিতীয় টানেলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তৃতীয় টানেলটা ছ'-সাত ফুট এগোনোর পর বাঁয়ে মোড় নিয়েছে।

রানার দিকে তাকাল সোহানা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। রানাও বুঝতে পারছে না কোন্ টানেলে ঢুকবে। শেষে বিসমিল্লা বলে পা রাখল তৃতীয় টানেলে।

বাঁয়ের মোড়টা ধরে এগোনোর সময় হোঁচট খেল সোহানা, পড়ে গেল। উঠে বসল। দুই হাঁটু ডলছে। কিছুটা পিছিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল রানা, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সোহানাকে।

'ধন্যবাদ, ঠিক আছি আমি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল সোহানা। 'ওটা কী?'

মেঝেতে পড়ে-থাকা কিছু একটা চকচক করছে হেডল্যাম্পের আলোয়। এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিল রানা। সোজা, সরু একটা তরবারি। মাত্র দু'ফুট লম্বা। অনেক মলিন হয়ে গেছে। তারপরও বোঝা যায় ফলাটা খাঁটি ইস্পাতের।

'এটার নাম অ্যাক্সিফোস,' বলল রানা। 'এককালে গ্রীকরা ব্যবহার করত এ-রকম তলোয়ার।'

'তারমানে সত্যিই ওরা এসেছিল এই জায়গায়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, হাঁটতে শুরু করল আবার। ওর পিছু নিল সোহানা।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট এগোল ওরা, বার বার বাঁক নিতে হলো এদিক-ওদিক। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সামনে আবার "তিন গুহার সমাহার"।

'এবার?' জানতে চাইল সোহানা।

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। 'আমার মনে হয় বাঁয়ের গুহাটা হচ্ছে মাঝখানের টানেল, ওটা ধরে এগোলে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আবার আগের জায়গায় হাজির হবো আমরা।'

'আগের জায়গা মানে?'

'সেই প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি কোথাও।'

'দরকার নেই। সিদোরভ বা মেলিখানের সামনে পড়তে চাই না।'

'তা হলে ওটা বাদ দিয়ে চলো অন্য একটাতে ঢুকে পড়ি।'

সবচেয়ে ডানের টানেলে ঢুকে পড়ল ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পরই ঢালু হতে শুরু করল মেঝে। প্রথমে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, তারপর হঠাৎ করেই অনেক ঢালু হয়ে গেল। এখন গুহার একদিকের দেয়াল ধরে তাল সামলাতে হচ্ছে রানা-সোহানাকে।

এক মিনিট দু'মিনিট করে সময় চলে যাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা, আরেকটু হলে ধাক্কা খেত সামনের পাহাড়ি দেয়ালে।

'পথ বন্ধ?' সোহানার প্রশ্নটা শোনাল ফোঁপানির মতো।

'না মনে হয়,' নীচের দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

দেয়ালটা মেঝের যে-জায়গায় মিশেছে সেখানে সমান্তরাল ফাটল দেখা যাচ্ছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, হেডল্যাম্পের আলো ফেলল ফাটলটার উপর।

আসলে ফাটল বললে ভুল হবে। দেয়ালের ওই জায়গাটা উধাও হয়ে গেছে। প্রাকৃতিকভাবে ধসে পড়েছে অথবা শাবল-গাঁইতি মেরে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটুকু উচ্চতায় আঠারো ইঞ্চির মতো। ওখান দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

নিচু হতে যাচ্ছিল সোহানা, এমন সময় মেলিখানের চিৎকার শুনে থমকে গেল।

'কিছু পাওয়া গেল?' একাধিক গুহায় প্রতিধ্বনিত হলো কণ্ঠটা।

'না, কিচ্ছু না!' চিৎকার করে জবাব দিল অন্য কেউ।

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমিও কিছু পাইনি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল তৃতীয় আরেকজন। 'তবে জুতোর ছাপ দেখতে পেয়েছি, টাটকা। আমার মনে হয় দু'জন।'

নীরবতা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

'কমপক্ষে চারজন এসেছে ওরা,' কিছুক্ষণ পর সোহানার কানের কাছে ফিসফিস করল রানা। 'সিদোরভ, মেলিখান আর দুই চামচা।'

'যাচ্ছি আমি,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সোহানা।

ওর একটা হাত ধরল রানা। 'কোথায়?'

'এই ফাটলের ওপাশে।'

'বিপদ হতে পারে।'

'হবে না। আমার শরীর তোমার মতো চওড়া না। কাজেই আটকা পড়বো না। আর যদি পড়িও, টেনে বের কোরো আমাকে। ভেবো না। যদি বের হওয়ার পথ না থাকে, কয়েক ফুট গিয়েই চলে আসবো।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, কিন্তু কিছু বলল না।

কাঁধ থেকে নিজের ব্যাকপ্যাক খসাল সোহানা। হার্নেস খুলে ফেলল। নিজের ব্যাকপ্যাকের ভিতর থেকে একগাছি দড়ি বের করে একপ্রান্ত সোহানার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিল রানা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সোহানা। বুকে-পেটে ভর দিয়ে ঢুকে পড়ল ফাটলটার ভিতরে। ওর পা দুটো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর নিচু হলো রানা, ফাটলের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কী দেখলে?'

'জানি না! তবে কিছু একটা আছে।'

আলগা পাথর হাতড়াচ্ছে সোহানা, এপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছে রানা। ত্রিশ সেকেণ্ড পর থেমে গেল শব্দটা। 'এপাশে একটা গুহা আছে!' নিচু গলায় জানান দিল সোহানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ব্যাকপ্যাক খসাল রানা, বেল্ট আর হার্নেস খুলল। সোহানারগুলোর উপর রাখল স্তূপ করে। ব্যাকপ্যাকের ভিতরে চালান করে দিল খাটো তরবারিটা। তারপর দড়ির আরেকপ্রান্ত দিয়ে বেঁধে ফেলল মালসামান। দড়ি ধরে টান দিল দু'বার। ওপাশ থেকে টেনে মালসামান ভিতরে নিয়ে নিল সোহানা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। আঠারো ইঞ্চির গ্যাপ ওর চওড়া পেশীবহুল শরীরের জন্য একটু কমই। তারপরও বান মাছের মতো শরীর মুচড়ে, সোহানার যে-সময় লেগেছে তারচেয়ে তিনগুণ বেশি সময় নিয়ে ওপাশে আসতে পারল। তা-ও পুরোটা না, কোমর পর্যন্ত। গাল আর দু'কনুইয়ের চামড়া ছড়ে গেল ওর।

পেছনে পদশব্দ। এক সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল রানা এবং ভুল করল। আরও দু'জোড়া বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল কেউ, 'পেয়েছি! পেয়েছি! দেখে ফেলেছি, বস্!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রাণপণে আগে বাড়তে লাগল রানা।

ততক্ষণে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে ফাটলের ওপাশের গুহা। চিৎকার করে উঠল মেলিখান, 'এই! থামো বলছি!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। টিকটিকির মতো এগিয়ে যাচ্ছে রানা। মাথা উঁচু করার সুযোগ নেই। আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে ফাটল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে পাহাড়ি দেয়ালে কৃত্রিমভাবে বানানো একটা সুড়ঙ্গ—রানা এখন যেখানে আছে, সেখান থেকে আরও ফুট দশেক দূরে শেষ হয়েছে। এই দশটা ফুট দশ মাইলের মতো মনে হচ্ছে ওর কাছে।

সুড়ঙ্গের ওপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে সোহানার একটা হাত, রানাকে সাহায্য করার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে। হাতটা ধরল

www.banglabookpdf.blogspot.com
না রানা, বরং আরও কিছুটা এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের শেষমাথার দিকে। এবার আর ফিসফিস করার দরকার নেই, তাই জোরেই বলল, 'সরে যাও! নইলে আমি ঢুকতে পারবো না!'

'গুলি করো হারামজাদাকে!' চিৎকার করে বলল মেলিখান।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা রিভলভার। তপ্ত সীসা ছ্যাঁকা দিয়ে গেল রানার বাঁ কনুইয়ের বাইরের দিকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও, কিন্তু এগোনো থামাল না। মাঝারি আকৃতির গ্লোবের সমান কয়েকটা পাথর পড়ে আছে ডানহাতের কাছে, একটা তুলে নিল, ঘাড় না ঘুরিয়ে শরীর না বাঁকিয়ে ওটা ছুঁড়ে মারল পেছনে, সুড়ঙ্গমুখের দিকে। ভাগ্য ভালো—আবারও গুলি করা হলো, এবার পাথরের সঙ্গে বুলেটের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ পাওয়া গেল। অন্ধের মতো আরও কয়েকটা পাথর তুলে নিয়ে একইভাবে ছুঁড়ে মারল রানা পেছনের দিকে।

সুড়ঙ্গমুখের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে রানা। দু'পা ভাঁজ করে ফেলল ও। এখানকার ফাটল আঠারো ইঞ্চি না, আরও বেশি চওড়া, তাই পিঠের উপর ভর দিয়েই ডিগবাজি খেল রানা। রিভলভার গর্জে উঠল পর পর দু'বার, একটু আগে রানা যে-জায়গায় ছিল সেখানকার পাথর ছিটকে উঠল। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে আরেকবার ডিগবাজি খেল রানা, চলে এল সুড়ঙ্গের এপাশে, নিরাপদ জায়গায়।

গড়ান দিয়ে উঠে বসল ও। ওর দিকে ছুটে এল সোহানা, আহত জায়গাটা দেখছে। বলল, 'আর কয়েক ইঞ্চি ডানে লাগলে...'

'লাগেনি যখন...'

রানাকে কথা বাড়াতে দিল না সোহানা। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে ফার্স্ট এইড বক্স বের করল। একটা ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মুড়ে দিল রানার ক্ষতস্থান। উঠে দাঁড়াল রানা, আহত

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

জায়গাটা দেখল, তারপর নিভিয়ে দিল হেডল্যাম্প। ওর দেখাদেখি সোহানাও।

সুড়ঙ্গের ওপ্রান্ত থেকে তখন মোচড়ামোচড়ি করার আওয়াজ ভেসে আসছে। কেউ একজন ঢুকছে আঠারো ইঞ্চির ফাটলটা দিয়ে।

'পথটা বন্ধ করে দেয়া উচিত আমাদের,' বলল সোহানা। 'তা না হলে ওরা আমাদের পিছু পিছু আসবে। আবারও গুলি করবে।'

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। স্ট্যালাকটাইটের অনেক দণ্ড দেখা যাচ্ছে ঝুলছে গুহার ছাদ থেকে, কিন্তু কোনোটাই হাত দিয়ে টেনে ভাঙার মতো সরু না। ডানদিকের দেয়ালের কাছে কিছু একটা রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল ও, তুলে নিল জিনিসটা। একটা বর্শা, কয়েক শ' বছর আগের। আশ্চর্য, কাঠের শক্ত হাতলটা আগের মতোই আছে, একটুও পচেনি, হতে পারে ঠাণ্ডার কারণে। ফলাটা পরখ করে দেখল রানা। ওটা উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, কিন্তু ধার হারায়নি।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বর্শাটা নিয়ে দ্রুত ফিরে এল রানা ফাটলের কাছে। এমন এক জায়গায় পজিশন নিল যাতে যে-লোকটা এগিয়ে আসছে সে গুলি করলেও গায়ে না লাগে।

'এখনও সময় আছে!' চিৎকার করে বলল রানা ইংরেজিতে। 'ফিরে যাও।'

'খবরদার!' সুড়ঙ্গের ওপ্রান্ত থেকে শোনা গেল মেলিখানের হুঙ্কার, 'ফিরে এলে গুলি করবো! ওদের কাছে আর্মস নেই। কাজেই শেষ করে দাও দুটোকেই।'

"নেতার" কথায় বোধহয় সাহস পেল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে-আসা লোকটা, কারণ ওর মোচড়ামোচড়ির আওয়াজ

www.banglabookpdf.blogspot.com
আরও বেড়েছে।

'ফিরে যাও বলছি!' হুঙ্কার দিল রানা।

জবাবে ফাটলের ওপাশে উঁকি দিল ধূর্ত একটা চেহারা। পরমুহূর্তে লোকটার হাতে দেখা গেল একটা ম্যাগনাম রিভলভার, রানাকে দেখতে পায়নি বলে সময় নিয়ে তাক করছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা সোহানার ছায়ামূর্তির দিকে।

দেরি করার মানে হয় না। বর্শাটা চালাল রানা। গুহার আলোআঁধারিতে ঠিক বোঝা গেল না লোকটার পিস্তল-ধরা কব্জিটা হাত থেকে আলাদা হয়ে গেছে কি না। তবে প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে, বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আওয়াজ। একটুও দেরি না করে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে বর্শাটা ধরল রানা, নিচু হয়ে ফাটলের মুখে ঢুকিয়ে দিল সর্বশক্তিতে। বন্ধ হয়ে গেল লোকটার চেঁচামেচি, একটা ভোঁতা আওয়াজ শোনা গেছে, সম্ভবত ওর গলা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছে ফলা। টান দিয়ে বর্শাটা বের করে আনল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছুটে এল সোহানা। দেরি না করে মাটি থেকে তুলে নিল ম্যাগনামটা। 'এটা রাখছি আমি। তোমার কাছে বর্শাটা থাক। বাঁচতে হলে লড়তে হবে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'লোকটার লাশ সরিয়ে ভেতরে ঢোকার ঝামেলা করতে যাবে না ওরা। অন্য পথ খোঁজার চেষ্টা করবে। চলো বেরিয়ে যাই এখান থেকে।'

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে দু'জনে। এখন যে-গুহায় আছে ওরা সেটা দেখতে অনেকটা কিডনির মতো। আগের গুহার চেয়ে কিছুটা ছোট। মেঝে থেকে বারো ফুট উপরে ছাদ। ডান দিকের দেয়ালে বড়সড় একটা ফাটল। মেঝেতে বেশ কিছু স্ট্যালাগমাইট দণ্ড।

ওগুলোর আড়ালে কিছুক্ষণ খুঁজল রানা-সোহানা, কিন্তু খাটো

www.banglabookpdf.blogspot.com
তরবারি বা বর্শার মতো আর কোনো অস্ত্র পেল না।

খুঁজতে খুঁজতে রানার কাছ থেকে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল সোহানা, শান্ত গলায় ওকে ডাকল রানা, 'দেখে যাও।'

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, দ্রুত পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল সোহানা। হেডল্যাম্প জ্বালিয়েছে রানা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে গুহার মেঝেতে একজোড়া স্ট্যালাগমাইট দণ্ড পড়ে আছে পাশাপাশি। কিন্তু আর দশটা স্ট্যালাগমাইটের মতো না ওগুলো, বরং ফাঁপা মনে হচ্ছে। এগুলো মানবনির্মিত, কারণ প্রতিটার প্রান্তভাগে পাপড়ির নকশা খোদাই-করা। জিনিস দুটো আকৃতিতে সিলিণ্ডারের মতো।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

একছুটে দেয়ালের ফাটলটার দিকে গেল দু'জনে, যেন বুঝতে পারছে ওখান দিয়ে বের হলে প্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফাটলের ওপাশে একটা টানেল, বিশ ফুটের মতো দীর্ঘ। এরপর নুড়িপাথরে ভরা সংক্ষিপ্ত একটা ঢাল, শেষ হয়েছে মাত্র দু'ফুট চওড়া একটা পাথুরে ব্রিজে। ব্রিজটার দু'পাশে মুখ হাঁ করে আছে গভীর খাদ। অন্ধকারে ঢাকা আরেকটা টানেল দেখা যাচ্ছে ব্রিজের ওপারে।

ব্রিজটাতে গিয়ে দাঁড়াল রানা, পালাক্রমে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দেখে নিল ব্রিজটা টেকসই কি না। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানাকে বলল, 'কাজ হবে। কিন্তু এবার আমি আগে যাবো।'

কিছু বলল না সোহানা।

ব্রিজ ধরে হেঁটে এপাশে চলে এল রানা। একটু পর সোহানা এসে দাঁড়াল ওর পাশে। অন্ধকার টানেলটাতে ঢুকে পড়ল দু'জনে। এখানে স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইটের পরিমাণ অনেক

www.banglabookpdf.blogspot.com
বেশি, বার বার দিক বদল করতে হচ্ছে ওদেরকে। শেষপর্যন্ত খোলা একটা জায়গায় হাজির হলো ওরা।

এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো দু'জনকেই। রানার ডান হাত খামচে ধরল সোহানা। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে। কেউ কিছু বলছে না।

টানেলের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে আছে কারয়াটিড দুটো। একজোড়া অপূর্ব সুন্দর গ্রিক নারীর সোনালি মুখ ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

কিছুক্ষণ পর এগিয়ে গিয়ে ও দুটোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা-সোহানা।

যত্ন নিয়ে গড়া হয়েছে হাত-পা-মাথাবিহীন মানবী-মূর্তি দুটো, মুড়ে রাখা হয়েছে চমৎকার একজোড়া আলখাল্লা দিয়ে। সুতোর সূক্ষ্ম কারুকাজ আর চমৎকার সেলাই দেখলে বোঝা যায় আলখাল্লা দুটো অনেক দামি, অন্তত এককালে ছিল। মূর্তি দুটোর কপালের চারপাশে একটা করে ধাতব-বলয়, তাতে ধাতু দিয়েই বানানো হয়েছে কতগুলো জলপাইপাতা আর কুঁড়ি। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এ-ধরনের বলয় জয়মাল্য অথবা সম্মানের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

'সিলিণ্ডারগুলোর ভেতর থেকে কারয়াটিড দুটো বের করল কে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'লোরন? কিন্তু এত ভারী দুটো কারয়াটিড...একা...'

ডান তর্জনী তুলে একদিকে দেখিয়ে দিল রানা। 'ওই যে, তোমার প্রশ্নের জবাব।'

তাকাল সোহানা।

একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ছ'টা পাঁচ ফুটি বর্ম। বেত আর চামড়া দিয়ে বানানো হয়েছে ওগুলো, বেহালা বা টেনিস-র‍্যাকেটের তারের মতো দেখতে কিছু একটা

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com
কাজে লাগিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটাকে জোড়া দেয়া হয়েছে। ছ'টা বর্মকে একসঙ্গে দেখতে ছোট নৌকার মতো লাগছে।

'কিন্তু...' যেন মানতে পারছে না সোহানা, 'ওগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে গেলেন কেন লোরন? কী দরকার ছিল? আর নিয়ে এসে এভাবে ফেলে রাখার মানে কী?'

'জানি না। হতে পারে নেপোলিয়ন আদেশ দিয়েছিলেন কারয়াটিড দুটো বের করে নিয়ে যেতে। হতে পারে লোরন ভেবেছিলেন তিনি একাই করতে পারবেন কাজটা। কিন্তু কারয়াটিড দুটো এটুকু আনার পরই বুঝতে পারেন সম্ভব না, তাই ফেলে রেখে যান, হয়তো ভেবেছিলেন পরে লোকজন নিয়ে এসে বাকি কাজ সারবেন। কিন্তু তা আর করা হয়নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একদিকের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল সোহানা। 'দিনের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

ওদিকে গেল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

বড় কোনো বোল্ডারের উপর ধসে পড়েছে পাহাড়ি দেয়ালের একটা অংশ। ছোট-বড় টুকরো এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে, প্রথম দেখায় মনে হয় চলাচলের পথ বন্ধ। কিন্তু ফাটল দিয়ে সূর্যালোক দেখা যাচ্ছে।

'হয়তো,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল সোহানা, 'ওখান দিয়েই কোনো একসময় ভেতরে এসেছিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন। কিন্তু আফসোস, আমরা ব্যবহার করতে পারছি না পথটা।'

'অন্য কোনো দিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে। চলো।'

আরেকটা ফাটল খুঁজে পেল ওরা। কিছুক্ষণ আগে যে-সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছিল, এটা তার চেয়ে বড়। ও-মাথায় পাওয়া গেল একটা চোরাকুঠুরি, সঙ্গে একটা পার্শ্বটানেল। এটা যেদিক দিয়ে

www.banglabookpdf.blogspot.com

এগিয়েছে, দেখলে মনে হয় মূল গুহার সঙ্গে মিশেছে।

টানা বিশ মিনিট হাঁটল ওরা। কতগুলো পথ একসঙ্গে এসে মিশেছে অনতিদূরে। বাঁয়ে, কিছুটা সামনে শোনা যাচ্ছে পানি পড়ার শব্দ।

'ঝরনাটা?' সোহানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'মনে হয়।'

টানেল বেয়ে নেমে এল দু'জনে, একটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। এখন ওদের ঠিক মুখোমুখি সেই "হাতির দাঁতের পর্দা"। বাঁয়ে প্রথম প্ল্যাটফর্মটা।

'কাউকে দেখতে পাচ্ছি না,' ফিসফিস করে বলল রানা।

'আমিও না। শয়তানগুলো গেল কোথায়?'

'চলো প্ল্যাটফর্মের দিকে যাই।'

হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

রিভলভারটা গর্জে ওঠার এক সেকেণ্ড আগে চোখের কোন দিয়ে নড়াচড়াটা দেখতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল ও এবং সেই কারণে বেঁচে গেল। বুলেটটা ওর কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে টুকরো করে দিল একটা স্ট্যালাকটাইট। ঝট্ করে বসে পড়ল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে গেছে সোহানা, যেদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে সেদিকে রিভলভার তাক করেই টান দিল ট্রিগারে। টলে উঠল ওঁৎ পেতে-থাকা লোকটা, অসহ্য ব্যথায় গাল্ দিল। তাল সামলাতে গিয়ে ওর পা পড়ল আলগা নুড়িপাথরে, পিছলে গেল। কিন্তু পতন সামলানোর ভাল ট্রেনিং আছে তার, উঠে বসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

'দৌড়াও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল রানা। 'ওই দিকে!'

হাতির দাঁতের পর্দাটার দিকে দৌড় দিল ওরা। আগে সোহানা, রানা পেছন পেছন। স্ট্যালাকটাইটগুলোর ভেতর দিয়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
পথ করে নিয়ে দৌড়াচ্ছে দু'জনে। ঝরনার কাছের ব্রিজটায় হাজির হতে বেশি সময় লাগল না।

থামল না ওরা, পড়ন্ত পানি এড়িয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। একটা টানেলের মধ্য দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে এখন। হঠাৎ পিছলে গেল রানার পা, একহাতে পাহাড়ি দেয়াল ধরে কোনোমতে সামলে নিল। পা কেন পিছলাল দেখার জন্য নীচে তাকিয়েছে।

থেমে দাঁড়িয়েছে সোহানাও, হাঁ করে দম নিচ্ছে ঘন ঘন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিল রানার দিকে, তাই দেখতে পেল ব্রিজের দিকে ছুটে-আসা লোকটাকে।

'রানা,' ডাকল ও, 'আমরা কোথায় এসেছি জেনে গেছে ওরা,' ছুটন্ত লোকটাকে দেখাল ইঙ্গিতে।

ইতিমধ্যে রানা বুঝে গেছে কেন পিছলে গিয়েছিল ওর পা, হাত থেকে তরবারি আর বর্শা ফেলে দিয়ে মোনাজাত করার ভঙ্গিতে অনেকগুলো নুড়িপাথর তুলে নিল ও। পানির কাছে গিয়ে সেগুলো ছুঁড়ে মারল ব্রিজের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে মুঠো ভর্তি করে নুড়িপাথর তুলে নিল আবারও, ছুঁড়ে মারল একই জায়গায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছুটন্ত লোকটা দেখতে পেয়েছে রানাকে, কিন্তু ও কী করছে বুঝতে পারেনি। দৌড়াতে দৌড়াতেই হাতের আগ্নেয়াস্ত্র তুলেছে সে, সময় নিয়ে নিশানা করছে যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। মুহূর্তের মধ্যে পিছন ঘুরে দৌড় দিল রানা, চাচ্ছে ব্রিজের লোকটা যাতে তাড়াহুড়ো করে। তা-ই ঘটল। রানাকে ঘুরতে দেখেই ট্রিগার চাপল লোকটা, তাড়াহুড়োয় মিস্ করল। গতি কিছুটা কমে এসেছিল তার, এবার যত জোরে সম্ভব দৌড় দিল।

ঠিক তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা। ভেজা নুড়িপাথরগুলো পড়ল লোকটার পায়ের নীচে, তাল হারিয়ে ফেলল সে। যখন বুঝতে

www.banglabookpdf.blogspot.com
পারল পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা খসে পড়ল আপনাআপনি। পতন সামলানোর জন্য কিছু একটা খামচে ধরার প্রবল ইচ্ছায় থাবা মারছে সে বার বার, কিন্তু হাতে বাতাস ছাড়া আর কিছু আটকাচ্ছে না। ভয়াবহ আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। পিছলে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ব্রিজের উপর, কপালটা জোরে বাড়ি খেয়েছে এককোনায়, ডান হাত আর ডান পা চলে গেছে ব্রিজের বাইরে। জ্ঞান হারানোর আগে বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল ব্রিজটাকেই, কিন্তু এবারও বাধ সাধল কিছু নুড়িপাথর। শেষে একদিকে কাত হয়ে ব্রিজ থেকে খসে পড়ল অজ্ঞান দেহটা, মুখ হাঁ করে-থাকা অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

লোকটার চিৎকার শুনেই রানা বুঝে নিয়েছিল কী ঘটেছে, পড়ন্ত পানির কাছে ফিরে এসেছে ও। বর্শা আর তরবারিটা তুলে নিয়েছে। ওর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সোহানা, বলল, 'দু'জন শেষ...'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'এক চুল নড়েছ তো খুলি উড়িয়ে দেবো,' ব্রিজের ওমাথা থেকে শোনা গেল কণ্ঠটা।

নড়ল না রানা, শুধু চোখ ঘোরাল। মেলিখান। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে ব্রিজের দিকে, হাতে-ধরা নাইন মিলিমিটারটা রানা-সোহানার দিকে তাক-করা।

'আমার রিভলভারে আর মাত্র একটা বুলেট আছে,' রানার কানে ফিসফিস করল সোহানা।

'কাজেই প্রথম সুযোগেই এই ব্যাটাকে শেষ করতে হবে,' বলল রানা। 'এবং মিস্ করা যাবে না।'

মুখ দিয়ে চু চু জাতীয় আওয়াজ করল মেলিখান, ব্রিজের উপর উঠে পড়েছে। 'কপোতকপোতীর প্রেম দেখছি শেষ হয়নি এখনও। অমর প্রেম আর কাকে বলে! শোনো, চালাকির চেষ্টা

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোরো না, রানা। এবার ফেরেশতা এলেও বাঁচাতে পারবে না তোমাদেরকে। সরো তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে। সাবধান, উনিশ-বিশ দেখলেই গুলি করবো।'

রানা জানে সোহানার ডান হাতে আছে ম্যাগনামটা। কাজেই সোহানাকে সুযোগ দিতে চাইলে ওর বাঁ দিকে সরে যেতে হবে ওকে। তা-ই করল ও। এক কদম সরল, কিন্তু এমনভাবে ধরে রেখেছে বর্শাটা যাতে সোহানার ডানহাত দেখতে না পায় মেলিখান। তারপর, "এটা দিয়ে আর কী হবে" জাতীয় ভঙ্গিতে দেখল তরবারিটাকে, অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারল মাটিতে। বর্শাটাও ছুঁড়ে ফেলার জন্য উঁচু করল ডান হাত।

স্বাভাবিকভাবে মেলিখানের দু'চোখ তখন সেঁটে আছে বর্শার ফলায়। সুযোগটা নষ্ট করতে চাইল না সোহানা। শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে ডান হাত তুলল ও কোমরের কাছে, টান দিল ট্রিগারে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুটো তৈরি হলো মেলিখানের বুকের বাঁ দিকে, রক্তে ভিজতে শুরু করেছে ওর সোয়েটার। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চাইল না রানা। খানিকটা এগিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিল, ল্যাণ্ড করল বাঁ পায়ের উপর, শূন্যে থাকা অবস্থাতেই কাঁধ বরাবর যতটা পিছনে পারে নিয়ে গেছে ডান হাত। বাঁ পা মাটি স্পর্শ করামাত্র সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল বর্শাটা মেলিখানের দিকে। মেলিখান তখন দাঁতে দাঁত চেপে নাইন মিলিমিটারটা তুলছে কাঁপা কাঁপা হাতে, মরার আগে রানা-সোহানার কোনো একজনকে সঙ্গে নিতে চায়। কিন্তু ওর সেই সাধ পূরণ হলো না। ছ'ফুট লম্বা বর্শাটার ফুটখানেক লম্বা ফলাটা ওর গলার অনেকখানি কেটে দিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

মেলিখানের গলার কাটা জায়গা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের

www.banglabookpdf.blogspot.com
হচ্ছে। নাইন মিলিমিটারটা সম্ভবত অনেক ভারী মনে হচ্ছে ওর কাছে। হাত থেকে আপনাআপনি খসে পড়ল ওটা। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত রানার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল মেলিখান, দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে মারা যাচ্ছে লোকটা। প্রাণহীন দেহটা কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রানা। আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে নিল মেলিখানের নিথর দেহের পাশ থেকে। সোহানা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে কাছাকাছি, হাতে তরবারিটা। বুলেট শেষ, তাই ম্যাগনাম ফেলে দিয়েছে।

ওর হাতে নাইন মিলিমিটারটা ধরিয়ে দিয়ে তরবারিটা নিল রানা। ইঙ্গিতে হাঁটতে বলল ওকে। মূল গুহাটায় ফিরে যেতে হবে।

প্রথম প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। চলতে চলতে বার বার থেমে দাঁড়িয়েছে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করেছে সিদোরভকে। কিন্তু দেখতে পায়নি। কান পেতে শুনেছে একাধিকবার, শুনছে এখনও, কিন্তু ঝরনার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছে, এমন সময় কেউ একজন নড়ে উঠল অন্ধকারে। পাঁই করে সেদিকে ঘুরল রানা। বদ্ধ জায়গায় গুলির শব্দটা শোনাল বিস্ফোরণের মতো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ব্যথা টের পেল রানা বাঁ কাঁধের নীচে, গুহাটা আরও অন্ধকার হয়ে এল ওর চোখের সামনে।

'রানা!' চিৎকার করে উঠল সোহানা। ছায়ামূর্তিটা দেখে ছুট লাগিয়েছিল, কিন্তু রানা গুলি খেয়েছে দেখে কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'পালাও সোহানা!' দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে বলল

www.banglabookpdf.blogspot.com
রানা, ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসছে আপনা থেকে। একটু পর হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

'মিস্টার রানার শরীরটা বোধহয় ভালো নেই?' ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সিদোরভ। রিভলভারটা এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন ওটা আগ্নেয়াস্ত্র নয়, তেলাপোকা। 'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য। আমার আবার অপেক্ষা-টপেক্ষা করার অভ্যাস চলে গেছে। তাই তোমাদের উপর আমার মেজাজ খারাপ হয়েছে। মেজাজ খারাপ হওয়ার আরও কারণ আছে। আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছ তোমরা। সিদোরভ যাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়, তারা সে-হাত না ধরলে পস্তায়। যেমন এখন পস্তাচ্ছ তুমি, মিস্টার রানা। নাকি পস্তানোর আগেই পটল তুললে? কথা বলছ না কেন?' সোহানার দিকে তাকাল। 'এই যে, বান্ধবী বেগম,' শ্বাসকষ্টের রোগী যেভাবে ইনহেলার ঝাঁকায় সেভাবে হাতের অস্ত্রটা ঝাঁকাল, 'আপনারও কি একটা-দুটো বুলেট চেখে দেখার ইচ্ছা আছে? না থাকলে এদিকে আসুন।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

নড়ছে না সোহানা।

'এদিকে আয় বলছি!' ধমক দিল সিদোরভ।

'না,' মাথা নাড়ছে সোহানা, পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে যাতে কিছু একটা করার সুযোগ পায় রানা। 'তোমার কাছে যাই বা না যাই, আমাদেরকে খুন করবেই তুমি।'

'ভুল বললে,' আরেকটু কাছে এল সিদোরভ। 'তোমাদেরকে না। মিস্টার রানার উপর আমার খুব রাগ। তাই ওকে শেষ করবো, কথা দিলাম। আর ইতিমধ্যে যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। আমি আবার সুন্দরীদেরকে কিছু বলি না সাধারণত। বিয়ে-শাদী করিনি তো...বুঝতেই পারছ। তুমি শুধু

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা উপকার করো আমার। কারয়াটিড দুটো কোথায় আছে বলে দাও,' আরও কয়েক কদম আগে বাড়ল। 'বিশ্বাস করো, এখান থেকে নিরাপদে বের হতে পারবে তুমি। যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে। চাইলে তোমাকে সঙ্গ দিতে রাজি আছি।' শয়তানি হাসি হাসল। 'বয়স হলেও বুড়ো হইনি এখনও।'

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা, একটুও নড়ছে না। টের পাচ্ছে বাঁ কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। গরম হয়ে গেছে দুই কান, মনে হচ্ছে কেউ গরম লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে সেখানে। বাঁ হাত মুঠো করতে চাইল, অসহ্য ব্যথায় গলা বেয়ে উঠে-আসা একটা গোঙানি চাপতে দাঁতে দাঁত পিষতে হলো ওকে। ডান হাতটা মুঠো করতে গিয়ে টের পেল তরবারির বাঁটটা নাগালের মধ্যেই।

'তুমি একটা মিথ্যুক,' আরও একটু পেছাল সোহানা। 'এবং খুনি। জাহান্নামে যাও। জানি আমাদেরকে ছাড়াই খুঁজে বের করতে পারবে কারয়াটিড দুটো। তাই করো।' ঘুরল আস্তে আস্তে, হাঁটতে শুরু করেছে। চলে যাচ্ছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এমন একটা সময় ছিল যখন নিজের সব কাজ নিজেই করত সিদোরভ, পরে টাকা দিয়ে কাজ করাতে করাতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। সে-ও জানে ইচ্ছা করলে কারয়াটিড দুটো খুঁজে বের করতে পারবে, কিন্তু ইচ্ছাটাই নেই ওর। জানে রানাকে সঙ্গে রাখা আর র‍্যাটল্ সাপ সঙ্গে রাখা সমান, তাই ওকে গুলি করেছে। কিন্তু সোহানাকে হারাতে চায় না, অন্তত কাজ হাসিল হওয়ার আগ পর্যন্ত না। তাই সোহানা চলে যাচ্ছে দেখে দ্রুত পায়ে আরও আগে বাড়ল, আগের চেয়েও জোরে চেঁচাল, 'ফিরে এসো বলছি! নইলে...' রিভলভার-ধরা হাত উঁচু করতে শুরু করেছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

লম্বা করে দম নিল রানা, দাঁতে দাঁত চাপল আবারও। ওর নাগালের মধ্যে চলে এসেছে সিদোরভ বেখেয়ালে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসল রানা, এতটাই দ্রুত যে, চমকে উঠল সিদোরভ। একটা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সে, বুঝতে পারছে না কী করবে। রানাকে গুলি করতে গিয়ে যদি সোহানা পালিয়ে যায় তা হলে এই গোলকধাঁধার গুহায় কোথায় খুঁজে বের করবে মেয়েটাকে?

ওই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট ছিল রানার জন্য। ডানহাতে ধরা তরবারি দিয়ে সর্বশক্তিতে কোপ মারল সিদোরভের রিভলভার-ধরা হাতে। প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে অব্যবহৃত পড়ে থাকার পরও, শুধু রানার গায়ের জোরে আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল অস্ত্রটা—সিদোরভের বাহু থেকে রিভলবারসহ কব্জিটা আলগা হয়ে খসে পড়ল।

চারদিক কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল সিদোরভ, ভালো হাত দিয়ে আহত হাতটা খামচে ধরেছে, এবার ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ক্রমাগত রক্তক্ষরণে দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হচ্ছে রানা, মাথার ভিতরে একটা দপদপানি জোরালো হচ্ছে আস্তে আস্তে। টের পাচ্ছে জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে ও। তারপরও মনের জোরে এগিয়ে গেল সিদোরভের দিকে। কাটা কব্জিটা এখনও লেপ্টে আছে রিভলভারের সঙ্গে, লাথি মেরে কব্জিসহ অস্ত্রটা সরিয়ে দিল দূরে। এক কদম সরে এসে পরের লাথিটা মারল সিদোরভের বাঁ কানের এক ইঞ্চি উপরে, একটু বাঁ দিকে। প্রচণ্ড মার—কব্জির ব্যথা ভুলে গিয়ে টলে উঠল সিদোরভ, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সোহানা ছুটে এল রানার দিকে। হেডল্যাম্পের আলোয় রানার ক্ষতস্থানটা দেখা যাচ্ছে। আঘাত গুরুতর। টলে উঠল

www.banglabookpdf.blogspot.com
রানা, চোখের সামনে সাদা একটা পর্দা দেখতে পাচ্ছে।

ওকে জড়িয়ে ধরল সোহানা। 'আর একটা মুহূর্তও না,' চিৎকার করে বলল, 'তোমাকে এখান থেকে বের করতে হবে এখনই, যেমন করে হোক। হাসপাতালে নিতে হবে।'

'মিস্টার সিদোরভ,' জ্ঞান হারানোর আগে বলল রানা, 'তোমার শরীরটাও বোধহয় ভালো না?'

আটাশ

ক্যালিফোর্নিয়া। সোলানা বীচ।

www.banglabookpdf.blogspot.com
নিজের অ্যাপার্টমেন্টের মাস্টার বেড-সংলগ্ন বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে রানা। ফার্ন গাছগুলোতে ফুল ধরেছে, বাতাসে সুঘ্রাণ। ডেল মার পয়েন্টে কেমন বেগুনি রঙ ধারণ করেছে সাগরের জলরাশি, সম্ভবত গোধূলির কারণে। লাল একটা থালার আকার নিয়েছে সূর্যটা, আস্তে আস্তে সলিলসমাধি হচ্ছে ওটার। নাম-না-জানা কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে, ঘনায়মান সন্ধ্যায় আকাশের পটভূমিতে ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে ওগুলোর। ইতিমধ্যে বাহারি আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে হোটেল-মোটেলের সারি। একটুকরো সৈকত জনবিরল হয়ে আসছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ শুরু করে দিয়েছে সেখানে, সরিয়ে নিচ্ছে সারাদিনের আবর্জনা। কারা যেন ছোট্ট একটা ডিঙি ফেলে গেছে, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জন লাইফগার্ড। সৈকতের দিকে ধেয়ে-আসা কালো জলরাশির মাথায় ফেনা দেখা যায়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

কান পাতলে ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা যায় শুধু। অবশ্য তাতে মাঝেমধ্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে নিঃসঙ্গ কোনো সীগালের চিৎকার। চমৎকার আরেকটা হৈমন্তী রাতের আগমুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে গেছে প্রকৃতি।

দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত একটা সিগারেট নিয়ে নিজের এই নিঃসঙ্গতা উপভোগ করছে রানা। সিগারেটে টান দেয়ার চেয়ে তামাক-পোড়া ধোঁয়া দেখায় ওর আগ্রহ বেশি আপাতত। ইজি-চেয়ারের পাশে মেঝেতে একটা গ্লাসে রয়েছে দু'পেগ নির্জলা স্কচ, তাতে বড়জোর দু'বার ঠোঁট ছুঁইয়েছে ও। বেডরুমে সারাউণ্ড সাউণ্ড সিস্টেমে খুব মৃদু ভলিউমে বাজছে রকওয়েলের "নাইফ" গানটা: ইউ টাচ্‌ড মাই লাইফ/উইথ ইয়োর সফটনেস ইন দ্য নাইট/মাই উইশ ওয়ায ইয়োর কম্যাণ্ড/আনটিল ইউ র‍্যান আউট অভ লাভ...

নিকট অতীতে ফিরে গেল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

"কারয়াটিড গুহা" থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করে ওকে বের করে এনেছিল সোহানা, কীভাবে, জানে না রানা। জ্ঞান ফিরলে ও টের পায়, ওকে স্ট্রেচার-বেডে শুইয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারের দিকে। শুনতে পায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলছে সোহানা, সম্ভবত সোহেল।

প্রায়ই ভুলে যাই আমাকে কতটা ভালোবাসো তুমি, মনে মনে সোহানাকে বলে রানা তখন, তোমার ভালোবাসা অনুভব করতে বার বার এমনি আঘাত পেতে চাই আমি।

দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারায় ও।

তিন দিন পর চেতনা ফিরে পায়। নিজেকে মনে হচ্ছিল বালুভর্তি কোনো বস্তা, কিছুক্ষণ আগে কোনো হেভিওয়েট বক্সার ঘণ্টাখানেক মনের সুখে প্র্যাকটিস করে গেছে যেন। ঘাড় ঘোরাতে পারছে না, জিভ অসাড় হয়ে আছে। তবে চোখ নড়ানো

www.banglabookpdf.blogspot.com
যায়।

সোহানা বসে আছে মুখোমুখি, ঘরের একমাত্র সোফায়। চোখের নীচের কালি দেখলে বোঝা যায় ঠিকমতো ঘুমায়নি এই ক'দিন। ওর কাছ থেকে জানা গেল কিছু কথা।

কাঁধের দু'ইঞ্চি নীচ দিয়ে মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে সিদোরভের বুলেট। খোঁচা মেরেছে হাড়ে, পিঠের অনেকটা ছালও নিয়ে গেছে। আসলে প্রচুর রক্তক্ষরণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে রানা। সময়মতো হাসপাতালে আনতে না পারলে কী হতো বলা যায় না। কয়েক ব্যাগ রক্ত দিতে হয়েছে, সেলাই পড়েছে কাঁধে-পিঠে।

গ্রীক সরকারের কাছে কারয়াটিড দুটো হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। সোহেল এসেছিল, সোহানার কাছ থেকে সব জানার পর যোগাযোগ করে অ্যাপোলো-মন্দিরের কিউরেটরের সঙ্গে। একই সঙ্গে খবর পাঠানো হয় গ্রীসের বাংলাদেশ দূতাবাসে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এসব বিষয়ে সাদাচামড়ার মানুষরা ত্বরিতকর্মা। একটুও দেরি করেনি গ্রীস সরকার। অ্যাপোলো-মন্দিরের কিউরেটরকে প্রধান করে একটা অভিযাত্রী দল পাঠানো হয় গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথে। "কারয়াটিড গুহায়" ঢোকার আগে সোহানার সঙ্গে দেখা করে গেছে ওরা, গুহার ভেতরের খবর বিস্তারিত জেনে গেছে। সোহানাকে সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে ও—এই অবস্থায় রানাকে কাছছাড়া করতে চায়নি একমুহূর্তের জন্যও।

কারয়াটিড দুটো খুঁজে পেয়েছে ওই অভিযাত্রী দল। ভিতরে আরেকটা টানেলও আবিষ্কার করেছে, এটাতে ঢোকেনি রানা-সোহানা। এই টানেলে পাওয়া গেছে অনেকগুলো কঙ্কাল। সঙ্গে পারস্যের কিছু যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে গ্রীস সরকার। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় কারয়াটিড দুটো পাওয়া যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য ওগুলো শীঘ্রিই প্রদর্শিত হবে গ্রীসের জাতীয় যাদুঘরে। নড়েচড়ে বসেছেন ইতিহাসবিদেরা। অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হয়ে গেছে। পারস্যের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।

আলফ্রেড হাইকারের নামও উচ্চারিত হচ্ছে দু'-এক জায়গায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনো পাত্তা নেই লোকটার।

গুহার ভিতরে দুটো লাশ পাওয়া গেছে। একটা সিদোরভের জনৈক চামচার, আরেকটা মেলিখানের। রহস্যময় ব্যাপার, সিদোরভের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। যেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল সে সেখান থেকে রক্তের দাগ অনুসরণ করা হয়েছে। নিশ্চিত হওয়া গেছে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল লোকটা, প্ল্যাটফর্মের কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল। কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। কিন্তু তারপর আর কোনো সূত্র নেই। যেভাবেই হোক উপরে উঠে এসেছিল হয়তো, তারপর পালিয়ে গেছে। আবার হতে পারে, প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে পড়ে গিয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে অন্ধকার গহ্বরে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

গুহার ভিতরে খুনখারাপি হয়েছে, তাই ইটালিয়ান পুলিশ নাক না গলিয়ে পারে না, কিন্তু সোহেলকে দিয়ে কলকাঠি নেড়েছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, গ্রীক আর ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্স নয়-ছয় বুঝিয়ে দিয়েছে পুলিশকে।

ভর্তি হওয়ার ঠিক দশদিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় রানা। ততদিনে ওদের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়েছে। রাহাত খানের নির্দেশে বাংলাদেশে ফিরে যায় সোহানা, কাজে যোগ দেয় বিসিআই-এ। তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি বলে ফিল্ডওয়ার্ক থেকে আপাতত বিরত রাখা হয় রানাকে। ইটালির বারিতে,

www.banglabookpdf.blogspot.com
নিজের সেফহাউসে ফিরে আসে ও।

আরিফ এখন জেলে। অপি আরও সাবধান।

জার্মানি আর ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসে গণ্ডগোল চলছিল বেশ কিছুদিন থেকে। ওখান থেকে কে বা কারা নিয়মিতভাবে গোপন খবর পাচার করে দিচ্ছিল। ব্যাপারটা টের পাওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার তদন্ত শুরু করতে বলে বিসিআইকে। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির আড়ালে কাজ শুরু করে বিসিআই। মনের মতো একটা ডেস্কজব পেয়ে যায় রানা।

একমাসের মাথায় নিষ্পত্তি হয় সমস্যাটার। রানার হাতে তখন তেমন জরুরি কোনো কাজ নেই, কারণ তক্ষুনি ওকে মাঠে নামাতে রাজি হননি রাহাত খান। তাই তাঁর অনুমতি নিয়েই নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের পেছনে লাগে ও।

ইতিহাস বলছে, ল্যাকানাউ মদভর্তি বারোটা বোতল দিতে বলেছিলেন নেপোলিয়ন তাঁর ব্যক্তিগত মদ-প্রস্তুতকারক হেনরি আরখামবল্টকে। রানা-সোহানা খোঁজ পেয়েছে পাঁচটার। একটা বোতল হারিয়ে ফেলেছিল এগন বল্ডেউইন, পরে সেটা ভেঙে যায়। মৌমাছির প্রতীকসহ ভাঙা অংশটা উদ্ধার করে রানার বন্ধু রে হোগান। তিনটা বোতল অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। পোকোমক নদীর খাঁড়িতে ইউএম মল্‌শের ভিতর থেকে একটা, সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র গির্জা থেকে দ্বিতীয়টা, শেষেরটা অ্যাণ্টনির "পাতাল কবরস্থান" থেকে। রাম কে থেকে চতুর্থ একটা বোতল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা।

নিজেদের তিনটে বোতল ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দিয়েছে রানা। দারুণ খুশি হয়েছে ফরাসি সরকার, বোতল পিছু আড়াই লক্ষ ডলার করে মোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দিয়েছে রানা-সোহানাকে। সোহানাকে জিজ্ঞেস

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
করেছিল রানা, কী করবে টাকাটা দিয়ে। নিজের কোনো দাবি রাখেনি সোহানা, রানার যা খুশি করতে বলেছে।

বস্ মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের মাধ্যমে সাত লক্ষ ডলার ব্যয় করে দেশে একটা দাতব্য হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা করেছে। আর বাকি পঞ্চাশ হাজার দিয়েছে রানা অপিকে। কারণ, ওর কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণা ছাড়া রানা-সোহানা সাফল্যের মুখ দেখত কি না সন্দেহ। হাসিমুখে টাকাগুলো নিয়েছে অপি, কিন্তু চাকরি ছাড়তে রাজি হয়নি, সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে ওর কাজ। রবিনের জন্য আগেই ভাল একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছে রানা এজেন্সি, এবার ছেলেটার উচ্চশিক্ষার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় যারপরনাই খুশি মেয়েটা, দেশে বাপ-মা-ভাই-বোনের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে ব্যাংকে রাখা ওই টাকার ইন্টারেস্ট দিয়ে। ওর জীবনটা সহজ করে দিলেন মাসুদ ভাই।

www.banglabookpdf.blogspot.com

নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের পেছনে নতুন করে লাগার পর রানার সামনে প্রথম প্রশ্ন ছিল: বাকি সাতটা বোতলের কী হয়েছে? ওগুলো কি হারিয়ে গেছে? নাকি আবিস্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় আছে কোথাও?

ভেবেচিন্তে রানা সিদ্ধান্তে আসে, সাতটা বোতল উদ্ধার করতে হলে লিওনেল অ্যারিয়েনের ব্যাপারে জানতে হবে ভালোমতো।

সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেয় ও। অপি নেই, কিন্তু ওর নোটবুক আর ডায়েরিগুলো আছে; ওগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করে। একটা ডায়েরিতে লিওনেল অ্যারিয়েনের ব্যাপারে নোট লিখেছে অপি, ওটার উপর চোখ বুলায়।

আঠারো শ' বাহান্ন সাল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে লিওনেল অ্যারিয়েন নামের এক ফরাসি চোরাকারবারি। মরার আগে

www.banglabookpdf.blogspot.com
নিজের জীবনের একটা গল্প শোনাচ্ছে সঙ্গীসাথীদের। বলছে, আঠারো শ' বিশ সালের জুন মাসে, মানে নেপোলিয়নের মৃত্যুর এগারো মাস আগে সম্রাটের এক এজেন্টের সঙ্গে দেখা হয় ওর। ওই এজেন্টকে নাকি মেজর বলে ডাকত সবাই। অ্যারিয়েন আর ওর জাহাজটা ভাড়া করে মেজর। শর্ত ছিল, সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে যেতে হবে অ্যারিয়েনকে। ওখান থেকে কিছু মালসামান নিতে হবে। সব ঠিকমতো নিতে পারলে কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে তা জানানো হবে।

ছ'সপ্তাহ পর সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় ওরা। ঢুকে পড়ে একটা খাঁড়িতে। দেখতে পায় একটা নৌকা, তাতে মাত্র একজন লোক। সঙ্গে দু'ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া একটা কাঠের-বাক্স। নৌকায় গিয়ে ওঠে মেজর, অ্যারিয়েনের দিকে উল্টো ঘুরে ডালা খোলে। ভিতরের জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কি না দেখে। তারপর ভালোমতো আটকে দেয় ডালাটা। এরপর হঠাৎ করেই কোমরের খাপ থেকে বের করে তলোয়ার, নৌকার লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে শেষ করে দেয়। লোকটার পায়ের সঙ্গে নোঙর বেঁধে লাশ ফেলে দেয় পানিতে। পরে তলায় ফুটো করে ডুবিয়ে দেয় নৌকা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এ-পর্যন্ত বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অ্যারিয়েন। কাজেই ওই বাক্সে কী ছিল, কিংবা সে আর মেজর মিলে বাক্সটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তা আর জানা যায়নি।

রানা জানত, গুগলে সার্চ দিয়ে কাজ হবে না, তাই কয়েকটা অনলাইন লাইব্রেরির সাহায্য নেয়। লাইব্রেরি অভ ফ্রান্স-এ স্যামুয়েল্‌স নামের এক লোকের কিছু রিসার্চ ডকুমেন্ট পায় নেপোলিয়নের উপর। কী মনে করে শ্যাতো দ'ইফের উপর লেখা গোটা পাঁচেক বই আনিয়ে নেয়। তারপর টানা পাঁচ দিন পড়ে থাকে ওগুলো নিয়ে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কয়েক শ' নোট, জন্ম-মৃত্যুর ডজন ডজন সার্টিফিকেট আর ট্রান্সফার রেকর্ড ঘেঁটে শেষপর্যন্ত একটা সূত্র পায় ওঃ নর্ম্যাণ্ডি প্রভিন্স। ওখানে হাজির হয় সশরীরে। হারানো-মদভাণ্ডার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পারে ওখানকার আর্কাইভ থেকে।

লিওন অ্যারিয়েন পেলেটিয়ার ছিল নেপোলিয়নের রিযার্ভ আর্মির একজন গ্রেনেডিয়ার। কাজ করত সরাসরি আরনঁদ লোরনের অধীনে। আঠারো শ' আঠারো সালে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয় তাকে। তখন সে ফিরে আসে নিজের গ্রামের বাড়ি বিউকোর্ট-এ, লে হার্ভে বন্দর থেকে এক শ' পনেরো মাইল পুবে। কিন্তু মাত্র দু'মাসের মাথায় উধাও হয়ে যায়। পরিচয় পাল্টে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে লে হার্ভে বন্দরে। তিন মাস্তুলের একটা জাহাজ কেনে। আশ্চর্যের বিষয়, সেনাবাহিনীর আটজন সার্জেন্টের সারাজীবনের বেতন আর ওই জাহাজের দাম সমান।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফরাসি উপকূল বরাবর অস্ত্র আর মদ চোরাচালানের ব্যবসা শুরু করে পেলেটিয়ার। আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে বেশি সময় লাগেনি ওর। অবাক করার মতো আরেকটা কথা হচ্ছে, ফরাসি নৌ-কর্তৃপক্ষের হাতে একবারও ধরা পড়েনি সে।

দু'বছর পর, আঠারো শ' বিশ সালের জুন মাসের এক রাতে বন্দর-সংলগ্ন একটা শুঁড়িখানায় ঢোকেন আরনঁদ লোরন, ভাড়া করেন পেলেটিয়ার আর ওর জাহাজটাকে। তারপর আবারও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় লোকটা। ফিরে আসে বছরখানেক পর। বন্দরে নেমেই বেচে দেয় জাহাজ, পকেটভর্তি টাকা নিয়ে ফিরে যায় গ্রামের বাড়ি। ওকে ততদিনে মদের নেশা পেয়ে বসেছে। সারাদিন বাড়িতে বসে মদ গিলতে গিলতে সব টাকা খুইয়ে বসে, লাখপতি থেকে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয় একসময়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

এ-পর্যন্ত পড়ে রানার মনে হয়, নেপোলিয়ন আর লোরনের পর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি জেনে থাকে কারয়াটিড দুটোর ব্যাপারটা, তা হলে সে এই পেলেটিয়ার।

দুয়ে দুয়ে চার মেলায় রানা। লোরনের হয়ে কাজ শুরু করে পেলেটিয়ার, বন্দরে ফিরে আসতে এক বছর সময় লাগে ওর। তারমানে এই একটা বছর লোরনকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বোতলগুলো লুকাতে সাহায্য করেছে লোরনকে।

পেলেটিয়ারের মৃত্যুর পর "নেপোলিয়নের ধাঁধার" ব্যাপারে সক্রিয় হন লোরন। অনেকগুলো চিঠি লেখেন তিনি নেপোলিয়নের ছেলেকে, সম্রাটের শেষ ইচ্ছা পূরণের তাগিদ দেন। কিন্তু ছেলেটা বার বার একই কথা জানায় তাঁকে: যে-আরামআয়েশে আছে তা ছেড়ে বাচ্চাদের মতো "কানামাছি ভোঁ ভোঁ" খেলায় অংশ নিতে পারবে না—খুঁজে বের করতে পারবে না কোনো গুপ্তধন।

www.banglabookpdf.blogspot.com

রেকর্ড বলছে, বিয়েশাদী করেনি সার্জেন্ট পেলেটিয়ার, সারাজীবন ফুর্তি করেছে। তাই ওর ঔরসে কোনো বাচ্চাকাচ্চার বিবরণ পাওয়া গেল না। তবে ভাতিজার মেয়ে, সেই মেয়ের ঘরের ছেলে, সেই ছেলের ঘরের বাচ্চা...এভাবে যেতে যেতে পাওয়া গেল ক্যারল নামের একুশ বছর বয়সী এক মেয়ের নাম। বন্ধক-দেয়া বিউকোর্ট ফার্মহাউস এবং আরও কিছু ব্যক্তিগত ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে সে-মেয়ে বেঁচে আছে আজও।

রানা ঠিক করে দেখা করবে মেয়েটার সঙ্গে। একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে আসে লে হার্ভে বন্দরে, তারপর সেখান থেকে পথের হদিস করে বিউকোর্ট গ্রামে।

নুড়িপাথর বিছানো ড্রাইভওয়ের ধারে, একসারি গাছের আড়ালে ফার্মহাউসটা। সাদা রঙ-করা দোতলা কাঠের

www.banglabookpdf.blogspot.com
মেইনবিল্ডিং শ্রী হারিয়েছে অনেক আগেই। কোনো কোনো জানালার পাল্লা পড়ি পড়ি করছে। কোনোটা পড়ে গেছে ইতিমধ্যে, ওখানে শক্ত কাগজ আটকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা। দরজা খুলে বাইরে বের হলো। রোদের যন্ত্রণায় চোখ মেলা দায়, তাই পকেট থেকে সানগ্লাস বের করে পরল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

মেইনবিল্ডিং-এর ডান পাশে আয়তাকার একটা বাগান। ওখানে লাঙল চালানো হয়েছে, কালো মাটি দেখা যায়। মৌসুমী কোনো ফসল বা সব্জি চাষ করা হবে। খুলে হাঁ হয়ে-থাকা বেড়ার দরজার কাছ থেকে শুরু হয়েছে ওয়াকওয়ে, শেষ হয়েছে পোর্চে গিয়ে। এককালে পাথরে বাঁধানো ছিল ওয়াকওয়েটা, এখন পাথর উধাও হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

হেঁটে গিয়ে পোর্চে উঠল রানা। সদর-দরজায় পুশবেল নেই। তবে ঝুলন্ত একটা দড়ি আছে, বোঝা গেল ওটা ধরে টান দিলে ভেতরে ঘণ্টা বাজবে। তা-ই করল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

ঘণ্টাধ্বনির কিছুক্ষণ পর খুলে গেল দরজাটা। রোদেপোড়া চামড়ার, কালো চুলের, খাটো কিন্তু ছিপছিপে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেকর্ড অনুযায়ী এতদিনে বয়স পঁচিশ হওয়ার কথা, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বয়সটাকে ত্রিশের কোঠায় নিয়ে গেছে। নাকের উপর এবং চারপাশে গোটা বিশেক তিল দেখা যাচ্ছে।

'কাকে চাই?' ফরাসি ভাষায় প্রশ্ন করল মেয়েটা।

ফ্রেঞ্চ ভালই পারে রানা, তাই ওই ভাষাতেই বলল, 'সেনিওরিটা ক্যারলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'তার পূর্বপুরুষ সার্জেন্ট পেলেটিয়ারের ব্যাপারে কথা

www.banglabookpdf.blogspot.com
আছে।'

কৌতূহল দেখা দিল মেয়েটার চোখে। দরজার পাল্লা আরেকটু খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। 'আসুন, ভিতরে আসুন। সার্জেন্ট পেলেটিয়ারের ব্যাপারে এখানকার কিছু লোকজন আর আমার বাপ-দাদার কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা শুনেছি। যাচাই-বাছাই করে দেখার সুযোগ হয়নি কখনও।'

রানাকে সোজা কিচেনে নিয়ে গেল ক্যারল, টেবিলের সঙ্গের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। বসল রানা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেয়ালগুলোয় হলুদ প্লাস্টার-করা। ডাইনিংটেবিলটা ওক কাঠের। সিঙ্কের পাশে একটা সাইডবোর্ড, তার উপর কয়েকটা চাইনিজ বাসনকোসন। চেককাটা কমলা-রঙা সাধারণ পর্দা ঝুলছে জানালায়, বহুদিন ধোয়া হয়নি বলে ময়লা হয়ে গেছে।

দু'কাপ চা বানাল ক্যারল। রানার হাতে দিল এক কাপ। নিজে আরেকটা নিয়ে বসে পড়ল রানার মুখোমুখি। বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে। ভাষাটা ভালই পারি আমি। আমেরিকান সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু...'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'ঠিক আছে।'

'আমার পরিবারের ব্যাপারে কিছু বলবেন বলছিলেন।'

পেলেটিয়ার সম্পর্কে নিজের কয়েকটা ধারণার কথা বলল রানা। তারপর জানাল হারানো-মদভাণ্ডারের বিষয়টা। কারয়াটিডের সঙ্গে বোতলগুলোর সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করল।

ওর কথা শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল ক্যারল। তারপর মাথা নাড়ল, চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ। 'কথাগুলো বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার মাসুদ রানা। আমাদের পরিবারের কেউ সম্রাট নেপোলিয়নের জন্য কিছু

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

করেছেন জানলেও গর্ব হয়।'

চোখ পিটপিট করছে রানা, ওর কথা বুঝতে পারেনি ক্যারল। 'আমি বোঝাতে পারিনি তোমাকে। কথাগুলো তোমাকে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার ধারণা এখনও কয়েকটা বোতল লুকানো অবস্থায় আছে।'

'আপনি...বলতে চান...এখানেই আছে বোতলগুলো?'

পকেট থেকে আই-ফোন বের করল রানা। মৌমাছির ছবিটা সেইভ করা আছে, ওটা বের করে দেখাল ক্যারলকে। 'এ-রকম কিছু দেখেছ কখনও?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারল, সিঙ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাইডবোর্ড থেকে একটা প্যান বের করল, হাতলটা একনজর দেখে নিয়ে এল রানার কাছে। দেখাল হাতলটা।

স্টীলের রডের গায়ে একটা উড়ন্ত মৌমাছির প্রতীক খোদাই-করা। রানা যে-ছবিটা দেখিয়েছে সেটার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ।

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্যানটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোথেকে পেলে?'

'আমি পাইনি। আমার বাবা পেয়েছেন। বেশ কয়েক বছর আগে, আমাদের বেইযমেন্টে। মৌমাছির ছবিটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেননি তিনি, বোঝার চেষ্টাও করেননি আসলে। একটা কাজের জিনিস পাওয়া গেছে ভেবে খুশি হয়েছিলেন, ওটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে বলেছিলেন আমাকে। সেই থেকে জিনিসটা রান্নাঘরেই আছে।'

'বেইযমেন্ট?' এবার উঠে দাঁড়াল রানা। 'পথ দেখাও। ওটা দেখতে চাই আমি।'

মাত্র পনেরো মিনিট খুঁজেই বোতলগুলো পেয়ে গেল রানা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

হাবিজাবি অনেক কিছু জমিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে পুরো বেইযমেন্টে, বিশেষ করে উত্তরপশ্চিম কোণে। ক্যারলকে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আসতে বলল রানা, একছুটে গিয়ে নিয়ে এল মেয়েটা। ওটা জ্বালিয়ে আলগা কিছু কাঠ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল বড় একটা তক্তা, তাতে মৌমাছির প্রতীক খোদাই-করা। তক্তাটা সরাল রানা, বড়সড় একটা বাক্স পেয়ে গেল।

ওটা খুলে ভেতরে দেখতে পেল নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের শেষ সাতটা বোতল।

'মাই গড!' বিস্ময়ে ক্যারলের দু'চোখ বিস্ফারিত, দু'গালে হাত দিয়েছে বাচ্চা মেয়েদের মতো। 'এগুলো...এগুলো কত বছর ধরে আছে আমাদের কাছে?

'এক শ' নব্বই বছর তো হবেই।'

'অথচ কিছুই জানি না আমরা! আমার বাপ-দাদা কখনও এখানে এসে ঘাঁটাঘাঁটিও করে দেখেনি!'

www.banglabookpdf.blogspot.com

'কাজটা করা উচিত ছিল ওঁদের। আবার...কে জানে... হয়তো ঘাঁটাঘাঁটি না করে ভালোই করেছেন।'

রানার দিকে তাকাল ক্যারল। 'এবার?'

মিষ্টি করে হাসল রানা। 'এবার আর কী? বড়লোক হয়ে গেছ তুমি, ক্যারল। তোমার সব ধারদেনা চুকিয়ে দেয়ার পরও অনেক-অনেক টাকা থাকবে তোমার হাতে। টাকার অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলে, ইচ্ছা করলে শুরু করতে পারো আবার।'

রাত নেমেছে সোলানা বিচে।

সৈকতটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটাকে রাতের বেলায় সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গা বলে মনে হয়। পশ্চিম দিগন্তের লালিমা মুছে গেছে। অন্ধকারে ঢেকে গেছে আকাশ। অদৃশ্য হয়ে গেছে ফেনিল ঢেউ। তবে গর্জন শুনলে বোঝা যায় ধেয়ে আসছে

www.banglabookpdf.blogspot.com
একটার পর একটা। লাল-নীল-সবুজ আলোয় আলোকিত হোটেল-মোটেলগুলো এবং সেগুলো ঘিরে আলোপ্রেমী-পতঙ্গের-মতো ট্যুরিস্টদের ঝাঁক নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে সোলানা বীচ এখন বিলাসপুরী।

সিগারেটটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে দু'আঙুলের ফাঁকে। ঘরের ভিতর বেজে থেমে গেছে রকওয়েলের নাইফ। আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে দু'-চারটে তারা। ইজি চেয়ারের পাশে এখনও অপেক্ষায় রয়েছে স্কচের গ্লাসটা।

পিঠ সোজা করে বসল রানা। বুকের ভিতরটা খালি খালি লাগছে কেন যেন। নেপোলিয়ন, লোরন, পেলেটিয়ার, সিদোরভ, মেলিখান... সবার কথা মনে পড়ছে। চোখের সামনে যেন বার বার উঁকি দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে সোহানা। মনে পড়ছে তীক্ষ্ণধী অপি আর বিশ্বাসঘাতক আরিফের কথা।

বিশ্বাসঘাতক? তা ছাড়া আর কী? রানার প্রিয়পাত্র ছিল ও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

মুখে কিছু বলেনি ও রানাকে। সেফ হাউসে বন্দি অবস্থায় দীর্ঘ একটা চিঠি লিখেছিল রানার উদ্দেশে, বাড়িয়ে দিয়েছিল সেটা।

মাসুদ ভাই,

এই কথাগুলো আপনাকে না বললেই ভাল হতো হয়তো। আমার মতো বিশ্বাসঘাতকদের নীরবে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তারপরও পারলাম না। কেন, জানি না।

আমি আপনার কাছে ঋণী। অনেক আদর-ভালবাসা পেয়েছি আপনার কাছে। কতটা তা বলে বোঝাতে পারবো না, বোঝাতে চাইও না। সে-ঋণের সামান্য অংশও শোধ করতে পারিনি, উল্টো...

আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারতাম কথাগুলো। কিন্তু

www.banglabookpdf.blogspot.com
সাহসে কুলাল না। কে না জানে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক একজন নির্ভেজাল কাপুরুষ?

ওরা কারা, আমি জানি না। আমাকে খুঁজে বের করল কীভাবে, তা-ও বলতে পারবো না। একদিন রাতে কাজ শেষে হেঁটে ফিরছি বাসায়, কোত্থেকে চারজন এসে ঘিরে ধরল আমাকে। প্রথমে ভাবলাম ছিনতাইকারী। পরে একজন বলল, টাকাপয়সা কিচ্ছু চায় না, শুধু কথা বলতে চায়। আমাকে চেঁচাতে কিংবা বোকার মতো কিছু না করতে বলল। আশ্চর্য হলেও মেনে নিলাম। কাছের একটা পার্কে আমাকে নিয়ে গেল ওরা।

ইংরেজি উচ্চারণ শুনে আর চেহারা দেখে ঠাহর করলাম, ওরা রাশান। বেশিরভাগ কথা বলল একজনই, বাকিরা চুপ করে ছিল।

আমার নাড়িনক্ষত্র সব বলে লোকটা জানতে চাইল, 'ঠিক বলেছি?'

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বুঝতেই পারছ তোমার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি আমরা?'

'হ্যাঁ।'

'মাসুদ রানা নামের এক লোকের হয়ে কাজ কর তুমি, ঠিক?'

একটা ধাক্কা লাগল বুকের ভিতরে। চুপ করে থাকলাম।

'মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ,' প্রথমবারের মতো দাঁত বের করল লোকটা, মনে হলো সামনে কোনো নেকড়েকে দেখছি। 'ওই লোক আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে।'

আমি চুপ।

'অতএব বুঝতেই পারছ তুমি, তোমার স্ত্রী, এমনকী

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com
তোমাদের ছেলেটাও আমাদের শত্রু?'

আমি তখন ঢোক গেলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না।

'আমরা প্রফেশনাল, শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখি না। সেই হিসেবে এখন তোমাকে, এবং পরে তোমার বউ-বাচ্চাকে খুন করে ফেলা উচিত আমাদের। বলো, উচিত কি না?'

জবাবে আমি কী বলেছিলাম মনে নেই।

'কিন্তু আমরা আপাতত তা করবো না। কারণ তোমার বিশেষ একটা কাজ আছে।'

'কী?' বললাম কোনোরকমে।

'মাসুদ রানাকে যে-সব খবর দেয় তোমাদের এজেন্সি-চিফ অপি, সে সব পাচার করতে হবে আমাদের কাছে।'

'যদি না করি?'

আবারও নেকড়ে-হাসি হাসল লোকটা। 'তোমার ছেলের কাটামাথা তোমার হাতে তুলে দেবো, কথা দিলাম। তোমার বউকে একে একে সবাই রেপ করবো তোমার সামনে, কথা দিলাম। আর তোমাকে...তোমাকে কী করবো তা তুমিই বলে দাও।'

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল। দোয়াদরুদ যা জানি পড়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু একটাও মনে আসছিল না।

একটুকরো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিল লোকটা। 'এটাতে আমার ফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর আর ই-মেইল অ্যাড্রেস আছে। কাল অফিসে গিয়ে তোমার বসের ওপর নজর রাখতে শুরু করবে। যা যা জানতে পারবে তার কিছুই যেন আমার অজানা না থাকে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। মনে রাখবে মাসুদ রানা কিংবা পুলিশ যেন কিচ্ছু জানতে না পারে আমাদের ব্যাপারে। এমনকী

www.banglabookpdf.blogspot.com
তোমার বউকেও কিছু বলবে না। আজকের পর থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবে না তুমি, অথচ তোমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবো আমরা। কাজেই নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার মতো কিছু কোরো না। ব্যস, কথা শেষ, এবার বাসায় যাও।'

মাসুদ ভাই, আপনাকে আঁর কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আপনার আর সোহানাদির ব্যাপারে অনেক খবর পাচার করেছি আমি ওই লোকের কাছে। তাড়াহুড়ো করে লিখছি এই চিঠি, তাই পাচার-করা কয়েকটা নাম ও বিষয় মনে করতে পারছি এই মুহূর্তে: নেপোলিয়ন, মদের বোতল, কারয়াটিড, গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ, পারস্য অ্যান্টিক...

শেষদিন ফোনের আলাপ শুনছিলাম ম্যাডাম অপির, উনি টের পেয়ে গেলেন। তাই শুনে সেই রাতেই আমার সঙ্গে ওদের এক কম্পিউটার এক্সপার্ট ঢুকল সেফহাউসে। এর পরের সবকিছু তো আপনার জানাই আছে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

জানি, আমার তথ্যপাচারের কারণে আপনি বা আপনারা মস্ত বিপদে পড়েছেন। শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমিও কম বিপদে ছিলাম না। জানি না, আমার এই চিঠি আপনি আদৌ পড়তে পারবেন কি না। শুধু জানি, গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথের খবর জানার পর থেকে ওই লোক গায়েব হয়ে গেছে। একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারিনি ওর সঙ্গে। মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে সে।

আমার প্রাপ্য শাস্তি এড়াতে চাই না, শুধু একটাই অনুরোধ, যদি সম্ভব হয়, আমাকে ক্ষমা করবেন।

সর্বশক্তিমান আপনার মঙ্গল করুন।

স্কচের গ্লাসটা মেঝে থেকে তুলে নিল রানা। অন্ধকারে

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না, তারপরও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পানীয়টুকু। ভাল লাগছে না কিছু।

একজন প্রাণভয়ে ভীত, দুর্বলচিত্ত বাংলাদেশী কাপুরুষের মত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সঙ্গে। ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছে সে। কঠোর শাস্তিও পেয়েছে সেজন্য।

কিন্তু তবু কেন জানি রানা খুশি হতে পারছে না। মনে হচ্ছে, দুর্বলচিত্তের ছেলেটা বড় বেশি কঠোর শাস্তি পেল।

উঠে দাঁড়াল ও। কেন যেন চুমুক দিতে ইচ্ছা করছে না স্কচে।

ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠে পড়ল মাস্টারবেডে। আগামী কাল সকালের প্লেনে দেশে ফিরবে ও।

www.banglabookpdf.blogspot.com

***

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মাসুদ রানা

বাউন্টি হান্টার্স

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা এজেন্সিতে এসেছিল ওই জরুরি ফোন।
রানা জানল, মস্ত বিপদে পড়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবিন কার্লটন।
চিফের অনুমতি পেয়েই সাইবেরিয়ায় চলল রানা।
জানে না, চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। এ-ও জানে না,
বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবসায়ী সংগঠন
ঘোষণা দিয়েছে: পনেরো জনের কল্লা চাই।
তারা যতই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হোক, রক্ষা নেই কারও!
প্রতিটি মাথার জন্য পাবে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার।
ওই লিস্টে রয়েছে মাসুদ রানার নামও। সাইবেরিয়ায়
পৌঁছেই ও বুঝল, সত্যিকারের বিপদ কাকে বলে।
ওকে ঘিরে ফেলল একদল রক্তপিশাচ বাউন্টি হান্টার।
লড়তে লড়তে শেষপর্যন্ত পাশে রইল শুধু তরুণ যোদ্ধা,
হোসেন আরাফাত খবির। বাঁচবার উপায় নেই ওদের।
বরফে ঢাকা শহরের পনেরোতলা দালানের ছাত থেকে
শেষে প্যারাশুট ছাড়াই লাফ দিল ওরা।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মুঈনা ইসলাম
গ্রাম: বিশ্বাস বেতকা, পোস্ট: টাংগাইল, জেলা: টাংগাইল।

কাজীদা,

আপনার কাছে এক আজব আবদার করব। আসলে আমি এমন একটা মাসুদ রানা বই আশা করছি যেটায় মাসুদ রানার সাথে তিন গোয়েন্দারা মানে কিশোর, রবিন, মুসা আর মাসুদ রানার পুরানো কিছু বন্ধু থাকবে। মাসুদ রানা অনেক দক্ষ হলেও তিন গোয়েন্দাও কিন্তু কম নয়। মাসুদ রানার যদি বিশ্বাস না হয় বা ভয় পায় যে তিন কিশোরের আবার যদি বিপদ হয়, তবে তাকে ওদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলবেন। বেশি কষ্ট করতে হবে না। শেরিফ ইয়ান ফ্লেচার কিংবা বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। জানি, আবদারটা অযৌক্তিক। কিন্তু যারা তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা আর কুয়াশা পড়ে তারা সকলে হয়তো একমত হবে।

কুয়াশা আর মাসুদ রানাকে এক করে যে অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়েছেন তাতে আমাদের আশা আরও বেড়ে গেছে। মানুষ আশা করে, স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। এভাবেই মানুষ বাঁচে। আমি আমার ইচ্ছার কথাটা শুধু বলেছি। আর, হ্যাঁ, মার্ভেল আর মার্ভেলের টিমকে খুব মিস করছি। আর হ্যাঁ, এই পত্র না ছাপালে রাগ করব না।

❋ আমি নিজেও ভেবেছি: ওদের একসঙ্গে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া যায় কি না। কাজটা খুব কঠিন। দুই গ্রুপের কাজের ধরন আলাদা। কাউকে তো আর অবহেলা করা যাবে না! যাই হোক, আপনার ইচ্ছার কথা জানিয়ে ভালই করেছেন—একটু জোর পেলাম। আরও ভাবব।

সাইফ মাহমুদ রেজা, ৯ম শ্রেণী,
নদীর পাড় আবাসিক এলাকা, ছাতক সিমেন্ট কোং, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

প্রিয় কাজীদা,

www.facebook.com/groups/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

শুভেচ্ছা জানাই। আসলে, কাজীদা, আমি বয়সে ছোট হলেও রানার প্রায় দু'শ' বই পড়েছি। কিন্তু এখন রানা যখন ফিল্ডে নামে তখন বড্ড একা মনে হয় তাকে। মনে হয় যেন রানা এখন স্বার্থপর। বিসিআই-এর কোন নাম গন্ধ পাওয়া মুশকিল। যার উদাহরণ 'ট্রেজার হান্টার' বই। রাগ করবেন না, আলোচনা করছি পুরানো বিষয় নিয়ে। তার কারণ, আমি সময়মত বই পাই না। আরেকটা কথা, আমি প্রায় ১২টা ভয়ঙ্কর রকমের রহস্যযুক্ত কিশোর উপন্যাস লিখেছি। কী করব একটু বলবেন, প্লিজ?

❋ তুমি তোমার মতামত জানিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ। তোমার ভয়ঙ্কর রকমের রহস্যযুক্ত কিশোর উপন্যাস কত বড় তা জানাওনি। একটা উপন্যাস বা গল্প রহস্যপত্রিকায় পাঠিয়ে দেখতে পার, তা হলে যাচাই হয়ে যাবে তোমার লেখা ছাপার উপযুক্ত কি না।

মোঃ মিনহাজ ফাহিম সৌমিক

বড় মসজিদ সড়ক, বাবুপাড়া, নীলফামারী-৫৩০০।

প্রিয় কাজীদা,

আপনি কি ভাল আছেন? কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল আপনি ভাল নেই, তাই আজ চিঠি লিখলাম। আমি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। তাই মনে হচ্ছিল আপনিও মনে হয়। আমি সব সময় আশা করি আপনি ভাল থাকুন এবং দীর্ঘজীবী হোন। আমার আয়ু নিয়ে আপনার আয়ু বৃদ্ধি পাক। কেননা, আপনার কিছু হলে সেবা প্রকাশনী অচল হয়ে পড়বে ও পাঠকেরা পাগল হবে। তাই আমি আপনাকে সব সময় ভাল দেখতে চাই। আর চিরনবীন মাসুদ রানা এবং অমর সেবা প্রকাশনীকে সারা জীবন দেখতে চাই। কাজীদা, মাসুদ রানা ছাড়া বাকি সিরিজগুলো খুব ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকটা একটু দেখবেন। এবং আমার জীবনে একটা ইচ্ছা আপনাকে দেখবার, জানি না সেটা হবে কি না। সবশেষে এটুকুই বলি, কাজীদা, তুম অমর রাহো।

❋ দোয়া করি, শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ...আমিও ভাল আছি। আপনার আয়ু আমি চাই না, বরং আপনাকে কিছুটা ধার দিতে পারলে খুশি হই। যথেষ্ট দিন ধরে বেঁচে আছি, সময় হলেই টা-টা দিয়ে চলে যাব। আসলে কবির কথায় বিন্দুমাত্র ভুল নেই:

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?

আজম খান

মিরপুর, ঢাকা।

প্রিয় কাজী আনোয়ার হোসেন ভাই, শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, আমি ভুল করে একটি বইয়ের দোকান থেকে সেবা প্রকাশনীর চারটি বই দুবার কিনে ফেলেছি। বই চারটি সেবা প্রকাশনী থেকে পাল্টে নেয়া যাবে কিনা জানাবেন। ১। অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার ২। দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান ৩। শী অ্যাণ্ড অ্যালান ৪। হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

❋ আপনার জন্য যাবে। অবশ্য যদি বইগুলো বিক্রির উপযোগী থাকে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

www.banglabookpdf.blogspot.com

২২/০৬/১৪ আত্মউন্নয়ন (প্রজা D/D) বিদ্যুৎ মিত্র
২৬/০৬/১৪ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ৯ সংখ্যা) জুলাই, ২০১৪
০১/০৭/১৪ কুচক্রী+জলার দানব+মানসা মুসার গুপ্তধন
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৩১/২) রকিব হাসান

কুচক্রী : হাঙর আর নানা প্রতিকূলতায় ভরা ক্যারেবিয়ান সাগরে গভীরে আধুনিক জলদস্যুদের হাতে বন্দি হলো তিন গোয়েন্দা। পরিস্থিতি এমন, প্রাণ নিয়ে ফেরাই কঠিন।

জলার দানব : জলাভূমির মাঝখানে নির্জন প্রাসাদে প্রাণীদেহের জিন নিয়ে গবেষণা করেন এক বিজ্ঞানী দম্পতি। সেই প্রাসাদে তিন গোয়েন্দা ঢুকেই রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেল। তারপর শুরু হলো যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।

মানসা মুসার গুপ্তধন : সাগরসৈকতে অদ্ভুত একটা মুখোশ খুঁজে পেল মুসা। তাতে লুকানো কম্পাস, আর সাঙ্কেতিক মেসেজের সূত্র ধরে, ভীষণ প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে, প্রাচীন রহস্যময় এক গুপ্তশহরের খোঁজে, সুদূর [illegible]
পাড়ি জমাল তিন গোয়েন্দা

আরও আসছে

১২/০৭/১৪ বাউন্টি হান্টার্স-১ (রানা-৪৩৩) [illegible] তাসেন

www.facebook.com/groups/banglabookpdf